শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(উপনিষৎ)

শ্রীমৎ স্বামী কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

সম্পাদিত

অনুবাদক : শ্রীঅমল ভৌমিক

লয়ার্স বুক স্টল

পাণবজার : গুয়াহাটী : আসাম

প্ৰকাশক ঃ
শ্ৰীখগেন্দ্ৰনাৰায়ণ দত্তবৰুৱা
লয়াৰ্ছ বুক ষ্টল
পাণবজাৰ ঃ গুৱাহাটী-৭৮১০০১

প্ৰথম প্ৰকাশ ঃ ১৯৯৭

মূল্য ঃ

মুদ্ৰক ঃ
বিচিত্ৰনাৰায়ণ প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ
আমবাৰী ঃ গুৱাহাটী - ৭৮১০০১

"গীতা মে হৃদয়ং পার্থ, গীতা মে পরমং গুরু"

সমর্পণ

শ্রীশ্রীগীতার বক্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে মানব রূপে অবতীর্ন হয়ে বিশ্বমানবের কল্যাণ হেতু 'একশরণ নামধর্মের' বীজ রোপন করেছিলেন, সেই সর্বধর্ম-সমন্বয়ের রাজা- 'এক শরণ নামধর্ম', যে অবতার পুরুষ জগত গুরুরূপে এসে এই দুঃখময় মরজগতে চিরশান্তির ঝর্না বইয়ে দিয়েছিলেন সেই প্রাতঃস্মরনীয় মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের শ্রীপাদ-পদ্ম স্মরণ করে পরম পুরুষ ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে এই মহান পবিত্র গ্রন্থখানি সমর্পিত হল।

।। ওঁ শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ।।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(উপনিষৎ)

ভারতের বিশিষ্ট গীতা ভাষ্যকারগনের টীকা অবলম্বন করে, মূল সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয় এবং অসমীয়া অনুবাদের সংগে, আসামের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ নামঘোষা, কীর্ত্তনঘোষা, রত্নাবলী, রত্নাকর, নিমিনবসিদ্ধ সংবাদ, ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত ও শ্রীশ্রীভট্টদেবের কথাগীতার প্রতিটি অধ্যায়ের মূল সংস্কৃত শ্লোক ও তার প্রাচীন অসমীয়া ভাষায় লেখা সারাংশ সমন্বিতে ও প্রতিটি অধ্যায়ের বিশদ ভাবার্থের সংগে লিখিত।

বিনীত নিবেদন

পঞ্চদশ শতকে পূণ্যভূমি আসামে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব প্রবর্তিত মহাপুরুষীয়া বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্য ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের উদ্ভব হয়েছিল। এ মহাপুরুষীয়া বৈষ্ণব ধর্মের মূল ভিত্তি ছিল শ্রীমদ্ভাগবত গীতা মহাগ্রন্থ। বেদান্তসূত্র বা ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতা শ্রীব্যাসদেব কিন্তু শ্রীগীতার রচয়িতা হলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। জগতে গীতা অতুলনীয়। গীতার মূল কথা শরণাগতি। বেদান্তের অভ্রান্ত ভাষ্য ভাগবত পুরাণকেই অনুসরণ করে শ্রীমন্ত শঙ্করদেবই একমাত্র মহাপুরুষ যিনি গীতোক্ত একশরণ ধর্মের উপরেই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সনাতন ধর্মগুরু হিসেবে নিজের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে গেছেন।

ভাগবত ধর্মের অনুসরণকারী রামানুজ মাধবাচার্য প্রভৃতি চার সম্প্রদায় প্রবর্তিত মতবাদ থেকে এ মতবাদ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও মৌলিক। সনাতন ধর্মের চরম প্রাপ্তি শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীমদ্ভাগবত উদ্দেশ্য এবং শ্রীগীতা উক্ত উদ্দেশ্য প্রাপ্তির উপায়। বিশ্বশান্তি, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় একমাত্র পথ।

সবিশেষ অদ্বৈতবাদী শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের সার্থক উত্তরসূরী, আধুনিক ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাগবত ধর্ম প্রচারক, মানব দরদী, সাধক শ্রীমৎ স্বামী কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় সহজ সরল ভাষায় জাতি-ধর্ম-ভাষা-লিঙ্গ নির্বিশেষে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব অনুসৃত একশরণ ভাবাদর্শের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখে সর্বজন বোধ্য করে লোক শিক্ষার্থে গীতা গ্রন্থটি অসমীয়া ভাষায় সম্পাদনা করেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত গীতা সর্বকালের সকল মানুষের পরম সত্যানুসরণের এক সার্বভৌম মহাগ্রন্থ। বিশ্বের ধর্ম সাহিত্য ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব অবদান। গীতা মর্মজ্ঞ স্বামীজী অগাধ গীতা সমুদ্র মন্থন করে জনগণের শ্রীহস্তে অমৃত পরিবেশন করেছেন।

শ্রদ্ধেয় পাঠক পাঠিকাগণের সেবায় উক্ত গ্রন্থটির বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। গ্রন্থটি সর্বসাধারণের কিঞ্চিৎ উপকার করতে সক্ষম হলে শ্রম সার্থক বলে মনে করবো।

অনুবাদক

ডঃ অমলা ভৌমিক

(মূল অসমীয়ার বাংলা অনুবাদ)

নিবেদন

ভক্তপদরজ প্রার্থী দীনাধমসেবক, ভক্তগণকে সাষ্টাঙ্গে প্রনাম জানিয়ে নিবেদন করছে। আমার মত একজন অনভিজ্ঞ, অযোগ্য, অপরাধী জীবের পক্ষে পরম পবিত্র সর্বশাস্ত্র শিরোমণি গীতার বিষয়ে লিখতে যাওয়া এ যেন বামন হয়ে চাঁদ ধরার আশা। নগন্য প্রাণী সম-দম গুণশূণ্য হলেও "যে ভাবে মধুমক্ষিকা সংগৃহীত মধু, সাধু ব্যক্তিগণ আদর করে থাকেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের সমস্ত বেদের সার অর্থাৎ উপনিষদের সার নির্যাসটুকু ভগবান ভক্ত অর্জুনকে লক্ষ্য করে গীতা আকারে জীবজগতের মংগলের জন্য প্রকাশ করেছিলেন, সেই গীতাখানি আমার মত অপাত্রজন সম্পাদনা করার চেষ্টা করেছে। সুধীগণ নিজগুণে কৃপাদৃষ্টি করে আমার-এই অনধিকার চর্চা ক্ষমা করবেন। নামঘোষার পদে আছে, "অল্পগুণ কহয় করিয়া বিস্তার।"

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলনের কালে সিলেট সেন্ট্রাল জেলে কারাবাস জীবন যাপনের সময় এই গ্রন্থ সম্পাদনার কাজ প্রথম শুরু করি। সেই সময়ের স্বনামধন্য, অক্লান্ত কর্মী, ত্যাগী পুরুষ স্বর্গীয় কনক চন্দ্র কাব্যতীর্থ, স্বনামধন্য উকীল বৃন্দাবন গোস্বামী এবং ত্যাগী ভকত গ্রামের দেশ সেবক কর্মীপুরুষ ধর্ম বড়ঠাকুর, নগাওঁ কলিয়াবরের শ্রবনী সত্রের মাণিকচন্দ্র মহন্ত, সিলেট বানিয়াসং গ্রামের প্রবীন এবং বয়োবৃদ্ধ দেশসেবক প্রকাশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং শিবেন বিশ্বাস প্রভৃতি ত্যাগী পুরুষগণের সংগে একই কারাগারে (সিলেট জেলে) একই সময়ে কারাবাস জীবন যাপনের সৌভাগ্য ঘটেছিল। সর্বোপরি উক্ত সময়েই সেখানেই কর্মবীর নবীনচন্দ্র বরদলৈ, কুলধর চলিহা এবং কুমুদ বরা প্রভৃতি আসামের মহান নেতাগণের সংগেও সাক্ষাৎ হয়। সেই সময় বিশেষ করে গীতা ও অন্যান্য ধর্ম শাস্ত্র আলোচনা করার সুবিধা

হয়েছিল। ছেলেবেলা থেকেই মহাভারত এবং গীতার প্রতি আমার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। দেশের মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে গীতার প্রতি প্রবল অনুরাগ জন্মেছিল। জেলে থাকাকালীন সাধু ত্যাগী পণ্ডিতগণের সাহচর্যে আমার এই অনুরাগ আরো প্রবল হয়েছিল। মনের এই প্রবল আকাঙ্খার জন্য নিতান্ত অযোগ্য ব্যক্তি হয়েও সার্বভৌমিক মহান গীতার মত গ্রন্থ সম্পাদন করতে মন উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। তখন অনধিকারী এবং অযোগ্য, অপাত্র হয়েও শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের আশ্রয় নিয়ে সেই পরমপুরুষকে স্মরণ করে এই গ্রন্থখানি সম্পাদনা করে প্রকাশ করার প্রবল অভিলাস জন্মেছিল। সেজন্য যার কৃপা হলে মূক ব্যক্তি কথা বলতে পারে, পঙ্গু পর্বত লঙ্ঘন করতে সক্ষম হয়, সেই দীনবন্ধু হরিকে স্মরণ করে এই কাজে অগ্রসর হতে পেরেছিলাম। আমি জানি এ কাজে পদে পদে ত্রুটি বিচ্যুতি নিশ্চয় হবে। সর্বশাস্ত্র শিরোমনি গীতার ভাব নিজে উপলব্ধি করাই কঠিন তার উপর আবার সেই মহান বিষয়-বস্তুকে ভাবে-ভাষায় প্রকাশ করা ততোধিক সুকঠিন। ভাব ও ভাষার ক্ষেত্রে আমি অত্যন্ত দুর্বল, সেজন্য মনে সর্বদা সংশয় হয় হয়তোবা গ্রন্থের অভিপ্রেত ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে অপ্রকাশ কিংবা তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হয়। আমার মত একজন পারমার্থিক বিষয়ে জ্ঞানশূন্য, অজ্ঞ ব্যক্তিকে অসম্ভব সম্ভব বিচারের বিতর্কে না গিয়ে- গ্রন্থ প্রকাশের জন্য প্রবল অভিনিবেশ সহকারে গ্রন্থ সম্পাদনার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হল। গীতা মাহাত্ম্যে আছে—

কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতং ফলম্।
ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোথঽমৈথিলঃ।।

শ্রীকৃষ্ণ এই গীতা সম্যকরূপে জানেন,- কুন্তীসুত অর্জুন, ব্যাসদেব, ব্যাসপুত্র শুকদেব, যাজ্ঞবল্ক্য এবং মিথিলাপতি জনকাদির কিঞ্চিৎ পরিমান জানা আছে। একান্ত ভগবৎ ভক্তিযুক্ত ভক্তই একমাত্র প্রকৃতরূপে গ্রন্থের ব্যাখ্যাকারক। আমার মত ভক্তি বিমুখ, অপরাধীর এই গ্রন্থ প্রকাশের অধিকার নেই। তবুও গীতার প্রতি শ্রদ্ধা ও গীতা প্রচারের অনুপ্রেরণা এই মহান গ্রন্থ লিখতে উদ্বুদ্ধ করায় এই কাজে অগ্রসর হলাম। গীতা মাহাত্ম্যে ভগবান

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

"গীতা মে হৃদয়ং পার্থ, গীতা মে পরমং গুরু।"

ভগবানের এই কথা স্মরন করে— এই পারমার্থিক আধ্যাত্মিক শাস্ত্র আলোচনার শুভারম্ভ করা হল। বহু স্থানে ভাষাজ্ঞানের অভাবে ভাব প্রকাশে বহু ভুল ত্রুটী হয়েছে। আবার কোন কোন স্থলে ভাবের অভাবে ভাষা প্রয়োগেও বিঘ্ন ঘটেছে। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, মহান সাধু সমাজ আমাকে অল্পমতি জেনে আমার সব অপরাধ নিজগুণে ক্ষমা করেন যেন। এই গ্রন্থ সম্পাদনে প্রাচীন এবং আধুনিক টীকাকার ও গ্রন্থকারগণের সাহায্য নিতে হয়েছে। উক্ত গ্রন্থকারগণের মত ও ভাব নিয়ে এই গ্রন্থ প্রকাশ করতে পারায় তাঁরা সকলেই ধন্যবাদার্হ। এক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ কৃতিত্ব থাকলে তা তাদেরই প্রাপ্য। তাঁদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। গীতার প্রত্যেক শ্লোকের অন্বয়মুখে, প্রতি সংস্কৃত শ্লোকের ও শব্দের অসমীয়া প্রতিশব্দ ও শ্লোকার্থ দেওয়া হয়েছে। কোন স্থলে জটিল সংস্কৃত শব্দের অসমীয়া প্রতি শব্দ ছাড়া ও স্থান বিশেষে তাৎপর্য অর্থ ও শ্লোকের সম্বন্ধ বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রতি অধ্যায়ের প্রারম্ভে পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামীর গীতার্থ সংগ্রহ এবং অধ্যায়ের শেষে শ্লোক সমূহের আলোচনা করে উপসংহার স্বরূপে অধ্যায়ের ভাবার্থ সরল কিন্তু বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সর্বশেষে প্রণম্য পণ্ডিত প্রবর শ্রীভট্টদেবের কথাগীতা সারের সারাংশ প্রতিটি অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়াও কর্মী, জ্ঞানী, ভক্ত, ত্রিগুণাতীত পুরুষের লক্ষণ, যোগী ও স্থিতপ্রজ্ঞের কিংবা ব্রাহ্মীস্থিতির লক্ষণ বিষয়ক সমস্ত শ্লোকের অসমীয়া অনুবাদ ভিন্ন ভিন্নভাবে, সত্ত্বঃ রজঃ ও তম এই ত্রিগুণের স্বরূপ এবং তার গুণাগুণ, তদনুসারে আহার যজ্ঞাদি সমস্ত কর্মের লক্ষণ সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। তাছাড়াও প্রত্যেক অধ্যায়ের শ্লোকানুক্রমিক গীতা বিশ্লেষণ দেওয়া হয়েছে।

অবশেষে অকপটে স্বীকার করছি, আমার পক্ষে এক যায়গায় স্থির হয়ে থাকা সম্ভব না হওয়ায় এই গ্রন্থখানার প্রথম প্রকাশে যে সমস্ত

ভুল থেকে গিয়েছিল সে ভুল গুলির সংশোধনের সুযোগ না পাবার জন্য বরপেটা মহকুমার আনন্দ বাজারস্থ গিরীশ বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় শ্রীগঙ্গানাথ চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রী শিরোমণি মহাশয় প্রকাশক শ্রীমানের সংগে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর সহায়ক রূপে থেকে অশুদ্ধি শুদ্ধিকরণে সাহায্য করায় আমি তার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। পরম আগ্রহ সহকারে এই কার্যে সহায়ক হয়ে আমার মত অভাজনকে যথেষ্ট উপকার করার জন্য তিনি অশেষ ধন্যবাদেরো পাত্র। ইতি—

ভক্তপদধূলি প্রার্থী

কৃষ্ণানন্দ

৫২৩ শঙ্করাব্দ, ১লা অগ্রহায়ন

১৩৭৮ সাল।

ভূমিকা

দ্বিতীয়ে শোকসন্তপ্তমর্জ্জুনং ব্রহ্মবিদ্যয়া।
প্রতিবোধ্য হরিশ্চক্রে স্থিত প্রজ্ঞস্যলক্ষণম্।।
শোক পঙ্ক নিমগ্নং যঃ সাংখ্য যোগোপদেশতঃ।
উজ্জহারার্জ্জুনং ভক্তং স কৃষ্ণশরণম্ মম।।

অনুবাদ ঃ শ্রীহরি দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশের দ্বারা শোকসন্তপ্ত অর্জ্জুনকে প্রবোধদান করে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ নির্ণয় করলেন। যিনি সাংখ্য (জ্ঞান) ও যোগের উপদেশ দ্বারা শোকপঙ্কে নিমগ্ন ভক্ত অর্জ্জুনকে উদ্ধার করলেন সেই কৃষ্ণ আমার সহায় হউন।

"শোক মোহ মহা পঙ্ক মাজে, অর্জ্জুন মগন ভৈলা দেখি,
পরম ঈশ্বর দৈবকী নন্দন,
কৃপায়ে ঈশ্বর তত্ত্ব কহি উদ্ধারিলা নিজ ভকতক,
হেন ঈশ্বরর চরণে লৈলোঁ শরণ" (ঘোষা)

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহংবন্দে পরমানন্দ মাধবম্।।

অনুবাদ ঃ যার কৃপা হলে মূক ব্যক্তিও কথা বলতে পারে, পঙ্গুজনেও পর্বত আরোহণ করতে পারে, সেই পরমানন্দ মাধব শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি।

গীতা সম্পর্কে মহাভারতে আছে—

একং শাস্ত্রং দৈবকীপুত্র গীতমেকোদেবো দৈবকীপুত্র এব।
একোমন্ত্রস্তস্য নামানি যানি, কর্ম্মপ্যেকং তস্যদেবস্য সেবা।।

শ্রীমদ্ভগবদগীতাই একমাত্র নিত্যশাস্ত্র, দৈবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যাঁর একমাত্র বক্তা। দেবতামাত্র একজন দৈবকী দেবীর পুত্র শ্রীকৃষ্ণ, কর্মও মাত্র একটা তাঁর পদসেবা করা। মন্ত্রও শুধু একটাই তাঁর অদ্ভুদ নাম।

ঘোষাতে আছে :—

একেখনি মাত্র শাস্ত্র নিষ্ঠ, দৈবকীনন্দনে কৈলা যাক
দেবো একমাত্র দৈবকী দেবীর সুত।
দৈবকী পুত্রর পদসেবা কর্ম্ম এক এহিমানে মাত্র
মন্ত্র এক তান নাম মাত্র অদভূত।।

গীতা সর্বশাস্ত্র শিরোমনি ভূষণ, সমস্ত সপ্রদায়ের ও সমস্ত মতবাদীগনের সমভাবে নমস্য। গীতা বেদের পরবর্ত্তী হলেও ইহা বেদের ন্যায় সমস্ত সমপ্রদায়ের মান্য। কর্মী, জ্ঞানী, ভক্ত, যোগী প্রভৃতি সকলেই গীতা শাস্ত্রকে পরম শ্রদ্ধাসহকারে মেনে থাকেন। সনাতন হিন্দুধর্মে গীতা বেদের মতই প্রামান্য গ্রন্থ।

উপনিষদ, গীতা ও বেদান্ত দর্শন এই তিনখানা গ্রন্থকে প্রস্থানত্রয় বলা হয়। এই তিনখানা গ্রন্থই সনাতন ধর্মের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ। এই তিনখানা গ্রন্থকে ধ্রুবতারার মত লক্ষ্য করে সংসার সমুদ্রের যাত্রীরা মোক্ষের পথে প্রস্থান করেন। উপনিষদ বেদের শেষভাগ। ঋষি গণের বাণী, বেদান্ত ও উপনিষদের সারতত্ত্বগুলি একত্রিত করে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বেদান্ত দর্শন প্রণয়ন করেন। এই দর্শনকে ব্রহ্মসূত্রও বলা হয়। কিন্তু গীতা সমগ্র উপনিষদের সারমর্ম—

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপাল নন্দনঃ।
প্রার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহাৎ।।

অনুবাদ : সমগ্র উপনিষদরাশি গাভীস্বরূপ, গোপাল নন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দোহন কর্ত্তা, অর্জ্জুন বৎস এবং মহৎ গীতামৃত দুগ্ধস্বরূপ, সুধীগণ তা পান করেন।

গীতা বেদের পরবর্ত্তী হলেও ইহা বেদের মতই মান্য, গীতাকে বলা হয় ত্রয়োদশ উপনিষদ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত বেদের সার এই গীতা তত্ত্ব বলেছিলেন। গীতামাহাত্ম্যে আছে—

"গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্র বিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখ পদ্মাদ্বিনিসৃতা।।"

অনুবাদ : এই শ্রীমদ্ভগবদগীতাই সুগীতা, এটি পাঠ করা কর্ত্তব্য, অন্য শাস্ত্রের আর কি ই বা প্রয়োজন আছে? যে বাক্য সাক্ষাৎ পদ্মমুখ শ্রীকৃষ্ণের

মুখ থেকে নিসৃত।

মহাপুরুষ শ্রীমন্তশঙ্করদেব গীতা প্রস্থানকে পরম শ্রেয় প্রস্থান বলে নির্ণয় করে একশরণমূলক নামধর্ম প্রচার ও প্রবর্ত্তন করেন। শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত মহাগ্রন্থ দুখানির আদর্শ ভিন্ন হলেও ভগবান প্রিয়তম ভক্ত উদ্ধবকে একাদশ স্কন্ধের সাত অধ্যায়থেকে উনত্রিশ অধ্যায় পর্যন্ত যে তত্ত্ব কথা উপদেশ দিয়েছিলেন গীতায় অর্জ্জুনকেও সেই সমস্ত তত্ত্ব কথাই উপদেশ দিয়েছেন। নিষ্কাম কর্মযোগ, সর্বভূতে ভগবদ্ভাব— শ্রীকৃষ্ণ চরণে সর্বকর্ম ও সর্ব কর্মফল সমর্পন প্রভৃতি গীতার যা সার কথা, ভাগবতেও সেই একই কথারই পুনরাবৃত্তি। তবে বৃন্দাবনের ব্রজলীলা বা রাসপঞ্চাধ্যায়ের কথা একমাত্র ভাগবত ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যায়না। শান্ত ও দাস্য ভাবের কথা মহাভারত ও গীতায় আছে। সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের কথা শ্রীমদ্ভাগবতের ব্রজলীলায় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবে ঈশ্বর বুদ্ধির অভাব দেখে এই পরম উৎকর্ষ, ভাবগুলি স্বীকার করলেও শান্ত এবং দাস্যভাবের ভজন পথকেই শ্রেষ্ঠ বলে তাঁর মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। উপনিষদ, বেদান্তদর্শন এবং গীতা এই প্রস্থানত্রয়ীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের নিজের বাণী বলে গীতা প্রস্থানকেই শ্রেয় প্রস্থান বলে মহাপুরুষ শঙ্করদেব স্বীকার করে গেছেন। কারণ ভগবান স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চদশ অধ্যায়ের পনের শ্লোকে বলেছেন, 'আমিই বেদসমূহের জ্ঞাতব্য, আমি আচার্যরূপে বেদান্তের অর্থ প্রকাশক"। এই জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের ভজন মার্গ, নামধর্ম, শ্রবণ কীর্ত্তন অঙ্গকেই শ্রেষ্ঠ পথ বলে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে শরণ নিয়ে ভাগবৎ ধর্মে প্রবেশ করতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। (অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬৫/৬৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

গীতার নবম অধ্যায়ে শ্রবণ, কীর্ত্তন ধর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে (৯ম অধ্যায়, ১৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এ বিষয়ে যোবার উক্তি—

রহস্যক জানে যিটো লোক, সততে কীর্ত্তন করে মোক,
ধরি দৃঢ় ব্রত করি যত্ন বিপরীত।
মোর সর্ব্বোত্তম দুই পায়ে করে নমস্কার ভক্তিভাবে
তার মোর এরা-এরি নহে কদাচিত।

ভক্তি যার একমাত্র সাধ্য ও সাধন, প্রেমমাত্র প্রয়োজনে তিনি যেন সর্বদাই ভগবানের শরণাগত হয়ে পরম যত্ন সহকারে দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে ভগবানের নামগুণ কীর্ত্তন করেন। গীতার বাণীও তাই।

গীতার প্রথম অধ্যায় থেকে ৬ষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত কর্ম ষটক অর্জুনকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায় থেকে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত ভক্তি ষটক ভগবান নিজেকে লক্ষ্য করে বলেছেন। ত্রয়োদশ অধ্যায় থেকে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত জ্ঞান ষটক। মানব জীবন কর্মময়, সমস্ত কাজই- ঈশ্বরার্পন বুদ্ধিতে করতে হবে। যদিও গীতায় কার্য্যকর্মের নিন্দা আছে তবুও সমস্ত কর্ম নিরাসক্তভাবে যে করতে পারে তাঁকেই গীতাতে প্রকৃত সন্ন্যাসী ও যোগী বলেছেন।

গীতার প্রথম অধ্যায়টি বিষাদযোগ। ষড়দর্শনের মূল তত্ত্বও বিষাদযোগ। এই বিষাদ বা দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যই দর্শন শাস্ত্রে বিভিন্ন উপায়ের নির্দ্দেশ আছে। ঐকান্তিক দুঃখ নিবৃত্তি কি ভাবে করা যায় তারই উপদেশ ষড়দর্শনে আছে। কিন্তু গীতা ও ভাগবতে ঐকান্তিক দুঃখ নিবৃত্তির কথাই শুধু বলা হয় নি, সেখানে ঐকান্তিক সুখ ও পরমানন্দ লাভ কি রূপে হয়— সে কথাও সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। ঐকান্তিক দুঃখ নিবৃত্তিই জীবের চরমগতি ও পরম অবস্থা। সেজন্য শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতাদি শাস্ত্রে মুক্তিকে তুচ্ছ করে পুরুষোত্তমের প্রেমভক্তির সন্ধান দিয়েছে এবং সেই প্রেমভক্তি লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে ব্রহ্মতত্ত্বের উপরেও ভগবানতত্ত্ব পুরুষোত্তম তত্ত্বে আশ্রয় নেয়া। শ্রীমাধবদেব তাঁর রচিত ঘোষা গ্রন্থে লিখেছেন—

সমস্ত সুখক তেজি পুরুষোত্তমর প্রেম,
ভকতিক করিলে আশ্রয়।
ভকত সবর এহি, পুরুষার্থ মনোনীত
আন সুখ অধিক পাওয়।।

মুক্তিতে ভক্তির সুখ নেই কিন্তু ভক্তিতে মুক্তির সুখ আপনা আপনিই মিলে। ১৪/২৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃত স্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ।।

আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠাতা (আশ্রয়) এবং নিত্য অমৃতের (মোক্ষের) সনাতন ধর্মের ও ঐকান্তিক সুখেরও প্রতিষ্ঠাতা।

সে জন্য ভাগবত ধর্মের চরম লক্ষ্য ও পরম গতি ভক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি, বাঞ্ছা সবকিছু উপেক্ষা করে একমাত্র পুরুষোত্তমের প্রেমকে মাধ্যম জেনে মদীয় শ্রবণ কীর্ত্তন ধর্মের আশ্রয় নেয়া।

কর্ম ষটকের বিবাদ যোগ থেকে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত নিষ্কাম কর্ম যোগের উপদেশের সংগে সংগে অপূর্ব জ্ঞান ও ভক্তি যোগের রহস্যেরও বর্ণনা করেছেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৪৬/৪৭ শ্লোকে কর্মী, জ্ঞানী ও তপস্বীগণের চেয়েও যোগীকে শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করে যোগীর চেয়ে ভগবৎ ভক্তকেই শ্রেষ্ঠ বলে মন্তব্য করেছেন। গীতার কর্মযোগ জ্ঞানভক্তি শূণ্য নয়। মায়াবাদী বৈদান্তিক জ্ঞানবাদীর কর্ম বন্ধনের কারণ, কিন্তু গীতার কর্ম বাদের কর্ম মোক্ষের কারণ। গীতার জ্ঞানবাদের মূল উদ্দেশ্য, সর্বভূতে ভগবদ্ভাব নিয়ে জগতের মঙ্গলার্থে এবং ঈশ্বর প্রীতির অর্থে সমস্ত কর্ম ভগবৎকর্ম এই বুদ্ধিতে সব কর্ম করবে।

গীতার জ্ঞানবাদে অদ্বৈত সিদ্ধি নির্বাণ, ব্রহ্মস্থিতি, ব্রহ্মভাব ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ থাকলেও সর্বভূতে সচ্চিদানন্দ ভাব প্রতিষ্ঠা করা ও জগতের হিতার্থে ঈশ্বর প্রীতির জন্য কর্ম করাই গীতার জ্ঞানবাদের উদ্দেশ্য। গীতার জ্ঞানবাদ সেজন্য ঈশ্বরবাদে পরিপূর্ণ।

গীতোক্ত ভক্তিবাদও জ্ঞান, কর্ম ভগবৎভক্তির সংমিশ্রণে সাধনভক্তির অঙ্গ রূপে পরিগণিত হয়েছে। কপিলের সাংখ্য জ্ঞানবাদী এবং গীতার সাখ্যও জ্ঞানবাদী যদিও উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও আছে। কপিল সাখ্য মতে, পুরুষ এবং প্রকৃতি এই সংসার প্রপঞ্চের মূল কারণ। প্রকৃতির হাত থেকে নিস্কৃতি পেলেই মনুষ্য জন্মের সমস্ত দুঃখ থেকে নিবৃত্তি হয়। সেজন্য সাখ্য সূত্রে 'জ্ঞানাৎ মুক্তি' বলেছে। এটা কিসের জ্ঞান? পুরুষ প্রকৃতির ভেদজ্ঞান।

কিন্তু গীতার মতে প্রকৃতি দুই, পরা ও অপরা। সাংখ্যের প্রকৃতিই গীতার অপরা প্রকৃতি এবং সাখ্যের পুরুষই গীতার পরা প্রকৃতি। গীতার এই পরা ও

অপরা, কিংবা সাখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতির এই তত্ত্ব ছাড়াও অপর একটি তত্ত্ব আছে সেই তত্ত্বকে পুরুষোত্তম তত্ত্ব বলে। এই পুরুষোত্তম তত্ত্বের দ্বারা গীতা কপিলের সাখ্যবাদ ও নির্বিশেষে ব্রহ্মবাদ সবিশেষ ভগবৎ তত্ত্ব ঈশ্বর বাদের সঙ্গে সমন্বয় করেছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিরীশ্বর কপিল সাখ্য মতবাদ ছাড়াও পুরুষোত্তম তত্ত্বে গীতা রহস্য বর্ণনা করে ভাগবত ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছেন। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাখ্যবাদ জ্ঞান ও ঈশ্বর জ্ঞান ও যোগের বর্ণনার সংগে ঈশ্বর প্রসঙ্গও বর্তমান। পুরুষ যখন প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে স্ব স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, তখন তার প্রকৃতির ক্রিয়া বন্ধ হয়। সে জন্য কপিল সাংখ্য মতে ভগবানের বিশ্ব লীলা লুপ্ত হলেই কেবল পুরুষ (শুদ্ধ অধিকারী) হওয়া যায়।

বৈদান্তিক মায়াবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্ম এবং মায়া জগত প্রপঞ্চের মূল। মায়া মুক্ত হলেই মুক্তি। বৈদান্তিক মায়াবাদীগণের মতে জীব, জগত ও ব্রহ্ম এই তিন তত্ত্ব স্বীকৃত নয়। একমাত্র ব্রহ্মতত্ত্বকেই তাঁরা স্বীকার করেন। ব্রহ্ম সত্য; জীব জগৎ মিথ্যা। সাখ্যের প্রকৃতি ও মায়াবাদী বৈদান্তিকের মায়া একই বলে মনে হয়। সাখ্যের মতে প্রকৃতি থেকে মুক্ত হলেই জীবের ঐকান্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হয়, তদ্রূপ মায়াবাদী বৈদান্তিকগণও মায়া থেকে মুক্ত হলে ব্রহ্ম হয়ে যায়। তখন সমস্ত প্রকৃতার্থে কপিল সাখ্য জ্ঞানবাদ এবং বৈদান্তিক মায়াবাদ, উভয় মতবাদই সন্ন্যাসবাদ সমর্থন করে। কর্মত্যাগ করলেই জীবের মোক্ষ বা মুক্তি লাভ হয়। কর্ম একমাত্র বন্ধনের কারণ।

কর্মত্যাগ ব্যতিরেকে জীব কখনও মুক্তি পায় না। কিন্তু গীতার মতবাদ মতে কর্ম বন্ধনের কারণ নয়, কর্মফলই বন্ধনের কারণ। ভক্তিযুক্ত হয়ে কর্ম করা কর্ত্তব্য।

অষ্টাদশ অধ্যায়ে ৫৬/৫৭/৫৮ শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপসংহার স্বরূপে কর্মযোগ সম্বন্ধে অর্জুনকে শেষ উপদেশ দিয়েছেন।

সর্ব্বকর্ম্মান্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎ প্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্।। ৫৬
চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব।। ৫৭

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎ প্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথচেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি।। ৫৮

অর্থাৎ যিনি আমাকে আশ্রয় করে সর্বদা সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠান করেন তিনি আমার অনুগ্রহে শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন। মনে মনে সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পন করে মৎপরায়ণ হয়ে, সাম্য বুদ্ধি যোগ আশ্রয় করে সর্বদা আমাতে মন রেখে যথাধিকার কর্ম করতে থাকবে।

আমাতে মন রাখলে তুমি আমার অনুগ্রহে সমস্ত সঙ্কট অর্থাৎ কর্মের শুভাশুভ ফল অতিক্রম করবে আর যদি অহংকার করে আমার কথা না শোনো তবে তুমি বিনাশ প্রাপ্ত হবে।

গীতার কর্মবাদ ঈশ্বর বাদে পরিপূর্ণ। মীমাংসকগণের কর্মনীতিকে গীতা প্রশংসা করেনি। কেননা মীমাংসকগণের মতে স্বর্গাদি ফলাকাঙ্খী হয়ে কর্ম করতে হবে। কর্মের ফলাফলের জন্যে জীবের জন্মান্তর সংস্কার হয়। সেজন্য বেদ বিহিত কর্ম করাই জীবের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু গীতায় বেদবাদরতা কাম্যকর্মীগণের নিন্দা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের— ৪২/৪৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

বিশেষতঃ বেদের ক্রিয়াকাণ্ডের ফল স্বর্গও নিত্য নয়। পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গ থেকে পতন অবশ্যম্ভাবী। গীতাতে সেজন্য ব্রহ্মলোক থেকে জীবের পতনের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ের ১৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য। তৎ সত্বেও বহির্মুখী জীবগণকে বেদকর্মে প্রবৃত্ত করার জন্য নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর বাক্যের দ্বারা ফলাকাঙ্খী জীবের জন্য বেদে কর্মের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। যেমন অবোধ বালককে তিতো ওষুধো তাঁর মংগলের জন্য মিষ্টি কথা বলে খাওয়ানো হয়, সেই রূপ বেদ বহির্মূখ লোকগণকেও বেদকর্মে প্রবৃত্ত করার জন্যে বেদোক্ত কর্মে নানারূপ প্রশংসাসূচক বাক্য আছে। কর্ম শব্দ গীতায় ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মীমাংসক গণের মত কেবল মাত্র যাগ, যজ্ঞ ক্রিয়া কাণ্ডকে লক্ষ্য করে সংকীর্ণ অর্থে কর্মবাদ ব্যবহৃত হয়নি। গীতায় কর্ম শব্দের দ্বারা ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দেহ রক্ষার্থে করণীয় যাবতীয় কর্তব্য কর্মকেই লক্ষ্য করে 'কর্ম' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। (৯ম অধ্যায় ২৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। শরীর থাকা অবস্থায় একেবারে কর্মত্যাগ করা অসম্ভব। সেজন্য জনকাদি মুক্ত পুরুষগণও কর্ম করে গেছেন। (৩/২০

শ্লোক দ্রষ্টব্য) এমনকি ভগবান স্বয়ং বলেছেন 'আমিও কর্ম করি।' (তৃতীয় অধ্যায়ের ২২/২৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

গীতার কর্মযোগী কর্তৃত্বাভিমানত্যাগী, মুক্তসঙ্গ, সিদ্ধি অসিদ্ধিতে নির্বিকার, সুখদুঃখে সমভাব, লাভালাভে সমস্ত বুদ্ধিযুক্ত, নিষ্কাম কর্মী, তাঁর নিজস্ব কোনো কর্ম নেই, তিনি আত্মতৃপ্ত, আত্মদর্শনকামী— শরণাগত (২/৩৮)। ভগবান তাঁর মধ্য দিয়েই কাজ করেন। তিনি যন্ত্র, ভগবান যন্ত্রী (১৮/৬৯ দ্রষ্টব্য) গীতার আদ্যোপান্ত জ্ঞান, যোগ, ভক্তি প্রভৃতি গূঢ় রহস্যের সংগে কর্মের অনুপ্রেরণা আছে। কোথাও কর্মকে বাদ দেওয়া হয়নি। শুধু মাত্র ভগবত ভাব, ব্রহ্মভাব নিয়ে বিষ্ণু বুদ্ধিতে কর্ম করবে। এটাই গীতার কর্মযোগের রহস্য। কর্ম যোগের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৪৭ শ্লোকে চূড়ান্তভাবে কর্মযোগীর কার্যসূচী নির্ণয় করা হয়েছে। যথা—

কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফল হেতুর্ভূমাতে সঙ্গোহস্ত কর্ম্মণি।। ২/৪৭

অর্থাৎ কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মফলে তোমার কোন অধিকার নেই। কর্মফলে অধিকার না থাকায় কর্মফল কামনায় তোমার যেন কর্মপ্রবৃত্তি নাহয়। এবং কর্মেও যেন তোমার নিবৃত্তি ভাব হয়না। কর্মযোগী এই চারটি বিষয়ে লক্ষ্য রেখে কর্ম করবেন। 'কীর্ত্তন ঘোষা' গ্রন্থে গ্রন্থকার প্রহলাদ চরিত্র বর্ণনা প্রসংগে লিখেছেন—

মোতে চিত্ত দিয়া কর্ম্ম করিয়ো সন্তোষে।
তবে কি করিব আরু সংসারর দোষে।।

নামঘোষাতে আছে—

অন্তরত এক ঈশ্বরক দেখিয়োক নানা বাহিরত
অন্তরত বোধ বাহিরত জড় প্রায়।
বুদ্ধিতে সমস্ত ত্যজিয়োক বাহিরত সঙ্গ দেখাওক
এহিভাবে রমি ফুরা লোকত বেরাই।।

শ্রীকৃষ্ণের সংসার ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুয়ের মধ্যে সমন্বয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে মহাপুরুষ মাধবদেব ঘোষা গ্রন্থে লিখেছেন।

গীতায় "বাসুদেব সর্ব্বমিতি" বিষ্ণুপুরাণে "ইদং বিষ্ণুময়ং জগৎ" বেদান্তে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মম্"। গীতা, বিষ্ণুপুরাণ ও বেদান্তে একই ভাবের পুনরাবৃত্তি। এ জগৎ বাসুদেবময়, বিষ্ণুময় ও ব্রহ্মময়। সেজন্য সর্বভূতে ঈশ্বর অধিষ্ঠান জেনে সর্ব জীবের কল্যাণার্থে সমস্ত কর্ম করবে।

ভক্ত প্রহ্লাদ দৈত্যশিশুদেরও এ কথাই বলেছিলেন—

বিস্তারঃ সর্বভূতস্য বিবেতার্বিশ্বমিদং জগৎ।।
দ্রষ্টব্য মাতস্য তস্মাদ বেদেন বিচক্ষণঃ
সর্ব্বত্র দৈত্যাঃ সমতাসুপেত সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য।। (বিষ্ণুপুরাণ)

হে দৈত্যগণ। এই বিষ্ণুজগৎ বিষ্ণুর বিস্তার মাত্র। তোমরা সকলকে নিজের সংগে অভেদ রাখবে। এরূপ সমত্বদর্শনই ঈশ্বর আরাধনা।

শুচ শব্দ বলে গীতার পরম উপসংহার স্বরূপে জীবের চরম শ্রেয়তা নির্ণয় করে শ্রীভগবান শেষ অভয়বাণী ঘোষণা করেছিলেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোক এই শ্রেয়তা নির্ণয়ের প্রশ্ন। তদ্রূপ তৃতীয় অধ্যায়ের এক দুই ও পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকও শ্রেয়তা নির্ণয়ের প্রশ্নটিই মুখ্য। অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটিতে ত্যাগ ও সন্ন্যাসের প্রকৃত মর্ম কি এ বিষয়ে প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছে। অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৭২ শ্লোকে ভগবান বলেছেন, হে অর্জ্জুন তুমি একাগ্রমনে গীতা শাস্ত্র শুনেছ তো? হে ধনঞ্জয়। তোমার অজ্ঞান জনিত মোহ দূর হয়েছে তো? গীতায় ভগবানের এটাই শেষ কথা। এর পর শ্রীকৃষ্ণের বলার মত আর কিছুই ছিলনা। শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের কথা শুনে শেষ পরম উপসংহার স্বরূপে গীতায় অর্জ্জুনও শেষ কথা বলেছেন— অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৭৩ শ্লোকে বলেছেন,— "হে অচ্যুত, তোমার প্রসাদে আমার সমস্ত মোহ বিনষ্ট হল। আমার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান লাভ হল, মোর স্মৃতি ফিরে আসছে, আমি স্থির হয়েছি এবং আমার সমস্ত সংশয় দূর হয়েছে। তোমার উপদেশানুযায়ী কার্য (যুদ্ধ) করতে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তোমার প্রসাদে আমার সমস্ত মোহ বিনষ্ট হয়ে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানের স্মৃতি লাভ করে মনের সংশয় দূর হয়েছে।" এ কথাগুলির তাৎপর্য এই যে, দ্বিতীয় অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে

অর্জুন শরণাগত হয়ে বলেছিলেন- 'আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, কুলক্ষয় জনিত পাপে নিমগ্ন; কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করতে আমি অসমর্থ। আমি তোমার শরণাগত শিষ্য এখন যাতে আমার ভাল হয় সেরূপ উপদেশ দাও"। প্রকৃতপক্ষে এই শ্লোক থেকেই গীতা শুরু হয়ে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান জ্ঞান, কর্ম ভক্তি যোগের অপূর্ব রহস্য বর্ণনা করলে তখন অর্জুন বললেন "তোমার কৃপায় আমার সমস্ত সংশয় বিদূরিত হয়ে পুনরায় জ্ঞানের স্মৃতি ফিরে আসছে। তোমার কথায় মন স্থির করে যুদ্ধ করতে কৃত সংকল্প হলাম। এখানেই গীতার শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। সত্যিই তো শ্রীভগবানের কৃপা ব্যতিরেকে মোহমুগ্ধ জীবের মোহভঙ্গের অন্য কোনো উপায় নেই।

গীতার জ্ঞানবাদে সর্বভূতে ভগবত্ত ভাব এবং সাম্যবুদ্ধি এই জ্ঞান দ্বারা পরম ভক্তি লাভ হয়ে থাকে। ১৮/৫৪

অদ্বৈতবাদীর মত স্বঅহং, আমিই ব্রহ্ম কিংবা অদ্বৈত সিদ্ধ নয়। সমস্ত জগতেই ভগবানের অবস্থান জেনে- এরূপ বুদ্ধিযুক্ত হয়ে জগতের হিত এবং লোক রক্ষার্থে কর্ম করবে। কীর্ত্তন ঘোষায় আছে—

সমস্ত জগতে ব্যাপি আছোঁ মই হরি।
সবাকে মানিবা তুমি বিষ্ণু বুদ্ধি করি।।
সমস্ত জগতে বিষ্ণু বুদ্ধি নহে যায়ে—
কায় মন বাক্যে অভ্যাসিবা এহি ভাবে।।
কুকুর গর্দ্দভর সবে আতমা রাম।
জানিয়া সবাকো পরি করিবা প্রণাম।।
কৃষ্ণর চরণ চিন্তিবেক হৃদয়ত।
আছন্ত ঈশ্বর হরি সমস্ত ভূতত।।
জানি প্রাণাধিক করিবা সৎকার।
তেবেসে কৃষ্ণত রতি হৈবেক তোমার।।

স্বামী বিবেকানন্দের বীর বাণী,—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

নামঘোষাতেও এরই প্রতিধ্বনি,—

সমস্তরে আত্মা নারায়ণ।
আত্মা সুখে রতি সর্বক্ষণ।
এহি হেতু হরি সমস্ত প্রাণীত সম।
আক যিটো ভজে সুখে তরে,
নভজি সংসারে মজি মরে,
কৃষ্ণক বিষম বোলয় কোন অধম।।

এই ব্রহ্ম সদ্ভাব— অর্থাৎ ভগবদ্ভাব রূপ জ্ঞান হৃদয়ে ধারণ করে সর্ব জীবেব সেবা করা কর্তব্য। গীতার জ্ঞানবাদ মতে অদ্বৈত মায়াবাদী সন্ন্যাসী গণেব মত কর্মকেই মুক্তির অন্তরায় বলে যেন নাভাবে। ভক্তি মার্গের অদ্বৈতবাদী গণও নিজের সংগে ভগবানের পার্থক্য জ্ঞান করে ঈশ্বরের সেবা পূজা কাজকে ভক্তির অন্তরায় বলে মনে করেন না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শ্রীধর স্বামী অদ্বৈতবাদী হয়েও দ্বৈতবাদীদের ভগবানের সেবাপূজা করা কাজকে দোষণীয় বলে মনে কবেননি। মায়াবাদী সন্ন্যাসীর অদ্বৈত সিদ্ধিতে কিংবা 'সোঽহং'বাদে ভক্তি কর্মের কোনো স্থান নেই। বৈদান্তিক মায়াবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্ম নির্গুণ নিরাকার, নিষ্ক্রিয়, নির্বিশেষ তত্ত্ব। জীব জগত মায়ার বিজৃম্ভন (ছলনা) মাত্র। কিন্তু গীতার জ্ঞানী এমন ভাবেন না। নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম পুরুষোত্তম তত্ত্বের বিভাব (স্থায়ীভাব সৃষ্টির কারণ)। যিনি ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠাকারী, (১৪/২৭) তিনি ক্ষর ও অক্ষরের চেয়েও উত্তম। বেদে তাঁকেই 'পুরুষোত্তম' বলা হয়েছে। (১৫/১৮ গীতা)।

গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ে পুরুষোত্তম তত্ত্বের দ্বারা ভাগবত ধর্মের ভগবৎ তত্ত্বের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গীতার পুরুষোত্তম তত্ত্বের জ্ঞান না থাকলে সাংখ্যের পুরুষ প্রকৃতি ও মায়াবাদীর মায়া ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলেও গীতা বিষয়ে সম্যক জ্ঞান হয়না। কারণ সাংখ্যের পুরুষ প্রকৃতি বাদ ও মায়াবাদীর ব্রহ্মবাদের উপরেই পুরুষোত্তম তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। গীতার মতে তিন পুরুষ— ক্ষর, অক্ষর

ও পুরুষোত্তম। ১৫/১৬-১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য। ক্ষর অর্থে জড় ব্রহ্মাণ্ড, সাংখ্যের অপরা প্রকৃতি এবং মায়াবাদীর মায়া। অক্ষর পুরুষ অর্থ, সাংখ্যের পুরুষ এবং মায়াবাদীর ব্রহ্ম; এর ওপরেই গীতার পুরুষোত্তম তত্ত্ব বা ঈশ্বরবাদ। সেজন্য সাংখ্যবাদ ও মায়াবাদীর ব্রহ্মবাদকে নিরীশ্বর বাদ বলেও অভিহিত করা হয়। জ্ঞানে সদ্ভাব, সর্বভূতে ভগবদ্ভাব উপলব্ধি হলেই ভগবানে পরাভক্তি হবে। (২/৩২, ৭২, ৪/৪১, ৫/১৯, (১০), ১৪/২৬, ১৮/৫৪)।

যখন সর্বব্যাপী, সর্বভূতে ভগবৎ সত্ত্বা— এই অদ্বৈত তত্ত্ব, নিত্যবস্তুর জ্ঞান হবে, তখন তিনি ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করে নানাত্বের মধ্যে একত্ব এবং একত্বের মধ্যে নানাত্ব দর্শন করে প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হন। (১৮/২০, ১৩/৩০)। এভাবেই ঈশ্বর স্বভাব লাভ করে সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করেন। (১৪/২, ৬/২৯, ৩০, ৪/৩৫) এরূপ অবস্থায় তিনি (ভক্ত) ভগবানের মধ্যেই অবস্থান করেন (৬/৩১) এবং ঐ অবস্থায় ঈশ্বরে পরাভক্তি জন্মে। (১৮/৫৪) তখনই নিষ্কাম কর্ম করার অধিকার জন্মে, সর্বভূতে প্রীতি ও সর্বত্র সাম্যভাব জন্মে (৫/১৮, ১৯), নিজস্ব কর্ম বলে তখন কিছু থাকেনা। এরূপ জ্ঞানে কর্মের সমস্ত দোষ ভস্মস্যাৎ হয় (৪/[illegible])। এজন্য গীতোক্ত জ্ঞানবাদী ভাবে, জীবকে নিষ্ক্রিয়তা নতুবা কর্মশূন্যতার মধ্যে স্থাপন করেনা। যে ব্যক্তি কর্মেন্দ্রিয় গুলি সংযত করে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় ভোগ করে সেই ব্যক্তিকে গীতায় মিথ্যাবাদী, কপটাচারী আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

মানুষ কাজ না করে একমুহূর্ত্তও থাকতে পারেনা। ইন্দ্রিয় গুলি স্ব স্ব বিষয়ে সর্বদা ধাবিত হয়, সেগুলিকে নিগ্রহ করা অসম্ভব কাজ। (৩/৬, ৩৩) এভাবেই ব্রহ্ম সদ্ভাব জ্ঞানে জীবের নিষ্কাম ভগবৎ কর্মের অধিকার জন্মে এবং ভগবানে পরা ভক্তিও জন্মে (১৮/৫৪)। একারণে গীতায় জ্ঞানীকেই শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলা হয়েছে। (৭/১৭, ১৮), পাতঞ্জল যোগমার্গ ও গীতার অভ্যাসযোগের মধ্যে প্রভেদ আছে। ভগবানে চিত্ত সংযোগই যোগ। কর্মের কৌশলকেই যোগ বলা হয়েছে। (২/৫০)। কিন্তু এই যোগ শব্দের উল্লেখ দ্বারা ধ্যান যোগ, আত্মসংস্থ যোগের (সমাধি যোগ) কথাই বিশেষভাবে বলা হয়েছে। পাতঞ্জল যোগদর্শনে যম, নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগের কথা আছে। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি সর্বপ্রকার সাধনায় চিত্ত স্থির করতে সর্বাগ্রে যোগ সাধনার প্রয়োজন আছে। গীতাতে ষষ্ঠ অধ্যায়ে

অভ্যাস যোগে সাধনার কথা আছে। কিন্তু উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে এক নয়। চিত্তবৃত্তি নিরোধ অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে সর্বদা ভগবানে চিত্ত সংযুক্ত রাখাই গীতোক্ত যোগের মূল উদ্দেশ্য। ভক্তের ভগবানে নিত্য চিত্ত সংযুক্ত রেখে, ঈশ্বর বুদ্ধিতে নিষ্কাম কর্ম করাই যোগ। (৮/৭)।

পাতঞ্জল যোগসূত্র মতে 'যোগশ্চ চিত্ত বৃত্তি নিরোধঃ' অর্থাৎ সমস্ত চিত্তবৃত্তির নিরোধ, প্রকৃতি থেকে পুরুষের নিয়োগ। প্রকৃতির হাত থেকে মুক্ত পুরুষের অত্যান্তিক দুঃখ নিবৃত্তি ঘটে। এ অবস্থাকে কৈবল্য লাভ বলে। পাতঞ্জল যোগের মূল উদ্দেশ্য অদ্বৈত সিদ্ধি নতুবা সাযুজ্য মুক্তি (পরমাত্মার মধ্যে জীবাত্মার বিলয়)। কিন্তু গীতার যোগের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। প্রকৃতি থেকে মুক্ত হয়েও ভগবানে চিত্ত সংযোগ করে ভগবৎ প্রীত্যর্থে কর্ম করলেই যে শুধু দুঃখ নিবৃত্তি হয় এমন নয় ঐকান্তিক সুখের অবস্থাও প্রাপ্তি হওয়া যায় (৬/২১,২৮) ভগবানে স্থিতির জন্যই এই সুখলাভ সম্ভব হয়। এরকম যোগ্য ব্যক্তি যে কোন অবস্থায় থাকুক, চোখ বন্ধ করে মনে মনে ধ্যানে অবস্থান করুক, সংসারী সেজে ভগবানের কাজ করলেও তিনি সর্বদাই ভগবানে অবস্থান করেন (৬/৩০, ৩১)। এজন্য গীতায় যোগ বিষয়ে উপদেশ দিবার সময় প্রায়ই মন, সংযম, চিত্ত সমাহিত, মৎচিত্ত হও প্রভৃতি বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। (৬/৪, ১৪)। গীতার জ্ঞান মতে কর্মবাদ, ঈশ্বরবাদ যুক্ত যোগীকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে (৬/৪৭)। এভাবে গীতার যোগমার্গে ঈশ্বরবাদ— কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় ঘটেছে। এটাই হল গীতাধর্মের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। গীতার ভক্তিবাদ এক ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া। শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় শ্রীভগবান জ্ঞান কর্ম, ভক্তি যোগের অপূর্ব রহস্য ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রীভগবানে কায়মনোবাক্যে আত্ম সমর্পণই ভগবৎ ভক্তির লক্ষণ। গীতায় কি কর্ম, কি জ্ঞান, কি যোগ সব কিছুরই মূল উদ্দেশ্য প্রকৃতির বন্ধন, মায়া বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন, মায়া থেকে নিষ্কৃতি (মুক্তি) পাওয়া দুঃসাধ্য। মায়ার হাত থেকে পরিত্রান পাবার একমাত্র উপায় হল আমার শরণাগত হয়ে ভজনা করা। (৭/১৪)। গীতা ধর্ম ভাগবত ধর্মেরই অন্তর্গত। সেজন্য জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ— সর্বযোগাদি ভক্তির প্রাধান্য বেশি। ভক্তিশূন্য, জ্ঞানকর্ম, তপস্যা নিষ্ফল (৯/১২)। ভগবানে প্রীতি পূর্বক সর্বদা তাতেই চিত্ত যুক্ত রেখে ঈশ্বর ভজনা করলেই তার কৃপায় তত্ত্ব জ্ঞান লাভ

হয় (১০/১১,১১)। মহাপুরুষ শ্রীমাধবদেব ঘোষা গ্রন্থে লিখেছেন—

ভগবন্ত ভক্তিযুক্ত পুরুষর আত্মবোধ মাধবর কৃপাত মিলয়।
কৃষ্ণর কৃপাত সুখে ঘুচয় সংসার ভয় এহিমানে গীতার নির্ণয়।।

'ভগবানে সতত ভক্তিযুক্ত থেকে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের ভজনা করলে মাধবের কৃপায় আত্মজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। তখন তিনি আত্মারাম পুরুষ হন। তখন পুরুষ অনায়াসে সংসার বন্ধন ছিন্ন করতে পারেন। গীতার সর্বত্র একথারই প্রতিধ্বনি। উদ্ধৃত নামঘোষার পদটিতে দৃঢ়তার সংগে উল্লেখিত হয়েছে— ভগবানের কৃপা হলে আত্মজ্ঞান লাভ হবে, আত্মারাম হতে পারলে সংসারের ভয় থেকে পরিত্রান পাওয়া যাবে। এজন্য আত্মারাম (আতে, আতা) শব্দের প্রয়োগ মহাপুরুষীয়া ধর্মের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। গীতার সুবোধিনী টীকা কিম্বা গীতা সংগ্রহে শ্রীধরস্বামীর উক্তি,—

ভগবদ্ভক্তি যুক্তস্য তৎপ্রসাদাত্মবোধতঃ।
সুখং বন্ধবিমুক্তিঃ স্যাদিতি গীতার্থ সংগ্রহঃ।।
তস্মাৎ ভগবদ্ভক্তিরেবৈব মোক্ষহেতুরিতি সিদ্ধং।।

উপরোক্ত শ্রীধর স্বামীর শ্লোকে ও দশম অধ্যায়ের দশম শ্লোকে একই কথার প্রতিধ্বনি হয়েছে। ভগবানে ভক্তিযুক্ত পুরুষের আত্মবোধ সহজেই জাগ্রত হয়। তার জন্য ভিন্নভাবে চেষ্টার প্রয়োজন নাই। আত্মবোধ হলেই সংসার-মায়াবন্ধন দুঃখ অতিক্রম করতে পারা যায়, কৃষ্ণভক্তকে কখনও ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য আলাদাভাবে চেষ্টা করতে হয়না। কৃষ্ণ ভক্ত চেষ্টা না করলেও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারে। শ্রীধর স্বামী গীতার্থ সংগ্রহের সপ্তম অধ্যায়ে লিখেছেন,—

"কৃষ্ণ ভক্তৈব যত্নেন ব্রহ্মজ্ঞানম্ অবাপতে।
ইতি বিজ্ঞান যোগাখ্যে সপ্তমে সংপ্রকাশিতম্।"

অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬২,৬৩ শ্লোকে সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগতিতেই পরম শান্তি লাভের উপায় নির্দেশ করা হয়েছে। এই শরণাগতি বা শরণ ধর্ম-গুহ্যতর বেদ বেদান্ত আদি সমস্ত শাস্ত্রের সার। ভগবানের এই গুহ্যতর কথার পর ১৮/৬৪, ৬৫, ৬৬ শ্লোকে গুহ্যতম কথাও প্রকাশ করেছেন। গুহ্যতম এই তত্ত্বের ভিতরে প্রকাশ পেয়েছে। ভক্ত অর্জুনের প্রতি ভগবানেরো শেষ নির্ণয়

বাণী। হে অর্জুন। তোমার কাছে আমি এই গুহ্যতর থেকে গুহ্যতম তত্ত্ব কথা ব্যাখ্যা করলাম, তুমি এই তত্ত্বকে বিশেষভাবে পর্যালোচনা করে যা ইচ্ছা হয় কর। এখন সবচেয়ে গুহ্যতম পরম শ্রেয় সাধনার জন্য আমার শেষ কথা শোনো। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, সে জন্য তোমাকে আমি কল্যাণকর কথা বলছি। তুমি একমাত্র আমাতে চিত্ত রাখো আমাকেই ভক্তি কর, আমাকে পূজা কর, আমাকে প্রণাম কর। আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করে বলছি তুমি আমাকে পাবেই কেননা, তুমি আমার নিতান্ত প্রিয়জন। এই শ্লোকটিতে ভক্তের কাছে ভগবানের প্রতিজ্ঞার কথা বর্ণিত হয়েছে। ভক্তের প্রতি ভগবানের এই শেষ অভয় বাণী। সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে তুমি একমাত্র আমার শরণ লও। তোমাকে আমি সর্বপ্রকার পাপ থেকে রক্ষা করবো। শোক করবেনা। অর্জুন প্রিয় সখা বলেই গীতার শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কাছে এই গুহ্যতম তত্ত্ব কথা বলেছিলেন। ঈশ্বর বিশ্বাসবিহীন, অভক্ত, তপস্যাহীন ব্যক্তি, যে স্বধর্মের অনুষ্ঠান করেনা, যে শুনতেও অনিচ্ছুক, যে ব্যক্তি আমার নিন্দাকারী এরূপ ব্যক্তিকে তুমি কখনো গীতা শাস্ত্র বলবেনা। নিষ্কাম কর্মসিদ্ধি কর্মযোগের উপসংহার স্বরূপ সমস্ত কর্মযোগের গূঢ় রহস্য ১৮/৫৬,৫৭,৫৮ শ্লোকে ব্যাখ্যা করে অবশেষে ভক্তিযোগের সর্বগুহ্যতম শরণাগতি ভক্তি তত্ত্বের কথা বলে এই শ্লোকে গীতাজ্ঞানের অধিকারী কে? সে কথা বলা হয়েছে। গীতাজ্ঞান শ্রবণের অনধিকারী ব্যক্তিগণকে মোট চার ভাগে ভাগ করা যায়। স্বধর্ম অনুষ্ঠানরোহিতক, যেহেতু স্বধর্ম পালন গীতার একটি প্রধান অঙ্গ। এজন্য যে স্বধর্ম পালন করেনা তার গীতা শুনে কোনো ফল লাভ হয়না। যে ব্যক্তি অভক্ত অর্থাৎ যাঁর ভগবানে শ্রদ্ধাভক্তি নেই, যে পাষণ্ড তাঁর গীতা শুনে কি লাভ? কারণ গীতা আদ্যোপান্ত ঈশ্বর ভক্তিবাদে পরিপূর্ণ। যে জন ঈশ্বরের কথা শুনতে চায়না অর্থাৎ যে ভগবানের কথা শুনতে আগ্রহশীল নয় এরূপ ব্যক্তিকে গীতার কথা বা উপদেশ দিলেও কোনো ফল হয়না। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিকে জল দিলে সে জলের সৎ ব্যবহার করবে; কিন্তু পিপাসাহীন মানুষকে জল দিলে সে সেই জলের আদর করবেনা। ক্ষুধার্ত ব্যক্তির জন্য নানা সুস্বাদু অন্নের ব্যবস্থা করলে তাঁর সার্থকতা হবে; কিন্তু ক্ষুধাহীন জনকে দিলে তার সদ্ব্যবহার হবেনা। অসূয়া, দোষদর্শী ভগবানের অবতার বাদে অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে গীতার উপদেশ দেওয়া নিরর্থক। শ্রীগীতা ভগবানের অতীব প্রিয় বিষয়।

গীতা তাঁর হৃদয়। গীতা তাঁর পরম গুরু। স্বমুখে গীতা মাহাত্ম্যে বলেছেন- ভক্ত অত্যন্ত প্রিয় সুহৃদ স্বরূপ। সেজন্য যে ব্যক্তি গীতা শাস্ত্র ভগবানের ভক্তগণের কাছে কীর্তন করেন তিনি ঈশ্বর উপাসনার ভাব নিয়ে থাকার জন্য শ্রীভগবানকে লাভ করেন। একথা গীতার ১৮/৬৮ শ্লোকে আছে। এবিষয়ে— 'ঘোষাগ্রন্থে' মাধব দেবের উক্তি,—

মোতে মাত্র দিয়া মন　　　　মোর ভক্ত হোয়া সর্বক্ষণ
মোকে পূজা মাত্র মোকে করা নমস্কার।
কহিলো তোমাক সত্যবাণী　　　　পাইবা সুখে মোক মহামানী
তুমি প্রিয়তম সুহৃদ সখা আমার।।
কৃষ্ণ নিগদতি সব্যসাচী　　　　পরমার্থ তত্ত্ব লৈয়ো বাচী
সুদৃঢ় বিশ্বাসে শরণ লৈয়ো আমাত।
মোতে মাত্র দিয়া চিত্ত　　　　গোয়া মোর গুণ নাম গীত
সকলো শাস্ত্রর কহিলা সার সাক্ষাৎ।। ১৮/৬৪,৬৫,৬৬

শ্লোকে 'শরণধর্মে'র সারমর্ম প্রকাশে মহাপুরুষ মাধবদেব এভাবে মনের ভাব প্রকাশ করেছেন। মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব ও ভাগবতে একথারই পুনরাবৃত্তি করেছেন,—

শুনা সভাসদ পদ মহাভাগবত।
এহি কথা কৈলা কৃষ্ণ গীতার অন্তত।।
সর্ব্ব ধর্ম্ম এরি একশরণ সাক্ষাত।
সুদৃঢ় বিশ্বাসে সখি লৈয়োক আমাত।।
নকরিবা ভয় হেন্না করা অঙ্গীকার।
সমস্ত পাপেতে মই করিম নিস্তার।।
অর্জ্জুনকো কহিলা হরি গীতার তত্ত্ব।
ঈশ্বর কৃষ্ণর আবে লৈয়োক সম্মত।।

চারি বেদ রামায়ণ পুরাণ ভারত।
হরি শেষে কহে মাত্র সমস্ত শাস্ত্রত।।
ইহাকো নজানি আন কয় মন্দমতি।
কদাচিতে নুশুনিবা সিসব সম্মতি।।

*　　　*　　　*

পরিশেষে দ্বিতীয় স্কন্দ ভাগবতে কথিত বাণী শ্রীমন্ত শঙ্করদেব পদবন্ধে গেয়েছেন,—

ওয়া নরলোক　　　হরি ভজিয়োক
ধরা ইটো উপদেশ।
এরা আলজাল　　　জীবা কত কাল
জরা ভৈল পরবেশ।।
অন্য দেবী দেব　　　নকরিবা সেব
প্রসাদ নাখাইবা তার।
মূর্ত্তিকো নচাইবা　　　গৃহে নপশিবা
ভক্তি হব ব্যভিচার।
কৃষ্ণ একদেব　　　করিয়োক সেব
ধরিও তাহার নাম।
কৃষ্ণদাস হয়া　　　প্রসাদ ভুঞ্জিয়া
হস্তে করা তার কাম।।

উদ্ধৃত পদগুলিতে মহাপুরুষের মহা উপদেশ ও মহা আদেশ আছে।

গীতার পূর্বাভাস

আজ থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বৎসর আগে দ্বাপর যুগের অবসানে কলিযুগের প্রারম্ভে, যুগ সন্ধিক্ষণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভারতবর্ষে আবির্ভূত হয়েছিলেন। স্বয়ং ভগবান তাঁর আবির্ভাবের কারণ গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের সপ্তম, অষ্টম, শ্লোকে যথাক্রমে বর্ননা করেছেন।

সে সময়ে ভারতবর্ষীয় চন্দ্রবংশীয় রাজাগণ হস্তিনাপুরে রাজত্ব করছিলেন। এইবংশে শান্তনু নামে একজন পরমধার্মিক ও পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। ইনির ঔরসে গঙ্গাদেবীর গর্ভে পরম ধার্মিক ভীষ্মদেবের জন্ম হয়। মহারাজ শান্তনু ধীবর রাজ কন্যা সত্যবতীকে (মৎস্যগন্ধাকে) পত্নীরূপে গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু যুবক পুত্র ভীষ্ম থাকায় পত্নীরূপে গ্রহণ করা সম্ভব হলোনা।

ভীষ্মের অপর নাম ছিল দেবব্রত। দেবব্রত পিতৃদেবের অভিলাষ পুরণের জন্য আত্মসুখ ত্যাগ ও চিরকুমার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। এ ব্রত গ্রহণের সময় থেকেই তিনি ভীষ্ম নামে খ্যাত হন।

শান্তনুর সংগে মৎস্যগন্ধার বিয়ে হলে, মৎস্যগন্ধার গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে দুই সন্তানের জন্ম হয়। কোনো এক যুদ্ধে চিত্রাঙ্গদের মৃত্যু হলে শান্তনু রাজার মৃত্যুর পর বিচিত্রবীর্য্য রাজা হয়েছিলেন।

বিচিত্রবীর্য্যই কাশীরাজের দুই কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকাকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু অল্প বয়সেই তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

বংশ রক্ষা হেতু ব্যাসদেবের ঔরসে অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র এবং অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডুর জন্ম হয়।

ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ বলে ছোট ভাই পাণ্ডু রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব পান। ধৃতরাষ্ট্রের আগেই পাণ্ডুর মৃত্যু হয়। সেজন্য ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডব গণেরও অভিভাবক হন। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধনাদি শতপুত্র ছিল। পাণ্ডুর ছিল যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপুত্র।

দুর্য্যোধন অত্যন্ত হিংসাপরায়ণ ও অভিমানী ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকেই হস্তিনার রাজপদে অভিষিক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন; কিন্তু দুর্য্যোধন তাঁর মামা শকুনি ও কর্নের পরামর্শ অনুসারে পাণ্ডব গণকে ষড়যন্ত্র করে বারণাবতের

জতুগৃহে পাঠিয়ে ছিলেন। সেখানে তাদের আগুনে পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু বিদুরের সাহায্যে পাণ্ডবগণ সেই বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে নানা দেশ ভ্রমণ করতে থাকেন। এসময়ে মহারাজ দ্রুপদরাজ তাঁর রাজকন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করেন। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন সেই স্বয়ম্বর সভায় লক্ষ্যভেদ করে সমবেত অন্যান্য রাজাগণকে পরাজিত করে দ্রৌপদীর পানিগ্রহণ করেছিলেন। বিয়ের পরে পাণ্ডবগণ রাজ্য প্রার্থনা করলে ধৃতরাষ্ট্র দুভাগে সমস্ত রাজ্য ভাগ করে দেবার মনস্থ করলেন। যথা সময়ে দুর্যোধন হস্তিনাপুরের ও যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থের রাজপদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন।

পরবর্তী সময়ে পাণ্ডবগণের ক্রমোন্নতি দেখে দুর্যোধনের মনে ঈর্ষার সঞ্চার হয়। তিনি কৌশল করে পাণ্ডবগণকে পাশা খেলার আহ্বান করেন। কপট ক্রিড়ায় রাজা যুধিষ্ঠির রাজ্য, ভ্রাতা, পত্নী সমস্ত হারিয়ে নিজেকে পর্যন্ত বিক্রী করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরে ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে কৌরব পণ ক্রীড়ালব্ধ সমস্ত কিছু পাণ্ডবগণকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হন।

পিতৃদেব ধৃতরাষ্ট্রের এই অন্যায় আদেশে হিংসাপরায়ণ দুর্যোধনের মনে অত্যন্ত হিংসার আগুন জ্বলে উঠলো। তিনি পুনর্বার যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলার প্রত্যাহ্বান জানালেন। এবার পণ হল— হেরে গেলে বারো বছর বনবাস ও এক বছর অজ্ঞাতবাস করতে হবে। এবারো রাজা যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় হেরে পণ রক্ষার্থে বনবাসের জন্য বনে গমন করলেন। বনবাস জীবন যাপনের সময় তারা নানাভাবে মহাদেব, যম, বরুণ, কুবের প্রভৃতি দেবতাদের থেকে নানারকম শক্তিশালী দিব্যঅস্ত্র লাভ করেছিলেন। এভাবে, বারো বছর বনবাস জীবন যাপনের শেষে— ও এক বছর অজ্ঞাতবাস করে— তারা হৃত রাজ্য উদ্ধারের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। কিন্তু বিনা যুদ্ধে যেন তারা রাজ্য না পায়- তার জন্য কৌরবগণ মিত্ররাজাগণের কাছে দূত প্রেরণ করেছিলেন যাতে ভাবী যুদ্ধের সম্ভাবনা হলে তারা তাদেরকে (কৌরবদের) সাহায্য করতে পারেন।

যুধিষ্ঠির সঞ্জয় মারফৎ প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন 'যুদ্ধের চেয়ে সন্ধি করাই সহস্র গুণে ভাল।' কিন্তু নানা প্রকার চেষ্টা করেও পাণ্ডবগণ তাদের রাজ্য ফিরে নাপাবার ভাব দেখে— শান্তিতে বসবাস করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে দূত রূপে নিয়ে গিয়ে কৌরব সভায় এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে শান্তির প্রস্তাব

স্থাপন করেছিলেন। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান নিরূপায় হয়ে ভবিষ্যতে শান্তিতে বসবাস করার উদ্দেশ্যে মাত্র পাঁচখান গ্রাম চেয়েছিলেন কিন্তু দুর্য্যোধন বিনাযুদ্ধে সূচ্যাগ্রভূমিও দিতে অস্বীকার করলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসলেন। ফিরে আসার সময় শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীদেবীর সংগে দেখা করে সমস্ত কথা বলে ছিলেন। কুন্তীদেবী তখন বলেছিলেন, "হে কেশব! তুমি আমার ছেলেদের বলবে সম, দম, দণ্ড, ভেদ নতুবা বিনয় যে কোন উপায় অবলম্বন করে হলেও শত্রু হতে পতিত পিতৃরাজ্য উদ্ধার করতেই হবে।" এরপর শ্রীকৃষ্ণ কুন্তী দেবীকে প্রনাম করে পাণ্ডব গণের কাছে গিয়ে তাদেক দুর্য্যোধন ও কুন্তীদেবীর সমস্ত কথা খুলে বললেন।

রাজা যুধিষ্ঠির নিরূপায় হয়ে অর্জ্জুনের উপর সৈন্য সমাবেশের ভার অর্পণ করলেন। অর্জ্জুন তখন দ্রুপদ, বিরাটরাজ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সাত্যকি, ধৃষ্টকেতু মগধাধিরাজ ও সহদেবকে সেনানায়ক নিযুক্ত করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতহতে নির্দ্দেশ দিলেন।

পাণ্ডবের পক্ষে সপ্ত অক্ষৌহিনী সৈন্য সমাবেশ হল। কৌরব দুর্য্যোধনের পক্ষে একাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্য একত্রিত হল। দুই পক্ষে অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্য কুরুক্ষেত্রে সমবেত হল। অর্জ্জুন ও দুর্য্যোধন দুজনেই সাহায্যের জন্য দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের কাছে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন— এক পক্ষে আমার এক অক্ষৌহিনী নারায়নী সৈন্য ও অপর পক্ষে আমি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র ও নির্লিপ্ত থেকে যুদ্ধকার্য্যে সাহায্য করবো। তখন দুর্য্যোধন নারায়নী সৈন্যগণকে ও অর্জ্জুন নিরস্ত্র শ্রীকৃষ্ণকেই প্রার্থনা করলেন।

সর্বজ্ঞ ঋষি ব্যাসদেব ভারতের ভবিষ্যৎ জানতে পেরে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের সংগে সাক্ষাৎ করে সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বললেন এবং যুদ্ধ দর্শনের জন্য দিব্যচক্ষু দান করতে চাইলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র বললেন,— 'হে ব্রহ্মর্ষি সত্তম। জ্ঞাতিবধ দেখার ইচ্ছা আমার নেই, আমি দিব্যচক্ষু চাই না কিন্তু আপনার তেজ প্রভাবে এযুদ্ধের সমস্ত বৃত্তান্ত শুনতে ইচ্ছা করি।

তখন ধৃতরাষ্ট্রের অনুমোদন মতে ব্যাসদেব ধার্মিক শ্রেষ্ঠ সঞ্জয়কে দিব্যচক্ষু প্রদান করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান উভয়পক্ষের মংগলের জন্য বহু চেষ্টা করেছিলেন

কিন্তু দুর্য্যোধনের অনমনীয়, প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোভাবের জন্য তার সমস্ত শান্তি প্রচেষ্টা বিঘ্নিত হয়, ফলে যুদ্ধ ঘোষণাই অনিবার্য্য হয়ে দেখা দিল।

যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান পাণ্ডব পক্ষের সারথ্য গ্রহণ করলেন। এবং দুর্য্যোধনকে এক অক্ষৌহিণী নারায়ণী সৈন্য দান করলেন। অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধের ফলাফল জানার জন্য ব্যাসদেবের কৃপাদত্ত দিব্যদৃষ্টির অধিকারী সঞ্জয়কে নিজের অধার্মিক পুত্রগণের ও ধার্মিক ভ্রাতৃ পুত্রগণের জয় পরাজয়ের সংবাদ জিজ্ঞাসা করেছিলেন। বিষাদ যোগের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে 'ধৃতরাষ্ট্র উবাচ' এটিই ধৃতরাষ্ট্রের জিজ্ঞাসামূলক প্রথম প্রশ্ন।

"ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়।।"

ধৃতরাষ্ট্রের এই প্রশ্নকে ভিত্তি করে সঞ্জয় কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনের শ্রীগীতা বার্ত্তা কিংবা কৃষ্ণার্জ্জুনের যে শুধু কথোপকথনই শুনেন নি সমস্ত যুদ্ধও দিব্যচক্ষুর দ্বারা দেখেছিলেন।

অর্জ্জুন, কৃপালব্ধ শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত দিব্যচক্ষুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ ও যুদ্ধের জয় পরাজয়ের ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ও অতীত ঘটনাসমূহ দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু পরম ধার্মিক সুকৃতিবান পুরুষ সঞ্জয় হস্তিনাপুরে বসেই এসমস্ত ঘটনা ও শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের গীতার বাণী শোনাই নয়, এই যুদ্ধের ভবিষ্যৎ জয় পরাজয়ের সংবাদ ছাড়াও ব্যাসদেবের কৃপালব্ধ দিব্যচক্ষুর দ্বারা বিশ্বরূপও দর্শন করতে পেরেছিলেন।

সঞ্জয়ের সর্বশেষ উক্তি গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোক—

"যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীবিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম।।"

যে পক্ষে যোগেশ্বর কৃষ্ণ এবং যেখানে ধনুর্দ্ধর পার্থ, সেখানেই লক্ষ্মী, বিজয় উত্তরোত্তর ঐশ্বর্যবৃদ্ধি ও অখণ্ডিত রাজনীতি বর্ত্তমান এটাই আমার মত।

মহামতি সঞ্জয় উপসংহারে একটা শ্লোকেই অতি সংক্ষেপে পরম শ্রেয়কে নির্দ্দেশ করলেন। সংসারে মানুষ মাত্রেই চারটি বস্তু কামনা করে, (১) শ্রী অর্থাৎ সম্পদ ও ঐশ্বর্য; ভোগময় জগতে ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তু হচ্ছে সাংসারিক মানুষের

শ্রীপদবাচ্য। এর নামই কাম। (২) বিজয়, অর্থাৎ জয়যুক্ততা। সর্বকর্মে সিদ্ধি, এর নামই শাস্ত্রের ভাষায় 'পুরুষার্থ'। (৩) ভূতি অর্থ বিভূতি। সর্বাঙ্গীন স্বচ্ছলতা সামগ্রিক অভ্যুদয়। (৪) ধ্রুবানীতি অর্থাৎ শাশ্বত নীতি। বেদের ভাষায় ঋতম্। নিখিল বিশ্বের ভিত্তি স্বরূপ বা তাই অখিল বিশ্বের আধ্যাত্মিক সত্তা। মনুষ্যনীতি সর্বদা পরিবর্তনশীল কিন্তু ধ্রুবানীতি অপরিবর্তনীয়। প্রাচীনেরা একেই মোক্ষ বলে অভিহিত করেছেন। ধ্রুবানীতি জীবনে পরিব্যাপ্ত হয় আত্মা পরমাত্মার নিবিড় সম্বন্ধানুভূতিতে। ধ্রুবানীতির সম্বন্ধানুভূতির দ্বারাই জীব ব্রহ্মভূত হয়। ব্রহ্মভূত হলেই জীব পরাভক্তি লাভ করে, এটাই মোক্ষ। এভাবে পরম বিজ্ঞ সঞ্জয় একটা মাত্র শ্লোকে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চার পুরুষার্থের কথা বলেছেন।

ব্রহ্মভূত হতে পারলেই জীব পরাভক্তির অধিকারী হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রেমই মোক্ষ। কেবল মাত্র ভব বন্ধন খণ্ডনই মোক্ষ নয়। শ্লোকটিতে সঞ্জয়ের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সুর ধ্বনিত— যেখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ও ধনুর্দ্ধর পার্থ সেখানেই শ্রী বিজয় ভূতি ও ধ্রুবানীতি আছে। মানব মাত্রেই অর্জ্জুন। তার হাতে থাকবে কর্তব্য কর্মের ধনু। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ব্যতীত মানুষ নিজ শক্তিতে ধনুর্বাণ নিয়ে যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারেনা। সর্বদা কৃষ্ণের সান্নিধ্যেই জয়ের পথ প্রশস্ত হয়।

সান্নিধ্য তিন প্রকারের (১) দৈহিক সান্নিধ্য (২) স্মরণে মানস সান্নিধ্য (৩) প্রেমে আত্মিক সান্নিধ্য। সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের সংগে যুক্ত থেকে ভক্তের হাতে যদি থাকে সাধনার ধনু, তবেই আসে পার্থিব পরম কল্যাণ। জীবের কর্তব্য শুধু সাধনার ধনু নিয়ে অগ্রসর হওয়া। এভাবে কিন্তু বেশী দূর অগ্রসর হওয়া যায়না, তখন একান্ত প্রয়োজন হয় পরম কল্যাণ পরমেশ্বরের হওয়া যায়না, তখন একান্ত প্রয়োজন হয় পরম কল্যাণ পরমেশ্বরের করুণার যোগ। করুণাহীন সাধনা অসার্থক ও নিষ্ফল। আবার সাধনাহীন ভূমিতে করুণার বীজও ফলপ্রদ হয়না। সাধনার কর্ষিত ক্ষেত্রেই কৃপার বর্ষণে সর্বমংগলের উদয় হয়।

অর্জ্জুনের গাণ্ডীব ও সখা কৃষ্ণের সান্নিধ্য— ভক্তের তপস্যা ও ভগবানের কৃপাধারাতেই পূর্ণাঙ্গ অখণ্ড কল্যাণ নিত্য বিরাজমান। সেজন্য নির্ভীক সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে স্পষ্ট ভাষায় শুনাতে পেরেছেন পাণ্ডবের জয় অনিবার্য। সঞ্জয়ের এই উক্তিটি সমগ্র গীতার উপরে অপূর্ব আলোক সম্পাত করেছে। গীতায় নানা ধরণের আপাত বিরোধী কথার ও ভাবের সামঞ্জস্য সঞ্জয়ের উক্তির দ্বারাই ঘটেছে।

গীতার একটা সমস্যা কর্ম ও জ্ঞানের। জ্ঞান কর্মকে ভস্মীভূত করে তবুও অর্জুনকে জ্ঞানী হয়ে কর্ম করতে শ্রীকৃষ্ণ আদেশ দিয়েছেন। এইটি একটি আপাত বিরোধীভাব।

দ্বিতীয়ত, গীতার অপর একটি সমস্যা "ভোগ ও ত্যাগের।" অর্জুনকে ভোগের প্রলোভন ও ভোগত্যাগের উপদেশও দেওয়া হয়েছে। এটাও স্ববিরোধী ভাবের কথা।

তৃতীয়ত, স্বধর্ম পালন ও স্বধর্ম ত্যাগ, এরূপ আপাত বিরোধী উপদেশও দেওয়া দেখা যায়।

কিন্তু মহামতি সঞ্জয়ের উক্তির মধ্যেই এই বিরোধীতার সামঞ্জস্যের পথ প্রদর্শিত হয়েছে।

অর্জুন কর্মের প্রতীক ধনুর্দ্ধর বিশেষ এটি উক্ত ভাবেরই দ্যোতনা করছে। যোগেশ্বর জ্ঞানের প্রতীক। যোগেশ্বর শব্দটির নামেই এর পরিচয় বিদ্যমান। তত্ত্বজ্ঞানহীন কর্ম বৃথা ও ব্যথাযুক্ত। একমাত্র, অহংকারী কর্ম দানবীর কার্য। 'আমার করার ক্ষমতা আছে সেজন্য যা ইচ্ছে তাই করবো কোনো তত্ত্ব বিচারের ধার ধারিনা' এ ভাব দক্ষযজ্ঞের অনুরূপ হয়। পরম কল্যাণময় ভগবান যজ্ঞ কর্মে আহুত না হলে, সে যজ্ঞ অকল্যাণকর, তার ফল হয় দুঃখ, বিপদ ও ধ্বংস। অর্থাৎ মহতী বিনষ্টি। পরম কল্যাণময় শিবময় যজ্ঞই কল্যাণের আকর। যোগেশ্বর যুক্ত ধনুর্দ্ধর অর্থই হল শিবময় যজ্ঞ, জ্ঞানময় কর্ম। জ্ঞানযুক্ত কর্মই হল সর্ববিধ কল্যাণময় চার পুরুষার্থের আকর। জ্ঞান ও কর্মের অপূর্ব সমন্বয় গীতার লক্ষ্য। দ্বিতীয়তঃ প্রবৃত্তি মার্গ ও নিবৃত্তি মার্গ সাধনার দুই পথ। গীতা কোন পথের ইঙ্গিত করছে, তা বুঝা বড়ই কঠিন। যেহেতু, "হতো বা প্রাপস্যসি স্বর্গং, জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।" যুদ্ধে মরলে স্বর্গে যাবে, জয় হলে রাজ্য পাবে— এ দুই কথাতেই ভোগের প্ররোচনা আছে।

'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে' কর্মেই তোমার অধিকার কর্মফলে নেই 'মাফলেষু কদাচন'। আবার গীতার মধ্যে ত্যাগের কথা সর্বত্র। সব কিছু ত্যাগ করে একমাত্র 'আমার শরণ লও' ত্যাগের কথা। এজন্য গীতার মধ্যে সাধারণ দৃষ্টিতে ত্যাগ ও ভোগের মধ্যে পরস্পর বিরোধী ভাব লক্ষ্য করা যায়।

সঞ্জয়ের উক্তিতে এভাবেরও সামঞ্জস্য করা হয়েছে। ধনুর্দ্ধর ভোগী, যোগেশ্বর মহাযোগী। যোগেশ্বর ও ধনুর্দ্ধরের মিলনেই সর্বপ্রকার কল্যাণ। ইহা গীতা শাস্ত্রের সার কথা।

ভোগের ভূমিতে ত্যাগ, কামনা শূন্যতার ভিত্তিভূমিতে কর্মের প্রবর্ত্তনা। জ্ঞানী হয়ে কর্মের অনুষ্ঠান করাই গীতার লক্ষ্য। গীতার ভোগ আধ্যাত্মিকতা সর্বস্ব। কর্মপ্রবণতা ছাড়া ত্যাগের মূল্য নেই। যোগেশ্বর ধনুর্দ্ধরের মিলন অর্থ ত্যাগ ও ভোগের সু-সামঞ্জস্য বিধান।

অর্জ্জুন ক্ষত্রিয় নন্দন। স্বধর্ম পালন যুদ্ধ কর্ম করা তোমার কর্ত্তব্য, অতএব তুমি যুদ্ধ কর—। এ কথা গীতার প্রারম্ভেই বহুবার উক্ত হয়েছে। 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্ম ভয়াবহঃ।' আবার শেষে বলেছেন 'সর্বধর্ম ত্যাগ করে আমার শরণ লও।'

যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয় গৃহীর কাজ। সমস্ত ত্যাগ করে শরণাগত হওয়া ব্রাহ্মণের কাজ। ত্যাগ সন্ন্যাসীর কাজ।

এই দুই কাজ একজনকে করতে বলা আপাত বিরোধী, কিন্তু সঞ্জয়ের উক্তিতে এ বিরোধেরও সামঞ্জস্য হয়েছে।

ধনুর্দ্ধর ক্ষত্রিয় যোগেশ্বর ব্রাহ্মণ্যদেব। ক্ষাত্রশক্তি ও ব্রাহ্মণ্য শক্তির মিলনেই মানব সমাজের পরম কল্যাণ সাধন। ক্ষাত্রবীর্য ও ব্রাহ্মণ্যশক্তি পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। এ দুই শক্তির একাত্মতায় জীবন সু শৃঙ্খলিত হয়।

ক্ষাত্র ও ব্রাহ্মণ্যের মিলনেই রাজর্ষি। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে রাজর্ষি হতে উপদেশ দিয়েছিলেন। রাজার কর্ত্তব্য হল যুদ্ধ, ঋষির কর্ত্তব্য শরণাগতি। অর্জ্জুনের কর্ত্তব্য আছে কিন্তু যোগেশ্বরের কর্ত্তব্য নেই। একথা শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন,

"ন মে পার্থাস্থি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, হে অর্জ্জুন আমার কর্ত্তব্য কর্ম বলে কিছু নেই, তবুও আমি জগতের মংগলের জন্য কর্ম করে থাকি। নিজ প্রয়োজনে কাজ না করলেও জগতের মংগলের জন্যই কাজ করে থাকি। তাই দেখা যায় যুগের মংগলের জন্য 'লোক সংগ্রহার্থে' গীতায় কর্ম করার উপদেশ আছে।

"স্বকর্ম্মনা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।।"

শরণাগতিরূপ ধর্ম নিয়ে অন্যধর্ম ত্যাগ করে, একথার তাৎপর্য হল একশরণ হয়ে, ভগবানের হাতের যন্ত্র স্বরূপ হয়ে, তার অভিপ্রায় জেনে স্বধর্ম পালন করা। এরূপ অবস্থায় স্বধর্ম শুধু স্বধর্ম হয়ে নাথেকে তা হয় নিজের জীবনের ভগবৎ ইচ্ছার উপলব্ধির সহায়ক। সঞ্জয়ের মন্তব্যে এই উক্তি পরিস্ফুট হয়েছে "নীতির্মতিমম"।

যখন কোনো মানুষ নিজেকে যন্ত্র ও ভগবানকে যন্ত্রী বলে বিশ্বাস করতে পারে, তখন সে অনুভব করে ভগবান তার হৃদয়ে থেকে তাকে দিয়ে যা করাতে চায়, সে তাই করে, তখন সে শরণাগত হয়ে ভগবানের কৃপায় সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে পরম শান্তি লাভ করে। 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যাজ্য' শ্লোকের এই অর্থই অর্জ্জুন উপলব্ধি করেছিলেন। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে বর্নিত ইহাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্ভয় বাণী ও অন্তিম উক্তি।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে একাদশ শ্লোকে 'শুচ' শব্দের দ্বারা দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোক থেকে গীতার শুরু হয়েছিল। এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬৬ শ্লোকে 'শুচ' শব্দের দ্বারা গীতার সর্বশেষ উপসংহার স্বরূপ পরম শ্রেয় পথের শেষ নির্ভয়বাণী করে গীতার পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অর্জ্জুনের প্রতি শেষ জিজ্ঞাসা,

"কচ্চিদেতা তৎ শ্রুতং পার্থ! ত্বয়েকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদ জ্ঞান সম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয়।। ১৮/৭২

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের বলার মত সব কথা এই শ্লোকেই শেষ হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের অর্জ্জুনের প্রতি এইটা শেষ কথা। 'হে অর্জ্জুন। এবার আমি তোমাকে একটা শেষ কথা জিজ্ঞাসা করবো— তুমি নিজে একাগ্রচিত্তে আমার কথাগুলি শুনেছতো? আমি জানতে চাই আমাব কথায় তোমার অজ্ঞান-সম্মোহ দূব হয়েছে তো? মনযোগ সহকারে শুনলে আমার কথা দ্বারা তোমার মনের অজ্ঞানতার অন্ধকার অবশ্যই দূরীভূত হবে। যদি আমার কথা শোনার পরও তোমার মোহ থাকে— তবে বুঝতে হবে তুমি মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শোননি। যদি

একাগ্র হয়ে শোনার পরও তোমার মোহ নাকাটে তবে আমি অবশ্যই বুঝবো যে আমার বলার কথা এখনও শেষ হয়নি। আমার বলা কথার কোথাও অসম্পূর্ণতা আছে। শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তিতে অর্জ্জুন এই বলে উত্তর দিয়েছিলেন—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতি লব্ধা ত্বৎপ্রসাদাৎ ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মিগত সন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব।।

অর্জ্জুন বললেন, হে অচ্যুত। আমার মোহ নষ্ট হয়েছে, আমি তোমার কৃপায় হারানো স্মৃতি ফিরে পেয়েছি। আমার সমস্ত সংশয় দূরীভূত হয়েছে। এখন আমি তোমার আদেশ অনুযায়ী কাজ করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

একথা বলেই অর্জ্জুন ধনুর্বান হাতে নিয়ে যুদ্ধ করতে কৃত সংকল্প হলেন। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৭২ ও ৭৩ শ্লোকে কৃষ্ণার্জ্জুনের শেষ উক্তি হয়েছে। এরপর গীতায় কৃষ্ণার্জ্জুনের আর কোন উক্তি নাই।

শেষের এই শ্লোকটিতে অর্জ্জুন কৃষ্ণকে 'অচ্যুত' বলে সম্বোধন করেছেন। কৃষ্ণের কৃপায় মোহ নষ্ট হয়ে পূর্ব স্মৃতি ফিরে এসেছে, সঠিক স্থিতি লাভ করেছে, মনের সমস্ত সংশয় দুর হয়েছে। এজন্য অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীধর স্বামী গীতা সংগ্রহে লিখেছেন,—

'ভগবদ্ভক্তিযুক্তস্য তৎ প্রসাদাত্ম বোধতঃ।
সুখং বন্ধ বিমুক্তিঃ স্যাদিতি গীতার্থ সংগ্রহম্।।'

শ্রীমাধবদেবো এই শ্লোকের অর্থ নামঘোষার পদবন্ধে গেয়েছেন,—। এই শ্লোকটি গীতার উপসংহার। অষ্টাদশ অধ্যায়ের সাত শত শ্লোকের শেষ উপসংহার এই শ্লোকে করেছেন—

ভগবন্ত ভক্তিযুক্ত পুরুষর আত্মবোধ
মাধবর কৃপাত মিলয়।
কৃষ্ণর কৃপাত সুখে, ঘুচয় সংসার ভয়,
এহি মানে গীতার নির্ণয়।।

* * *

পূর্ব্বাভাস

সপ্তম, নবম, ত্রয়োদশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ অধ্যায়ে অর্জ্জুন কোনো প্রশ্ন তোলেন নি, নির্বাক। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ, চতুর্দশ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ এই অধ্যায়গুলির মধ্যে অন্যান্য কথা হয়েছে ও প্রশ্নেরও অবতারনা হয়েছে। এ কয়টি অধ্যায়ের মধ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৭ম শ্লোক ধরলে মোট উনিশবার অর্জ্জুনের কথা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়েব ৭ম শ্লোকেই গীতার মৌলিক প্রশ্ন আলোচিত হয়েছে। এ শ্লোকেই অর্জ্জুন আত্মসমর্পন করে, গুরুবরণ করে শিষ্যরূপে শরণাগত হয়ে যুদ্ধ ব্যাপারের বিষয়. নিয়ে জীবের শ্রেয় লাভ কি রূপে সম্ভব, এ প্রশ্ন করেছেন। এ প্রশ্নের উত্তরই হল গীতার চরম ও পরম মংগল সম্বন্ধে ব্যাখ্যা। প্রকৃতার্থে এই প্রশ্নের উপর ভিত্তি করেই গীতার বিরাট কলেবরের সৃষ্টি হয়েছে।

যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রসংগে শ্রীকৃষ্ণ এই বিরাট বিশ্বের জীব, জগৎ, ব্রহ্ম সম্পর্কে চূড়ান্ত রহস্যের বর্ণনা করেছেন। যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ই যদি গীতার একমাত্র বিষয় হত তবে গীতার পঠন পাঠন একমাত্র সৈনিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো। পরম ভাগবত ভক্তগনের মধ্যে এর আলোচনা হতো না। এরকম একটা বিরাট যুদ্ধ সমস্যাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আধ্যাত্মিক রহস্যযুক্ত করে ভগবানের সংগে সম্বন্ধযুক্ত করে দিয়েছেন যে এটাই শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের মুখ নিঃসৃত বাণী, গীতার অপূর্ব দান। পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মশাস্ত্রে এরকম সর্বপ্রকার সমস্যার সমাধান বিরল।

আঠারটি প্রশ্নের মধ্যে পাঁচটি প্রার্থনা ও স্তুতি মিনতি বিষয়ক, বাকী গুলি নানাধরণের প্রশ্ন বিষয়ক। অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসামূলক প্রথম প্রশ্ন ২/৫৪ শ্লোক। স্থিত প্রজ্ঞ কে? সংগে সংগে প্রশ্নটির উত্তরও দেওয়া হয়েছে— "যিনি তাঁর মনোগত সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করেছেন, যিনি আত্মাতে পরিতুষ্ট হয়েছেন।"

দ্বিতীয় প্রশ্ন তৃতীয় অধ্যায়ের ছত্রিশ শ্লোক (৩/৩৬)। মানুষ অনিচ্ছা সত্বেও বলপূর্বক পাপ কর্ম করে কেন? উত্তর— রজোগুণ—জাত কাম ক্রোধ রিপুদ্বয়ের

বশীভূত হবার জন্য।

অর্জ্জুনের তৃতীয় প্রশ্ন "চঞ্চল মনকে কি ভাবে স্থির করা যায়?" উত্তর- অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা।

অর্জ্জুনের চতুর্থ প্রশ্ন ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৩৭ শ্লোক (৬/৩৭)— "যোগ ভ্রষ্ট ব্যক্তির কি গতি হয়?" উত্তর— তিনি পবিত্র পিতামাতার গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন, সেখান থেকেই সাধনা আরম্ভ করেন। এইরূপ ব্যক্তি কখনও বিনাশ হননা।

অর্জ্জুনের পঞ্চম প্রশ্ন অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম দুই শ্লোকে (৮/১২) "সাতটা পারিভাষিক শব্দের অর্থ কি?"

(১) ব্রহ্ম কি? উত্তর— যে অক্ষর অর্থাৎ অপরিনামী তাই ব্রহ্ম।

(২) অধ্যাত্ম কি? উত্তর— ব্রহ্মের স্বভাব অর্থাৎ শক্তি বিশেষে অধ্যাত্ম।

(৩) কর্ম কি? উত্তর— জীবের কল্যাণ কামনায় ত্যাগেই কর্মপদ বাচ্য।

(৪) অধিভূত কি? উত্তর— যা ক্ষয় ও ধ্বংসশীল তাই অধিভূত।

(৫) অধিদৈব কি? উত্তর— প্রত্যেক ভূতের অধিষ্ঠার্থী দেবতাই অধিদৈব।

(৬) অধিযজ্ঞ কি? উত্তর— প্রতিটি দেহে ভোক্তারূপে স্থিত আমিই অধিযজ্ঞ।

(৭) মরণকালে সমাহিত চিত্ত ব্যক্তির দ্বারা তুমি কি ভাবে জ্ঞাত হও? উত্তর— মরণকালে আমাতে নিবিষ্ট চিত্ত আমাকেই স্মরণ করে যে দেহত্যাগ করে,...... সে আমাকেই প্রাপ্ত হয়।

অর্জ্জুনের ষষ্ঠ প্রশ্ন, দশম অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোক (১০/১২) উত্তর— বিশ্বময় আমার বিভূতি (ঐশ্বর্য বা শক্তি)। এই বিভূতি স্বরূপ আমাকে জানবে। এ প্রশ্নের উত্তরে দশম অধ্যায়ের বিভূতি যোগের বর্ননা। অর্জ্জুনের সপ্তম প্রশ্ন : দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক (১২/১) "যে ভক্ত তোমার সাকার রূপের ভজনা করে থাকে এবং যে জ্ঞানী তোমার অব্যক্ত অক্ষয় পুরুষের উপাসনা করে এর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?" উত্তর— যদিও দুজনেই আমাকে পায় তবুও ভগবদ্ভক্ত শ্রেষ্ঠ। যেহেতু নির্গুণ উপাসনা অধিক ক্লেশকর। দেহাভিমানীর পক্ষে উক্ত উপাসনা অসম্ভব।

অর্জুনের অষ্টম প্রশ্ন : চতুর্দশ অধ্যায়ের ২১ শ্লোক (১৪/২১)। "গুণাতীত পুরুষের লক্ষণ কি? এবং গুণাতীত হবার উপায় কি?" উত্তর— যিনি সুখ ও গুণের দ্বারা অবিচলিত চিত্ত, তিনিই গুণাতীত। অব্যভিচারী ভক্তি যোগের আশ্রয়ে ভগবানের সেবা ভজনাদি করলে গুণাতীত হওয়া যায়।

অর্জুনের নবম প্রশ্ন : সপ্তদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক (১৭/১)। "যারা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে অথিকন্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে ভজনাদি করে থাকেন তাঁদের নিষ্ঠা কি রূপ?"

উত্তর— সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গুণজাত তিন প্রকার শ্রদ্ধার কথা বলা হয়েছে। সমগ্র অধ্যায়টিই এই প্রশ্নের উত্তর বলা যায়। অর্জুনের জিজ্ঞাসামূলক প্রশ্ন এই একটিই। একাদশ অধ্যায়ের শুরুতে অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শনের অভিলাষ ব্যক্ত করেছেন। এ প্রার্থনার ফলস্বরূপ ভগবানের দিব্যচক্ষুদান ও বিশ্বরূপ দর্শন। অর্জুন বিশ্বরূপ দেখে দুবার স্তব স্তুতি করেছেন— একাদশ অধ্যায়ের ১৫ ও ৩১ শ্লোকে এবং একাদশ অধ্যায়ের ৩৬ ও ৪৬ অধ্যায়ে। এ তিনবার ছাড়াও দুবার কৃতজ্ঞতার ভাষায় নিজের অবস্থার কথা ব্যক্ত করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে বিশ্বরূপ দর্শন করে অর্জুন ভীত হয়ে পুনরায় মনুষ্যরূপ দেখার জন্য প্রার্থনা করেন এবং মনুষ্য রূপ দেখা মাত্রই তিনি প্রকৃতিস্থ হন বলে জানান। সবশেষে সমগ্র গীতা শুনে অর্জুন কেন মোহ শূন্য ও গতি সন্দেহ হয়ে ভগবানের কৃপায় স্থির হয়েছেন— এবং সেই হৃষিকেশের আদেশ অনুযায়ী যে এখন থেকে কাজ করতে প্রস্তুত, সে প্রতিশ্রুতিও ব্যক্ত করেছেন। (১৮/৭৩) শ্লোক।

অর্জুন এনিয়ে পাঁচবার নিবেদনমূলক কথা বলেছেন। তাঁর সংশয়মূলক প্রশ্ন তিনটি : তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক, পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক। এ প্রশ্ন তিনটির উপর ভিত্তি করেই শ্রীভগবান অনেক কথা বলেছেন। প্রকৃত পক্ষে গীতার বিশিষ্ট রূপটি উক্ত তিনটি প্রশ্নকে ভিত্তি করেই অংকিত হয়েছে।

গীতার আরোও একটি প্রশ্ন আছে— চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোক। এ প্রশ্নের উত্তরের ফলশ্রুতিই হল পরম করুণাময় ভগবানের

অবতার তত্ত্বের বর্ণনা। এখানে একই সংগে কর্ম, অকর্ম, বিকর্মাদি প্রভৃতি রহস্যের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ের ১৬ শ্লোকে বলা হয়েছে;— কর্ম বা কর্ম-শূন্যতা কি? এ বিষয়ে মোহগ্রস্ত পণ্ডিতেরাও প্রকৃত তত্ত্ব বুঝতে অক্ষম। অতএব কর্ম, অকর্ম সম্বন্ধে তোমাকে বলছি, যা শুনলে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে। সপ্তম অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকেও আছে সকাম ভক্তগণ সকলেই উদার ও মহান। কিন্তু জ্ঞানীভক্তগণ আমার আত্মস্বরূপ এটাই আমার অভিমত। মদগতচিত্ত জ্ঞানী ভক্তগণ আমাকেই সর্বোৎকৃষ্ট গতি জেনে, আমাকেই সর্বদা আশ্রয় করে থাকেন।

উপরিউক্ত প্রশ্ন সমূহের অতি সংক্ষিপ্ত বর্ননা দেওয়া হল। প্রতি অধ্যায়ের শেষে ভাবার্থেও বিস্তারিত ভাবে বর্ননা আছে। বিশেষত গীতা সারের বর্ণনায় বিস্তারিতভাবে এ সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করে গীতা ধর্মের মহান উদ্দেশ্য ও চরম লক্ষ্য পন্থা- গীতা অধ্যয়ন পিপাসু কর্মযোগীদের উদ্দেশ্য নিবেদন করা হয়েছে।

"সারথ্যমর্জ্জুন স্যাদৌ কুর্ব্বন্ গীতামৃতং দদৌ।
লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ।।
সংসার সাগরং ঘোরং তর্ত্তুমিচ্ছতি যো নরঃ।
গীতানাবং সমাসাদ্য পারংযাতিসুখেন সঃ।।

গীতা শাস্ত্রের মূল কথা

কুরুক্ষেত্র বা সমন্ত পঞ্চক, ভারতের অন্যতম প্রধান পবিত্র ও পরম পূণ্যভূমি। এ ক্ষেত্রের পবিত্রতা ও প্রাধান্য জাবাল শ্রুতিতেও উক্ত আছে। "যদনুকুরুক্ষেত্রং দেবতাং দেবযজনং সর্ব্বভূতাংভূতানাং বাব্দ্য ব্রহ্মসদনম্" এবং শতপথ শ্রুতিতেও "কুরুক্ষেত্রং দেবযজনং" ইত্যাদি কথা বর্ণিত আছে। স্থানটি বর্ত্তমান দিল্লীর সমীপবর্ত্তী এবং ক্ষেত্রটি প্রজাপতি ব্রহ্মার উত্তরবেদী বলে খ্যাত। যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধনাদির পূর্বপুরুষ রাজাধিরাজ কুরু যজ্ঞার্থে এই স্থানটি কর্ষণ করেছিলেন বলে স্থানটি উক্ত নামে অভিহিত হয়েছে। স্থানটি ভক্তগণের কাছে পবিত্র তীর্থক্ষেত্র স্বরূপ। ভক্তগণের বিশ্বাস, এখানে দেহত্যাগ করলে নরগণ দেবলোকে গতি করেন।

এহেন পূণ্যভূমি কুরুক্ষেত্র রনাঙ্গনে যুদ্ধ করতে এসে অর্জ্জুন নির্ব্বেদ (বিষাদগ্রস্ত) প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে শোকমোহগ্রস্ত অর্জ্জুন দেখলেন যে এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে তাকে গুরুজনাদি বধের মহাপাপে লিপ্ত হতে হবে, নিষ্ঠুর হৃদয়ে নিজের আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করতে হবে, এ ছাড়া যুদ্ধ জয়লাভের বা রাজ্যজয়ের অন্য কোনো পথ নেই, তখন এবিষয় সংকটকালে অর্জ্জুন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের শরণাপন্ন হয়ে বলেছিলেন,—

কার্পণ্য দোষোপহত স্বভাবঃ পৃচ্ছামি তাং ধর্ম্ম সংমূঢ়শ্চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয় স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহিতন্মে শিষ্যস্তেহহংশা ধি মাংত্বাং প্রপন্নম্।।

—গুরুজনদের বধ ও কুলক্ষয় করে কি ভাবে বেঁচে থাকবো? একথা ভেবে আমি চিত্তদীনতায় অভিভূত হচ্ছি। প্রকৃত ধর্ম্ম কি? এ ব্যাপারে আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। নিরুপায় হয়ে তোমার শরণ নিলাম, এখন আমার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপনের ভার তোমার। আমি তোমার আশ্রিত শিষ্য, আমাকে উপদেশ দাও। (২/৭ গীতা) এটাই গীতায় অর্জ্জুনের প্রথম প্রশ্ন। অর্জ্জুন সম্পূর্ণ অহংভাব ত্যাগ করে ভগবানে আত্ম সমর্পন করেছেন। গীতার মূলস্বরূপ এই প্রথম চূড়ান্ত মীমাংসাই গীতার তাৎপর্য, এটাই হল গীতাধর্ম্ম বা এক শরণ ধর্ম্ম।

ভগবান শুরুতেই অর্জ্জুনের শোকমোহ দূর করতে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১১

থেকে ৩০ শ্লোক পর্যন্ত আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়েছেন। প্রকৃত অর্থে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১১ শ্লোক থেকেই অর্জ্জুনের মূল প্রশ্নের মীমাংসা শুরু হয়েছে। প্রথমেই আত্মার অবিনাশিতা সম্বন্ধে বলা হয়েছে। আত্মা তত্ত্বের কথা অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা না করলে ও অর্জ্জুনের মোহ নষ্ট করতে সাংখ্যযোগের বর্ণনা প্রসংগে দেহ-দেহীর ভেদ, দেহের ধ্বংসে দেহীর ধ্বংস নেই, আত্মা অজর-অমর নিত্য-সনাতন, অব্যয় ইত্যাদি কথার দ্বারা দেহীর অমরত্ব প্রভৃতি সাংখ্য যোগের গভীর রহস্যের বর্ণনা করেছেন। জীবাত্মার জন্ম, মৃত্যু, ক্ষয় বৃদ্ধি নেই, জীবগণের স্থূলদেহ নাশ মাত্রেই বিনাশ হয়না। বরং অব্যক্ত সূক্ষ্ম অবস্থাপ্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করে এবং কালক্রমে পুনরায় স্থূলদেহ ধারণ করে। (২/২৮)। সেজন্য ভগবান বলেছেন, তুমি তোমার স্বধর্ম পালন করতে এসে এরূপ অস্থির চিত্ত হচ্ছ কেন? এ ধর্মযুদ্ধ তোমার পক্ষে স্বর্গদ্বার স্বরূপ। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মযুদ্ধ অপেক্ষা শ্রেয় লাভের অন্য কোনো শ্রেষ্ঠ পথ নেই। (২/৩১-৩২)। তুমি সুখদুঃখ, লাভালাভ, জয়-পরাজয়ের দিকে লক্ষ্য না রেখে ধর্মযুদ্ধ কর, সেজন্য তোমাকে পাপ ভাগী হতে হবে না। (২/৩৮)। ভগবান অর্জ্জুনের প্রশ্নের এরূপ উত্তর দিয়ে আরো বলেছেন, "তুমি কর্মত্যাগ করবেনা বরং যোগবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করে তোমার চঞ্চল বুদ্ধিকে স্থির করে যুদ্ধ করবে।" বুদ্ধৌশরণম্ অন্বিচ্ছ" (২/৪৯)। এর ফলে পাপ-পূণ্য সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হবে। এরূপে কর্মযোগ অভ্যাস করতে করতে যখন তোমার বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে স্থির হবে, তখনই তুমি যোগ সিদ্ধ হবে।

অর্জ্জুন তখন যোগসিদ্ধের মর্ম অনুভব করতে না পেরে, স্থিতপ্রজ্ঞ যোগসিদ্ধ যোগীর লক্ষণ সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। ২/৫৪ শ্লোকপর্যন্ত কর্মযোগ সিদ্ধির লক্ষণ বর্ননা প্রসংগে স্থিতপ্রজ্ঞের কথা বলেছিলেন এজন্য অর্জ্জুন স্থিতপ্রজ্ঞ ও কর্মযোগীর লক্ষণ কি বলে অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ ২/৫৫ শ্লোক থেকে ৭২ শ্লোক পর্যন্ত স্থিতপ্রজ্ঞ যোগীর লক্ষণ বর্ননা করেছেন। বুদ্ধিযোগই যদি শ্রেষ্ঠ হয় তবে অর্জ্জুনকে কেন কর্মযোগের আশ্রয় নিতে উপদেশ দিচ্ছেন? অর্জ্জুন প্রশ্ন করেছেন।

অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরের সারমর্ম হল, সন্ন্যাস মার্গ ও কর্ম মার্গ, ব্রহ্মনিষ্ঠার এই দুইপথ প্রচলিত আছে। কিন্তু সন্ন্যাসমার্গের প্রকৃত মর্ম তুমি যথার্থভাবে অনুভব করতে পারনি। কর্মত্যাগ হলেই সন্ন্যাস হয়না। কর্ম প্রকৃতির

ধর্ম, জীব কর্ম করতে অনিচ্ছুক হলেও প্রকৃতির বশবর্ত্তী হয়ে তাকে অবশভাবে কর্ম করতে বাধ্য হতে হয়। বিশেষতঃ কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্মাচরণ না করে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় স্মরণ করা মিথ্যাচার, কপটতা মাত্র। এজন্য অনাসক্তভাবে যজ্ঞার্থে কর্ম করা বাঞ্ছনীয়। তাতে সংসার বন্ধনের আশঙ্কার কোনো কারণ নেই, বরং তা তোমার যোগসিদ্ধির সহায়ক হবে। জগতের ভরন-পোষণের, জন্য যজ্ঞার্থ কর্মের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। যে ব্যক্তি সংসার কর্মচক্রের অনুবর্ত্তন করেনা সে ব্যক্তি পাপাত্মা। জ্ঞানীব্যক্তি মাত্রেই তাঁর কর্ত্তব্য অনুযায়ী মুক্তচিত্তে কর্মচক্রে অনুবর্ত্তন করেন। তুমি ও জ্ঞানীগণের মতই অনাসক্তচিত্তে তোমার কর্ত্তব্য কর্ম কর।

সমস্ত কর্মফল আমাতে অর্পণ কর। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিও স্ব প্রকৃতিবশে কর্ম করতে বাধ্য। প্রকৃতি নিগ্রহ করা নিস্ফল। এজন্য তোমার প্রকৃতি অনুসারে স্বধর্ম পালন করা উচিত। পরধর্মাবলম্বন অর্থাৎ স্বভাবের বিরুদ্ধাচারণ ভয়াবহ।

অর্জ্জুনের চতুর্থ প্রশ্ন,— লোকে অনিচ্ছাসত্বেও বলপূর্বক অন্যের দ্বারা নিয়োজিত হয়ে পাপাচরণ করে কেন? (৩/৩৬)। তৃতীয় অধ্যায়টিই এ প্রশ্নের উত্তর। কামনা অনর্থের মূল শ্রেয়মার্গের পরম শত্রু। এই কামনা কোনকালেই অপূর্ণ হয়না। রমনীয় ইন্দ্রিয়সমূহ এর অধিষ্ঠানভূমি, এজন্য ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযম পূর্বক নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা মন স্থির করে আত্মনিষ্ঠ হয়ে ঈশ্বরে চিত্ত সমাহিত করা; তবেই কামনা বাসনা জয় করা সম্ভব এবং নিষ্কাম কর্ম যোগে সিদ্ধিলাভ করতে সক্ষম হবে। চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীভগবান বললেন— এ কর্মযোগের কথা এখন নতুনভাবে যে আমি তোমাকে বলছি— তা নয়, এর অনেক আগেই আমি সূর্যকে এই কর্মযোগের কথা বলেছিলাম। তখন থেকেই পরম্পরাক্রমে ইক্ষ্বাকু আদি রাজর্ষি গণ এই প্রাচীন অব্যয়যোগ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কালক্রমে এর চর্চ্চা বন্ধ হওয়ায় এখন আবার তোমাকে ঐ যোগের কথা বললাম। শ্রীভগবানের একথা শুনে অর্জ্জুন যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন সে প্রশ্নটি অর্জ্জুনের পঞ্চম প্রশ্ন (৪/৪)। "আপনি সূর্যের পরবর্ত্তী সময়ের লোক হয়ে ও সূর্যকে কিভাবে একথা বলতে পারলেন?" এ প্রশ্নের উত্তরে— শ্রীভগবান অবতার তত্ব বর্ননা কেন এবং কোন সময় তিনি অবতার গ্রহণ করেন এবং কিভাবে তিনি কর্ম, ধর্ম ও জীবন আদর্শ দেখিয়েছিলেন তার ব্যাখ্যা করেন। তার এই জন্মকর্ম

অবিদ্যামায়ার বশীভূত নহে। যিনি এই প্রকৃত তত্ত্ব জানেন, তার দেহত্যাগ করে পুনরায় দেহ গ্রহণ করতে হয়না। তার পুনর্জ্জন্ম নিবৃত্তি হয়ে যায়। এভাবে অবতার তত্ত্বের গভীর রহস্য বর্ননার শেষে বলেছেন, সাধারণ মানুষ কামনার বশীভূত হয়ে অভিসন্ধির ফল লাভের আশায় দেবতাগণের পূজা করে থাকে।

বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন প্রকৃতি ও গুণ কর্ম অনুসারে চার বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে। এর পর আবার প্রস্তাবিত কর্মযোগ ও কর্মসন্ন্যাস সম্বন্ধে নানা কথা বলেছেন। প্রকৃতির প্রভাবে কর্ম, বিকর্ম, অকর্মের তত্ত্ব ও তার সম্পূর্ণ লক্ষণ ৪/১৬-২৩ শ্লোক পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ কর্ম (বেদবিহিত) বিকর্ম (বিধিনিষেধ) অকর্ম (কর্মহীন সন্ন্যাস) এই গূঢ়তত্ত্ব ৪/১৬-২৩ শ্লোকে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ৩/৯ শ্লোকে যজ্ঞার্থ কর্ম করার যে উপদেশ ভগবান দিয়েছিলেন, জীবনের সমস্ত কর্ম কি রূপে সেই যজ্ঞার্থ কর্মে পরিণত হয়, এবং যজ্ঞার্থ কর্মের ব্যাপক অর্থ (৪/২৪-৩২), জ্ঞানের স্বরূপ, জ্ঞানে কর্ম ক্ষয়, সেই জ্ঞানে অবস্থান পূর্বক কর্মযোগ বুদ্ধিতে যুদ্ধ করতে আদেশ দিয়ে শ্রীভগবান চতুর্থ অধ্যায়ের বক্তব্য শেষ করেছেন।

অর্জ্জুনের ষষ্ঠ প্রশ্ন, সন্ন্যাস ও কর্মযোগের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ? (৫/১) উত্তর দিয়েছেন শ্রীভগবান,— উভয় যোগই শ্রেয়স্কর। কিন্তু তবুও কর্মযোগই শ্রেষ্ঠতর এরপর আবার বলেছেন, প্রকৃত সন্ন্যাস কি?

যে ব্যক্তি অন্তরে সন্ন্যাসী হয়ে বাইরে জ্ঞানযুক্ত কর্ম করে, সে ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসী। কারণ কর্মযোগ ও সন্ন্যাসযোগ অভিন্ন। কর্ম যোগী ও সন্ন্যাস যোগী উভয়েই একই গতি প্রাপ্ত হন। পণ্ডিতগণ কর্মযোগ ও সন্ন্যাস যোগকে স্বতন্ত্র বলে মনে করেননা। কর্মযোগ ও সন্ন্যাস সম্বন্ধে ভগবান অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

৬ষ্ঠ অধ্যায়ে কিভাবে ধ্যানযোগে চিত্তের সম্পূর্ণ স্থিরতা, বুদ্ধির নির্মলতা সাধিত হয় এবং তার ফলে যে আত্মদর্শন ও ঈশ্বর দর্শন হয় ইত্যাদি কথা বর্ণনা করে শেষের দুটি শ্লোকে ভগবান অর্জ্জুনকে বললেন,— ভগবানে চিত্তযুক্ত রেখে কর্ম করা; কর্মযোগীই— তপস্বী, কাম্যকর্মী ও জ্ঞানী জনের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। এটাই আমার অভিমত। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি যোগী হও। কারণ ভগবানে

চিত্ত যুক্ত রেখে কাজ করা ভক্তিযোগীগণ অন্য সকল যোগীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ষষ্ঠ অধ্যায়ের উক্ত শ্লোক দুটিতে শ্রীভগবানের আদেশ ও উপদেশ দুই আছে। যেহেতু আমার মত অর্থাৎ আমি স্বয়ং ভগবান বলছি— তুমি যোগী হও, ভগবানে ভক্তিপরায়ণ কর্মযোগী হও, কেননা কর্মযোগীগণ যোগীগণের চেয়েও শ্রেষ্ঠ সাধক। কারণ ভগবৎ ভক্তিপরায়ণ কর্মযোগীর দ্বারা ভগবানের সৃষ্টি রক্ষা ও লালন-পালন করা হয়-- এবং ভক্তি পূর্বক ঈশ্বরের প্রীতি বিধানও করা হয়। এজন্য শ্রীগোবিন্দ উক্ত দু যোগীর মধ্যে ভগবদ্ভক্ত কর্মীকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা করেছেন।

সপ্তম অধ্যায় থেকে সপ্তদশ অধ্যায় পর্যন্ত মোট ১১টি অধ্যায়ে জগতের সমস্ত অধ্যাত্ম তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিয়েছেন। সপ্তম অধ্যায়ে ঈশ্বর, প্রকৃতি, জীব, জগৎ ও মায়াতত্ত্বের উপদেশ দিয়েছেন। অষ্টম অধ্যায়ে ঈশ্বরের বিভিন্ন ভাব, যেমন সাধনা তেমন ফল, জগতের মূলতত্ত্ব, সৃষ্টি ও প্রলয়, দেহত্যাগে জীবের গতি প্রভৃতি বিষয়ের অবতারণা করেছেন। নবম অধ্যায়ে ঈশ্বর, জীব ও জগতের সম্বন্ধ; সকাম সাধনার দুর্বলতা ও ভক্তি সাধনার মহত্ত্ব নিরূপণ করেছেন। দশম অধ্যায়ে ঈশ্বর থেকে নিখিল বিশ্বের প্রবৃত্তি ও বিভূতিতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে। সবশেষে, সমস্ত জগৎ তার একাংশে স্থিত হয়ে আছে বলে দশম অধ্যায়ের বক্তব্য শেষ করেছেন। একাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য দিব্যচক্ষু দান, ভগবানের মধ্যেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অবস্থান ও বিশ্বরূপ প্রদর্শন, ভগবৎ কর্মে জীবের নিমিত্তভাব প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দান লক্ষ্য করা যায়। দ্বাদশ অধ্যায়ে নির্গুণ, সগুণ, সাকার ও নিরাকার ধ্যানের ব্যাখ্যা ও আচরণ, ভক্তি মার্গের সাধনার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনায়- ভক্তিসিদ্ধ পুরুষের আচরণ অর্থাৎ ভক্তের স্বভাব ও আচরণ কি, সে সম্বন্ধে কথোপকথন। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগ বা পুরুষ প্রকৃতি, বিবেক যোগের বর্ণনা। জ্ঞানীর লক্ষণ ও জ্ঞানের সাধন, জ্ঞেয়তত্ত্ব প্রকৃতি পুরুষ বিবেক, আত্মদর্শনের বিভিন্ন পথ প্রভৃতি বহু গভীর তত্ত্বের রহস্য বর্ণনা করেছেন। চতুর্দশ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন, গুণত্রয় বিভাগ যোগের কথা, অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের বিষয়ের বর্ণনা, সৃষ্টি রহস্য, পুরুষের সংসার বন্ধনের কারণ, সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ স্বভাবের লক্ষণ, ত্রিগুণাতীতের লক্ষণ ও ত্রিগুণাতীত হবার উপায় প্রভৃতি নানারূপ তত্ত্বের কথা।

পঞ্চদশ অধ্যায়ে সংসার বৃক্ষ, পুরুষোত্তম তত্ত্ব, জীবের জন্ম-কর্ম সর্ব কারণের

কারণ আমিই; আমিই পরতত্ত্ব পুরুষোত্তম ইত্যাদি কথার ব্যাখ্যা। এই পুরুষোত্তম তত্ত্ব অতি গোপন, এই তত্ত্ব জানলে জীব কৃতকৃত্য হয় ও সর্বতোভাবে আমাকেই পেয়ে থাকে। ভাগবত ধর্ম ও ভক্তিমার্গের এটাই চরম ও পরম রহস্য।

ষোড়শ ও সপ্তদশ অধ্যায়ে দৈবী প্রকৃতি ও আসুরিক প্রকৃতির লোকের স্বভাবের বর্ণনা করা হয়েছে। জন্ম সূত্রে দৈবী প্রকৃতিবিশিষ্ট লোক মোক্ষপথে অগ্রসর হয়, জন্মসূত্রে আসুরিক প্রকৃতিবিশিষ্ট লোক আসুরিক প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়ে অধোগতি প্রাপ্ত হয়। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে শাস্ত্রই একমাত্র মূল প্রমাণ। শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থা অনুযায়ী কর্ম করা উচিত, অর্জ্জুনের প্রতি ভগবানের এই উপদেশ। সত্ত্ব, রজ ও তম প্রকৃতির তিন গুণ, এই গুণ ভেদে তিনপ্রকারে শ্রদ্ধা ও সে অনুসারে আহার (খাদ্য) ত্রিবিধ। কর্মে ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করেছেন বলে মোক্ষভিলাষীগণ সবরকম কর্মে "ওঁ তৎ সৎ" শব্দ তিনটি উচ্চারণ করে থাকেন। ৭ম থেকে এই এগারটি অধ্যায়ের মধ্যে ভগবান অর্জ্জুনকে অধ্যাত্মতত্ত্বের বহু জ্ঞানের উপদেশ দিয়েছেন। অর্জ্জুনের অজিজ্ঞাস্য কয়েকটি তত্ত্বেরও উপদেশ দিয়েছেন। তা নাহলে প্রিয় সখা অর্জ্জুনের অধ্যাত্ম তত্ত্বজ্ঞান অপূর্ণই থাকতো। সম্পূর্ণভাবে অধ্যাত্ম তত্ত্বজ্ঞান না থাকলে জগতে ধর্ম্মাধর্ম কার্যাকার্য নির্ণয় করা অসম্ভব হয়। অধ্যাত্ম তত্ত্বজ্ঞানের দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে অর্জ্জুন শুধু দুটি প্রশ্ন করেছিলেন। অষ্টম অধ্যায়ে ৭ম প্রশ্ন ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্মতত্ত্ব কি? ইত্যাদি (৮/১২)। দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ৮ম প্রশ্নের অবতারনা করেন (১২/১)। সপ্তম প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান বলেছেন, ব্রহ্মতত্ত্ব, অধ্যাত্ম তত্ত্ব, আধিদৈব ও আধিযজ্ঞ সমস্তই তারই বিভাব।

এই তত্ত্ব জানলে মুক্তি লাভ হয় ও মৃত্যু কালে ভগবানকে স্মরণ করে মৃত্যু বরণ করলে ভগবান প্রাপ্ত হওয়া যায়। মৃত্যু কালে যে যে ভাব নিয়ে মৃত্যু বরণ করে সে সেই গতি প্রাপ্ত হয়। অতএব তুমি আমাকে সর্বদা স্মরণ কর ও স্বধর্ম পালন রূপ যুদ্ধ কর। আমার নাম স্মরণ ভক্তিপথ অতিব সুলভ। আমাকে পেলে পুনর্জন্ম হয়না। যাগ যজ্ঞাদি করে পুণ্য সঞ্চয়ীদের পুণ্যক্ষয় হলেই পুনরায় সংসারে পতন অবশ্যম্ভাবী। এভাবে ভগবানের নাম স্মরণ মনন, স্বধর্ম পালন করে ঈশ্বর প্রাপ্তির উপায় উপদেশের মধ্য দিয়ে ৮ম অধ্যায়ের বক্তব্য শেষ হয়েছে।

৮ম প্রশ্নে অর্জ্জুন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সাধনার মধ্যে জ্ঞান ও ভক্তি পথের কোনটি শ্রেষ্ঠ পথ? উত্তরে ভগবান বলেন "ভক্তি মার্গই শ্রেষ্ঠ পথ। জ্ঞান মার্গেও আমাকে পাওয়া যায়; কিন্তু সে অতি দুরূহ। ভক্তিযুক্ত কর্মমার্গই শুধু শ্রেষ্ঠ ও সহজসাধ্য।" এর পর শ্রীভগবান ভক্তের লক্ষণ ও আচরণের কথা বলে দ্বাদশ অধ্যায়ের বক্তব্য শেষ করেছেন। অষ্টাদশ অধ্যায়ে অর্জ্জুনের সন্ন্যাস ও ত্যাগ সম্বন্ধে নবম প্রশ্ন। এটি অর্জ্জুনের শেষ প্রশ্ন, যার উত্তর দিতে গিয়ে ভগবান পূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে কথিত সমুদয় উপদেশের সার পুনঃর্বার ব্যক্ত করেছিলেন। সন্ন্যাস ও ত্যাগ সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান বলেছেন,— পণ্ডিতগণ কাম্য কর্ম সমূহের ত্যাগকেই সন্ন্যাস বলেন। কিন্তু বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বলেন,— ফলের আশা পরিত্যাগ করে সমুদায় কর্মের অনুষ্ঠান করাই হল প্রকৃত ত্যাগ। শ্রীভগবান বলেন,— আমার মতে যজ্ঞ, দান, তপস্যাদি কর্মসমূহ পরিত্যাগ করা উচিত নয়। বিশেষত ফলাকাঙ্খীগণের উক্ত কর্ম সমূহের অনুষ্ঠান করা উত্তম কাজ। এরূপ আমার অভিমত। সন্ন্যাসবাদীগণ সর্বকর্ম পরিত্যাগ করে যে সন্ন্যাস বাদের কথা বলে থাকেন তা দেহবোধ থাকতে সম্ভব নয়। চতুর্বর্ণ ধর্মানুসারে স্ব স্ব কর্মাধিকার অনুযায়ী প্রাপ্ত কর্ম শুদ্ধ চিত্তে আচরণ করাই ঈশ্বর আরাধনা। সর্বত্র অনাসক্ত ভাব, সংযত চিত্ত, স্পৃহাশূন্য হয়ে কর্মের অনুষ্ঠান করলে মানুষ মাত্রেই সিদ্ধি লাভের অধিকারী হয়। (১৮/৪৫-৪৮)। জগতে নির্দোষ কর্ম নেই। তাই বলে স্বধর্ম ত্যাগ করে পরধর্ম গ্রহণ করা অনুচিত। কর্ম প্রকৃতির ধর্ম। কর্ম পরিত্যাগ করতে চাইলেও কর্ম জীবকে ছাড়েনা। ফলে কর্মের সারভূত অর্থাৎ পরমপিতা ভগবানের কর্ম, যিনি সর্বভূতের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থেকে সর্ব কর্ম করাচ্ছেন, সর্বতোভাবে তারই শরণাগত হয়ে, তাতেই আত্ম সমর্পন করে কর্ম করা জীবের কর্ত্তব্য। এর দ্বারা তার কৃপাতেই পরমপদ লাভ সম্ভব। তুমি অহঙ্কার বশতঃ যুদ্ধ করবেনা বলে সঙ্কল্প নিয়েছ কিন্তু তোমার এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তোমার ক্ষাত্র প্রকৃতিই তোমাক জোর পূর্বক যুদ্ধ কর্মে নিযুক্ত করবে। তোমাকে আমি এই গুহ্যতর তত্ত্ব কথা বললাম। এ কথা হৃদয়ঙ্গম করে, যুদ্ধ করা না করা সম্বন্ধে তোমার যা ইচ্ছা হয় তাই কর। এবার আমি সব শেষে আর একটি গুহ্যতম কথা তোমাকে বলছি, যার উপরে আর কোনো তত্ত্ব নেই; এটা আমার তোমার প্রতি শেষ অভয়বাণী বলেও জানবে। "ধর্মশাস্ত্রে

ধর্ম সম্বন্ধে নানা মত ও পথের উপদেশ আছে; তুমি ঐ সমস্ত বিধি ধর্মের জটিলতা ও বিধি নিষেধের গোলমালে না গিয়ে নিঃসংকোচে আমার কথা অনুযায়ী কর্ম কর। গুরু বধাদি পাপের ভয়ে শোকাকুল হতে হবেনা। সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে, আমার প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে, একাগ্র চিত্ত হয়ে আমাতেই সর্বকর্ম সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হও; আমি তোমাকে সকল প্রকার পাপ থেকে উদ্ধার করবো।" পরম দয়ালু ভগবানের এই শেষ অভয় বাণী শুনে অর্জ্জুন বলেছিলেন,-

'হে অচ্যুত আপনার অহেতুক কৃপায় আমার সমস্ত মোহ দূরীভূত হল, আমি এখন সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতিস্থ হলাম। এখন থেকে আমি আপনার নির্দেশ অনুযায়ী সমস্ত কর্ম করতে প্রস্তুত হলাম।" এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়ে অর্জ্জুন গাণ্ডীব ধনু হাতে তুলে নিয়ে কপিধ্বজ রথের উপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবো বলে কৃত নিশ্চয় হলেন।

অর্জ্জুন, ক্ষত্রিয় ধর্মানুগত হয়ে যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এই কথা আমরা মহাভারতে পাই।

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামানুস্মর যুদ্ধ চ (৮/৭) অর্থাৎ তুমি আমাকে সর্বদা স্মরণ করে যুদ্ধ কর (স্বধর্ম পালন কর)। স্বকর্ম্মণাতম অভ্যর্চ্চ সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ (১৮/৪৬) অর্থাৎ মানুষ স্বীয় কর্ম অনুযায়ী অর্চ্চনা করে সিদ্ধি লাভ করে থাকে। ভগবানের এই আদেশ ও উপদেশে অর্জ্জুন শিরোধার্য করে কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এটাই গীতার মূল তাৎপর্য। গীতার উপক্রম ও উপসংহার পর্যন্ত বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ভগবান সমগ্র গীতা শাস্ত্রে অর্জ্জুনকে কর্ম ও অকর্মের মূলতত্ত্ব বোঝাতে চেয়েছেন। নশ্বর পৃথিবীতে যে সমস্ত মহাপুরুষ অমর হয়েছেন, সেই সকল শীর্ষ স্থানীয় মহাপুরুষগণের কর্মজীবনের মূলতত্ত্বের যে নীতি তা অনুসরণ করেই জনক, ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি রাজর্ষিগণ, ব্যাস, বশিষ্ঠ আদি মহর্ষিগণ পৃথিবী প্রতিপালন করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং এই ভারত ভূমিকে জ্ঞান, গৌরব, ঐশ্বর্য, বীর্য, প্রতাপ প্রভৃতি সুকীর্ত্তির চরম সীমাতে উন্নীত করতে পেরেছিলেন; সে নীতির মূল বক্তব্য প্রদর্শন করাই গীতা শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য।

মহামানব গান্ধী গীতার এই আসক্তিশূন্য কর্মযোগের প্রতিধ্বনি করেছিলেন স্বীয় জীবনাচরণের মধ্যদিয়ে। গীতার উক্তি, কর্ম ত্যাগে প্রবৃত্ত হবেনা (২/৪৭)।

কর্ম ত্যাগ মাত্রই সন্ন্যাস নয়; ত্যাগ করলেই সিদ্ধিলাভ হয়না (৩/৪)। যে ব্যক্তি জগতের কর্মচক্রের অনুবর্ত্তন করেনা সেই ইন্দ্রিয়সুখী ব্যক্তিগণের জীবন ধারণ বৃথা। এরূপ ব্যক্তি পাপাত্মা (৩/১৬)। বিদ্বান, জ্ঞানী মানুষের কর্ত্তব্য হল, তারা সাধারণ অজ্ঞ লোককে সদাচারের আদর্শ দেখিয়ে স্বয়ং মুক্তচিত্তে কর্মচিন্তা করবেন। (৩/৫,২৬) যিনি জগদীশ্বর, জগতের সর্বকর্মের যিনি নিয়ন্তা, সর্বতোভাবে তারই আশ্রয় নিয়ে, সবই তার আদেশ ভেবে জগতের লালন পালনের জন্য তারই কর্মবোধে নিজ অধিকার অনুসারে প্রাপ্ত কর্ম শাস্ত্রবিধি মতে সরল প্রাণে, সত্য-দৃষ্টিতে ও ধর্ম-বুদ্ধিতে করা উচিত। শ্রীভগবান বলেছেন তাতেই তুমি সার্থকতা লাভ করতে পারবে। শ্রীমন্ত শঙ্কর দেব কীর্ত্তনঘোষা গ্রন্থে লিখেছেন,–

মোতে চিত্ত দিয়া কর্ম্ম করিয়ো সন্তোষে।
তবে কি করিব পারে সংসারের দোষে।।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে মানুষের যে পরম শ্রেষ্ঠ অবস্থা এবং সেই অবস্থার উপরেই প্রতিষ্ঠিত কর্ম অকর্মরূপে নীতিধর্মের যে মূল তত্ত্ব গীতা তারই নির্ণয় করে পথভ্রষ্ট মানুষকে সত্য পথের সন্ধান দিয়েছে। মানব নীতি শাস্ত্রের যে মূল তত্ত্ব. গীতা তাকেই এই দেহের মূল, জগতের যা মূলতত্ত্ব সেই নিত্যতত্ত্বে পৌছে ব্যবহার শাস্ত্র, নীতি শাস্ত্র ও মোক্ষ শাস্ত্র এই ত্রিবিধ সমতত্ত্ব জ্ঞানের যে আধার তা প্রমাণ করে দেখিয়েছে। প্রাচীন বৈদিক যুগে প্রচলিত সমস্ত সাধন পদ্ধতির সারাংশ গীতা আত্মসাৎ করেছে। তবুও গীতার যে সার রহস্য তা ঐ সকলের চেয়ে পৃথক। উপনিষদের সন্ন্যাস ধর্ম ও জ্ঞান মাত্রেই মুক্তি এই সিদ্ধান্তও গীতায় স্বীকৃত। কিন্তু গীতার সন্ন্যাস বা বৈরাগ্যের অর্থ কর্মত্যাগ নয়, প্রকৃত পক্ষে কর্মের আসক্তি ত্যাগ ও ফলাকাঙ্খা বর্জন, মোট কথা ফলের আশা ত্যাগই গীতার কর্মযোগ। 'বাসুদেবম্ সর্ব্বম', (৭/১৯) গীতার প্রকৃত জ্ঞান। এভাবে গীতায় জ্ঞান ও সন্ন্যাসের সংগে কর্মযোগ ও ভগবদ্ভক্তি এমনভাবে সু কৌশলে সংযোজিত ও সংমিশ্রিত করা হয়েছে, যার ফলে কর্ম, জ্ঞান, সন্ন্যাস ও ভক্তির মধ্যে অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

কর্মকাণ্ডী মীমাংসকগণের, বৈদিক যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের অনুমোদন গীতায়

থাকলেও তার উদ্দেশ্য কিন্তু স্বতন্ত্র। নিষ্কাম যজ্ঞার্থ বুদ্ধিতে সে সমস্ত আচরণ করলে তার দ্বারাও মোক্ষ লাভ সম্ভব (৩-৯)। গীতায় 'যজ্ঞ' শব্দ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উক্ত মতের সংগে ফলাকাঙ্খাহীন কর্মের সিদ্ধান্ত যুক্ত করে সাধারণ যজ্ঞকে মহাযজ্ঞে পরিণত করা হয়েছে। মহাযজ্ঞের এই তত্ত্ব জ্ঞাত হয়ে সকলেই সেইরূপ নিষ্কাম কর্মরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করে মুক্তি লাভ করুক (৪/৩৩)। জ্ঞান মার্গের মত হলো,— জ্ঞান থেকেই মুক্তি ; কিন্তু জ্ঞান ও কর্ম পরস্পর বিরোধী। অতএব সার্বলৌকিক কর্ম, লৌকিক বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করে একমাত্র তত্ত্ব বিচারের দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করবে। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন, সন্ন্যাস মার্গে তত্ত্ব বিচারের দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করবে। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন, সন্ন্যাস মার্গে তত্ত্ব বিচারের দ্বারা সিদ্ধিলাভ হলেও সে অত্যন্ত কষ্টকর পথ। (১২/৫)। "যারা আমাতে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করে, আমার প্রতি পরম ভক্তি পরায়ণ হয়ে একাগ্র মনে আমার উপাসনা করে আমি তাদেরক অতি সত্বর মৃত্যুরূপ সংসার-সাগর থেকে উদ্ধার করি।" (১২/৬-৭)। ভগবদ্ভক্তিযুক্ত পুরুষ ঈশ্বরের কৃপায় অতি সহজে জ্ঞান লাভ করে সিদ্ধি লাভে সক্ষম হন। (১০/১০-১১)। এ ভাবে গীতায় জ্ঞান মার্গের সংগে বাসুদেব ভক্তি ও কর্মের সুন্দর সমন্বয় দেখা যায়।

সাধনার অপর একটি প্রণালী 'পাতঞ্জল যোগ মার্গ'। সাধারণত এটি যোগ নামেই পরিচিত। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে অভ্যাসযোগে পাতঞ্জল যোগ মার্গ গৃহিত হলেও ওটা ঠিক পাতঞ্জল যোগ মার্গ নয়, পাতঞ্জল যোগ মার্গ থেকে তা পৃথক। ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত অভ্যাসযোগের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। যোগসিদ্ধ হলেই আত্ম দর্শন সম্ভব। গীতা লৌকিক চাতুর্যের দ্বারা ব্যাপক দৃষ্টি অবলম্বন করে ধ্যানমগ্ন হয়ে, আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের সংগে ঈশ্বর ভক্তি ও কর্মযোগের সু-সামঞ্জস্য বিধান করেছেন (৬/২৯-৩২)। বিশেষতঃ ষষ্ঠ অধ্যায়ের শ্লোক দুটিতে ভক্তিযুক্ত কর্মযোগীকেই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বলেছেন। অর্জুনকে শ্রীভগবান গীতোক্ত কর্মযোগী হতে উপদেশ ও আদেশ দিয়েছেন। (৬/৪৬-৪৭)।

সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা প্রসংগে প্রথমে গীতা প্রধানতঃ সাংখ্য দর্শনের মতই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সাংখ্যের চরম তত্ত্ব, 'প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব' বর্ণনার মধ্যেই তার বক্তব্য শেষ করেননি। প্রকৃতি পুরুষ তত্ত্বকে অতিক্রম করে বেদান্ত প্রতিপাদিত পরমাত্মার

সংগে এর সংযোগ সাধন করে ভাগবত ধর্মের শেষ নির্যাস 'পুরুষোত্তম তত্ত্বে'র বর্ণনা করেছেন।

গীতা ধর্মের বিশেষত্ব হল,– গার্হস্থ্য ধর্ম আচরণের মধ্য দিয়েও মোক্ষলাভ করা যায়। এবং গীতাধর্মে, বর্ণভেদ, জাতিভেদ, দেশভেদ ও কালভেদ নেই। গীতা জগৎবাসীর উদ্দেশ্যে ঘোষণা করছে যে, তুমি যে কোন জাতের, যে কোন বর্ণের ও যে কোন দেশে অবস্থান করোনা কেন, মুক্তচিত্তে নিজ নিজ কর্ম করলেই তোমার মুক্তি সম্ভব। সেই হবে তোমার ঈশ্বর আরাধনা; সেই হবে তোমার মুক্তি লাভের উপায়।

কাজের ছোট-বড়, ভাল মন্দের বিচার নেই। অনাসক্ত বুদ্ধি, সর্বত্র সংযত চিত্ত, স্পৃহাশূন্য হয়ে যিনি স্বধর্ম আচরণ করে জীবন নির্বাহ করেন, তিনি ব্রাহ্মণ হয়ে বেদ পাঠ করুণ নতুবা মেথর হয়ে নর্দমা পরিষ্কার করুণ তত্ত্বদৃষ্টিতে দুজনের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই, দুজনেই সমানভাবে পারমার্থিক কল্যাণের অধিকারী। কর্ম মাত্রেই গুণ বা দোষের কারণ নয়। কর্মকর্তার উদ্দেশ্যের উপরেই গুণ ও দোষের বিচার হয়। নরহত্যা মাত্রেই হত্যাপরাধী হয়না। হত্যাকারীর উদ্দেশ্য বিচারে তার দোষের শাস্তি হয়ে থাকে।

দীনবন্ধু, কৃপাসিন্ধু ভগবান সমস্ত মানব ধর্মের সার স্বরূপ, সমস্ত দর্শন শাস্ত্রের সার ও সমস্ত নীতি শাস্ত্রের সারটুকু একত্রিত করে অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে সংমিশ্রণ করে যে ভক্তি-প্রেমরসপূর্ণ ধর্মামৃতের সৃষ্টি করেছিলেন তার সামান্য মাত্রও অনুভব করতে পারলে মানবের সর্বভয় দূরীভূত হয়। স্বল্পমাপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ (২/৪০)।

সনাতন বৈদিক ধর্মবৃক্ষের এ অত্যন্ত মধুর অমৃত রস ফল। বৈদিক কর্মকাণ্ডে জ্ঞানের প্রয়োজন গৌণ ; অপর দিকে উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ডে জনসাধারণের প্রবেশ অগম্য ও অতিব কষ্টসাধ্য। উপনিষদের জ্ঞান-বুদ্ধি গম্য ব্রহ্মজ্ঞানের সংগে প্রেমগম্য ঈশ্বর আরাধনার রাজগুহ্য ভক্তিযোগ সংযুক্ত করে; দুইয়ের সংগেই প্রাচীন কর্মকাণ্ডের সারাংশ যুক্ত করে দিয়ে মানব সমাজের পরম কল্যাণ সাধন করেছেন। যে মহান অভয় বাণী ভক্ত অর্জুনকে উপলক্ষ্য করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র জগৎবাসীর উদ্দেশ্যে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, বলতে পারিনা কতদিনে

আবার আমরা সেই পথ অনুসরণ করে, সত্য ও শান্তি পথের পথিক হয়ে, দেশের লুপ্ত গৌরব, জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও যোগের সমন্বয় সাধন করতে পারবো। পরমপিতা ভগবানের উক্ত মহান, উদার, ব্যাপক গীতাধর্ম সত্যই বিচিত্র ও অভূতপূর্ব। জাতি, বর্ণ, দেশকাল নির্বিশেষে সর্বতোভাবে এই ধর্ম উপযোগী ও সকলের প্রতি সমভাবে উদার। ইহা সবাইকে সমপরিমাণে, সর্বতোভাবে সমান সদ্‌গতি প্রদান করে থাকে। এ ধর্মে দীক্ষিত মহাত্মাগণ ধর্মপরায়ণ, জ্ঞানবীর, কর্মবীর হয়ে সর্ব প্রকার সদ্‌গুণাবলীর দ্বারা অলঙ্কৃত হয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষে জ্ঞান, গৌরব ঐশ্বর্য্যের চরম সীমায় উপনীত হয়েছিলেন।

আসুন, মহাযোগীশ্বর হরি, ধর্মভূমি কুরুক্ষেত্রে পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি করে, যে মহান বাণী দেশ-কাল-পাত্র সকলকে অতিক্রম করে, বিশ্বজগতের, বিশ্বমানবের কল্যাণার্থে ধর্মের সংগে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও যোগের ঐকতানে যে মিলন সংগীত গেয়েছিলেন, আজ আমরাও হৃদয় দুয়ার খুলে আন্তরিকতার সংগে আমাদের জীবন সংগীতকে তার সংগে যুক্ত করে একই সুরে গাই—

ভোক্তারং যজ্ঞ তপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদম্ সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি।। (৫/২৯)
সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্য মোক্ষয়িষ্যামিমাশুচ।। (১৮/৬৬)

হরি ওঁ
ওঁ শান্তি।

বিষয় সূচী

শ্লোকানুক্রমিক গীতা বিশ্লেষণ

প্রথম অধ্যায়। বিষাদযোগ পৃঃ ১

সূচনা

ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন— (১)। সঞ্জয়ের উত্তর— (২)। দুর্যোধনের দ্বারা উভয় পক্ষের সৈন্য ও সেনাপতি গণের বর্ণনা (৩-১১)। পরস্পরের অভিবাদনসূচক শঙ্খধ্বনি (১২-১৯)। অর্জ্জুনের সৈন্য দর্শন (২০-২৭)। কুলক্ষয় সম্ভাবনায় অর্জ্জুনের বিষাদ গ্রস্ততা ও ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ (২৯-৪৭)।

দ্বিতীয় অধ্যায়। সাংখ্যযোগ। পৃঃ

অর্জ্জুনের কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাব, ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন ও শিষ্যত্ব গ্রহন। শ্রীভগবানের উত্তর। ভগবানের উপদেশ— শ্রীকৃষ্ণের ক্ষাত্রোচিত তিরস্কার ও উত্তেজনা (১-৩)। অর্জ্জুনের কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাব ও ধর্ম নির্ণয়ার্থে ভগবানের শিষ্যত্ব গ্রহণ। কর্ম বিষয়ক প্রশ্ন (৪-১০)। শ্রীভগবানের উপদেশ—১১ ভীষ্ম দ্রোণাদির বিনাশ বিষয়ে অর্জ্জুনের ভ্রম দূর করতে সাংখ্য জ্ঞানের উপদেশ (১২-৩০)। অর্থাৎ জীবাত্মার নিত্যত্ব (১১-১৩)। সুখ-দুঃখের অনিত্যতা (১৪-১৫)। সদসৎ বিবেক (১৬) আত্মার স্বরূপাদি (১৭-২৫)। আত্মার অনিত্যত্ব বিষয়ে উত্তর (২৬-২৭)। জীবের ব্যক্ত ভাব, অনিত্য ও মৃত্যুতেও তার অবিনাশ (২৮)। আত্মার দুর্জ্ঞেয়ত্ব আলোচনা ও মিথ্যা শোক ত্যাগের উপদেশ (২৯-৩০)। অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তর (৩১-৫৩)। অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মযুদ্ধ অপেক্ষা অন্য কোন শ্রেয় পথ নেই (৩১-৩৭)। সুখ-দুঃখের প্রতি লক্ষ্য না রেখে প্রকৃতিগত কর্মাচরণে পাপ হয় না। কর্মযোগের উপক্রমনিকা (৩৮-৩৯)। কর্মযোগের গুণ কীর্ত্তন (৪০-৪১)। কর্মকাণ্ডী মীমাংসকগণের দোষ প্রদর্শন (৪২-৪৪)। বৈদিক সকাম কর্মের হীনতা প্রতিপাদন (৪৫)। জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা

(৪৬)। কর্মযোগীর চার সূচী (৪৭)। কর্মযোগীর লক্ষণ বর্ণনা ও সেগুলি অনুসরণ করতে আদেশ (৪৮-৪৯)। কর্মযোগ সিদ্ধিতে মোক্ষ (৫০-৫১)। বুদ্ধির সাম্যভাবে কর্মযোগ সিদ্ধি (৫২-৫৩)। সিদ্ধ কর্মযোগী বা স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ (৫৪-৭০)। ব্রাহ্মী স্থিতি (৭১-৭২)।

তৃতীয় অধ্যায়। পৃঃ

কর্মযোগের উপদেশ সম্বন্ধে অর্জ্জুনের সংশয় নিরসন। অর্জ্জুনের প্রশ্ন কর্মত্যাগ ও কর্মাচরণ দুয়ের মধ্যে কোনটি উত্তম (১-২)। শ্রীভগবানের উত্তর- সন্ন্যাস ও কর্মযোগ দুই যোগেই ব্রহ্মের পরমপদ লাভ হয়, কিন্তু কর্ম ত্যাগের চেয়ে কর্ম আচরণই শ্রেষ্ঠ পথ (৩-৮)। আসক্তি ত্যাগ করে— যজ্ঞার্থে কর্ম করতে আদেশ (১৭-১৯)। জনকাদি রাজর্ষিগণের দৃষ্টান্তের উল্লেখ। লোক সংগ্রহের মহত্ত্ব, লোক সংগ্রহার্থে স্বয়ং ভগবানের কর্ম (২০-২৪)। জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে প্রভেদ। নিষ্কাম ভাবে কর্ম করে অজ্ঞান ব্যক্তিকে সদ্ আচরণের আদর্শ দেখাতে জ্ঞানীর প্রতি উপদেশ। (২৫-২৯)। ঈশ্বরের আজ্ঞাবাহী ভেবে যুদ্ধকর্ম করতে আদেশ (৩০)। কর্মযোগ আচরণে মুক্তি, অনাচরণে বিনাশ (৩১-৩২)। প্রকৃতির প্রবলতা, ইন্দ্রিয় পীড়ন বা বিনাশে লাভ নেই (৩৩)। ইন্দ্রিয়গুলিকে স্ববশে রেখে স্বধর্ম পালন করতে নির্দ্দেশ; পরধর্ম গ্রহণ ভয়াবহ (৩৪-৩৫)। প্রসঙ্গত অর্জ্জুনের প্রশ্ন— কে বলপূর্বক পাপ কর্ম করতে বাধ্য করায়? (৩৬)। ভগবানের উত্তর,— কাম, ক্রোধ পাপ কর্মে প্রবৃত্তি জন্মায়; কামনা বাসনা জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে (৩৭-৩৯)। ইন্দ্রিয় সংযমে কামনার বিনাশ (৪০-৪১)। ইন্দ্রিয়াদির শ্রেষ্ঠতার ক্রম (৪২)। আত্মজ্ঞান পূর্বক অন্তর্যামী ঈশ্বরে চিত্ত স্থির থাকলেই কামনা জয় হয় (৪৩)।

চতুর্থ অধ্যায়। পৃঃ

কর্মযোগ থেকে জ্ঞান ও জ্ঞানযুক্ত কর্ম, কর্মজ্ঞান সমন্বয়। গীতোক্ত সনাতন যোগ ধর্মের প্রাচীন পরম্পরা অর্থাৎ শ্রীভগবানই পূর্বোক্ত কর্মযোগের প্রবর্ত্তক; ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি রাজর্ষিগণ এই যোগ ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কালক্রমে এর বিলুপ্তি ঘটেছিল। ধর্ম সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে পুনঃ উপদেশ (১-৩)।

ভগবানের অবতার; অবতারের কারণ। তিনি অবতার রূপ গ্রহণ করেন কেন? অবতারের জন্ম কর্ম রহস্য। জ্ঞানেই মুক্তি (৪-১০)। সাধনা অনুযায়ী সিদ্ধি। সকাম উপাসনার ফল (১১-১২)। গুণ কর্ম বিভাগ অনুসারে চতুর্বর্ণের সৃষ্টি, নিষ্কাম কর্ম করার আদেশ (১৩-১৫)। কর্ম, বিকর্ম ও অকর্মের প্রভেদ ও এগুলির গুঢ় তত্ত্ব, অনাসক্ত কর্মই যথার্থ অকর্ম, এতে কর্মবন্ধন নেই (১৬-২৩)। নানা প্রকারের লাক্ষণিক যজ্ঞ, যজ্ঞহীন ব্যক্তির অসংগতি, যজ্ঞ শব্দের ব্যাপক অর্থ; জ্ঞানযজ্ঞের শ্রেষ্ঠত্ব (২৪-৩৩)। তত্ত্বজ্ঞানীর কাছ থেকে জ্ঞানোপদেশ গ্রহণ (৩৪)। জ্ঞানের স্বরূপ— সর্বভূতে একত্ব দর্শন (৩৫)। জ্ঞানে কর্ম ক্ষয় (৩৬-৩৭)। কর্মযোগ সিদ্ধি থেকে জ্ঞানলাভ (৩৮)। জ্ঞানলাভের উপায় ; শ্রদ্ধা, বিনাশ, ইন্দ্রিয় সংযম (৩৯)। ঈশ্বর অবিশ্বাসীর ইহকাল পরকালে সুখ নেই (৪০)। জ্ঞানযুক্ত কর্মযোগীর কর্মফলে বন্ধন হয় না। সেজন্য জ্ঞানযুক্ত চিত্তে কর্মযোগ বুদ্ধিতে যুদ্ধ কর্ম করতে আদেশ (৪১-৪২)।

পঞ্চম অধ্যায়। পৃঃ

জ্ঞানী হয়ে কর্মাচরণ। অন্তরে কর্মসন্ন্যাস বাইরে কর্মযোগ। সন্ন্যাস ও কর্মযোগের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ? অর্জুনের প্রশ্ন (১)। ভগবানের উত্তরঃ উভয় যোগেরই ফল এক; তবুও নানা কারণে কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ। (২) কর্মযোগ ও সন্ন্যাস তত্ত্বতঃ এক। ফলাকাঙ্খাহীন কর্মযোগীই নিত্যা সন্ন্যাসী (৩-৬)। কর্মযোগীর ইন্দ্রিয় কর্মে, মনে সন্ন্যাস, সেজন্য তিনি নির্লিপ্ত, শান্ত ও মুক্ত। (৭-১৩)। প্রকৃতির কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব, অজ্ঞানতঃ আত্মায় কর্মবোধ (১৪-১৫)। জ্ঞানোদয়ে পুনর্জন্ম ধারণ (১৬-১৭)। সিদ্ধ কর্মযোগীর গুণসমূহ (১৬-২৪)। সর্বদা সর্বভূতহিতে রত থেকে ও তিনি সমাধিস্থ, ব্রহ্মভূত ও মুক্ত (২৫-২৮)। ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞানে মুক্তি অর্থাৎ সর্বলোক মহেশ্বর পুরুষোত্তমের স্বরূপ জ্ঞানেই শান্তি (২৯)।

ষষ্ঠ অধ্যায়। পৃঃ

ধ্যানযোগ— সর্বত্র আত্ম দর্শন, ঈশ্বর দর্শন, সমদর্শন, সর্বত্র প্রেম। কর্মফল ত্যাগী ব্যক্তিই প্রকৃতার্থে সন্ন্যাসী ও যোগী, কর্মত্যাগী নয় (১-২)। কর্মযোগের সাধনাবস্থায় ও সিদ্ধাবস্থায় যোগীর লক্ষণ, আসক্তি সঙ্কল্প ত্যাগ (৩-৪)। যোগসিদ্ধ

বিষয়ে আত্মস্বাতন্ত্র্য। যোগের উদ্দেশ্য, আত্মার উদ্ধার (৫-৬)। জিতেন্দ্রিয় যোগযুক্ত ব্যক্তির সর্ববিষয়ে সমানভাব, বিকারশূন্যতা (৭-৯)। ধ্যানযোগের আলোচনা অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ যোগের বর্ণনা সমাধি প্রভৃতি অভ্যাসের নিয়ম (১০-১৩)। যোগীর আহার বিহার (১৬-১৭)। যোগযুক্ত অবস্থা (১৮-১৯)। যোগীর সমাধি অবস্থায় সুখ (২০-২১)। যোগ অভ্যাসের ক্রম (২৪-২৬)। যোগে ব্রাহ্মীস্থিতি, আত্যন্তিক সুখ (২৭-২৮)। যোগ সাধনার ফল, সর্বত্র সমদর্শন, সর্বভূতে ভগবদ্ভাব, জীবসেবা, জীবের সুখ-দুঃখে আত্মৌপম্য দৃষ্টি, যোগযুক্ত ব্যক্তির ঈশ্বর সাক্ষাৎকার (২৯-৩২)। অভ্যাস ও বৈরাগ্য মনঃ সংযমের উপায় (৩৩-৩৬)। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির, জন্ম-জন্মান্তরে ক্রমোন্নতিক্রমে পূর্ণ সিদ্ধি লাভ (৩৭-৪৫)। গীতোক্ত যোগীর শ্রেষ্ঠত্ব (৪৬)। ভক্তিমান কর্মযোগীই সর্বশ্রেষ্ঠ (৪৭)।

সপ্তম অধ্যায়। পৃঃ
জ্ঞানবিজ্ঞান নিরূপণ।

জ্ঞানবিজ্ঞান অর্থাৎ ভগবদ্‌তত্ত্ব জ্ঞানলাভের উপায় বর্ণনা (১-২)। সিদ্ধি লাভে যত্নবান ও সিদ্ধ পুরুষ স্বল্প ও সুদুর্লভ (সহস্রের মধ্যে একজন) (৩)। ভগবানের দুই প্রকৃতি পরা ও অপরা (৪-৫)। উক্ত দুই প্রকৃতি থেকেই জগতের উদ্ভব, তিনিই মূল কারণ (৬-৭)। সর্ব ভূতে ঈশ্বর, সব কিছু ভগবৎ সত্ত্বায় সত্ত্বাবান (৮-১২)। ত্রিগুণময় জগৎ, ভগবানের মায়া মাত্র, একমাত্র তার আশ্রয় নিলেই মায়া অতিক্রম করা সম্ভব। এছাড়া অন্য পথ নেই (২০-২৪)। আসুরিক চিত্ত ভক্তিভাবের অনধিকারী (১৫)। চতুর্বিধ ভক্ত। (১৬)। জ্ঞানী ভক্ত শ্রেষ্ঠ (১৭-১৮)। বহু জন্মের সুকৃতির ফলে সিদ্ধি (১৯)। ফলাকাঙ্খার প্রবৃত্তি নিয়ে দেবতা পূজায় ঈশ্বর প্রাপ্তি হয়না ; স্বর্গাদি লাভ হয়ে থাকে, ভগবান সর্ব সিদ্ধি দাতা (২০-২৩)। শ্রীভগবান যোগমায়ার দ্বারা আবৃত সেজন্য আমরা তাকে জানতে পারিনা কিন্তু তিনি মায়াধীশ বলে সমস্ত কিছু জানতে পারেন (২৫-২৬)। রাগ, দ্বেষাদি, দ্বন্দ্ব, মোহ নাশ হলে তবেই তাকে জানা যায় (২৭-২৮)। ভগবানের ভজনা দ্বারা ব্রহ্ম তত্ত্বাদির উপলব্ধি সম্ভব। ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম, অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ সব কিছুই তিনি (২৯-৩০)।

অষ্টম অধ্যায়। পৃঃ

অক্ষর ব্রহ্মযোগ

বিবিধ সাধন মার্গ ও গতিতত্ত্ব

অর্জুনের প্রশ্ন— ব্রহ্ম অধ্যাত্মাদি তত্ত্ব কি? মৃত্যু কালে ঈশ্বরকে জ্ঞানপথে স্মরণ রাখার উপায় কি (১-২)। ভগবানের উত্তর— ব্রহ্ম আদি সবকিছু ঈশ্বরের ভাবান্তর, সবই একেরই বিভাব (৩-৪)। মৃত্যু কালে ঈশ্বর স্মরণ রাখার উপায় জীবিতাবস্থায় সর্বদা তাকেই স্মরণ পূর্বক স্বধর্মানুরূপ কর্ম করার অভ্যাস করা (৫-৭)। অন্যান্য সাধন প্রণালী ও তার ফলাফল, যোগ সাধনার মধ্যদিয়ে দেহত্যাগের উপদেশ (৮-১৩)। ভক্তিযুক্ত কর্মযোগীর ঈশ্বর প্রাপ্তি সহজসাধ্য (১৪)। পুনর্জন্ম নিবারণ (১৫-১৬)। মানুষ ও দেবতাগণের কাল গণনা পৃথক সৃষ্টি ও প্রলয় তত্ত্বে কাল্ গণনা। জীবের কর্মভোগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত পুনর্জন্ম নিবারিত হয়না (১৭-১৯)। জগতের চরম তত্ত্ব, জীবের পরম গতি, অব্যক্ত অক্ষর পরমপুরুষ একমাত্র ভক্তিতেই লভ্য (২০-২২)। দেবযান ও পিতৃযান মার্গ ; একটির লক্ষণ মোক্ষ ও অপরটির ফল পুনর্জন্ম। যোগীগণ এই তত্ত্ব জানেন (২৩-২৬)। সেই যোগমার্গের অবলম্বন করতে উপদেশ (২৭-২৮)।

নবম অধ্যায়। পৃঃ

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যযোগ

শ্রদ্ধাযুক্ত, অদোষদর্শী অর্জুনের প্রতি অতি গুহ্য, সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যার উপদেশ। এ রাজবিদ্যা প্রত্যক্ষ বোধগম্য, সুখ সাধ্য ও অক্ষয় ফলপ্রদ (১-৩)। ভক্তি মার্গে প্রত্যক্ষ ও ব্যক্ত ঈশ্বরের উপাসনা সুখসাধ্য; জ্ঞানমার্গে অব্যক্তের উপাসনা অধিকতর কষ্টসাধ্য ও ক্লেশজনক। ভগবানের অসমী যোগশক্তি ; ঈশ্বর, জীব ও জগতের সম্বন্ধ (৪-৬)। কল্পের শেষে (প্রলয়ে) জীবগণের ঈশ্বরের ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে বিলীন ও কল্পারম্ভে পুনরায় সৃষ্টি। ভগবানের উপস্থিতিতে প্রকৃতি থেকে জগতের উদ্ভব এবং প্রকৃতিতেই তার বিলয় (৭-১৩)। নরদেহধারী ঈশ্বরকে অবজ্ঞাকারী, ব্যক্তি মূর্খ, পাষণ্ড ও অসুর স্বভাবের হয়। (১১-১২)। ভগবানের ভক্ত সাত্ত্বিক প্রকৃতি প্রাপ্ত (১৩-১৫)। ভগবানের সর্বময়ত্ব ও তার বিবিধ উপাস্য

ভাব ও রূপ (১৬-১৯)। সকাম যজ্ঞের ফল অনিত্য (২০-২১)। ভক্তের বোঝা স্বয়ং ভগবানই বহন করেন (২২)। অন্য দেবতার পূজা ও অবিধি পূর্বক ঈশ্বরের পূজা, কারণ এই দেবদেবীর পূজায় ঈশ্বর লাভ হয়না, যে যে ভাবের দেবতা পূজা করেন, দেবতা তাকে ঠিক সেই ভাবের ফলই দান করেন। ভগবান ভক্তির কাঙাল, অন্য কিছুর নয় (২৩-২৫)। সর্ব কর্মফল শ্রীভগবানে অর্পণই মুক্তি (২৬-২৮)। সকলের জন্যই ভগবান, ভক্তি স্পর্শমণি। ভক্তিমানের সমান সদ্‌গতি, ভক্তিসাধনায় সকলের সমান অধিকার, সর্বতোভাবে শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হতে উপদেশ (২৯-৩৪)।

দশম অধ্যায়। পৃঃ

বিভূতিযোগ

ভগবানের মহিমা (বিভূতি) জীবজ্ঞানের অতীত। জন্ম-মৃত্যুহীন ভগবান সবকিছুর মূল, এ জ্ঞান পাপনাশক অর্থাৎ পরমেশ্বরের স্বরূপ জ্ঞানই মুক্তি (১-৩)। সাধারণভাবে তার বিভূতি ও যোগ, তা থেকেই সকলের সমুদায় ভাব, তিনিই সকলের প্রবর্ত্তক (৪-৬)। তত্ত্বজ্ঞানীর ভাব সমন্বিত ভজন, ভক্তের প্রতি ভগবানের অনুকম্পা অর্থাৎ ভক্তির দ্বারা ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি ও ভগবৎ প্রাপ্তি, পরাবিদ্যা ও পরাভক্তি এক (৭-১১)। ভগবানের বিভূতি (ঐশ্বর্য) বিস্তার শুনতে অর্জ্জুনের বাসনা (১২-১৮)। বিভূতি বর্ণন (১৯-৪০)। সমস্ত জগৎ ভগবানের একাংশে মাত্র স্থিত ; ভগবান বিশ্বানুগ (নামরূপের অধীন) হয়েও বিশ্বাতিগ (নামরূপের অতীত)।

একাদশ অধ্যায়। পৃঃ

বিশ্বরূপ দর্শন যোগ

(কৃপাসিন্ধু ভগবানের অর্জ্জুনকে দিব্যচক্ষু দান)

শ্রীভগবানের ঐশ্বরিক রূপ দর্শন করতে অর্জ্জুনর প্রার্থনা (১-৪)। ঐশ্বরিক রূপ বর্ণনা করে অর্জ্জুনকে দিব্য চক্ষু দান (৫-৯)। সঞ্জয় কর্ত্তৃক বিশ্বরূপ বর্ণনা (১০-১৩)। অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বিশ্বরূপ বর্ণনা, বিশ্বরূপে যুদ্ধের ভবিষ্যৎ ঘটনা দর্শন,

ভীতিগ্রস্ত অর্জ্জুনের প্রশ্ন— আপনি কে? (১৪-৩১)। ভগবানের কাল স্বরূপের বর্ণনা, নিমিত্ত মাত্র হয়ে যুদ্ধ করতে উপদেশ (৩২-৩৪)। অর্জ্জুন কর্তৃক বিশ্বরূপের স্তব ও ক্ষমা প্রার্থনা এবং আগের সৌম্যরূপ দেখতে প্রার্থনা (৩৫-৪৬)। চতুর্ভুজ রূপ প্রদর্শনের পর শ্রীভগবানের মনুষ্যরূপ প্রদর্শন (৪৭-৫১)। বিশ্বরূপ দর্শনের সুর্দুলভতা বর্ণন, ভক্তের অধীন ভগবান, ভক্তি ছাড়া এরূপের দর্শন অসম্ভব। (৫২-৫৩)। একমাত্র ভক্তিতেই শুধু ঈশ্বরকে জানা যায়, দেখা যায় ও ঈশ্বরে লীন হওয়া যায়, এটি গীতার সর্বোত্তম উপদেশ। (৫৪-৫৫)।

দ্বাদশ অধ্যায়। পৃঃ

(জ্ঞানের চেয়ে ভক্তি শ্রেষ্ঠ)

ভক্তিযোগ

অর্জ্জুনের প্রশ্ন— স্বগুণ উপাসক ও নির্গুণ উপাসকের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ভক্তি মার্গে ঈশ্বরের ব্যক্ত রূপের উপাসনা ও জ্ঞানমার্গের অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনা দুটির মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ? (১)। ভগবানের উত্তর— সগুণ উপাসনাই শ্রেষ্ঠ ও সুসাধ্য ; নির্গুণ উপাসনারও গতি একই ; কিন্তু এ বড় দুঃসাধ্য (২-৫)। ভক্তি যোগী ভগবদ্‌ভক্তকে ভগবান অতি সত্বর উদ্ধার করেন (৬-৭)। ভক্তি সাধনার ক্রম ও ভক্তি অনুগত কর্মযোগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন (৮-১২)। কর্মফল ত্যাগী ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ অর্থাৎ ভক্তিসিদ্ধ জীবন্মুক্ত পুরুষের আচরণ ধর্মামৃত (১৩-১৯)। এরূপ ধর্মাচরণকারী ভক্ত ভগবানের অতি প্রিয় (২০)।

ত্রয়োদশ অধ্যায়। পৃঃ

(ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগযোগ)

পরম অধ্যাত্ম জ্ঞান, ক্ষেত্র (অধ্যাত্ম জ্ঞানরূপ শস্যোৎপাদনের মাঠ) ও ক্ষেত্রজ্ঞ (উক্ত মাঠের কৃষিকর্মবেত্তা, নিপুণ কৃষক) কি? জীবের সংগে জীবাত্মার সম্বন্ধ (১)। ভগবানই সকল জীবের জীবাত্মা, জীব, জগৎ ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ (২)। উপনিষদে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের বিচার (৩-৪)। ক্ষেত্র বা জীবদেহের বিবরণ, জীবদেহের ধর্ম; উৎপত্তির কারণ ও উপাদান (৫-৬)। জ্ঞান ও অজ্ঞান (৭-

১১)। (জয় তত্ত্ব ব্রহ্ম (১২-১৭)। এ জ্ঞানের ফল অর্থাৎ ভক্তিদ্বারা এই জ্ঞান লাভে ঐশ্বরিক ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় (১৮)। প্রকৃতি-পুরুষ, বিবেক দ্বারা পুনর্জন্ম নিবৃত্তি (১৯-২৫)। আত্মজ্ঞান লাভের বিভিন্ন পথ (২৪-২৫)। স্থাবর জঙ্গম সর্ব সত্ত্বার এক উপাদান ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়ের সংযোগেই সর্বভূতের (প্রকৃতির) উৎপত্তি (২৬)। ক্ষণস্থায়ী সর্বভূতে চিরস্থায়ী ভগবান সর্বদা সমভাবে বিরাজমান। বিভিন্নতার মধ্যে একত্ব দর্শন (২৭-২৮)। প্রকৃতি কর্ত্রী, আত্মা অকর্ত্তা, (আত্মা নিঃসঙ্গ, প্রকৃতির সংস্পর্শে তাতে কর্ত্তৃত্বাদি আরোপিত হয়)। (২৯)। ঈশ্বরের স্বরূপ ঃ ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, ভূতসকল ও প্রকৃতি ইত্যাদির তত্ত্বজ্ঞানেই মুক্তি (৩০-৩৪)।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়। পৃঃ
গুণত্রয় বিভাগযোগ
(সংসারে প্রকৃতির গুণ বৈচিত্র)

প্রকৃতির গুণ বৈচিত্র্যের জ্ঞান মোক্ষপ্রদ (১-২)। ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণে প্রকৃতি পুরুষ মিলনে সর্বভূতের উদ্ভব। ঈশ্বর পিতা, প্রকৃতি মাতা স্বরূপিনী (৩-৪)। ত্রিগুণ বন্দনা (৫-৯)। সাত্ত্বিকাদি তিন গুণের লক্ষণ (১০-১৩)। তিন গুণের বিশেষ বিশেষ ফল (১৪-১৮)। ত্রিগুণাতীত হলে মোক্ষ (১৯-২০)। ত্রিগুণাতীতের লক্ষণ (২১-২৫)। ভগবানে ঐকান্তিক ভক্তি দ্বারা ত্রিগুণাতীত হয়ে ব্রহ্ম লাভ হয়, কারণ তিনিই ব্রহ্মবোধ প্রতিষ্ঠাতা (২৬-২৭)।

পঞ্চদশ অধ্যায়। পৃঃ
পুরুষোত্তমযোগ

সংসার অশ্বত্থ বৃক্ষের ঈশ্বর হল মূল (১-২)। এর স্বরূপ মনুষ্য জ্ঞানের অতীত, অনাসক্তিতে এর বিনাশ, সেই উদ্দেশ্যে ঈশ্বরে শরণাগত হতে উপদেশ (৩-৫)। শ্রেষ্ঠ অবস্থা বা মোক্ষের বর্ণনা (৬)। জীব ভগবানের সনাতন অংশ প্রলয়ান্তরে ভোগার্থে জীবের জাগরণ ও লিঙ্গ-শরীর গ্রহণ করে সংসার পরিভ্রমণ ও সংসারর সুখ-দুঃখ ভোগ (৭-১৯)। তত্ত্বজ্ঞ ও মোহগ্রস্ত ব্যক্তির ভগবৎদর্শন

(১০-১১)। পরমেশ্বরের বিশ্বানুগতা, তিনিই সর্বকারণের কারণ (১২-১৫)। ক্ষর-অক্ষর ও পুরুষোত্তম তত্ত্ব (১৬-১৮)। পুরুষোত্তমের জ্ঞান লাভই সর্বজ্ঞ হবার উপায়, কারণ এ জ্ঞান হলে মানুষ জ্ঞানী ও কৃতার্থ হয় (১৯-২০)।

ষোড়শ অধ্যায়। পৃঃ

(দেবতা অসুর সম্পদ বিভাগ যোগ)

দু প্রকারের জীব সৃষ্টি— দেবতা ও অসুর। দৈবী সম্পদের বর্ণনা অর্থাৎ দৈবী প্রকৃতির আদর্শ, মানুষের ছাব্বিশটি গুণ (১-৩)। আসুরী সম্পদ অর্থাৎ প্রাকৃত মানুষের জ্ঞান (৪)। দৈবী ও আসুরী অর্থাৎ দেবতা ও অসুর সম্পদের কাজের বিভিন্নতা (৫)। দু প্রকার জীব সৃষ্টি (৬)। আসুরিক পুরুষের আচরণ, বিস্তারিত বর্ণনা (৭-১৮)। এদের গতি (১৯-২০)। নরকের দ্বার তিনটি কাম, ক্রোধ ও লোভ, এগুলির ত্যাগেই মানুষের শ্রেয়তা লাভ (২১-২২)। শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘনের দোষ (২৩)। শাস্ত্রানুসারে কর্ত্তব্য নিরূপণ করে কাজ করার আদেশ (২৪)।

সপ্তদশ অধ্যায়। পৃঃ

শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ

(স্বভাব অনুযায়ী শ্রদ্ধা)

তিন প্রকার শ্রদ্ধানুসারে মানুষের স্বভাবের (রুচির) বর্ণনা (১-৩)। অসুর স্বভাবের উপাসনা (৪-৬)। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতি ভেদে আহার তিনপ্রকার (৭-১০)। তিনপ্রকার যজ্ঞ (১১-১৩)। তিনপ্রকার তপস্যা (১৪-১৯)। তিনপ্রকার দান (২০-২২)। যজ্ঞ, দানাদি কর্মে ব্রহ্মের নির্দ্দেশ (২৩-২৭)। শ্রদ্ধাহীনের দান যজ্ঞাদি নিষ্ফল।

অষ্টাদশ অধ্যায়। পৃঃ

মোক্ষযোগ

(সমগ্র গীতার সার, সমগ্র বেদের সার)

সন্ন্যাস ও ত্যাগের মধ্যে কি প্রভেদ? (১) ভগবান কর্ত্তৃক এই প্রভেদ

নিরূপণ (২)। ত্যাগ সম্বন্ধে মতভেদ ও এসম্পর্কে ভগবানের অভিমত (৩-১২)। কর্মের পাচটি কারণ, তারাই কর্ত্তা, আত্মা নয়, এরূপ জ্ঞানেই মুক্তি (১৩-১৭)। কর্মের প্রবর্ত্তক তিনি, আশ্রয়ও তিনি (১৮)। জ্ঞান কর্ম ও কর্ত্তা গুণভেদে তিন প্রকার (১৯)। তিনপ্রকার জ্ঞান (২০-২২)। তিনপ্রকার কর্ম (২৩-২৫)। তিনপ্রকার কর্ত্তা (১৬-২৮)। তিনপ্রকার বুদ্ধি ও ধৃতি (২৯-৩৫)। তিনপ্রকার মুখ (৩৬-৩৯)। ত্রিভূবন, ত্রিগুণময়, কোনো কিছুই ত্রিগুণ থেকে মুক্ত নয় (৪০)। ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের ধর্ম-কর্ম (৪১-৪৪)। স্বকর্ম বা স্বধর্মের সম্যক আচরণেই ঈশ্বর আরাধনা, এর দ্বারাই সিদ্ধি (৪৫-৪৬)। পরধর্ম গ্রহণ ভয়াবহ, স্বধর্ম দোষযুক্ত হলেও ত্যাগ করা উচিত নয় (৪৭-৪৮)। স্বকর্ম আচরণে সিদ্ধিলাভের উপায় বর্ণনা (৪৯-৫৭)। ভক্তিযুক্ত চিত্তে কর্মযোগ সম্পাদনের নির্দ্দেশ (৫৭-৫৮)। অহংকার বশতঃ স্বভাবের গতি রোধ করার বাসনা নিষ্ফল (৫৯-৬০)। অন্তরাত্মা ঈশ্বরই সর্ব কর্মের নিয়ন্তা, সর্বতোভাবে তারই আশ্রয় নিতে আদেশ (৬১-৬৩)। শ্রীভগবানের সর্বশেষ অভয় বাণী, সর্বধর্ম ত্যাগ করে একমাত্র আমারই শরণ লও, আমি তোমাকে মুক্ত করবো (৬৪-৬৬)। গীতা শাস্ত্র জ্ঞানের অধিকারী (৬৭)। ভক্তিপূর্বক গীতা ব্যাখ্যা, গীতা পাঠ ও গীতা শ্রবণের ফল (৬৮-৭১)। অর্জ্জুনের মোহ নাশ ভঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্তি (৭২-৭৩)। সঞ্জয়ের আনন্দ ও সঞ্জয়কৃত উপসংহার (৭১-৭৮)।

—ওঁম্ তৎসৎ—

অথশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠক্রমঃ
ঋষ্যাদিস্মরণম্

ওঁ অস্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতামালামন্ত্রস্য শ্রীভগবান্
বেদব্যাস ঋষিঃ,
অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ,
শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা,
"অশৌচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চভাষসে" ইতি বীজম্,
"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" ইতি শক্তিঃ,
"অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামিমাশুচঃ" ইতি কীলকম্,
শ্রীকৃষ্ণ প্রীত্যর্থ পাঠে বিনিয়োগঃ।

করন্যাসঃ

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ" ইতি হৃদয়ায় নমঃ।
"নচৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ" ইতি শিরসে স্বাহা।
"অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এবচ" ইতি শিখায়ৈ বষট্।
"নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ" ইতি কবচায়. হুং।
"পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ" ইতি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্।
"নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ" ইতি করতল পৃষ্ঠাভ্যাংনমঃ।।

অঙ্গন্যাস ঃ

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ" ইতি অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।
"নচৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ" ইতি তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা।
"অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদোহশোষ্য এবচ" ইতি মধ্যমাভ্যাং বষট্।
"নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ" ইতি অনামিকাভ্যাং হুং।

"পশ্যমে পার্থরূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ" ইতি কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্।
"নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ" ইতি অস্ত্রায় ফট্।

অথ ধ্যানম্

ওঁ পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ম্।
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণ মুনিনা মধ্যেমহাভারতে।।
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশধ্যায়িনীং।
অম্বত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্‌গীতে ভবদ্বেষিণীম্।। ১

নমোঽস্তু তে ব্যাস বিশাল বুদ্ধেফুল্লারবিন্দায়ত পত্রনেত্র।
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ।। ২

প্রপন্ন পারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে।
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহেনমঃ।। ৩

হে মা ভগবদ্‌গীতে, পুরাণমুনি ব্যাসদেব মহাভারতের মধ্যে যাকে সংযোজিত করেছিলেন, স্বয়ং ভগবান নারায়ণ পার্থকে উপলক্ষ্য করে যা সম্পাদনা করেছিলেন, পুনর্জন্ম বিনাশ কারিণী, অদ্বৈত রূপ অমৃতবর্ষিণী, আঠার অধ্যায় স্বরূপিনী ভগবতী আমি কায়মনোবাক্যে তোমাকে স্মরণ করছি।। ১

সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্মদলের মত টানাটানা বিস্তৃত চোখ বিশিষ্ট হে মহাবুদ্ধি ব্যাসদেব, তোমাকে আমি প্রণাম করি কারণ মহাভারত রূপ তেল দ্বারা তুমি পরিপূর্ণ জ্ঞানস্বরূপ প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেছিলে।। ২

আশ্রয় প্রার্থীর কাছে কল্পতরু তুল্য, দুষ্ট দমনে বেত্রধারী অর্জ্জুনকে উপদেশ দিবার জন্য তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলী যুক্তকারী জ্ঞান মুদ্রা বিশিষ্ট, গীতারূপ অমৃত দোহনকারী কৃষ্ণকে আমি প্রনাম করি।। ৩

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থোবৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।। ৪

বসুদেবসুতং দেবং কংসচানুরমর্দ্দনম্।
দেবকী পরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগৎ গুরুম্।। ৫

ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধারনীলোৎপলা
শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেনবেলাকুলা।
অশ্বত্থামবিকর্ণ ঘোরমকরা দুর্য্যোধনাবর্ত্তিনী
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবর্ত্তকে কেশবে।। ৬

সমগ্র উপনিষদ গাভীস্বরূপ, গোয়ালার ছেলে শ্রীকৃষ্ণ দোহনকারী, অর্জ্জুন বাছুর তুল্য, গীতার অমৃততুল্য বাণী সুস্বাদু দুগ্ধ স্বরূপ, পণ্ডিতগণ তা পান করেন।। ৪

কংস ও চানুর দৈত্য বিনাশকারী, দেবকীর আনন্দ বিধানকারী, জগদ্‌গুরু বসুদেব পুত্র দীপ্তিমান শ্রীকৃষ্ণকে আমি বন্দনা করি।। ৫

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধরূপ নদীর ভীষ্ম ও দ্রোণ বীরদ্বয় তীরভূমি স্বরূপ, জয়দ্রথ জল স্বরূপ, গান্ধারীর পুত্রগণ সে জলের নীলপদ্ম স্বরূপ, শল্য কুমীর স্বরূপ কৃপাচার্য স্রোতস্বরূপ, কর্ণ জলের স্বরূপ, অশ্বত্থামা ও বিকর্ণ ভয়ংকর জলজন্তু মকরের স্বরূপ, দুর্যোধন জলাবর্ত্তের স্বরূপ এরূপ ভয়ংকর যুদ্ধরূপ নদী শ্রীকৃষ্ণের মত কাণ্ডারীর সাহায্যে পাণ্ডবগণ অনায়াসে উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন।। ৬

পারাশর্য্যবচঃ সরোজমমলং গীতার্থগন্ধোৎকটং
নানাখ্যানক কেশরং হরিকথাসম্বোধনা বোধিতম্।
লোকে সজ্জনষট্ পদৈরহরহঃ পেপীয়মানং মুদা
ভূয়াদ্ ভারত পঙ্কজং কলিমল প্রধ্বংসিনঃ শ্রেয়সে।। ৭

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা ত্বমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্।। ৮

যৎ ব্রহ্মাবরুণেন্দ্র রুদ্রমরুত স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃস্তবৈ
বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তিযৎ সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদগতেন মনসা পশ্যন্তি যৎযোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায়তস্মৈনমঃ।। ৯

জগতে সাধুগণ সর্বদা আনন্দের সংগে পুনঃ পুনঃ পান করা পরাশর পুত্র বেদব্যাসের বাক্যরূপ সরোবরে জাত পদ্ম ফুল রূপী মহাভারত; গীতার উপদেশ যে ফুলের নির্মল, কাল কালিমানাশক সুগন্ধ স্বরূপ, বিভিন্ন আখ্যান যে ফুলের পাপরি স্বরূপ, সেই মহাভারত জগতের কল্যাণ করুক।। ৭

যার কৃপা হলে মূক ব্যক্তি কথা বলতে পারে, পঙ্গু ব্যক্তি পর্বত অতিক্রম করতে পারে, সেই পরমানন্দ মাধবকে আমি বন্দনা করি।। ৮

ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও বাসুদেব দিব্য স্তবের দ্বারা যার স্তুতি করেন, সামবেদের গায়কগণ অঙ্গপদক্রম ও উপনিষদের সংগে চার বেদের দ্বারা যার স্তুতিগান করেন, যোগিগণ ধ্যানে বসে তদ্গত চিত্তে যার দেখা পান, দেবতা ও অসুরগণ যার অনন্ত মহিমা জানতে পারেনা, আমি সেই পরম দেবতাকে প্রনাম করি।। ৯

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রথমোঽধ্যায়

একং শাস্ত্রং দৈবকীপুত্র গীতমেকো দেবো দৈবকীপুত্র এব।
একো মন্ত্রস্তস্য নামানি যানি, কর্ম্মপ্যেকং তস্যদেবস্য সেবা।

একেখনি মাত্র শাস্ত্রনিষ্ঠ দৈবকীনন্দনে কৈলা যাক
দেবো একমাত্র দৈবকীদেবীর সুত।
দৈবকী পুত্রর পদসেবা কর্ম্মো একো এহিমানে মাত্র
মন্ত্রো এক তান নাম মাত্র অদভূত।।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রথম খণ্ডঃ

প্রথমো২ধ্যায়ঃ

বিষাদযোগঃ

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়।। ১

১। ধৃতরাষ্ট্র উবাচ (বললেন) হে সঞ্জয়! ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে (ধর্মভূমি কুরুক্ষেত্রে) যুযুৎসব (যুদ্ধাভিলাষী) মামকাঃ (আমার ছেলেরা) পাণ্ডবাঃ চ এব (এবং পাণ্ডুর ছেলেরা) সমবেতাঃ [সন্তঃ] (সমবেত হয়ে) কিম্ অকুর্ব্বত (কি করছে)?

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন— হে সঞ্জয়! ধর্মভূমি কুরুক্ষেত্র রনাঙ্গনে আমার ও পাণ্ডুর ছেলেরা যুদ্ধের জন্য সমবেত হয়ে কি করছে? ১

প্রাচীন গ্রন্থাদিতে কুরুক্ষেত্রকে ধর্মক্ষেত্র বলে সর্বত্র উল্লেখ করা হয়েছে। স্থানটির প্রাচীন নাম সমন্তপঞ্চক। ভগবান বেদব্যাসের কৃপায় রাজ অমাত্য সঞ্জয় দিব্য দৃষ্টি পেয়ে পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রের কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধ সংবাদ মহারাজ অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে বর্ণনা করেছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র নিজের ছেলেদের ও আত্মীয়স্বজন সহ সৈন্যদের মৃত্যু দেখতে তার অনিচ্ছা প্রকাশ করলে, তারই ইচ্ছানুসারে সঞ্জয়কে পরম যোগশক্তির আধার বেদব্যাস দিব্য দৃষ্টি দিয়েছিলেন, যার দ্বারা সঞ্জয় বহু দূরবর্ত্তী ঘটনা দেখতে ও কথাবার্ত্তা শুনতে পেয়েছিলেন। পরম সৌভাগ্যবান সঞ্জয় ব্যাসের কৃপায় সাক্ষাৎ কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে কপিধ্বজ রথে উপবিষ্ট কৃষ্ণার্জুনের দর্শন পেয়েছিলেন ও গীতার অপূর্ব ভক্তি রহস্য ত্রিতাপ নাশিনী তত্ত্ব কথা আলোচনা শুনতে পেয়েছিলেন এবং সর্ব শেষে শ্রীগোবিন্দের বিশ্বরূপ দর্শন করে, স্বীয় মনুষ্য জীবন ধন্য করেছিলেন। সাধু মহাপুরুষের কৃপাদৃষ্টি লাভ করে মনুষ্য

জীবন ধন্য করার দৃষ্টান্ত জগতে বিরল নয়।

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ।। ২

২। সঞ্জয় উবাচ— তদা (তখন) পাণ্ডবানীকং (পাণ্ডবের সৈন্যগণ) ব্যূঢ়ং (ব্যূহাকারে সাজানো) দৃষ্ট্বাতু (দেখে) রাজা দুর্য্যোধন, আচার্য্যম্ উপসঙ্গম্য (গুরুদেব দ্রোণের কাছে গিয়ে) বচনম্ অব্রবীৎ (একথা বললেন)।

সঞ্জয় বললেন— তখন পাণ্ডবের সৈন্যগণকে ব্যূহাকারে সাজানো অবস্থায় দেখে রাজা দুর্য্যোধন গুরুদেব দ্রোণের কাছে গিয়ে একথা বললেন। ২

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদ পুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা।। ৩

৩। হে আচার্য্য (গুরুদেব) তব (আপনার) ধীমতা শিষ্যেণ দ্রুপদ পুত্রেণ (বুদ্ধিমান শিষ্য দ্রুপদের ছেলের দ্বারা) ব্যূঢ়াং (ব্যূহাকারে সাজানো) পাণ্ডু পুত্রানাম (পাণ্ডবপুত্রগণের) এতাং (এ) মহতীং চমূম্ (বিশাল সৈন্যবাহিনী) পশ্য (দেখুন)।

হে গুরুদেব। পাণ্ডবগণের বিশাল সৈন্যবাহিনী আপনার বুদ্ধিমান শিষ্য দ্রুপদের ছেলে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্বারা ব্যূহাকারে সাজানো রয়েছে, দেখুন। ৩

অত্রশূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ।। ৪

৪। অত্র (এই সৈন্যদের মধ্যে) মহেষ্বাসা (মহাধনুর্দ্ধর) শূরা (বীর্যশালী) যুধি ভীমার্জ্জুনসমা (যুদ্ধে ভীম ও অর্জ্জুনের সমকক্ষ) মহারথঃ (মহারথী) যুযুধান (সাত্যকি) বিরাটঃ চ দ্রুপদ (বিরাট ও দ্রুপদরাজ)।

এই সৈন্যগণের মধ্যে ভীমার্জ্জুনের সমকক্ষ মহাধনুর্দ্ধারী, মহারথী বহু বীরপুরুষ রয়েছেন। সাত্যকি, বিরাট, দ্রুপদরাজ এদের সমকক্ষ বীরদের অন্যতম, এরা সকলেই মহারথী। ৪

ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ।। ৫

৫। ধৃষ্টকেতুঃ চেকিতানঃ, বীর্য্যবান (বীর্যশালী) কাশীরাজশ্চ, পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ, শৈব্যশ্চ নবপুঙ্গবঃ (নরশ্রেষ্ঠ)

ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর্য্যশালী কাশীরাজ, কুন্তিভোজ, পুরুজিৎ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য। ৫

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ।। ৬

৬। যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্তঃ (বিক্রমশালী) উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান, সৌভদ্রঃ (অভিমন্যু) দ্রৌপদেয়াশ্চ (দ্রৌপদীর ছেলেরা) এতে সর্ব্বে এব মহারথাঃ (এদের সকলেই মহাবথী)।

বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীর্য্যবান, উত্তমৌজা, সুভদ্রার ছেলে অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর ছেলেবা, এবা সকলেই মহারথী (একাকী দশ হাজার ধনুর্দ্ধারীর সংগে যিনি যুদ্ধ করেন, শস্ত্র-শাস্ত্রে পাবদর্শী)। ৬

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমিতে।। ৭

৭। অস্মাকং তু (আমাদেরও) বিশিষ্টাঃ (প্রধান) তান্ (তাদের) নিবোধ (জ্ঞাত হউন) হে দ্বিজোত্তম (ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ) মম সৈন্যস্য নায়কাঃ (আমার সৈন্যগণের নায়ক) তে (আপনার) সংজ্ঞার্থং (সম্যক জ্ঞানের জন্য) তান্ ব্রবীমি (তাদের নাম বলছি) ৭

হে দ্বিজোত্তম! আমার পক্ষের সৈন্যগণের মধ্যে যারা সৈনাধ্যক্ষ তাদের নাম শুনুন, আপনার সমস্ত কিছু জানা দরকার তাই তাদের নাম বলছি। ৭

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ।। ৮

৮। ভবান্ (আপনি) ভীষ্মঃ চ কর্ণঃ চ সমিতিঞ্জয়ঃ (যুদ্ধজয়ী) কৃপঃ

চ অশ্বথামা, বিকর্ণঃ চ সৌমদত্তিঃ (সোমদত্তের ছেলে ভুরিশ্রবা) জয়দ্রথঃ। আপনি (দ্রোণাচার্য) পিতামহ ভীষ্ম, কর্ণ, যুদ্ধজয়ী কৃপাচার্য, অশ্বথামা, বিকর্ণ, সোমদত্তের ছেলে ভুরিশ্রবা ও জয়দ্রথ। ৮

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্র প্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ।। ৯

৯। মদর্থে (আমার জন্য) ত্যক্তজীবিতাঃ (জীবন দিতেও প্রস্তুত) অন্যেচ বহবঃ (আরোও অনেকে) নানা শস্ত্র প্রহরণাঃ (নানারকম অস্ত্র চালনায় সমর্থ) শূরাঃ (বীর পুরুষগণ) [সন্তি] (আছেন) তে সর্ব্বে (তারা সকলেই) যুদ্ধ বিশারদাঃ (যুদ্ধে পারদর্শী)।

আমার জন্য প্রান বিসর্জন দিতে প্রস্তুত আরোও অনেক নানারকম অস্ত্র চালনায় পারদর্শী বীরপুরুষ আছেন, যারা সকলেই যুদ্ধ বিশারদ। ৯

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্।। ১০

১০। ভীষ্মা ভিরক্ষিতম্ (ভীষ্মের দ্বারা রক্ষিত হয়েও) অস্মাকং (আমাদের) তৎবলং (সেই সৈন্য) অপর্য্যাপ্তং (যুদ্ধে অসমর্থ) অপরিমিত এতেষাং তু (এদের কিন্তু) ভীমাভিরক্ষিতম্ (ভীমের দ্বারা রক্ষিত) ইদম্ বলং (এই সৈন্য) পর্য্যাপ্তং (যুদ্ধে সমর্থ, পরিমিত)। ১০

ভীষ্মদেব দ্বারা রক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও আমার সৈন্যগণকে যুদ্ধে অসমর্থ বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু অন্যপক্ষের ভীম কর্ত্তৃক রক্ষিত পাণ্ডব সৈন্যদের যুদ্ধে সমর্থ বলে মনে হচ্ছে। ১০

পর্য্যাপ্ত শব্দের অর্থ আয়ত্ব করতে পারা পরিমিত বা সীমাবদ্ধতা, অপর্য্যাপ্ত শব্দের অর্থ অপ্রচুর বা পরিমাণহীন বা সীমাবদ্ধ নয়। স্বামী লিখিত টীকায় পর্য্যাপ্ত শব্দের অর্থ সমর্থ ও অপর্য্যাপ্ত শব্দের অর্থ অসমর্থ, ভীষ্মের দ্বারা রক্ষিত সৈন্য বাহিনী অতিবৃহৎ হলেও তারা অর্থাৎ পিতামহ প্রভৃতি আমার সৈন্যগণ যুদ্ধ করতে অসমর্থ। ভীমকর্ত্তৃক রক্ষিত সৈন্যবাহিনী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হলেও আমার সৈন্যের সংগে অর্থাৎ পিতামহ ভীষ্ম রক্ষিত সৈন্যগণের সংগে যুদ্ধ করতে সমর্থ।

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি।। ১১

১১। সর্ব্বেষু চ অয়নেষু (সমস্ত ব্যূহ প্রবেশ-পথে) যথাভাগম্ (নিজ নিজ বিভাগানুসারে) অবস্থিতাঃ (অবস্থান করে) ভবন্তঃ (আপনারা) সর্ব্বে এবহি (সকলেই) ভীষ্মম্ এব (ভীষ্মকে) অভিরক্ষন্তু (রক্ষা করতে থাকুন)। ১১

এখন আপনারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিভাগ অনুযায়ী সবগুলি ব্যূহদ্বারে অবস্থান করে সকল দিক থেকে ভীষ্মকে রক্ষা করতে থাকুন। ১১

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্।। ১২

১২। প্রতাপবান (প্রতাপশালী) কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহ (কুরুবৃদ্ধ পিতামহ) তস্য হর্ষং (তার আনন্দ) সংজনয়ন্ (সৃষ্টি করে) উচ্চৈঃ সিংহনাদং বিনদ্য (উচ্চ সিংহনাদ করে) শঙ্খং দধ্মৌ (শঙ্খধ্বনি করলেন)।

তখন প্রতাপশালী কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মদেব দুর্যোধনের মনে আনন্দ সৃষ্টির জন্য উচ্চ সিংহনাদ করে শঙ্খধ্বনি করলেন। ১২

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ।। ১৩

১৩। ততঃ (তারপর) শঙ্খাঃচ, ভের্য্যঃচ (শঙ্খ ও ঢাকগুলি) পণবানক-গোমুখাঃ (শ্রীখল, ঢাক ও রণশঙ্খ) সহসা এব অভ্যহন্যন্ত (হটাৎ বেজে উঠল) সঃশব্দঃ (ঐ শব্দ) তুমুলঃ অভবৎ (তুমুল হয়ে উঠল)।

[পণব— শ্রীখোল, আনক—ঢাক, গোমুখ—রণশঙ্খ, সে যুগেও যুদ্ধের সময় নানা প্রকার রণবাদ্য বাজানো হত।]

সেনাপতি ভীষ্মদেব শঙ্খধ্বনি করার সংগে সংগে কৌরব পক্ষের সমস্ত বাদ্যযন্ত্র— শঙ্খ, ঢাক, শ্রীখোল, এক সংগে বেজে উঠে প্রবল ঐকতানের সৃষ্টি করল। ১৩

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ।। ১৪

১৪। ততঃ (তারপর) শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ যুক্তে (সাদা রঙের ঘোড়াযুক্ত) মহতিস্যন্দনে (মহারথে) স্থিতৌ (থাকা) মাধবঃ পাণ্ডবঃ চএব (শ্রীকৃষ্ণ ও তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন) দিব্যৌ শঙ্খৌ (দিব্যশঙ্খ দুটি) প্রদধ্মতুঃ (বাজালেন)।

কৌরব পক্ষের শঙ্খধ্বনি শুনেই শ্বেত অশ্বযুক্ত মহারথ থেকে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন দিব্য শঙ্খধ্বনি করলেন। ১৪

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মাবৃকোদরঃ।। ১৫

১৫। হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ) পাঞ্চজন্যং (পাঞ্চজন্য নামে শঙ্খ) ধনঞ্জয়ঃ (অর্জ্জুন) দেবদত্তং (দেবদত্ত নামে শঙ্খ) ভীমকর্ম্মা (লোকের কাছে ভয়ঙ্কর কর্মকারী) বৃকোদরঃ (ভীম) মহাশঙ্খং পৌণ্ড্রং (পৌণ্ড্রনামে মহাশঙ্খ) দধ্মৌ (বাজালেন)।

শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য নামে শঙ্খ, অর্জ্জুন দেবদত্ত নামে শঙ্খ ও ভীম সকলের ভয় সঞ্চারী পৌণ্ড্র নামের মহাশঙ্খের ধ্বনি করলেন। ১৫

অনন্ত বিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ।। ১৬

১৬। অনন্ত বিজয়ং (অনন্ত বিজয় নামে শঙ্খ) সুঘোষমণিপুষ্পকৌ (সুঘোষ ও মণিপুষ্পক নামে শঙ্খ)।

কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির অনন্ত বিজয় নামে শঙ্খ, নকুল সুঘোষ নামে শঙ্খ, ও সহদেব মণিপুষ্পক নামে শঙ্খ বাজালেন। ১৬

কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ।। ১৭

১৭। পরমেষ্বাসঃ (মহাধনুর্দ্ধর) কাশ্যঃ চ (কাশীরাজ) অপরাজিত সাত্যকি চ (অপরাজেয় সাত্যকি)

মহাধনুর্দ্ধর কাশীরাজ, মহারথী শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, রাজা বিরাট ও অপরাজেয় সাত্যকি। ১৭

দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্।। ১৮

১৮। [হে] পৃথিবীপতে (রাজা)! দ্রুপদঃ, দ্রৌপদেয়াঃচ (দ্রুপদ রাজা ও দ্রৌপদীর ছেলেরা) মহাবাহুঃ সৌভদ্রঃচ (মহাবাহু সুভদ্রার ছেলে) সর্বশঃ (সকলেই) পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খান্ দধ্মুঃ (পৃথক পৃথক শঙ্খ বাজালেন)।

হে রাজা! দ্রুপদ, দ্রৌপদীর ছেলেরা ও মহাবীর সুভদ্রার ছেলেরা সবাই পৃথক পৃথক শঙ্খ বাজালেন। ১৮

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলো ঽভ্যনুনাদয়ন্।। ১৯

১৯। সঃ (সেই) তুমুলঃ (ভয়ানক) ঘোষঃ (শব্দ) নভঃচ, পৃথিবীং চ এব (আকাশ ও পৃথিবীকে) অভ্যনুনাদয়ন্ (প্রতিধ্বনি পূর্ণ করে) ধার্ত্তরাষ্ট্রানাং হৃদয়ানি (ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয় গণের হৃদয়কে) ব্যদারয়েৎ (ছিন্ন ভিন্ন করল)।

সেই শঙ্খগুলির ভয়ানক শব্দ আকাশ ও পৃথিবীতে প্রতিধ্বনিত হওয়ায় ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের ও তার পক্ষের সৈন্যদের হৃদয় ভয়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। ১৯

দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে দেখে দু পক্ষের সৈন্যের মধ্যে রথ রাখতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জ্জুনের অনুরোধ।

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা। ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।। ২০

২০। হে মহীপতে (রাজা)! অথ (তারপর) কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ (কপিধ্বজ পাণ্ডুর ছেলে অর্জ্জুন) ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ (ধৃতরাষ্ট্রের ছেলে ও সেইপক্ষীয় গণকে) ব্যবস্থিতান দৃষ্ট্বা (সংযতভাবে যুদ্ধের জন্য দাড়ানো অবস্থায় দেখে) শস্ত্রসম্পাতে (অস্ত্র নিক্ষেপ

করতে) প্রবৃত্ত (উদ্যত হওয়ায়) ধনুঃউদ্দম্য (ধনু তুলে) তদা (তখন) হৃষীকেশং (শ্রীকৃষ্ণকে) ইদংবাক্যং (এইকথা) আহ (বললেন)।

হে রাজা! তার পরে আপনার ছেলে ও আপনার পক্ষের সৈন্যগণকে যুদ্ধ করতে উদ্যত দেখে অস্ত্র নিক্ষেপ করতে দৃঢ় সঙ্কল্প কপিধ্বজ অর্জ্জুনও ধনু তুলে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বললেন। ২০

অর্জ্জুন উবাচ

সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত।। ২১
যাবদেতান্ নিরীক্ষে২হং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণ সমুদ্যমে।। ২২

২১,২২। হে অচ্যুত! যাবৎ (যতক্ষণ) অহং (আমি) যোদ্ধকামান্ অবস্থিতান, (যুদ্ধ করতে প্রস্তুত) এতান্ (এদের) নিরীক্ষে (দেখি); তাবৎ (ততক্ষণ) উভয়োঃ (উভয়) সেনয়োঃ (সেনার) মধ্যে রথং স্থাপয় (মধ্যে রথ স্থাপন কর) অস্মিন (এই) রণমুদ্যমে (যুদ্ধে) কৈঃসহ (কার সংগে) ময়া যোদ্ধব্যম (আমাকে যুদ্ধ করতে হবে)।

অর্জ্জুন বললেন— হে অচ্যুত! যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত উপস্থিত এদের আমি যতক্ষণ পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করি, ততক্ষণ তুমি উভয় পক্ষের সৈন্যদলের মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর। দেখে নিই এযুদ্ধে কার সংগে যুদ্ধ করতে হবে। ২১,২২

যোৎস্যমানানবেক্ষে হং য২এতে২ত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয় চিকীর্ষবঃ।। ২৩

২৩। যুদ্ধে দুর্ব্বুদ্ধেঃ (যুদ্ধে দুষ্টবুদ্ধি) ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য (দুর্য্যোধনের) প্রিয়চিকীর্ষবঃ (হিতকামনাকারী) যে এতে (যে রাজাগণ) অত্র (এখানে) সমাগতাঃ (উপস্থিত হয়েছে) যোৎস্যমানান্ [তান] (সে সকল যুদ্ধার্থিগণকে) অহং (আমি) অবেক্ষে (দেখি)। এই যুদ্ধে দুষ্টবুদ্ধি দুর্য্যোধনের হিতাকাঙ্খী যে সমস্ত রাজাগণ এখানে

উপস্থিত হয়েছে, সে সমস্ত যুদ্ধার্থীগণকে আমি দেখি। ২৩

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্।। ২৪
ভীষ্মদ্রোণ প্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি।। ২৫

২৪-২৫। হে ভারত! গুড়াকেশেন (নিদ্রাজয়ী অর্জ্জুনের দ্বারা) এবং (এরূপ) উক্তঃ (অভিহিত হয়ে) হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে (উভয় সৈন্যদলের মাঝে) ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখতঃ সর্ব্বেষাং মহীক্ষিতাং চ [প্রমুখতঃ] (ভীষ্ম দ্রোণ ও সকল রাজাদের সামনে) রথোত্তমং স্থাপয়িত্বা (উত্তম রথ স্থাপন করে) হে পার্থ (হে অর্জ্জুন) এতান্ সমবেতান (এসকল উপস্থিত) কুরূন্ (কৌরবগণকে) পশ্য (দেখ) ইতি উবাচ (এরূপ বললেন)।

সঞ্জয় বললেন— হে ভারত! অর্জ্জুনের দ্বারা এভাবে অভিহিত শ্রীকৃষ্ণ উভয় সৈন্যদলের মধ্যে ভীষ্ম দ্রোণ ও অন্যান্য রাজাদের সামনে উত্তম রথ স্থাপন করে বললেন— "হে পার্থ! সমবেত কুরুগণকে দেখ।" ২৪-২৫

ভারত— এখানে ধৃতরাষ্ট্র। অন্যত্র অর্জ্জুনকেও 'ভারত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ এরা দুজনেই দুষ্মন্ত রাজার ছেলে ভরতের বংশধর।

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি।। ২৬

২৬। অথ পার্থঃ (তখন অর্জ্জুন) তত্র (সেখানে) উভয়োঃ সেনয়োঃ অপি (উভয় সৈন্যদলের মধ্যে) স্থিতান্ (অবস্থিত) পিতৄন্ (পিতৃব্যগণকে) পিতামহান্ আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ তথা সখীন্ (এবং মিত্রগণকে) শ্বশুরান্ চ এব সুহৃদ : (শ্বশুর ও সুহৃদগণকে) অপশ্যৎ (দেখলেন)। সখা — সমান

প্রকৃতি বিশিষ্ট, বয়স্য স্থানীয়-আত্মীয়; সুহৃদ-শুভানুধ্যায়ী, সাহায্যকারী আত্মীয়।

তখন অর্জ্জুন উভয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে উপস্থিত পিতৃব্যগণ, পিতামহগণ, আচার্যগণ, মাতুলগণ, ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, পৌত্রগণ, মিত্রগণ, শ্বশুরগণ ও সুহৃদগণকে দেখলেন। ২৬

তান্ সমীক্ষ্যস কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধুনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ।। ২৭

২৭। সঃ কৌন্তেয়ঃ (সেই অর্জ্জুন) অবস্থিতান (যুদ্ধ করতে প্রস্তুত) তান্‌সর্ব্বান্ বন্ধূন্ (সেইসকল বন্ধুকে) সমীক্ষ (দেখে) পরয়া কৃপয়া আবিষ্টঃ (অত্যন্ত করুণাদ্র হঁয়ে) [অতএব] বিষীদন্ (বিষন্ন হয়ে) ইদম্ অব্রবীৎ (এই কথা বলেছিলেন)।

সেই কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন বন্ধুবান্ধবগণকে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত দেখে অত্যন্ত করুনাদ্র হয়ে বিষাদমনে একথা বললেন। ২৭

অর্জ্জুন উবাচ

দৃষ্টেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ। যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি।। ২৮

২৮। যুযুৎসূন্ (যুদ্ধাভিলাষী) ইমান্ স্বজনান্ (এসকল আত্মীয় স্বজনকে) সমবস্থিতান্ (সামনে উপস্থিত) দৃষ্টা (দেখে) মম গাত্রানি সীদন্তি (আমার সমস্ত শরীর অবসন্ন হচ্ছে) মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি (মুখও শুকিয়ে যাচ্ছে)।

অর্জ্জুন বললেন— হে কৃষ্ণ যুদ্ধাভিলাষী এই আত্মীয়স্বজনকে সম্মুখে উপস্থিত দেখে আমার সমস্ত শরীর অবসন্ন হচ্ছে ও মুখও শুকিয়ে যাচ্ছে। ২৮

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং সংস্রতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈবপরিদহ্যতে।। ২৯

২৯। মে (আমার) শরীরে বেপথুঃচ (কম্পও) রোমহর্ষঃ চ (রোমাঞ্চও) জায়তে (হচ্ছে); হস্তাৎ (হাত থেকে) গাণ্ডীবংসংস্রতে (গাণ্ডীব খুলে পড়ছে) ত্বক চ এব (এবং চামড়াও) পরিদহ্যতে (জ্বালা করছে)।

আমার সর্বাঙ্গে কম্প ও রোমাঞ্চ হচ্ছে; হাত থেকে গাণ্ডীব (ধনু) খসে পড়ছে এবং শরীরও জ্বালা করছে। ২৯

নচ শক্লোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানিচ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব।। ৩০

৩০। হে কেশব। [আমি] অবস্থাতুংচ (স্থির থাকতে) ন শক্লোমি (অসমর্থ) মে (মোর) মনঃ ভ্রমতি ইব (মন যেন ঘুরছে) বিপরীতানি নিমিত্তানি (কুলক্ষণ গুলি) পশ্যামি (দেখছি)।

হে কেশব। আমি অস্থির হয়ে পড়ছি, আমার মনও ঘুরছে; আমি যেন বিপদের কুলক্ষণগুলি দেখতে পাচ্ছি। ৩০

(বিপরীতানি নিমিত্তানি— বিপরীত লক্ষণ বা কুলক্ষণগুলি, যেমন— বা চোখের পাতা নাচা),

নচ শ্রেয়োঽনুপয্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙেক্ষ বিজয়ং কৃষ্ণ নচ রাজ্যং সুখানিচ।। ৩১

৩১। হে কৃষ্ণ। আহবে (যুদ্ধে) স্বজনং হত্বা (আত্মীয়গণকে হত্যা করে) শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) ন চ অনুপশ্যামি (দেখিনা) বিজয়ং রাজ্যং, সুখানি চ (রাজ্য, বিজয় বা সুখ) ন কাঙেক্ষ (চাই না)।

হে কৃষ্ণ। যুদ্ধে আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করে আমি কোনরূপ মংগল দেখছিনা। আমি জয়লাভ করতে চাইনা, রাজ্যও চাইনা, সুখ ভোগও চাইনা। ৩১

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙিক্ষতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানিচ।। ৩২
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ।। ৩৩
মাতুলাঃ স্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।। ৩৪

৩২-৩৪। হে গোবিন্দ! (যেষাম্ অর্থে (যার জন্যে) নঃ (আমার) রাজ্যংভোগাঃ সুখানিচ (রাজ্য ভোগ ও সুখ) কাঙ্ক্ষিতং (কামনা করা যায়) তেইমে (সে সকল) আচার্য্যাঃ (আচার্যগণ) পিতরঃ (পিতৃব্যগণ) পুত্রাঃচ, তথা এব পিতামহ (পুত্রগণ ও পিতামহগণ) মাতুলাঃ, শ্বশুরাঃ, পৌত্রাঃ, শালাঃ (মামা, শ্বশুর, নাতি ও শ্যালকেরা) তথা (এবং) সম্বন্ধিনঃ (আত্মীয়গণ) প্রাণান্ ধনানি চ ত্যক্তা (ধন প্রাণ ত্যাগ করে) যুদ্ধে অবস্থিতা (যুদ্ধে অবস্থান করছে) [এজন্য] নঃ (আমার) রাজ্যেন কিম্ (রাজ্যের কি প্রয়োজন?) ভোগৈঃ জীবিতেন বা কিং (ভোগ কিংবা জীবনেরই বা কি প্রয়োজন?) হে মধুসূদন। ঘ্নতঃ অপি (আমাকে হত্যা করলেও) [আমি] এতান্ (এদের) হন্তুম্ (হত্যা করতে) ন ইচ্ছামি (ইচ্ছা করিনা)।

হে গোবিন্দ! যাদের জন্য রাজ্য ভোগ সুখাদির আকাঙ্ক্ষা করা হয়, সেই গুরু, পিতৃব্য, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক ও আত্মীয়স্বজন যখন ধন, প্রাণ বিসর্জন দিয়েও যুদ্ধ করতে প্রস্তুত তখন আমার আর রাজ্য লাভ, সুখভোগ নতুবা জীবনধারণেই কি কাজ? হে মধুসূদন। যদি এরা আমাকে মেরেও ফেলেন তবুও আমি এদের হত্যা করতে পারবোনা। ৩২-৩৪

অপি ত্রৈলোক্য রাজ্যস্য হেতোঃ কিংনু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন।। ৩৫

৩৫। হে জনার্দন। (হে কৃষ্ণ)। ত্রৈলোক্য রাজস্য (স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল রাজ্যের) হেতো অপি (জন্যও) মহীকৃতে (পৃথিবীর জন্য) কিংনু (কি কথা) ধার্ত্তারাষ্ট্রান্ (ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের) নিহত্য (বধ করে) নঃ (আমাদের) কা প্রীতিঃ স্যাৎ (কি সুখ হবে?)

হে জনার্দন। পৃথিবীর রাজত্বের কথা দূরে থাক ত্রিলোকের (স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল) রাজ্যের জন্যও দুর্য্যোধন দিগকে বধ করলে আমাদের কোন সুখ হবেনা।৩৫

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান্।।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব।। ৩৬

৩৬। আততায়িনঃ (হিংস্র আক্রমণকারী) [অপি- হলেও] এতান (এদেরকে) হত্বা (বধ করে) অস্মান (আমাদের) পাপম্ এব (পাপই) আশ্রয়েৎ (আশ্রয় করবে) তস্মাৎ (সেজন্য) বয়ং (আমরা) স্ববান্ধবান্ (স্ববান্ধব) ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ (ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের) হন্তুংনার্হ্যঃ (বধ করতে পারবোনা) হি (কেননা) হে মাধব। (হে মাধব।) স্বজনং হত্বা কথং (স্বজনদের হত্যা করে কি ভাবে) সুখিনঃ শ্যাম (সুখী হব)।

আততায়ী— অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণি র্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়তে আততায়িনঃ।।

অগ্নিদঃ (যে ব্যক্তি ঘরে আগুন লাগায়) গরদঃ (যে বিষ মিশায়) বধার্থে অস্ত্রধারী, ধনাহারী, ভূমি অপহারী ও দারাহরণকারী এই ছয় ব্যক্তি আততায়ী। দুর্যোধনেরা প্রায় এসব কাজেই সিদ্ধহস্ত, সুতরাং তারা আততায়ী। শাস্ত্রমতে আততায়ী বধে পাপ হয়না। (মনুসংহিতা— ৮/৩/৫০/৫১)

যদিও এরা আততায়ী (শাস্ত্রমতে বধ্য) তথাপি এই গুরুজনদের বধ করলে আমরা পাপের ভাগী হব। অতএব আমরা ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের আত্মীয়স্বজন সহ বধ করতে পারবোনা। হে মাধব। নিজের আত্মীয়স্বজনকে বধ করে আমরা কিভাবে সুখী হব? ৩৬

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহেচপাতকম্।। ৩৭

৩৭। যদ্যপি (যদিও) লোভোপহতচেতসঃ (লোভে অভিভূত চিত্ত) এতে (এরা) কুলক্ষয়কৃতং দোষং (কুলক্ষয়জনিত দোষ) মিত্রদ্রোহেপাতকংচ (এবংমিত্রদ্রোহ জনিত পাপ) ন পশ্যন্তি (দেখতে পাচ্ছেনা)।

যদিও এঁরা রাজ্য লোভে অভিভূত হয়ে কুলক্ষয় জনিত দোষ ও মিত্রদ্রোহ জনিত পাপ দেখছেনা। ৩৭

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয় কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জ্জনার্দ্দন।। ৩৮

৩৮। হে জনার্দন! কুলক্ষয় কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভিঃ (কুলক্ষয়জনিত দোষ দেখেও) অস্মাভিঃ (আমাদের দ্বারা) অস্মাৎ পাপাৎ (এই পাপ থেকে) নিবর্ত্তিতুম্ কথং ন জ্ঞেয়ং (নিবৃত্ত হব না কেন?)

কিন্তু হে জনার্দন! আমরা কুলক্ষয়জনিত পাপ দেখেও সে পাপ কাজ করা থেকে নিবৃত্ত হবনা কেন? ৩৮

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত।। ৩৯

৩৯। কুলক্ষয়ে (বংশ নাশ হলে) সনাতনাঃ কুলধর্ম্মাঃ (সনাতন কুলধর্ম) প্রণশ্যন্তি (লোপ পায়) উত ধর্ম্মেনষ্টে (এবং ধর্ম নষ্ট হলে) অধর্ম্মঃ (অধর্মে) কৃতস্নং কুলং (সমস্ত কুলকে) অভিভবতি (অভিভূত হয়)।

সনাতন কুলধর্ম— পূর্বপুরুষানুক্রমে আচরিত ধর্ম। বংশের সমস্ত বয়স্ক পুরুষ বিনষ্ট হলে কুলগত আচার নিয়মাদি রক্ষা হয়না। সুতরাং বংশের অবশিষ্ট স্ত্রী ও বালকগণ ক্রমশঃ কুপথগামী হওয়ায় বংশ অধর্মাক্রান্ত হয়ে উঠে। ৩৯

কুলক্ষয় হলে সনাতন কুলধর্ম নষ্ট হবে এবং ধর্ম নষ্ট হলে সমগ্র অবশিষ্ট কুল অধর্মের পাপে মজবে। ৩৯

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ! প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয়। জায়তে বর্ণসঙ্করঃ।। ৪০

৪০। হে কৃষ্ণ! অধর্ম্মাভিভবাৎ (অধর্মে আচ্ছন্ন হলে) কুলস্ত্রিয়ঃ (কুলনারীগণ) প্রদুষ্যন্তি (ভ্রষ্টাচারিণী হবে) হে বার্ষ্ণেয়! (কৃষ্ণ) স্ত্রীসু দুষ্টাসু (নারীগণ ব্যভিচারিণী হলে) বর্ণসঙ্কর জায়তে (বর্ণসঙ্কর সন্তানের জন্ম হবে)।

হে কৃষ্ণ! কুল অধর্মে অভিভূত হলে কুলনারীগণ ভ্রষ্টাচারিনী হবে। হে কৃষ্ণ। কুলনারীগণ ব্যভিচারিণী হলে বর্ণসঙ্কর সন্তানের জন্ম হবে। ৪০

বার্ষ্ণেয়— বৃষ্ণিবংশ সম্ভূত (কৃষ্ণ)। বর্ণসঙ্কর— বিভিন্ন বর্ণের স্ত্রী-পুরুষ সংযোগে সন্তান উৎপাদন।

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।

পতন্তি পিতরোহ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ।। ৪১

৪১। সঙ্কর ঃ (বর্ণসঙ্কর) কুলঘ্নানাং (কুলনাশকারীদের) কুলস্যচ (এবং কুলের) নরকায় এব (নরকের জন্যই হয়) হি (যেহেতু) এষাং (এদের) পিতরঃ (পিতৃ পিতামহগণ) লুপ্ত পিণ্ডোদক ক্রিয়াঃ (শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি ক্রিয়ার লোপ হলে) 'পতন্তি (পতিত হয়)।

বর্ণসঙ্কর, কুলনাশকারীদেরও কুলের নরক গমনের কারণ হয়। শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি ক্রিয়ার লোপের ফলে এদের পিতৃপুরুষগণ নরকে পতিত হয়। ৪১

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্কর কারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চশাশ্বতাঃ।। ৪২

৪২। কুলঘ্নানাং (কুলনাশকারীদের) এতৈঃ (এই) বর্ণ সঙ্করকারকৈঃ (বর্ণ সঙ্কর কর্ম্ম সম্পাদক) দোষৈঃ (দোষে) শশ্বিতাঃ (সনাতন) জাতিধর্ম্মা (জাতিধর্ম্ম) কুলধর্ম্মাচ (ও কুলধর্মাদি) উৎসাদন্তে (বিনাশপ্রাপ্ত হয়)।

জাতিধর্ম— বর্ণধর্ম। যথা— ব্রাহ্মণের অধ্যাপনাদি, ক্ষত্রিয়ের প্রজা রক্ষাদি, বৈশ্যের কৃষি বাণিজ্য আদি ও শূদ্রের পরিচর্যাদি।

কুলধর্ম— বংশ পরম্পরাগত উপাসনা পদ্ধতি ও আচার নিয়মাদি।

আশ্রমধর্ম— ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস।

কুলনাশকারী দিগের বর্ণসঙ্কর কর্ম সম্পাদক দোষে সনাতন জাতি ধর্ম, কুলধর্ম ও আশ্রম ধর্মাদি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ৪২

উৎসন্ন কুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যানাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম্।। ৪৩

৪৩। হে জনার্দন। উৎসন্ন কুলধর্ম্মাণাং (যাদের কুলধর্ম নষ্ট হয়েছে) মনুষ্যাণাং (সেই লোকদের) নিয়তং (চিরদিন) নরকে বাসঃভবতি (নরকে বাস হয়) ইতি অনুশুশ্রুম (আমরা শুনছি)।

হে জনার্দন। যে সমস্ত লোকের কুলধর্ম নষ্ট হয় সেই সকল লোকের

সর্বদা নরকে বাস হয়, এ কথা আমরা শুনেছি। ৪৩

অহোবত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ।। ৪৪

৪৪। অহোবত (হায়!) কি পরিতাপের কথা স্বয়ং (আমরা) মহৎপাপং কর্ত্তুং (মহাপাপ করতে) ব্যবসিতাঃ (প্রবৃত্ত) যৎ (যে কারণে) রাজ্য-সুখলোভেন (রাজ্যসুখের লোভে) স্বজনং হন্তুং (আত্মীয়স্বজনকে বিনাশ করতে) উদ্যতাঃ (উদ্যত হয়েছি)।

হায়। কি পরিতাপের কথা। আমরা রাজ্যসুখ লোভে আত্মীয় স্বজনগণকে বিনাশ করতে উদ্যত হয়ে মহাপাপ কার্যে প্রবৃত্ত হয়েছি। ৪৪

যদি মামপ্রতিকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরংভবেৎ।। ৪৫

৪৫। যদি অপ্রতিকারম্ (প্রতিকারে বিরত) অশস্ত্রং (অস্ত্রশস্ত্রহীন) মাং (আমাকে) শস্ত্রপাণয়ঃ (অস্ত্রধারী) ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ (ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা) রণে হন্যুঃ (যুদ্ধে বধ করে) তৎ (তবুও) মে (আমার) ক্ষেমতরং (অধিকতর কল্যাণকর) ভবেৎ (হবে)।

আমি অস্ত্র পরিত্যাগ করে প্রতিকারে বিরত থাকলেও, যদি শস্ত্রধারী দুর্যোধনেরা আমাকে যুদ্ধে বধ করে তবে তাও আমার পক্ষে অধিকতর মঙ্গলজনক হবে।৪৫

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোক সংবিগ্নমানসঃ।। ৪৬

৪৬। শোকসংবিগ্নমানসঃ (শোকাকুল চিত্ত) অর্জ্জুনঃ এবম্ উক্ত্বা অর্জ্জুন এরূপ বলিয়া) সংখ্যে (যুদ্ধ) সশরং চাপং (শরের সংগে ধনু) বিসৃজ্য (ত্যাগ করে) রথোপস্থে (রথের উপর) উপাবিশৎ (বসলেন)।

সঞ্জয় বললেন, শোকাকুল চিত্ত অর্জ্জুন এইরূপ বলিয়া যুদ্ধ স্থলে ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করে রথের উপর বসিয়া রহিলেন। ৪৬

প্রথম অধ্যায়ের ভাবার্থ

গীতার প্রথম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু বিষাদযোগ এবং শেষ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু মোক্ষযোগ। সাধারণতঃ বিষাদযোগের মধ্যদিয়েই মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের সূত্রপাত হয় ও দুঃখের নিবৃত্তি হয়ে পরমানন্দস্বরূপ মোক্ষ প্রাপ্তিই জীবনের শেষ লক্ষ্য হয়। বিশ্ববিশ্রুত ষড়দর্শনের নিগুঢ় ভাবো এই। এ জগৎ দুঃখপূর্ণ। ঐকান্তিক দুঃখের নিবৃত্তির মধ্যদিয়েই পরমানন্দ লাভ করা জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। একেই মোক্ষপ্রাপ্তি বলে। ষড়দর্শনে অবশ্য দুঃখ নিবৃত্তির উপায় ভিন্ন ভিন্নভাবে দর্শন প্রণেতা ঋষিগণ বর্ণনা করেছেন। শ্রীভগবান গীতায় সমস্ত দর্শনের মতবাদ আত্মসাৎ করে এক সার্বভৌম গীতাধর্ম প্রচার করেন। সাংখ্য, পাতঞ্জল ও পূর্ব মীমাংসা প্রভৃতি সমস্ত দর্শনের বিষয়বস্তু নিজের মতানুকূলে গ্রহণ করে গীতার সংগে এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেন। যতক্ষণ পর্যন্ত বিষাদযোগের ছায়া হৃদয় স্পর্শ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক জীবন শুরু হতে পারেনা। যে সকল প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ জগৎ ধন্য করে গেছেন তাদের প্রত্যেকেই প্রায় ইন্দ্রিয় বৈভব ভোগে সন্তুষ্ট না হয়ে বিষাদের ছায়া হৃদয়ে নিয়ে অজস্র ভোগ-বিলাসের সামগ্রী থাকা সত্ত্বেও সেগুলির প্রতি উদাসীন হয়ে কোনো নিত্য বস্তুর অনুসন্ধানে প্রাণ-মন আকুল করে সব রকমের বিষয়ে ভোগে বিরত হয়ে পারমার্থিক পথে ধাবিত হয়েছিলেন। এজন্য গীতোক্ত এই বিষাদযোগই আধ্যাত্মিক যোগসাধনারও প্রথম সোপান।

কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে উভয় পক্ষের সুসজ্জিত সৈন্যগণ ব্যূহবদ্ধ হয়ে পরস্পরে যখন যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়ে মহা মহা যোদ্ধাগণ বিপুল উৎসাহে সিংহনাদ, শঙ্খধ্বনি প্রভৃতি নানাবিধ রণবাদ্য ও রণদামামা বাজিয়ে ছিলেন এবং উভয় পক্ষে অস্ত্র উত্তোলন করেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নির্দ্দেশ অনুযায়ী উভয় পক্ষের সৈন্যদলের মধ্যে রথ স্থাপন করেছিলেন। নিজের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনকে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হতে দেখে অর্জ্জুনের মনে মহা নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়েছিল। কম্পিত কলেবর শ্রীঅর্জ্জুন শ্রীভগবানকে বলেছিলেন,,—

"আমার সমস্ত শরীর অবসন্ন হয়ে গাণ্ডীব ধনু আমার হাত থেকে খুলে পড়ছে। মন চঞ্চল হয়েছে, মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে, সমস্ত শরীর জ্বালাতন করছে, আমি আর রথের উপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিনা। এ সমস্ত লক্ষণ আমার পক্ষে ঘোর অমঙ্গলের কারণ বলে মনে হচ্ছে।" একথা বলে শ্রীঅর্জ্জুন গাণ্ডীব শরাসন ত্যাগ করে রথের উপর বসে পড়লেন। যদি শস্ত্রধারী দুর্যোধনেরা, শত্রু পক্ষ, আমাকে বধও করে তবুও আমি তাঁদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে পারবোনা, কারণ রাজ্য লাভ সুখের জন্য নিজের আত্মীয়স্বজন বধরূপ মহাপাপে আমি লিপ্ত হবনা।" ইত্যাদি নানারকম তমোগুণ ভাবাপন্ন মোহগ্রস্ত অর্জ্জুন বহু কথা বলে অত্যন্ত বিষণ্ণ মনে রথের উপর বসে পড়েছিলেন।

আসন্ন কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের বর্ণনা চমৎকারিত্বে কাব্যাংশটি অতুলনীয়।

প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত পটভূমির প্রেক্ষাপটেই শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত অর্জ্জুনকে সমগ্র গীতা গ্রন্থে কর্মযোগ আত্মজ্ঞানের উপদেশ ও সংসার রূপ ধর্মক্ষেত্র, কর্মক্ষেত্রে মানুষের জয়ী হবার একমাত্র পথ যে ঈশ্বরে শরণাপন্ন হওয়া, তারই নির্দ্দেশ দিয়েছেন।

অন্তর্য্যন্তা সর্ব্বলোকস্য নাথঃ স্বার্থং দাতুং মোহিতো যেন পার্থঃ।
তং সর্ব্বজ্ঞং চিদগুরুং দেব দেবং বন্দে কৃষ্ণং কৃষ্ণসূতং শরণ্যম্।।

হে কৃষ্ণ। পরম গুরু অন্তর্যামী হৃষীকেশ। তুমি যা করাইলা আমি তাকেসে করো এতেকে আমাব অলপো স্বতন্ত্রতা নেই। তাক আপনি জানি নিজ গুণে সন্তোষ হয়া কৃপা করা, যেমনে সাধু সঙ্গত তযুগুণ গাইতে পারোঁ। তোমার চরণ পদ্মত মনে সহস্র কোঁটীবার দণ্ডবৎ করোঁ। সামাজিক ডাকি হরি বোল হরি।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগ শাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে বিষাদযোগো নাম
প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

* * *

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

দ্বিতীয়ে শোকসন্তপ্তমর্জ্জুনং ব্রহ্মবিদ্যয়া।
প্রতিবোধ্য হরিশ্চক্রে স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণম্।।

শোকপঙ্ক নিমগ্নং সাংখ্যযোগোপদেশতঃ।
উর্জ্জহারার্জ্জুনং ভক্তং সঃ কৃষ্ণঃ শরণং মম।।

শ্রীহরি দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশের দ্বারা শোকাকুল অর্জ্জুনকে প্রবোধ দান করে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণসমূহ নির্ণয় করেছিলেন। যিনি সাংখ্য (জ্ঞান) ও যোগের উপদেশের দ্বারা শোকপঙ্কে নিমগ্ন ভক্ত অর্জ্জুনকে উদ্ধার করেছিলেন সেই শ্রীকৃষ্ণ আমার সহায় হোন।

ইতি শ্রীধর স্বামীর গীতার্থ সংগ্রহ।

ব্রহ্মবিদ্যা— ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক শাস্ত্র। স্থিতপ্রজ্ঞস্থ যার (আমি ব্রহ্ম এইরূপ) বুদ্ধি স্থির হয়েছে অর্থাৎ যিনি নিষ্কাম সুখ-দুঃখ-ভয়-ক্রোধাদিতে অবিচল, আত্মতুষ্ট ও ব্রহ্মনিষ্ঠ। যোগশাস্ত্র— যোগসাধনা বিষয়ক শাস্ত্র।

শোক মোহ মহা পঙ্কমাজে অর্জ্জুন মগন ভৈলাদেখি
পরম ঈশ্বর দৈবকী নন্দ-নন্দন।
কৃপায়ে ঈশ্বর তত্ত্ব কহি উদ্ধারিলা নিজ ভকতক
হেন ঈশ্বরর চরণে লৈলো শরণ।। (নামঘোষা)

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীৎ মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়ানি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

সাংখ্যযোগঃ

সঞ্জয় উবাচ

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ।। ১

১। সঞ্জয় উবাচ— (সঞ্জয় বললেন) মধুসূদনঃ তথা (এইভাবে) কৃপয়াআবিষ্টং (কাতর হয়ে) অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম (অশ্রুপূর্ণ নয়ন) বিষীদন্তম্ (বিষণ্ণ) তম্ (তাকে) ইদংবাক্যম্ উবাচ (এইকথা বললেন)।

সঞ্জয় বললেন— তখন মধুসূদন পরের দুঃখ চিন্তায় কাতর, অশ্রুপূর্ণ লোচন বিষণ্ণ অর্জ্জুনকে এই কথা বললেন। ১

শ্রীভগবানুবাচ

কুতস্ত্বা কুশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন।। ২

২। বিষমে (সঙ্কটকালে) কুতঃ (কোথাথেকে) অনার্য্যজুষ্টম বর্বরজনোচিত, শিষ্ট বিগর্হিত) অস্বর্গ্যম্ (স্বর্গহানিকর) অকীর্ত্তিকরম্ (অযশস্কর) ইদম্ (এরূপ) কুশ্মলম্ (মোহ) ত্বা (তোমাকে) সমুপস্থিতম্ (প্রাপ্ত হল)।

শ্রীভগবান বললেন— হে অর্জ্জুন। এরূপ সঙ্কটকালে বর্বরের মত অর্থাৎ শিষ্ট বিগর্হিত, স্বর্গ হানিকর, অখ্যাতিকর তোমার এই মোহ কোথা থেকে উপস্থিত হল? ২

অনার্য্যজুষ্টম্— যা আর্যজনোচিত নয়, যেমন— ন্যায় যুদ্ধে পরাঙ্মুখতা ক্ষত্রিয়ের প্রকৃত ধর্ম নয়।

ক্লৈব্যংমাস্মগমঃ পার্থনৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।। ৩

৩। ক্লৈব্যং (পুরুষত্ব হীনতা) মাস্মগমঃ (প্রাপ্ত হবে না) এতৎ (এরূপ) ত্বয়ি (তোমাতে) নউপপদ্যতে (শোভা পায় না) হে পরন্তপ। (হে অর্জ্জুন।) ক্ষুদ্রং (তুচ্ছ) হৃদয় দৌর্ব্বল্যং (হৃদয়ের দুর্বলতা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করে) উত্তিষ্ঠ (উঠ)।

হে পার্থ দুঃখাভিভূত হবেনা। এরকম পৌরুষহীনতা তোমার শোভা পায়না। হে পরন্তপ। হৃদয়ের তুচ্ছ দুর্বলতা ত্যাগ করে যুদ্ধের জন্য দাঁড়াও। ৩

অর্জ্জুন যে কৃপাপরবশ হয়ে অস্ত্র ত্যাগ করেছিল সেটা তার মোহ। যুদ্ধ করতে এসে সম্মুখ সমরে যুদ্ধ বন্ধ করে কাঁদতে শুরু করা কোন ভাবেই ক্ষত্রিয়োচিত কাজতো নয়ই বরং এটা কাপুরুষতা। এজন্য শ্রীভগবান মোহ নষ্ট করতে রাজসিক ভাবের উপদেশ দিয়েছেন।

অর্জ্জুন উবাচ

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হ্বরিসূদন।। ৪

৪। অরিসূদন (শত্রুমর্দ্দনকারী) মধুসূদন (শ্রীকৃষ্ণ) কথং অহং (আমি কিভাবে) সংখ্যে (যুদ্ধে) পূজার্হৌ (পূজনীয়) ভীষ্মং দ্রোণংচ (ভীষ্ম ও দ্রোণের সংগে) ইষুভিঃ (বানের দ্বারা) প্রতিমোস্যামি (প্রতিঘাত অর্থাৎ আঘাতের বদলে আঘাত করবো)।

অর্জ্জুন বললেন— হে শত্রুমর্দ্দনকারী মধুসূদন। আমি যুদ্ধের সময় পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রৌণের সংগে কিভাবে প্রতিঘাত করবো, অর্থাৎ তাঁরা আমার শরীরে বাণ নিক্ষেপ করলেও আমি গুরুজনের শরীরে অস্ত্র নিক্ষেপ করতে পারবোনা। ৪

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব,
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধির প্রদিগ্ধান্।। ৫

৫। মহানুভাবান্ (মহানুভব) গুরূন্অহত্বা হি (গুরুজনদের বধ না করে) ইহলোকে (এ সংসারে) ভৈক্ষমঅপি (ভিক্ষান্নও). ভোক্তুং (ভোজন করা) শ্রেয়ঃ (ভাল) তু (কিন্তু) গুরূন্হত্বা (গুরুজনদের হত্যা করে) ইহ (এইসংসারে) রুধির প্রদিগ্ধান্ এব (রক্ত মাখা) অর্থকামান্ভোগান্ (অর্থ-কাম রূপ ভোগসমূহ) ভুঞ্জীয় (ভোগ করতে হবে)।

ভীষ্ম দ্রোণাদির মত মহানুভব গুরুজনদের বধ না করে এ'সংসারে ভিক্ষান্ন ভোজন করাও শ্রেয়; কেননা গুরুজনদের বধ করে এসংসারে যে অর্থ, কামাদি ভোগ করতে হবে তাতেওতো গুরুজনের রক্তই মিশ্রিত থাকবে। ৫

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বাজয়েম যদিবা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ।। ৬

৬। যৎ বা জয়েম (যদিওবা আমি জয়লাভ করি) যদি বা (অথবা) নঃ (আমাকে) [এতে] জয়েয়ুঃ (পরাজয় করেন) এতয়োঃ মধ্যে (এরমধ্যে) কতরৎ (কোনটি) নঃ গরীয়ঃ (আমার পক্ষে শ্রেষ্ঠত্বর) এতৎ চ (এটা) ন বিদ্মঃ (জানিনা) যান্ এব হত্বা (যাদের বধ করে) ন জিজীবিষামঃ (বেঁচে থাকতে চাইনা) তে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ (সেই ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা) প্রমুখে অবস্থিতাঃ (সামনে দাঁড়িয়ে আছে)। আমরা জয়ী হই নতুবা আমাদের এরা জয় করুক এ দুয়ের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠতর তা বুঝতে পারছিনা,— যাদের বধ করে বেঁচে থাকতে চাইনা সেই ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা সামনে উপস্থিত। ৬

যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। ভিক্ষা বৃত্তি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নয়। অর্জ্জুন যে ভিক্ষান্নের দ্বারা জীবন ধারণের কথা বলেছেন তা ক্ষত্রিয় স্বধর্মোচিত কথা বলেন নি।

কার্পণ্য দোষোপহত স্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।। ৭

৭। কার্পণ্য দোষোপহত স্বভাবঃ (গুরুজনদের বধ করে বেঁচে থাকা অসম্ভব-এরূপ চিন্তাযুক্ত) ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ (ধর্ম সম্পর্কে বিমূঢ়চিত্ততা) [অহং-আমি] ত্বাং পৃচ্ছামি (তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি), যৎ মে শ্রেয়ঃস্যাৎ (যা আমার ভাল হয়) তৎ নিশ্চিতং ব্রূহি (তা নিশ্চিত করে বল) অহং তে (আমি তোমার) শিষ্যঃ ত্বাং প্রপন্নম্ (তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করলাম) মাংশাধি (আমাকে উপদেশ দাও)।

গুরুজনদের বধ করে বেঁচে থকা অসম্ভব, এরূপ চিন্তায় আমি অভিভূত, প্রকৃত ধর্ম কি, এ সম্পর্কে আমার চিত্ত কর্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানহীন হয়েছে, যাতে আমার মংগল হয় তা নিশ্চিত করে বল আমি তোমার শিষ্যত্ব গ্রহন করলাম, আমাকে উপদেশ দাও। (এখন থেকে আমাকে তুমি আর বন্ধু বলে ভাববেনা, শিষ্য বলে ভাববে)। ৭

গীতার এই শ্লোকে ভক্ত অর্জ্জুন শ্রীভগবানে শরণাপন্ন হন। যুদ্ধ করা ভাল না মন্দ, জয় পরাজয় বা পরিণাম কি কোনভাবেই স্থির করতে না পেরে অর্জ্জুন যখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়েছিলেন, তখন অর্জ্জুন তার লৌকিক বন্ধুত্ব ভাব ত্যাগ করে শ্রীগোবিন্দের চরণে শরণাপন্ন হয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কারণ, গুরু শিষ্য সম্বন্ধ ব্যতিরেকে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। অর্জ্জুনের সংগে শ্রীকৃষ্ণের সাধারণ বন্ধুর সম্পর্ক ছিল। এজন্য অর্জ্জুন লৌকিক বন্ধুত্ব সম্বন্ধ ত্যাগ করে।

"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।" বলে শিষ্যত্ব গ্রহণ করে উপদেশ প্রার্থনা করেছেন। যে অহংকারে মত্ত হয়ে অর্জ্জুন রণাঙ্গণে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবো বলে ধনুর্ব্বাণ হাতে তুলে নিয়েছিলেন, সেই অহংকার চূর্ন হয়ে যুদ্ধ করবো না বলে ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করে রথের উপরে বিষন্ন মনে বসে পড়েছিলেন। যুদ্ধ করবো কিংবা যুদ্ধ করবো না, এই দুই মনোভাবেই অর্জ্জুনের আমিত্ব আছে। যখন অর্জ্জুন তার আমিত্ব ত্যাগ করে সম্পূর্ণভাবে শিষ্যত্ব গ্রহণ করে শ্রীভগবানে

আত্মসমর্পণ করেছিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ ভগবান ঈষৎ হেসে যতগুলি উপদেশ প্রদান করেছিলেন সেই উপদেশগুলিই গীতার পরবর্ত্তী অধ্যায় গুলিতে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীভগবানে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ ছাড়া সংসারের মায়ামোহ থেকে মুক্তি পাবার অন্য কোনো উপায় নেই (৭/১০)। আমার সুদুস্তরা মায়া কেউ অতিক্রম করতে পারেনা, একান্ত শরণাগতি ব্যতিত এই মায়া জয় করার উপায় নেই এজন্য মহাপুরুষ শ্রীমাধবদেব, 'নামঘোষা' গ্রন্থে বলেছেন—

যিটোজনে শুদ্ধভাবে হরিত শরণ লৈয়া
হরিক সুহৃদ বুলি আছে।
হরির প্রসাদে সিটো বিঘ্নির মূরত ভরি দিয়া
হরিগুণ গায়া নাছে।।

যিটোজনে— যে জন, শুদ্ধভাবে— একমনে, সিটো— বিঘ্নির মূরত ভরি দিয়া- বাধাবিঘ্ন জয় করে, গায়া— গেয়ে, নাছে-নাচে।

এ 'শরণাগতি' বা 'আত্মসমর্পণ' তত্ত্বই গীতার মূল তত্ত্ব। পরম পবিত্র ঐতিহাসিক ভাগবতধর্মের এটাই মূল ভিত্তি। মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব এই 'একশরণ' নাম ধর্মের প্রবর্ত্তন করেন পুণ্যভূমি আসামে। অতীতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মহাপুরুষগণ যদিও বৈষ্ণব ধর্ম ও ভাগবত ধর্ম ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তন ও প্রচার করেছিলেন, কিন্তু তাদের 'একশরণ' মতবাদের উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করতে দেখা যায় নি। পঞ্চদশ শতকে শ্রীমন্ত শঙ্করদেবই প্রথম 'একশরণ' মতবাদে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে সনাতন ধর্মগুরু হিসাবে নিজের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে গেছেন।

শ্রীশ্রীগীতায় ১৪/২৬ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে— যে আমাকে অব্যভিচারী ভক্তির সংগে ভজনা করবে সে ত্রিগুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মস্বরূপ হতে পারে।

অব্যভিচারী— অবিচল দৃঢ়, ত্রিগুণ— সত্ত্ব, রজ ও তমগুণ।

নামঘোষাতে আছে—

কৃষ্ণকেসে মাত্র ভজে যিটোজনে, অব্যভিচারী ভকতি।
তিনিগুণ অতিক্রমি, ব্রহ্মরূপ পায়ে সিটো মহামতি।।

কৃষ্ণকেসে— একমাত্র কৃষ্ণকে; সিটো— সেই; মহামতি— ভাগ্যবান।

নহি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবস পত্নমৃদ্ধং
রাজ্যসুরাণামপি চাধিপত্যম্।। ৮

৮। ভূমৌ (পৃথিবীতে) অসপত্মম্ (নিষ্কন্টক) ঋদ্ধং (সমৃদ্ধ) রাজ্যং (রাজ্য) সুরানাম্ অপি আধিপত্যংচ (দেবতাগণেরও আধিপত্য) অবাপ্য (পেয়েও) তৎ (যে) মম ইন্দ্রিয়ানাম্ (আমার ইন্দ্রিয়গুলি) উচ্ছোষণং (সন্তাপদায়ক) শোকম্ (শোক) অপনুদ্যাৎ (নিবারণ করতে পারে) [তৎ] নহি প্রপশ্যামি (দেখিনা)।

পৃথিবীতে নিষ্কন্টক সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ও দেবলোকের আধিপত্য পেলেও, যে শোক আমার ইন্দ্রিয়গণের সন্তাপদায়ক, সে শোক কিভাবে দূরীভূত হবে, তার কোনো উপায় আমি দেখছিনা। ৮

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বাতূষ্ণীংবভূব হ।। ৯

৯। পরন্তপঃ (শত্রু বিজয়ী) গুড়াকেশঃ (অর্জ্জুন) গোবিন্দম্ (গোবিন্দকে) এবম্ (এভাবে) উক্ত্বা (বলে) [অহং] ন যোৎস্য (আমি যুদ্ধ করবোনা) ইতি উক্ত্বা (এইকথা বলে) তূষ্ণীং বভূবহ (নীরব হলেন)।

সঞ্জয় বললেন,— শত্রু বিজয়ী অর্জ্জুন গোবিন্দকে 'আমি যুদ্ধ করবোনা' এইকথা বলে নীরব হলেন। ৯

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে বিষীদন্তমিদংবচঃ।। ১০

১০। হে ভারত! (ধৃতরাষ্ট্র) হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ) প্রহসন্ ইব (হেসে-

হেসে, উপহাস করে) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে (উভয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে) বিষীদন্তং (বিষাদ প্রাপ্ত) তং (তাকে) ইদমৃবচঃ (একথা) উবাচ (বললেন)।

হে ভারত। শ্রীকৃষ্ণ উভয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যবর্তী বিষাদগ্রস্ত অর্জ্জুনকে উপহাসের সুরে হেসে হেসে এইকথা বললেন। ১০

উপহাস করে হাসার কারণ ব্যাখ্যা করছেন পরের শ্লোকে।

শ্রীভগবানুবাচ

অশোচ্যানন্বশোচস্তং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূন গতাসূংশ্চনানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ।। ১১

১১। ত্বং (তুমি) অশৌচ্যান্ (যাদের জন্য শোক করা উচিত নয়) অন্বশোচঃ (শোক করছো) প্রজ্ঞাবাদান্ চ (আবার পণ্ডিত ব্যক্তির মত তত্ত্ব কথা) ভাষসে (বলছো) পণ্ডিতাঃ (পণ্ডিতগণ) গতাসূন্ অগতাসূন্ চ (মৃত বা জীবিত কারো জন্য) ন অনুশোচন্তি (শোক করেন না)।

শ্রীভগবান বললেন— যাদের জন্য শোক করা উচিত নয় তুমি তাদের জন্য শোক করছো— আবার এদিকে পণ্ডিতের মত কথাও বলছো; কিন্তু যে সকল ব্যক্তি প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী তারা মৃত বা জীবিত কারো জন্য শোক করেন না। ১১

তুমি পণ্ডিতের মত কথা বলছো সত্যি, তোমার ভাব ও কথা শুনে মনে হয় যেন এগুলি জ্ঞানীর ভাষায় মূর্খের কথা। জয়েই বা কি, রাজ্যই বা কি, সুখেই বা কি ভোগেই বা কি একথাগুলি জ্ঞানীগণের ভাষায় সত্যি, কারণ জ্ঞানীগণ জগতের সকল কিছুকেই নশ্বর বলে ভেবে শোকমোহে মগ্ন হয় না। কিন্তু তুমি পণ্ডিতের মত কথা বলে মূর্খের ভাব দেখাচ্ছো, কারণ পণ্ডিতগণের কাছে জন্ম-মৃত্যু দুইই সমান, কোনটাই শোকের কারণ হয়না। জন্ম হলেই মৃত্যু, মৃত্যু হলেই জন্ম, সেজন্য তোমার এই শোকমোহ কেন? গীতায় এই শ্লোকে অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করে শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ দিয়েছেন তা সর্বকালের সর্বমানুষের

পক্ষেই প্রযোজ্য। আমরা অনেকেই পণ্ডিত্যের ভাষায় বহু কথা বলে থাকি কিন্তু ব্যবহারে নিজের মূর্খামি ধরা পড়ে। গীতার এই শ্লোকটিই বীজ স্বরূপ, প্রকৃতপক্ষে এখান থেকেই গীতার শুভারম্ভ। এই শ্লোকটিকে ভিত্তি করেই পরবর্তী অধ্যায়সমূহে গীতার সমস্ত রহস্য বর্ণিত হয়েছে।

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্।। ১২

১২। অহং (আমি) জাতু (কখনও) ন আসম্ (ছিলামনা) ত্বং ন [আসীঃ] (তুমিও ছিলেনা) ইমে জনাধিপাঃ (এই রাজাগণ) ণ [আসন] (ছিলেননা) [ইতি] নতু এব (এরকম নয়) অতঃপরংচ (এর পরেও) সর্ব্বেঃ বয়ম্ (আমরাসকলে) ন ভবিষ্যামঃ (থাকবোনা) [ইতি] ন এব (তেমনত নয়)।

হে অর্জ্জুন। আমি যে পূর্ব্বে ছিলামনা, নতুবা তুমি যে ছিলেনা ও রাজাগণও যে ছিলেননা এমন নয়। প্রকৃতার্থে আমি, তুমি ও এই রাজাগণ যে এর আগেও ছিলামনা ও পরেও যে থাকবোনা এমন নয়, আমরা সকলেই পূর্ব্বেও ছিলাম ও ভবিষ্যতেও থাকবো। ১২

জীব জন্ম-মৃত্যুহীন। জীবের দেহ ধ্বংস হলেও দেহী অর্থাৎ আত্মার ধ্বংস হয়না। আত্মা নিত্য, দেহ অনিত্য। এজন্য এ শ্লোকে অর্জ্জুনকে বলেছেন, নিত্য বস্তু পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে, পরেও থাকবে। অর্থাৎ আমি, তুমি ও রাজাগণ পূর্ব্বেও অন্যান্যরূপে ছিলাম, এখনও স্বতন্ত্ররূপে আছি, ভবিষ্যতেও অন্য এক রূপে থাকবো। মৃত্যুর অর্থ দেহের বিনাশ, আত্মা জন্ম-মৃত্যুহীন, এজন্য মৃত্যুর অর্থ হল দেহান্তর প্রাপ্তি। পরবর্ত্তী শ্লোকেও এই কথারই অভিব্যক্তি।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।। ১৩

১৩। যথা দেহিনঃ (দেহীর) অস্মিন্‌দেহে (এই দেহে) কৌমারং, যৌবনং, জরা, তথা (বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য অবস্থা) তথা (তদ্রূপ) দেহান্তর প্রাপ্তি (এক দেহ ছেড়ে অন্য দেহ গ্রহণ) তত্র (তাতে) ধীরঃ (জ্ঞানী ব্যক্তি) ন মুহ্যতি (মুগ্ধ হননা)।

জীবদেহ কালক্রমে বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে থাকে যেমন, তেমনি জন্ম মৃত্যুও জীবদেহের বিশেষ অবস্থা মাত্র। এজন্য জ্ঞানীগণ তাতে মুগ্ধ হননা। ১৩

আত্মা অবিনাশী। জ্ঞানীগণ মৃত্যুতে শোক করেননা কারণ মৃত্যুর অর্থ দেহান্তর প্রাপ্তি। যেভাবে একদেহে বাল্য, যৌবন, জরা অবস্থা প্রাপ্ত হয়, মৃত্যুও তদ্রূপ অবস্থান্তর প্রাপ্তি মাত্র।

আত্মার অবিনশ্বরতা ও দেহান্তর প্রাপ্তি সনাতন ধর্মের দুই মূলতত্ত্ব। সনাতন হিন্দু ধর্ম ছাড়াও বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মেও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসের কথা আছে। উক্ত ধর্মসমূহে পূর্বজন্মের সংস্কার বশত পুনর্জ্জন্মের স্বীকৃতি আছে। খ্রিষ্টান আদি ধর্মে কিন্তু আত্মার অবিনাশিতা স্বীকার করলেও পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করেনা। এ বিষয়ে আমাদের হিন্দুধর্মাবলম্বীদের বলার মত বিশেষ কিছু থাকলেও বিশ্বাসের ভিত্তির উপরেই যে ধর্মের মুল নীতি নির্ভর করে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। সেজন্য বিতর্কের অবতারণা না করে শুধু মাত্র বলা যায় যে, পুনর্জ্জন্ম স্বীকার না করলে পাপ, পূণ্যের, স্বর্গ ও নরকের কোনো বিশেষত্ব থাকেনা। মানুষ মাত্রেই অল্পবিস্তর পাপ পূণ্য করে থাকে। সেজন্য তাব অবশ্য স্বর্গ ও নরক প্রাপ্তি ঘটে। পূণ্য বা ভাল কামের ফল স্বর্গবাস আর নরক বা মন্দ কাজের ফল নরকবাস। কিন্তু হিন্দুধর্ম মতে এই স্বর্গ বা নরক বাসকেই জীবের চরম গতি বা প্রাপ্তি ধরা হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত জীবের মোক্ষ বা ভগবৎ প্রাপ্তি না ঘটে ততক্ষণ পর্যন্ত জীব জন্ম-মৃত্যু-চক্রে তার কর্ম ও বাসনা অনুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করে থাকে। (৮/১৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। হে অর্জ্জুন। আমাকে না পাওয়া পর্যন্ত ব্রহ্মালোক থেকেই জীবের পতন হয়ে থাকে। 'নামঘোষা' গ্রন্থে উল্লেখ আছে—

ব্রহ্মযোগীজন ব্রহ্মচিন্তে যদি হরির নাম নলয়।
সিও ভ্রষ্ট হইয়া সংসারত পরে, চারি বেদ হেন কয়।।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত।। ১৪

১৪। হে কৌন্তেয় (হে অর্জুন)। মাত্রাস্পর্শাঃ (ইন্দ্রিয়ের সংগে বিষয়েব সংযোগ রেখে) তু শীতোষ্ণ সুখদুঃখদাঃ (শীতোষ্ণাদি সুখ বা দুঃখের দ্বারা) আগমঅপায়িনঃ (উৎপত্তি বিনাশশীল) [অতএব] অনিত্যাঃ (অতএব) [হে ভারত] তান্‌তিতিক্ষস্ব (সেগুলি সহ্যকর)।

হে কৌন্তেয়। ইন্দ্রিয় বৃত্তিগণের সংগে বিষয়সকলের সংযোগেই শীত উষ্ণাদি সুখ-দুঃখের অনুভব হয়। এগুলি সবই উৎপত্তিনাশশীল ও অনিত্য। সেজন্য হে ভারত। দুঃখ না করে এগুলি ধীরভাবে সহ্য কর। ১৪

মাত্রাস্পর্শাঃ— ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়, সেগুলির স্পর্শ অর্থাৎ অনুভব, বিষয় সংস্পর্শজনিত সুখ-দুঃখ সকলই অনিত্য, আসে যায় চিরদিন থাকেনা। এরূপ সুখ-দুঃখকে সহ্য করা উচিত। অত্যধিক গরমে গরম লাগবেই এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় নেই। সেজন্য শীতোষ্ণ— সুখ-দুঃখ সমস্ত সহ্য করা উচিত। যেহেতু এটা দেহীর ধর্ম নয়, দেহের ধর্ম। সেইরকম স্বজন বিয়োগজনিত দুঃখ ও অনিত্য। এতে বিচলিত না হয়ে সহ্য করা কর্ত্তব্য।

তিতিক্ষা— শীতোষ্ণ, সুখ-দুঃখ, মান-অপমানাদি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা অমৃতত্ব লাভের সহায়ক।

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে।। ১৫

১৫। হে পুরুষর্ষভ। (পুরুষ শ্রেষ্ঠ) এতে (এই) সমদুঃখসুখং (দুঃখ সুখে সমান জ্ঞান বিশিষ্ট) যং ধীরং পুরুষং (যিনি স্থির বুদ্ধি পুরুষকে) নব্যথয়ন্তি (ব্যথিক করেনা) সঃ (তিনি) অমৃতত্বায় কল্পতে (মোক্ষ লাভের অধিকারী হন)।

হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। যে স্থির বুদ্ধি পুরুষের সুখে-দুঃখে সমান জ্ঞান, ইন্দ্রিয় বিষয় স্পর্শ যাকে ব্যথিত বা অস্থির করতে পারেনা, তিনি ধর্মজ্ঞানের সংগে মোক্ষলাভেরো অধিকারী হন। অর্থাৎ মৃত্যুকে জয় করতে সমর্থ হন। ১৫

বিষয়ের স্পর্শ নানাবিধ সুখ-দুঃখের কারণ। সংসারে থেকে একে ত্যাগ করাও অসম্ভব, ফলে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কি ভাবে সম্ভব? আসক্তিই সুখ-দুঃখের কারণ। আসক্তি ত্যাগ হলে প্রকৃত শান্তি আসে মনে। গীতায় মূল তত্ত্ব সংসার,

বিষয় ও কর্ম ত্যাগ নয়, আসক্তি ত্যাগ মাত্র। একেই বলা হয়— অনাসক্তি।

অমৃতত্ত্ব— মোক্ষ; জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে নিষ্কৃতি লাভ, আত্মা দেহ থেকে পৃথক এই জ্ঞান লাভই অমৃতত্ব লাভ। অদ্বয়-তত্ত্ব-ব্রহ্ম, সাধকের ভাব বৈশিষ্ট্য হেতু ত্রিবিধভাবে প্রকাশিত; সাধক দেহ চৈতন্যে, ঊর্দ্ধে উঠে ব্রহ্ম চৈতন্যে অবস্থানকালে অমৃ-তত্ব লাভ করেন। অনিত্য বস্তুতে আসক্তি হেতু আত্মার অদ্বয় আনন্দ অজ্ঞানদ্বারা আচ্ছন্ন থাকে এই হল মৃত্যু; অজ্ঞান কেটে গেলেই আত্মার আনন্দ স্বরূপ প্রকাশিত হয়, যাকে ব্রহ্মানন্দ বলে।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।। ১৬

১৬। অসতঃ (অসৎ বস্তুক) ভাবঃ (অস্তিত্ব) ন বিদ্যতে (নেই) সতঃ (সৎ বস্তুর) অভাবঃ (বিনাশ) ন বিদ্যতে (নেই) তত্ত্বদর্শিভিঃতু (কিন্তু তত্ত্বদর্শীগণের দ্বারা) অনয়োঃ উভয়োঃ অপি (এই উভয়েরই) অন্তঃ দৃষ্টঃ (চরমদর্শন হয়েছে)।

অনিত্য বস্তুর অস্তিত্ব নেই, নিত্য বস্তুর বিনাশ নেই; তত্ত্বদর্শীগণ এই উভয়েরই পরিণাম দেখেছেন অর্থাৎ স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন। সৎ ও অসৎ উভয়েরই চরম দর্শন করেছেন। ১৬

অস্ ধাতু থেকে সৎ শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। অস্ ধাতুর অর্থ থাকা। বস্ ধাতু অস্ প্রত্যয় করে বস্তুতত্ব সাধন হয়। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান এই তিনকালে যার অস্তিত্ব বর্তমান সেই বস্তু, একে নিত্য ও সৎ বলে। যে বস্তু থাকেনা আসে আর যায় তা অবস্তু, অসৎ অর্থাৎ অনিত্য। আত্মা সৎ অর্থাৎ নিত্য, জগৎ প্রপঞ্চদেহাদি ও তার সংস্পর্শ সুখ-দুঃখাদি অসৎ, সেজন্য জীবের সুখ-দুঃখ ও দেহের স্থায়িত্ব বা অস্তিত্ব নেই।

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি।। ১৭

১৭। যেন (যারদ্বারা) ইদং সর্ব্বং (এই সমস্ত) ততং (ব্যাপ্ত) তৎ তু এব (তাকেই) অবিনাশী (বিনাশরহিত) বিদ্ধি (জানবে) কশ্চিৎ (কেউই) অস্যঅব্যয়স্য (এই অব্যয় স্বরূপের) বিনাশং কর্ত্তুংনে অর্হতি (বিনাশ করতে পারেনা)।

অব্যয়— বৃদ্ধি ও ক্ষয়হীন, যা সর্বদা এক রূপে থাকে।

যিনি সমস্ত জগতে সত্তারূপে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, তাকেই অবিনাশী ও অব্যয় বলে জানবে। কেউই এই অক্ষয় আত্মার বিনাশ করতে সমর্থ হয় না। ১৭

জীব, জগৎ, ব্রহ্ম এ তিনটি তত্ত্ব। অদ্বৈতবাদমতে জীবজগৎ মিথ্যা; একমাত্র ব্রহ্ম সত্য যেমন— দড়িতে সাপের ভুলধারণা, ঝিনুকে রূপোর ভুল ধারণা। অদ্বৈতবাদীগণ জীবজগৎ ব্রহ্মের বিকারের পরিণাম বলে মনে করেন। জীবজগৎ প্রকৃতার্থে অসৎ বস্তু, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু। জীব ও জগৎ বলে যে বস্তুর জ্ঞান হচ্ছে তা অলিক, ভ্রম, স্বপ্ন ও প্রতিবিম্ববৎ, প্রতীয়মান মিথ্যা। কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মতে জীব ও জগৎ ব্রহ্মের শরীর; ব্রহ্ম পরম সত্য। জীবজগৎ নশ্বর হলেও পারমার্থিক হিসাবে এর সত্যতা আছে। জীবজগৎ ব্রহ্মের মায়ায় সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু ব্রহ্মকে মায়া কিছুই করতে পারেনা। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মতে জীবজগতের পরিণাম ব্রহ্ম হলেও জীবজগৎ থেকে ব্রহ্ম স্বতন্ত্র তত্ত্ব। নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ জ্ঞানমার্গ ভক্তির অনুকূল নয় বরং ভক্তির অন্তরায়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অথবা দ্বৈতবাদ ভক্তির অনুকূল বলে ভক্তিবাদীগণ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ কিংবা দ্বৈতবাদকেই পছন্দ করেন। সবিশেষ অদ্বৈতবাদ ভক্তির অন্তরায় নয়। মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব-এ সবিশেষ অদ্বৈতবাদের ভিত্তির উপরেই ভগবৎ ধর্ম প্রবর্ত্তন করেছিলেন।

অন্তবন্ত ইর্হমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনামিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্য স্বভারত।। ১৮

১৮। নিত্যস্য (নিত্য, বিকারহীন) অনাশিনঃ (অবিনাশী) অপ্রমেয়স্য (অসীম) শরীরিণঃ (আত্মার) ইমে দেহা (এইসকলদেহ) অন্তবন্তঃ (বিনাশশীল) উক্তাং (কথিত হয়েছে) হে ভারত। তস্মাৎ যুধ্যস্ব (হে ভারত। সেজন্য যুদ্ধ কর)।

দেহী (আত্মা) নিত্য, অবিনাশী ও অপ্রমেয় কিংবা স্বপ্রকাশ; দেহ সকলকে বিনাশশীল মনে করে হে ভারত। কাতরতা ত্যাগ করে যুদ্ধ কর। ১৮

শরীরকে আশ্রয় করে বলে— আত্মাকে দেহী বা শরীরী বলে। প্রকৃতার্থে আত্মার দেহ কিংবা শরীর নেই। আত্মা বা শরীরী চৈতন্যস্বরূপ। অপ্রমেয় প্রমাণের দ্বারা যার উপলব্ধি হয়না অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা যার প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করা যায়না। একমাত্র ভগবানে একান্ত শরণাগত হয়ে গুরুমুখে শাস্ত্রসাধন উপদেশ

দ্বারা কদাচিৎ উপলব্ধি হতে পারে।

আমি না থাকলে প্রমাণের দ্বারা কে নির্ণয় করবে? এই 'আমি'ই ত আত্মা। সেজন্য আত্মা প্রমাতা, প্রমেয় নন। যা সকল জ্ঞানের উৎস তাকে কোন জ্ঞানে জানবে?

যঃএনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে।। ১৯

১৯। যঃ (যিনি) এনং (একে-আত্মাকে) হন্তারং (হত্যাকারী) বেত্তি (জানে) যঃ চ (এবং যিনি) এনং হতং মন্যতে (একে হত বলে মনে করে) তৌ উভৌ (তারা উভয়েই) ন বিজানীতঃ (জানেনা) অয়ং (এই আত্মা) ন হন্তি (হত্যা করেনা) ন হন্যতে (হতও হয়না)।

আত্মা হনন বা বধ করে বলে যিনি মনে করেন এবং আত্মা বধ হয় এমন যার বিশ্বাস এরা দুজনেই অজ্ঞান। কারণ, আত্মা কাউকে হত্যাও করেননা ও কারোদ্বারা হতও হননা। যিনি আত্মাকে হত্যাকারী বলে জানেন ও হত বলে ভাবেন এরা উভয়েই আত্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ। এই আত্মা হন্তাও নন, হতও নন। ১৯

নজায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ—
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।। ২০

২০। অয়ং (এ আত্মা) কদাচিৎ ন জায়তে (কখনও জন্ম গ্রহণ করেন না) বা ম্রিয়তে (বা মরেন না) ভূত্বা বা পুনঃ ন ভবিতা (জন্মে পুনরায় মরেনা-বর্ত্তমান থাকেন) অয়ং অজঃ (জন্মরহিত) নিত্যঃ (সর্বদা একরূপ) শাশ্বত (বিকার শূন্য) [এবং] পুরাণঃ (অপরিণামী) শরীরে হন্যমানে (শরীর নষ্ট হলেও) [অয়ং] ন হন্যতে (নষ্ট হয়না)।

এই আত্মা কখনও জন্মগ্রহণ করেননা ও মৃত্যুমুখেও পতিত হননা। আত্মা বারে বারে অস্তিত্ব লাভও করেননা। অর্থাৎ আত্মা সৎরূপে সর্বদা বর্ত্তমান।

ইনি জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত ও অপরিণামী। শরীর ধ্বংস হলেও আত্মার বিনাশ নেই বা হয়না। ২০

আত্মা বিকারশূন্য অর্থাৎ জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ এই প্রকার-বিকার রহিত। এজন্য আত্মায় কখনও কর্তৃত্ব বা কর্মত্ব আরোপিত হয়না।

বিপরিনাম— পরিবর্তনশীল, বিপরীত পরিণামপ্রাপ্ত, অপক্ষয়— ক্ষয়শীল।

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তিকম্।। ২১

২১। য এনম্ (যিনি এই আত্মাকে) অবিনাশিনং (অবিনাশী) নিত্য, অজং, অব্যয়ং বেদ (নিত্য, অজ, অব্যয় বলে জানেন) হে পার্থ! সঃ পুরুষঃ (সে ব্যক্তি), কথং (কিভাবে) কং (কাকে) ঘাতয়তি (বধ করান) বা কং হন্তি (নতুবা কাকে বধ করেন)।

হে পার্থ! যিনি আত্মাকে অবিনাশী, নিত্য, জন্মহীন ও অব্যয় বলে জানেন, তিনি কিভাবে কাকে হত্যা করান ও হত্যা করেন? ২১

অজ্ঞানবশতঃ যারা আত্মাকে স্বতন্ত্র কর্তা বলে ভাবেন তারা সত্যিই অজ্ঞ। যিনি অহং বুদ্ধি ও মমতাশূন্য, নির্লিপ্ত বুদ্ধিযুক্ত এরূপ ব্যক্তি কাউকে হত্যা করেও হত্যা পাপে লিপ্ত হননা; তিনি যেহেতু নির্লিপ্ত বুদ্ধি ও অহং মমতাদিশূন্য, সেজন্য কাউকে হত্যা করলেও হত্যা করা হয়না।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি
সংযাতি নবানি দেহী।। ২২

২২। যথা নরঃ (মানুষ যেভাবে) জীর্ণানি বাসাংসি (পুরান কাপড়গুলি) বিহায় (ফেলে দিয়ে) অন্যানি নবানি (অন্য নতুন কাপড়গুলি) গৃহ্ণাতি (গ্রহণ করে) তথা দেহী (আত্মা) জীর্ণানি শরীরাণি (পুরান দেহগুলি) বিহায় (ফেলেদিয়ে)

অন্যানি নবানি (অন্য নতুন) [শরীর] সংযাতি (প্রাপ্ত হয়)।

মানুষ যেভাবে পুরান কাপড় ফেলেদিয়ে নতুন কাপড় নেয়— ঠিক তেমনি আত্মাও পুরান দেহ ফেলেদিয়ে নতুন দেহ নেয়। ২২

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।। ২৩

২৩। শস্ত্রাণি (অস্ত্রগুলি) এনং (এই আত্মাকে) ন ছিন্দন্তি (বিচ্ছিন্ন, টুকবো টুকবো করতে পারেনা) পাবকঃ (আগুনে) এনং ন দহতি (একে পুড়াতে পাবেনা) আপঃ (জলেও) এনং ন ক্লেদয়ন্তি (একে ভিজায়না) মারুতঃ (বাতাসেও) [এনং] ন শোষয়তি (শুকোতে পারেনা)।

অস্ত্র দ্বাবা একে বিচ্ছিন্ন কবা যায়না, আগুণ দিয়ে পোড়ানো যায় না, জলদ্বাবা ভেজানো যায়না ও বাতাস দ্বাবা একে শুকনো করাও যায় না। ২৩

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থানুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।। ২৪

২৪। অয়ম্ (এ আত্মা) অচ্ছেদ্যঃ) (কাটা যায়না) অদাহ্য (পোড়েনা) অক্লেদ্যঃ (ভিজাতে পারেনা) অশোষ্য (শুকায়না) সর্ব্বগত (সর্ব্বব্যাপী) স্থাণু (স্থির স্বভাব) অচলঃ (গতিহীন) সনাতনঃ (চিরন্তন) অব্যক্তঃ (ইন্দ্রিয়াদির অগোচর) উচ্যতে (উক্ত হয়)। অচিন্ত্যঃ (চিন্তার অতীত) অবিকার্য্যঃ (সর্বপ্রকার বিকারহীন)।

এই আত্মাকে কাটা যায় না, পোড়ানো যায়না, ভিজানো যায়না, শুকানো যায়না। এ আত্মা নিত্য, সর্বব্যাপী, স্থির, অচল, এবং সনাতন।

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি।। ২৫

২৫। অব্যক্ত (ইন্দ্রিয়াদির অগোচর) অচিন্ত্য (ধারণাতীত) অবিকার্য্য (সকল প্রকার বিকার রহিত) তস্মাৎ (এজন্য) এনং (এই আত্মাকে) এবং (এই প্রকার) বিদিত্বা (জেনে) অনুশোচিতুং ন অর্হসি (শোক করা উচিত নয়)। আত্মা সুব্যক্তি (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর) অচিন্ত্য (চিন্তারও অগোচর) সুতরাং আত্মাকে এরূপ

জেনে তোমার শোক করা উচিত নয়। ২৫

জীব ব্রহ্মসত্বায় সত্বাবান, জীব চিদ্ অনু যেমন জলবিন্দু, মহাসমুদ্র। সত্বায় জলবিন্দু ও মহাসমুদ্র দুইই জল কিন্তু মহাসমুদ্র অগাধ অসীম জলরাশি এবং জলবিন্দু তার সামান্য কণিকা মাত্র। এরকম জীবও সর্বশক্তিমান ভগবানের অংশ মাত্র। এভাবে জীবকে জেনে তোমার তার জন্য শোক করা উচিত নয়।

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি।। ২৬

২৬। অথচ (আর যদি) এনং (এ আত্মাকে) নিত্যজাতং (নিত্য জন্মশীল) নিত্যং বা মৃতং (নিত্য মরণশীল) মন্যসে (মনেকর) হে মহাবাহো। তথাপি ত্বং (তুমি) এবং শোচিতুং (এভাবে শোক করা) ন অর্হসি (উচিত নয়)।

আর যদি এই আত্মাকে নিত্য জন্মশীল ও নিত্য মরণশীল,— দেহের জন্ম-মৃত্যুর সংগে সংগে আত্মারও জন্ম মৃত্যু হয় বলে মনে কর তথাপি হে মহাবাহো তোমার শোক করা উচিত নয়। ২৬

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি। ২৭

২৭। হি (যেহেতু) জাতস্য (জাতব্যক্তির) মৃত্যুঃ ধ্রুবঃ (মৃত্যুনিশ্চিত) মৃতস্য চ (মৃত ব্যক্তিরো) জন্ম ধ্রুবং (জন্মনিশ্চিত) তস্মাৎ (সেজন্য) অপরিহার্য্যে (অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে) ত্বং (তুমি) শোচিতুং ন অর্হসি (শোক করা উচিত নয়)।

যে জন্ম গ্রহণ করে তার মৃত্যু নিশ্চিত, যে মরে তার জন্মও নিশ্চিত; সেজন্য অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে তোমার শোক করা উচিত নয়। ২৭

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা।। ২৮

২৮। ভূতানি (জীবগণ) অব্যক্তাদীনি (আদিতে অব্যক্ত) ব্যক্তমধ্যানি (মধ্যে ব্যক্ত) অব্যক্ত নিধনানি (বিনাশান্তে অব্যক্ত) তত্রকা পরিবেদনা (তারজন্য শোক বিলাপ কি?) হে ভারত। জীবগণ আদিতে অব্যক্ত ছিল, মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে

এবং বিনাশের শেষেও অব্যক্ত অবস্থাই পাবে, তার জন্য শোক করার কি আছে? ২৮

অব্যক্ত শব্দের বিভিন্ন অর্থানুসারে এই শ্লোকের দু রকম্ অর্থ করা হয়েছে। শঙ্করাচার্য বলেন— অব্যক্তমদর্শণমনুপলব্ধির্যেষাং অর্থাৎ যাদের দর্শণ বা উপলব্ধি নেই। এইমতে 'অব্যক্ত' অর্থ চক্ষুর গোচরাতীত, অজ্ঞাত। যারা জন্মের পূর্বে অজ্ঞাত ছিল, মধ্যে অল্প সময়ের জন্য জ্ঞাত হয়েছে, বিনাশান্তে পুনরায় অজ্ঞাত হবে, তাদের জন্য শোক কিসের?

শ্রীধরস্বামী বলেন— "অব্যক্তম্ প্রধানম্" অর্থাৎ জগতের নির্বিশেষ তত্ত্বের মূল উপাদানের নাম প্রকৃতি বা প্রধান, এর অপর নাম অব্যক্ত। সৃষ্টির আগেও জগত অব্যক্ত অবস্থায় প্রকৃতিতে লীন ছিল। সৃষ্টিকালে নাম উপাধি প্রাপ্ত হয়ে ব্যক্ত হয়েছিল। সৃষ্টির অবসানে পুনরায় প্রকৃতিতেই লীন হবে। এইহলো পাঞ্চভৌতিক দেহাদির পরিণাম। এরজন্য আবার শোক-মোহ কি?

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্য্যবদ্
বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং
বেদ ন চৈব কশ্চিৎ।। ২৯

২৯। কশ্চিৎ (কেহই) এনম্ (এই আত্মাকে) আশ্চর্য্যবৎপশ্যতি (আশ্চর্য দেখেন) তথৈব চ (সেরকম) অন্যঃ (অন্যকেউ) আশ্চর্য্যবৎ বদতি (আশ্চর্যের মত বলেন) অন্যঃ চ (আবার অন্য কেউ) এনম্ (একে) আশ্চর্য্যবৎ শৃণোতি (আশ্চর্য যেন শুনে) কশ্চিৎ চ (এবং অন্য কেউ) শ্রুত্বা অপি এব (শুনেও) এনং ন বেদ (জানতে পারেনা)।

কেহই এই আত্মাকে আশ্চর্যের মত দেখেন, আবার কেউ বা এই আত্মাকে আশ্চর্য রূপে বর্ণনা করেন, আবার কেউ এই আত্মাকে আশ্চর্য রূপে শ্রবণ করেন, কেউ বা আবার শ্রবণ করেও এই আত্মাকে জানতে পারেন না। ২৯

আত্মাতত্ত্ব অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়, অচিন্ত্য বিষয় বলেই নানারকম মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। এই শ্লোকে আত্মাকে আশ্চর্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বেদান্তাদি

শাস্ত্রসমূহে যে ভাবে আত্মার স্বরূপের বর্ণনা আছে তা পাঠ করলে আত্মা কি রূপ আশ্চর্যবৎ' বলে অনুভূত, উপদেশের বিষয়ীভূত বা শ্রুত হন তা বুঝা যায়। যেমন– "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" আত্মা অনু অপেক্ষাও অনু, এবং মহানের চেয়েও মহান্।" অন্যত্র আছে– অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রা ধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ– "আত্মা ধর্ম থেকে পৃথক, অধর্ম থেকেও পৃথক। কার্য থেকেও পৃথক, কারণ থেকেও পৃথক, অতীত থেকেও এ ভিন্ন, ভবিষ্যত থেকেও ভিন্ন।

"ন সৎ ন চাসৎ শিব এব কেবলঃ"– তিনি সৎও নন, অসৎও নন, কেবল শিব। এই আত্মা অচিন্ত্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির অগোচর বিষয় বলেই অদ্বৈত, দ্বৈত নানারকমের মতভেদের কারণ হয়েছে।

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।। ৩০

৩০। হে ভারত! অয়ং দেহী সর্ব্বস্য দেহে (এই আত্মা সকল শরীরে) নিত্যং অবধ্যঃ (অবিনাশী) তস্মাৎ (সেজন্য) ত্বং (তুমি) সর্ব্বাণি ভূতানি (কোন প্রাণীর জন্যই) শোচিতুং (শোক করা) ন অর্হসি (উচিত নয়)।

হে ভারত। সকল জীবেই এই বিনাশ রহিত আত্মা অবস্থান করছে; এজন্য কোনো জীবের দেহাবসানে তোমার শোক করা উচিত নয়। ৩০

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে।। ৩১

৩১। স্বধর্ম্মম্অপি চ অবেক্ষ (স্বধর্মের দিকে দৃষ্টি রেখেও) [তুমি] বিকম্পিতুম্ (ভয়ে কাঁপা) ন অর্হতি (উচিত নয়) হি (যেহেতু) ধর্ম্ম্যাৎ যুদ্ধাৎ (ধর্ম্মযুদ্ধ অপেক্ষা) ক্ষত্রিয়স্য (ক্ষত্রিয়ের) অন্যৎশ্রেয়ঃ (আর কিছু শ্রেয়) ন বিদ্যতে (নেই)।

স্বধর্মের কথা মনে রেখেও তোমার ভয়ে কাঁপা উচিত নয়। কারণ ধর্ম্মযুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয়ঃ আর কিছুই নেই। ৩১

স্বধর্ম অর্থাৎ নিজের ধর্ম। অর্জুন ক্ষত্রিয় তার পক্ষে স্বধর্ম যুদ্ধ ব্যবসা। দুরকম যুদ্ধ আছে, স্বধর্ম যুদ্ধ ও অধর্ম যুদ্ধ। পরের জিনিষ চুরি করে অর্থাৎ

আবেশ পূর্ব্বক পরের ধন অপহরণের জন্য যে যুদ্ধ তা অধর্ম যুদ্ধ। কিন্তু ধর্ম্ম রক্ষা করে আত্মরক্ষা, সমাজ রক্ষা, স্বদেশ রক্ষা ও প্রজা রক্ষার জন্য যে যুদ্ধ তাকেই ধর্ম্মযুদ্ধ বলে। এরকম ধর্মযুদ্ধে ক্ষত্রিয়ের মুখ ফিরিয়ে থাকা পরম অধর্ম, এটাই শাস্ত্রের অনুশাসন। যেমন,– "ন নিবর্ত্তেত সংগ্রামাৎ ক্ষাত্রং ধর্ম্মমনুস্মরণ্"- (মনুসংহিতা)।

মনুসংহিতা– স্মার্তমুনি মনু প্রণীত মানবজাতির অবশ্য পালনীয় আচার আচরণ সংক্রান্ত গ্রন্থ বিশেষ।

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃত্তম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তেযুদ্ধমিদৃশম্।। ৩২

৩২। হে পার্থ! যদৃচ্ছয়া চ উপপন্নং (না চাইতেই উপস্থিত) অপাবৃতম্ স্বর্গদ্বারম্ ইব (মুক্ত স্বর্গদ্বার স্বরূপ) ঈদৃশং যুদ্ধ (এরকম যুদ্ধ) সুখিনঃ (ভাগ্যবান) ক্ষত্রিয়াঃ (ক্ষত্রিয়গণ) লভন্তে (লাভ করেন)।

হে পার্থ! এই যুদ্ধ না চাইতেই এসে উপস্থিত হয়েছে, এইযুদ্ধ তাই মুক্তস্বর্গদ্বার স্বরূপ, ভাগ্যবান ক্ষত্রিয় বীরেরাই এরকম যুদ্ধে ব্রতী হয়ে থাকেন। ৩২

অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্মং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিং চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি।। ৩৩

৩৩। অথ চেৎ (আর যদি) ত্বম্ (তুমি) ইদং ধর্ম্মং সংগ্রামং (এই ধর্মযুদ্ধ) ন করিষ্যসি (না কর) ততঃ (তবে) স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিংচ হিত্বা (স্বধর্ম ও কীর্ত্তি ত্যাগ করে) পাপম্ অবাপ্স্যসি (পাপযুক্ত হবে)।

আর যদি তুমি এই ধর্মযুদ্ধ না কর, তবে স্বধর্ম ও কীর্ত্তি পরিত্যাগের জন্য পাপযুক্ত হবে। ৩৩

অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেহব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চা কীর্ত্তির্মরণাদতি রিচ্যতে।। ৩৪

৩৪। অপিচ (আরোও দেখ) ভূতানি (সবলোকে) তে (তোমার) অব্যয়াম্ (চিরস্থায়ী) অকীর্ত্তিং (কুযশ) কথয়িষ্যন্তি (ঘোষণা করবে) সম্ভাবিতস্য (সম্মানিত,

প্রতিষ্ঠাবান পুরুষের) অকীর্ত্তিঃ মরণাৎ চ (অকীর্ত্তি মরণের চেয়েও) অতিরিচ্যতে (অধিক হয়ে থাকে)।

আরোও দেখ, সকল লোকে চিরকাল তোমার অকীর্ত্তি ঘোষণা করে থাকবে। সম্মানিত পুরুষের পক্ষে অকীর্ত্তি মৃত্যুর চেয়েও অধিক। ৩৪

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্।। ৩৫

৩৫। মহারথাঃ চ (মহারথীগণও) ত্বাং ভয়াৎ (তোমাকে ভয় করে) রণাৎ (যুদ্ধথেকে) উপরতং (নিবৃত্ত) মংস্যন্তে (মনে করবেন) ত্বং যেষাং (তুমি যাদের) বহুমতঃ (সম্মানিত) ভূত্বা চ (হয়েও) (ইদানীং) লাঘবং (লঘুতা) যাস্যসি (পাবে)।

যেসকল মহারথীগণ তোমাকে বহু সম্মান করে থাকেন তারাও তোমাকে লঘু জ্ঞান করবেন, কারণ তুমি যুদ্ধ পরিত্যাগ করলেই তাঁরা ভাববেন যে তুমি ভয়বশতই যুদ্ধ করা থেকে বিরত হয়েছ। ৩৫

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্।। ৩৬

৩৬। তব অহিতাঃ চ (তোমার শত্রুগণও) তব সামর্থ্যং নিন্দন্তঃ (তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করে) বহূন্ অবাচ্যবাদান (বহুত খারাপ কথা) বদিষ্যন্তি (বলবে) ততঃ (তার চেয়েও) দুঃখতরং (অধিক দুঃখ কর) কিংনু (আর কি আছে?)।

তোমার শত্রুগণও তোমার ক্ষমতার নিন্দা করে বহু খারাপ কথা বলবে; এর চেয়ে অধিক দুঃখের কথা আর কি হতে পারে? ৩৬

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ।। ৩৭

৩৭। হে কৌন্তেয়! (কুন্তীপুত্র) হতঃ বা (হত হলে) স্বর্গং প্রাপ্স্যসি (স্বর্গবাসী হবে) জিত্বা বা (জয়লাভ করলে) মহীং (পৃথিবী) ভোক্ষ্যসে (ভোগ করবে) তস্মাৎ (সেজন্য) যুদ্ধায় (যুদ্ধের জন্য) কৃতনিশ্চয়ঃসন্ (কৃতনিশ্চয় হয়ে) উত্তিষ্ঠ (উঠ)।

হে কৌন্তেয়! যদি এই যুদ্ধে তোমার মৃত্যু হয় তবুও তুমি স্বর্গবাসী হবে আর যদি জয়লাভ করতে পার তবে সসাগরা পৃথিবীর প্রভুত্ব পাবে। অতএব যুদ্ধ করতে দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ হয়ে উঠে দাঁড়াও। ৩৭

ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধে জয়-পরাজয়ে দুয়েতেই লাভ। যুদ্ধে জয়ী হলে মহীপতি হয়ে সাম্রাজ্য ভোগ করেন ও পরাজয় হলে ক্ষত্রিয় সম্মুখ সমরে মৃত্যু বরণের জন্য স্বর্গাদি প্রাপ্ত হন। এজন্য হে অর্জ্জুন! শোক করা উচিত নয়। উঠ, যুদ্ধ করার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে প্রস্তুত হও।

এই অধ্যায়ের ৩১ শ্লোক থেকে ৩৬ শ্লোক পর্যন্ত লৌকিক উপদেশের কথা বলা হয়েছে। বিজ্ঞ লোকেরা, 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়।' ৪/২১-২৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

সুখ-দুঃখে সমেকৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি।। ৩৮

৩৮। সুখ-দুঃখে (সুখ ও দুঃখে) সমেকৃত্বা (সমান জ্ঞান) লাভালাভৌ (লাভক্ষতিতে) জয়াজয়ৌ (জয় ও পরাজয়ে) [সমৌকৃত্বা] যুদ্ধায় (যুদ্ধের জন্য) যুজ্যস্ব (নিযুক্ত হও) এবং (এইরকম) পাপং ন অবাপ্স্যসি (পাপের ভাগী হবেনা)।

হে অর্জ্জুন! সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয়কে সমান জ্ঞান করে যুদ্ধ করতে প্রবৃত্ত হও। এরকম করলে তুমি পাপের ভাগী হবেনা। ৩৮

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি।। ৩৯

৩৯। হে পার্থ! সাংখ্যে (আত্মতত্ত্ব বিষয়ে) এষা বুদ্ধি (এই জ্ঞান) তে অভিহিতা (তোমাকে বললাম) যোগেতু (কর্মযোগ বিষয়ে) ইমাং শৃণু (এই জ্ঞান শ্রবণ কর) যয়া বুদ্ধা যুক্তঃ [সন্] (এ জ্ঞান লাভ হলে) কর্ম্মবন্ধনং (কর্মবন্ধন) প্রহাস্য সি (ত্যাগ করতে পারবে)।

হে পার্থ! তোমাকে এতক্ষণ আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের উপদেশ দিলাম; এখন কর্ম্মযোগের বিষয়ে যা বলি শোন। এ জ্ঞান লাভ করলে তুমি কর্মবন্ধন ত্যাগ করতে পারবে। ৩৯

সাংখ্য শব্দের অর্থ তত্ত্বজ্ঞান। প্রাচীন কাল থেকেই সনাতন ধর্মের জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি ও যোগ এই চার প্রকার সাধনার কথা পাওয়া যায়। কিন্তু কলিযুগের জন্য একমাত্র ভক্তিযোগই শ্রেয়ঃ। এজন্য অর্জ্জুনকে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিলেও কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের মধ্যদিয়ে লোক সংগ্রহার্থে কর্ম করতে উপদেশ দিয়েছেন। শ্রীভগবান প্রথমে অর্জ্জুনের শোক-মোহ দূর করতে আত্মার অবিনাশিতা, দেহের নশ্বরতা, সুখদুঃখে অনাত্মধর্মিতা প্রভৃতি অনেক কথা বলেছেন। সাংখ্যযোগের উপদেশ দিয়ে তৃতীয় অধ্যায়ে কর্মযোগের উপদেশ দেওয়া শুরু করেছেন। সাংখ্যোক্ত জ্ঞান নাহলে কর্ত্তৃত্বাভিমান নতুবা ফলাকাঙ্খা, কর্মযোগীকে কর্মফল ভোগের ও কর্ত্তৃত্বাভিমান পাশে আবদ্ধ করে। এজন্য সাংখ্য যোগে কর্মযোগীর যে যে বিষয়ে জানার আছে তা জেনে নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কলিযুগ— পুরাণোক্ত চতুর্থ বা শেষ যুগ, লোক সংগ্রহার্থে— জীবের সেবায় সাংখ্য— যে জ্ঞান দ্বারা বস্তুতত্ত্ব সম্যক প্রকাশিত হয় তা সাংখ্য (সম্যক) জ্ঞান, এতে প্রকাশিত আত্মতত্ত্ব সাংখ্য। গীতায় যোগ ও সাংখ্য শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কর্মবন্ধন— ফল ত্যাগ করে সিদ্ধি ও অসিদ্ধি সমজ্ঞান করে কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করে কাজ করতে পারলে কর্মে বন্ধন হয়না।

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমাপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।। ৪০

৪০। ইহ (এই নিষ্কাম যোগে) অভিক্রমনাশঃ (আরম্ভ করলে বিফলতা) ন অস্তি (নেই) প্রত্যবায়ঃ ন বিদ্যতে (পাপও হয়না) অস্য ধর্ম্মস্য (এই ধর্মের) স্বল্পমপি (অতিঅল্পও) মহৎ ভয়াৎ (মহা ভয় থেকে) ত্রায়তে (রক্ষা করে)।

এই নিষ্কাম কর্মযোগের ফল বিফল হয়না। এর বিঘ্ন নেই, এর সামান্য অনুষ্ঠান করলেও অনুষ্ঠানকারীকে সংসার মহাভয় থেকে পরিত্রাণ করেন।

জীবের কর্ম অনুযায়ী ফল ভোগ করতেই হবে। পুণ্য কর্মের ফল স্বর্গাদি ভোগ ও পাপকর্মের ফল নরক ভোগ। এই শুভাশুভ কর্মফল ত্যাগ করতে না পারলে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়না। কর্মফল ভোগের জন্যই

জীবে সংসার সাগরে বারে বারে জন্ম-মৃত্যু অবস্থা ধারণ করে থাকে।

তাই শ্রীভগবান ভক্ত অর্জ্জুনকে নিষ্কাম কর্মযোগের উপদেশ দিয়েছেন। জীবের পক্ষে কর্ম বন্ধনের কারণ নয়, কর্মফল ও কর্ত্তৃত্বাভিমানই শুধু বন্ধনের কারণ। সেইজন্য গীতা কর্ত্তৃত্বাভিমান ও কর্মফল ত্যাগ করে সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমজ্ঞান করে কর্ম করে যেতে উপদেশ দিয়েছেন। গীতার ৫/৯, ১২; ১৮/১৭ শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য। কামনামূলক যাগযজ্ঞ, ব্রত-তপস্যাদি যদি আরম্ভ করে সু-সম্পন্ন করা নাযায় তবে সেকাজ সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়। বিশেষতঃ এই কর্ম করতে কোনো ত্রুটি কিংবা অঙ্গহানি হলে পাপেরই ভাগী হতে হয়। নিষ্কাম কর্মে কিন্তু এরূপ কোনো পাপের আশঙ্কা নেই। যে ব্যক্তি সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম স্বার্থাভিসন্ধি ও কামনা ত্যাগ করে সম্পূর্ণ করতে সর্বদা চেষ্টা করেন, যিনি মনে মনে ভাবেন যে কর্ম ও ফলাফল ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, এভাবে কর্ম ও কর্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করে যদি একান্তভাবে ঈশ্বরের আশ্রয় নেন, তবে তার চিত্ত স্বভাবতই ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হবে। আর বুদ্ধি ধীরে ধীরে শুদ্ধ হয়ে নিষ্কাম হয়ে, এক জন্মে নাহলেও জন্মান্তরে তার সিদ্ধি ঘটবেই। (৬৪০-৪৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য) এজন্য বলা হয়েছে যে এরূপ নিষ্কামকর্ম সামান্য মাত্র আচরণ করলেও মানুষ মহাভয় থেকে পরিত্রাণ পাবেই। মুক্তিকামী সাধকের প্রধান প্রতিবন্ধক কামনা। এ কামনাকে যিনি খর্ব করতে সচেষ্ট হন ও এর জন্য যার বুদ্ধি, বহির্মুখতা ত্যাগ করে ধীরে ধীরে ঈশ্বরমুখী হয় এরূপ ব্যক্তির কোনো ভয়ের কারণ থাকেনা। এই কর্মযোগই এরূপ ব্যক্তির সমস্ত ভয় দূর করে। কিন্তু কামনা-কলুষিত চিত্ত কর্মীর মন কোনোরকমেই ভগবানে একনিষ্ঠ হতে পারেনা। চঞ্চল বাসনা চিত্তকে চতুর্দিক থেকে ধাবিত করে তাকে ক্রমশঃ অধঃপতিত করে। পরের শ্লোকটিতেও এই কথাই বলা হয়েছে।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহু শাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়ো২ব্যবসায়িনাম্।। ৪১

৪১। হে কুরুনন্দন! ইহ (এ নিষ্কাম কর্মযোগে) ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ (নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি) এক এব (একনিষ্ঠ থাকে) অব্যবসায়িনাং (অস্থির চিত্ত সকামীগণের) বুদ্ধয়ঃ (বুদ্ধি) বহুশাখাঃ অনন্তাঃ চ (নানা ভাগে বিভক্ত ও অনন্তরূপ)।

হে কুরুনন্দন। এরূপ নিষ্কাম কর্মযোগে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি স্থির অর্থাৎ একনিষ্ঠ থাকে, অন্যদিকে ধাবিত হয়না। কিন্তু সকামী কর্মযোগীগণের বুদ্ধি বহুভাগে বিভক্ত হয়ে অনন্ত রূপ প্রাপ্ত হয়। ৪১

বুদ্ধি-মন-বাসনা— 'বুদ্ধি' শব্দ নানাস্থানে নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত 'বোধ' 'জ্ঞান' অর্থে বুদ্ধি শব্দের প্রায় সর্বদাই প্রয়োগ হয়ে থাকে। বস্তুতঃ জ্ঞান, বিচাব, ব্যবসায়, বাসনা, উদ্দেশ্য প্রভৃতি সমস্ত কিছুকে গীতায় স্থলবিশেষে এক 'বুদ্ধি' শব্দ দ্বারাই প্রকাশ করা হয়েছে। দার্শনিক পরিভাষায় বুদ্ধিকে ব্যবসায়াত্মিকা বা নিশ্চয়াত্মিকা মনোবৃত্তি বা অন্তরিন্দ্রিয় বলে। বিষয়ের সংস্পর্শে ইন্দ্রিয় সংযোগে মনে নানা রকম জ্ঞান বা সংস্কার জন্মে ও কোনটি ভাল কোনটি মন্দ; কোনটি গ্রাহ্য কোনটি ত্যজ্য ইত্যাদি মনের মধ্যে নানারকম সংকল্প বিকল্প উপস্থিত হয় তখন বুদ্ধি কোনটি গ্রাহ্য বা কর্ত্তব্য তা নির্ণয় করে দেয়। সংস্কৃত ভাষায় বুদ্ধির এই কার্যাকার্য নির্ণয় করা ব্যাপারকেই ব্যবসায় বলে।

যে কৌশলের দ্বারা মানুষের চিত্ত ঈশ্বরে একনিষ্ঠ হয় তাকেই যোগ বলে। জ্ঞান কর্ম ও ভক্তি— এ সমস্ত কিছুর উদ্দেশ্য ঈশ্বরে একনিষ্ঠ ভক্তি হওয়া। ভক্তিশূন্য জ্ঞান-কর্ম যোগাদিতে কোনো সার্থকতা নেই। সমস্ত কর্মের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ঈশ্বর-প্রীতি। কিন্তু সকামী ব্যক্তিগণ নানারকম কামনা বাসনা নিয়ে যাগ-যজ্ঞাদি নানা রকম ব্যয়বহুল কর্ম করে থাকেন। এদের চিত্ত সর্বদাই চঞ্চল ও বহুমুখী, সে জন্য ঈশ্বরে একনিষ্ঠ চিত্ত হতে নাপারায় এদের সমস্ত কর্মশান্তির কারণ নাহয়ে ঘোর অশান্তিরই কারণ হয়।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ।। ৪২
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি।। ৪৩
ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং তয়াপহৃত চেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে।। ৪৪

৪২-৪৪। হে পার্থ! অবিপশ্চিতঃ (অল্পবুদ্ধি, অবিবেকী) বেদ বাদরতাঃ

(ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি অনুরক্ত) অন্যাৎ ন অস্তি (এছাড়া অন্য কিছু নেই) ইতি বাদিনঃ (এই মতবাদী) কামাত্মনঃ (কামনাযুক্ত চিত্ত) স্বর্গপরাঃ (স্বর্গ যার পরম পুরুষার্থ) জন্মকর্ম্মফল প্রদান (জন্মরূপ কর্মফল প্রদানকারী) ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি (ভোগ ও ঐশ্বর্য লাভের উপায়স্বরূপ) ক্রিয়া বিশেষ বহুলাং (বিবিধ ক্রিয়াকলাপের প্রশংসাসূচক) যাম্ (যে) ইমাং (এ) পুষ্পিতাং বাচং (শ্রুতিমনোহর বাক্য) প্রবদন্তি (বলেন) তয়া (সে বাক্যদ্বারা) অপহৃত চেতসাং (বিমুগ্ধচিত্ত) ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং (ভোগ ও ঐশ্বর্যে আসক্ত মানুষের) ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি জ্ঞান) সমাধৌ (সমাধিস্থ) নবিধীয়তে (স্থির নয়)।

হে পার্থ। অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ বেদবিহিত কর্মকাণ্ডের স্বর্গ ফলাদির প্রকাশক প্রীতিকর বাক্যে অনুরক্ত, তারা বলেন যে, বেদোক্ত কাম্য ক্রিয়াকাণ্ড ধর্ম ভিন্ন আর কোনো ধর্ম নেই। তাদের চিত্ত, কামনা-কলুষিত, স্বর্গই তাদের পরম পুরুষার্থ। তাদের ভোগ-ঐশ্বর্য লাভের উপায় স্বরূপ, বিবিধ ক্রিয়া-কলাপের প্রশংসাসূচক কথা, শ্রুতি মনোহর বেদবাক্যে প্রকাশ করে থাকেন। এই সকল শ্রবণ রমনীয় বাক্যের দ্বারা বিমুগ্ধ চিত্ত, ভোগৈশ্বর্যে আসক্ত ব্যক্তিগণের কার্যাকার্য নির্ণায়ক বুদ্ধি এক বিষয়ে স্থির থাকতে পারেনা (ঈশ্বরে একনিষ্ঠ হয়না) ৪২-৪৪।

বেদবাদরতা ঃ বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদি প্রশংসাবাদ কথায় অনুরক্ত। নান্যদস্তীতি বাদিনঃ— এ ভিন্ন অর্থাৎ কাম্য কর্মাত্মক যে ধর্ম তার বাহিরে আর কোনো ধর্ম নেই এরূপ মতবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি।

জন্মকর্ম্মফল প্রদাং— কাম্য কর্মের ফলে জন্ম লাভ হলে পুনর্বার কর্ম এবং কর্ম করলেই তার ফলভোগ আছেই।

বেদ চারভাগে বিভক্ত— সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ ভাগ নিয়ে কর্মকাণ্ড। আরণ্যক ও উপনিষদ ভাগ নিয়ে জ্ঞান ভক্তিকাণ্ড।

কর্মকাণ্ডে নানারকম যাগ-যজ্ঞাদির ব্যবস্থা আছে। ফলাকাঙ্খী ব্যক্তিরা বেদের এরূপ ক্রিয়াকাণ্ডে মুগ্ধ। কারণ এই কর্মকাণ্ডে স্বর্গাদি নানারকম ফলের কথা বর্ণিত আছে। সাধারণ লোকে ধর্ম-কর্ম বলতে এরূপই বোঝে। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,— চিত্ত ভোগবাসনায় লিপ্ত হলে জীব কখনো ঈশ্বরে একনিষ্ঠ হতে পারবে না। পরম গতিও তার ভাগ্যে ঘটবেনা। স্বর্গাদি লাভের ফল ক্ষণস্থায়ী।

পুণ্যক্ষয় হলেই পতন অবশ্যম্ভাবী। (৯।২০।২১ দ্রষ্টব্য)।

ষড়দর্শনের মধ্যে মীমাংসা দর্শন (পূর্ব মীমাংসা) শুধু কর্মবাদী, অন্যগুলি জ্ঞানবাদী। মীমাংসা দর্শন মতে, যজ্ঞাদিই একমাত্র ধর্ম এবং স্বর্গলাভ পরম পুরুষার্থ, এ ছাড়া ঈশ্বর তত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব বলে কিছু নেই।

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো! নির্যোগক্ষেম আত্মবান্।। ৪৫

৪৫। হে অর্জ্জুন! বেদাঃ (বেদসমূহ) ত্রৈগুণ্য বিষয়াঃ (ত্রিগুণাত্মক) ত্বং (তুমি) নিস্ত্রৈগুণ্যঃ (ত্রিগুণাতীত, নিষ্কাম) ভব (হও) নির্দ্বন্দ্ব ঃ (সুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বরহিত) নিত্যসত্ত্বস্থঃ (নিত্য সত্ত্বভাবে অবস্থিত নতুবা নিত্য ধৈর্যশীল) নির্যোক্ষেম্ (যোগ ও ক্ষেমরহিত) আত্মবান্ (অপ্রমত্ত কিংবা ভগবানে নির্ভরশীল) ভব (হও)।

হে অর্জ্জুন! কর্মকাণ্ডরূপ এই বেদসমূহ ত্রিগুণান্বিত অর্থাৎ কর্মীগণের জন্য কর্মফল সিদ্ধি প্রতিপাদন করছে। তুমি ত্রিগুণাতীত হও, শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বরহিত হও, নিত্য শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিত হয়ে না পাওয়া দ্রব্য পাবার জন্য, পাওয়া দ্রব্য রক্ষার জন্য যত্নবান হও এবং অপ্রমত্ত অর্থাৎ অনাসক্ত হয়ে শ্রীভগবানে নির্ভরশীল হও। ৪৫

ত্রৈগুণ্য বিষয়ক— ত্রিগুণাত্মক সংসার প্রকাশক অর্থাৎ সকাম ব্যক্তিগণের কর্মফল প্রতিপাদক।

নিস্ত্রৈগুণ্যঃ— নিষ্কাম অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তম ত্রিগুণের যে ভাব তাকে ত্যাগ করে নিষ্কাম হওয়া। নির্দ্বন্দ্ব— শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখাদি পরস্পর বিরোধী ভাবসমূহকে দ্বন্দ্ব বলে। যিনি এই পরস্পর বিরোধী ভাবকে তুল্য জ্ঞান করেন তিনি নিত্য সত্ত্বস্থ— নিত্যসত্ত্বগুণাশ্রিত। সত্ত্ব, রজঃ ও তম গুণ তিনটি বন্ধনের কারণ। স্বত্ত্বগুণে জ্ঞান ও সুখে আবদ্ধ করে, রজোগুণে কর্মাসক্ত করে, কর্মফলে আসক্ত করে এবং তমো গুণে নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদে আবদ্ধ করে।

১৪।৫-৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য। ত্রিগুণাতীত বললে নিষ্কাম অর্থ বুঝতে হবে। নিত্য সত্ত্বস্থ বললে শুদ্ধসত্ত্ব বুঝতে হবে। সাধারণতঃ সত্ত্ব বললে রজো বা তমো মিশ্রিত আছে বলে বুঝতে হবে। যখন মিশ্রিত গুণ শূন্য হয়ে কেবল মাত্র

শুদ্ধসত্ত্বে আশ্রিত হবে তখন তাকে নিত্যসত্ত্বস্থ বলবে।

যোগক্ষেমরহিত— অপ্রাপ্ত বস্তুর উপার্জ্জনকে যোগ ও প্রাপ্ত বস্তু রক্ষা করাকে ক্ষেম বলে, অর্থাৎ তুমি উপার্জ্জন ও রক্ষা এই উভয় বিষয়ে চিন্তা ত্যাগ কর, আত্মবান হও অর্থাৎ ক্ষুধাতৃষ্ণার চিন্তায় ব্যাকুল না হয়ে ভগবানে নির্ভরশীল হও, তিনিই তোমার ভার গ্রহণ করবেন।

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ।। ৪৬

৪৬। উদপানে (দীঘি কুয়া পুকুরে) যাবান্ (যে পরিমাণ) অর্থঃ (প্রয়োজন) [সিদ্ধি হয়] সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে (বিস্তীর্ণ মহাজলাশয়ে) তাবান্ অর্থঃ (সে পরিমান প্রয়োজন) সিদ্ধ (হয়) (সে প্রকার) সর্ব্বেষুবেদেষু (সকলবেদে) যাবান্ (যে পরিমাণ) অর্থঃ (প্রযোজন) তাবান্ (সে সমস্ত) বিজানতঃ (ব্রহ্মবেত্তা) ব্রাহ্মণস্য (ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষের) [লাভ হয়]।

দীঘি, কুয়া, পুকুর প্রভৃতি ছোট ছোট জলাশয়ে যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, বৃহৎ জলাশয়েও সে সমস্তই সিদ্ধ হয়। তদ্রূপ বেদোক্ত কাম্য সমূহের দ্বারা যে ফল লাভ হয়, ব্রহ্মবেত্তা, ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষেরও সে সমস্তই লাভ হয়। ৪৬

তাৎপর্য— সকামী মানুষ বেদোক্ত কাম্যকর্ম্মজনিত স্বর্গাদি ভোগ থেকে যে আনন্দ লাভ করেন, নিষ্কাম কর্মীও তা থেকে বঞ্চিত হন না। কেননা নিষ্কাম কর্মের দ্বারা যে ভূমা আনন্দ লাভ হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভোগানন্দ গুলিও তারই অন্তর্গত। জীবগণ সে ভূমানন্দের কণিকামাত্র ভোগ করে আনন্দে কাল কাটান। যিনি ব্রহ্মানন্দের অধিকারী তার সামান্য ভোগানন্দের অভাব হয় না। উপরোক্ত ব্যাখ্যাটি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য ও তার অনুগামী টীকাকার গণের।

এই শ্লোকের অর্থ আধুনিক ব্যাখ্যাকার গণের মধ্যে অন্যতম লোকমান্য তিলক, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ একটু অন্যভাবে ব্যাখ্যা ও অন্বয় করেছেন। যেমন— সকল স্থান জলে প্লাবিত হলে যেমন কুয়া আদি ছোট ছোট জলাশয়ের কোনো প্রয়োজন হয়না, তদ্রূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষের ও বেদের (কাম্য কর্মসমূহে) কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা, যিনি ব্রহ্মজ্ঞ, যিনি ব্রহ্মকে জেনেছেন অর্থাৎ ঈশ্বরকে জেনেছেন তার জন্য বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের প্রয়োজন কি?

কামনাকুল জীবকে স্বেচ্ছাচারী ও আত্মঘাতী হওয়া থেকে বিরত রাখতে ও ধর্মকর্মে রুচি জন্মাতে এরূপ অজ্ঞ নিম্ন অধিকারীদের জন্য কাম্যকর্মসমূহের ব্যবস্থা বেদে রাখা হয়েছে। উচ্চাধিকারী ব্যক্তি ঐসকল কর্ম ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে ফলাকাঙ্খা ত্যাগ করে করবেন তাতে কর্মবন্ধনহীন হয়ে সিদ্ধি লাভ করবেন।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্ব কর্ম্মণি।। ৪৭

৪৭। কর্ম্মণি এব (কর্মেই) তে (তোমার) অধিকারঃ কদাচন (কোনকালে) ফলে (কর্মফলে) মা (নেই) [তুমি] কর্ম্মফলহেতু (কর্মফলের আশায় কর্মে প্রবৃত্ত) মা ভূঃ (হবেনা) অকর্ম্মণি (কর্মত্যাগে) তে সঙ্গঃ (তোমার প্রবৃত্তি) মা অস্তু (নাহোক)।

কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মফলে তোমার কোনো অধিকার নেই। কর্মফল কামনা তোমার যেন কর্মপ্রবৃত্তির কারণ না হয় এবং ফল ত্যাগ করলেও যেন কর্মে স্পৃহাহীন না হও। ৪৭

কর্ম্মফলহেতু— কর্মফলই যার কর্মপ্রবৃতির হেতু বা কারণ।

নিষ্কাম কর্মযোগ— কর্মবাদীগণ স্বর্গাদি ফলপ্রদ কাম্য কর্মকেই একমাত্র ধর্ম বলে থাকেন। জ্ঞানীগণ কর্মবন্ধনের কারণ জেনে সর্বকর্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করে থাকেন। এই ক্ষেত্রে শ্রীভগবানের নির্দেশ— তোমার অধিকার কর্মেই, ফলে নয়। তুমি তোমার অধিকার অনুযায়ী কাজ করবে, কিন্তু ফলাকাঙ্খা করে কর্মে প্রবৃত্ত হবেনা। ফল আশা করে কর্ম করার প্রবৃত্তি ও ফলাকাঙ্খা নেই বলে কর্ম করার প্রতি নিবৃত্তিভাব যেন তোমার না হয়। কারণ সমত্ব বুদ্ধিই নিষ্কাম কর্মযোগের মূলনীতি।

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বংযোগউচ্যতে।। ৪৮

৪৮। হে ধনঞ্জয়। যোগস্থঃ (যোগে রত থেকে) সঙ্গংত্যক্ত্বা (সমস্ত কামনা ত্যাগ করে) সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ (সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে) সমঃভূত্বা (সমানভাবে থেকে) কর্ম্মাণি কুরু (কর্ম কর) [এরূপ] সমত্বং (সমতা) যোগঃ উচ্যতে

(যোগবলে উক্ত হয়)।

হে ধনঞ্জয়! যোগে লিপ্ত থেকে, কর্মফল কামনা ত্যাগ করে, সিদ্ধি ও অসিদ্ধির দিকে লক্ষ্য নারেখে তুমি কর্ম অনুষ্ঠান করবে; এরূপ চিত্ত সমতা জ্ঞানের নামই যোগ। ৪৮

গীতায় কর্ম শব্দ সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, কারণ গীতাতেই স্পষ্ট উল্লেখ আছে (৯।২৭ শ্লোক) তুমি যুদ্ধ কর; জনকাদি রাজর্ষিগণও কর্ম করে গেছেন। আমি লোক রক্ষার্থে স্বয়ং কর্ম করি। (৩/২০-২৫ শ্লোক)। কর্ম না করে ক্ষণ কালো থাকা যায়না। তাছাড়া কর্ম ত্যাগ করলে শরীর রক্ষাও সম্ভব হয়না। (৩।৫,৮ শ্লোক) এজন্য গীতার কর্ম শব্দ দ্বারা বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত যাগ, যজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ডের কথাই শুধু বোঝায়না। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত আচরণীয় যাবতীয় কর্মকেই লক্ষ্য করে গীতায় ব্যাপকভাবে কর্ম শব্দের ব্যবহার হয়েছে। অবশ্য কোন কোন স্থলে কর্ম শব্দ বেদের ক্রিয়াকাণ্ডের প্রকাশক হলেও গীতায় কর্ম শব্দ ব্যাপক ভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। যিনি সমস্ত কর্ম ব্রহ্মে সমর্পণ করেন তাকে কর্মফলে স্পর্শ করতে পারেনা। (৫।১০)। এমনকি গীতায় কাম্য কর্মকেও অনাসক্তভাবে করতে স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া আছে। (৬।১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমত্ব বুদ্ধিকেই যোগ বলে। (২।৪৮)। কর্মফলাকাঙ্খাহীন নাহলে কর্ম সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে হর্ষবিষাদ শূন্য হওয়া যায়না। এজন্য গীতার মূল কর্মতত্ত্ব হলো কর্মফলের আশা না করে কর্ম করা।

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধি যোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ।। ৪৯

৪৯। হে ধনঞ্জয়। কর্ম্ম (কাম্যকর্ম্ম) বুদ্ধি যোগাৎ (নিষ্কাম কর্মযোগের চেয়ে) দূরেণ হি (নিতান্তই) অবরং (নিকৃষ্ট) [এজন্য তুমি] বুদ্ধৌ (পরমাত্মা বুদ্ধিতে) শরণম্ অন্বিচ্ছ (আশ্রয় প্রার্থনা কর) ফলহেতবঃ (ফলাকাঙ্খীগণ) কৃপনাঃ (কৃপার পাত্র, নিকৃষ্ট)।

হে ধনঞ্জয়। কাম্য কর্ম নিষ্কাম কর্মের চেয়েও নিকৃষ্ট। অতএব তুমি সমত্ব বুদ্ধির আশ্রয় লও। যে ব্যক্তি ফলাসক্ত হয়ে কর্ম করে সে দীন, কৃপার পাত্র। ৪৯

কর্ম অপেক্ষা সাম্যবুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ। 'বুদ্ধি' অর্থ— সমত্ব বুদ্ধি। বুদ্ধিযোগের এই তত্ত্বটি গীতোক্ত কর্মযোগের মূল ভিত্তি। কর্ত্তার বুদ্ধি ও উদ্দেশ্য অনুযায়ীই তার কর্ম্মের ভাল মন্দের বিচার করা কর্ত্তব্য। কর্ত্তার বুদ্ধি যদি স্থির, শুদ্ধ সম ও নিষ্কাম হয় তবে কর্ম্মের ফল যাই হউক না কেন, কর্ত্তাকে তাতে পাপ-পূণ্য স্পর্শ করেনা, তিনি কর্মফলভোগী হন না।

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসুকৌশলম্।। ৫০

৫০। বুদ্ধিযুক্তঃ (সমত্ববুদ্ধিযুক্ত কর্মযোগী) ইহ (এইলোকে) উভেসুকৃতদুষ্কৃতে (পাপ-পূণ্য উভয়কেই) জহাতি (ত্যাগ করে) তস্মাৎ (সেজন্য) যোগায় যুজ্যস্ব (যোগের অনুষ্ঠান কর) কর্ম্মসুকৌশলম্ যোগঃ (কর্ম্মের কৌশলই যোগ)।

বুদ্ধিযোগে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ইহলোকে পাপ-পূণ্য দুই ই ত্যাগ করেন। অতএব তুমি সমত্ব বুদ্ধি রূপ যোগের অনুষ্ঠান কর; কেননা কর্মসমূহের মধ্যে বুদ্ধিযুক্ত কর্ম কৌশলই প্রকৃতপক্ষে যোগ। অর্থাৎ কর্মের কৌশলই যোগ। ৫০

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মণীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্।। ৫১

৫১। বুদ্ধিযুক্তাঃ (বুদ্ধিযোগ পরায়ণ) মণীষিণঃ (জ্ঞানীগণ) কর্ম্মজংফলং (কর্মজনিতফল) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করে) জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ (জন্মরূপ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে) অনাময়ং (ক্লেশ শূণ্য, সকল বিঘ্নরহিত) পদং (পরমপদ) গচ্ছন্তি হি (নিশ্চয় লাভ করেন)।

সমত্ব বুদ্ধিযোগ পরায়ণ জ্ঞানীগণ কর্মজনিত ফলে আবদ্ধ হন না; সর্বপ্রকারে বিঘ্নরহিত পরম পদ বা মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হন। ৫১

শুভ ও অশুভ এ দুপ্রকার কর্মই বন্ধনের কারণ। কারণ অশুভ কর্মের ফল নরক ও শুভ কর্মের ফল স্বর্গপ্রাপ্তি, মোক্ষ নয়। পূণ্য ক্ষয় হলে পুণরায় মর্ত্ত জগতে পতন অনিবার্য। (৯।২১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

যদাতে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্যশ্রুতস্য চ।। ৫২

৫২। যদা (যখন) তে বুদ্ধিঃ (তোমার বুদ্ধি) মোহকলিলং (অজ্ঞানরূপ কলুষতা) (দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি জ্ঞান) ব্যতিতরিষ্যতি (পরিত্যাগ করবে) তদা (তখন) শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্যচ (শ্রবণযোগ্য ও শোনা হয়েছে এমন বিষয়ের) নির্ব্বেদং (বৈরাগ্য) গন্তাসি (প্রাপ্ত হবে)।

তোমার বুদ্ধিতে যখন [অন্তঃকরণে] অজ্ঞানরূপ কলুষতা থাকবেনা তখন তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুত কর্মফলে বৈরাগ্য বুদ্ধি প্রাপ্ত হবে। ৫২

বৈরাগ্য বুদ্ধি— সংসারে অনাসক্তি; বিষয়ভোগে ঔদাসীন্য এরূপ বিবেক।

মোহ কলিলং— মোহ = অজ্ঞানতা, অবিবেক যাতে অসত্যে সত্যবোধ, অনিত্যে নিত্যবোধ, দেহে আত্মবোধ ইত্যাদি বুদ্ধি বিপর্যয় জন্মে।

শ্রুত ও শ্রোতব্য বিষয়ে— স্বর্গাদি ফললাভের কথায়, যা আগেও শুনেছ ও পরেও শুনবে এমন বিষয়।

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি।। ৫৩

৫৩। যদা (যখন) শ্রুতিবিপ্রতিপন্না (নানারূপ ফলের কথা শুনে সংশয় যুক্ত) তে বুদ্ধিঃ (তোমার বুদ্ধি) সমাধৌ (গভীর তন্ময়তা), বাহ্যজ্ঞানহীন ধ্যান) নিশ্চলা (স্থির হয়ে) অচলা স্থাস্যতি (স্থির হয়ে থাকবে), তদা (তখন) যোগম্ অবাপ্স্যসি (তত্ত্বজ্ঞান লাভ করবে)।

নিশ্চলা অচলা— শব্দ দুটির পার্থক্য হলো, যখন বুদ্ধি নানা বিষয়ে আকৃষ্ট হয়ে নানাদিকে ধাবিত নাহয়ে নিশ্চলা হয় এবং বারে বারে অভ্যাস হেতু ধ্যেয় বস্তুতে স্থির বা অচলা হয়ে থাকে এরূপ অবস্থা বুঝায়। শ্রুতিবিপ্রতিপন্না— শ্রুতির দ্বারা বিক্ষিপ্তা। শ্রুতি শব্দ 'বেদ' বলে গ্রহণ করলে অর্থ হয়, বেদে কাম্য কর্ম ও স্বর্গফলাদির যে সমস্ত কথা আছে তার দ্বারা বিক্ষিপ্ত। কিন্তু প্রাচীন টীকাকারগণের প্রায় সকলেই শ্রুতি শব্দের অর্থ 'শ্রবণ' বা 'শোনা' ধরেই ব্যাখ্যা করেছেন অর্থাৎ নানাবিধ ফল শ্রবণে বিক্ষিপ্ত।

সমাধৌ— পরমেশ্বর অর্থাৎ যা ধ্যেয় বস্তু তাই সমাধি। তাতে যখন বুদ্ধি নিশ্চল হবে তখনই ভক্তি যোগ প্রাপ্ত হবে।

লৌকিক এবং বৈদিক নানারকম ফলের কথা শুনে ও সংশয়যুক্ত তোমার বুদ্ধি যখন পরমাত্মায় নিশ্চল বা স্থির থাকবে, তখনই তোমার তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হবে বলে মনে করবে অর্থাৎ সাম্যবুদ্ধিরূপে যোগ যুক্ত হবে। ৫৩

অর্জ্জুন উবাচ

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্।। ৫৪

৫৪। অর্জ্জুন উবাচ— হে কেশব। সমাধিস্থস্য (সমাধিস্থ) স্থিতপ্রজ্ঞস্য (স্থিত প্রজ্ঞের) কা ভাষা (কি লক্ষণ?) স্থিতধীঃ (স্থিতপ্রজ্ঞই) কিং প্রভাষেত (কিরূপ কথা বলেন?) কিং আসীৎ (কিভাবে অবস্থান করেন?) কিং ব্রজেত (কিভাবে চলাফেরা করেন?)

অর্জ্জুন বললেন, হে কেশব। সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি? তিনি কিভাবে কথা বলেন? কিভাবে বসবাস করেন? এবং কিভাবে চলাফেরা করেন? ৫৪

শ্রীভগবানুবাচ

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে।। ৫৫

৫৫। শ্রীভগবান উবাচ— হে পার্থ। আত্মনি এব (আপনাতেই) আত্মনা (আপনি) তুষ্টঃ (সন্তুষ্ট হয়ে) [যোগী] যদা (যখন) মনোগতান্ (মনোগত) সর্ব্বান্ কামান্ (সমস্ত কামনাগুলিকে) প্রজাহাতি (পরিত্যাগ করে) তদা (তখন) [তাকে] স্থিতপ্রজ্ঞঃ (স্থিত প্রজ্ঞ) উচ্যতে (বলে)।

শ্রীভগবান বললেন— হে পার্থ! পরমানন্দস্বরূপ আত্মায় নিজে সন্তুষ্ট থেকে যিনি নিজের মনোগত সমস্ত কামনা ত্যাগ করেন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি বলে কথিত হন। ৫৫

যিনি আপনাতে আপনি তুষ্ট, পরমানন্দস্বরূপ আত্মাতেই স্বয়ং পরিতুষ্ট, এরূপ ব্যক্তিই আত্মারাম বলে কথিত হন।

স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ ঃ— যেসকল রকম কামনা বর্জন করেছেন, কামনাজনিত চিত্তবিক্ষেপ যার নেই, যিনি বিশুদ্ধ আত্মানন্দ উপভোগ করছেন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ, তিনিই আত্মারাম।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।। ৫৬

৫৬। দুঃখেষু (দুঃখে) অনুদ্বিগ্নমনাঃ (উদ্বেগশূন্য হওয়া) সুখেষু (সুখে) বিগতস্পৃহ (বাসনাশূন্য হওয়া) বীতরাগভয়ক্রোধঃ (অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ) (ক্রোধ শূন্য) [পুরুষ] স্থিতধীঃ (স্থিতপ্রজ্ঞ) মুনিঃ (তপস্বী, যোগী) উচ্যতে (উক্ত হন)।

যিনি দুঃখে উদ্বেগশূন্য ও বিষয়সুখে বাসনা শূন্য, যার অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ নিবৃত্ত হয়েছে এরূপ মুনিকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলে। ৫৬

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।। ৫৭

৫৭। যঃ (যিনি) সর্ব্বত্র (সকল বিষয়ে) অনভিস্নেহ (স্নেহশূন্য) তত্তৎ (সেই সেই) শুভাশুভম্ (প্রিয়অপ্রিয় বিষয়) প্রাপ্য (পেয়ে) ন অভিনন্দিত (আনন্দিত হননা) ন দ্বেষ্টি (অসন্তুষ্টও হননা) তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (তার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে)।

যিনি সমস্ত বিষয়ে স্নেহ শূণ্য, প্রিয় ও অপ্রিয় কোন বিষয়েই আনন্দিত বা বিষাদিত হন না এরূপ ব্যক্তির প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মে নিষ্ঠা হয়েছে। ৫৭

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।। ৫৮

৫৮। কূর্ম্মঃ অঙ্গানি ইব (কচ্ছপ যেমন অঙ্গসকল সঙ্কোচন করে তদ্রূপ) যদা চ অয়ং (যখন এই যোগীপুরুষ) ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে)

ইন্দ্রিয়ানি (ইন্দ্রিয়সমূহকে) সর্ব্বশঃ সংহরতে (সকল প্রকারে প্রত্যাহার করেন) [তখন] তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (তার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়)।

কচ্ছপ যেমন নিজের মাথা-পা-নখ আদি অঙ্গসকল সঙ্কুচিত করে রাখে তেমনি যিনি নিজের ইন্দ্রিয়গুলিকে রূপরস শব্দাদি বিষয় থেকে প্রত্যাহার করেন এরূপ অবস্থায় তার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ তখন তিনি ব্রহ্মে স্থিতি হন। ৫৮

কিম্‌আসীত— কিরূপে অবস্থান করেন?— এই শ্লোকের লক্ষণ বর্ণনা করতে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিকে কচ্ছপের সংগে তুলনা করেছেন। এর অর্থ হল— কচ্ছপ যেভাবে নিজের কর, চরণাদি সঙ্কুচিত করে রাখে, ধ্বংস করেনা, প্রয়োজন মত ব্যবহার করে সেরূপ মানুষের ইন্দ্রিয় সংযমই হল কর্ত্তব্য, ধ্বংস বিধেয় নয়। এটাই গীতার উপদেশ। ২/৬৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে।। ৫৯

৫৯। নিরাহারস্য (নিরাহারী) দেহিনঃ (ব্যক্তির) বিষয়াঃ (রূপ রসাদি বিষয় সমূহ) বিনিবর্ত্তন্তে (নিবৃত্ত হয়) [কিন্তু] রসবর্জ্জং (কামনা বাদ দিয়ে) পরং (ব্রহ্মকে) দৃষ্টা (সাক্ষাৎ করে) অস্য (এ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির) রসঃঅপি (বিষয় বাসনাও) নিবর্ত্ততে (নিবৃত্ত হয়)।

ইন্দ্রিয়াদির দুর্বলতাজনিত অসুস্থ ব্যক্তির বিষয়সমূহের গ্রহণশক্তি যেমন নিবৃত্ত হয়ে যায়, কিন্তু বিষয় বাসনা নিবৃত্ত হয়না, কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের সংগে সংগে উক্ত বাসনারো নিবৃত্তি হয়ে যায়। ৫৯

নিরাহার— শব্দটির সাধারণ অর্থ আহার গ্রহণে অপ্রবৃত্ত অর্থাৎ উপবাসী। এমন অর্থও করা যায় যে, আহার গ্রহণে বিরত হলে ইন্দ্রিয়সকল দুর্বল হয়ে বিষয় ভোগে অসমর্থ হয় ঠিকই, কিন্তু তাতে বিষয় তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়না। এজন্য গীতা অত্যধিক উপবাসাদি কৃচ্ছ সাধন অনুমোদন করেন না। (৬।১৭, ১৭।৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

ইন্দ্রিয় সংযম কাকে বলে?— ইন্দ্রিয় বৃত্তির দ্বারা বিষয় ভোগে বিরত থাকলেই জিতেন্দ্রিয় হয়না, স্থিত প্রজ্ঞও হয়না। জরাগ্রস্ত, অসুস্থ, বিকলাঙ্গ পুরুষেরা

বিষয় ভোগে অসমর্থ, লোকনিন্দা ভয়ে অনেকেই ইন্দ্রিয় ভোগে বিরত, স্বর্গাদি ফলকামনায় অনেকে কৃচ্ছসাধন তপস্যাদিতে নিযুক্ত, এরূপ ব্যক্তিরা কি স্থিত প্রজ্ঞ? কখনও না। কারণ, এদের উপভোগ না থাকলেও ভোগের বাসনা কিন্তু ঠিকই আছে। বাসনার নিবৃত্তি নাহলে স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া যায়না। এজন্য গীতায় বাইরের ইন্দ্রিয়গুলিকে (কর্ম্মেন্দ্রিয়), সংযত রেখে, অন্তরিন্দ্রিয়ের (জ্ঞানেন্দ্রিয়ের) দ্বারা ভোগের বিষয় স্মরণকারীদের কপটাচারী বলেছেন। (৩।৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। বাসনা নিবৃত্তির উপায় শ্রীগোবিন্দ এই অধ্যায়ের ৬১ শ্লোকে বর্ণনা করেছেন।

যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়ানি প্রমাথিনি হরন্তি প্রসভং মনঃ।। ৬০

৬০। হে কৌন্তেয়! প্রমাথিনি (চঞ্চলচিত্ত, বলবান) ইন্দ্রিয়ানি (ইন্দ্রিয়গুলি) যততঃ (যত্নশীল) বিপশ্চিতঃ (বিবেকী) পুরুষস্য অপি (পুরুষেরও) মনঃপ্রসভং হরন্তি (যেহেতু মনকে বলপূর্বক আকর্ষণ করে)।

হে কৌন্তেয়! বলবান অস্থির ইন্দ্রিয়গুলি, সংযমে যত্নশীল জ্ঞানী পুরুষের মনকেও বলের দ্বারা বিকারযুক্ত অর্থাৎ বিষয়াসক্ত করে দেয়। ৬০

তানি সর্ব্বানি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।। ৬১

৬১। মৎপরঃ (আমার অনুগতভক্ত) তানি সর্ব্বানি (সেইসকল ইন্দ্রিয়গুলিকে) সংযম্য (সংযত করে) যুক্ত (রত) আসীত (থাকবে) হি (কেননা) যস্য ইন্দ্রিয়ানি বশে (যার ইন্দ্রিয়সমূহ বশীভূত হয়) তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (তার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে)।

আমার অনুগত ভক্ত, তার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে আত্মপরায়ণ হয়। ইন্দ্রিয় বশীভূত ভক্তের প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ এরূপ ভক্তই স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ। ৬১

ইন্দ্রিয় সংযমের উপায়— জ্ঞান বৈরাগ্যের দ্বারা দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করা যায়না। কারণ দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় বৃত্তিসমূহ জ্ঞানী গণেরও চিত্ত হরণ করে থাকে। সেজন্য শ্রীগোবিন্দের উক্তি— যে ব্যক্তি, মৎপর, আমার একান্ত

অনুগত ভক্ত এবং আমার শরণাগত এরূপ ব্যক্তির চিত্ত সমাহিত হয়েছে। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ হলে বিষয় অনুরাগ কমে যায়, তখন চিত্তও নির্মল হয়। ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করার জন্য অন্য কোনো কঠোর তপস্যার আশ্রয় নেবার প্রয়োজন নেই। ঈশ্বর চিন্তাই ইন্দ্রিয় সংযমের মহৌষধ। এজন্য অষ্টাদশ অধ্যায়ে— "ত্বমেকং শরণং মম", ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীভগবান বলেছেন— ১৮।৬২ শ্লোক দ্রষ্টব্য। চিত্ত সংযমের উপায় সম্বন্ধে শ্রীভাগবতো ঠিক একথাই বলেছেন,—

বিদ্যাতপঃ প্রাণনিরোধ মৈত্রী তীর্থাভিষেকব্রতদানজপৈঃ।
নাত্যন্ত শুদ্ধিংলভতেহন্তরাত্মাযথাহৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে।।

ভা ১২।৩।৪৮

ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করলে যেমন অত্যধিক চিত্ত শুদ্ধি হয়, বিদ্যা, তপ, প্রাণায়াম, মৈত্রী, তীর্থস্থান, ব্রত, দান, বিদ্যা ও জপের দ্বারা তা হয়না।

প্রাণায়াম– যোগ সাধনার অঙ্গ বিশেষ; শ্বাস গ্রহণ (পূরক) শ্বাসধারণ (কুম্ভক) ও শ্বাসত্যাগ (রেচক)।

মৈত্রী– মিত্রতা, বন্ধুত্ব। তপঃ– বিশেষ কোন সঙ্কল্পসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কঠোর সাধনা।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষু পজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভি জায়তে।। ৬২
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ।
স্মৃতি ভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎপ্রণশ্যতি।। ৬৩

৬২।৬৩। বিষয়ান্ (বিষয়সকল) ধ্যায়তঃ (চিন্তা করতে করতে) পুংসঃ (মানুষের) তেষু (বিষয়সমূহে) সঙ্গঃ (আসক্তি) উপজায়তে (উৎপন্ন হয়) সঙ্গাৎ (আসক্তি থেকে) কামঃ (কামনা) সংজায়তে (জন্মে), কামাৎ (কামনা থেকে) ক্রোধঃ (রাগ) অভিজায়তে (জন্মে) ক্রোধাৎ (রাগ থেকে) সম্মোহঃ (ভাল-মন্দ বিবেচনার অভাব) ভবতি (হয়) সম্মোহাৎ (অবিবেচনা থেকে) স্মৃতি বিভ্রমঃ (স্মরণ শক্তির নাশ হয়) স্মৃতি ভ্রংশাৎ (স্মৃতি বিভ্রম থেকে) বুদ্ধি নাশঃ (জ্ঞান নাশ হয়) বুদ্ধিনাশাৎ (বুদ্ধি নাশ থেকে) প্রণশ্যতি (বিনষ্ট হয়)।

বিষয় চিন্তা করতে করতে বিষয়ের প্রতি মানুষের আসক্তি জন্মে, আসক্তি থেকে কামনা এবং কামনা থেকে ক্রোধের উৎপত্তি হয়। ক্রোধ হলে কর্মজ্ঞান শূণ্য হয় এবং সম্মোহ থেকে স্মৃতি বিভ্রম জন্মে; স্মৃতি বিভ্রম থেকে বুদ্ধি নাশ হয়, বুদ্ধি নাশ হলেই মানুষ নিজেই ধ্বংস হয় অর্থাৎ বিষয় চিন্তা করতে করতে মানুষের তাতে আসক্তি জন্মে, আসক্তি হলেই কামনা অর্থাৎ কাম্য বস্তু পেতে অভিলাষ জন্মে। এই কামনা যার দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয় তার প্রতি ক্রোধ জন্মে। ক্রোধের থেকে মোহ, মোহ থেকে স্মৃতি বিভ্রম, স্মৃতি বিভ্রম হলে বুদ্ধি নাশ; বুদ্ধিনাশ হলে বিনাশ ঘটে। ৬২,৬৩

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি।। ৬৪

৬৪। রাগ-দ্বেষবিমুক্তৈঃতু (কিন্তু রাগ-দ্বেষ বর্জ্জিত) আত্মবশ্যৈঃ (আত্মবশীভূত) ইন্দ্রিয়ৈঃ (ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা) বিষয়ান্ (বিষয়সমূহ উপভোগ করে) বিধেয়াত্মা (সংযতমনা পুরুষ) প্রসাদম্ অধিগচ্ছতি (আত্মপ্রসাদ লাভ করেন)।

কিন্তু যিনি রাগদ্বেষ বর্জিত ব্যক্তি অর্থাৎ যার মন নিজের বশবর্ত্তী, তিনি অনুরাগ ও বিদ্বেষ থেকে বিমুক্ত, আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা বিষয় উপভোগ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। ৬৪

ঈশ্বরে লিপ্ত ব্যক্তির মন, ইন্দ্রিয় বিষয়ে থাকলেও দোষের কারণ হয়না; এরূপ লোককেই নির্লিপ্ত সংসারী বলে। ভক্ত সংসারে থাকলে দোষ হয়না কিন্তু ভক্তে সংসার থাকলেই বিপদ। (৫।১০,১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য) এবং 'নামঘোষা'তে আছে—

"অন্তরত এক ঈশ্বরক দেখিয়োক নানা বাহিরত,
অন্তরত বোধ বাহিরত জড়প্রায়।
বুদ্ধিতে সমস্তে তেজিয়োক বাহিরত সঙ্গ দেখায়োক,
এই মতে রাম লোকত ফুরা বেরাই।।"

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্ন চেতসোহ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে।। ৬৫

৬৫। প্রসাদে (এরূপে আত্মপ্রসাদ লাভ করলে) অস্য (তার) সর্ব্বদুঃখানাং (সকল দুঃখের) হানি (বিনাশ) উপজায়তে (হয়), হি (যেহেতু) প্রসন্ন চেতসঃ (বিশুদ্ধ মনের পুরুষের) বুদ্ধিঃ (প্রজ্ঞা) আশু (শীঘ্র) পর্য্যবতিষ্ঠতে (প্রতিষ্ঠিত হয়) অর্থাৎ উপাস্য বস্তুতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

এরূপে আত্মপ্রসাদ লাভ করা ব্যক্তির সমস্ত দুঃখ নিবৃত্তি হয়। বিশুদ্ধ চিত্ত মানুষের বুদ্ধি শীঘ্র আত্মায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ৬৫

চিত্ত প্রসাদ লাভের উপায়— বিষয়ের মধ্যে থেকেও যিনি অনাসক্ত, সংযত চিত্ত, রাগদ্বেষ বর্জ্জিত এরূপ ব্যক্তি চিত্ত প্রসাদ লাভ করেন। এই চিত্ত প্রসাদ লাভ হলে কোনো প্রকার দুঃখই তাকে বিচলিত করতে পারবেনা, তার বুদ্ধি একমাত্র ঈশ্বরেই সমাহিত থাকবে।

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃসুখম্।। ৬৬

৬৬। অযুক্তস্য (অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের) বুদ্ধিঃ (প্রজ্ঞা) নাস্তি (নেই) অযুক্তস্য ভাবনা চ (যোগ বিহীন পুরুষের আত্মচিন্তাও) অভাবয়তঃ (আত্মজ্ঞান শূন্য মানুষের) শান্তিঃ ন (শান্তি নেই) অশান্তস্য (অশান্ত চিত্ত মানুষের) সুখং কুতঃ (সুখ কোথায়?)।

যিনি নিজের চিত্তকে জয় করতে পারেননা তার আত্ম বিষয়ক বুদ্ধিও হয়না, ভাবনাও হয়না। যিনি অযুক্ত অর্থাৎ যার চিত্তের একাগ্রতা নেই এবং ইন্দ্রিয় বশ করতে অক্ষম এরূপ ব্যক্তির আত্মবিষয়ক বুদ্ধিও হয়না, চিন্তাও হয়না। আত্মবিষয়ক চিন্তাহীন ব্যক্তির শান্তিও নেই, সুখও নেই। ৬৬

ইন্দ্রিয়ানাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি।। ৬৭

৬৭। হি (যেহেতু) চরতাম্ (বিষয়ে আসক্ত) ইন্দ্রিয়াণাং (ইন্দ্রিয়গুলির) যৎ (যেটিকে) মনঃ অনুবিধীয়তে (মন অনুসরণ করে) তৎ (সেই ইন্দ্রিয়) বায়ুঃ

অম্ভসি নাবম্ ইব (বাতাস যেমন জলের উপরে ভাসা নৌকাকে চালায়, তদ্রূপ) অস্য (তাঁর) প্রজ্ঞাং (বিবেকবুদ্ধিকে) হরতি (হরণ করে)।

বাতাস যেমন জলে ভাসা নৌকাকে চালিয়ে নিয়ে যায় তদ্রূপ মন ও বিষয়ে ভাসতে ভাসতে বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে যাকে আশ্রয় করে, সেই ইন্দ্রিয়ই তাঁকে (সাধকের) প্রজ্ঞাকে হরণ করে, বিষয়ে নিমগ্ন করে। ৬৭

তস্মাদ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।। ৬৮

৬৮। হে মহাবাহো! তস্মাৎ (সেজন্য) যস্যইন্দ্রিয়াণি (যার ইন্দ্রিয়গুলি) ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (বিষয়সমূহ থেকে) সর্ব্বশঃ (সকল প্রকারে) নিগৃহীতানি (নিবৃত্ত হয়েছে) তস্য (তাঁর) [প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা] (প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে)।

হে মহাবাহো! যেহেতু ইন্দ্রিয়াধীন মন এবং মনের অধীন প্রজ্ঞা, সে জন্য যার ইন্দ্রিয়গুলি সকল প্রকার বিষয় থেকে নিবৃত্ত হয়েছে অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হয়েছে তারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ৬৮

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশাপশ্যতো মুনেঃ।। ৬৯

৬৯। সর্ব্বভূতানাং (সাধারণ মানুষের পক্ষে) যা নিশা (যা রাতের মত) তস্যাং (সে রাত্রিতে) সংযমী (জিতেন্দ্রিয় পুরুষ) জাগর্ত্তি (জেগে থাকেন); যস্যাং (যখন) ভূতানি (সাধারণ মানুষেরা) জাগ্রতি (জেগে থাকে) পশ্যতঃ মুনেঃ (স্থিত প্রজ্ঞ মুনির) সা নিশা (তা রাত স্বরূপ)।

সাধারণ মানুষের কাছে যে আত্মনিষ্ঠা রাতের মত, তাতে (আত্মনিষ্ঠাতে) সংযমী মানুষেরা জেগে থাকেন; আবার যে বিষয় নিষ্ঠায় অজ্ঞ মানুষেরা জেগে থাকে, আত্মদর্শী মুনিদের কাছে সে বিষয় নিষ্ঠা রাতের মত। ৬৯

তাৎপর্য– সাধারণ অজ্ঞজন সাধারণতঃ আত্মনিষ্ঠায় নিদ্রিত, কিন্তু বিষয়ে সদা জাগ্রত। সংযমী যোগী পুরুষগণ আত্মনিষ্ঠায় সর্বদা জাগ্রত, কিন্তু বিষয়ে নিদ্রিত। অর্থাৎ অজ্ঞ লোকেরা দিন রাত বিষয় চিন্তায় মগ্ন থেকে অনিত্য সংসার ভাবে চৈতন্য; কিন্তু আত্ম চিন্তায় (আত্মজ্ঞানে) নিদ্রিত, অচৈতন্য। সংযমী লোকেরা

বিষয় চিন্তা, স্ত্রীপুত্র আদি ইন্দ্রিয় বিষয় ভোগ বাসনাকে রাতের স্বপ্নের মত ভেবে, অচৈতন্য ও অনিত্য এই ভাবগুলির প্রতি উদাসীন হয়ে সর্বদা আত্মচিন্তায় (তত্ত্ব জ্ঞান, বৈরাগ্য) জাগ্রত থাকেন।

আপূর্য্যমানমচল প্রতিষ্ঠং,
সমুদ্র মাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে,
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী।। ৭০

৭০। যদ্বৎ (যেভাবে) আপঃ (জলরাশি) আপূর্য্যমানম্ (পরিপূর্ণ) অচলং প্রতিষ্ঠং (অতল গভীর) সমুদ্রং (সাগরে) প্রবিশন্তি (প্রবেশ্ করে) তদ্বৎ (তদ্রূপ) সর্ব্বে কামাঃ (বিষয়সমূহ) যং (যে পুরুষে) প্রবিশন্তি (প্রবেশ করে লীন হয়) সঃ (তিনি) শান্তিম্ আপ্নোতি (শান্তি লাভ করেন) কামকামী (বিষয়াসক্ত পুরুষ) ন (শান্তি পায়না)।

যেভাবে অসংখ্য নদ-নদীর জলরাশি বয়ে এসে অতি গভীর প্রশান্ত সমুদ্রে পড়ে বিলীন হয়ে যায় তদ্রূপ শব্দাদি বিষয়সমূহ ও স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের মনে প্রবেশ করে বিলীন হয়ে যায়। অর্থাৎ কোনরূপ চিত্ত বিক্ষোভ সৃষ্টি করতে পারেনা। ফলে এরূপ ব্যক্তি শান্তি লাভ করেন; কিন্তু বিষয়াসক্ত লোকের পক্ষে এরূপ শান্তি লাভ করা অসম্ভব, কেননা ভোগাসক্ত লোক এই শান্তি পায়না। ৭০

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি।। ৭১

৭১। যঃ পুমান্ (যে লোকে) সর্ব্বান্ কামান্ বিহায় (সকল কামনা ত্যাগ করে) নিস্পৃহঃ নিরহঙ্কারঃ নির্ম্মমঃ [হয়ে] চরতি (বিচরণ করেন) সঃ শান্তিম্ অধিগচ্ছতি (তিনি শান্তি লাভ করেন)।

যে ব্যক্তি সকলপ্রকার কামনা ত্যাগ করে নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার, নির্ম্মম হয়ে সংসারে বাস করেন, এরূপ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিই শান্তি লাভ করে থাকেন। ৭১

যিনি দেহ, জীবন ধনাদি প্রাপ্ত অপ্রাপ্ত বিষয়ে স্পৃহাশূন্য এবং আমার দেহ আমার ঘর, আমার ধন ইত্যাদিতে মমতাশূণ্য হন, আমি ধনী, আমি জ্ঞানী,

আমি কর্ত্তা, আমি দাতা ইত্যাদি অহঙ্কার শূন্য হন, এরূপ ব্যক্তি সংসারে থাকুন কিংবা সন্ন্যাসী হয়ে বনেই যান তিনি সর্বত্রই শান্তি পান।

এষা ব্রাহ্মীস্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণ মৃচ্ছতি।। ৭২

৭২। হে পার্থ। এষা ব্রাহ্মীস্থিতিঃ (এরকম ব্রহ্মনিষ্ঠ অবস্থা) এনাংপ্রাপ্য (একেপেয়ে) ন বিমুহ্যতি (বিমুগ্ধ হয়না) অন্তকালে অপি (মৃত্যুকালেও) অস্যাংস্থিত্বা (এই অবস্থায় থেকে) ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ ঋচ্ছতি (ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন)।

হে পার্থ। এরকম ব্রহ্মনিষ্ঠ অবস্থা প্রাপ্ত হলে মানুষের আর মোহ হয়না। মৃত্যুকালেও এই অবস্থায় থেকে তিনি ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা ব্রহ্মমিলন রূপ মোক্ষ লাভ করেন। অর্থাৎ হে পার্থ। এরকম ব্রহ্মনিষ্ঠ অবস্থায় উপনীত হতে পারলে কোনো মানুষই সংসার মায়ায় আবদ্ধ হয়না। মৃত্যু কালেও যদি অল্প সময়ের জন্যও মানুষ এই অবস্থা পায় তবে তার ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ হয়। ৭২

ব্রাহ্মীস্থিতি বা ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থান করতে কি গৃহী, কি সন্ন্যাসী, কি যোগী সকলেরই অধিকার আছে। অর্থাৎ কামনা ত্যাগ, ইন্দ্রিয় সংযম, আত্মাভিমান ত্যাগ ও মমত্ব বুদ্ধি বর্জ্জন করে, ঈশ্বরে চিত্ত অর্পণ করে তারই প্রীতির অর্থে, জগতহিতের অর্থে নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান করেও এই অবস্থা পেতে পারেন। একেই কর্মযোগ সিদ্ধি বলে। (২।৫৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভাবার্থ

এই সাংখ্যযোগ বা জ্ঞানযোগে, প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত বিষাদযোগের পরেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে শোক মোহ বিমূঢ় অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে সর্ব প্রথম দেহতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্বের কথা বর্ণনা করেছেন। মানুষ যখন দুঃখ পায় অর্থাৎ বিষাদগ্রস্ত হয়, তখন প্রায় ঈশ্বরমুখী নিত্যানিত্যের বিচার, সৎ-অসতের বিচার করতে স্বাভাবিক ভাবেই তার প্রবৃত্তি জন্মে। বিষাদ যোগেই এই কথা বলা হয়েছিল যে, বিষাদযোগই আধ্যাত্মিক জীবন আরম্ভের প্রথম সূত্র। অর্জ্জুন যখন

সগৌরবে অহং ভাব নিয়ে কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে যুদ্ধ করবো বলে দাঁড়িয়ে দুই পক্ষের সৈন্যের মধ্যে নিজের আত্মীয়স্বজন গণকে দেখতে পেয়ে যুদ্ধ করবো না বলে ধনুর্বান ফেলে দিয়ে দুঃখ শোকে অধীর হয়ে রথের উপর বসেছিলেন তখন কোনো উপায় না দেখে অর্জ্জুন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে এই অধ্যায়ের সাত শ্লোকে উল্লেখ করা মতে শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পন করে শরণাগত হলেন এবং হিংসাত্মক কাজ করার চেয়ে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে জীবন ধারণ করাই ভালো বলে মত প্রকাশ করলেন। এর উত্তরস্বরূপ ১১ শ্লোকে শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করে যে সমস্ত কথা বলেছিলেন তার মধ্যে একথাই বিশেষভাবে বলেছিলেন যে— "তুমি পণ্ডিতের মত কথা বললেও মূর্খ। পণ্ডিতগণ জন্ম-মৃত্যুর জন্য শোক করেন না।" এই শ্লোকটিই গীতার বীজমন্ত্র স্বরূপ। এই শ্লোকথেকে শুরু করে গীতায় সমস্ত জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও যোগতত্ত্বের রহস্য বর্ণিত হয়েছে।

১২ শ্লোক থেকেই দেহধর্ম সম্বন্ধে এবং আত্মতত্ত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে দেহের নশ্বরতা এবং আত্মার অবিনাশিতা প্রতিপাদন করেছেন। কৈশোর, যৌবন, জরাদেহের এই অবস্থান্তর প্রাপ্তির মত মৃত্যুর ও অবস্থান্তর প্রাপ্তি ঘটে মাত্র। আত্মার জন্ম-মৃত্যু নেই। শীত, উষ্ণ আদি দেহের ধর্ম, আত্মার ধর্ম নয়। আত্মা অবিনাশী। নতুন কাপড় পরে পুরান কাপড় ত্যাগ করার মত, এই দেহ পরিত্যাগ করে অন্য দেহ গ্রহণ করে। দেহ ধ্বংস হলেও দেহীর ধ্বংস হয়না। এমনকি অস্ত্র-শস্ত্র, অগ্নি প্রভৃতি কোনো কিছুই দেহীকে ধ্বংস করতে পারেনা। দেহী নিত্য, নির্বিকার, সনাতন, অচল এবং কুটস্থ। এ অন্যের দ্বারা হতেও হয় না এবং অন্যকে বধও করেনা ; ইত্যাদি নানারকম যুক্তিতর্কের অবতারণা করে আত্মার অবিনাশিতা সম্বন্ধে বিশদভাবে উপদেশ দিয়েছেন।

অর্জ্জুন গুরুজনাদি বধের আশঙ্কায় কাতর হলে শ্রীকৃষ্ণ দৃঢ়তার সংগে বলেছিলেন— দেহ নশ্বর কিন্তু আত্মা অবিনাশী; এর পর স্বধর্ম পালনের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন— ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম হল যুদ্ধ করা, যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হওয়া ক্ষত্রিয়ের কর্ম নয়। এরূপ পরাঙ্মুখতা অকীর্ত্তিকর, অনার্যজনোচিত ও নিন্দাজনক এভাবে কিছু কিছু শাস্ত্রীয় লৌকিক উপদেশও দিয়েছিলেন। ক্ষত্রিয়ের জয় পরাজয় উভয়েই লাভ। জয়ী হলে মহীপতি এবং পরাজিত হলে ক্ষত্রিয়ের সম্মুখ সমরে

মৃত্যুর জন্য স্বর্গ লাভ। ইত্যাদি নানারকম উপদেশ দেবার পরও যখন অর্জ্জুনের লোক হত্যাজনিত পাপের ভয় দূরীভূত হলনা, তখন শ্রীগোবিন্দ নিষ্কাম কর্মযোগের গভীর রহস্য অর্জ্জুনকে বলেছিলেন। হে অর্জ্জুন। তোমাকে রাজ্যলাভ কামনায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে গুরুজনাদি বধ কর্মজনিত পাপের ফল ভোগ করতে হবে সত্য; কিন্তু যদি তুমি যোগস্থ হয়ে ফল কামনা বর্জন করে লাভালাভ, সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমজ্ঞান করে যুদ্ধ কর তবে তোমাকে পাপের ভাগী হতে হবেনা। এ সমত্ব বুদ্ধিরূপ যোগই বুদ্ধিযোগ। এরূপ সাম্যবুদ্ধিযুক্ত কর্মযোগকেই নিষ্কাম কর্ম বলে। পাপ-পূণ্য, স্বর্গ-নরকাদির কথা এগুলি কাম্য কর্মের ফল। কিন্তু যারা নিষ্কাম কর্মী, সাম্য, বুদ্ধিযুক্ত, তাঁরা স্বর্গের আশায় কিংবা নরকের ভয়ে কর্ম করেন না। তাঁদের স্বর্গ নরকের ভয় নেই। পাপ-পুণ্য উভয়ে ফলকে ত্যাগ করে, নিষ্কামভাবে সাম্যবুদ্ধিযুক্ত হয়ে কর্ম করেন ও সাম্য বুদ্ধিতে কর্ম করার জন্য মোক্ষপদ লাভ করেন। হে অর্জ্জুন। নানাদিকে ধাবিত তোমার বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি যখন ঈশ্বরে সমাহিত হবে, তখন তোমার আসক্তি দূর হবে, তোমার প্রজ্ঞা স্থির হবে, তুমি যোগসিদ্ধ হবে। যে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি বিষয়-বাসনা, আত্মাভিমান ও সমত্ব বুদ্ধি বর্জন করে ঈশ্বরে একনিষ্ঠ হন তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষে আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়বৃত্তির দ্বারা কর্ম করলেও কর্মে আবদ্ধ হননা। এ অবস্থার নামই ব্রাহ্মীস্থিতি। ব্রাহ্মীস্থিতি অবস্থা লাভ করে কোনো ব্যক্তি নিষ্কামভাবে ঈশ্বর প্রীত্যর্থে জগতের হিতের জন্য কাজ করলেও কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ হননা। বরঞ্চ পরম পদই লাভ করে থাকেন।

এই দ্বিতীয় অধ্যায়, সাংখ্যযোগে সমস্ত গীতার কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান এ তিনপ্রকার যোগ ও প্রসংগক্রমে ত্রিগুণ পুরুষ প্রকৃতি, সংসার মোহ, মোক্ষ ইত্যাদি পরবর্ত্তী বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচিত তথ্যগুলি সূত্রাকারে উল্লিখিত হয়েছে। সেজন্য এই অধ্যায়কে গীতার্থ-সূত্র বা সাংখ্যযোগ বলে।

প্রাচীন বৈদিক কর্মযোগ ও বৈদান্তিক জ্ঞানযোগে ভক্তির যে প্রসংগ নেই শ্রীগীতায় সে প্রসংগ আমরা জ্ঞান ও কর্মের সংগে সংযুক্ত হতে দেখি। জ্ঞান ও কর্মের সংগে ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তির সংযোগ করে শ্রীগীতা অপূর্ব যোগধর্ম শিক্ষা দিয়েছেন।

যোভক্তামোহপহাপয়িতুং জগাদ
দেহাত্মবোধমথকর্ম্মতদঙ্গ ভূতম্।
জিজ্ঞাসবে করুণয়া স্থিতপ্রজ্ঞ চিহ্নং
তস্মৈ নমোঽস্তু গুরুবে যদু নন্দনায়।।

হে সামাজিক সব, দেখহ ভগবন্তর লোকক কৃপা। অর্জ্জুনক উপলক্ষ করি সকলো লোক তরিবাক প্রতি গীতাশাস্ত্র কহিলা। এতেকে যি সুবুদ্ধি হয় তেবে সত্বরে হরিক ভজা। আয়ু পুনু পদ্মপত্র জলসম স্থির নহে।

হে কৃষ্ণ, ভক্তবৎসল, করুণাসাগর! যেমনে তোমার চরণ পদ্মত মোর মন ভ্রমর রহে, তেমনে দায়া করা। কৌটিবাব প্রণাম করি কার্পণ্য করোঁ। সামাজিক সবো ডাকি হরি বোল হরি।

ইতি– শ্রীমদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে সাংখ্যযোগোনাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্।।

তৃতীয়ো অধ্যায়ঃ

কর্ম্মযোগঃ

সাংখ্যে যোগে চ বৈষম্যং মত্বা মুগ্ধায় জিষ্ণবে।
তয়োর্ভেদ নিরাশায় কর্ম্মযোগে উদীর্য্যতে।।
স্বধর্ম্মেণ যমারাধ্য ভক্ত্যামুক্তিমিতা বুধাঃ।
তং কৃষ্ণং পরমানন্দং তোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মভিঃ।।

(— শ্রীধরস্বামীর গীতার্থ সংগ্রহ ২)

জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের বিষমতা দর্শনে মুগ্ধচিত্ত অর্জ্জুনের মনের সংশয় দূরীকরণার্থে শ্রীভগবান কর্মযোগের রহস্য বর্ণনা করেছেন। বুধগণ ভক্তির সংগে আরাধনা ও স্বধর্মের অনুষ্ঠান করে যে মুক্ত (পরমপদ) লাভ করেছেন, সর্বকর্মের দ্বারা সেই পরমানন্দ শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করা কর্ত্তব্য।

অর্জ্জুন উবাচ

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব।। ১

১। অর্জ্জুন উবাচ (বললেন)— হে জনার্দ্দন। চেৎ (যদি) কর্ম্মণং (নিষ্কাম কর্মের চেয়ে) বুদ্ধিঃ (আত্মজ্ঞান) জ্যায়সী (শ্রেষ্ঠ) তে মতা (তুমি মনে কর) হে কেশব। তৎকিং (তবে কিসের জন্য) ঘোরে কর্ম্মণি (হিংসা কাজে) মাং নিয়োজয়সি (আমাকে নিযুক্ত করছো)?

হে জনার্দ্দন। যদি তোমার মতে কর্মের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, তবে হে কেশব। আমাকে কেন এরূপ মহা হিংসা কর্মে (যুদ্ধে) নিযুক্ত করছো? ১

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্।। ২

২। ব্যামিশ্রেণ ইব বাক্যেন (সন্দেহজনক বাক্যের দ্বারা) মে বুদ্ধিং (আমার বুদ্ধিকে) মোহয়সি ইব (কেন মোহিত করছো); যেন (যার দ্বারা) অহং (আমি) শ্রেয়ঃ আপ্নুয়াম্ (মঙ্গল লাভ করবো) তৎ একং (সে একটি) [পথ] নিশ্চিত্য বদ (ঠিক করে বল)।

তুমি সন্দেহজনক বাক্যের প্রশংসা দ্বারা আমার বুদ্ধিকে মোহিত করছো, যার দ্বারা আমি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারবো, সে রকম একটি পথের কথা আমাকে নিশ্চয় করে বল। ২

ব্যামিশ্রেণ ইব বাক্যেন– বিমিশ্র বাক্যের দ্বারা অর্থাৎ কোনো স্থলে জ্ঞানের প্রশংসা, কোনোস্থলে কর্মের প্রশংসারূপ বিমিশ্রবাক্য দ্বারা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথমতঃ শ্রীভগবান মোক্ষসাধন আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়ে পরে আবার যোগস্থ হয়ে কর্ম করতে বলায় অর্জুন অত্যন্ত সন্দেহযুক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, কর্মের চেয়ে যদি জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ হয় এবং এই জ্ঞানের দ্বারাই যদি মোক্ষ লাভ হয়, তবে আপনি আমাকে এরূপ হিংসা কর্মে নিযুক্ত করেছেন কেন? অর্থাৎ এরূপ ভয়ঙ্কর কর্ম করতে আমাকে আদেশ দিচ্ছেন কেন?

শ্রীভগবানুবাচ

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞান যোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্।। ৩

৩। শ্রীভগবানুবাচ– হে অনঘ (নিষ্পাপ)! অস্মিন্ লোকে (এই সংসারে) দ্বিবিধা নিষ্ঠা (দুরকমের ব্রহ্মনিষ্ঠা) ময়া পুরা প্রোক্তা (আমার দ্বারা আগে বলা হয়েছে); জ্ঞান যোগেন সাংখ্যানাং (জ্ঞান যোগের দ্বারা সাংখ্য যোগীগণের) কর্ম্ম যোগেন যোগীনাম্ (নিষ্কাম কর্ম যোগের দ্বারা কর্মীগণের) [নিষ্ঠা বলা হয়েছে]।

শ্রীভগবান বললেন— হে অনঘ! এই জগতে দুরকম ব্রহ্ম নিষ্ঠার কথা আমি আগেই বলেছি। জ্ঞানের দ্বারা সাংখ্যগণের (জ্ঞানাধিকারীগণের), কর্মযোগের দ্বারা কর্মীগণের নিষ্ঠা হয়। ৩

নিষ্ঠা– মোক্ষ লাভের পথ, উপায়।

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি।।৪

৪। কর্ম্মণাম্ অনারম্ভাৎ (নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করলে) পুরুষঃ (পুরুষে) নৈষ্কর্ম্ম্যং (কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি) ন অশ্নুতে (প্রাপ্ত হয়না) সংন্যসনাৎ এব চ (সন্ন্যাস গ্রহণ করলেই) সিদ্ধিং ন সমধিগচ্ছতি (সিদ্ধি লাভ করতে পারেনা)।

হে অর্জ্জুন। নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করলে লোকে কর্মশূন্য অবস্থা পেতে পারেনা। আসক্তি ত্যাগ নাহলে সন্ন্যাস গ্রহণ করে কর্মত্যাগ করলেই সিদ্ধি লাভ হয়না। ৪

নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ— 'নিষ্কর্ম' শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কর্ম মাত্রেই বন্ধনের কারণ। এই কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি বা নিষ্কৃতির অবস্থাকে নিষ্কর্ম সিদ্ধি বা মোক্ষ লাভ বলে। (১৮।৫৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য) সন্ন্যাসীগণ কর্ম ত্যাগকেই নিষ্কর্ম বা মোক্ষ বলেন, কিন্তু গীতার মত ঠিক এরূপ নয়। (৫।৪, ৫ শ্লোক ও ১৮।২ শ্লোক দ্রষ্টব্য) কর্ম বন্ধনের কারণ নয়, কর্মফলই বন্ধনের কারণ। এজন্য সাংখ্য ও কর্মযোগীকে জ্ঞানী ব্যক্তিরা এক ভাবেই দেখেন। জ্ঞানীব্যক্তিদের মতে, মোক্ষের জন্য অহঙ্কার ও ফলাসক্তি ত্যাগ প্রয়োজন কিন্তু কর্ম ত্যাগের প্রয়োজন হয়না।

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈ।।৫

৫। জাতু (কখনও) কশ্চিৎ (কেউই) ক্ষণমপি (অল্প সময়েব জন্যও) অকর্ম্মকৃৎ (কাজ নাকরে) ন হি তিষ্ঠতি (থাকতে পারেনা) হি (যেহেতু) প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ (প্রকৃতিজাত গুণ সমূহের দ্বারাই) অবশঃ (অবশ হয়ে) সর্ব্বঃ (সকল মানুষ) কর্ম্ম কার্য্যতে (কাজ করতে বাধ্য হয়)।

কেউ কর্ম নাকরে কখনো এক মুহূর্ত্তের জন্যও থাকতে পাবেনা; কেননা প্রকৃতিজাত সত্ত্বাদি গুণসমূহ মানুষকে অবশ করে কর্ম করতে বাধ্য করায়।৫

প্রকৃতিজৈঃ গুণৈ— সত্ত্ব, রজঃ, তম— প্রকৃতির গুণত্রয় থেকেই রাগদ্বেষাদির উৎপত্তি, এব ফলেই জীবের কর্মপ্রেরণা; নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসাদি স্বাভাবিক কর্মগুলিও

প্রকৃতির প্রেরণাতেই হয়ে থাকে।

কর্ম না করলেও কেউ কর্মশূন্য হতে পারেনা। কারণ প্রকৃতির গুণে সবাই কর্ম করতে বাধ্য হয়। অতএব কর্ম যখন করতেই হবে তখন এভাবে কর্ম করা উচিত যাতে কর্ম বন্ধনের কারণ না হয়ে জীবের মোক্ষলাভের কারণ হয়। একেই কর্মযোগ বলে।

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসাস্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।। ৬

৬। যঃ বিমূঢ়াত্মা (যে আত্মজ্ঞানহীন ব্যক্তি) মনসা (মনদ্বারা) ইন্দ্রিয়ার্থান্ (ইন্দ্রিয়াদি বিষয়গুলিকে) স্মরন্ (স্মরণ করে) কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য (কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে) আস্তে (থাকে) স মিথ্যাচারঃ উচ্যতে (সে ব্যক্তিকে মিথ্যাচারী বা কপটাচারী বলে)।

যে ব্যক্তি হাত, পা প্রভৃতি কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে (মনে ভগবান ধ্যান করার ভান ধরে) ইন্দ্রিয় বিষয়গুলির স্মরণ করে থাকে, এরূপ আত্মজ্ঞানহীন ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী, কপটাচারী বলা হয়। ৬

শ্রীচৈতন্যদেব বলেছেন—

"মর্কট বৈরাগ্য না করিহ লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভূঞ্জ অনাসক্ত হইয়া।
অন্তরে নিষ্ঠাকর বাহিরে লোক ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার।।"

কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় স্মরণ করলে তা কপটাচার ও মিথ্যাচার হয়। কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ভোগ না করলেও তিনি সাধু বা সন্ন্যাসী অর্থাৎ কর্মত্যাগী হতে পাবেন না। কেননা অসুস্থ, বৃদ্ধ, বিকলাঙ্গ ব্যক্তিরাও কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় ভোগে অসমর্থ, সেজন্য তারা সাধু, সন্ন্যাসী বা কর্মত্যাগী নয়। এরূপ ব্যক্তিরা মিথ্যাবাদী কেননা এরা কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় ভোগ না করলেও জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা সর্বদা বিষয় ভোগ করে থাকেন।

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমাসক্তঃ স বিশিষ্যতে।। ৭

৭। হে অর্জ্জুন। যঃ তু (কিন্তু যিনি) ইন্দ্রিয়াণি (জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে) মনসা নিয়ম্য (মনদ্বারা সংযত করে) আসক্তঃ (আসক্ত হয়ে) কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ (কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে) কর্ম্মযোগম্ আরভতে (কর্মযোগের অনুষ্ঠান করেন) সঃ বিশিষ্যতি (তিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ)।

হে অর্জ্জুন। যিনি মনের দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে কর্মেন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা (অনাসক্তভাবে) কর্মযোগের অনুষ্ঠান করেন তিনিই প্রশংসার যোগ্য; শ্রেষ্ঠপুরুষ। ৭

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্— পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ; কণ্ঠ, হস্ত, পদ, গুহ্যদেশ, লিঙ্গ—পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়।

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্য কর্ম্মণঃ।
শরীর যাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ।।৮

৮। ত্বং (তুমি) নিয়তং কর্ম্মকুরু (যথাবিহিত কাজ কর) হি (যেহেতু) অকর্ম্মণঃ (কাজ না করার চেয়ে) কর্ম্মজ্যায়ঃ (কাজ করা শ্রেষ্ঠ) অকর্ম্মণঃ চ (কাজ নাকরা) (তোমার) শরীর যাত্রা অপি (জীবন নির্বাহও) ন প্রসিধ্যেৎ (হতে পারেনা)।

তুমি সর্বদা কাজের অনুষ্ঠান কর, যেহেতু কাজ না করার চেয়ে কাজ করা অতি উত্তম। কাজ না করলে তোমার জীবন যাত্রাও নির্বাহ হবেনা। ৮

নিয়ত কর্ম্ম— যথাবিহিত নিত্যকর্ম (সন্ধ্যাউপাসনাদি) ও যথাবিহিত নৈমিত্তিক কর্ম (শ্রাদ্ধাদি) আদি। অর্জ্জুনের পক্ষে যুদ্ধ প্রজাপালনাদি নিয়ত কর্ম অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত কর্ম, স্বধর্ম।

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।। ৯

৯। যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণঃ (ঈশ্বর আরাধনার কাজ ছাড়া) অন্যত্র (অন্য কাজের

অনুষ্ঠানে) অয়ংলোকঃ (লোকেরা) কর্ম্মবন্ধনঃ (কর্মবদ্ধ হয়) হে কৌন্তেয়! [তুমি] মুক্ত সঙ্গ (নিষ্কাম হয়ে) তদর্থং (ভগবানের উদ্দেশ্যে) কর্ম্ম সমাচর (কাজের অনুষ্ঠান কর)।

মানুষের বিষ্ণু আরাধনার্থে কাজ করা উচিত। বিষ্ণু প্রীতি ভিন্ন অন্য কাজ করলে মানুষেরা কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পরে, অতএব হে কৌন্তেয়! তুমি ফল কামনা না করে বিষ্ণুর প্রীতিঅর্থে কাজের অনুষ্ঠান কর, অর্থাৎ যজ্ঞার্থ কর্মভিন্ন অন্য কর্মবন্ধনের কারণ। হে কৌন্তেয়! তুমি সে উদ্দেশ্যে (যজ্ঞার্থে) অনাসক্ত হয়ে কাজ কর। ৯

যজ্ঞ শব্দের অর্থ কি? যজ্ঞ বলতে সাধারণতঃ বেদোক্ত ক্রিয়াকাণ্ডগুলিকে বুঝায়। কিন্তু এই কাম্য কর্মগুলি গীতার অনুমোদিত নয়, গীতাতে এগুলিকে বন্ধনের কারণ বলা হয়েছে। (২।৪২-৪৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এখানে যজ্ঞ শব্দের অর্থ বিষ্ণু অর্থাৎ ঈশ্বর। শ্রীমন্ত শঙ্করাচার্য বলেছেন— "যজ্ঞোবৈবিষ্ণুঃ ইতি শ্রুতেঃ যজ্ঞ ঈশ্বরঃ"। সে জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কিংবা ভগবানের প্রীতি কামনায় যে কর্ম করা হয় এছাড়া অন্য কর্ম বন্ধনের কারণ। নিষ্কাম কর্ম ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে করা হলে বন্ধনের কারণ হয়না। সৎকর্ম্ম— ১১।৫৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য। যজ্ঞের মূল কথা হচ্ছে— ত্যাগ, পরার্থে, লোকরক্ষার্থে, ঈশ্বরের সৃষ্টি রক্ষার্থে ত্যাগের ভাবে কর্মানুষ্ঠান করলে মানব জীবন ক্রমে মহাযজ্ঞের আকার ধারণ করে। এই যজ্ঞের উদ্দেশ্য জগতের হিতসাধন এবং যজ্ঞেশ্বর হলেন স্বয়ং ভগবান। গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মের এরূপ উদ্দেশ্য হেতু তা যথার্থ কর্ম। শুধু বেদোক্ত যজ্ঞাদি এবং সামাজিক কর্ত্তব্য কর্মই নয়, সকল কর্মই যজ্ঞার্থে করা যেতে পারে। কর্মমূল বেদবাদ ও জ্ঞানমূল বেদান্তবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে গিয়ে গীতা যজ্ঞের অর্থের সম্প্রসারণ করেছেন। পরে চতুর্থ অধ্যায়ে যজ্ঞ শব্দের অর্থের আরোও সম্প্রসারণ লক্ষ্য করা যাবে। এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে এর মূল্যায়ণের মধ্যদিয়ে আলোচনার সমাপ্তি ঘটবে।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্ট কামধুক্।। ১০

১০। পুরা (সৃষ্টির শুরুতে) প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা) সহযজ্ঞাঃ (যজ্ঞের সংগে)

প্রজাঃ সৃষ্ট্বা (প্রজাগণের সৃষ্টি করে) উবাচ (বললেন) অনেন (এ যজ্ঞের দ্বারা) প্রসবিষ্যধ্বম্ (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও) এবঃ (এই যজ্ঞ) বঃ (তোমাদের) ইষ্টকামধুক্ (অভিলাষদাতা, অভীষ্ট ভোগপ্রদ) অস্তু (হোক)।

সৃষ্টির শুরুতে প্রজাপতি ব্রহ্মা যজ্ঞের সংগে জীবগণের সৃষ্টি করে বলেছিলেন- এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা ক্রমে আত্মার উন্নতি লাভ কর। এই যজ্ঞ তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করবে। ১০

সহযজ্ঞাঃ — যজ্ঞের সংগে প্রজা সৃষ্টি করার অর্থ হল, প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টির সংগে সংগে প্রজারক্ষার জন্য প্রজাদের করনীয় কর্মনীতির ও নির্দেশ করেছিলেন। এ কর্মনীতির সাধারণ কাম যজ্ঞ।

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ।।১১

১১। অনেন (এই যজ্ঞের দ্বারা) [তোমার] দেবান্ (দেবতাগণকে) ভাবয়ত (সন্তুষ্ট কর), তে দেবাঃ (সে দেবতাগণ) বঃ ভাবয়ন্ত (তোমাদের সন্তুষ্ট করুক) [এ ভাবে] পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ (পরস্পরের সন্তুষ্টির দ্বারা) পরং শ্রেয় (পরম মংগল) অবাপ্স্যথ (লাভ করবে)।

হে প্রজাগণ! এই যজ্ঞাদি কর্মের দ্বারা দেবতাগণকে তোমরা সন্তুষ্ট কর; তারাও (দেবতারাও) তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করুক, এভাবে পরস্পরের সন্তুষ্টি বিধান দ্বারা তোমরা মঙ্গল লাভ করবে। ১১

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তান প্রদায়ৈভ্যো যোভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ।। ১২

১২। হি (যেহেতু) দেবাঃ যজ্ঞভাবিতাঃ (দেবতাগণ যজ্ঞের দ্বাবা সন্তুষ্ট হয়ে) ইষ্টান্ ভোগান (বাঞ্ছিত ভোগসমূহ) বঃ দাস্যন্তে (তোমাদিগকে দিবেন) তৈঃ দত্তান্ (তাদের দেওয়া ভোগ্যবস্তুসমূহ) এভ্যঃ অপ্রদায় (তাদেরকে না দিয়ে) যঃ ভুঙ্ক্তে (যে ভোগ করে) সঃ স্তেন এব (সে নিশ্চয় চোর)।

যেহেতু যজ্ঞের দ্বারা সন্তুষ্ট হয়ে দেবতাগণ তোমাদেরকে বাঞ্ছিত ভোগ্যবস্তু দান করেন, সুতরাং তাদের দেয়া ভোগ্য বস্তু তাদেরকে না দিয়ে নিজেরাই

যদি ভোগ করে তবে তা চোরের কাজ হবে। ১২

শ্রীগীতা বলেন— দেবগণ প্রজারক্ষায় সাহায্য করেন। সেজন্য মনুষ্যরূপী প্রজাদেরও যজ্ঞাদি দ্বারা দেবগণের মনস্তুষ্টি বিধান করা কর্ত্তব্য কর্ম। এরূপ কর্মকেই দৈবযজ্ঞ বলে।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ।। ১৩

১৩। যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ (যজ্ঞের অবশেষ ভোক্তী) সন্তঃ (সৎ পুরুষগণ) সর্ব্বকিল্বিষৈঃ মুচ্যন্তে (সর্বপ্রকার পাপ থেকে মুক্ত হয়) যে তু (কিন্তু যারা) পাপিষ্ঠগণ অঘং ভুঞ্জতে (পাপ ভোগ করে)।

যারা যজ্ঞের অবশিষ্ট ভোজন করেন অর্থাৎ দেবতা, অতিথি প্রভৃতিকে দিয়ে অবশিষ্ট ভোজন করেন এরূপ সাধু ব্যক্তিরা পাপ থেকে মুক্ত হন; কিন্তু যে সকল পাপিষ্ঠ পুরুষেরা কেবল নিজের পেট ভরানোর জন্য অন্ন রান্না করেন, তারা শুধু পাপরাশিই ভোজন করেন। ১৩

পঞ্চযজ্ঞ কি?— অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো-দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্।।

অধ্যাপনা (সন্ধ্যা উপাসনাদি), ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষিযজ্ঞ; তর্পণাদি-পিতৃযজ্ঞ, হোমাদি-দৈবযজ্ঞ; ভুতযজ্ঞ- কাক প্রভৃতি জীব-জন্তুকে খাদ্য দান; নৃযজ্ঞ-অতিথিসৎকার।

মানুষের সকলের প্রতি কর্ত্তব্য আছে; এই কর্ত্তব্যকে শাস্ত্রে ঋণ বলে। এই পাচ প্রকার ঋণ ত্যাগমূলক পাচ প্রকার যজ্ঞের দ্বারাই পরিশোধ হয়। এই পাচ প্রকার ঋণের ভাবার্থ হল, ভগবান থেকে শুরু করে দেবতা, পিতা, মাতা, অতিথি, সামান্য জীবজন্তুর প্রতিও সেবার মনোভাব রেখে শ্রদ্ধা সহকারে এদের সৎকার করবে।

মানুষ জীবন রক্ষার্থে অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিত্যকর্ম করতে গিয়ে প্রতিদিন কিছু কিছু কীটপতঙ্গাদি প্রাণি বধ করে থাকে। এই পাপ মোচনার্থ শাস্ত্রকারগণ গৃহস্থের অবশ্য পালনীয় পঞ্চমহাযজ্ঞের ব্যবস্থা দিয়েছেন। এর উদ্দেশ্য উদার, আদর্শ উচ্চ দৃষ্টি বিশ্বমানবেরও উপরে, বিশ্বাত্মার দিকে।

"আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎতৃপ্যতু"– ("ব্রহ্ম থেকে তৃণ শিখা পর্যন্ত সমস্ত জগৎ আমার দেয়া জলে তৃপ্ত হোক।") মন্ত্রটিতে উক্ত ভাবেরই প্রতিধ্বনি হয়েছে।

ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষিযজ্ঞ– নির্গুণ পরমাত্মা, সগুণ ঈশ্বর এবং পরম উপকারী শাস্ত্রজ্ঞ তপস্বী সম্বন্ধে চিন্তন, মনন উপাসনাদি যজ্ঞ।

পিতৃযজ্ঞ– পিতৃপুরুষের তৃপ্তি বিধানার্থে অনুষ্ঠান বিশেষ।

দৈবযজ্ঞ– দেব সম্বন্ধীয় হোমাদি যজ্ঞ বিশেষ।

ভূতযজ্ঞ– জীব-জন্তু সম্বন্ধীয় খাদ্য প্রদান যজ্ঞাদি।

নৃযজ্ঞ– মানুষ সম্বন্ধীয় সেবামূলক সমস্ত কার্যাদি।

যজ্ঞের মাধ্যমে সর্বস্তরে, সর্বলোকের সংগে মানুষের ব্যাপ্তি বা যোগাযোগ ঘটে। এই যজ্ঞ হল মানুষের আত্মব্যাপ্তিব সাধনা। ব্রহ্মাণ্ডের সকলের সংগে সকলের নিবিড় আত্মীয়তার ভাবটিই পঞ্চমহাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠে।

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ।।১৪

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞেপ্রতিষ্ঠিতম্।। ১৫

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি।। ১৬

১৪,১৫,১৬। অন্নাৎ (অন্নথেকে) ভূতানি ভবন্তি (প্রাণীগণের উৎপত্তি হয়) পর্জ্জন্যাৎ (মেঘ থেকে) অন্নসম্ভবঃ (অন্নের সৃষ্টি হয়), যজ্ঞাৎ (যজ্ঞ থেকে) পর্জ্জন্য ভবতি (মেঘ উৎপন্ন হয়) যজ্ঞ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ (যজ্ঞ কর্ম থেকে সৃষ্টি হয়) কর্ম্ম (কর্ম) ব্রহ্মোদ্ভবং (বেদ থেকে সৃষ্টি হয়) বিদ্ধি (জানবে) ব্রহ্ম (বেদ) অক্ষর সমুদ্ভবং (পরমাত্মা থেকে সৃষ্টি হয়) তস্মাৎ (সেজন্য) সর্ব্বগতং ব্রহ্ম (সর্ব্যাপি পরম ব্রহ্ম) নিত্যং (সর্বদা) যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং (যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন) হে পার্থ! ইহ (ইহ লোকে) এবং প্রবর্ত্তিতং (এরূপে অনুষ্ঠিত হয়ে) চক্রং (কর্মচক্রকে) যঃ (যিনি) ন অনুবর্ত্তয়তি (অনুষ্ঠান করেননা) ইন্দ্রিয়ারামঃ (ইন্দ্রিয়

সুখাসক্ত) অঘায়ুঃ (পাপী) যঃ (সেইব্যক্তি) মোঘং জীবতি (বৃথা জীবন ধারণ করেন)।

অন্ন থেকে প্রাণীগণের উৎপত্তি হয়, মেঘ থেকে অন্নের জন্ম হয়; যজ্ঞ থেকে মেঘের সৃষ্টি হয়; অগ্নি হোত্রাদি কর্মসমূহ থেকে যজ্ঞের উৎপত্তি হয়; কর্মসমূহের উৎপত্তি বেদ থেকে জানবে এবং বেদও ব্রহ্ম থেকে সমুদ্ভূত জানবে। সে জন্য সর্বব্যাপী অবিনাশী পরম ব্রহ্ম, ধর্মাদি রূপযজ্ঞে সর্বদা প্রতিষ্ঠিত আছেন। হে অর্জ্জুন। যিনি মনুষ্য দেহ ধারণ করে উক্ত প্রবর্ত্তিত কর্মচক্রের অনুষ্ঠান করেননা অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্মের দ্বারা এই সংসার চক্র পরিচালনায় সহায়তা করেননা, তিনি ইন্দ্রিয় সুখাসক্ত পাপাত্মা, তিনি বৃথাই জীবন ধারণ করেন। ১৪,১৫,১৬।

গীতোক্ত যজ্ঞবিধি— গীতা সকাম যজ্ঞের বিরোধী হলেও নিষ্কাম যজ্ঞের বিরোধী নহে। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা কর্মাদি চিত্ত শুদ্ধিকর, সুতরাং অনাসক্তি ও ফল ত্যাগ করে এই সকল কর্ম করার নির্দেশ গীতায় আছে। (১৮।৫-৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। পরম শ্রেয় লাভ তখনই সম্ভব, যখন যজ্ঞ শুধু দেবতাদের মনস্তুষ্টির মধ্যে না থেকে সর্বব্যাপী যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে করা হয়। প্রজাপতি ব্রহ্মার বিরাট যজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জগৎ সৃষ্টির ঘটনাতে ও জীবের হিতার্থে ভগবানের বিপুল আত্মত্যাগের মহিমাই ব্যক্ত হয়েছে। এরূপ জগতের পালনের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যে ত্যাগ, আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাকেই 'যজ্ঞ' নামে অভিহিত করেছিলেন। যজ্ঞের মর্ম্মভাব শুধু ত্যাগ।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে।। ১৭

১৭। যঃ তু মানবঃ (কিন্তু যে ব্যক্তি) আত্মরতিঃ এব (আত্মাতেই প্রীত, আত্মারাম) আত্মতৃপ্তঃ চ (এবং আত্মাতেই পরিতৃপ্ত) আত্মনি এব চ সন্তুষ্টঃ (আত্মাতেই সন্তুষ্ট) স্যাৎ (হন) তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে (তার কোনো প্রকার কর্ত্তব্য নেই)।

কিন্তু যার কেবল আত্মাতেই রতি প্রীতি, আত্মাতেই পরিতৃপ্তি, যিনি আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, এরূপ ব্যক্তির কর্ম অনুষ্ঠান অনাবশ্যক অর্থাৎ তার নিজের কোনো কর্ত্তব্য থাকেনা। ১৭

আত্মরতি— আত্মাতে যার আসক্তি, বিষয়ে নয়।

আত্মতৃপ্ত— আত্মাতেই যিনি তৃপ্ত, অন্য বস্তুতে নয়।

আত্মসন্তুষ্ট— আত্মাতেই যার একমাত্র সুখ, এরূপ ব্যক্তিই আত্মারাম।

আত্মারাম পুরুষেরা মুক্ত পুরুষ তারা কেবল লোক শিক্ষার্থে ও লোক রক্ষার্থে কাজের অনুষ্ঠান করে থাকেন। তারা প্রকৃত পক্ষে কর্মাকর্ম নিরপেক্ষ পুরুষ মাত্র।

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহকশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ।। ১৮

১৮। ইহ (এই জগতে) কৃতেন (কাজেব অনুষ্ঠানদ্বারা) তস্য (তার) অর্থঃ ন এব (প্রয়োজন নেই) অকৃতেন চ (কাজ না করলেও) কশ্চন (কোনো উদ্দেশ্য) ন (নেই); সর্ব্বভূতেষু (সর্বভূতে) কশ্চিৎ (কোনো) অস্য (তার) অর্থব্য পাশ্রয়ঃ ন চ (নিজের প্রয়োজনে কারোও আশ্রয়ের প্রয়োজন হয়না)।

কাজের অনুষ্ঠান না করলেও জ্ঞানী আত্মারাম পুরুষগণের পাপ কিম্বা পূণ্য কিছুই হয়না। প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য এরূপ জ্ঞানীগণ কারো কাছে কোনো আশ্রয় ও প্রার্থনা করেন না অর্থাৎ মোক্ষ লাভ বিষয়ে তাদের অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হয়না। ১৮

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্মপরমাপ্নোতি পুরুষঃ।। ১৯

১৯। তস্মাৎ (সেজন্য) আসক্তঃ (অনাসক্ত হয়ে) সততং (সর্বদা) কার্য্যংকর্ম্ম (কর্ত্তৃক কর্ম) সমাচর (অনুষ্ঠান কর); হি (যেহেতু) পুরুষঃ অসক্তঃ (লোকে নিষ্কামভাবে) কর্ম্ম আচরন্ (কর্ম করে) পরং (মোক্ষ) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়)।

সেজন্য তুমি ফলকামনা শূন্য হয়ে সর্বদা কর্ত্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান করবে, কারণ অনাসক্তভাবে কর্মের অনুষ্ঠান করে লোকে মোক্ষ লাভ করেন। ১৯

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি।। ২০

২০। জনকাদয়ঃ (জনকাদি মহাত্মাগণ) কর্ম্মণা এব হি (কর্মের দ্বারাই) সংসিদ্ধিং আস্থিতাঃ (সিদ্ধিলাভ করেছিলেন); লোক সংগ্রহম্ এব অপি (লোকরক্ষার দিকেও) সংপশ্যন্ (নজর রেখে) কর্ত্তুম্ অর্হসি (কর্মকরা কর্ত্তব্য)।

জনকাদি মহাত্মাগণও কর্মের অনুষ্ঠান করেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এজন্য তুমিও লোক রক্ষার দিকে দৃষ্টি রেখে তোমার কর্ত্তব্য কর্ম করবে। ২০

লোক সংগ্রহ জ্ঞানীর কর্ম— আত্মনিষ্ঠ আত্মতৃপ্ত জ্ঞানীপুরুষের কাজ করা না করা উভয়ই সমান। কিন্তু যেহেতু দেহধারী জীব কাজ ছাড়া একমুহূর্ত্তও থাকতে পারেননা, দেহ সর্বস্ব জীবে প্রকৃতির কর্ম চলতেই থাকে, অজ্ঞানী বুঝে কর্ম সেই করছে কিন্তু জ্ঞানী। বুঝেন কর্ত্তা ঈশ্বর কর্ম ও ঈশ্বরের; তিনি যন্ত্রমাত্র, অনাসক্ত বুদ্ধিতে কর্ম করে যাওয়াই তার একমাত্র অধিকার। জ্ঞান ও কর্মের এরূপ সামঞ্জস্য বিধানই গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু প্রাচীন বৈদান্তিক মায়াবাদ মতে— আত্মনিষ্ঠ জ্ঞানী পুরুষদের জ্ঞান লাভের পর আর কোনো কর্ত্তব্য কর্ম থাকেনা।

গীতায় 'লোক' শব্দের অর্থ ব্যাপক। শুধু মনুষ্য লোকের জন্য কর্ম নয়, সমস্ত লোকের ধারণ-পোষণের জন্য কর্মের কথা বলা হয়েছে। নিজে জ্ঞানী হওয়ার সংগে সংগে অজ্ঞানী জীবকেও উন্নতির পথে পরিচালনা করা জ্ঞানীগণের কর্ত্তব্য। সাধারণ লোকেরা শ্রেষ্ঠ লোকদেরই অনুসরণ করে থাকেন। মহাপুরুষেরা 'আপনি আচরিধর্ম পরেরে শেখান'।

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।।২১

২১। শ্রেষ্ঠঃ জনঃ (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি) যৎ যৎ আচরতি (যা যা করেন) ইতরঃ (অন্য সাধারণ লোকেও) তৎতৎ এব (তাই করেন); স (তিনি) যৎ প্রমাণং কুরুতে (যা সঠিক বলে ভাবেন) লোকঃ তৎঅনুবর্ত্ততে (অন্য লোকেও তা অনুসরণ করে)।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যে ভাবে কাজের অনুষ্ঠান করেন অপর সাধারণ লোকেরাও তাকেই অনুসরণ করে থাকেন। মহৎ ব্যক্তিরা যা কর্ত্তব্য বলে মেনে নেন, সাধারণ লোকেরাও তাকেই কর্ত্তব্য বলে মেনে চলেন। ২১

জ্ঞানী এবং শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ যেমন আচরণ করেন, যে ধর্মমত প্রামান্য বলে গ্রহণ করেন, সাধারণ লোকেও তাই অনুসরণ করে থাকেন। তুমি জ্ঞানী এবং শ্রেষ্ঠ, তুমি স্বধর্ম প্রতিপালন না করলে সাধারণ লোকেরা তোমাকেই অনুসরণ করে স্বধর্ম ত্যাগ করবে। এই কথা স্মরণ করে ও তোমার যুদ্ধাদি কর্ত্তব্য কর্ম করা উচিত, কর্মত্যাগ করা কোনোমতেই উচিত নয়।

স্বামী বিবেকানন্দ 'অনুসরণে'র মনস্তাত্ত্বিক কারণ বিশ্লেষণে বলেছেন,— "বলবানের দিকে সকলে যায় ; গৌরবান্বিতের গৌরবচ্ছটা নিজের গাত্রে কোনো প্রকারে একটু লাগে, দুর্বল মাত্রেরই এই ইচ্ছা।"

মধ্যযুগে সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা সন্ন্যাসবাদ প্রচার করায় যে বিশেষ কুফল ফলেছিল, আমাদের ইতিহাস তাব নিরব সাক্ষী।

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানাবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি। ২২

২২। হে পার্থ। ত্রিষু লোকেষু (তিন লোকের স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল মধ্যে) মে (আমার) কিঞ্চন কর্ত্তব্যং নাস্তি (একটুও কর্ত্তব্য নেই); অনবাপ্তম্ (অপ্রাপ্ত বস্তুও) অবাপ্তব্যম্ (পাবার মত) ন (নেই) [তথাপি আমি] কর্ম্মণি বর্ত্তে এব চ (কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত রত আছি)।

হে পার্থ। ত্রিলোকের মধে আমার কর্ত্তব্য কর্ম কিছুই নেই, কেননা কোনো বস্তুর প্রতিই আমার পাওয়া না পাওয়ার অভিলাষ নেই, তবুও আমি স্বয়ং সর্বদার জন্য কর্মানুষ্ঠানে নিয়োজিত আছি। ২২

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।। ২৩

২৩। হে পার্থ। যদি অহং (আমি) জাতু (কখনও) অতন্দ্রিতঃ (কর্মশীল হয়ে) কর্ম্মণি ন বর্ত্তেয়ং (কাজ না করি) [তাহলে] মনুষ্যা (লোকেরা) মমবর্ত্মহি (আমার পথেই) সর্ব্বশঃ অনুবর্ত্তন্তে (সর্বতোভাবে অনুসরণ করবে)।

হে পার্থ। যদি আমি আলস্যশূন্য হয়ে কাজ না করি তাহলে লোকেরা সকল প্রকারে আমার প্রদর্শিত পথকেই অনুসরণ করবে। কেউ কাজ করবেনা।২৩

উৎসীদেয়ুরিমেলোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্মচেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ।। ২৪

২৪। চেৎ (যদি) অহং কর্ম্ম ন কুর্য্যাং (আমি কাজ না করি) [তবে] ইমেলোকাঃ উৎসীদেয়ু (এই লোকসকল উৎসন্নে যাবে) [সেজন্য আমি] সঙ্করস্য কর্ত্তা স্যাম্ (বর্ণসঙ্করের কর্ত্তা হব) চ (এবং) ইমাঃ প্রজাঃ উপহন্যাম্ (এই লোকগণের ধ্বংসের কারণ হব)।

আমি কাজ না করলে আমারই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সবাই নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম ত্যাগ করে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠবে। স্বেচ্ছাচারী হলে বর্ণসঙ্কর হবেই, ফলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা হেতু ধর্ম লোপ হয়ে মনুষ্য সমাজ ধ্বংস হবে।২৪

বর্ণ-সঙ্কর— 'সঙ্কর' অর্থ পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থের মিলন বা মিশ্রণ, এর ফল সামাজিক বিশৃঙ্খলা। স্বেচ্ছাচারে বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী।

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্ বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোক সংগ্রহম্।। ২৫

২৫। হে ভারত। কর্ম্মণি সক্তাঃ (কর্মে আসক্ত হয়ে) অবিদ্বাংসঃ (অজ্ঞান লোকেরা) যথা কুর্ব্বন্তি (যেভাবে কাজ করে) বিদ্বান্ অসক্তঃ (জ্ঞানী লোকেরাও অনাসক্ত হয়ে) লোক সংগ্রহং চিকীর্ষুঃ (লোকের হিতসাধনে) তথাকুর্য্যাৎ (সেরকম কাজের অনুষ্ঠান করবে)।

হে ভারত! কর্মে আসক্ত হয়ে অজ্ঞান লোকেরা যেভাবে কাজ করে, তদ্রূপ জ্ঞানী ব্যক্তিরাও অনাসক্ত হয়ে লোক শিক্ষার্থে কাজের অনুষ্ঠান করবেন।২৫

গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মের দুটি উদ্দেশ্য আছে—

(১) কর্ম ভোগের জন্য শুধু নয়, নিষ্কামভাবে ঈশ্বরে অর্পণ বুদ্ধিতে কৃত কর্মের দ্বারাই শুধু সিদ্ধি লাভ সম্ভব। (১৮।১৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

(২) সৃষ্টি রক্ষা— কর্মের দ্বারা সৃষ্টি রক্ষা হয় এজন্য ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তি বা সৃষ্টিশক্তি রূপিনী প্রকৃতি বিচিত্র জগৎ সৃষ্টির মধ্যদিয়ে সকলকেই কর্মে প্রবৃত্ত করায়। মানুষের কর্ত্তব্য হল— তার সমস্ত কর্মকে ভগবানের কর্মে পরিণত করা। শ্রীমাধবদেব 'নামঘোষা' গ্রন্থে বলেছেন,—

"দৈবকী পুত্রর পদসেবা কর্ম এক এহি মানে মাত্র।"

যে কাজেই করা হোক না কেন, ঈশ্বরের প্রীতির অর্থে তা করা হয়েছে বলে ভাবতে হবে। জ্ঞানী ব্যক্তিরা যদি জগতে কাজ করে না দেখান তাহলে অসংখ্য মায়াবদ্ধ জীবের কি উপায় হবে? এজন্য ভক্ত প্রহ্লাদ দুঃখ করে বলেছিলেন,—

প্রায়েণ দেবমুনয়ঃ স্ববিমুক্তি কামা।
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থ নিষ্ঠা।।

—ভাগবত (৭।৯।৪৪)

'প্রায়ই দেখা যায় মুনিগণ নির্জনে মৌন অবলম্বন করে তপস্যা করেন। তারা জগতের লোকের দিকে দৃষ্টি করেন না; তারা তো পরার্থ নিষ্ঠ নন, তারা নিজের মুক্তির জন্যই লালায়িত। এজন্য তারা স্বার্থপর।'

অবশ্য 'প্রায়েণ' শব্দের দ্বারা এর ব্যতিক্রমের কথাও বলেছেন। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের সুদূর পূর্বাঞ্চল রাজ্য আসাম ভূমিতেও শ্রীমন্ত শঙ্করদেব ও মহাপুরুষ মাধবদেবের শুভ আবির্ভাবের মধ্যদিয়ে এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। মহাপুরুষ দ্বয়ের কর্মপ্রেরণার ফলেই 'শঙ্করমিশন', নামঘর, সেবা প্রতিষ্ঠান, সেবাশ্রম প্রভৃতি আসামের নগড়ে পল্লীতে গড়ে উঠায় যুগ যুগ ধরে অজ্ঞ মানবের কল্যাণ সাধনের কাজ সম্ভব হয়েছে। একাজ লোক সংগ্রহ ছাড়া আর কি?

বর্তমানে ভারতবর্ষের লোকেরা প্রায় সকলেই তমোগুণাক্রান্ত, রজোগুণের উদ্রেক না হলে সত্ত্ব গুণের প্রকাশ পাবেনা। এজন্য স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যান্য মনীষীবৃন্দ রজোগুণ উদ্দীপক কর্মযোগের অনুষ্ঠানের উপর এতো জোর দিয়েছেন।

গীতার শিক্ষার মূলতত্ত্ব আধ্যাত্মিক; শুধু মাত্র সামাজিক কর্তব্য পালনাদি নৈতিক কর্মের উপদেশেই মূল তত্ত্ব নয়। গীতোক্ত কর্মযোগের উদ্দেশ্য জীবগণকে ভাগবত্ত জীবনের আদর্শ দেখিয়ে ভাগবতধর্মী করা— (১১।৫৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। কাজ করতে করতে যেন সেই পরমপদ লাভ করে কৃত কৃতার্থ হতে পারে। (১৮।৫৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। লোক সংগ্রহের এটাই হল গূঢ়ার্থ। গীতা মানুষের আদিম, সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতার প্রবৃত্তিকে পরিবর্তিত করতে করতে সার্বজনীন ভাগবত

সত্ত্বা ও চৈতন্যের মধ্যে উন্নীত করেছিল। মানুষের ক্ষুদ্র 'আমি'র বৃহত্তর 'আমি'তে পরিবর্ত্তনের নিয়মই গীতায় বর্ণিত হয়েছে।

> ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
> যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্‌যুক্তঃ সমাচরন।। ২৬

২৬। অজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্ (কর্মে আসক্ত অজ্ঞানী লোকদের) বুদ্ধিভেদং নজনয়েৎ (বুদ্ধিভেদ জন্মাবেনা) বিদ্বান (জ্ঞানীগণ) যুক্তঃ (অবহিত হয়ে) সর্ব্ব কর্ম্মাণি সমাচরন্ (সকল কাজের অনুষ্ঠান করে) যোজয়েৎ (তাদের কাজে নিযুক্ত রাখবেন)।

জ্ঞানীগণ, কাজে আসক্ত অজ্ঞানী লোকদের কখনো বুদ্ধিভেদ জন্মাবেননা, তত্ত্বজ্ঞানের কথা কাউকে বলবেননা, বিশেষতঃ তিনি স্বয়ং অবহিত হয়ে কাজের অনুষ্ঠান করে অজ্ঞানী লোকদের কাজে নিযুক্ত রাখবেন। ২৬

> প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
> অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।। ২৭

২৭। প্রকৃতেঃ গুণৈঃ (প্রকৃতির গুণরাশির দ্বারা) সর্ব্বশঃ (সর্বপ্রকারে) কর্ম্মাণিক্রিয়মানানি (কাজসমূহ সমাধা হয়) অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা (অহংকারে বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি) অহং কর্ত্তা (আমি কর্ত্তা) ইতিমন্যতে (এরূপ মনে ভাবে)।

প্রকৃতির গুণসমূহের দ্বারা সকল প্রকার কর্ম সম্পন্ন হয়, কিন্তু অহংকারে মুগ্ধচিত্ত পুরুষ মনে ভাবেন যে তিনিই কর্মের কর্ত্তা, অর্থাৎ তিনিই কর্মের অনুষ্ঠান করছেন। ২৭

কর্ম করে প্রকৃতি। সাংখ্যমতে জগতের পরিচ্ছিন্ন নির্বিশেষ মূল-উপাদান হলো প্রকৃতি। বেদান্ত মতে পরমব্রহ্মের মায়াশক্তি বা সৃষ্টিশক্তিই প্রকৃতি। এই প্রকৃতি ত্রৈগুণ্যময়ী। সত্ত্ব, রজ, তম এই তিনগুণের সাম্য অবস্থাই প্রকৃতি। প্রকৃতির বৈষম্য অবস্থাই ত্রিগুণ। প্রকৃতির পরিণামই বিচিত্র জগৎ। মন, বুদ্ধি, দেহেন্দ্রিয়াদি প্রকৃতির পরিণাম্। বিষয়ের সংগে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদির সংযোগেই কর্মের উৎপত্তি। সুতরাং কর্মসমূহ প্রকৃতির দ্বারাই সম্পন্ন হয়। (৫,৮,৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। পুরুষ বা আত্মা এথেকে স্বতন্ত্র; আত্মা সাক্ষীস্বরূপ, নিষ্ক্রিয় অকর্ত্তা। যিনি প্রকৃতিকে

আত্মা থেকে ভিন্ন বলে জানেন তিনিই তত্ত্ববিদ্। প্রকৃতিতে অর্থাৎ দেহ মন ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মাভিমানী ব্যক্তিই অহংকারী। এরূপ অহংকারী মুগ্ধচিত্ত ব্যক্তিই মনে করেন 'তিনিই কর্মের কর্ত্তা'।

গীতায় জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়— অজ্ঞান ব্যক্তি মনে করেন কর্ম করেন তিনি আর জ্ঞানী ব্যক্তি মনে করেন, কর্ম করেন প্রকৃতি। অহং জ্ঞানহীন ব্যক্তির কর্মে আসক্তি নেই। অজ্ঞানের কর্ম ভোগ আর জ্ঞানীর কর্মযোগ। কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ হলেই কর্ম যোগে পরিণত হয়। এরূপ অহংত্যাগী ব্যক্তিই আত্মজ্ঞানী। সুতরাং জ্ঞান ও কর্ম পরস্পর সাপেক্ষ, নিরপেক্ষ নয়। সংসার ও সংসারের কাজের সংগে ব্রহ্ম নির্বাণের কোন বিরোধ নেই। তত্ত্বজ্ঞানী সংসারের শত কর্ম কোলাহল ও সুখদুঃখের মধ্যে সক্রিয় থেকেও মন ঈশ্বরে অবিচলিত রেখে আত্মার আনন্দে তৃপ্ত থাকেন। তত্ত্বদর্শী পুরুষেরা কর্মের দ্বারা ইষ্টের সংগে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত থেকে সর্বভূতের হিতসাধনে সর্বদা নিযুক্ত থাকেন।

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণাগুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে।। ২৮

২৮। তু (কিন্তু) হে মহাবাহো! গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ (গুণ ও কর্ম বিভাগের) তত্ত্ববিৎ (যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ) গুণাঃ (গুণসমূহে) গুণেষু (গুণ বিষয়ে) বর্ত্তন্তে (আছে) ইতিমত্বা (এরূপ জেনে) ন সজ্জতে (কর্ত্তৃত্বাভিমান করেনা)।

কিন্তু হে মহাবাহো! যিনি গুণবিভাগ ও কর্মবিভাগের তত্ত্বজ্ঞ এবং প্রকৃতির গুণসকল যে পরস্পরের উপর ক্রিয়াশীল এরূপ ব্যাপারে অভিজ্ঞ এরূপ ব্যক্তি আত্মাকে নিঃসঙ্গ জেনে কর্মে আসক্ত হননা ; অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমান করেননা।২৮

গুণ কর্ম্ম বিভাগয়োঃ তত্ত্ববিৎ— যিনি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ. গুণান্বিতা প্রকৃতির পরিণাম মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদির বিভাগতত্ত্ব জেনেছেন তিনিই গুণ বিভাগের তত্ত্ববিদ্। আবার যিনি মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদির পৃথক পৃথক কর্মবিভাগ জেনেছেন তিনি কর্ম বিভাগের তত্ত্ববিদ্। 'গুণ' বলতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণ বুঝায়, প্রকৃতির পরিণাম দেহ, মন, ইন্দ্রিয়াদিও বুঝায়, আবার রূপরসাদি ইন্দ্রিয় বিষয়ও বুঝায়।

গুণাগুণেষু বর্ত্তন্তে— প্রকৃতির গুণসমূহের নিজেদের মধ্যে খেলা ; কখনও সত্ত্বগুণ প্রবল হয়ে রজস্তমকে দমন করে; কখনও রজোগুণ প্রবল হয়ে সত্ত্ব

ও তমো গুণকে দমন করে ইত্যাদি।

ইন্দ্রিয়াদির সংগে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের অর্থাৎ রূপ-রসাদির যে সংযোগ তাই কর্ম। আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি জানেন, আত্মা নিষ্ক্রিয়, কোনো কর্ম করেননা; প্রকৃতি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদিই সমস্ত কর্মের নিয়ন্তা।

প্রকৃতের্গুণ সংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্নবিচালয়েৎ।। ২৯

২৯। প্রকৃতেঃ গুণসংমূঢ়াঃ (প্রকৃতির গুণে মোহিত লোকেরা) গুণ কর্ম্মসু (গুণের কর্মে অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদির কর্মে) সজ্জন্তে (আসক্ত হন) কৃৎস্নবিৎ (সর্বজ্ঞ পুরুষ) তান্-অকৃৎস বিদঃ (সে অজ্ঞ, মন্দমতিদের) ন বিচালয়েৎ (বিচলিত করবেননা)।

যে সমস্ত অজ্ঞানী লোক, প্রকৃতির গুণে (ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের কাজে) মোহিত হয়ে— ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে আসক্ত হয়; আত্মজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ এরূপ অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন মন্দমতি গণকে কর্ম করা থেকে বিচলিত করবেননা। ২৯

অজ্ঞ ব্যক্তিদের কর্মত্যাগের উপদেশ দেওয়া উচিত নয়। চিত্ত সংযম ও ইন্দ্রিয় সংযমে অভ্যস্ত নাহলে, চিত্ত ঈশ্বরে একনিষ্ঠ না হতে পারলে, বিষয় বাসনা কখনো দূর হবেনা, এরূপ অবস্থায় কর্ম ত্যাগের উপদেশ দিলে কেবলমাত্র মিথ্যাবাদী, আত্মপ্রতারক কতকগুলি অকর্মা লোকের সৃষ্টি হবে। যার ফলে উক্ত লোকগুলির কিংবা জগতের কোনই উপকার হবেনা।

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যোস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।। ৩০

৩০। ময়ি (আমাতে) সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি (সমস্ত কর্ম) অধ্যাত্ম চেতসা (বিবেক-বুদ্ধিরদ্বারা) সংন্যস্য (সমর্পণ করে) নিরাশীঃ (নিষ্কাম) নির্ম্মমঃ (মমতাশূন্য) বিগতজ্বরঃ চ ভূত্বা (এবং শোকশূন্য হয়ে) যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর)।

ঈশ্বরেই কর্ত্তা, তাঁরই উদ্দেশ্যে ভৃত্যবৎ কাজ করছি, এরূপ বিবেক বুদ্ধির সংগে সমস্ত কর্ম অর্পণ করে, কর্মে মমতা ও কামনা শূন্য হয়ে শোক পরিত্যাগ পূর্বক তুমি যুদ্ধ কর। ৩০

কর্মযোগীর লক্ষণ— জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয়। নিষ্কাম কর্মযোগীর তিনটি লক্ষণ— ফলাকাঙ্খা বর্জন, কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ ও সর্ব কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ। উপরিউক্ত শ্লোকে নিরাশী, অধ্যাত্মচেতসা ও নির্ম্মম ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগের দ্বারা যে ভাবের প্রকাশ হচ্ছে তা হলো যিনি সমস্ত কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ করে দাস স্বরূপে আমি তাঁরই কর্ম করছি, এরূপ জ্ঞানে কর্ম করেন তিনিই পরম ভক্ত। কর্মযোগই তার কাছে ভক্তিযোগ। যিনি আমি এবং আমার জ্ঞান ত্যাগ করে চিত্ত বৃত্তিগুলিকে আত্মসর্বস্ব করেছেন, তিনি পরম জ্ঞানী, কর্মযোগই তার জ্ঞানযোগ। এভাবে যিনি সর্ব কর্ম অর্থাৎ যুদ্ধাদি লৌকিক কর্ম, পূজা, অর্চ্চনা, দান, তপস্যাদি বৈদিক বা শাস্ত্রীয় কর্ম সম্পাদন করেছেন তিনিই প্রকৃত কর্মী, এটাই কর্মযোগ। এজন্য গীতোক্ত কর্মযোগে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় হয়েছে। (২।৪৭, ২।৫৩, ২।৫৭, ৪।৪১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। 'কীর্তনঘোষা' গ্রন্থে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব লিখেছেন—

মোতে চিত্ত দিয়া কার্য্য করিয়ো সন্তোষে।
তেবে কি করিবে পারে সংসারর দোষে।।

পদটির দ্বারা এই কথাই স্পষ্টভাবে উপলব্ধি হয় যে, ভক্ত ভগবানে চিত্ত রেখে কাজ করলে পাপ-পুণ্যাদি কর্মফল তাকে স্পর্শ করতে পারেনা।

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ।। ৩১

৩১। যে মানবাঃ (যে সমস্ত লোকেরা) শ্রদ্ধাবন্তঃ (শ্রদ্ধাবান) অনসূয়ন্তঃ (দোষাদি দেখেননা) মে ইদং মতঃ (আমার এই মতের) নিত্যং অনুতিষ্ঠন্তি (সর্বদা অনুসরণ করেন) তে অপি (তারাও) কর্ম্মভিঃ মুচ্যন্তে (কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হন)।

যে সমস্ত লোকেরা শ্রদ্ধাবান ও দোষাদি না দেখে অর্থাৎ অসূয়াশূন্য হয়ে সর্ব্বদা আমার এই মতের অনুষ্ঠান করেন তারা কর্ম করেও কর্ম বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেন। ৩১

আমার এই মত— এই কথা থেকে বুঝা যায় যে এর বিরুদ্ধ মতও প্রচলিত ছিল। সন্ন্যাসবাদীরা বলেন, কর্ম বন্ধনের কারণ, সেজন্য কর্ম ত্যাগেই মুক্তি (১৮।৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। কিন্তু শ্রীভগবান বলেছেন— কর্ম ত্যাগ জীবের

পক্ষে সম্ভব নয়। কর্ম ত্যাগ করলে লোক রক্ষাও হয়না। এজন্য নিষ্কামভাবে কর্ম করাই কর্ত্তব্য। ফল ত্যাগই ত্যাগ। নিষ্কাম কর্মীই শুধু কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হন; এজন্য কর্মত্যাগের প্রয়োজন হয়না।

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্ব জ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ।। ৩২

৩২। যে তু (কিন্তু যারা) অভ্যসূয়ন্তঃ (মতের নিন্দা করে) মে এতৎ মতং ন অনুতিষ্ঠন্তি (আমার এই মতের অনুষ্ঠান করেনা) অচেতসঃ তান্ (বিবেকহীন তাদের) সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্ (সর্ব্বজ্ঞানহীন অজ্ঞান) নষ্টান্ (বিনষ্ট, পুরুষার্থভ্রষ্ট) বিদ্ধি (জানিবে)।

যারা আমার এই মতের দোষ আরোপ করে এই মতের অনুষ্ঠান করেনা, তাদের বিবেকহীন, হতবুদ্ধি, অজ্ঞান, সর্ব্বপুরুষার্থশূন্য বলে জানবে এবং তাদের অধোগতি হয় বলে জানবে। ৩২

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি।। ৩৩।

৩৩। জ্ঞানবান্‌অপি (জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও) স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ সদৃশং (নিজের প্রকৃতি অনুসারে) চেষ্টতে (কাজ করে); ভূতানি (প্রাণীরা) প্রকৃতিং যান্তি (প্রকৃতির অনুসরণ করে) নিগ্রহঃ (পীড়ন) কিং করিষ্যতি (কি করবে?)। ৩৩

জ্ঞানী ব্যক্তি ও নিজ প্রকৃতি অনুসারে কাজ করে থাকেন, সকল প্রাণীই কখন প্রকৃতির বশীভূত তখন ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কিভাবে করতে পারে? ৩৩

পূর্ব জন্মার্জ্জিত ধর্মাধর্ম কর্মফলের বশবর্ত্তী হয়ে জীব যে সংস্কার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, তাকেই প্রকৃতি বলে। প্রকৃতির প্রেরণাতেই জীব কর্ম করে থাকে। (৩।২৭-২৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিনটি গুণ এবং এই তিনটি গুণের মিশ্রণেই জিবজগতের উৎপত্তি। সত্ত্ব, রজঃ, রজোতম প্রভৃতি, যখন যে গুণ যত প্রবল হয় তখন তার মধ্যে সে গুণের কাজ হয়ে থাকে, একেই স্বভাবজ কর্ম বলে। জীবের প্রবৃত্তি স্বভাবেরই অনুবর্ত্তন করে, স্বভাবই বলবান। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ বা শাস্ত্রাদির

শাসনে কোনো ফল হয়না।

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্নবশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ।। ৩৪

৩৪। ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য অর্থে (সকল ইন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষয়ে) রাগদ্বেষৌ (অনুরাগ ও বিদ্বেষ) ব্যবস্থিতৌ (অবশ্যম্ভাবী), তয়োঃ (তাদের) বশং ন আগচ্ছেৎ (বশীভূত হয়না) হি (যেহেতু) তৌ (তারা) অস্য (জীবের) পরিপন্থিনৌ (পরম শত্রু)।

সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই অনুকূল এবং প্রতিকূল বিষয়ভেদে অনুরাগ ও বিদ্বেষ আছে। এই দুটিই জীবের পরম শত্রু। এজন্য কখনও এদের বশীভূত হবেনা।৩৪

ইন্দ্রিয়গুলিকে নিপীড়ন করার উপায় নেই আবার ইন্দ্রিয় নিপীড়ন নাহলে আত্মোন্নতিরো সম্ভাবনা নেই। এই স্থলে করণীয় কি? সেজন্য এই শ্লোকে বলা হয়েছে ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করতে হবে। স্ব স্ব বিষয়ে রাগ-দ্বেষ ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক গুণ। কিন্তু জীবের রাগদ্বেষে বশীভূত হওয়া উচিত নয়। যিনি রাগ দ্বেষ থেকে বিমুক্ত তিনিই আত্মবশীভূত। এরূপ আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা স্বকর্ম করতে হবে। (২।৬৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।। ৩৫

৩৫। স্বনুষ্ঠিতাৎ (ভাল ভাবে অনুষ্ঠিত) পরধর্ম্মাৎ (পরধর্মের চেয়ে) বিগুণঃ (কিঞ্চিৎ দোষ বিশিষ্ট) স্বধর্ম্মঃ (নিজের ধর্ম, স্বকর্ম) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ); স্বধর্ম্মে (নিজের কাজে) নিধনং (মৃত্যু), শ্রেয়ঃ (কল্যাণ কর) পরধর্ম্মঃ (পরের ধর্ম) ভয়াবহ (ভয়সঙ্কুল, অনিষ্টকর)।

স্বধর্ম সামান্য দোষযুক্ত হলেও তা ভালোভাবে অনুষ্ঠিত পরধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। পরধর্ম অত্যন্ত ভয়জনক, স্বধর্ম পালনে মৃত্যু হলেও কল্যাণ লাভ হয়।৩৫

স্বধর্ম কি?— স্বধর্ম অর্থ নিজের ধর্ম বা কর্ত্তব্য কর্ম। যার যা কর্ত্তব্য কর্ম সেই তার স্বধর্ম। এই 'স্বধর্ম' শব্দের নানারকম ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু গীতায় শ্রীভগবান 'স্বধর্ম' শব্দ প্রয়োগের দ্বারা অর্জ্জুন যে ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়োচিত

কর্ম সম্পাদনই অর্জুনের স্বধর্ম, একথাই স্পষ্ট করে বলেছেন।

প্রতি বর্ণ এবং প্রতি আশ্রমের শাস্ত্রবিহিত ধর্মই তার স্বধর্ম। এক বর্ণ ও আশ্রমের ধর্ম অন্য বর্ণ ও আশ্রমের পরধর্ম। আধুনিক টীকাকারদের মধ্যে অনেকের মতে, স্বধর্ম শব্দের অর্থ প্রত্যেক জীবের নিজস্ব প্রকৃতির যে ধর্ম তাই স্বধর্ম। জীব, প্রকৃতির সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিনগুণের দ্বারা বিভক্ত হয়। যার যে গুণ প্রবল তার পক্ষে সে গুণের কর্মই স্বভাবজ। এর বিপরীত ভাবই পরধর্ম। বর্তমান যুগে বর্ণধর্মের বিকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে উপরিউক্ত টীকাকার গণের ব্যাখ্যাই সমীচীন বলে মনে হয়। কেননা আজকাল স্বধর্ম পরধর্ম বিচার করে যখন বর্তমানে সমাজে চলা সম্ভব নয় তাই আধুনিক যুগে আধুনিক ভাবের ব্যাখ্যা গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

অর্জুন উবাচ

অথকেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ।। ৩৬.

৩৬। অর্জুন উবাচ— হে বার্ষ্ণেয় (কৃষ্ণ), অথকেন প্রযুক্তঃ (কার দ্বারা প্রেরিত হয়ে) অয়ং পুরুষঃ (এই মানুষ) অনিচ্ছন্ অপি (অনিচ্ছাসত্ত্বেও) বলাৎ নিয়োজিত ইব (বলপূর্বক নিয়োজিত হয়ে) পাপং চরন্তি (পাপাচরণ করে)। অর্জুন বললেন— হে কৃষ্ণ। মানুষ কার দ্বারা প্রেরিত হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও, সে যেন বলপূর্বক নিয়োজিত হয়ে পাপাচরণ করে অর্থাৎ ইচ্ছা না থাকলেও কে যেন বলপূর্বক ইন্দ্রিগুলির বশীভূত করে স্বধর্মচ্যুত করে, পাপে প্রবৃত্ত করে, কার প্রেরণায় এরূপ হয়? ৩৬

এর উত্তরে—

শ্রীভগবানুবাচ

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্।। ৩৭

৩৭। শ্রীভগবান উবাচ— এষঃ কামঃ (এই কাম) এষ ক্রোধঃ (এই ক্রোধ) রজোগুণঃ সমুদ্ভব (রজোগুণ থেকে উৎপন্ন); মহাশনঃ (দুঃখদায়ী, বিষম অনর্থের মূল) মহাপাপ্মা (অতিশয় উগ্র) ইহ (এই সংসারে) এনং বৈরিণং বিদ্ধি (এগুলিকে শত্রু বলে জানবে)।

শ্রীভগবান বললেন— কাম ও ক্রোধ একই। কাম বাধাপ্রাপ্ত হলেই ক্রোধে পরিণত হয়। এই কাম ও ক্রোধ উভয়েই রজোগুণ থেকে উৎপন্ন, এই দুষ্পূরণীয় (অর্থাৎ কোনো মতেই যার তৃপ্তি নেই) এবং অতিশয় উগ্র। এই কাম ক্রোধকে সংসারে শত্রু বলে জানবে। ৩৭

কাম বা কামনাই বিষয় বাসনা। কাম প্রতিহত হয়ে ক্রোধে পরিণত হয় সেজন্য কাম ও ক্রোধ একার্থক। আত্মোন্নতির প্রধান অন্তরায়— কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য এ ছয়টি রিপু। এই ছয় রিপুর মধ্যে কাম প্রধানতম, কাম থেকে অর্থাৎ বিষয় বাসনা থেকে ক্রোধাদি অন্যান্য রিপু সমূহের প্রকাশ পায়। এজন্য গীতায় শ্রীগোবিন্দ শুধু কাম ক্রোধ রিপুর কথাই বলেছেন কিন্তু অন্য রিপুর কথা বলেন নি। কাম অর্থ কামনা; কামনা বাধা পেলেই ক্রোধাদি অন্যান্য রিপুসমূহ প্রবল হয়; কিন্তু কামই সকল রিপুর মূল, কামনাই সকল অনর্থের মূল, মানুষের প্রধান শত্রু।

নামঘোষায় বলেছে—

যতেক অনর্থ আছে সংসারত
তাবেত তিনিবিধ সার।
কাম ক্রোধ লোভ আপোন নাশন
জানি করা পরিহার।।

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্।। ৩৮

৩৮। যথা (যেমন) বহ্নি (আগুন) ধূমেন আব্রিয়তে (ধোঁয়ার দ্বারা ঢাকা থাকে) দর্পঃ মলেন চ (ধূলির দ্বারা আয়না) যথা গর্ভঃ উল্বেন (জরায়ুর দ্বারা গর্ভ) আবৃতঃ তথা (তদ্রূপ) তেন (সে কামদ্বারা) ইদম্ (এই জ্ঞান) আবৃতম (ঢাকা থাকে)।

ধোঁয়ার দ্বারা যেমন আগুন ঢাকা থাকে, ধূলি দ্বারা আয়না ঢাকা থাকে, জরায়ুর দ্বারা গর্ভ ঢাকা থাকে তেমনি বিষয় বাসনার দ্বারা জ্ঞানও ঢাকা থাকে।৩৮

বিষয় বাসনা থাকতে আত্মজ্ঞানের উদয় হয়না। দৃষ্টান্ত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ধোঁয়ার দ্বারা আগুন, ধূলির দ্বারা আয়না এবং জরায়ুর দ্বারা যেমন গর্ভ ঢাকা থাকে, তেমনি বিষয় বাসনার দ্বারা জ্ঞানও ঢাকা থাকে। বিষয় বাসনা দূর নাহলে আত্মজ্ঞানের উদয় হয়না, সুতরাং মুক্ত হয়না।

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয়। দুষ্পূরেণানলেন চ।। ৩৯

৩৯। হে কৌন্তেয়। জ্ঞানিনঃ নিত্যবৈরিণা (জ্ঞানীর চির শত্রু) এতেন কামরূপেন-দুষ্পূরেণ অনলেন চ (এই কামরূপ বিষয় অপরিতৃপ্তিকর আগুনের দ্বারা) জ্ঞানম্ আবৃতম্ (জ্ঞান ঢাকা থাকে)।

হে কৌন্তেয়। জ্ঞানীর চিরশত্রু, এ অপূরণীয় আগুনের মত, কামরূপ আগুনের দ্বারা জ্ঞান ঢাকা থাকে। ৩৯

শ্লোকটিতে আগুনের সংগে কামের অর্থাৎ কামনার তুলনা করা হয়েছে। কারণ কাম অত্যন্ত নিদারুণ সন্তাপদায়ক। বিশেষতঃ অপূরণীয় কাম উপভোগে কখনও বাসনার নিবৃত্তি হয়না। মনু সংহিতাতেও আছে,— "ন জাতু কামঃ কামনামুপভোগেন সাম্যতি।"

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্।। ৪০

৪০। ইন্দ্রিয়াণি মনঃ বুদ্ধি (ইন্দ্রিয়সকল, মন ও বুদ্ধি) অস্য অধিষ্ঠানম্ উচ্যতে (এই কামের আশ্রয় বলে কথিত হয়)। এষঃ (এই কাম) এতৈঃ (এর দ্বারা) জ্ঞানম্ আবৃত্য (জ্ঞানকে ঢেকে রেখে) দেহিনং বিমোহয়তি (জীবকে মোহিত করে)।

ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি— এগুলি কামের অধিষ্ঠান বা আশ্রয় স্থান বলে কথিত হয়। এই কাম এগুলিকে অবলম্বন করেই জ্ঞানকে ঢেকে রেখে দেহাভিমানী জীবকে বিমোহিত করে। ৪০

ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই তিনটি কামের আশ্রয় বা অবলম্বন। কাম মনকে আশ্রয় করে নানারকম সুখের কল্পনা করে। বুদ্ধিকে আশ্রয় করে স্থির সিদ্ধান্ত করে, শোত্রাদি ইন্দ্রিয়গুলিকে আশ্রয় করে রূপ রসাদি বিষয়ভোগ করে এবং হাত, পা প্রভৃতি কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা সঙ্কল্পিত কর্ম সমাধা করে। এভাবে জীবকে, মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয় অবলম্বন দ্বারা কাম, জ্ঞানকে ঢেকে রেখে পুরুষকে বিষয়ে লিপ্ত করে রাখে। তার আত্মজ্ঞানের স্ফূর্তি হতে দেয়না।

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞান-নাশনম্।। ৪১

৪১। হে ভরতর্ষভ। (ভরত শ্রেষ্ঠ)। তস্মাৎ (সেজন্য) ত্বম্ (তুমি) আদৌ (প্রথমে) ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য (ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করে) জ্ঞানবিজ্ঞান-নাশনং (জ্ঞান-বিজ্ঞান নাশকারী) পাপ্মানং এনং (পাপস্বরূপ এই কামকে) প্রজহি (বিনষ্ট কর নতুবা পরিত্যাগ কর)।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ। তুমি সর্বপ্রথম ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করে জ্ঞান ও বিজ্ঞান নাশকারী পাপস্বরূপ কামকে বিনাশ কর নতুবা পরিত্যাগ কর। ৪১

শাস্ত্রবাক্য এবং গুরুবাক্য উপদেশাদিই জ্ঞান। শাস্ত্রবাক্য ও গুরুবাক্যের অনুভূতিই বিজ্ঞান।

ইন্দ্রিয়াণি পরণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনং।
মনসস্তু পরাবুদ্ধির্যোবুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ।। ৪২

৪২। ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গুলি) [শরীরের চেয়ে] পরাণি (শ্রেষ্ঠ) আহুঃ

(বলে); ইন্দ্রিয়েভ্য (ইন্দ্রিয়সমূহের চেয়ে) মনঃ পরং (মনশ্রেষ্ঠ); মনসঃতুবুদ্ধিঃ পরা (মনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ); যঃতু (যিনি) বুদ্ধেঃ পরত (বুদ্ধির উপরে) সঃ (তিনিই আত্মা)।

স্থূল শরীরের চেয়ে ইন্দ্রিয়সকল শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়সকলের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ, মনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধির চেয়ে যিনি শ্রেষ্ঠ তাকেই আত্মা বলে জানবে। ৪২

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্।। ৪৩

৪৩। হে মহাবাহো। এবং (এভাবে) বুদ্ধে পরং (বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ আত্মাকে) বুদ্ধা (যেনে) আত্মনা (আত্মবুদ্ধির দ্বারা) আত্মানং (আত্মাকে) সংস্তভ্য (স্থির করে), কামরূপ দুরাসদং শত্রুংজহি (কামরূপ দুর্জয়শক্তিকে নাশ কর)।

হে মহাবাহো! তুমি আত্মাকে এভাবে জ্ঞাত হয়ে এবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা মনকে স্থির করে কামস্বরূপ এই দুর্জয় মহাশত্রুকে বিনাশ কর। ৪৩

তৃতীয় অধ্যায়ের ভাবার্থ

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্য যোগের শেষে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বর্ণনায় আত্মসংযম ও কামনা অহংকারাদি বর্জনের উপদেশাদিয়ে শ্রীভগবান ব্রাহ্মীস্থিতি বা ব্রহ্মে অবস্থানের কথা ব্যক্ত করেছেন। এর আগে একথাও বলেছেন যে কর্ম অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। তাই তৃতীয় অধ্যায়ের শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে অর্জুনের প্রশ্ন, "কর্মের চেয়ে বুদ্ধিই যদি শ্রেষ্ঠ হয় তবে আমাকে তুমি দারুণ হিংসাত্মক কর্মে নিযুক্ত করছো কেন?" শ্রীভগবান তার উত্তরে বলেছিলেন, এই জগতে মোক্ষলাভের দুটি পথ আছে। একটি সন্ন্যাস মার্গ বা সাংখ্যমার্গ, অপরটি কর্মযোগ মার্গ।

সন্ন্যাস মার্গে শুধু জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, কার্যত্যাগের জন্য নয়; বিশেষতঃ কর্মযোগে যে সিদ্ধি লাভ হয় তা সমত্ব বুদ্ধি বা সাম্যজ্ঞানেরই ফল।

এজন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কর্মযোগের উপদেশ দিয়েছেন। অথচ সাম্যবুদ্ধিরও প্রশংসা করেছেন। কেননা সাম্যবুদ্ধি ব্যতিরেকে নিষ্কাম কর্মযোগ সাধন হয়না। এবং বলেছেন, কর্মের চেয়ে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ বলেই যে কর্মত্যাগ করতে হবে তার কোনো অর্থ নেই। প্রকৃতির প্রভাবে বাধ্য হয়ে মানুষ কাজ করে থাকে। বিশেষতঃ শরীরধারী জীবসকল কর্মত্যাগ করতে পারেনা। যারা লোক দেখানো কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম ত্যাগ করে অথচ অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা (মনে মনে) বিষয় চিন্তা করে তারা মিথ্যাবাদী ও কপটাচারী।

হে অর্জ্জুন! তুমি কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা অনাসক্তভাবে সংযত হয়ে কাজ কর এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়চিন্তা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে, ফলের আশা নাকরে কর্ত্তব্য বোধেই শুধু কাজ করবে। কেননা কাজ ত্যাগ করার চেয়ে কাজ করাই শ্রেষ্ঠ। এ জগতে প্রজাবৃদ্ধি ও প্রজাগণের ধারণ-পোষণের জন্য যজ্ঞাদি কর্ম বিহিত আছে। যে কাজ যার উপযুক্ত, সে কাজ তার পক্ষে যজ্ঞস্বরূপ। এভাবে প্রতিনিয়ত কাজে অনাসক্ত হয়ে ঈশ্বরে মন প্রাণ অর্পণ করে একনিষ্ঠ বুদ্ধিতে কাজ করতে পারলে তা যজ্ঞ কর্মই হয়, অর্থাৎ এরূপ কাজে কোনোমতেই বন্ধন হয়না। ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে ঈশ্বরোদ্দেশে (বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে) নিষ্কামভাবে কর্মফল ত্যাগ করে কাজ করাই যজ্ঞ। বিষ্ণুর প্রীতিকর্ম মাত্রেই যজ্ঞ। আত্মারাম, আত্মতৃপ্ত জ্ঞানীপুরুষদের নিজের কোনো কর্ত্তব্য নেই, তারা কর্ম করেন শুধু লোক শিক্ষার্থে ও লোকসংগ্রহার্থে। নিজে আচরণ করে জগৎবাসীকে আচরণ করান এবং লোক রক্ষার্থে কাজ করেন। জনকাদি রাজর্ষিগণও উক্ত আদর্শের অনুসরণ করেই সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এমন কি এই জগতে শ্রীভগবানের কোনো অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তব্য নাথাকা সত্ত্বেও তিনি লোক রক্ষার্থে ও লোক শিক্ষার্থে স্বয়ং ব্যাপৃত আছেন, তাই অর্জ্জুনকেও কর্ম করতে উপদেশ দিচ্ছেন। গীতায় কর্মযোগীদের প্রতি শ্রীভগবানের নির্দেশ; কর্মযোগীদের সর্বদা মনে রাখতে হবে— সর্ব কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ; ফলাকাঙ্খাবর্জন; কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ। এজন্য অর্জ্জুনের প্রতি নির্দেশ,- সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ করে ফলাকাঙ্খা ও কর্ত্তৃত্বাভিমান বর্জন করে যুদ্ধ কর।

এভাবের পদই শ্রীমাধবদেবের নামঘোষাতেও পাই—

"দৈবকীপুত্রর পদসেবা কৰ্ম্ম এক এহিমানে মাত্র।"

যাবতীয় কর্ম ঈশ্বরের প্রীতি অর্থে করলে বন্ধনর কারণ নাহয়ে তা মোক্ষেরই কারণ হয়। ইন্দ্রিয়গুলি— অনুকূল বিষয়ে অনুরাগী ও প্রতিকূল বিষয়ে বিদ্বেষ পূর্ণ হবেই, হওয়া স্বাভাবিক। তোমাকে রাগদ্বেষের বশীভূত হলে চলবেনা। তাহলে ইন্দ্রিয় বৃত্তিগুলি তোমাকে বিপথে বিচলিত করতে পারবেনা। তারা আত্মসংস্থ হবে। এরূপ আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা স্বধর্ম, স্বকর্ম্ম সম্পাদন করবে। বিশেষতঃ স্বধর্ম যদি অঙ্গহীন ও হয় তথাপি তা পরধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধাদি তোমার স্বধর্ম। যুদ্ধকর্মে হিংসাদি আছে বলেই তা ত্যাগ করে ব্রাহ্মণের ভিক্ষা ধর্মাদি গ্রহণ করা উচিত নয়। যেহেতু লোকে বাসনার বশবর্ত্তী হয়ে পাপাচরণ করে; স্বধর্ম ত্যাগ করে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হয়। কামনাই সকল অনর্থের মূল। এই কামনা অতিব দুর্জয়ী ও অপূরণীয়। শ্রেয় মার্গের পরম শত্রু। মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়— এর অধিষ্ঠানভূমি বা ক্ষেত্র। সেজন্য বুদ্ধির উপরে যে পরমাত্মা অবস্থিত আছেন সে সম্বন্ধে তোমাকে সচেতন হয়ে ইন্দ্রিয় সংযম পূর্বক আত্মাকে আত্মজ্ঞানের প্রয়োগে আত্মনিষ্ঠ হতে হবে। পরমেশ্বরে চিত্ত সমাহিত করতে হবে। ভগবানে আত্মসমর্পণ করে চিত্ত সমাহিত করতে পারলে কামনা জয় করতে পারবে। নিষ্কাম কর্মযোগ সাধনায় সিদ্ধি লাভ ঘটবে। অর্থাৎ ক্ষত্রিয় জাতির হিংসাদি কর্মজনিত পাপ হলেও আত্মনিষ্ঠ হয়ে পরমাত্মায় চিত্ত সমাহিত করতে পারলে তোমাকে সে পাপে স্পর্শ করতে পারবেনা। নিষ্কাম কর্মযোগ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করবে। 'কীর্ত্তন ঘোষা' গ্রন্থে প্রহ্লাদ চরিত্রে শ্রীশ্রীশঙ্করদেব বলেছেন,—

মোতে চিত্ত দিয়া কৰ্ম্ম করিয়োসন্তোষে।
তেবে কি করিবে আর সংসারর দোষে।।

শ্রীভগবানে চিত্তরেখে কর্ত্তব্য কর্ম করলে কর্মের দোষে স্পর্শ করতে পারেনা। (৫।১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

কর্ম মাহাত্ম্য ও কর্ম প্রেরণাই তৃতীয় অধ্যায়ের মূল বর্ণিত বিষয়, তাই অধ্যায়টির নাম কর্মযোগ।

অকৃত্বা যজ্জনো যাতি নিরয়ন্তস্য কৰ্ম্মণঃ।
সমর্পণাদ্ যন্তুতোষ তমহং কৃষ্ণমাশ্রয়ে।।

হে নরনারী সব দেখ কৃষ্ণর লোকক কেন কৃপা। নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম নকরিলে পুরুষর নরক হয়, হেন কর্ম্মকো অর্পণ মাত্রে তুষ্ট হয়, এতেকে তাঙ্ক পরম কৃপালো জানি সততে ভজা। প্রথমে ডাক ছারি হরি বোল— হরি।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে কর্ম্মযোগোনাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ।

আবির্ভাব তিরোভাবা বা বিষ্কর্ত্তুংস্বয়ং হরিঃ।
তত্ত্বংপদ বিবেকার্থং কর্ম্মযোগং প্রশংসতি।।
পুমবস্থাদি বেদেন কর্ম্ম জ্ঞানময়ী দ্বিধা।
নিষ্ঠোক্তা যেন তং বন্দে শৌরিং সংশয় সংছিদম্।।

(শ্রীধরস্বামী—গীতা সংগ্রহ)

ভগবান শ্রীহবি নিজ আবির্ভাব ও তিবোভাব প্রকাশের অভিপ্রায়ে তৎ ও ত্বং পদেব (ব্রহ্ম ও জীবেব) পার্থক্য বিচাবেব জন্য (তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে) কর্মযোগের প্রশংসা করেছেন। পুরুষের অবস্থা ভেদে (প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিভেদে) কর্ম ও জ্ঞান বিবয়ক দুই প্রকার নিষ্ঠা যার দ্বাবা উক্ত হয়েছে, সংশয়চ্ছেদী সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি বন্দনা করি।

জন্মকর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্ব দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সো২র্জ্জুন।।

চতুর্থো২ধ্যায়ঃ

জ্ঞানযোগ

শ্রীভগবানুবাচ

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবে২ব্রবীৎ।। ১

১। শ্রীভগবান উবাচ (বললেন)— অহম্ (আমি) ইমম্অব্যয়ম্যোগং (এই অব্যয় যোগ) বিবস্বতে প্রোক্তবান্ (সূর্যকে বলেছিলাম) বিবস্বান্ (সূর্য) মনবে প্রাহ (মনুকে বলেছিলেন) মনু ইক্ষ্বাকবে অব্রবীৎ (মনু ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন)।

শ্রীভগবান বললেন— আমি এই অব্যয় যোগ প্রথম সূর্যকে বলেছিলাম, সূর্য নিজের ছেলে মনুকে বলেছিলেন এবং মনুও নিজের ছেলে ইক্ষ্বাকুর কাছে এই যোগ ব্যাখ্যা করেছিলেন। ১

শ্লোকটিতে যে জ্ঞান যোগের কথা বলা হয়েছে তা মহাভারতের শান্তি পর্বে নারায়ণীধর্ম বা শাশ্বত ধর্ম বলে বর্ণিত হয়েছে। কল্পে কল্পে এই ধর্মের আবির্ভাব এবং তিরোভাব হয়ে থাকে। পদ্মকল্পে ব্রহ্মা এই ধর্ম নারায়ণের কাছ থেকে পেয়েছিলেন এবং বর্তমান কল্প ত্রেতা যুগে এই ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। উক্ত ধর্ম পরম্পরা চলতে চলতে বিনষ্ট হয়েছিল। পুনঃ শ্রীকৃষ্ণ সেই অব্যয় যোগের কথাই প্রচার করেছিলেন। যে যোগ আচরণ করলে মানুষ অব্যয়ত্ব লাভ করে অর্থাৎ পুনর্জন্ম গ্রহণ করেনা তাকেই অব্যয় যোগ বা গীতোক্ত 'জ্ঞান-ভক্তি মিশ্র কর্মযোগ' বলে। যোগটিতে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি, এ তিনের মধ্যে অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে। এই যোগকে 'বুদ্ধিযুক্ত কর্মযোগ' বা 'নিষ্কাম কর্ম মিশ্রিত' ভক্তি যোগও বলে।

পদ্ম, ১০০০০০০০০০ সংখ্যক;

কল্প— ব্রহ্মার এক অহোরাত্র অর্থাৎ ৮৬৪ কোটি বৎসর (কল্পান্তে) প্রলয়।

এবং পরম্পরা-প্রাপ্ত-মিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগোনষ্টঃ পরন্তপ।। ২

২। এবং পরম্পরা প্রাপ্তম্ ইমং (এভাবে পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত এযোগ) রাজর্ষয়ঃ বিদুঃ (রাজর্ষিগণও জ্ঞাত হয়েছিলেন); হে পরন্তপ! ইহ (এইলোকে) স যোগঃ (সেই যোগ) মহতা কালেন নষ্টঃ (দীর্ঘকাল বশতঃ বিলুপ্ত হয়েছে)।

এভাবে পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত এই যোগ রাজর্ষিগণও জ্ঞাত হয়েছিলেন। হে পরন্তপ! কালক্রমে এই যোগ সংসার থেকে প্রায় বিলুপ্ত হয়েছিল।২

এরূপ অব্যয় ভক্তিমিশ্র 'জ্ঞানকর্মযোগে'র অধিকারী সেকালে একমাত্র ক্ষত্রিয় রাজর্ষিগণই ছিলেন।

স এবায়ং ময়া তে'হদ্য যোগঃ প্রোক্ত পুরাতনঃ।
ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্।।৩

৩। [তুমি] মে ভক্তঃ সখা চ অসি ইতি (তুমি আমার ভক্ত এবং সখা এজন্য) অয়ং সঃ এব পুরাতনঃ যোগঃ (এ সেই প্রাচীনযোগ) অদ্য ময়া তে এব প্রোক্তঃ (আজ আমার দ্বারা তোমাকে বলা হল) হি এতৎ উত্তমং রহস্যম্ (যেহেতু এ অতি উত্তম গোপনীয় রহস্য)।

তুমি আমার ভক্ত এবং সখা এজন্য আজ আমি তোমার কাছে অত্যন্ত প্রাচীন যোগের কথা, যা অতি উত্তম এবং গুহ্যতত্ত্ব তা ব্যক্ত করলাম। ৩

ভক্ত এবং সখা— এ দুটি সম্বন্ধের কথা বলে শ্রীভগবান এই অব্যয়, অতি গুহ্য, অতি উত্তম যোগের কথা বলেছেন। শ্লোকটিতে ইংগিত আছে, ভগবানকে ভজনা করতেও সম্বন্ধ নিয়ে অর্থাৎ প্রিয় সুহৃদ, সখা ভাবে ভক্ত হয়ে ভজনা করা উচিত। সে জন্যই অর্জুন ২য় অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে লৌকিক সখা সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও ভক্ত হতে শরণাগত হয়েছিলেন। 'নামঘোষা'তেও তাই বলেছিলেন,—

যিটো জনে শুদ্ধভাবে হরিত শরণ লৈয়া,
হরিক সুহৃদ বুলি আছে।
হরির প্রসাদে সিটো, বিঘ্নর মূরত ভরি দিয়া,
হরি গুণ গায়া নাছে।

ভক্ত, ভগবানকে সখা বাবে নতুবা অন্য কোনো আপন জনের ভাব নিয়ে ভজনা করবেন— যেমন ব্রজবাসীগণের ভাব ইত্যাদি।

অর্জ্জুন উবাচ

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি।।৪

৪। অর্জ্জুন উবাচ— ভবতঃ জন্ম অপরং (আপনার জন্মের পরে) বিবস্বতঃ জন্ম পরং (সূর্যের জন্মের আগে) ত্বম্ আদৌ প্রোক্তবান্ (তুমি প্রথমে বলেছিলে) এতৎ কথম্ বিজানীয়াম্ (তা কিরূপে বুঝব?)

অর্জ্জুন বললেন— আপনার জন্মের বহু আগেই সূর্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাহলে আপনি কিভাবে সৃষ্টির শুরুতে সূর্যকে এই জ্ঞান যোগের বৃত্তান্ত বলেছিলেন তা আমি কিভাবে বুঝতে পারবো? ৪

বসুদেবর গৃহে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের কথাই অর্জ্জুন জানতেন। তাই তার প্রশ্ন আপনার এবং আমার জন্মের অনেক পরে, সূর্যের জন্মের বহু আগে, তাই কিভাবে কখন আপনি সূর্যকে এই যোগের কথা বলেছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে যে কথা বলেছিলেন, তা অবতারবাদের কথা ছাড়া অন্য কিছু নয়; ভাগবত ধর্মকে নির্দেশ করেই তিনি কথাগুলি বলেছিলেন। এই অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোক থেকে নবম শ্লোক পর্যন্ত অবতার তত্ত্ব সম্বন্ধে যে কথা বর্ণনা করেছেন তা সম্পূর্ণ ভাগবত ধর্মের, শ্রীভগবানের জন্ম, কর্ম, অচিন্ত্যলীলার কথাই বলেছেন। গীতার অবতারবাদ তাই ভাগবত ধর্মের সংগে অপূর্ব সামঞ্জস্যমণ্ডিত। অবতারবাদ অর্থাৎ মানুষের পূজা সনাতন ধর্মের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আলোচ্য চতুর্থ অধ্যায়ে অবতার বাদের কথা শুরু করে ৭ম ও ৯ম অধ্যায়ে তত্ত্বটির আলোচনা সম্পূর্ণ হয়েছে। (৭।২৩-২৫; ৯।১১-১৫)।

শ্রীভগবানুবাচ

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।।৫

৫। শ্রীভগবান উবাচ— হে অর্জ্জুন! মে তব চ (আমার এবং তোমার) বহূনি জন্মানি (বহুজন্ম) ব্যতীতানি (অতীত হয়েছে) অহং (আমি) তানি সর্ব্বাণি

(সে সমস্ত) বেদ (জানি); হে পরন্তপ ত্ব ন বেত্থ (তুমি জাননা)।

শ্রীভগবান বললেন— হে অর্জ্জুন। আমার এবং তোমার বহু বার জন্ম হয়েছে। আমি সে সমস্তই জানি। হে পরন্তপ। মোহাচ্ছন্ন হেতু তুমি সে সমস্ত জাননা।৫

শ্রীভগবানের জন্মাদির অচিন্ত্য শক্তি হলো— অবিদ্যামায়া তাকে বশীভূত করতে পারেনা। এজন্য তিনি সর্বজ্ঞ, জন্ম জন্মান্তরের সমস্ত কথাই তার মনে থাকে। কিন্তু অর্জ্জুনের পূর্ব জন্মের কথা মনে না থাকার কারণ, অজ্ঞানতার দ্বারা তার জ্ঞান আচ্ছন্ন রয়েছে। একথাই শ্লোকটিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।। ৬

৬। [আমি] অজঃ সন্ অপি (জন্মরহিত হয়েও) অব্যয়াত্মা (অবিনশ্বর স্বভাব) [হয়েও] ভূতানাম্ ঈশ্বরঃ সন্অপি (সর্বজীবের ঈশ্বর হয়েও) স্বাংপ্রকৃতিম্ (নিজ প্রকৃতিকে) অধিষ্ঠায় (আশ্রয় করে) আত্মমায়য়া (নিজ মায়ার দ্বারা) সম্ভবামি (জন্ম গ্রহণ করি)।

আমি জন্ম মৃত্যু রহিত অবিনশ্বর স্বভাব বিশিষ্ট এবং সর্বভূতের ঈশ্বর হয়েও নিজ মায়াকে আশ্রয় করে আত্মমায়ার দ্বারা আবির্ভূত হই। ৬

ঈশ্বর— ধর্মাবিষ্ট কর্মবশতঃ এই জন্ম। কিন্তু আমার জন্ম, কর্মজনিত বন্ধন নয়। কেননা আমি কর্মের পরতন্ত্র নই।

প্রকৃতিং— স্বভাব, স্বরূপ। আত্মমায়য়া— আত্মসঙ্কল্পের দ্বারা।

প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ও গীতায় পরমেশ্বরের অপূর্ব সৃষ্টি কৌশলকেই মায়া বলা হয়েছে। (৭।২৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য) প্রকৃতপক্ষে মায়া বলতে কোনো অবস্তু বা ভ্রমাত্মক কোনো কিছুই বুঝায়না। নিজের অব্যক্ত স্বরূপ থেকে সমস্ত জগৎ নির্মাণ করার যে ক্ষমতা ; পরমেশ্বরের এই যে অচিন্ত্য শক্তি, একেই গীতাতে মায়া বলা হয়েছে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে এই অর্থকে গ্রহণ করেই প্রকৃতিকে 'মায়া' এবং পরমেশ্বরকে 'মায়ী' বলা হয়েছে। যেমন—

"মায়াংতু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু পরমেশ্বরং" "অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ"— শ্বেত, ৪।৯।১০।

অবতারবাদ— সনাতন হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্ব হলো, মানুষকে ভগবানের আসন দিয়ে পূজা করা। চণ্ডীদাস এই কথাটি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন,—

গোলোক উপরে মানুষ বসতি ইহার উপরে নাই।
মানুষভাবেতে মানুষ পূজিলে তবেতো মানুষ পাই।।

হিন্দু ধর্মে অবতারবাদের অর্থ হলো, সর্বশক্তিমান স্বয়ং ভগবান জীবজগতকে শান্তি ও মুক্তি দিতে স্বেচ্ছায় জড়জগতে অবতীর্ণ হয়ে প্রাকৃত জীবের মত জন্ম কর্মের লীলাভিনয় করে থাকেন। তার এই জন্ম-কর্ম লীলা প্রাপাঞ্চিক হলেও প্রাপাঞ্চিক নয়। ষষ্ঠ শ্লোকে এই কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, আমি জন্মমৃত্যু রহিত সর্বভূত মহেশ্বর। আমার আবির্ভাব ও তিরোভাব প্রাকৃত জীবের মত নয়, আমি প্রয়োজনে স্বেচ্ছায় জন্ম গ্রহণ করে থাকি। এ আমার অচিন্ত্য যোগমায়ার প্রভাব। ষষ্ঠ শ্লোকের 'স্বাং প্রকৃতিং অধিষ্ঠায় আত্মমায়য়া সম্ভবামি' পংক্তিটির অর্থ জ্ঞানপন্থী শঙ্করাচার্য নিম্নোক্তভাবে করেছেন। তার মতে,— আমার ত্রিগুণাত্মিকা প্রাকৃতিকে বশীভূত করে অর্থাৎ এর স্বাতন্ত্র্য নিরাকরণ করে, আমার ইচ্ছার অধীনে মায়ার শক্তিতে আবির্ভূত হয়ে থাকি। অর্থাৎ দেহ ধারণ করে থাকি। প্রকৃতপক্ষে আমাব এই শরীর মায়ার শরীর। কিন্তু ভক্তিপন্থী শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি অন্যান্যরা এই শ্লোকের অর্থ অন্যভাবে করে বলেছেন, ভগবান নিজের প্রকৃতিতে অর্থাৎ স্ব স্বরূপে অধিষ্ঠান করে (শুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে স্বীকার করে) বিশুদ্ধ উজ্জ্বল সত্ত্বমতির দ্বারা স্বেচ্ছাক্রমে অবতীর্ণ হন। আসামের শ্রীশ্রীশঙ্করদেব, শ্রীধরস্বামীর মতেরই অনুসরণ করেছিলেন বলে শ্রীমাধবদেব তার রচিত গ্রন্থ 'রত্নাবলী'তে উল্লেখ করে গেছেন,—

"ইহার শ্রীধর স্বামী উক্তি লিখনত
যত ন্যূনাতি ভৈলা নিরন্তর।'
সি সব চঞ্চলে দোষ মই লোভিয়ার
ক্ষমা করিবে উচিত মহন্তর।"

অবতার বাদে অবিশ্বাসী ব্যক্তিরা এই বিষয়ে নানারকম তর্কের উত্থাপন করে থাকেন। যেমন,— অনন্ত ঈশ্বর শান্ত হবে কি ভাবে? যিনি নিরাকার তিনি

আবার কিভাবে জন্ম-মরণশীল জীবের মত জন্ম-কর্মের অধীন হয়ে জন্ম গ্রহণ করেন? 'লঘু ভাগবতামৃত' গ্রন্থে এই সমস্ত প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন,— সর্বশক্তিমান ভগবানের ইচ্ছায় সবই সম্ভব হয়। তিনি সাকার হয়েও নিরাকার অব্যক্ত হয়েও ব্যক্ত, নির্বিশেষ হয়েও সবিশেষ, নির্গুণ হয়েও সগুণ, অকর্ত্তা হয়েও কর্ত্তা, অজো, জন্মরহিত, অচিন্ত্য। সর্বশক্তিমত্তার প্রভাবে সবই সম্ভব হয়। শ্রীমাধবদেব 'বরগীতে' এবিষয়ে সুন্দরভাবে গেয়েছেন,—

হে দীন দয়াল কে জানে তোমার ঠাকুরাল।।
নাহি জন্ম তোমার তথাপি জন্ম ধরা।
সোহিজন্মে জীবর জনম দূর করা।।
সহজে অকর্ত্তা কর্ম্ম করা অপর্য্যন্ত।
সোহি জন্মে জীবর কর্ম্ম করা অন্ত।।
তুমি প্রভু নির্গুণ গুণর সীমা নাই।
নির্গুণ হোয়য় জীব সোহি গুণ গাই।।
কহয়ে মাধব মোর ওহি আশা মনে।
সহজে পীরিতি মাগো তোমার চরণে।। —(বরগীত)

বরগীতটির দ্বারা শ্রীভগবানের অবতারত্ব সম্বন্ধে পরিস্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। নামঘোষাতেও এভাবেরই অভিব্যক্তি—

"পরম দুর্ব্বোধ আত্মাতত্ত্ব, তার জ্ঞানঅর্থে হরি যত
লীলা অবতার ধরা তুমি কৃপাময়।
তাহার চরিত্র সুধা সিন্ধু, তাত ক্রীড়া করি দীনবন্ধু
চারি পুরুষার্থ তৃণর সম করয়।"

শ্রীভগবান জীবজগতকে অশেষ কৃপা করার উদ্দেশ্যে লীলা অবতার স্বীকার করেন। আর সেই ভগবানের জন্ম-কর্ম লীলামৃত সিন্ধুতে ভক্তগণ স্মরণ মনন-রমন করে পরমানন্দ সাগরে মগ্ন হয়ে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্বর্গফলকে তৃণ সম জ্ঞান করেন। পুনঃ 'নামঘোষা'তে বলেছে—

"ঐকান্তিক মহামুনি যত, নিবর্ত্তিয়া বিধি নিষেধত,
নির্গুণ ভাবত হয়া নিরন্তরে।
জানি পুরুষার্থ সার তত্ত্ব কৃষ্ণ কথামৃত সাগরত,
কথন মথন সদায় রমণ করে।"

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।৭

৭। হে ভারত। যদা যদাহি (যে যে সময়ে) ধর্ম্মস্য গ্লানিঃ (ধর্মের হানি) অধর্ম্মস্য অভ্যুত্থানম (অধর্মের উদ্ভব) ভবতি (হয়) তদা (তখন) অহং (আমি) আত্মানং সৃজামি (নিজেকে সৃষ্টি করি)।

হে ভারত। যে যে সময়ে ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের উদ্ভব হয় তখনই আমি নিজেকে সৃষ্টি করি অর্থাৎ দেহধারণ করে আবির্ভূত হই। ৭

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।। ৮

৮। সাধুনাং পরিত্রাণায় (সাধুগণের রক্ষার জন্য) দুষ্কৃতাং বিনাশায় (দুষ্টদিগের বিনাশের জন্য) ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় চ (এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য) [আমি] যুগে যুগে সম্ভবামি (যুগে যুগে আবির্ভূত হই)।

সাধুগণের রক্ষা, দুষ্ট লোকদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই। ৮

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন।। ৯

৯। হে অর্জ্জুন। মম এবং দিব্যং জন্ম কর্ম্ম চ (আমার এরূপ দিব্য জন্ম ও কর্ম) যঃ তত্ত্বতঃ বেত্তি (যিনি স্বরূপতঃ জানেন) সঃ (তিনি) দেহংত্যক্ত্বা (শরীর ত্যাগ করে) পুনঃ জন্ম ন এতি (পুণর্বার জন্ম গ্রহণ করেননা) মাম্ এতি (আমাকেই পায়)।

হে অর্জুন। আমার এই দিব্য জন্ম-কর্ম বৃত্তান্ত যিনি তত্ত্ব বিচার দ্বারা (তত্ত্বতঃ) জানেন তার দেহত্যাগ করে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়না। এরূপ ব্যক্তি আমাকেই প্রাপ্ত হন। ৯

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞান তপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ।। ১০

১০। বীত রাগ ভয় ক্রোধাঃ (বিষয়াসক্তি, ভয় ও ক্রোধ বর্জিত) মন্ময়াঃ (আমাতে নিমগ্নচিত্ত পুরুষগণ) মাম্ উপশ্রিতাঃ (আমাকে আশ্রয় করে) জ্ঞানতপসাপূতাঃ (জ্ঞান তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে) বহবঃ (অনেকে) মদ্ভাবম্ (আমার ভাব) আগতাঃ (লাভ করেছেন)।

বিষয়াসক্তি, ভয় ও ক্রোধ বর্জনের মধ্যদিয়ে, আমার শরণাপন্ন হয়ে, জ্ঞান তপস্যা দ্বারা পবিত্র চিত্ত হয়ে আমাতে একাগ্রচিত্ত পুরুষগণের অনেকেই আমার পরমানন্দভাবে চিরস্থিতি লাভ করেছেন। ১০

৬ষ্ঠ শ্লোকে অবতার তত্ত্বের অবতারণা করে ৭ম, ৮ম শ্লোকে অবতার সম্বন্ধে নির্দ্দেশের কথা বলে শ্রীভগবানের এই অবতারকে দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত নিত্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

তত্ত্বত— স্বরূপতঃ। আমি জন্ম-মৃত্যু রহিত হয়ে লোক সংগ্রহার্থে দেহ ধারণ করে কর্ম করে থাকি। এই শ্লোকটির দ্বারা শ্রীভগবানের অবতার তত্ত্ব সম্পর্কে চরম সিদ্ধান্ত করে অর্জুনকে অবতার তত্ত্বের গুহ্যার্থ বলা হয়েছে। যিনি আমার এই দিব্যরূপ কর্মতত্ত্ব অবগত হন, তিনি মুক্তিলাভ করেন ও আমাকে প্রাপ্ত হন। এবং পরম মুক্তিপদও পান। শ্রীভগবান অজো, অব্যয়, অব্যক্ত হয়েও কিভাবে আত্মমায়ার দ্বারা জন্ম গ্রহণ করেন এই তত্ত্বই শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম তত্ত্ব। ভগবান নিষ্ক্রিয়, অকর্ত্তা হয়েও নির্লিপ্তভাবে কিভাবে কর্ম করেন, এই তত্ত্বই দিব্য কর্মতত্ত্ব। তিনি নিগুণ হয়েও সগুণ, অশেষ কল্যাণ গুণ সম্পন্ন, অহৈতুক কৃপাসিন্ধু 'লোক সংগ্রহার্থ' 'লোক শিক্ষার্থে' বা ভক্তবার্তা পূরণার্থ তার এই লীলা এ তত্ত্বই শ্রেষ্ঠ 'ভক্তি তত্ত্ব'। সেজন্য তার জন্ম কর্ম তত্ত্ব বুঝতে পারলেই পরম জ্ঞান, দিব্যকর্ম ও পরাভক্তির মর্ম অনুভব হয়; তখন মানুষ ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করে, তার নিষ্কাম কর্মের আদর্শ অনুসরণ করে, সিদ্ধিলাভ

করতে পারেন।

যে যথামাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।। ১১

১১। হে পার্থ। যে (যারা) যথা (যেভাবে) মাং প্রপদ্যন্তে (আমাক উপাসনা করে) অহং তান্ তথা এব (আমি তাদের সে ভাবেই) ভজামি (অনুগ্রহ করে থাকি) মনুষ্যাঃ (মানুষেরা) সর্ব্বশঃ (সর্ব প্রকারে) মম বর্ত্ম অনুবর্ত্তন্তে (আমার পথ অনুসরণ করে)।

হে পার্থ! যারা যে ভাবে আমাকে উপাসনা করে আমি তাদের সে ভাবেই অনুগ্রহ করে থাকি। মানুষেরা সকল প্রকারে আমার পথই অনুসরণ করে থাকে।১১

আলোচ্য শ্লোকটিতে শ্রীগোবিন্দসকল ধর্মের সার্বভৌমিকতা দেখিয়ে বলেছেন যে কোন ভাবে যে কোন মতবাদ নিয়ে উপাসনা করুকনা কেন, সে সে পথ দিয়ে গিয়ে আমাকেই পাবে। অর্থাৎ যার যেমন মতি তার তেমন গতি হবে। মানুষেরা যে কোন পথই অনুসরণ করুকনা কেন, সে সমস্ত পথ দিয়ে আমাকেই অনুসরণ করবে।

শ্লোকটিতে সকল ধর্ম ও সকল সম্প্রদায়ের মতবাদের অপূর্ব সমন্বয় সাধন করে, সকল ধর্ম মতে ঈশ্বরই যে বিভূতি এবং সর্বশক্তিমান ভগবানের বিভিন্ন লীলাবৈচিত্র্য বর্তমান, এই কথাই প্রতিপন্ন করেছেন। জগতে নানা মত ও নানা পথ হলেও প্রত্যেকের বিভিন্ন মত ও বিভিন্ন পথই গিয়ে শেষ পর্যন্ত এক স্থানেই উপস্থিত হয় একথাটাই এখানে বিশেষ করে বলা হয়েছে। অসংখ্য নদ-নদী সরল কিংবা বাঁকাভাবে, জল পরিস্কার কিংবা অপরিস্কার যে রকমই হউক, প্রবাহিত হয়ে গঙ্গার জলে পরলে নিজের নাম, রূপ ও উপাধি লুপ্ত হয়ে যেভাবে পতিত পাবনী গঙ্গাজলে পরিণত হয়, তদ্রূপ নানামত, নানা পথ দিয়ে গিয়ে ভগবানের চরণ কমলে উপস্থিত হলে, নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডী সম্প্রদায় ও মত বিলুপ্ত হয়ে পরমানন্দ শান্তি রূপ প্রেমের সমুদ্রে মিশে যায়।

জগতে এরকম সরল এবং উদার অথচ অন্য সম্প্রদায় ও অন্য মতবাদের প্রতি বিদ্বেষ শূন্য মহান ধর্ম মত একমাত্র গীতা ছাড়া অন্য কোনও ধর্মগ্রন্থে

আছে বলে জানা যায় না। সনাতন হিন্দু ধর্মের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল; মানুষ বিভিন্ন ধর্মমত অনুসরণ করে উপাসনা করলেও সর্বশক্তিমান ভগবানের চরনকমলে গিয়েই আশ্রয় পায় ; হিন্দু মাত্রেই একথা বিশ্বাস করেন। সেজন্য প্রকৃত ঈশ্বর বিশ্বাসী হিন্দু অন্য মতবাদ বা সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করেননা। এরূপ হিন্দুর কাছে কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, হযরৎ সকলেই এক, সকলই একেরই বিভিন্ন প্রকাশ।

কাঙক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা।। ১২

১২। ইহ (এই পৃথিবীতে) কর্ম্মণাং সিদ্ধিং কাঙক্ষন্তঃ (কাজের সিদ্ধি কামনাকারীগণ, ফল প্রার্থীগণ) দেবতাঃ যজন্তে (দেবতাগণের পূজা করে থাকেন) হি (যেহেতু) মানুষে লোকে (মনুষ্য লোকে) কর্ম্মজা সিদ্ধিঃ (কর্মজনিত ফল) ক্ষিপ্রংভবতি (শীঘ্র হয়)।

এই পৃথিবীতে যারা কাজের সিদ্ধি কামনা করেন তারা দেবতা গণের পূজা করে থাকেন, কেননা মনুষ্য লোকে কর্মজনিত ফল লাভ শীঘ্র হয়। ১২

ফল কামনা করে বা যাগ-যজ্ঞাদির প্রশংসা করে যারা দেবতার উপাসনা করেন তাদেরকে "বেদ বাদরতাঃ" বলে (২য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। ফলকামী ব্যক্তিগণ দেবতার আরাধনা করে, সে ভাবের ফল লাভ করে সেই সেই দেবলোক প্রাপ্ত হন। পুণ্য ক্ষয় হলে পুনর্ব্বার দেবলোক থেকে পতন হয়। (৯ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) এজন্য দেবতা পূজা করে ফল পেলেও তা অস্থায়ী এবং ক্ষণিক হয়।

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্য কর্ত্তারমব্যয়ম্।। ১৩

১৩। ময়া (আমার দ্বারা) গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ (গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে) চাতুর্ব্বর্ণ্যং (চার বর্ণ) সৃষ্টং (সৃষ্টি হয়েছে) তস্য কর্ত্তারম্ অপি (তার কর্ত্তা হয়েও) মাং অব্যয়ং অকর্ত্তারং বিদ্ধি (আমাকে অব্যয়, অকর্ত্তা বলে জানবে)।

আমি গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে চার বর্ণের সৃষ্টি করেছি বটে কিন্তু আমি উক্ত বিষয়গুলির কর্ত্তা হলেও আমাকে অকর্ত্তা ও বিকার রহিত বলেই জানবে।১৩

প্রকৃতি ভেদ বশতঃ মানুষ নানাভাবে উপাসনা করে থাকেন। প্রকৃতি ভেদ অনুসারে বর্ণভেদ বা কর্মভেদ করে শ্রীভগবান বললেন— 'আমি এগুলির কর্তা হলেও এগুলিতে লিপ্ত না হবার জন্য "অকর্তা এবং বিকার রহিত।"

বর্ণতত্ত্ব— শ্রীগোবিন্দ আলোচ্য শ্লোকটিতে জন্মগত জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে বলেছেন। শ্রীগোবিন্দের মতে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতিভেদ মূলতঃ বংশগত নহে, গুণ ও কর্মগত। সত্ত্ব প্রধান ব্রাহ্মণ, অল্প সত্ত্বগুণবিশিষ্ট রজো প্রধান ক্ষত্রিয়, অল্প তমোগুণবিশিষ্ট রজো প্রধান বৈশ্য, তমো প্রধান শূদ্র। শ্রীভগবানের এই বর্ণ তত্ত্ব অনুসারে জাতি, বর্ণ নির্দেশ করতে গেলে বহু ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ এবং বহু অব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের পর্য্যায়ভূক্ত হবে। হিন্দুর সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে সর্বত্রই গুণকর্মের ভিত্তিতেই জাতি বর্ণের বিচার লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কালক্রমে একমাত্র জন্মের দ্বারা জাতি বর্ণ নির্ণয় হতে থাকায় হিন্দু জাতির আজ এই চরম দুর্দশা উপস্থিত হয়েছে।

গীতা, ভাগবত, মহাভারত, পুরাণাদি শাস্ত্র, নামঘোষা, কীর্ত্তনঘোষা, চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য চরিত্রামৃত প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্র গ্রন্থেই জন্মের দ্বারা জাতিবর্ণের বিচারের নিন্দা করে, গুণ কর্মের ভিত্তিতে জাতি, বর্ণ বিচারের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। তথাপি জাতপাতে অধঃপতিত হিন্দু জাতির জ্ঞানচক্ষু খুলেনা ও সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রকৃত শাস্ত্রানুসারে হিন্দু জাতি সংগঠনেরও কোনো উদ্যোগ নিতে দেখা যায় না। এই সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে শাস্ত্র মতের উল্লেখ করতে গেলে গ্রন্থের কলেবর অবশ্য বৃদ্ধি হবে, তাই কলেবর বৃদ্ধি হবার ভয়ে মাত্র দু একটি শাস্ত্র প্রামাণিক উদ্ধৃতির উল্লেখ করা হল।

"নবিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মাণো পূর্ব্ব সৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্।।"

(মহাভারতঃ শান্তিপর্ব- ১৮৮ অধ্যায়)

বর্ণাদির বিভেদ নেই, আগে সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে কর্মানুসারে ক্ষত্রিয়াদি বিবিধ বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে।

বায়ু পুরাণ ও রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থেও এরূপ উক্তি আছে। শ্রীমদ্ভাগবতেও এভাবেরই প্রতিধ্বনি শোনা যায়,—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশ্যেৎ।।
(ভা, ৭।১১।৩৫)

মানুষের সম্পর্কে বর্ণাভিব্যঞ্জক যে সকল লক্ষণ বলা হল, সে লক্ষণ যাদের স্থানে দেখা যাবে তদনুযায়ী সে বর্ণে তাকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। অর্থাৎ নীচ বর্ণের শম-দমাদি গুণ, ব্রাহ্মণে হীনবর্ণের কাজ, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ তামসিক প্রধান গুণগুলি দেখলে ব্রাহ্মণো অব্রাহ্মণ পদ বাচ্য হবে। শুধু মাত্র জন্মের দ্বারা জাতি নির্ণয় হয় না।

'কীর্ত্তনে' বলা হয়েছে, যেমন—

"সিটো চণ্ডালক গরিষ্ঠ মানি।
যার জিহ্বা অগ্রে থাকে হরি বাণী।।
সেহিসে কুলীন বেদক বুজে।
যার মুখে হরিনাম্ সিজে।।"

'নামঘোষাতে'ও এভাবের পদ, যেমন,—

"সেহি ধন্য লোক শুচিমন্ত   সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ বিদ্যাবন্ত,
যজ্ঞে তপে অতি সি সি জন শুদ্ধমতি।
সি সি জন মহাদাতা জ্ঞানী   সি সি সত্যবাদী মহামানী,
পুণ্যবন্তমন্ত আছয় যার ভকতি।।"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতেও আছে—

'শ্রীকৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার'।
অথবা
'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস'।

উল্লিখিত বহু শাস্ত্র বচনের দ্বারা প্রমাণ হয় যে, একমাত্র গুণ ও কর্মের ভিত্তিতেই ভারতবর্ষে জাতি বর্ণের বিভাগের ব্যবস্থা ছিল। হিন্দু জাতির অধঃপতনের সংগে সংগে এই ভীষণ অমংগলজনক জন্মের দ্বারা জাতি নির্ণয় প্রথা প্রচলিত হয়ে আসছে।

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন্নস বধ্যতে।। ১৪

১৪। কর্ম্মাণি (কাজগুলি) ন মাং লিম্পন্তি (আমাকে লিপ্ত করেনা) কর্ম্মফলে মে স্পৃহা ন (কর্ম্মফলে আমার স্পৃহা নেই) ইতি (এরূপ) যঃ মাম্ অভিজানাতি (যিনি আমাকে জানেন) সঃ কর্ম্মভি ন বধ্যতে (তিনি কর্মের দ্বারা আবদ্ধ হননা)।

কর্মগুলি আমাকে লিপ্ত করতে পারেনা, কর্মফলে আমার স্পৃহাও নেই। এরূপ ভাবে যিনি আমাকে জানেন, তিনি কর্মদ্বারা আবদ্ধ হননা। ১৪

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃপূর্ব্বতরং কৃতম্।। ১৫

১৫। এবং জ্ঞাত্বা (এরূপ জেনে) পূর্ব্বৈঃ মুমুক্ষুভিঃ অপি (প্রাচীন মুমুক্ষুগণ কর্ত্তৃকও) কর্ম্ম কৃতং (কর্ম অনুষ্ঠিত হয়েছিল), তস্মাৎ (সেজন্য) ত্বম্ (তুমি) পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতং (প্রাচীন ব্যক্তিদের দ্বারা প্রাচীনকালে আচরিত) কর্ম্ম এব কুরু (কর্মই কর)।

এরূপ জেনে (অর্থাৎ আত্মাকে অকর্ত্তা, অভোক্তা জেনে) পূর্ব কালের মোক্ষাভিলাসী ব্যক্তিগণ কর্ম করেছেন, অতএব তুমিও পূর্বকালে তাদের দ্বারা আচরিত কর্মগুলিই কর। ১৫

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্য সেঽশুভাৎ।। ১৬

১৬। কিং কর্ম্ম (কর্ত্তব্য কর্ম কি) কিং অকর্ম্ম (অকর্ত্তব্য কর্মই বা কি) ইতি অত্র (এই বিষয়ে) কবয়ঃ অপি (জ্ঞানবান লোকেরাও) মোহিতাঃ (মোহ প্রাপ্ত হয়, তত্ত্ব নির্ণয় করতে অসমর্থ হয়) তৎ (সেজন্য) তে কর্ম্ম অকর্ম্ম

প্রবক্ষ্যামি (তোমাকে কর্ম অকর্ম দুইই বলছি) যৎ জ্ঞাত্বা (যা জেনে) অশুভাৎ মোক্ষসে (অশুভ থেকে মুক্ত হবে)।

কর্ম কি, কর্মশূন্যতাই বা কি, এই বিষয় নির্ণয় করতে গিয়ে পণ্ডিতগণও মোহ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ এর প্রকৃত তত্ত্ব বুঝতে পারেন না। সেজন্য কর্ম কি এবং অকর্মই বা কি তা আমি তোমাকে বলি। যা জানলে তুমি সংসার বন্ধনের সর্ব প্রকার অশুভ থেকে মুক্ত হবে। ১৬

অকর্ম— নকর্ম = কর্মত্যাগ অর্থাৎ সন্ন্যাস, বেদবিহিত কর্মের অভাব।

কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মনো গতিঃ।। ১৭

১৭। কর্ম্মণঃ অপি (বিহিত কর্মেরও) বোদ্ধব্যং [তত্ত্বমস্তি] (বুঝবার বিষয় আছে) বিকর্ম্মণঃচ (নিষিদ্ধ কর্মেরও) বোদ্ধব্যং [তত্ত্বমস্তি] (জ্ঞাতব্য) অকর্ম্মণশ্চ (কর্মত্যাগেরও) বোদ্ধব্যং [তত্ত্বমস্তি]; হি (যেহেতু) কর্ম্মণঃ গতি (কর্মেরতত্ত্ব) গহনা (দুর্জ্ঞেয়)।

বিহিত কর্ম সম্বন্ধে বুঝবার বিষয় আছে, নিষিদ্ধ কর্ম সম্বন্ধেও বুঝবার বিষয় আছে এবং অকর্ম বা কর্মত্যাগ সম্বন্ধেও বুঝবার বিষয় আছে। কারণ কর্মের তত্ত্ব রহস্য দুর্জ্ঞেয়। ১৭

কর্ম— বিহিত কর্ম। বিকর্ম— অবিহিত কর্ম। অকর্ম— কর্মশূন্যতা অর্থাৎ কোনো কাজ নাকরে চুপ করে থাকা। কর্ম, বিকর্ম ও অকর্ম তত্ত্ব অতীব দুর্বোধ্য।

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ।। ১৮

১৮। যঃ (যিনি) কর্ম্মণি (কর্মে) অকর্ম্ম, অকর্ম্মণিচ (এবং অকর্মে) যঃ (যিনি) কর্ম্ম পশ্যেৎ (কর্ম দর্শন করেন) সঃ (তিনি) মনুষ্যেষু (মানুষদের মধ্যে) বুদ্ধিমান্ সঃ যুক্তঃ (তিনি যোগযুক্ত) [এবং] কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ (সর্বকর্মকারী)।

যিনি কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম দেখেন তিনিই মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান, তিনিই যোগযুক্ত এবং সর্বকর্মকারী। ১৮

আগের শ্লোকে বলা হয়েছে যে কর্ম, বিকর্ম, অকর্ম এই তিনটিতেই জানবার বিষয় আছে। সে তত্ত্বগুলি কি?

কর্ম সম্বন্ধে জানবার বিষয় হল, কি ভাবে কর্ম করলে কর্ম বন্ধনের কারণ হয়না। বিকর্ম অর্থাৎ অবিহিত কর্ম সম্বন্ধে জানবার বিষয় হল, কিভাবে অবিহিত কর্ম করলেও কর্মের ফল ভোগ করতে হয়না, অর্থাৎ ইহা দুর্গতিজনক হয়না। অকর্ম অর্থাৎ কর্ম ত্যাগ সম্বন্ধে জানবার বিষয় হল কর্ম ত্যাগ করে ও চুপচাপ বসে থাকলে মুক্ত হওয়া যায়, না যায়না? শ্রীকৃষ্ণ প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে বলেছেন— যিনি কর্মে অকর্ম দর্শন করেন অর্থাৎ যিনি কর্ম করেও মনে ভাবেন যে, দেহেন্দ্রিয়গুলিই কর্ম করছে আমি কিছুই করিনি, তিনিই বুদ্ধিমান। কেননা ধর্ম-কর্ম করেও তিনি কর্মফলের ভাগী হননা। অর্থাৎ যিনি কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করেন তার কর্মও অকর্ম স্বরূপ হয় এটাই কর্ম তত্ত্ব। কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করে নির্লিপ্ত ও নিরহঙ্কারী হয়ে অবিহিত কর্ম করলেও তার ফলভোগী হতে হয়না একেই বিকর্মতত্ত্ব বলে। এবং যিনি অকর্মে কর্মদর্শন করেন তিনিই বুদ্ধিমান। অনেকেই আলস্য হেতু দুঃখ-কষ্ট পাবার ভয়ে কর্ত্তব্য কর্ম ত্যাগ করেন কিন্তু তারা জানেন না যে, সে অবস্থাতেও প্রকৃতির ক্রিয়া চলতেই থাকে। অর্থাৎ কর্মেন্দ্রিয় সংযত কিংবা বন্ধ থাকলেও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় স্মরণ হতেই থাকে। (৩।৫ ও ১৮।১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এরূপ কর্মত্যাগ বা অকর্মই প্রকৃতপক্ষে কর্ম, কেননা ইহা বন্ধনের কারণ। এরূপ লোকেরা কর্মত্যাগ করেও মনে ভাবেন, যেহেতু তারা কর্ম করেন না সেহেতু তারা বন্ধন মুক্ত। কিন্তু 'আমি কর্মকরি' আর 'আমি কর্ম করিনা' এই উভয় ভাবেই অভিমান আছে। এ দুটিই বন্ধনের কারণ। কারণ প্রকৃতিই কর্ম করায়, আমিত্ব ত্যাগ না হলে কেবল কর্মত্যাগের দ্বারা কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়না। এটাই 'অকর্ম তত্ত্ব'। যিনি কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম তত্ত্ব এভাবে বুঝতে পারেন তিনিই প্রকৃত বুদ্ধিমান। যেহেতু কর্ম বন্ধনের কারণ নয়; কর্মফলই বন্ধনের কারণ। সেজন্য শ্রীভগবানে আত্মা যুক্ত রেখে নিরহঙ্কার ও নির্লিপ্ত হয়ে সর্ব কর্ম করেও কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়, কর্মত্যাগের কোনই প্রয়োজন হয়না।

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুং পণ্ডিতং বুধাঃ।।১৯

১৯। যস্য (যার) সর্ব্বে সমারম্ভাঃ (সমস্ত চেষ্টা) কাম সংকল্পবর্জ্জিতাঃ (ফল কামনা ও কর্ত্তৃত্বাভিমানবর্জ্জিত) বুধাঃ (জ্ঞানীগণ) জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ কর্ম্মাণংতং (যার জ্ঞানরূপ আগুনের দ্বারা কর্ম দগ্ধ হয়েছে তাকে) পণ্ডিতং আহু (পণ্ডিত বলেন)।

যে ব্যক্তির কর্ম প্রচেষ্টা, ফলাকাঙ্খা ও কর্ত্তৃত্বাভিমান নেই এবং যে ব্যক্তির জ্ঞানরূপ আগুনের দ্বারা কর্ম দগ্ধ হয়েছে, এরূপ ব্যক্তিকেই জ্ঞানীগণ পণ্ডিত বলে অভিহিত করেন। ১৯

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভি প্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ।। ২০

২০। সঃ (তিনি) কর্ম্মফলাসঙ্গং (কর্ম ও কর্মফলের আসক্তিকে) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করে) নিত্যতৃপ্তঃ (সর্বদা সন্তুষ্ট) নিরাশ্রয়ঃ (আশ্রয় শূণ্য), সন্ (হয়ে) কর্ম্মণি (কর্মে) অভিপ্রবৃত্তঃ অপি (প্রবৃত্ত হয়েও) কিঞ্চিৎ অপি ন করোতি (কিছুই করেননা)।

যিনি কর্ম ও কর্মফলের আসক্তি ত্যাগ করেছেন, যিনি সর্বদা আপনাতেই পরিতৃপ্ত, যিনি কোন প্রয়োজনে কারোও আশ্রয় গ্রহণ করেননা, তিনি সকল কর্মে প্রবৃত্ত হয়েও কিছুই করেন না অর্থাৎ তার কর্ম অকর্মে পরিণত হয়।২০

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্।। ২১

২১। নিরাশীঃ (নিষ্কাম) যতচিত্তাত্মা (সংযতচিত্ত) ত্যক্ত সর্ব্বপরিগ্রহঃ (সকল প্রকার ভোগোপকরণ পরিত্যাগী ব্যক্তি) কেবলং শরীরং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ (কেবলমাত্র শরীরের দ্বারা কর্ম করে) কিল্বিষম্ (পাপবন্ধন) ন আপ্নোতি (পাননা)।

যিনি কামনা ত্যাগ করেছেন, যার চিত্ত ও ইন্দ্রিয় সংযত, যিনি সকলপ্রকার ভোগ বর্জন করেছেন, এরূপ ব্যক্তিগণ কেবলমাত্র শরীর দ্বারা কর্মানুষ্ঠান করেও পাপভাগী হননা এবং কর্মবন্ধনেও লিপ্ত হননা। ২১

কেবলং শারীরং কর্ম্ম— কেবল শরীর দ্বারাই কর্ম সম্পাদন, কর্ত্তার তাতে কর্ত্তৃত্বাভিমান নেই। কর্ত্তা নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন।

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাঽপি ন নিবধ্যতে।। ২২

২২। যদৃচ্ছা লাভ সন্তুষ্টঃ (অনায়াসে লাভ করা দ্রব্যে সন্তুষ্ট) দ্বন্দ্বাতীত (শীতোষ্ণাদি সহিষ্ণু) বিমৎসরঃ (মাৎসর্যবর্জিত) সিদ্ধাবসিদ্ধৌচ সমঃ (সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন) [পুরুষ] কৃত্বা অপি (কর্ম করেও) ন নিবধ্যতে (বন্ধন প্রাপ্ত হননা)।

যদৃচ্ছা লাভে অর্থাৎ যিনি প্রার্থনা এবং বিশেষ চেষ্টা না করেই যা পান তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, যিনি শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণু (সহনশীল), মাৎসর্য শূন্য হওয়ায় বৈরবিহীন, যিনি সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন, তিনি কর্ম করেও কর্মফলে আবদ্ধ হননা। ২২

মাৎসর্য— পরশ্রীকাতরতা।

গত সঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিত চেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে।। ২৩

২৩। গত সঙ্গস্য (ফলাসক্তি বর্জিত) মুক্তস্য (রাগদ্বেষাদি বন্ধন মুক্ত) জ্ঞানাবস্থিত চেতসঃ (ব্রহ্মজ্ঞানে অবিচলিত ব্যক্তি) যজ্ঞায়কর্ম্ম আচরতঃ (যজ্ঞের জন্য কর্ম আচরণকারী ব্যক্তির) সমগ্রং কর্ম্ম (সকলকর্ম) প্রবিলীয়তে (বিনষ্ট হয়)।

যিনি ফলাকাঙ্খা বর্জিত, রাগদ্বেষাদি বর্জিত, যার চিত্ত জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিত এবং যিনি যজ্ঞার্থ অর্থাৎ ঈশ্বর প্রীত্যার্থে যজ্ঞরূপ কর্ম করেন, তার সমস্ত কর্মফল সহ বিনষ্ট হয়ে যায়, এরূপ কর্ম বন্ধনের কারণ হয়না। ২৩

যজ্ঞ— ঈশ্বরের প্রীতির অর্থে বা ঈশ্বর আরাধনার্থে অনুষ্ঠিত কর্ম মাত্রই যজ্ঞ। নিষ্কামভাবে লোকহিতার্থে ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে যে কর্ম করা হয় তা সবই যজ্ঞ। বেদে উক্ত বৈদিক যজ্ঞাদি যথা— অশ্বমেধ, গোমেধ, নরমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞ। শ্রীভগবান অর্জুনকে দ্রব্যযজ্ঞের চেয়ে জ্ঞান যোগকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন। অধিকন্তু গীতায় ১০।২৫ শ্লোকে নামরূপ যজ্ঞকেই তিনি তার নিজের

স্বরূপ বলে ব্যক্ত করেছেন। এজন্য কলি কালে নামযজ্ঞ ছাড়া জীবের অন্য কোনো কর্ত্তব্য নেই। কলিযুগে যুগধর্ম প্রচারক মহাপুরুষগণের প্রায় সকলেই নামযজ্ঞকেই মহাযজ্ঞ বলে অভিহিত করেছেন। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে— "যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তণ প্রায়ৈর্য্যজন্তি হি সুমেধসঃ।" (১১।৫।৩১) কলিকালে সুবুদ্ধিমান পুরুষেরা কীর্ত্তন যজ্ঞের দ্বারাই পরম পুরুষের আরাধনা করে থাকেন।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্ম কর্ম্ম সমাধিনা।। ২৪

২৪। অর্পণং (শ্রুবাদি যজ্ঞপাত্র) ব্রহ্মঃ, হবি (ঘৃত) ব্রহ্ম, ব্রহ্মাগ্নৌ (ব্রহ্মরূপ আগুনে) ব্রহ্মণা (ব্রহ্মরূপ হোতা কর্ত্তৃক) হুতং (হোম করেন) [এভাবে যিনি দেখেন] তেন ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা (ব্রহ্মরূপ কর্মে সমাহিত সেই পুরুষের) ব্রহ্ম এব গন্তব্যং (ব্রহ্মই প্রাপ্ত হন)।

শ্রুবাদি যজ্ঞপাত্র ব্রহ্ম, ঘৃতাদি ব্রহ্ম, এবং যিনি হোম করেন তিনিও ব্রহ্ম, এরূপ জ্ঞানে ব্রহ্মরূপ কর্মে একাগ্রচিত্ত পুরুষ ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন। ২৪

"সর্ব্বকর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।" (৪।৩৩) হে পার্থ। ফল সাধিত সমস্ত কর্ম সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানে পরিণত হতে পারে। সাংখ্য যোগীগণ যে স্থান লাভ করেন কর্মযোগীগণও সে স্থান লাভ করেন। (৫।৫) যারা সাংখ্য ও কর্মযোগকে পৃথক বলে ভাবেন তারা অজ্ঞ। (৫।৪) "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (এ সমস্তই ব্রহ্ম) "অহং ব্রহ্মাস্মি" (আমি ব্রহ্ম) ইত্যাদি বেদ বাক্যগুলিতে এই জ্ঞানেরই প্রতিধ্বনি হয়েছে। জীবের যখন অহং বুদ্ধি সম্পূর্ণ লোপ পায় তখনই এই পূর্ণ একত্বের জ্ঞান লাভ হয়। তখন জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, উপাস্য, উপাসক, কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ ইত্যাদি ভেদ বুদ্ধি থাকেনা। সর্বত্রই এক তত্ত্বই, এক শক্তিতে পরিণত হয়। এরূপ জ্ঞানে যিনি কর্ম করতে পারেন তার কখনও কর্মবন্ধন হয়না।

মহাপুরুষ মাধবদেব নামঘোষাতেও এইকথাই বলেছেন—

"দেবকী পুত্রর পদসেবা কর্ম্ম এক এহিমানে আর।" ভক্তের হৃদয়ে যখন প্রেমভক্তির উদয় হবে, তখন জগতের সর্বত্র ভগবানের রূপের প্রতীতি হবে। ১০ম স্কন্দ ভাগবতে দেখা যায়, ব্রজ গোপীগণ কৃষ্ণ চিন্তা করতে করতে নিজেরাই কৃষ্ণময় হয়ে গিয়েছিলেন। ('তন্মাত্মাস্ত দালাপাস্তদ্বিচেষ্টাস্তদাত্মিকাঃ' —ভাগবত)।

গোপীগণ 'আমি কৃষ্ণ' 'আমি কৃষ্ণ' বলে কৃষ্ণলীলা অনুকরণ করতে শুরু করেন। মাটি খাওয়া, অঘাসুর, পুতনাবধ, কালীয় দমন প্রভৃতি কৃষ্ণলীলার অনুসরণ করতে শুরু করেছিলেন। জ্ঞান মার্গীর অদ্বৈত সিদ্ধ অর্থাৎ লয় ভাব এবং ভক্তের অদ্বৈত সিদ্ধ বা লয় ভাব এক নয়। জ্ঞানীর অদ্বৈত সিদ্ধিতে আত্মবিলোপ হয়। সেবক সেব্য ভাবের স্বাতন্ত্র্য থাকেনা। কিন্তু ভক্তি পথে অদ্বৈত সিদ্ধ হলেও চিত্ত বিলোপ হয়, আত্মবিলোপ হয়না। কারণ ব্রজগোপীগণ নিজেরা কৃষ্ণময় হয়ে প্রত্যেক গোপীই কৃষ্ণলীলা স্মরণ, তদনুকরণ, লীলার ভাব-ভঙ্গী করে পরমানন্দ সাগরে মগ্ন হয়েছিলেন। সেজন্য জ্ঞানীর অদ্বৈত সিদ্ধ ও ভক্তের অদ্বৈত সিদ্ধ ভাব পৃথক। নির্মল ভক্তি উৎপন্ন হলে ভক্তের নিজের কর্ম বলে কিছুই থাকেনা, তখন সমস্ত কর্ম ভগবানের কর্মবলে ঈশ্বরে অর্পিত হয়ে যায়।

(গীতার ৯।২৭, ১১।৫৪, ১২।৬, ৪ শ্লোক ও ভাগবতের ১১।১২।৩৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি।। ২৫

২৫। অপরে যোগিনঃ (অন্য অন্য যোগীগণ) দৈবং এব যজ্ঞং (দৈব যজ্ঞই) পর্য্যুপাসতে (অনুষ্ঠান করেন); অপরে (অন্য কেউ কেউ) ব্রহ্মাগ্নৌ (ব্রহ্মরূপ আগুনে) যজ্ঞেন এব (যজ্ঞের দ্বারাই) যজ্ঞং উপজুহ্বতি (যজ্ঞের আহুতি প্রদান করেন)।

অন্য কোনো কোনো যোগীগণ দৈব যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং অন্য কোনো কোনো যোগী (জ্ঞানী যোগীগণ) ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে আত্মাকে আহুতি প্রদান করেন। (যজ্ঞাদি সমস্ত কর্মই ব্রহ্মে অর্পণ করেন) এর নামই জ্ঞানযজ্ঞ।২৫

দৈবযজ্ঞ— অর্থাৎ ইন্দ্রবরুণাদি দেবগণের উদ্দেশ্যে যে সকল যজ্ঞ করা হয়। জ্ঞানযজ্ঞ— ব্রহ্মাগ্নিতে জীবাত্মার আহুতি, শাস্ত্রে পাচ প্রকার যজ্ঞ বিষয়ে উল্লেখ আছে। পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, নরযজ্ঞ। একান্ত কৃষ্ণভক্ত উক্ত পাচ প্রকার ঋণ থেকে মুক্ত। (একাদশ স্কন্ধে ১১।৫।৪১,৪২) মানুষ মাত্রেই জন্ম গ্রহণের সংগে সংগে এই ঋণগুলির দ্বারা আবদ্ধ হয়। যজ্ঞ কর্মের দ্বারাই উক্ত পাচ প্রকার ঋণ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। একাগ্র চিত্ত ভক্ত কৃষ্ণ সেবায়

দ্বারা এই পাচ প্রকার ঋণ থেকে মুক্ত হন।

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্যে ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি।। ২৬

২৬। অন্যে (নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীগণ) শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি (চোখ, কান ইন্দ্রিয়গুলিকে) সংযমাগ্নিষু (সংযমরূপ আগুনে) জুহুতি (আহুতি দেন) অন্যে (অপরে) ইন্দ্রিয়াগ্নিষু (ইন্দ্রিয়রূপ আগুনে) শব্দাদীন্ বিষয়ান (শব্দাদি বিষয়গুলিকে) জুহুতি (আহুতি দেন)।

অন্য অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীগণ ইন্দ্রিয় সংযমরূপ আগুনে চোখ কান ইন্দ্রিয় গুলিকে হোম করেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলিকে অন্তর্মুখীন করে সংযত হয়ে থাকেন। এর নাম সংযম যজ্ঞ বা ব্রহ্মচর্য। অন্যান্য গৃহস্থগণ ইন্দ্রিয়রূপ আগুনে ঘৃতরূপ শব্দাদি বিষয়গুলিকে হোম করেন অর্থাৎ অনাসক্ত হয়ে বিষয় ভোগ করেন, এর নাম ইন্দ্রিয় যজ্ঞ। ২৬

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহুতি জ্ঞানদীপিতে।। ২৭

২৭। অপরে (অন্য কেউ) সর্ব্বাণি (সমস্ত) ইন্দ্রিয়কর্ম্মাণি (ইন্দ্রিয়গুলির কর্ম) প্রাণ কর্ম্মাণি চ (এবং প্রাণাদি বায়ুর কর্মগুলিকে) জ্ঞানদীপিতে (জ্ঞান দ্বারা উদ্ভাসিত) আত্মসংযমযোগাগ্নৌ (আত্মসংযম রূপ আগুনে) জুহুতি (হোম করেন)।

অন্য কোনো ধ্যান যোগী, সমস্ত ইন্দ্রিয় কর্ম ও প্রাণ কর্মগুলিকে, ব্রহ্মজ্ঞানে উদ্ভাসিত, আত্মসংযম সমাধিরূপ যোগাগ্নিতে হোম করেন। অর্থাৎ পাচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাচ কর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ এদের সমস্ত কর্ম নিরোধ করে আত্মসুখে মগ্ন থাকেন। এরই নাম আত্মসংযম বা সমাধিযজ্ঞ।

ইন্দ্রিয় কর্ম— চোখ, কান ইত্যাদি পাচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কর্ম— দেখা, শুনা আদি বাক্ (মুখ), হাত আদি পাচ কর্মেন্দ্রিয়ের কর্ম-বচন গ্রহণাদি। এই দশ প্রকার ইন্দ্রিয় কর্ম।

প্রাণ কর্ম— প্রাণ, অধোবায়ু, ধ্যান, কণ্ঠস্থিতবায়ু, সমান— মানব শরীরে এই পাচটি প্রাণ বর্তমান। প্রাণবায়ুর কাজ বাইরে আনা, অপানের কাজ নীচের

দিকে নামানো; ধ্যানের কাজ আকুঞ্চন ও প্রসারন; সমানের কাজ ভুক্তদ্রব্যের পরিপাককরণ, উদানের কাজ উপরের দিকে নেওয়া, এই সমস্তই প্রাণ কর্মের অন্তর্গত।

আত্মসংযমযোগাগ্নৌ— আত্মাতে চিত্তকে একাগ্র করার নামই আত্মসংযমযোগ। যে যোগে ধারণা-ধ্যানাদি আত্মার সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় তাই আত্মসংযমযোগ।

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশ্রিতব্রতাঃ।। ২৮

২৮। [কোনো কোনো লোক] দ্রব্যযজ্ঞাঃ (দ্রব্যযজ্ঞ পরায়ণ) (কেউ কেউ) তপোযজ্ঞাঃ (তপোযজ্ঞ পরায়ণ), [কেউ কেউ] যোগযজ্ঞাঃ (যোগযজ্ঞ পরায়ণ) তথাপরে (তদ্রূপ অন্য কেউ কেউ) যতয়ঃ (যত্নশীল) সংশ্রিত ব্রতাঃ (দৃঢ় ব্রতধারী ব্যক্তিগণ) স্বাধ্যায় জ্ঞানযজ্ঞাঃ (বেদভ্যাস ও জ্ঞানরূপ যজ্ঞপরায়ণ) [হন]।

কোনো ব্যক্তি দ্রব্যদানরূপ যজ্ঞ করেন, কেউ কেউ তপঃযজ্ঞ করেন, কেউ কেউ যোগরূপ যজ্ঞ করেন, কোনো কোনো দৃঢ়ব্রতধারী যতিগণ বেদভ্যাসরূপ যজ্ঞ করেন এবং কেউ কেউ বেদার্থ পরিজ্ঞানরূপ যজ্ঞ সম্পাদন করেন। ২৮

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।। ২৯

তথা অপরে (তদ্রূপ অন্য যোগীগণ) অপানে প্রাণং (অপান বায়ুতে প্রাণবায়ু), প্রাণে অপানং (প্রাণবায়ুতে অপান বায়ু) জুহ্বতি (হোম করেন)। অপরে নিয়তাহারাঃ (অন্য কোনো কোনো মিতাহারী ব্যক্তি) প্রাণাপানগতী (প্রাণও অপান বায়ুর গতিকে) রুদ্ধ্বা (বন্ধ করে) প্রাণায়াম-পরায়ণাঃ (প্রাণায়াম-পরায়ণ হয়ে) প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি (ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রাণসমূহে আহুতি দেন)।

আবার অন্য কোনো কোনো যোগীগণ অপান বায়ুতে প্রাণবায়ুর আহুতি প্রদান করেন, কেউ কেউ প্রাণবায়ুতে অপান বায়ুর আহুতি প্রদান করেন। অপর কেউ কেউ পরিমিতাহারী হয়ে প্রাণ ও অপান বায়ুর গতিরোধ করে, প্রাণায়াম পরায়ণ হয়ে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে প্রাণে আহুতি দেন। ২৯

প্রাণ– নিঃশ্বাস বায়ু, অপান– প্রশ্বাস বায়ু; প্রাণান্– ইন্দ্রিয়সকল। প্রাণায়াম- প্রাণবায়ুর নিরোধ; এই তিনপ্রকার– পূরক, রেচক ও কুম্ভক। প্রক্রিয়াগুলি সদ্‌গুরোপদেশ গম্য।

সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িত কল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।। ৩০
নায়ং লোকেঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম্।। ৩১

৩০-৩১। এতে সর্ব্বে অপি (এই সকল) যজ্ঞবিদঃ (যজ্ঞকারীগণ) যজ্ঞক্ষয়িত কল্মষাঃ (যজ্ঞের দ্বারা নিষ্পাপ হয়)। যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ (অমৃতস্বরূপ যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজনকারীগণ) সনাতনং ব্রহ্ম যান্তি (সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করেন)। হে কুরুসত্তম (কুরুশ্রেষ্ঠ)। অযজ্ঞস্য (যজ্ঞানুষ্ঠানহীন মানুষের) অয়ং লোকঃ (ইহ লোকেই) ন অস্তি (নেই) অন্যকুতঃ (অন্য লোক কোথায়?)

এই যজ্ঞকারীগণ যজ্ঞ কর্মের দ্বারা নিষ্পাপ হয়ে থাকেন, যারা অমৃত স্বরূপ যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন তারা সনাতন ব্রহ্মকেই লাভ করেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! যিনি কোনোরূপ যজ্ঞ করেন না তার এই লোকো নেই, পরলোক (স্বর্গাদি লাভ)ত দূরের কথা। ৩০-৩১

যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃতস্বরূপ অন্নভোজনে সনাতন ব্রহ্ম লাভ। এই কথার তাৎপর্য হল,– যজ্ঞস্বরূপকৃত নিষ্কাম কর্ম দ্বারাই মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটে।

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে।।৩২

৩২। ব্রহ্মণঃ মুখে (বেদ বাণীতে) এবং বহুবিধাঃ যজ্ঞাঃ (এরূপ বহু প্রকার যজ্ঞ) বিততাঃ (বিস্তৃত আছে) তান্ সর্ব্বান্ (সেই সকলকে) কর্ম্মজান্ বিদ্ধি (কর্মোদ্ভূত জানবে), এবং জ্ঞাত্বা (এরূপ জেনে) বিমোক্ষ্যসে (মুক্তি লাভ করবে)।

এরূপ বহুবিধ যজ্ঞ, ব্রহ্মের মুখে বেদে বিস্তৃতা (বিহিত) আছে, এই সমস্তই কর্মজ অর্থাৎ কায়িক, বা চিত্ত বা মানসিক এই তিনপ্রকার কর্ম থেকেই উদ্ভূত জানবে, এরূপ বুঝে মুক্তি লাভ করবে। ৩২

বিশ্বের সকল ক্রিয়াই পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে যজ্ঞস্বরূপ হয় এবং মানুষের পক্ষে এরূপ যজ্ঞের শেষ ফল হচ্ছে আত্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপঃ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।। ৩৩

৩৩। হে পরন্তপ! দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ (দ্রব্য সাধিত যজ্ঞের চেয়ে) জ্ঞানযজ্ঞঃ (জ্ঞানযজ্ঞ) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ)। হে পার্থ! অখিল সর্ব্বং কর্ম্ম (ফলসহ সমস্ত কর্ম) জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে (জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়)।

হে পরন্তপ! দ্রব্যময় যজ্ঞ অর্থাৎ দ্রব্যসাধ্য দৈব যজ্ঞের চেয়ে জ্ঞান যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ; কেননা হে পার্থ! ফলসহ সমস্ত কর্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয় অর্থাৎ নিঃশেষ হয়। ৩৩

যজ্ঞ ব্যতীত মোক্ষ লাভ অসম্ভব; আবার দ্রব্য যজ্ঞ থেকে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। মোক্ষমার্গে কর্মযোগের যোগ্যতা স্বীকার্য কারণ, যজ্ঞরূপে কৃত নিষ্কাম কর্ম দ্বারা বাসনা ও অহংবুদ্ধি ক্রমশঃ লোপ পেয়ে সাম্যবুদ্ধি বাড়তে বাড়তে পরিশেষে আত্মা পূর্ণ সমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। আত্মার এ উচ্চতম অবস্থার নামই জ্ঞান। এরূপ আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত মুক্ত কর্মী, সংস্কার মুক্ত হওয়ায় কর্ম তাদের বন্ধনের কারণ হয়না।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।। ৩৪

৩৪। প্রণিপাতেন (প্রণামের দ্বারা) পরিপ্রশ্নেন (প্রশ্নের দ্বারা) তদ্বিদ্ধি (সেই জ্ঞান লাভ কর), জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানীগণ) তত্ত্বদর্শিনঃ (তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ) তে জ্ঞানং উপদেক্ষ্যন্তি (তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দিবেন)।

জ্ঞানী ব্যক্তিদের চরণে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করে নানা প্রশ্নের দ্বারা ও গুরু সেবার দ্বারা এ তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা করবে। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী গুরুই তোমাকে এরূপ তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিবেন। ৩৪

পরিপ্রশ্নেন— আমি কে, আমার সংসার বন্ধন কেন— কি ভাবে এ সংসার

বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবো? ইত্যাদি প্রশ্ন।

জ্ঞানী— শাস্ত্রজ্ঞ; তত্ত্বদর্শী— অনুভবকর্ত্তা। কেবল শাস্ত্র পাঠকরে যিনি জ্ঞানী, এরূপ গুরুর উপদেশে ফল হয়না। যে গুরুর আত্মসাক্ষাৎকার হয়েছে, এরূপ গুরুর উপদেশ কার্যকরী হয়। সেজন্য এই শ্লোকে জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শী পুরুষের সেবাবৃত্তির দ্বারা তাকে সন্তুষ্ট করে তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হবে। তবেই সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে। একথাই শ্রীমন্ত শঙ্করদেব তার 'নবসিদ্ধ' গ্রন্থে বলেছেন—

জানন্ত শাস্ত্রর তত্ত্ব কৃষ্ণর ভকত।
সেহি গুরু উপদেশ দিবার শকত।।
যদ্যপি ভকত হোন্ত নোহন্ত পণ্ডিত।
শিষ্যর সংশয় সিটো নপারে খণ্ডিত।।
শাস্ত্রক জানন্ত যদি নুহিক ভকত।
তার উপদেশে বোধ নুপজে শিষ্যত।।
বিশিষ্ট গুরুক অকপটে সেবা করি।
মানিবে গুরুক আত্মা যেবে মহা হরি।।

জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শী সদ্গুরুর আশ্রয় ছাড়া শিষ্যের সংশয় দূর হয়না ও ভগবদ্ চরণ লাভও হয়না। সে জন্য আলোচ্য শ্লোকে 'জ্ঞানী' শব্দের পিছনে 'তত্ত্বদর্শী' শব্দের প্রয়োগ করেছেন।

যজ্ জ্ঞাত্বা ন পুনর্ম্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষাণি দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি।। ৩৫

৩৫। হে পাণ্ডব। যৎ জ্ঞাত্বা (যে কথা জেনে) পুনঃ এবং মোহং (পুনঃ এরূপ মোহ) ন যাস্যমি (প্রাপ্ত হবেনা); যেন (যার দ্বারা) অশেষানিভূতানি (সমস্ত প্রাণীসমূহকে) আত্মানি (আত্মায়) অথময়ি (তারপর আমাতে) দ্রক্ষ্যসি (দেখবে)।

হে পাণ্ডব। যে কথা জানলে পুনঃ তুমি এরূপ (শোকজনিত) মোহ প্রাপ্ত হবেনা, সে জ্ঞানের দ্বারাই সকল প্রাণীকে নিজ আত্মায় এবং তারপর আমাতে

দেখবে অর্থাৎ সর্বভূতেও ব্রহ্মে তোমার একত্ব দর্শন লাভ হবে। ৩৫

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞান প্লাবনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি।। ৩৬

৩৬। চেৎ (যদি) সর্ব্বেভ্যঃ অপি পাপেভ্যঃ (সমস্ত পাপীর চেয়েও) পাপকৃত্তমঃ অসি (অতিশয় পাপী হও) [তবুও] সর্ব্বং বৃজিনং (সমস্ত পাপ সমুদ্র) জ্ঞান-প্লবেন এব (জ্ঞানরূপ ভেলার দ্বারা) সন্তরিষ্যসি (উত্তীর্ণ হবে)।

তুমি যদি অন্যান্য পাপীদের চেয়ে অধিক পাপাচারী হও, তথাপি পাপরূপ সমুদ্র, এ জ্ঞানরূপ ভেলার দ্বারা অনায়াসে পার হতে পারবে। ৩৬

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।। ৩৭

৩৭। হে অর্জ্জুন। যথা (যেভাবে) সমিদ্ধঃ অগ্নিঃ (প্রজ্জ্বলিত আগুনে) ঐধাংসি (কাঠগুলিকে) ভস্মসাৎ কুরুতে (ভস্মীভূত করে) তথা জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্ব কর্ম্মাণি (তদ্রূপ জ্ঞানরূপ আগুন সকল কর্মকে) ভস্মাসাৎ কুরুতে (ভস্মীভূত করে)।

হে অর্জ্জুন। প্রজ্জ্বলিত আগুন যেভাবে কাঠগুলিকে পুড়ে ছাই করে তদ্রূপ জ্ঞানরূপ আগুনও সমস্ত কর্মকে ভস্মীভূত করে। ৩৭

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।। ৩৮

৩৮। ইহ (এই লোকে, পৃথিবীতে) জ্ঞানেন সদৃশং (জ্ঞানের সমান) পবিত্রং নহি বিদ্যতে (পবিত্র আর কিছুই নেই); তৎ (সেই জ্ঞান) যোগসংসিদ্ধঃ (যোগের দ্বারা সিদ্ধ হয়ে) কালেন (কালক্রমে) আত্মনি স্বয়ং বিন্দতি (স্বয়ং অন্তঃকরণে উপলব্ধি করেন)।

এ জগতে জ্ঞানের মত পবিত্র আর কিছু নেই। কর্মযোগে সিদ্ধপুরুষ সেই জ্ঞান কালক্রমে আপনিই অন্তরে উপলব্ধি করেন। ৩৮

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধি গচ্ছতি।।৩৯

৩৯। শ্রদ্ধাবান্ (আস্তিক্য বুদ্ধিশালী), তৎপরঃ (অনলস, একনিষ্ঠ) সংযতেন্দ্রিয়ঃ (জিতেন্দ্রিয় পুরুষ) জ্ঞানং লভতে (জ্ঞান লাভ করেন); জ্ঞানং লব্ধা (জ্ঞান লাভ করে) অচিরেণ (অতিসত্বর) পরাং শান্তিং (পরম শান্তি) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন)।

যিনি শ্রদ্ধাবান, গুরু শুশ্রূষায় রত, একনিষ্ঠ সাধন তৎপর এবং জিতেন্দ্রিয় তিনিই জ্ঞান লাভ করেন। আত্মজ্ঞান লাভ করে অতি সত্বর পরম শান্তিরও অধিকারী হন। ৩৯

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকো স্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ।।৪০

৪০। অজ্ঞঃ অশ্রদ্দধানঃ (অজ্ঞানী শ্রদ্ধাহীন) সংশয়াত্মা (সংশয়যুক্ত ব্যক্তি) বিনশ্যতি (বিনাশ প্রাপ্ত হন), সংশয়াত্মনঃ (সংশয়াত্মা) অয়ং লোকঃ (এই লোকে) ন অস্তি (নেই) ন পরঃ (পরলোকও নেই) ন সুখং (সুখও নেই)।

অজ্ঞানী, শ্রদ্ধাহীন, সংশয়চিত্ত ব্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হন। সংশয়াত্মা ব্যক্তির ইহলোকও নেই, পরলোকও নেই এবং সুখও নেই। ৪০

উচ্চতর সত্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। ভক্তি বিশ্বাসই অতীন্দ্রিয় পারমার্থিক জ্ঞানে লাভের ভিত্তি। লৌকিক জ্ঞান, প্রাকৃত জ্ঞান লাভে শ্রদ্ধার বিশেষ প্রয়োজন নেই, সংশয়ের ও তাতে সাময়িক প্রয়োজন আছে। কারণ নিম্নস্তরের সত্যের সংগে প্রায়ই মিথ্যা মিশ্রিত থাকে। পরম জ্ঞান একনিষ্ঠ সাধনাদ্বারা, সংযমদ্বারা ভিতর থেকে প্রকাশিত হয়।

যোগসংন্যস্ত কর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্ন সংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।।৪১

৪১। হে ধনঞ্জয়। যোগ সংন্যস্ত কর্ম্মাণং (যিনি যোগদ্বারা কর্ম সকল ঈশ্বরে অর্পণ করেছেন) জ্ঞান সংছিন্ন সংশয়ম (আত্মজ্ঞান দ্বারা যার সংশয় ছিন্ন হয়েছে) আত্মবন্তং (এরূপ আত্মবিদ্) [ব্রহ্মবিদ্] (ব্যক্তিকে) কর্ম্মাণি (কর্মগুলি) ন নিবধ্নন্তি (আবদ্ধ করতে পারেনা)।

হে ধনঞ্জয়। নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা যিনি সমস্ত কর্ম ভগবানে অর্পণ করেছেন, আত্মদর্শনরূপ জ্ঞানের দ্বারা যার সমস্ত সংশয় দূরীভূত হয়েছে, এরূপ

অপ্রমাদ আত্মজ্ঞ ব্যক্তিকে কর্মসমূহ আবদ্ধ করতে পারেনা অর্থাৎ তিনি কর্ম করলেও কর্মফলে আবদ্ধ হননা। ৪১

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত।।৪২

৪২। হে ভারত। তস্মাৎ (সেজন্য) আত্মনঃ (নিজের) অজ্ঞানসম্ভূতং (অজ্ঞানজাত) হৃৎস্থং (হৃদয়স্থিত) এনং সংশয়ং (এই সংশয়কে) জ্ঞানাসিনা (আত্মজ্ঞানরূপ খড়গ দ্বারা) ছিত্ত্বা (ছেদন করে) যোগং আতিষ্ঠ (কর্মযোগ অবলম্বন করে) উত্তিষ্ঠ (যুদ্ধের জন্য উঠ)।

অতএব হে ভারত। আত্মজ্ঞানরূপ খড়গ দ্বারা অজ্ঞানজাত, হৃদয়স্থ তোমার এই সংশয়রাশিকে ছেদন করে কর্মযোগ অবলম্বন কর। উঠ, যুদ্ধ কর। ৪২

চতুর্থ অধ্যায়ের ভাবার্থ

তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীভগবান নিষ্কাম কর্মযোগের কথা বলেছিলেন। চতুর্থ অধ্যায়ে ভক্ত অর্জুনকে অব্যয় জ্ঞান-যোগের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন যে,— এই যোগ সর্বপ্রথম তিনি সূর্যকে বলেছিলেন। সূর্যের পর পুরুষানুক্রমে ইক্ষ্বাকু পর্যন্ত এর প্রচার হয়েছিল। এই যোগ কালক্রমে লুপ্ত হয়েছিল। পুনঃ অর্জ্জুনকে সখা এবং ভক্ত বলে এই গুহ্যতম কর্ম-জ্ঞানযোগ রহস্য, প্রাচীন অব্যয় যোগের কথা ব্যক্ত করেছিলেন। শ্রীভগবান চতুর্থ অধ্যায়ে প্রথমেই অবতার তত্ত্বের গূঢ় রহস্য বলতে গিয়ে বলেছেন, তার জন্মলীলা অচিন্ত্য এবং দিব্য। এই দিব্য জন্ম কর্মলীলা যে ভক্ত জানতে পারেন তার আর পুনর্জ্জন্ম হয়না। প্রকৃতপক্ষে চতুর্থ অধ্যায়েই অবতারতত্ত্ব বিশেষভাবে বর্ণনা করে— ৯ম অধ্যায়ে এই বিষয়ের উপসংহার করেছেন। অবতারবাদ সনাতন হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট্য। আলোচ্য চতুর্থ অধ্যায়ের নাম অব্যয় জ্ঞানযোগ।

জ্ঞান সাধারণতঃ দুভাগে বিভক্ত— বস্তু জ্ঞান এবং অবস্তু জ্ঞান। তিন কালে যার অস্তিত্ব থাকে তাকে বস্তু বলে। এবং ভূত, ভবিষ্যত, বর্তমান তিন কালে যার অস্তিত্ব থাকেনা অর্থাৎ আগেও ছিলনা, পরেও থাকবেনা মাত্র অল্প দিনের জন্য অস্তিত্বের প্রতীতি হলেও তা বস্তু নয়, অবস্তুই। এজন্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির যে জ্ঞান তা প্রকৃতার্থে বাস্তব বা প্রকৃত জ্ঞান নয় তা অবাস্তব জ্ঞান মাত্র।

চতুর্থ অধ্যায়ে প্রকৃত জ্ঞান, অব্যয় জ্ঞানযোগের কথা বলা হয়েছে। বস্তু জ্ঞান দুভাগে বিভক্ত, পরোক্ষ জ্ঞান এবং অপরোক্ষ জ্ঞান। গুরু মুখে শুনে এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয় সেই জ্ঞানকে পরোক্ষ জ্ঞান বলে। গুরু মুখে, শাস্ত্র সাধন এবং উপদেশের দ্বারা যে জ্ঞানের তত্ত্ব উপলব্ধি বা অনুভূতি হয়, তাকে অপরোক্ষ জ্ঞান বলে। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত সাংখ্য জ্ঞান, এই পরোক্ষ জ্ঞানের দৃষ্টান্ত। অনুভূতিহীন কর্মে জ্ঞানের দৃঢ়তা থাকেনা। কেবলমাত্র সাধু গুরুর মুখে শুনে এবং শাস্ত্র পড়ে প্রকৃত জ্ঞানী হওয়া যায়না। যে পর্যন্ত গুরু মুখে শোনা শাস্ত্র বাক্যের অনুষ্ঠান করা হয়না সে পর্যন্ত প্রকৃত জ্ঞানেরও উদয় হয়না। সেজন্য শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যোক্ত জ্ঞানের কথা বলে তৃতীয় অধ্যায়ে পুনরায় কর্মযোগের কথা বলেছেন। অর্জুন জ্ঞানযোগের পরে কর্মযোগের কথা শুনে বলেছিলেন, হে কৃষ্ণ! কর্মের চেয়ে যখন জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, তুমি আমাকে কেন এরূপ হিংসাকর্মে নিযুক্ত করছো? অর্জুনের এই কথা শুনে শ্রীভগবান অর্জুনকে নিষ্কামভাবে সমস্ত কর্ম করে নিষ্কাম কর্মযোগে নিযুক্ত হতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তৃতীয় অধ্যায়ে কর্মযোগের পর চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞানযোগের কথা বলার তাৎপর্য হলো, কর্মের পর যে জ্ঞান হয় সে জ্ঞান মার্জিত এবং শুদ্ধ জ্ঞান। এজন্য অর্জুনকে জ্ঞানযোগের সংগে ক্রমশঃ অবতার তত্ত্ব, জ্ঞানী, ভক্ত, কর্মী, সকাম নিষ্কাম উপাসক, প্রভৃতির বিষয়ে পর্যায়ক্রমে বলে, স্বর্গের দেবতাগণ পর্যন্ত যে তাকেই সন্তুষ্ট করতে উপাসনা করেন সে কথাও শেষ পর্যন্ত দৃঢ়তার সংগে ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ অবিধি পূর্বক দেবতাগণের পূজা করলেও তিনিই সন্তুষ্ট হন। (৩।২৩) যে যেভাবে আমাকে ভজনা করে, তাকে আমি সেভাবেই ফলদান করে থাকি। (৪।১১) এরূপ উদার মতবাদের কথা জগতের অপর

কোনো সম্প্রদায়ে আছে বলে জানা যায়না।

প্রকৃতির গুণ ভেদে এই সংসারে কর্ম বৈচিত্র্য ও উপাসনা পদ্ধতিও বিভিন্ন হয়। সেজন্য ভগবান বলেছেন,— প্রকৃতির গুণভেদ অনুসারে বর্ণভেদ বা কর্মভেদ অর্থাৎ চতুবর্ণের সৃষ্টি করেছেন। কারণ প্রকৃতি সত্ব-রজ-তমো ত্রিগুণময়ী। ব্রাহ্মণ সত্ব প্রধান রজো, ক্ষত্রিয়র জো প্রধান সত্ব, বৈশ্য রজো প্রধান তমো, শূদ্র তমো প্রধান রজো গুণযুক্ত। যিনি প্রকৃতির এই তিন গুণের অতীত তিনি ত্রিগুণাতীত। এ চতুর্থ অধ্যায়েই কর্মতত্ব সম্বন্ধে অর্জ্জুনকে বলতে গিয়ে বলেছেন, জনকাদি রাজর্ষিগণও কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করে নির্লিপ্তভাবে তাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করে গেছেন। এমনকি তিনি নিজেও কর্ম করে থাকেন। 'কর্ম-অকর্ম তত্ব' অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়। অজ্ঞ লোকদের কথা না বললেও হবে, পণ্ডিতগণও মোহগ্রস্ত হন। (৪।১৫) যিনি কর্মে অকর্ম অর্থাৎ কর্ম করেও মনে ভাবেন তিনি কিছুই করেননি এরূপ ব্যক্তিই বুদ্ধিমান। কারণ কর্ত্তৃত্বাভিমান বর্জনের জন্য তার কর্ম-অকর্ম স্বরূপ হয়। আবার অনেকে আলস্য বুদ্ধিতে জাগতিক কর্ম (কর্ত্তব্য কর্ম) ত্যাগ করেন, কিন্তু কামনা-বাসনা ত্যাগ করেন না, এরূপ ব্যক্তির অহং বুদ্ধিও যায়না, বাইরে কর্ম ত্যাগ করলেও অন্তরে সর্বদা ইন্দ্রিয় কামনা-বাসনার ক্রিয়া চলতে থাকে। তার ফলে কর্ম না করলেও তিনি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেননা। কারণ যে পর্যন্ত কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করতে পারেননা অকর্ম অর্থাৎ কর্মত্যাগ করলেও কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি পাননা। যার বিধি নিষেধ কর্ম অর্থাৎ বিকর্ম করেন তারা যদি কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্খা ত্যাগ করে কর্ম করতে পারেন, তাহলে বিধি লঙ্ঘনজনিত অপরাধ তাদের স্পর্শ করতে পারেনা। এজন্য ৪।১৭ শ্লোকে কর্ম, অকর্ম এবং বিকর্ম বিষয়ে অনেক কিছু জানার আছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। বস্তুতঃ এ জ্ঞানযোগেও কর্মতত্ব সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান চূড়ান্তভাবে মীমাংসা করে বলেছেইন,— ফলাকাঙ্খাবর্জিত ও রাগদ্বেষাদি মুক্ত, একাগ্রচিত্ত ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থিত ব্যক্তি ঈশ্বর প্রীত্যর্থে বা লোক রক্ষার্থে কর্ম করলেও, তার কর্মফল জ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা ভস্মীভূত হয়। অর্থাৎ শ্রীভগবানে একনিষ্ঠ ভাব রেখে ভগবত প্রীতি ও জগতের উপকারার্থে কর্ম করলেও ঈশ্বর নিষ্ঠা জ্ঞানের জন্য সকলপ্রকার কর্মফল থেকে মুক্ত হন। অধিকন্তু তার কর্ম, বন্ধনের কারণ না হয়ে মোক্ষেরই কারণ হয়।

এই চতুর্থ অধ্যায়েই ত্যাগমূলক কর্মকে যজ্ঞ বলেছেন। অধিকন্তু দ্রব্যসাধ্য যজ্ঞ সম্বন্ধেও এই অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। যিনি দ্রব্য যজ্ঞ সম্পাদনের সময়, সব কিছুতে ব্রহ্মকে দেখেন, ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কিছুই ভাবতে পারেন না ও দেখেনও না। এরূপ ব্রহ্মদর্শী একাগ্রচিত্ত ব্যক্তি ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন। এক্ষেত্রে বৈদিক যজ্ঞ ও জ্ঞানযজ্ঞ এক হয়ে যায়। জীব ব্রহ্ম একত্ববোধেই প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়। জীব যতক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেনা ততক্ষণ পর্যন্ত তার প্রকৃত জ্ঞান হয় নি বলে জানতে হবে। সদ্গুরুকে প্রণাম, নানা বিষয়ক প্রশ্ন এবং গুরু সেবাদির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভের চেষ্টা করতে হয়। এই কথাটাই অবশেষে আবার বলেছিলেন, যখন চিত্তের সমস্ত সংশয় দূরীভূত হবে, গুরুবাক্য, সাধু শাস্ত্রে ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জন্মাবে, তখন নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা ভক্ত সমস্ত কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পাববে। এরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষ কর্ম করলেও কর্ম বন্ধনের কারণ হয়না। সেজন্য অর্জ্জুনকে সবশেষে একথাই বললেন যে,— 'অজ্ঞানজাত হৃদয়স্থ সংশয় রাশি জ্ঞানরূপ অস্ত্রের দ্বারা ছেদন করে নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান কর অর্থাৎ স্বধর্ম পালন কর, যুদ্ধ কর। এই কাজে পাপ স্পর্শ করতে পরবেনা। স্বরূপতঃ এই অধ্যায়েও শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে নিষ্কাম কর্মযোগেরই উপদেশ দিয়ে সংগে সংগে জ্ঞান যোগেরও মাহাত্ম্য সম্যক আলোচনা করে অধ্যায় শেষ করেছেন।

সখ্যুর্যথা মোহমহান্ধকারমপানুদৎ জ্ঞানদিবাকরো।
তথা তমো মে হর দীননাথ নমামি তে পাদসরোজযুগ্মম্।।

হে কৃষ্ণ। ভক্ত বৎসল, দীন দয়াল! যি ভাবে কর্ম জ্ঞান সমুচ্চয় করি অর্জ্জুনের মোহ দূর করিলা, সেইভাবে মোর অজ্ঞতা দূর করি চরণারবিন্দত সহজ শরণ দিয়া। তোমার পাদপদ্মত কোটিবার প্রণাম্ করোঁ। সামাজিক সব ডাকি হরি বোল হরি।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সুপনিষৎসু ব্রহ্ম বিদ্যায়াং
যোগ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে
জ্ঞানযোগো নাম
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

নিবার্য্য সংশয়ং জিষ্ণোঃ কর্ম্মসংন্যাস যোগয়োঃ।
জিতেন্দ্রিয়স্য চ যতেঃ পঞ্চমে মুক্তিমব্রবীৎ।।
বিকল্পসন্দাহংপোহেন যেনৈবং সাংখ্যযোগয়োঃ।
সমুচ্চয়ং ক্রমেনোক্তঃ সর্ব্বজ্ঞং নৌমিতং হরিম্।।

—শ্রীধরস্বামীর গীতার্থ সংগ্রহ।

পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রীভগবান কর্ম, সন্ন্যাস (কর্ম ত্যাগ) ও কর্মযোগ বিষয়ে অর্জ্জুনের সংশয় দূর করে জিতেন্দ্রিয় সন্ন্যাসীর মুক্তির উপায়র নির্দ্দেশ দিয়েছেন। সাংখ্য (জ্ঞান) ও কর্মযোগ সম্বন্ধে ভ্রমজাত সন্দেহযুক্তির দ্বারা নির্গম করে যিনি উভয়ের মধ্যে সমুচ্চয় (ঐক্য) স্থাপন করেছেন সেই সর্ব্বজ্ঞ শ্রীহরিকে আমি প্রণাম করি।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং পার্থ লোক মহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা তাং শান্তিমৃচ্ছতি।।

পঞ্চমো অধ্যায়ঃ

কর্ম্ম সন্ন্যাস যোগ

অর্জ্জুন উবাচ

সংন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্।।১

১। অর্জ্জুন উবাচ (বললেন)— হে কৃষ্ণ। কর্ম্মণাং (কর্মসমূহের) সংন্যাসং (ত্যাগ) পুনঃ (আবার) যোগংচ (কর্মযোগও) শংসসি (বলছো), এতয়ো (দুয়ের মধ্যে) যৎ শ্রেয়ঃ (যা মঙ্গলজনক) তৎ একং (তার একটি) মে সুনিশ্চিতং ব্রূহি (আমাকে নিশ্চয় করে বল)।

অর্জ্জুন বললেন— হে কৃষ্ণ। সমস্ত কর্ম ত্যাগের উপদেশ দিয়ে আবার কর্মযোগের উপদেশ দিচ্ছ; কিন্তু এই দুটির মধ্যে যা শ্রেয়স্কর, তা আমাকে নিশ্চয় করে বল। ১

নিষ্কাম কর্মযোগের উপদেশ প্রসংগে শ্রীভগবান বহুবার জ্ঞানেরো প্রশংসা করেছেন। (৪।৩৩) এই কথা থেকে সর্ব কর্ম পরিত্যাগ করে জ্ঞানযোগের অনুশীলনই কর্ত্তব্য কর্ম বলে মনে হয়। কিন্তু (৪।৪২) শ্লোকে স্পষ্টভাবে কর্মানুষ্ঠানের উপদেশ দিয়েছেন। সে জন্য অর্জ্জুন কর্মত্যাগ ও কর্মযোগের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ তা জানতে চেয়েছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্ম সংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে।। ২

২। শ্রীভগবান উবাচ— সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগঃ চ উভৌ (উভয়) নিঃশ্রেয়সকরৌ

(মুক্তির উপায়), তয়োঃ তু (কিন্তু এদুটির মধ্যে) কর্ম্ম সংন্যাসাৎ (কর্ম ত্যাগের চেয়ে) কর্ম্মযোগং বিশিষ্যতে (কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ)।

শ্রীভগবান বললেন— সন্ন্যাস ও কর্মযোগ দুইই মোক্ষপ্রদ। কিন্তু এই দুটির মধ্যে কর্মত্যাগের চেয়ে কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ। ২

শ্লোকটিতে কর্মযোগকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। কারণ ৫।৬ শ্লোকেও একথার উল্লেখ করেছেন।

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে।। ৩

৩। হে মহাবাহো! যঃ ন কাঙ্ক্ষতি (যিনি আকাঙ্ক্ষা করেন না) ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেননা) সঃ নিত্যসন্ন্যাসীজ্ঞেয়ঃ (তাকেই নিত্য সন্ন্যাসী বলে জানবে) নির্দ্বন্দ্বঃ হি (সেই রাগ দ্বেষাদি দ্বন্দ্ব শূন্য ব্যক্তিকেই) সুখং (অনায়াসে) বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে (বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেন)।

হে মহাবাহো! যিনি কিছুই আকাঙ্খা করেননা, দ্বেষও করেননা, তাকেই নিত্য সন্ন্যাসী বলে জানবে। এরূপ রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্বশূন্য শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি সহজেই সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেন। ৩

নিত্য সন্ন্যাসী— সংসারে থেকে কর্মানুষ্ঠান করেও যিনি সন্ন্যাসী। কিন্তু সংসারাশ্রম ছেড়ে সর্ব কর্ম ত্যাগ করলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায়না। সংসারে থেকে রাগ, দ্বেষ ত্যাগ করে নিষ্কামভাবে যিনি কর্ম করেন তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। (৬।১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্।। ৪

৪। বালাঃ (অজ্ঞ ব্যক্তিগণ) সাংখ্যযোগৌ (সন্ন্যাস ও কর্মযোগকে) পৃথগ্-প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ (পণ্ডিতগণ পৃথক বলেননা) একম্ অপি (এই দুটির একটিও) সম্যক্ আস্থিতঃ (ভালভাবে অনুষ্ঠান করলে) উভয়োঃ ফলং বিন্দতে (উভয়েরই ফল লাভ হয়)।

অজ্ঞ ব্যক্তিগণ সন্ন্যাস (জ্ঞান) ও কর্মযোগকে পৃথক বলে থাকেন, কিন্তু পণ্ডিতগণ এরূপ বলেননা। এই দুটির মধ্যে একটিও ভালভাবে অনুষ্ঠিত হলে দুয়েরই ফল (মোক্ষ) লাভ হয়। ৪

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।। ৫

৫। সাংখ্যৈঃ (জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসীগণ) যৎস্থানং (যে স্থান অর্থাৎ মোক্ষ) প্রাপ্যতে (লাভ করেন) যোগৈঃ অপি (কর্মযোগীগণও) তৎ গম্যতে (সে স্থান অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন); যঃ (যিনি) সাংখ্যংচ যোগংচ একংপশ্যতি (সন্ন্যাস ও কর্মযোগকে একরূপ ভাবেন), সঃ পশ্যতি (তিনিই যথার্থরূপে দেখেন)।

জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসীগণ যে স্থান (মোক্ষ) প্রাপ্ত হন, কর্মযোগীগণও সে স্থানই প্রাপ্ত হন। যিনি সন্ন্যাস ও কর্মযোগকে একভাবে দেখেন তিনিই যথার্থদর্শী।৫

সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধি গচ্ছতি।।৬

৬। হে মহাবাহো। অযোগঃ (কর্মযোগ ব্যতীত) সন্ন্যাসঃ তু (কেবল কর্ম ত্যাগ) দুঃখং-আপ্তুং (দুঃখের জন্য হয়) যোগযুক্তঃ মুনি (কর্মযোগী) ন চিরেণ (শীঘ্র) ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি (ব্রহ্ম লাভ করেন)।

হে মহাবাহো। কর্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস কেবল দুঃখের কারণ মাত্র, কিন্তু কর্মযোগীগণ শীঘ্রই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করেন। ৬

উপরিউক্ত শ্লোকগুলিতে সন্ন্যাসযোগ বা জ্ঞানযোগ কিংবা সাংখ্য যোগকে দুঃখের কারণ বলে অভিহিত করে কর্মযোগকেই শ্রেষ্ঠ বলেছেন। অধিকন্তু সন্ন্যাস ও কর্মযোগ দুইই মোক্ষপ্রদ। কেননা ফলাকাঙ্খা ত্যাগ করে কর্ম করলেও সন্ন্যাসেরই ফল পাওয়া যায়। বিশেষতঃ কর্ম বন্ধনের কারণ হয়না, ফলই বন্ধনের কারণ হয়। কর্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস কেবল দুঃখেরই কারণ। জ্ঞান ব্যতীত কর্ম হতে পারেনা। (৩।৪-৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

গীতা প্রচারের পূর্ব মুহূর্ত্ত পর্যন্ত পূর্ব মীমাংসায় কর্মবাদ বা বেদবাদ; সাংখ্যের পুরুষ প্রকৃতি বিবেকবাদ; উপনিষদ্‌ বা বেদান্তের ব্রহ্মবাদ প্রভৃতি বিবিধ সাধন

প্রণালী প্রচলিত ছিল। গীতা উক্ত সাধন প্রণালীগুলির সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের চেষ্টা করেছিলেন। কর্ম ও যজ্ঞ রেখে, সেগুলির অর্থসম্প্রসারণ ঘটালেন। ফলাকাঙ্খা বর্জিত করে কাম্য কর্মকে নিষ্কাম কর্মে পরিণত করলেন, ঈশ্বর অর্পিত করে ভক্তিপূত করলেন, এরূপে কর্মকে জ্ঞানের সংগে সংযুক্ত করে ব্রহ্মকর্ম বা বিশ্বকর্মে পরিণত করলেন। এইযে জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি মিশ্র যোগধর্মের উপদেশ দিলেন— ইহা সম্পূর্ণই গীতায় নিজস্ব দৃষ্টিভংগী।

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে।। ৭

৭। যোগযুক্তঃ (নিষ্কাম কর্মযোগী) বিশুদ্ধাত্মা (শুদ্ধচিত্ত) বিজিতাত্মা (স্ববশীকৃত দেহ) জিতেন্দ্রিয়ঃ (ইন্দ্রিয়জয়ী) সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা (সকলভূতে নিজ আত্ম ভাবদর্শী) [তিনি] কুর্ব্বন্ অপি (কর্মকরিও) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হননা)।

যিনি কর্মযোগে যুক্ত, বিশুদ্ধচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় ও সকলভূতের আত্মায় নিজ আত্ম ভাবদর্শী, এরূপ সম্যক্‌দর্শী ব্যক্তি কর্ম করেও কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ হননা।৭

যোগযুক্ত— নিষ্কাম কর্মযোগী। বিজিতাত্মা— সংযত দেহ।

সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা— সর্বভূতে সমদর্শী।

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্।। ৮
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্।। ৯

৮।৯ যুক্তঃ (কর্মযোগে যুক্ত) তত্ত্ববিৎ (পরমার্থ তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি) পশ্যন্ (দেখে) শৃণ্বন্ (শুনে) স্পৃশন্ (স্পর্শ করে) জিঘ্রন (ঘ্রাণ নিয়ে) অশ্নন্ (ভোজন করে) গচ্ছন্ (গমন করে) স্বপন্ (শয়ন করে) শ্বসন্ (নিশ্বাস গ্রহণ করে) প্রলপন্ (কথা বলে) বিসৃজন (ত্যাগ করে) গৃহ্নন (গ্রহণ করে) উন্মিষন্ (চোখ খুলে) নিমিষন্ অপি (চোখ বন্ধ করেও) ইন্দ্রিয়ানি (ইন্দ্রিয়গুলিকে) ইন্দ্রিয়ার্থেষু (ইন্দ্রিয় বিষয়ে) বর্ত্তন্তে (প্রবৃত্ত রয়েছে) ইতি ধারয়ন্ (এই ধারণা করে) কিঞ্চিৎ অপি

ন করোমি (আমি কিছুই করিনা), ইতি মন্যেত (এরূপ মনে করেন)।

পরমার্থদর্শী কর্মযোগীগণ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, গমন, ভোজন, নিশ্বাস, গ্রহণ, কথন, ত্যাগ, উন্মেষ ও নিমেষ প্রভৃতি কর্ম করেও মনে ভাবেন যে তিনি কিছুই করেন না, সকল বিষয়ের কর্ম ইন্দ্রিয়গুলিই করে, এরূপ কর্ত্তৃত্বাভিমান শূন্য হওয়ার জন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সমস্ত কর্ম করেও তিনি কর্মে আবদ্ধ হননা।৮।৯

দেখা, শোনা, ছোঁয়া, গন্ধ লওয়া ও খাওয়া এগুলি চোখ, কান প্রভৃতি পাচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কাজ। খাওয়া, লওয়া, বলা, মলমূত্র ত্যাগ করা প্রভৃতি পাচ কর্মেন্দ্রিয়ের কাজ। নিশ্বাস লওয়া, চোখ খোলা ও চোখ বন্ধ করা এগুলি মন, বুদ্ধি আদি প্রকৃতির পরিণাম। এগুলির কাজের জন্য আত্মা লিপ্ত হন না।

তত্ত্ববিৎ— প্রকৃতিই কর্ম করেন, আত্মা অকর্ত্তা এতত্ত্ব যিনি জানেন।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।। ১০

১০। যঃ ব্রহ্মণি (যিনি ঈশ্বরে) আধ্যায় (সমর্পণ করে) সঙ্গং ত্যক্ত্বা (ফলাসক্তি ও কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করে) কর্ম্মাণি করোতি (কর্মগুলি করেন); সঃঅম্ভসা পদ্ম পত্রম্ ইব (তিনি জলস্থিত পদ্ম পাতার ন্যায়) পাপেন ন লিপ্যতে (পাপের দ্বারা লিপ্ত হননা)।

যিনি ঈশ্বরে কর্ম সমর্পণ করে কর্মফলের আশা ও কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করে কর্মানুষ্ঠান করেন, তিনি পাপে লিপ্ত হননা, যেমন পদ্মফুলের পাতা জলে থেকেও জলদ্বারা লিপ্ত হয়না। ১০

কর্ম করে প্রকৃতি, কিন্তু মায়াবদ্ধ জীব ভাবে সেই কর্ম করে। এই অহং কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকার জন্যই জীবের নানারকম সকল্প বিকল্প জন্মে। আর এটাই হল পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখের কারণ। অজ্ঞানীর কর্ম স্থাপিত হয় অনুভবের উপরে এবং জ্ঞানীর অহং অভিমান না থাকার জন্য তার কর্ম স্থাপিত হয় ব্রহ্মের উপর। যেহেতু এরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মভূত তাই তার কর্মও ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত।

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে।। ১১

১১। যোগিনঃ (কর্মযোগীগণ) সঙ্গং ত্যক্ত্বা (ফলকামনা ও কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করে) আত্মশুদ্ধয়ে (অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য) কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি (কেবল শরীর দ্বারা, মন দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা এবং ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারাই) কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি (কর্ম করে থাকেন)।

কর্মযোগীগণ ফল কামনা ও কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করে কেবল চিত্ত শুদ্ধির জন্য শরীর, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই কর্ম করে থাকেন। ১১

কেবলৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি— কেবল ইন্দ্রিয়গুলিই কর্ম করে, আমি কিছুই করিনা, এরূপ অহং বুদ্ধি ত্যাগ কর।

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে।। ১২

১২। যুক্তঃ (নিষ্কাম কর্মযোগী) কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা (কর্মফল ত্যাগ করে) নৈষ্ঠিকীং শান্তিং (পরমেশ্বরে একনিষ্ঠ শান্তি, মোক্ষ) আপ্নোতি (লাভ করেন), অযুক্তর (সকাম, বহির্মুখ ব্যক্তি) কাম কারেণ (কামনাবশতঃ) ফলে সক্তঃ (ফল লাভে আসক্ত হয়ে) নিবদ্ধতে (সংসার বন্ধনে পড়ে)।

নিষ্কাম কর্মযোগীগণ কর্মফল পরিত্যাগ করে সর্বদুঃখ নিবৃত্তিরূপ স্থির শান্তি (চিরশান্তি) লাভ করেন এবং ব্রহ্মে অযুক্ত ব্যক্তি কামনাবশতঃ ফল লাভে আসক্ত হয়ে বন্ধনদশা প্রাপ্ত হন। ১২

নৈষ্ঠিকীং শান্তিং— ব্রহ্মনিষ্ঠা থেকে উৎপন্ন চিরশান্তি।

কামকারেণ— কর্মফলে কামনাবশতঃ।

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্নকারয়ণ্।। ১৩

১৩। বশীদেহী (জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি) মনসা (মন দ্বারা) সর্ব্বকর্ম্মাণি সংন্যস্ত (সকল কর্ম পরিত্যাগ করে) নবদ্বারে পুরে (নবদ্বারযুক্ত দেহে) ন এব কুর্ব্বন্ (নিজে কিছু না করে) ন এব কারয়ণ্ (অপরকেও কিছু না করিয়ে) সুখং আস্তে (সুখে থাকেন)।

জিতেন্দ্রিয় আত্মদর্শী ব্যক্তি (কর্মযোগী) মনে মনে সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে নবদ্বার যুক্ত দেহে সুখে বাস করেন। তিনি নিজে কোনও কর্ম করেননা এবং অপরকেও কর্মে প্রবৃত্ত করান না। ১৩

নবদ্বারেপুরে— দেহ নয়টি দ্বারযুক্ত পুরীর মত। যেমন— দু চোখ, দু কান, দু নাক, মুখ, পায়ু (মলদ্বার), উপস্থ (মূত্রদ্বার) দেহের এই নয়টি দরজা। এরূপ নয়দ্বারযুক্ত দেহে যিনি বাস করেন তিনিই দেহী অর্থাৎ আত্মা।

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফল সংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে।। ১৪

১৪। প্রভু (আত্মা) লোকস্য (জীবের) কর্ত্তৃত্বং ন সৃজতি (কর্ত্তৃত্ব সৃষ্টি করেন না) কর্ম্মাণি ন (কর্মগুলিও সৃষ্টি করেননা), কর্ম্মফল সংযোগং ন (কর্মফল সম্বন্ধও সৃষ্টি করেননা) স্বভাবঃ তু প্রবর্ত্ততে (প্রকৃতিতেই প্রবৃত্ত হয়)।

ঈশ্বর (আত্মা) জীবের কর্ত্তৃত্ব সৃষ্টি করেননা, কর্মগুলিও সৃষ্টি করেননা, সুখদুঃখ রূপ কর্মফল সম্বন্ধও সৃষ্টি করেননা। কিন্তু জীব স্বভাবতই কর্ত্তৃত্বরূপে প্রবর্ত্তিত হয় অর্থাৎ প্রকৃতিই কর্মে প্রবৃত্ত হয়। ১৪

প্রকৃতির প্রবর্ত্তনাতেই সমস্ত কর্ম হয় সত্য, কিন্তু প্রকৃতি জড়। পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগবশতঃ পুরুষের ধর্ম প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতির ধর্ম পুরুষে আরোপিত হয়। এজন্য অচেতন হলেও প্রকৃতিকে চেতন বলেই মনে হয় এবং আত্মা অকর্ত্তা হলেও তাকে কর্ত্তা বলেই বোধ হয়।

পূর্ব জন্মকৃত, ধর্মাধর্মরূপ কর্ম সংস্কার, বর্ত্তমান জন্মে স্বকার্য্যাভিমুখে অভিব্যক্ত হয়। এই সংস্কারই কর্মবীজ, এটাই স্বভাব; প্রকৃতিই স্বভাব রূপে প্রবর্ত্তিত হয়, এই প্রকৃতিই ত্রিগুণময়ী। বিভিন্ন জীবের সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণের পার্থক্য হেতু জীবের কর্মপার্থক্য হয়। অনাদিকাল প্রবর্ত্তিত এই কর্ম প্রবাহ প্রকৃতিরই লীলা। প্রলয়কালেও এই কর্মবীজ সংস্কার রূপে লুপ্ত থাকে, সৃষ্টিকালে পুনঃ স্বভাবরূপে প্রবর্ত্তিত হয়, নতুন কিছু সৃষ্ট হয় না।

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।। ১৫

১৫। বিভুঃ (পরমেশ্বর) কস্যচিৎ (কারোও) পাপং সুকৃতংচ এব (পাপ ও পুণ্য) ন আদত্তে (গ্রহণ করেন না); অজ্ঞানেন জ্ঞানং আবৃতম্ (অজ্ঞান দ্বারাই জ্ঞান আবৃত থাকে) তেন জন্তবঃ মুহ্যন্তি (তার দ্বারাই জীবসকল মুগ্ধ হয়ে থাকে)।

সর্বব্যাপী পরমেশ্বর (আত্মা) কারোও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না। অবিদ্যাবৃত অজ্ঞান জীব মোহমুগ্ধ হয়ে আছে অর্থাৎ অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আবৃত হয়ে আছে বলেই জীব মোহপ্রাপ্ত হয়। ১৫

আত্মা অকর্ত্তা, কিন্তু জীব মনে করে সেই পাপ পুণ্যের কাজ করে। এরূপ অহং বুদ্ধিই জীবের বন্ধনের কারণ। যিনি দেহেন্দ্রিয়াদি কর্ম করে অর্থাৎ আমি দেহ নই, আমি নির্লিপ্ত এরকম মনে করেন এরূপ ব্যক্তি ত্রিলোককে হত্যা করলেও পাপের ভাগী হননা। (১৮।১৬,১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। প্রকৃতপক্ষে, অহং জ্ঞান ও মমত্ব জ্ঞানই অজ্ঞান। এর দ্বারাই জীব মোহপ্রাপ্ত হয় সেজন্য আত্মার স্বরূপ বুঝতে পারেনা। ভগবদ্ বিস্মরণই অজ্ঞানাবৃত হওয়ার মূল কারণ। ভগবান স্মরণে অজ্ঞান বিদূরিত হলেই পরমাত্মার স্বরূপ প্রতিভাত হবে।

পরমাত্মার স্বরূপ— তিনি দ্বন্দ্বাতীত, সম, শান্ত ও নির্বিকার। তিনি শিব, তিনিই আবার জীব; কিন্তু মায়াধীন জীব তার শিব স্বরূপ বুঝতে পারেনা।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্।। ১৬

১৬। যেষাংতু (কিন্তু যে সমস্ত ব্যক্তির) তৎ অজ্ঞানং (সেই অজ্ঞান) আত্মনঃজ্ঞানেন (আত্মবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা) নাশিতং (বিনষ্ট হয়েছে) তেষাংতদ্ জ্ঞানং (তাদের সেই আত্মজ্ঞান) আদিত্যবৎ (সূর্যের মত) পরং (পরম তত্ত্বকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করে)।

কিন্তু যাদের সেই আত্মবিষয়ক জ্ঞান দ্বারা সেই অজ্ঞান নাশ হয়, তাদের সেই আত্মজ্ঞান সূর্যবৎ পরম তত্ত্বকে প্রকাশিত করে অর্থাৎ সূর্য যে ভাবে অন্ধকার নাশ করে নিখিল বিশ্বকে প্রকাশিত করে, তদ্রূপ আত্মজ্ঞানও জীবের সমস্ত মোহ দূরীভূত করে পরম পুরুষকে প্রকাশ করে। ১৬

তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎ পরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্য পুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূত কল্মষাঃ।। ১৭

১৭। তদ বুদ্ধয়ঃ (যাদের বুদ্ধি তাতেই নিবিষ্ট) তদাত্মনঃ (তাতে যার পরম ব্রহ্ম আত্মভাব) তন্নিষ্ঠাঃ (তাতে যার ব্রহ্মনিষ্ঠাযুক্ত) তৎপরায়ণাঃ (তিনিই যাদের পরমগতি) জ্ঞাননির্ধূত কল্মষাঃ (জ্ঞানদ্বারা যার পাপ নিবৃত্ত হয়েছে) [সেই ব্যক্তিগণ] পুনরাবৃত্তিং গচ্ছন্তি (পুনর্জন্ম লাভ করেননা)।

যাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি সেই পরমপুরুষে নিবিষ্ট আছে, তাতে যাদের আত্মভাব, তাতেই যাদের নিষ্ঠা, তিনিই যাদের পরম গতি ও অনুরক্তির বিষয় এরূপ ব্যক্তির পুনর্বার দেহ ধারণ করতে হয়না, কারণ জ্ঞানের দ্বারা তাদের সংসার-কারণ অজ্ঞান দূরীভূত হয়েছে। ১৭

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।। ১৮

১৮। বিদ্যাবিনয় সম্পন্নে (বিদ্যা বিনয়যুক্ত) ব্রাহ্মণ, শ্বপাকে (ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে), গবি হস্তিনি শুনি চ এব (গরু হাতী এবং কুকুরে) পণ্ডিতাঃ (আত্মতত্ত্ববিৎ জ্ঞানীগণ) সমদর্শিনঃ (সমদর্শী) [হন]।

বিদ্যা বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণে ও চণ্ডালে; গরু, হাতী ও কুকুরে আত্মতত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিগণ সমদর্শী হন। অর্থাৎ আত্মতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ সবাইকে সমানভাবে দেখেন। ১৮

যখন আত্মস্বরূপ বা ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন হয়, তখন আত্মজ্ঞানের ফলে সমস্ত জগৎকে সমভাবে দেখেন। অর্থাৎ সমস্ত জগতকেই ব্রহ্মদৃষ্টিতে দেখেন। এই ব্রহ্মই নারায়ণ পদ বাচ্য।

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ।। ১৯

১৯। যেষাং মনঃ (যাদের মন) সাম্যে স্থিতং (সমতায় অবস্থিত) ইহ এব (এই লোকেই) তৈঃ সর্গঃ জিতঃ (তাদের দ্বারা সংসার জয় হয়); হি

(যেহেতু) ব্রহ্ম, সমং, নির্দোষং (ব্রহ্ম সম ও নির্দোষস্বরূপ), তস্মাৎ (সেজন্য) তে (সেই সমদর্শী পণ্ডিতগণ) ব্রহ্মণি স্থিতাঃ (ব্রহ্মেই অবস্থান করেন)।

যাঁদের মন সাম্যে অবস্থিত, সকলবিষয়ে বৈষম্যরহিত, সংসারে থেকেও তারা সংসার জয় করেন। (অর্থাৎ জীবিত অবস্থাতেও তারা জন্ম-মৃত্যু রূপ সংসার অতিক্রম করেন)। যেহেতু ব্রহ্ম নির্দোষ ও সমস্বরূপ সেজন্য সমদর্শী ব্যক্তিগণ ব্রহ্মেই অবস্থান করেন অর্থাৎ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত হন। ১৯

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্‌বিজেৎ প্রাপ্যচাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধির সংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ।। ২০

২০। ব্রহ্মণি স্থিতঃ (ব্রহ্মে অবস্থিত) স্থিরবুদ্ধিঃ, অসংমূঢ় (স্থির জ্ঞান, মোহবর্জিত) ব্রহ্মবিদ্ (ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি) প্রিয়ং প্রাপ্য (প্রিয়বস্তু পেয়ে) ন প্রহৃষ্যেৎ (আনন্দিত হননা), অপ্রিয়ংচ প্রাপ্য (এবং অপ্রিয় বস্তু পেয়েও) ন উদ্বিজেৎ (উদ্বিগ্ন হননা)।

ব্রহ্মে অবস্থিত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি স্থির বুদ্ধি সম্পন্ন ও মোহবর্জিত। এরূপ ব্যক্তি প্রিয় বস্তু পেয়েও আনন্দিত হননা এবং অপ্রিয় বস্তু পেয়েও বিষণ্ন হননা (তিনি শুভাশুভ প্রিয়াপ্রিয় আদি বর্জিত)। ২০

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎসুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে।। ২১

২১। বাহ্যস্পর্শেষু (বাহ্য শব্দাদি বিষয়সমূহে) অসক্তাত্মা (আসক্তি শূন্য ব্যক্তি) ব্রহ্মযোগ যুক্তাত্মা (ব্রহ্মযোগে যুক্ত হয়ে) সঃ (সেই যোগী) আত্মনিযৎসুখং (অন্তঃকরণে যে সুখ আছে) [তৎ] (সেই সুখ) বিন্দতি (লাভ করেন)। সঃ (তিনি) অক্ষয়ং সুখং (অক্ষয়সুখ) অশ্নুতে (ভোগ করেন)।

বাহ্যেন্দ্রিয় বিষয়সমূহে আসক্তি শূন্য, ব্রহ্মে সমাহিত চিত্ত ব্যক্তি অন্তঃকরণে যে সুখ শান্তি আছে তা অনুভব করেন ও অক্ষয় আনন্দ লাভ করেন। ২১

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ।। ২২

২২। সংস্পর্শজা যে ভোগাঃ (ইন্দ্রিয় বিষয় থেকে উৎপন্ন যে সুখ) তে

দুঃখযোনয়ঃ এব (তারা দুঃখেরই কারণ) আদ্যন্ত বন্তঃচ (আদি ও অন্তযুক্ত) তেষু (সেগুলিতে) বুধঃ (বিবেক জ্ঞান থাকা ব্যক্তি) ন রমতে (প্রীতি লাভ করেননা)।

ইন্দ্রিয় বিষয় থেকে উৎপন্ন যে সকল সুখ সেগুলি নিশ্চয়ই দুঃখের হেতু এবং আদি ও অন্ত বিশিষ্ট (ক্ষণস্থায়ী, অনিত্য) বিবেকী ব্যক্তিগণ তাতে রত হননা। ২২

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্‌শরীর বিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ।।২৩

২৩। ইহ এব যঃ (এই দেহেই যিনি) শরীর বিমোক্ষণাৎ প্রাক্ (শরীর ত্যাগের পূর্বে) কামক্রোধোদ্ভবং বেগং (কাম ও ক্রোধ থেকে জাত আবেগকে) সোঢ়ুংশক্নোতি (সহ্য করতে পারেন) স এব যুক্তঃ (তিনিই যোগী, স এব নরঃসুখী (তিনিই সুখী ব্যক্তি)।

যিনি এই সংসারে এই দেহেই, দেহত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত যাবজ্জীবন কাম-ক্রোধের বেগ প্রতিরোধ করতে পারেন, তিনিই যোগী এবং তিনিই সুখী ব্যক্তি।২৩

যো২ন্তঃসুখো২ন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতো২ধি গচ্ছতি।।২৪

২৪। যঃ অন্তঃ সুখঃ (আত্মাতে যার সুখ), অন্তরারামঃ (আত্মাতেই যিনি সন্তুষ্ট), তথা যঃ অন্তর্জ্যোতিঃ এব (আত্মাতেই যার দৃষ্টি বা আলোক) সঃ যোগী (তিনিই সমাহিত যোগী) ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়েও) ব্রহ্মনির্বাণং অধি- গচ্ছতি (ব্রহ্মেই নির্বাণপ্রাপ্ত হন)।

আত্মাতে যার সুখ, আত্মাতেই যিনি সন্তুষ্ট এবং আত্মাতেই যার দৃষ্টি এরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগী পুরুষ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্মেই নির্বাণপ্রাপ্ত হন। ২৪

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।।২৫

২৪। ক্ষীণ কল্মষাঃ (নিষ্পাপ) ছিন্নদ্বৈধাঃ (সংশয় বর্জিত) যতাত্মানঃ (একাগ্রচিত্ত)

সর্ব্বভূতহিতেরতাঃ (সকল প্রাণীর হিতৈষী) ঋষয়ঃ (সম্যকদর্শী ব্যক্তিগণ) ব্রহ্মনির্ব্বাণং লভন্তে (ব্রহ্মনির্ব্বাণপ্রাপ্ত হন)।

যারা নিষ্পাপ, সংশয়বর্জ্জিত, সংযতচিত্ত এবং সর্বভূতের হিতসাধনে রত এরূপ ঋষিতুল্য ব্যক্তিগণ ব্রহ্মনির্ব্বাণপ্রাপ্ত হন। ২৫

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্।। ২৬

২৬। কামক্রোধবিযুক্তানাং (কাম ক্রোধাদি থেকে মুক্ত) যত চেতসাং (সংযত চিত্ত) বিদিতাত্মনাং (আত্মতত্ত্বজ্ঞ) যতীনাং অভিতঃ (সন্ন্যাসীগণের নিকটেই) ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে (নির্ব্বাণ মোক্ষ আছে)।

কাম-ক্রোধহীন সংযতচিত্ত আত্মতত্ত্বজ্ঞ সন্ন্যাসীগণের উভয় লোকেই ব্রহ্মে লয়প্রাপ্তি ঘটে অর্থাৎ মৃত্যুর পরই যে তারা মুক্ত হন এরূপ নয়, জীবিত অবস্থাতেও তারা মুক্ত। ২৬

স্পর্শাণ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তর চারিণৌ।।২৭

যতেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষ পরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ।।২৮

২৭।২৮ বাহ্যান্ স্পর্শান্ (বাহ্য বিষয়সমূহ) বহিষ্কৃত্বা (মন থেকে বিদূরিত করে) চক্ষুঃ চ (চোখকে) ভ্রূবোঃ অন্তরে এব [কৃত্বা] (ভ্রূযুগলের মধ্যে রেখে), নাসাভ্যন্তরচারিনৌ প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা (নাসাভ্যন্তরস্থ প্রাণ ও অপানবায়ুকে স্থির করে) যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ (ইন্দ্রি মন বুদ্ধিকে সংযত করে) বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ (ইচ্ছা, ভয়; ক্রোধকে বশীভূত করে) মোক্ষপরায়ণাঃ (বিষয় বিরত) যঃ মুনিঃ (যে মননশীল ব্যক্তি) স সদা মুক্ত এব (তিনি সর্বদাই মুক্ত)।

মন থেকে বাহ্য বিষয় চিন্তাসমূহ দূর করে চোখ দুটিকে ভ্রূযুগলের মধ্যে সংস্থাপন করে প্রাণ ও অপান বায়ুকে ঊর্দ্ধ ও অধঃ গতি নাকের মধ্যে সমান করে রেখে অবরোধ করে (কুম্ভক করে) যিনি ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিকে সংযত

করেছেন, ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধকে সকল সময়ের জন্য বশীভূত করেছেন এরূপ মোক্ষ পরায়ণ মননশীল ব্যক্তি সর্বদা অর্থাৎ জীবিত অবস্থাতেও মুক্ত। ২৭।২৮

শ্লোক দুটিতে যম, নিয়ম, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ইত্যাদি অষ্টাঙ্গ যোগসমূহের সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। এরূপ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদে কর্মের স্থান চিত্ত শুদ্ধি পর্যন্ত। জ্ঞানেই মুক্তি, এটাই ব্রহ্ম নির্ব্বাণ। "ব্রহ্মসন্ ব্রহ্ম অবৈত্তি" ব্রহ্ম হলেই ব্রহ্মকে জানা যায়। কিন্তু শ্রীগীতা বলেছেন,— জ্ঞানও মোক্ষপ্রদ। কর্মও মোক্ষপ্রদ। আবার এই কথাও অত্যন্ত জোরের সংগে বলেছেন,— অনন্য ভক্তির দ্বারাই আমাকে জানা যায়, দেখা যায় এবং আমাতে প্রবেশও করা যায়। (১১।৫৪,৫৫, ৮।২২, ১৮।৫৪, ৫৫ শ্লোকাদি দ্রষ্টব্য)।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোক মহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি।। ২৯

২৯। [মুক্ত যোগী] মাং (আমাকে) যজ্ঞতপসাং ভোক্তারং (যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা), সর্ব্বলোক মহেশ্বরং (সর্ব্ব লোকের মহেশ্বর) সর্ব্বভূতানাং সুহৃদ (সকল জীবের সুহৃদ) জ্ঞাত্বা (জেনে) শান্তিং গচ্ছতি (শান্তি লাভ করেন)।

মুক্ত যোগী ব্যক্তিরা আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা নতুবা, পালক, সর্ব্বলোকের মহান ঈশ্বর এবং সকল জীবের সুহৃদ বলে জেনে পরম শান্তি লাভ করেন। ২৯

পঞ্চম অধ্যায়ের ভাবার্থ

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান এই পর্যন্ত নিষ্কাম কর্মযোগের উপদেশ প্রসংগে অনেকবার জ্ঞানেরও প্রশংসা করেছেন। জ্ঞানের মত পবিত্র আর কিছুই নেই। জ্ঞানেই সকল কর্মের পরিসমাপ্তি। (৪।৩৬, ৪।৩৮) ইত্যাদি শ্লোকে জ্ঞানেরই প্রাধান্য দিয়েছেন। এর দ্বারা সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করে জ্ঞানযোগেরই অনুশীলন করা কর্ত্তব্য, এরূপ বুঝা যায়। কিন্তু ৪।৪২ শ্লোকে স্পষ্টভাবে কর্মানুসরণের উপদেশ দিয়েছেন।

এজন্য অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছেন— কর্মত্যাগপূর্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করে জ্ঞানযোগের অনুশীলন নতুবা নিষ্কাম কর্মযোগের অনুশীলন এর মধ্যে কোনটি শ্রেয়ঃ, যেটি শ্রেয়স্কর তা আমাকে নিশ্চয় করে বল। (৫।১) শ্রীভগবান তার উত্তরে বলেছেন,- সন্ন্যাস ও কর্মযোগ উভয়ই মোক্ষপ্রদ। তার মধ্যে কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ। কেননা ফলাকাঙ্খা ত্যাগ করে কর্ম করলেও সন্ন্যাসেরই ফল লাভ হয়। অধিকন্তু এতে লোক রক্ষা এবং বিশ্বকর্ম সম্পন্ন হয়। কর্ম বন্ধনের কারণ নয়, ফলাসক্তিই বন্ধনের কারণ। ফল ত্যাগেই প্রকৃত সন্ন্যাস। আসক্তি ত্যাগেই মুক্তি। যিনি রাগ, দ্বেষ ত্যাগী তিনি কর্মানুষ্ঠান করেও সন্ন্যাসী। কর্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস কেবলমাত্র দুঃখেরই কারণ হয়। ফলাফল ঈশ্বরে অর্পণ করে কর্তৃত্বাভিমান বর্জন করে নিষ্কামভাবে বিশ্বকর্ম সম্পাদন করাই কর্মযোগ। অজ্ঞ ব্যক্তিরা জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগকে পৃথক বলে ভাবেন; যিনি এই দুটিকে অভিন্ন বলে জানেন তিনিই পণ্ডিত ব্যক্তি। (৫২-৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। যিনি সমস্ত কর্ম ভগবানে সমর্পণ করেছেন, বিশুদ্ধচিত্ত, সংযত দেহ, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্বভূতের আত্মাই যার আত্মাস্বরূপ এরূপ সম্যক-দর্শী ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা নৈমিত্তিক কর্ম করলেও সম্যক-দর্শিতা ও কর্তৃত্বাভিমান বর্জন হেতু কর্ম করেও তার কর্মবন্ধন হয়না। অধিকন্তু যিনি সমস্ত কর্ম ব্রহ্মে অর্পণ করেছেন, ফলাকাঙ্খা ত্যাগ করে কর্তৃত্বাভিমান না রেখে কর্ম করেছেন এরূপ ব্যক্তি কর্ম করেও পাপে লিপ্ত হননা। (৫।৭-১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

আত্মা নির্লিপ্ত, তিনি কারো কর্তৃত্ব, কর্ম বা সুখ-দুঃখাদি কর্মফল সৃষ্টি করেন না, কারো পাপ-পুণ্যও গ্রহণ করেন না, কারণ তাতে শুভাশুভ পাপ-পুণ্যাদি দ্বন্দ্ব নেই। কিন্তু অহং বুদ্ধিতে অজ্ঞানাবৃত জীব কর্মের দ্বারা আবদ্ধ হয়। অর্থাৎ আমিত্ব এবং ফলাকাঙ্খা হেতু পাপ-পুণ্য, ধর্মাধর্ম, শুভা-শুভ ফলে আসক্ত হয়ে মোহপ্রাপ্ত হয় এবং আত্মার স্বরূপ বুঝতে পারেনা। (৫৫।১-১৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

'অহং' বুদ্ধিই অজ্ঞান। 'অহং' বুদ্ধির অন্তর্দ্ধান হলেই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ প্রতিভাত হয়, তখন সমস্ত জগতে সমত্ব বুদ্ধি জন্মে। এরূপ আত্মদর্শী পণ্ডিত ব্যক্তিগণ সমস্ত জগতকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে দেখেন। তারা ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্ম নির্বাণ লাভ করেন। যিনি ধ্যানযোগে মনকে বাহ্য বিষয় থেকে প্রত্যাহার করে আত্মসংস্থ করতে পারেন তিনিই প্রকৃতি থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন।

আত্মার স্বাভাবিক নির্মল জ্ঞান ও আনন্দ তার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয় এবং তিনি ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ হৃদয়ে ধ্যান করে সর্বলোক মহেশ্বর সমস্ত ভূতের সুহৃদ জেনে পরম শান্তি লাভ করেন। (৫।১৬-২৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

তাবদর্পিত কর্ম্মাণি কুর্য্যাদ্‌যত্নেন মানবঃ।
যাবদ্ জ্ঞানোদয়ঃ সম্যগিত্যুক্তো যেন তং ভজে।।

হে সাধুসব। ই গীতার সার সমুচ্চয় কথা, নিজ অর্থর তাৎপর্য শ্রীকৃষ্ণর আজ্ঞায়ে যথামতি নির্বন্ধি আরু মহাফল জানি শ্রবণ-কীর্ত্তন করা। যদি সংসার সাগর তারিতে ইচ্ছা করা, প্রথমে ডাকি হরি-বোল-হরি।

ইতি— শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতাসূপনিৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে সন্ন্যাসযোগোনাম
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

চিত্তে শুদ্ধো পি হনধ্যানং বিনা সংন্যাসমাত্রতঃ।
মুক্তিঃস্যাদিতি ষষ্ঠে হস্মিন্ ধ্যান যোগোবিতন্যতে।।
আত্মযোগমবোচদ যো ভক্তিযোগ শিরোমণিম্।
তং বন্দে পরমানন্দং মাধবং ভক্তশেবধিম্।।

চিত্ত শুদ্ধ হলেও ধ্যান ব্যতীত কেবল কর্মত্যাগেই মুক্তি হতে পারে না বলে এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগ বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হয়েছে। যিনি ভক্তিযোগের শিরোমণি স্থানীয় আত্মযোগ ও ধ্যান উপদেশ করেছেন (ভক্তগণের বিবিধ মহারত্ন স্বরূপ) সেই পরমানন্দ মাধবকে আমি বন্দনা করি। ৩০

ইতি শ্রীধরস্বামিকৃত গীতার্থ সংগ্রহ ঃ

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।।

ষষ্ঠো অধ্যায়ঃ

অভ্যাসযোগ

শ্রীভগবানুবাচ

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ।।১

১। শ্রীভগবান উবাচ— যঃ কর্ম্মফলং অনাশ্রিতঃ (যিনি কর্মফলের আকাঙ্খা না করে) কার্য্যং কর্ম্ম করোতি (কর্ত্তব্য কর্ম করেন) সন্ন্যাসী চ যোগী চ (তিনিই সন্ন্যাসী এবং যোগী); ন নিরগ্নিঃ (অগ্নিসংস্পর্শ ত্যাগী নয়) ন চাক্রিয়ঃ (এবং সব রকম শরীর কর্মত্যাগীও নয়)।

শ্রীভগবান বললেন— যিনি কর্মফলের আকাঙ্খা না করে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তিনিই সন্ন্যাসী এবং যোগী। নিরগ্নি (যিনি অগ্নিসাধ্য যজ্ঞকর্ম পরিত্যাগ করেন) অথবা অক্রিয় (যিনি অনগ্নিসাধ্য পুকুর খননাদি শরীরের কর্ম পরিত্যাগ করেছেন) এই দুজনের কেউই যোগী বা সন্ন্যাসী পদবাচ্য নন। ১

যজ্ঞাদি শ্রৌত কর্ম ত্যাগ করলে সন্ন্যাসী হয়না অথবা সব রকম শারীরর কর্ম ত্যাগ করে চোখ বুজে থাকলেও যোগী হয়না। যিনি নিষ্কাম কর্মী তিনিই প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসী ও যোগী। কেননা সন্ন্যাস ও যোগের ফল সমচিত্ততা। ১৮শ অধ্যায়ের ২ শ্লোকেও সন্ন্যাস ও ত্যাগ সম্বন্ধে অর্জ্জুনকে বলেছেন।

যং সংন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন।।২

২। হে পাণ্ডব। [সুধীগণ] যং সংন্যাসং ইতি প্রাহুঃ (যাকে সন্ন্যাস বলেন) তং যোগং বিদ্ধি (তাকেই যোগ বলে জানবে)। হি (কেননা) অসংন্যস্ত সংকল্পঃ (সঙ্কল্পত্যাগী নাহলে) কশ্চন যোগী ন ভবতি (কেউ যোগী হতে পারেনা)।

হে পাণ্ডব। শ্রুতি যাকে সন্ন্যাস বলে নির্দেশ করেছেন, তাকেই যোগ বলে জানবে। কারণ, সঙ্কল্প ত্যাগ না করলে কখনও যোগী হওয়া যায়না। এজন্য ফল কামনাদির দ্বারা যার চিত্ত বিক্ষেপ শূন্য হয়েছে, তিনিই সন্ন্যাসী ও যোগী। ২

শ্রীগীতায় কর্মত্যাগীকে সন্ন্যাসী কিংবা যোগী বলা হয়নি। ফল ত্যাগ, কামনা ত্যাগেই প্রকৃত সন্ন্যাস। ধ্যানযোগ বা চিত্ত নিরোধ যোগেরও মূলকথা সঙ্কল্প ত্যাগ; কারণ সংকল্পই চিত্ত বিক্ষোভের হেতু। এজন্য সংকল্প ও কামনা ত্যাগেই প্রকৃত শান্তি। সন্ন্যাসযোগ, ধ্যানযোগ, কর্মযোগ এই তিন যোগেরই মূল কথা সংকল্প ত্যাগ। সঙ্কল্প ত্যাগেই প্রকৃত শান্তি। (৫।১২।১৩)

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্মকারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে।।৩

৩। যোগং আরুরুক্ষোঃ (যোগে জয়ী হতে ইচ্ছুক) মুনেঃ (মুনির পক্ষে) কর্ম্ম কারণম্ উচ্যতে (কর্মই কারণ বলে উক্ত হয়) যোগারূঢ়স্য তস্য (যোগারূঢ় হলে তার পক্ষে) শমঃ এব কারণম্ উচ্যতে (কর্মত্যাগই ; শমেই কারণ বলে উক্ত হয়)।

যোগারূঢ় হতে ইচ্ছুক মুনির পক্ষে নিষ্কাম কর্মই যোগসিদ্ধির কারণ। যিনি, যোগারূঢ় হয়েছেন, এরূপ জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি সম্বন্ধে সমাধি (চিত্তবিক্ষেপক কর্ম ত্যাগই) সাধন বলে উক্ত হয়। ৩

নিষ্কাম কর্মের দ্বারা আত্মসংযম এবং শান্তি লাভ করে মুক্ত ব্যক্তি সেই প্রশান্ত ভাবের সাহায্যে ব্রহ্মচৈতন্য এবং পূর্ণ সমতায় সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হন। মুক্ত পুরুষেরা এরূপ ভাব নিয়েই কর্ম করেন। পরবর্তী শ্লোকাদি দ্রষ্টব্য।

যদাহি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্যতে।
সর্ব্ব সংকল্প সন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে।। ৪

৪। যদাহি (যখন) সর্ব্বসংকল্প সন্ন্যাসী (সর্ব্ব সঙ্কল্পত্যাগী ব্যক্তি) ইন্দ্রিয়ার্থেষু (শব্দাদি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে) ন অনুষজ্যতে (আসক্ত হননা) কর্ম্মসু চ ন (কর্মেও আসক্ত হননা) তদা (তখন) যোগারূঢ় উচ্যতে (যোগারূঢ় বলে অভিহিত হন)।

যখন, কোনো ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে (শব্দাদি বিষয়) এবং কর্ম অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণ আসক্তিহীন এবং সকল প্রকার সঙ্কল্প বর্জিত হন, তখন তাকে যোগারূঢ় বলে অভিহিত করা হয়। ৪

সংকল্প এবং আসক্তি ত্যাগের কথাই গীতায় পুনঃ পুনঃ বলা হয়েছে। কর্ম ত্যাগের কথা বলা হয় নি। (২।৬৪, ৩।৭, ৪।১৮,১৯,২০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।। ৫

৫। আত্মনা (আপনার দ্বারা) আত্মানং (আত্মাকে) উদ্ধরেৎ (উদ্ধার করবে); আত্মানং ন অবসাদয়েৎ (আত্মাকে অধঃপতিত করবেনা); হি (কেননা) আত্মা এব আত্মনঃ বন্ধুঃ (আত্মাই আত্মার বন্ধু) আত্মা এব আত্মনঃ রিপুঃ (আত্মাই আত্মার শত্রু)।

জীবাত্মা নিজেই নিজেকে সংসার থেকে উদ্ধার করবে, আত্মাকে কখনও অবসন্ন (অধঃপতিত) করবেনা; কেননা, আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার শত্রু। ৫

শ্রীমন্ত মাধবদেব নামঘোষাতে বলেছেন—

আপুনি আপোন বন্ধু, আপুনি আপোন শত্রু,
আপুনি আপোন রাখে মারে।
হরিক নভজি নরে, আপুনি হোয়য় নষ্ট,
হরি ভজি আপনাক তারে।।

যোগের প্রধান উদ্দেশ্য আত্মার উদ্ধার। যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রীভগবানের সংগে জীবের মিলন হয়না ততক্ষণ পর্যন্ত যোগের শেষ পরিণতি হয়নি বলে জানতে হবে। অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ করলেই যোগের চরম পরিণতি হয়না। ঈশ্বরপ্রাপ্তিই একমাত্র যোগের মূল উদ্দেশ্য।

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ।। ৬

৬। যেন আত্মনা এব (যে আত্মার দ্বারা) আত্মাজিতঃ (বশীভূত হয়েছে) আত্মা তস্য আত্মনঃ বন্ধুঃ (আত্মা সেই আত্মার বন্ধু, সেই আত্মার হিতকর) অনাত্মনঃ তু আত্মা এব (অজিতাত্মার আত্মাই) শত্রুবৎ শত্রুত্বে বর্ত্তেত (শত্রুর মত অপকার করতে প্রবৃত্ত হয়)।

যে আত্মা আত্মাকে জয় করেছে (আত্মার দ্বারা মন বশীভূত করেছে) সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং যে আত্মা আত্মাকে জয় করতে অপারগ, সেই আত্মাই বাইরের শত্রুর মত আত্মার পরম শত্রু। (অর্থাৎ শত্রুর মত অপকারে প্রবৃত্ত হয়)। ৬

আত্মা আত্মার দ্বারাই উদ্ধার হবে অর্থাৎ নিজেকে নিজেই প্রকৃতির বন্ধন থেকে উদ্ধার করতে হবে। সাধনা দ্বারা নিজেকে প্রকৃতির হাত থেকে মুক্ত করতে পারলে, তবেই নিজেকে নিজের দ্বারা উদ্ধার করা সম্ভব। জ্ঞানমার্গের এই উপদেশের স্থূল মর্ম হল, জীব স্বরূপতঃ নিত্যমুক্ত ব্রহ্মের অংশ, তাই জীব প্রকৃতি পরতন্ত্র নহে। তার স্বাধীনতা লাভে স্বাতন্ত্র্য আছে।

জিতাত্মনং প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণ সুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ।।৭

৭। জিতাত্মনঃ (জিতাত্মা, জিতেন্দ্রিয়) প্রশান্তস্য (রাগ দ্বেষ শূন্য ব্যক্তির) পরমাত্মা শীতোষ্ণ সুখদুঃখেষু (শীত-গ্রীষ্ম-সুখ-দুঃখে) তথা মানাপমানয়োঃ (এবং মান অপমানে) সমাহিতঃ (অবিচলিত থাকে)।

জিতেন্দ্রিয় প্রশান্ত অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি শূন্য ব্যক্তির আত্মা শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ অথবা মান-অপমান প্রাপ্ত হলেও সমানভাবে থাকে (অর্থাৎ আত্মনিষ্ঠ লোক পরমাত্মার সংগে নিশ্চলভাবে বিরাজ করে থাকে)। ৭

আত্মা ও পরমাত্মা একই তত্ত্ব। (১৩।২২।৩১ শ্লোক দ্রষ্টব্য) দেহে প্রকৃতির গুণের বশীভূত থাকা কালে একে ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীবাত্মা বলা হয়। কিন্তু জিতেন্দ্রিয় প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তি প্রকৃতির গুণ থেকে মুক্ত। সেজন্য তার আত্মাপরমাত্মারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমালোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।। ৮

৮। জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা (জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বারা পরিতৃপ্ত চিত্ত) কূটস্থ (বিকারশূন্য) বিজিতেন্দ্রিয়ঃ (জিতেন্দ্রিয়র) সমালোষ্টাশ্ম কাঞ্চনঃ (যার জ্ঞান মাটি, পাথর [শিল] সুবর্ণে সমান) যোগীযুক্তঃ ইতি উচ্যতে (এরূপ যোগীকেই যুক্ত বা যোগসিদ্ধ বলে)।

যার চিত্ত আত্ম-জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারা পরিতৃপ্ত, আকাঙ্খাহীন, যিনি বিকারশূন্য, জিতেন্দ্রিয় এবং মাটি, পাথর, সোনায় যার সমান ভাব এরূপ সমদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিকে, (যোগীকে) যোগারূঢ় কিংবা যুক্ত (যোগসিদ্ধ) বলে অভিহিত করা হয়। ৮

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা— গুরু, শাস্ত্র, উপদেশের দ্বারা মার্জিত নির্মল বুদ্ধির নাম জ্ঞান। তত্ত্ব প্রদর্শক অনুভূতির নাম বিজ্ঞান। এই উভয়ের দ্বারা পরিতৃপ্ত চিত্ত।

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীন ই মধ্যস্থ-দ্বেষ্য-বন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে।।৯

৯। সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীন মধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু (হিতাকাঙ্খী, বন্ধু, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, হিংসার পাত্রে, বন্ধুত্বে), সাধুষুঅপি (সাধুতেও) পাপেষু চ অপি (এবং অসাধুতে) সমবুদ্ধিঃ (সমবুদ্ধি বিশিষ্ট ব্যক্তি) বিশিষ্যতে (বিশিষ্ট অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হন)।

সুহৃদ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, সাধু ও অসাধু প্রভৃতিতে যার সমান বুদ্ধি তিনিই প্রশংসনীয় অর্থাৎ যিনি সকল বিষয়ে সবার প্রতি রাগ দ্বেষশূন্য, তিনিই শ্রেষ্ঠ। ৯

সকল বিষয়ে সমচিত্ততাই যোগের শ্রেষ্ঠ ফল। এই কথাটাই উপরিউক্ত দুটি শ্লোকে বলা হয়েছে। এরূপ সমচিত্ততা লাভ করা সহজ সাধ্য নয়। (৬।৩৩-৩৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

সুহৃদ— উপকারের আশা নাকরে যিনি উপকার করেন।
মিত্র— স্নেহবশতঃ যিনি উপকার করেন। উদাসীন— নিরপেক্ষ ব্যক্তি।
মধ্যস্থ— বিবদমান উভয় পক্ষের হিতৈষী। দ্বেষ্য— দ্বেষের পাত্র।

বন্ধু- জ্ঞাতি।

যোগীযুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসিস্থিতঃ।
একাকী যত চিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ।। ১০

১০। যোগী রহসি স্থিতঃ (নির্জন স্থানে থেকে) একাকী (সঙ্গহীন) যত চিত্তাত্মা (চিত্ত ও দেহ সংযম করে) নিরাশীঃ (আকাঙ্খাশূন্য) অপরিগ্রহ (পরিগ্রহ শূন্য হয়ে) সততং (সর্বদা) আত্মানং যুঞ্জীত (চিত্তকে সমাহিত করবেন)।

যোগী একাকী সর্বদা নির্জন স্থানে থেকে দেহ ও চিত্ত সংযম করে আকাঙ্খাশূন্য ও পরিগ্রহ শূন্য হয়ে চিত্তকে সর্বদায় সমাধি অভ্যাস করাবেন। ১০

অপরিগ্রহ— যোগ বিষয়ে বাধা সৃষ্টিকারী দ্রব্যাদি সংগ্রহে বিরত।

শুচৌদেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং তৈলাজিন কুশোত্তরম্।।১১

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে।।১২

১১-১২। শুচৌদেশে (পবিত্রস্থানে) স্থিরং (নিশ্চল, অটল) ন অত্যুচ্ছ্রিতং (বেশি উচুও নয়) ন অতি নীচং (খুব নীচুও নয়) চৈলাজিন কুশোত্তরং (ক্রমান্বয়ে কুশের উপর বাঘের চামড়া এবং তার উপর কাপড় স্থাপন করে) আত্মনঃ আসনং (নিজের আসন) প্রতিষ্ঠাপ্য (স্থাপন করে) অত্র আসনে উপবিশ্য (সেই আসনে বসে) যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ (চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া সংযম করে) মনঃ একাগ্রং কৃত্বা (মনকে একাগ্র করে) আত্মবিশুদ্ধয়ে (অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য) যোগং যুঞ্জ্যাৎ (যোগ অভ্যাস করবে)।

পবিত্র স্থানে নিজ আসন স্থাপন করবে, এই আসন যেন খুব উচুও না হয় এবং খুব নীচুও না হয়। প্রথমে কুশাসন, তার উপর বাঘ কিংবা মৃগের চামড়া, তার উপর কাপড় স্থাপন করে আসন প্রস্তুত করতে হবে। সেই আসনে বসে চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়া সংযম করে, মনকে একাগ্র করে আত্মশুদ্ধির জন্য যোগ অভ্যাস করবে। ১১-১২

চৈলাজিনকুশোত্তরম্— চৈল-কাপড়; অজিন— বাঘের চামড়া।

সমং কায়শীরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্।। ১৩

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতেস্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ।। ১৪

১৩-১৪। কায়শীরোগ্রীবং (শরীর, মাথা ও গলাকে) সমং অচলং ধারয়ন্ (সোজা ও স্থিরভাবে রেখে) স্থিরঃ (সন্) (স্থির হয়ে) স্বং নাসিকাগ্রং সংপ্রেক্ষ্য (নিজ নাকের অগ্রভাগে দৃষ্টি রেখে) দিশশ্চঅনব লোকয়ন্ (অন্য কোনো দিকে নজর না রেখে) প্রশান্তাত্মা (প্রশান্তচিত্ত) বিগতঃ ভী (ভয় শূন্য) ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ (ব্রহ্মচর্য ব্রত অবলম্বন করে) মনঃ সংযম্য (মন সংযম করে) মচ্চিত্তঃ (আমাতেই চিত্ত রেখে) মৎপরঃ (আমাতে অতিশয় আসক্ত হয়ে) যুক্ত আসীত (যুক্ত থাকবে অর্থাৎ সমাধিস্থ হবে)।

যোগাভ্যাসী ব্যক্তি যত্ন করে শরীর, মাথা ও গলা (মূলাধার থেকে মাথা পর্যন্ত) সোজা ও স্থিরভাবে রেখে স্থির হয়ে নিজের নাকের অগ্রভাবে দৃষ্টি রাখবে, অন্য কোনোদিকে তাকাবেনা, তারপর প্রশান্ত চিত্ত, ভয়বর্জিত, ব্রহ্মচর্য ব্রতশীল হয়ে, মনকে বশীভূত করে, আমাতে চিত্ত রেখে এবং একমাত্র আমাতেই আসক্ত হয়ে সমাধিস্থ হবে। ১৩।১৪

যে পবিত্র ব্রহ্মচর্য ব্রত অবিবাহিত জীবনে গ্রহণ করা হয়, বিয়ের পর যে সেই ব্রত পরিত্যাগ করতে হবে শাস্ত্র একথা বলেনা। কাম উপভোগই একমাত্র বিবাহিত জীবনের উদ্দেশ্য নয়। কারণ পশু জীবনেওতো ইন্দ্রিয় ভোগাদি আছে। ব্যাস, বশিষ্ঠ, জনকাদি ঋষিগণ বিবাহিত হয়েও শাস্ত্রবিহিত নিয়মানুসারে সংযতভাবে গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করেছিলেন। সে জন্য তাঁদের ব্রহ্মচর্য ব্রত নষ্ট হয়নি। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, গৃহস্থের পক্ষে অবিহিত কালে অর্থাৎ পুত্রার্থে ভিন্ন অন্য সময়ে স্ত্রী সম্ভোগে নিবৃত্ত থাকাই ব্রহ্মচর্য। ("নান্যদোগচ্ছেৎ যস্তু ব্রহ্মচর্য্যন্তু তৎস্মৃতম্" মহাভাঃ অনু, ১৬২, মনু ৩।৪৫,৫০)। হিন্দু শাস্ত্রে বিয়ের অপর নাম উপযম (সংযম)।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্বাণ পরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি।। ১৫

১৫। যোগী এবং (এই ভাবে) সদা (সর্বদা) আত্মানং যুঞ্জন্ (মনকে সমাহিত করে) নিয়ত মানসঃ [সন] (সংযতচিত্ত, স্থির মনে) মৎসংস্থাম্ (আমাতে অবস্থিত) নির্বানি পরমাং শান্তিং (নির্বাণরূপ পরম শান্তি) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন)।

এভাবে সর্বদা মনঃসমাধান করতে করতে মন একাগ্র হয়ে স্থির হয়। এরকম স্থির চিত্ত যোগী নির্বাণরূপ পরম শান্তি লাভ করেন। এই শান্তি আমাতেই স্থিতির ফল। ১৫

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন।। ১৬

১৬। হে অর্জ্জুন। তু (কিন্তু) অত্যশ্নতঃ (অতিভোজনকারীর) যোগঃ ন অস্তি (যোগ হয়না), ন চ একান্তম্ অনশ্নতঃ (একান্ত অনাহারীরও হয়না) অতি স্বপ্নশীলস্য (অত্যন্ত নিদ্রালুরও হয়না), জাগ্রতঃ এব চ ন (অতি জাগরণশীলেরও হয়না)।

কিন্তু হে অর্জ্জুন। যিনি অত্যধিক আহার করেন নতুবা যিনি একান্ত অনাহারী এরূপ ব্যক্তির যোগ হয়না। অতিশয় নিদ্রালু বা অতি জাগরণশীল ব্যক্তিরও যোগ সমাধি হয়না। ১৬

যুক্তাহার বিহারস্য যুক্ত চেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগোভবতি দুঃখহা।। ১৭

১৭। যুক্তাহার বিহারস্য (পরিমিত আহার বিহারকারী) কর্ম্মসুযুক্ত চেষ্টস্য (পরিমিতরূপ কর্ম চেষ্টা করেন) যুক্তস্বপ্নাব বোধস্য (পরিমিত নিদ্রা ও জাগরণশীল ব্যক্তির) যোগঃ দুঃখহা ভবতি (যোগ দুঃখ হরণক্ষম হয়)।

যিনি পরিমিতরূপ আহার বিহার করেন, পরিমিতরূপ কর্ম চেষ্টা করেন, পরিমিতরূপে নিদ্রিত ও জাগ্রত থাকেন, সমাধিরূপ এরূপ যোগই তার দুঃখ নিবারণক্ষম হয় অর্থাৎ নিবারণ করতে সমর্থ হয়। ১৭

আহার, বিহার, কর্ম, নিদ্রা ও জাগরণ সকল অবস্থাতেই যোগীর পরিমিত হওয়া প্রয়োজন।

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা।।১৮

১৮। যদা (যখন) বিনিয়তং চিত্তং (বিশেষভাবে সংযত চিত্ত) আত্মনি এব অবতিষ্ঠতে (আত্মাতেই অবস্থিতি করে) তদা (সে অবস্থায়) সর্ব্বকামেভ্যঃ নিস্পৃহঃ (সর্ব্ব কামনা থেকে বিরত যোগী পুরুষ) যুক্তঃ ইতি উচ্যতে (যোগ সিদ্ধ বলে উক্ত হন)।

যখন চিত্ত বিশেষভাবে সংযত হয়ে আত্মাতেই অবস্থিতি করে, তখন যোগী সর্ব কামনাশূন্য হন। এরূপ যোগী পুরুষকে যোগসিদ্ধ বলা হয়। ১৮

যথা দীপো নির্বাতস্থো নেঙ্গতে সোপমাস্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ।।১৯

১৯। যথা (যেমন) নির্বাতস্থঃ দীপঃ (বায়ুহীন স্থানে অবস্থিত দীপ) ন ইঙ্গতে (বিচলিত হয়না), আত্মনঃ যোগং যুঞ্জতঃ (আত্মযোগ অভ্যাসকারী) সংযত চিত্তস্যযোগিনঃ (সংযতচিত্ত যোগীর) যা উপমাস্মৃতা (তাকে দৃষ্টান্ত জানবে)।

বায়ুহীন স্থানে স্থিত প্রদীপ যেমন চঞ্চল হয়না, আত্ম-বিষয়ক যোগাভ্যাসকারী সংযত চিত্ত যোগীর অচঞ্চল চিত্তের এটাই দৃষ্টান্ত। (নিরুদ্ধচিত্ত যোগানুষ্ঠানশীল) ব্যক্তির অন্তঃকরণ নির্বাতস্থিত দীপ শিখার মত স্থির)। ১৯

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি।।২০

২০। যত্র (যে অবস্থায়) যোগসেবয়া নিরুদ্ধং চিত্তং (যোগাভ্যাস দ্বারা আবদ্ধ চিত্ত) উপরমতে (নিষ্ক্রিয় হয়, উপশমপ্রাপ্ত হয়) যত্র (এবং যে অবস্থায়) আত্মনা এব (আত্মার দ্বারা) আত্মনি (আত্মাতে) আত্মানংপশ্যন্ (আত্মাকে দেখে) তুষ্যতি (তুষ্টি লাভ করেন)।

যে অবস্থায় যোগাভ্যাসদ্বারা চিত্ত বাধাপ্রাপ্ত হয়ে উপশমপ্রাপ্ত হয় (সর্ব

বৃত্তি শূন্য; নিষ্ক্রিয় হয়) এবং যে অবস্থায় আত্মার দ্বারা আত্মাতেই আত্মাকে দেখে আত্মতুষ্টি লাভ করেন, [তাকেই যোগ বলে জানবে]। ২০

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র নচৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ।।২১

২১। যত্র (যে অবস্থায়) অয়ং (যোগী) বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ (শুদ্ধ বুদ্ধি গ্রাহ্য) অতীন্দ্রিয়ং (ইন্দ্রিয়ের আয়ত্তের বাইরে) আত্যন্তিকং (অত্যন্ত) যৎসুখং (যে সুখ) তৎ বেত্তি (তা অনুভব করেন), [এবং যে অবস্থায়] স্থিতঃ তত্ত্বতঃ ন চলতি (বিচলিত হননা) [তাকেই যোগ বলে জানবে]।

ইন্দ্রিয়ের অজ্ঞাত, কেবল শুদ্ধ বুদ্ধি গ্রাহ্য যে অতিশয় সুখ (আত্মানন্দ) যোগী যে অবস্থায় তা অনুভব করেন এবং যে অবস্থায় স্থিত হল যোগী আত্মস্বরূপ ভাব থেকে কোনোমতেই বিচলিত হননা তাকেই যোগ বলে জানবে।২১

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।। ২২

২২। যংলব্ধ্বা (যে অবস্থা লাভ করে) [যোগী] অপরং লাভং (অন্য কোনো লাভকেই) ততঃ অধিকং ন মন্যতে (তার চেয়ে বেশী বলে ভাবেন না) যস্মিন (যে অবস্থায় স্থিতি লাভ করে) গুরুণা দুঃখেন অপি (মহাদুঃখ দ্বারাও) ন বিচাল্যতে (বিচলিত হননা, অস্থির হননা) [তাকেই যোগশব্দ-বাচ্য বলে জানবে]।

যে অবস্থা লাভ করলে যোগী অন্য কোনো লাভকেই অধিকতর লাভ বলে বিবেচনা করেননা এবং যে অবস্থায় থেকে কোনো রকম মহা দুঃখেও বিচলিত বা অস্থির হননা (আনন্দ-নিরানন্দ সমজ্ঞান) তাকেই যোগশব্দ বাচ্য বলে জানবে। ২২

তং বিদ্যাদ্দুঃখ সংযোগ-বিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণ চেতসা।। ২৩

২৩। তং (সে অবস্থাকেই) দুঃখ সংযোগ বিয়োগং (দুঃখ সংযোগ বিয়োগ রূপ) যোগ সংজ্ঞিতং (যোগ বলে) বিদ্যাৎ (জানবে), অনির্বিণ্ণ চেতসা (অনুতাপহীন

চিত্তের দ্বারা) নিশ্চয়েন (অধ্যবসায় সহকারে) স যোগঃ যোক্তব্যঃ (সেই যোগ অভ্যাস করা কর্ত্তব্য)।

এরূপ অবস্থায় (চিত্তবৃত্তি নিরোধে) দুঃখ সংযোগ বিয়োগ হয়, এই দুঃখ বিয়োগই যোগশব্দ বাচ্য। এই যোগ অনুতাপহীন চিত্তে অধ্যবসায় সহকারে অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। ২৩

সংকল্প প্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ।। ২৪

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।। ২৫

২৪-২৫। সংকল্প প্রভবান্ (সঙ্কল্পজাত) সর্ব্বান্ কামান্ (সমস্ত কামনা) অশেষতঃ ত্যক্ত্বা (নিঃশেষরূপে ত্যাগ করে) মনসা এব (মনেরদ্বারাই) ইন্দ্রিয়গ্রামং (ইন্দ্রিয়সমূহকে) সমন্ততঃ (সমস্ত বিষয় থেকে) বিনিয়ম্য (নিবৃত্ত করে) ধৃতি গৃহীতয়াবুদ্ধ্যা (ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা) শনৈঃ শনৈঃ (ধীরে ধীরে) উপরমেৎ (বিষয় থেকে বিরত হতে অভ্যাস করবেন) মনঃ আত্মসংস্থং কৃত্বা (মনকে আত্মাতে স্থাপন করে) কিঞ্চিদপি ন চিন্তয়েৎ (অন্য কিছুই চিন্তা করবেনা)।

সংকল্পজাত কামনাসমূহকে পরিত্যাগ করে মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয়বস্তু থেকে নিবৃত্ত করে (বশীভূত করে) যোগী যোগ সাধনা করবেন। ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা মনকে পরমাত্মায় স্থিরভাবে স্থাপন করে ধীরে ধীরে বিরতি অভ্যাস করবেন। মন আত্মাতে অর্পিত করে অন্য কিছুই চিন্তা করবেনেনা। ২৪।২৫

আত্মাকার প্রাপ্ত নির্মল মনে আত্মস্বরূপ প্রতিভাত হয়। এই অবস্থায় ধ্যাতা, ধ্যান, ধ্যেয়— জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয় একাকার হয়ে যায়। বস্তুতঃ মন যখন বিষয় চিন্তা ও আত্মা চিন্তা এই দুটির কোনো পক্ষই অবলম্বন করেনা, অর্থাৎ সম্পূর্ণ নিরবলম্ব হয়, তখনই ব্রহ্মভাব লাভ হয়। শঙ্করাচার্যের মতে, 'অচিন্তের পরং ধ্যানম্'— 'চিন্তাশূন্যতাই শ্রেষ্ঠধ্যান'।

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ।।২৬

২৬। চঞ্চলং অস্থিরং মনঃ (চঞ্চল, অস্থির মন) যতঃ যতঃ নিশ্চরতি (যে যে বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়) ততঃ ততঃ নিয়ম্য (সেই সেই বিষয় থেকে একে প্রত্যাহার করে) আত্মনি এব বশংনয়েৎ (আত্মাতেই স্থির করবে)।

মন স্বভাবতঃ চঞ্চল— সে জন্য অস্থির নাহয়ে মন যে যে বিষয়ে ধাবিত হয়, সেই সেই বিষয় থেকে মনকে দূরে রেখে আত্মাতেই স্থির করে রাখবেন অর্থাৎ আত্মাতেই বশীভূত করে রাখবেন। ২৬

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্।।২৭

২৭। প্রশান্ত মনসং (প্রশান্ত চিত্ত) শান্তরজসং (রজোবৃত্তিশূন্য) অকল্মষং (নিষ্পাপ) ব্রহ্মভূতং (ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত) এবং যোগিনং (এই যোগীকে) উত্তমং সুখং উপৈতি হি (পরম সুখ আশ্রয় করে)।

এরূপ যোগসিদ্ধ ব্যক্তি চিত্ত বিক্ষেপক, রজোগুণ বিহীন এবং চিত্ত বিহীন হওয়ার জন্য (বৃহত্তর সত্তায়) তমোগুণ বর্জিত হয়ে ব্রহ্মভাব লাভ করেন, এরূপ প্রশান্ত চিত্ত নিষ্পাপ যোগীই নির্মল-সমাধি-সুখ আশ্রয় করেন। ২৭

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে।।২৮

২৮। এবং (এভাবে) আত্মানং (মনকে) সদাযুজন্ (সর্বদা সমাহিত করে) বিগতকল্মষঃ যোগী (নিষ্পাপ যোগী) সুখেন (সহজে) ব্রহ্মসংস্পর্শং অত্যন্তং সুখং (ব্রহ্মানুভব রূপ অতিশয় সুখ) অশ্নুতে (লাভ করেন)।

এভাবে নিজের মনকে সর্বদা বশীভূত করে নিষ্পাপ হওয়া যোগী ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার রূপ পরম সুখ লাভ করেন (জীবন্মুক্ত হন)। ২৮

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ।। ২৯

২৯। যোগযুক্তাত্মা (যোগে সমাহিত চিত্ত ব্যক্তি) সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ (সর্ব্বত্র সমদর্শী হয়ে) আত্মানং (আত্মাকে) সর্ব্বভূতস্থং (সর্বভূতস্থিত) সর্ব্বভূতানি চ (এবং

সর্বভূতকে) আত্মনি (আত্মাতে) ঈক্ষতে (দর্শন করেন)।

এরূপ সমদর্শী যোগযুক্ত ব্যক্তি সর্বভূতে আত্মা এবং আত্মায় সর্বভূতকে দর্শন করে থাকেন। ২৯

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সবর্বংচ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রনশ্যতি।।৩০

৩০। যঃ মাং সর্ব্বত্র পশ্যতি (যিনি আমাকে পৃথিবীর সকল বস্তুতে দেখেন) সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি (এবং সকল বস্তু আমাতে দেখেন) অহংতস্য ন প্রণশ্যামি (আমি তার অদৃশ্য হইনা) স চ মে ন প্রণশ্যতি (এবং তিনিও আমার অদৃশ্য হননা)।

যিনি সর্বত্র অর্থাৎ সর্বভূতে আমাকে দর্শন করেন এবং আমার ভিতেরই সর্বভূতকে দেখেন, আমি তার অদৃশ্য হইনা এবং তিনিও আমার অদৃশ্য হননা।৩০

২৯-৩০। শ্লোক দুটিতে সর্বভূতে আত্মদর্শন এবং আত্মাতে সর্বভূত দর্শনের কথা বলা হয়েছে। এরূপ হলেই ভগবানে 'পরাভক্তি' জন্মে বলে ১৮।৫৪ শ্লোকেও বলেছেন। তখন ভক্ত ও ভগবানে এক অচ্ছেদ্য নিত্যমধুর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। অধ্যাত্ম শাস্ত্রমতে, 'আত্মদর্শন'ই মোক্ষ। এটাই পরম পুরুষার্থ। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুবর্গ ফল বা পুরুষার্থের মধ্যে মোক্ষ শ্রেষ্ঠতম। কিন্তু ভাগবত শাস্ত্র মতে, মুক্তির উপরেও আরো একটি পুরুষার্থ আছে, যাকে পঞ্চম-পুরুষার্থ, প্রেমভক্তি বলে। আত্মারাম যোগীগণও শ্রীহরিকে ভজনা করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে,—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমেব।
কুর্ব্বন্ত্য হৈতুকং ভক্তিমিত্থম্ভূত গুণো হরিঃ।। (১।৭।১০)

ব্রহ্মভূত অবিদ্যাগ্রন্থিশূন্য মুনিগণও শ্রীভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করে থাকেন; শ্রীভগবানের এরূপ সর্বকার্বক স্বভাব।

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে।।৩১

৩১। যঃ (যিনি) সর্ব্বভূতস্থিতং (সর্বভূতস্থিত আমাকে) একত্বং আস্থিতঃ (অভিন্ন রূপ ধারণ করে, সর্বভূতে ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ করে) ভজতি (ভজনা করেন) সর্ব্বথা বর্ত্তমানঃ অপি (সকল প্রকার অবস্থায় বর্তমান থেকে) সঃ যোগী ময়ি বর্ত্ততে (সে যোগী আমাতেই অবস্থিত থাকেন)।

যে যোগী সমত্ব বুদ্ধিকে আশ্রয় করে, ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ করে, সর্বভূতস্থিত আমাকে ভজনা করেন, এরূপ যোগী যে কোনো ভাবে অবস্থান করুন না কেন, তিনি আমাতেই অবস্থান করেন। ৩১

১। যঃ একত্বম্ আস্থিত— যিনি একত্বে স্থিত হয় অর্থাৎ সর্বভূতে একমাত্র আমিই বর্তমান, এরূপ একত্ব বুদ্ধি অবলম্বন করে—

২। সর্ব্বভূতস্থিতং মাং ভজতে— সকলের মধ্যে যে আমি আছি সেই রূপে আমাকে ভজনা করে অর্থাৎ সর্বভূতেই নারায়ণ, এরূপ জেনে নারায়ণ জ্ঞানে, সর্বভূতে প্রীতি করে, সর্বভূতের সেবা করে।

৩। সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি— তিনি যে অবস্থাতেই থাকুনা কেন, অর্থাৎ তিনি নির্জনে, গিরিকন্দরে, ধ্যানস্তিমিত নেত্রে সমাধিস্থ হয়েই থাকুন অথবা সংসারে সংসারী হয়ে সংসার কর্মই করুন, তিনি শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ পালন করুন বা না করুন এমনকি লোক দৃষ্টিতে তিনি আমার পূজার্চ্চনা করুন বা নাই করুন তথাপি,—

৪। স যোগী ময়ি বর্ত্ততে— তিনি আমাতেই থাকেন অর্থাৎ তার চিত্ত আমাতেই নিত্যযুক্ত থাকে, তার ইচ্ছা আমারই ইচ্ছায়, তার কর্ম আমারই কর্মে পরিণত হয়। তিনি নিত্য সমাহিত, নিত্যমুক্ত, জ্ঞানে সদ্ভাব প্রাপ্ত, কর্মে মৎ কর্মকৃৎ, ভক্তিতে মদ্‌গত চিত্ত। তত্ত্বজ্ঞান ও সমদর্শনেই সমাধি, কেবল মৌন ভাবে অবস্থানই সমাধি নয়। 'আমাকে ভজনা করা' ও 'সর্বভূতস্থ আমাকে ভজনা করা'— এই দুই কথার মধ্যে কি পার্থক্য তা প্রণিধানযোগ্য (বিবেচনার বিষয়) এই কথাটি শ্রীমদ্ভাগবতেও স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে,— সর্বজীবের সেবাই ভগবানের অর্চ্চনা। বিশ্বপ্রেমই ঈশ্বরে ভক্তি।

'বিষ্ণুপুরাণে' প্রহ্লাদও এইকথাই বলেছেন,—

বিস্তারঃ সর্ব্বভূতস্য বিষ্ণোর্বিশ্বমিদং জগৎ।
দ্রষ্টব্যমাত্মবৎ তস্মাদভেদেন বিচক্ষণৈঃ।।
সর্ব্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত্য সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য।।

বিষ্ণু-পু ঃ ১।১৭।৮৪।৯০

— হে দৈত্যগণ। এই বিশ্বজগৎ বিষ্ণুর বিস্তার মাত্র। তোমরাসকলে নিজের সংগে অভেদ দেখবে। এরূপ সমত্বদর্শনই ঈশ্বর-আরাধনা।

জীবে প্রেম, স্বার্থত্যাগ ও ভগবানে ভক্তি এই তিনটিই এক। আত্মজ্ঞান ব্যতীত স্বার্থ ত্যাগ হয়না, স্বার্থ ত্যাগ ব্যতীত জীবে প্রেম হয় না, জীবে প্রীতি নাহলে ঈশ্বরে ভক্তি হয়না। শ্রীভগবান আত্মজ্ঞানের এরূপ উপদেশ দিয়ে ভগবানে ভক্তিযুক্ত হতে বলেছেন। নিম্নোক্ত শ্লোকটির দিকে লক্ষ্য করুণ। কীর্ত্তনে বলেছে—

সমস্ত ভূততে ব্যাপি আঁছো মই হরি।
সবাকো মানিবা তুমি বিষ্ণু বুদ্ধি করি।।
সমস্ত জগতে বিষ্ণু বুদ্ধি নোহে যায়ে।
কায়মনো বাক্যে অভ্যাসিবা এহি ভাবে।।

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ।।৩২

৩২। হে অর্জ্জুন। আত্মৌপম্যেন (নিজের সংগে তুলনার দ্বারা) যঃ (যিনি) সর্ব্বত্র (সকল জীবে) সুখং বা যদি বা দুঃখং (সুখ বা দুঃখকে) সমং পশ্যতি (সমানভাবে দেখেন) সঃ যোগী পরমঃ মতঃ (সে যোগী সর্ব শ্রেষ্ঠ, এটাই আমার মত)।

হে অর্জ্জুন। যিনি নিজের মত অপরের সুখ ও দুঃখে সমানভাবে দৃষ্টি রাখেন, সে যোগীই সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ আমার সুখ যেমন প্রিয়, অন্যেরও তদ্রূপ, এভাবে সকলের প্রতি সমদর্শী হন, আমার মতে তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী। ৩২

অর্জ্জুন উবাচ

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্।।৩৩

৩৩। অর্জ্জুন উবাচ— হে মধুসূদন। ত্বয়া (তুমি) সাম্যেন অয়ং যঃ যোগঃ প্রোক্তঃ (সমতারূপ যে যোগতত্ত্ব ব্যাখ্যা করলে) এতস্য স্থিরাং স্থিতিং (এর স্থায়ী অবস্থান) চঞ্চলত্বাৎ (চঞ্চলতাবশতঃ) অহং ন পশ্যামি (আমি দেখিনা)।

অর্জ্জুন বললেন,— হে মধুসূদন। তুমি যেভাবে আমার সমত্বরূপ যোগতত্ত্ব (মনের বলয়, বিক্ষেপ শূন্য হয়ে কেবল আত্মাকারে অবস্থান) ব্যাখ্যা করলে, মন যেরূপ চঞ্চল তাতে এই সমত্ব ভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে বলে আমার মনে হয়না। ৩৩

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্।।৩৪

৩৪। হে কৃষ্ণ। হি (যেহেতু) মনঃ চঞ্চলং (স্বভাবতঃ চঞ্চল), প্রমাথি (ইন্দ্রিয় ক্ষোভ কর) বলবৎ দৃঢ়ং (বলবান দৃঢ়), অহং তস্য নিগ্রহং (আমি তার নিগ্রহ, বশীভূত) বায়ু ইব (বায়ুর মত) সুদুষ্করং মন্যে (সর্ব্বদা দুঃসাধ্য বলে মনে করি)।

হে কৃষ্ণ। মন স্বভাবতঃ অতি চঞ্চল, ইন্দ্রিয়াদির বিক্ষেপক, মহাশক্তিশালী এবং দৃঢ়, সেজন্য আমার মনে হয় বায়ুকে আবদ্ধ করা যেমন দুঃসাধ্য মনকে সংযম করাও তেমনি সুদুষ্কর। ৩৪

শ্রীভগবানুবাচ

অসংশয়ং মহাবাহো মনোদুর্ণিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে।। ৩৫

৩৫। শ্রীভগবান উবাচ— হে মহাবাহো। মনঃ দুর্ণিগ্রহং চলম্ (চঞ্চল

মন-সংযমে অক্ষম) অসংশয়ং (এতে কোনো সংশয় নেই) তু (কিন্তু) হে কৌন্তেয়। অভ্যাসেন বৈরাগ্যেণ চ (অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা)। [এই মন] গৃহ্যতে (বশীভূত হয়)।

শ্রীভগবান বললেন,— হে মহাবাহো। মন যে দুর্নিগ্রহ (বশীভূত করা কষ্টসাধ্য) এবং স্বভাবতঃ চঞ্চল এতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু হে কৌন্তেয়। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা এই মনকে বশীভূত করা যায়। ৩৫

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ্য ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তু মুপায়তঃ।। ৩৬

৩৬। অসংযতাত্মনা (অসংযত চিত্ত ব্যক্তির দ্বারা) যোগঃ দুষ্প্রাপ্যঃ (যোগসিদ্ধি দুষ্প্রাপ্য) ইতি মে মতি (এটাই আমার মত), তু (কিন্তু) উপায়তঃ যততা (সৎ উপায়দ্বারা সাধনে যত্নশীল) বশ্যাত্মনা (সংযতচিত্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক) [যোগঃ] অবাপ্তুং শক্যঃ (যোগলাভ করতে সমর্থ)।

যার চিত্ত বশীভূত হয়নি এমন ব্যক্তির পক্ষে যোগসিদ্ধি যে দুষ্প্রাপ্য এটা আমারও মত, কিন্তু সদুপায়ের দ্বারা সর্বদা যত্ন করলে চিত্ত বশীভূত হয় ও যোগ লাভ হতে পারে। ৩৬

অর্জ্জুন উবাচ

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিত মানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি।। ৩৭

৩৭। অর্জ্জুন উবাচ— হে কৃষ্ণ। শ্রদ্ধয়া উপেতঃ (শ্রদ্ধাপূর্বক যোগ সাধনে প্রবৃত্ত) অযতিঃ (যত্নহীন ব্যক্তি) যোগাৎ চলিত মানসঃ (যোগভ্রষ্ট চিত্ত হয়ে) যোগসংসিদ্ধিম্ অপ্রাপ্য (যোগসিদ্ধি লাভ না করে) কাং গতিং গচ্ছতি (কি প্রকার গতি লাভ করে)।

অর্জ্জুন বললেন, হে কৃষ্ণ! যিনি প্রথমে যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত কিন্তু বিশেষ যত্নের অভাবে সাধনা থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যোগসিদ্ধি লাভে অসমর্থ হয়, তিনি

কি রকম গতি লাভ করেন? ৩৭

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃপথি।। ৩৮

৩৮। হে মহাবাহো। ব্রহ্মণঃ পথি বিমূঢ়ঃ (ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ থেকে বিক্ষিপ্ত) অপ্রতিষ্ঠঃ (নিরাশ্রয়) উভয়বিভ্রষ্টঃ (উভয় পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে) [তিনিই] ছিন্নভ্রম্ ইব (ছিন্নভিন্ন মেঘের মত) ন নশ্যতি কচ্চিৎ (বিনষ্ট হননা?)।

হে মহাবাহো। তিনি ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায়ভূত যোগ মার্গে অকৃতকার্য হওয়ায় মোক্ষ থেকে বঞ্চিত হন এবং কাম্য কর্মত্যাগের জন্য স্বর্গাদি থেকেও বঞ্চিত হন, সুতরাং ভোগ ও মোক্ষ রূপ পুরুষার্থদ্বয় ভ্রষ্ট হয়ে ছিন্ন মেঘ খণ্ডের মত নষ্ট হননা কি? ৩৮

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে।। ৩৯

৩৯। হে কৃষ্ণ। মে এতৎ সংশয়ং (আমার এই সন্দেহ) অশেষতঃ (নিঃশেষরূপে) ছেত্তুম অর্হসি (ছেদন করতে তুমিই যোগ্য) হি (যেহেতু) ত্বদন্যঃ (তুমিছাড়া) অস্য সংশয়স্য ছেত্তা (এ সংশয়ের নিবারক) ন উপপদ্যতে (আর কেউ নেই)।

হে কৃষ্ণ! তুমি আমার এ সন্দেহ সর্বতোভাবে নিবৃত্ত করে দাও (এ সংশয় নিঃশেষরূপে ছেদন করে দাও), কেননা, তুমি ছাড়া এই সন্দেহ ছেদন করতে আর কেউ নেই। ৩৯

শ্রীভগবানুবাচ

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।।৪০

৪০। শ্রীভগবান উবাচ— হে পার্থ! তস্য (তার) ইহ এব (এই লোকে) বিনাশঃ ন বিদ্যতে (বিনাশ নেই) অমুত্র ন (পরলোকেও নেই), হি (যেহেতু)

হে তাত। (বৎস) কল্যাণকৃৎ (শুভকর্মকারী) কশ্চিৎ (কেউই) দুর্গতিং ন গচ্ছতি (দুর্গতি প্রাপ্ত হয়না)।

শ্রীভগবান বললেন,— হে পার্থ! যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির ইহলোকে ও পরলোকে কোথাও বিনাশ নেই। কারণ, হে বৎস! শুভ কর্মকারী ব্যক্তি কখনো দুর্গতি প্রাপ্ত হননা। ৪০

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে।। ৪১

৪১। যোগভ্রষ্টঃ পুণ্যকৃতাং লোকান্ প্রাপ্য (যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি, পুণ্যাত্মা দিগের প্রাপ্য লোক প্রাপ্ত হয়ে) শাশ্বতীঃ সমাঃ (বহু বৎসর) উষিত্বা (সেখানে বাস করে), শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে (সদাচার সম্পন্ন ধনবানের ঘরে) অভিযায়তে (জন্মগ্রহণ করেন)।

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি, পুণ্য কর্মকারীগণের প্রাপ্য স্বর্গ লোকাদি প্রাপ্ত হয়ে সে স্থানে বহু বৎসর থেকে, সুখে বসবাস করে; পরে সদাচার সম্পন্ন শ্রীমন্ত অর্থাৎ ধনী গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ৪১

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্।।৪২

৪২। অথবা (পক্ষান্তরে) ধীমতাম্ যোগিনাং এব কুলে (জ্ঞানবান যোগীগণের কুলেই) ভবতি (জন্মগ্রহণ করেন); ঈদৃশং যৎ জন্ম (এরকম যে জন্ম) লোকে (জগতে) এতৎ হি দুর্লভতরং (এটাও অতি দুর্লভ)।

পক্ষান্তরে যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি জ্ঞানবান যোগীগণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, এইরূপ জন্মও জগতে অতি দুর্লভ। ৪২

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন।। ৪৩

৪৩। হে কুরুনন্দন! [উক্ত যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি] তত্র (সেই জন্মে) পৌর্ব্বদেহিকং (পূর্ব জন্মকৃত) তং বুদ্ধি সংযোগং (সেই মোক্ষ সাধিনীবুদ্ধি) লভতে (লাভ

করেন) ততঃচ (তারপর) ভূয়ঃ (পুনর্ব্বার) সংসিদ্ধৌ যততে (মুক্তির নিমিত্ত যত্ন করেন)।

হে কুরুনন্দন! যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করলে তার পূর্বদেহের সংস্কার অনুরূপ জ্ঞান সাধিনী বুদ্ধি লাভ করেন এবং তার পর মুক্তির জন্য অধিকতর যত্ন করে থাকেন। ৪৩

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতি বর্ত্ততে।। ৪৪

৪৪। সঃ (তিনি) তেন এব পূর্ব্বাভ্যাসেন (সেই আগের অভ্যাস দ্বারা) অবশঃ অপি (যত্ন না করলেও) হ্রিয়তে (যোগমার্গে আকৃষ্ট হন); যোগস্য জিজ্ঞাসুঃ অপি (যোগের স্বরূপ জিজ্ঞাসু হলেও) শব্দব্রহ্ম (বেদকে) অতিবর্ত্ততে (অতিক্রম করেন)।

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি যত্ন না করলেও আগের অভ্যাসের জন্য যোগমার্গে আকৃষ্ট হন অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ হন। তিনি আত্ম তত্ত্বজ্ঞানের জিজ্ঞাসু হলেও বেদোক্ত কর্মফলের চেয়ে অধিকতর ফল লাভ করে থাকেন।

তিনি অবশ হয়ে পূর্বজন্মের যোগাভ্যাসের জন্য শুভ সংস্কারবশতঃ যোগমার্গে আকৃষ্ট হন। যিনি কেবল যোগের স্বরূপ জিজ্ঞাসু, তিনি বেদোক্ত কর্মাদির যে ফল, তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করেন। যিনি যোগের স্বরূপ জেনে যোগাভ্যাস পরায়ণ হন তার তো কথাই নেই। ৪৪

শব্দ ব্রহ্ম অতিবর্ত্ততে— "শব্দ ব্রহ্ম" বলতে বেদ বুঝায়। বেদ বলতে এস্থলে বেদের কর্মকাণ্ড বুঝতে হবে। 'তাকে অতিক্রম করেন'— এ কথার অর্থ হল, বেদোক্ত কর্মফল স্বর্গাদি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ফল লাভ করে। শাস্ত্রে আছে,—

"দ্বে ব্রহ্মাণি বেদিতব্যে শব্দ ব্রহ্ম পরংচযৎ।
শব্দ ব্রহ্মাণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি।।

মঃ ভাঃ শাং ২৬৯।১

দুই প্রকার ব্রহ্ম জানবার আছে, এক শব্দ ব্রহ্ম (প্রণব বেদ) এবং পরব্রহ্ম। শব্দ ব্রহ্মে অর্থাৎ বেদোক্ত ক্রিয়াকাণ্ডে নিষ্ণাত হয়ে শুদ্ধ চিত্ত হলে পরব্রহ্ম

লাভ হয়। এই স্থলে শ্রীভগবান বলেছেন যে, যোগের স্বরূপ জানবার অভিলাষ মাত্র হলে জন্মান্তরেও জ্ঞানলাভের অধিকারী হওয়া যায়।

অবশঃ অপিহ্রিয়তে— এ কথায় অর্থ হল, কোনো অন্তরায় বশতঃ অনিচ্ছা স্বত্বেও তাকে ঐপথে যেতেই হয়। পূর্ব জন্মজাত শুভ সংস্কার তাকে অবশ করেই যেন যোগ মার্গে প্রবৃত্ত করায়।

প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধ কিল্বিষঃ।
অনেক জন্ম সংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্।। ৪৫

৪৫। প্রযত্নাৎ তু যতমানঃ (পূর্বেকৃত যত্নের চেয়েও অধিক যত্নবান হয়ে) সংসুদ্ধকিল্বিষঃ (নিষ্পাপ হয়ে) যোগী অনেক জন্ম সংসিদ্ধং (বহু জন্মে সিদ্ধি লাভ করে) ততঃ পরাং গতিং যাতি (পরে পরমগতি প্রাপ্ত হন)।

সেই যোগীপুরুষ পূর্বের চেয়েও অধিক যত্ন করে, ক্রমে যোগাভ্যাস দ্বারা নিষ্পাপ হয়ে বহু জন্মের চেষ্টায় সিদ্ধিলাভ করে পরমগতি প্রাপ্ত হন। ৪৫

তপস্বিভ্যোঽধিকোযোগী জ্ঞানীভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন।। ৪৬

৪৬। যোগী তপস্বিভ্যঃ (যোগী তপস্বিগণ অপেক্ষা) অধিকঃ (শ্রেষ্ঠ), জ্ঞানিভ্যঃ অপি অধিকঃ (শাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানীগণের চেয়েও শ্রেষ্ঠ) কর্ম্মিভ্যঃচ অধিকঃ (কর্মিগণের চেয়েও শ্রেষ্ঠ) মতঃ (এটাই আমার মত); হে অর্জ্জুন! তস্মাৎ (সেজন্য) যোগীভব (তুমি যোগী হও)।

তত্ত্ববেত্তা যোগী, তপস্বীগণের চেয়েও শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞানী এবং কর্মিগণের চেয়েও শ্রেষ্ঠ এটাই আমার মত; সেজন্য (যদি তোমাকে মোক্ষ লাগে) হে অর্জ্জুন। তুমি যোগী হও। ৪৬

তপস্বী— যারা অতীব ক্লেশসাধ্য চান্দ্রতিথির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ব্রতনিষ্ঠ।

কর্ম্মী— যারা স্বর্গাদি কামনায় যাগ-যজ্ঞাদি কাম্য কর্ম করেন। তপস্বী ও কর্ম্মী এই উভয়ের মধ্যে যোগী শ্রেষ্ঠ, কেননা এরা আত্মনিষ্ঠ নন, তত্ত্বজ্ঞানী নন, সর্বত্র সমদর্শীও নন। কিন্তু যোগী জ্ঞানীর চেয়েও শ্রেষ্ঠ হল কি ভাবে?

টীকাকারগণ বলেন,— জ্ঞানী দ্বিবিধ— পরোক্ষজ্ঞানী ও অপরোক্ষ জ্ঞানী। যার কেবল শাস্ত্রজ্ঞান আছে, আত্মা, জীব, জগৎ এইগুলি কি তা শাস্ত্রানুশীলনে বুঝেছেন কিন্তু আত্মানুভব হয়নি তিনি পরোক্ষ জ্ঞানী, কিন্তু যার প্রত্যক্ষ আত্মদর্শন হয়েছে তিনি অপরোক্ষ জ্ঞানী। এই স্থলে জ্ঞানী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ বলায় শাস্ত্রজ্ঞানী বা পরোক্ষ জ্ঞানীকেই লক্ষ্য করা হয়েছে। কিন্তু কেবল শাস্ত্রজ্ঞানী বা শব্দজ্ঞানীর চেয়ে যোগী শ্রেষ্ঠ এটাই সকলের মত। এখানে বলা হয়েছে— "জ্ঞানীর চেয়েও (অপি) যোগী শ্রেষ্ঠ, এটাই আমার মত' এই কথায় এটাই স্পষ্ট বুঝায় যে, সর্বপ্রকার সাধকের মধ্যে আত্মজ্ঞানীকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়, কেননা তিনি মুক্ত পুরুষ কিন্তু আমার মতে যোগী আত্মজ্ঞানী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; কারণ, গীতোক্ত যোগী কেবল মাত্র আত্মনিষ্ঠ আত্মারাম নন, তিনি সর্বভূতানুকম্পী, সর্বভূত হিতেরত, নিষ্কাম কর্মী ও ভগবানে যুক্ত। (৬।১, ৬।৩০,৩১,৪৭,১৪) সেজন্য শ্রীভগবানের উক্তি,— যোগী জ্ঞানীগণের চেয়েও শ্রেষ্ঠ আমার এই মত।

লোকমান্য তিলক বলেন,— এই স্থলে "যোগী" বলতে কর্মযোগী ও "জ্ঞানী" অর্থ সাংখ্যজ্ঞানী সন্ন্যাসী। এর আগেও ভগবান বলেছেন যে, জ্ঞান বা সন্ন্যাসমার্গ অপেক্ষা কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ। (৩।৮, ৫।২) এখানেও তদ্রূপ উপদেশ দিয়েছেন 'তুমি যোগী হও' অর্থাৎ কর্মযোগ অবলম্বন করে যুদ্ধ কর। এ স্থলে "জ্ঞানী" অর্থ শাস্ত্র জ্ঞানী। সন্ন্যাসবাদী টীকাকারগণের এই ব্যাখ্যা নিছক সাম্প্রদায়িক "আগ্রহমূলক"— গীতারহস্য (সংক্ষিপ্ত)।

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদগতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।।৪৭

৪৭। যঃ (যিনি) শ্রদ্ধাবান্ (শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে) মদ্গতেন অন্তরাত্মনা (মদ্গত চিত্তের দ্বারা) মাং ভজতে (আমাকে ভজনা করেন) সঃ (তিনি) সর্ব্বেষাং অপিযোগিনাম্ (সকল যোগীর মধ্যে) যুক্ততমঃ (সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ) মে মতঃ (এটাই আমার মত)।

যিনি শ্রদ্ধাবান হয়ে, মদ্গত চিত্ত হয়ে আমাকে ভজনা করেন, তিনি সকল যোগীগণের চেয়ে যুক্ততম অর্থাৎ অতি শ্রেষ্ঠ, এটাই আমার মত; অর্থাৎ ভগবানে ঐকান্তিক ভক্তি পরায়ণ যোগীই শ্রেষ্ঠ সাধক। ৪৭

এই কথাই গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ের শেষ কথা; এই কথার সারমর্ম হল গীতায় এই পর্যন্ত যে জ্ঞানযুক্ত নিষ্কাম কর্মযোগের বর্ণনা করা হয়েছে, তার সংগে ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তির নিবিড় সম্বন্ধ রয়েছে। গীতার পরবর্তী অধ্যায়সমূহে যে সকল বিষয় বর্ণিত হয়েছে এটাই তার মূল তত্ত্ব এবং এই তত্ত্বই অষ্টাদশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ ভক্তিমূলক উপসংহারে স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছে। (১৮।৬১-৬৬)।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের ভাবার্থ

এই ষষ্ঠ অধ্যায় অভ্যাসযোগে পাতঞ্জল যোগমার্গের কথা বর্ণনার সংগে অধ্যায়ের শেষে ভগবদ্ভক্তকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে সংক্ষেপে যোগমার্গের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এই অধ্যায়ে ধ্যানযোগের প্রক্রিয়া, ধ্যানযোগীর লক্ষণ প্রভৃতি সমস্ত কিছুকে কর্মযোগের সংগে সমন্বয় করে উপদেশ প্রসংগে সর্ব প্রথমে একথাই বলেছিলেন— কর্মত্যাগ করলেই সন্ন্যাসী বা যোগী হওয়া যায়না, কামনা ত্যাগই যোগের মূল কথা। অনাশ্রিত ভাবের কর্মকর্তাকেই যোগী ও সন্ন্যাসী বলে। যখন কোনো ব্যক্তি সমস্ত সঙ্কল্প ত্যাগ করে ইন্দ্রিয় ভোগ বর্জন পূর্বক অনাসক্ত হন, তখন তিনি যোগারূঢ় (যোগে আরোহণ) হলেন বলে জানতে হবে। যেহেতু ধ্যান যোগে আরোহণেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে নিষ্কাম কর্মযোগই সিদ্ধির কারণ। এবং যে ব্যক্তি যোগে আরূঢ় হয়েছেন তার পক্ষে চিত্তের সমতাই ব্রাহ্মীস্থিতি অর্থাৎ ঈশ্বরে নিশ্চলভাবে চিত্ত স্থাপন করা ব্যক্তি প্রশান্ত চিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, সুখ-দুঃখে সমভাবাপন্ন ও বিষয় বাসনায় অনাসক্ত হয়, এরূপ ব্যক্তিকেই যোগযুক্ত বলে। আসল কথা হল, সকল বিষয়ে সমচিত্ততা, সমদর্শনই যোগের শ্রেষ্ঠ ফল।

এই দুর্বার মনকে সংযত করার উপায় হল, নির্জন, পবিত্র স্থানে আসন স্থাপন করে ইন্দ্রিয় ক্রিয়া সংযম পূর্বক আত্মশুদ্ধির জন্য যোগাভ্যাস করা। প্রথমতঃ যোগ অভ্যাসের সময় আত্মশুদ্ধির জন্য যোগাভ্যাস করা। প্রথমত, যোগ অভ্যাসের সময় সকল প্রকার কামনা ত্যাগ করে মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় থেকে

দূর করতে হবে। ক্রমান্বয়ে ঈশ্বরার্পণা বুদ্ধির দ্বারা মনকে অন্তর্মুখী করে অন্য কোনো বিষয় চিন্তা করা থেকে বিরত রেখে, চিত্ত বৃত্তিকে নিরোধ করতে হবে। এই ভাবে চিত্ত বৃত্তি নিরোধ হলে আত্মসংস্থ হওয়া যাবে। তখন আত্মস্বরূপও প্রতিভাত হবে। এরূপ অবস্থা লাভ হলে যোগী ব্রহ্মানন্দস্বরূপ পরম শান্তি লাভ করেন। এরূপ যোগযুক্ত ব্যক্তি সর্বত্র সমদর্শন লাভ করে আত্মায় সর্বভূত এবং সর্বভূতে আত্মা দর্শন করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত অভ্যাসযোগের উপদেশ পাতঞ্জল যোগ দর্শনের যোগ মার্গের মত নয়। পাতঞ্জল যোগ দর্শনের মূল উদ্দেশ্য, চিত্তবৃত্তি নিরোধ করে আত্মসংস্থ ও আত্মারাম হয়ে নির্বাণ প্রাপ্তি হওয়া। পাতঞ্জল যোগ দর্শনের শেষ পুরুষার্থ কিন্তু গীতার যোগ মার্গের উপদেশ,– 'আত্মদর্শন'ই যোগের চরম ফল নয়। তিনি আত্মারাম হয়েও ভক্তিকে আশ্রয় করে ভাগবতোত্তম হন। এরূপ যোগবলে (ভগবানে ভক্তিযুক্ত হয়ে) অহং বুদ্ধি লুপ্ত হয়ে চিত্ত নির্মল হলে, সেই ভক্তই সমস্ত জগতে ভগবদ্ ভাব অর্থাৎ ভগবান পুরুষোত্তমকেই দর্শন করে থাকেন।

সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করে, বিশ্বপ্রেমে বিভোর হয়ে সর্ব জীবে কৃষ্ণ অধিষ্ঠান জেনে, সকল জীবের সেবা করেন। শ্রীভগবান বলেছেন,– 'যে ব্যক্তি সমস্ত জগতের হিতার্থে সমস্ত জীবের হিত সাধনে রত থাকেন তিনিই শ্রেষ্ঠতম।'

মন অত্যন্ত চঞ্চল। বায়ু নিরোধের চেয়েও একান্ত দুঃসাধ্য। কিন্তু দৃঢ় অভ্যাস ও তীব্র বৈরাগ্যের দ্বারাই চঞ্চল মনকে সংযত করা যায়। যদি কোনো ব্যক্তি পরম শ্রদ্ধার সংগে যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয়ে অন্য কোনো প্রমাদ দোষে যোগ-সিদ্ধি লাভে অসমর্থও হন তথাপি তার অধোগতি হয়না। কারণ শুভকর্মকারী ব্যক্তি কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হননা। এভাবে যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি যোগসিদ্ধি লাভ করতে না পারলেও পরজন্মে সদাচার সম্পন্ন ধনীর ঘরে নতুবা জ্ঞানবান যোগীগণের কুলে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্বজন্মের যোগাভ্যাসজনিত শুভ সংস্কার থাকার জন্য স্বভাবতই ঈশ্বর বুদ্ধিযুক্ত যোগমার্গে আকৃষ্ট হন। এরূপে ক্রমান্বয়ে তিনি যোগাভ্যাসের দ্বারা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে বহু জন্মের সাধনার পর সিদ্ধি লাভ করে পরম গতি প্রাপ্ত হন। 'ধর্ম কার্য সামান্য অনুষ্ঠান করলেও অনুষ্ঠান কর্তাকে সংসার মহাভয় থেকে পরিত্রাণ করেন।' (২।৪০

শ্লোক)। ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে কষ্টসাধ্য চান্দ্রায়নাদি ব্রতপরায়ণ তপস্বী, যাগ-যজ্ঞাদি কাম্যপরায়ণ কর্মী ও সাংখ্য জ্ঞানী সন্ন্যাসী প্রভৃতি সকলের চেয়ে যোগীকেই শ্রেষ্ঠ বলেছেন। অর্থাৎ যিনি নিষ্কামভাবে ফলাকাঙ্খা বর্জিত হয়ে ঈশ্বর বুদ্ধি যুক্ত হয়ে লোক রক্ষার্থে ঈশ্বর প্রীতিবোধে কর্ম সম্পাদন করেন তিনিই উপরিউক্ত তপস্বী। ইনি কাম্যকর্মী, সাংখ্যজ্ঞানী প্রভৃতি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যোগী। কিন্তু গীতায় এর পরেও একটি বিশেষ অবস্থার কথা বর্ণনা করে বলা হয়েছে— উক্ত যোগীগণের মধ্যে যিনি ভগবদ্ভক্ত তিনিই শ্রেষ্ঠতম। প্রকৃতপক্ষে গীতোক্ত যোগী আত্মজ্ঞানী নিষ্কাম কর্মীও পরম ভক্ত। পাতঞ্জল যোগ দর্শনের মত যোগ সমাধিতে মগ্ন থেকে তুষ্ণীং ভাব অবলম্বন করে নির্ব্বাণ প্রাপ্তিকেই একমাত্র কাম্য বলে মনে করেন না, অধিকন্তু যোগ সমাধির পরেও আত্মারাম যোগী হয়েও নিষ্কামভাবে সর্বভূতস্থিত ঈশ্বরকে ভজনা করেন- তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী, শ্রেষ্ঠকর্মী, শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও ভক্তোত্তম। আলোচ্য ষষ্ঠ অধ্যায়ের এটাই তাৎপর্য। এযেন ভাগবত ধর্মের সংগে যোগমার্গের অর্থাৎ ভক্তি রহস্যের সংগে সংগে রহস্যের, ওতঃপ্রোতভাবে বিমল অবিচ্ছেদ্দ মিলন।

যঃ সর্ব্বসাধন বিশিষ্ট মুবাচযোগম্।
তস্মাৎ স্বকীয়পদপঙ্কজভক্তিমার্গম্।
শ্রেষ্ঠং সুখং নিজমতং কৃপয়া জগাদ
তস্মৈ নমোঽস্তু গুরবেঽখিললোকগোপ্ত্রে।।

হে সামাজিকসব দামোদরী টীকায়ে কহিছা দুষ্কর দেখাইবে লাগি ভগবন্তে কর্মযোগে জ্ঞানক প্রথমে কহিলা। সুগম ভক্তিযোগ ইদানীক কহিবা। এতেকে ভগবন্তক কৃপালু জানি ভক্তি মার্গে সততে ভজা। ইদানীক ডাকি হরি বোল হরি।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
অভ্যাসযোগ নাম
ষষ্ঠোঽধ্যায়।

তথা কর্ম্মষটকঃ অথবা কর্ম্মপর্ব্বো নাম প্রথমো খণ্ডঃ।।

বিজ্ঞেয়মাত্মনস্তত্বং সংযোগং সমুদীরিতম্।
ভজনীয় মথেদানীমৈশ্বরং রূপমীর্য্যতে।।
কৃষ্ণভক্তৈরযত্নেন ব্রহ্মজ্ঞানমবাপ্যতে।
ইতি বিজ্ঞান যোগাখ্যে সপ্তমে সংপ্রকাশিতম্।।

আগের অধ্যায়ে ধ্যানের সংগে জ্ঞাতব্য আত্মতত্ব সম্যক প্রকারে উক্ত হয়েছে; এখানে (সপ্তম অধ্যায়ে) উপাস্য ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। যত্ন না করলেও শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণ কর্ত্তৃক যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়ে থাকে, এই কথাই সপ্তম অধ্যায়ের 'বিজ্ঞানযোগে' সম্যকরূপে প্রকাশিত হয়েছে। ইতি— শ্রীধরস্বামীকৃত গীতার্থ সংগ্রহ।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে।।

সপ্তমো অধ্যায়ঃ

জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু।।১

১। শ্রীভগবান উবাচ— হে পার্থ! ময়ি (আমাতে) আসক্তমনাঃ (আসক্তচিত্ত) মদাশ্রয়ঃ (আমার শরণাগত হয়ে) [তুমি] যোগং যুঞ্জন্ (যোগযুক্ত হয়ে) সমগ্রং মাং (সর্ব বিভূতিসম্পন্ন আমাকে) যথা অসংশয়ং জ্ঞাস্যসি (নিঃসংশয়রূপে জানতে পারবে) তৎ শৃণু (তাহা শ্রবণ কর)।

শ্রীভগবান বললেন,— হে পার্থ! তুমি আমাতে (পরমেশ্বরে) একান্ত আসক্ত চিত্ত এবং একমাত্র আমার শরণাগত হয়ে যোগযুক্ত হলে, যেভাবে আমার সমস্ত বিভূতি, বল ও ঐশ্বর্য প্রভৃতির সংগে আমাকে নিঃসংশয়ভাবে জানতে পারবে, তা শোনো। ১

নামঘোষাতে বলেছে—

"ভগবন্তদেব নিগদতি, শুনিও অর্জ্জুন কর্ণপাতি,
তোমাত কহওঁ পরম ইটো রহস্য।
ঐশ্বর্য্য বিভূতি বলে সমে, জানে মোক যিটো নরোত্তমে,
সিয়ো ভৈলা মোর ময়ো ভৈলো তার বশ্য।।"

সমগ্রং— বিভূতি, বল, ঐশ্বর্য প্রভৃতির সংগে আমার অব্যক্ত ও ব্যক্ত স্বরূপ ও আমার সগুণ, নির্গুণ, অবতার প্রভৃতি সমস্ত প্রকার রহস্যের বিষয়ে জানতে পারবে এই অভিপ্রায়ে 'সমগ্র' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

যোগ :— যোগ শব্দের অর্থ এখানে পাতঞ্জল উক্ত অষ্টাঙ্গ যোগ নয়,

এই যোগের অর্থ ভগবানে আত্ম সমর্পণ। অর্থাৎ ঈশ্বরে একান্ত শরণাগত হয়ে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হলে ভগবানের সগুণ নির্গুণ সমস্ত বিভূতি জানতে পারে, তার জন্য জ্ঞান বা কর্ম, অষ্টাঙ্গ যোগাদির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়না। এখানে যোগ শব্দের এটাই তাৎপর্য। গীতায় বহু স্থলে যোগ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা সকল স্থলেই অষ্টাঙ্গযোগের অর্থ গ্রহণ করলে ভুল হবে। অবশ্য ক্ষেত্র বিশেষে যোগ শব্দ অষ্টাঙ্গযোগকে লক্ষ্য করে বললেও তা ভক্তিবর্জিত শুষ্ক যোগমার্গের কথা নয়। গীতার বিশেষ তাৎপর্য হলো,– গীতোক্ত যোগী ভগবদ্ভক্তি যুক্তযোগী, গীতোক্ত জ্ঞানী ভগবদ্ভক্তিযুক্ত তত্ত্বজ্ঞানী, গীতোক্ত কর্মী ভগবদ্ভক্তি যুক্ত অনাসক্ত কর্ম্মী। সেজন্য গীতার ৯ম অধ্যায়ের ২২ শ্লোকে ভগবদ্ভক্তি বিমুখ কর্মী জ্ঞানী ও যোগীগণের নিন্দা করা হয়েছে। একই কারণে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৪৬।৪৭ শ্লোকে শ্রীভগবান কর্মী, জ্ঞানী, তপস্বী ও যোগীর চেয়ে ভগবদ্ভক্তকেই শ্রেষ্ঠ বলেছেন। এই অধ্যায়ে সেজন্য সর্বপ্রথম ভগবানের শরণাগতি যোগের কথা বলে পরবর্ত্তী অধ্যায়সমূহে তারই বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন।

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বানেহ ভূয়োঽন্যজ্‌ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে।। ২

২। অহং (আমি) তে (তোমাকে) সবিজ্ঞান ইদং জ্ঞানং (অনুভবের সংগে এই জ্ঞান) অশেষতঃ বক্ষ্যামি (অনেক প্রকারে বলবো) যৎ জ্ঞাত্বা (যা জেনে) ইহ (শ্রেয় বিষয়ে) ভূয়ঃ অন্যৎ (পুনঃ আর কিছু) জ্ঞাতব্যং ন অবশিষ্যতে (জানার বাকী থাকবেনা)।

আমি তোমাকে বিজ্ঞানসহ আমার স্বরূপ বিষয়ক জ্ঞান বিশেষরূপে বলছি, যা জানলে শ্রেয় মার্গে পুনরায় জানার আর কিছু বাকী থাকবেনা। ২

সবিজ্ঞানম্– অনুভবের সংগে। জ্ঞান বললে বুঝায় গুরুও শাস্ত্রোপদেশজনিত জ্ঞান। এই জ্ঞানের যখন অনুভব হয় তখন তাকে বলা হয় বিজ্ঞান। যে জ্ঞানে অনুভূতি নেই সেই জ্ঞানকে পরোক্ষ জ্ঞান বলে। যখন গুরুবাক্য ও শাস্ত্র উপদেশের তত্ত্বগুলি অনুভব হয়, তখন তাকে অপরোক্ষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান বলে। শ্রীভাগবতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, তদঙ্গ ও রহস্য এই চারটি তত্ত্বের বিষয়ে উল্লেখ আছে। শ্রীমন্ত শঙ্করদেব প্রচারিত একশরণ ধর্মেরও এটা মূলতত্ত্ব। বিজ্ঞান নতুবা অনুভূতির সংগে

জ্ঞান হলেই তখন গুরুবাক্য ও শাস্ত্র বাক্যের জ্ঞানের সার্থকতা হয়। অনুভূতি বা উপলব্ধি করতে হলে 'তদঙ্গ' অর্থাৎ সাধনার অঙ্গগুলির অনুষ্ঠান করতে হয়। তখনই নির্মল প্রেম বা রহস্য উদ্ভব হয়, যা ভাগবত ধর্মের মূল ভিত্তি স্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতের (২।৯।৩০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাংবেত্তিতত্ত্বতঃ।। ৩

৩। মনুষ্যাণাং সহস্রেষু (হাজার হাজার মানুষের মধ্যে) কশ্চিৎ (কোনো একজন হয়তো) সিদ্ধয়ে যততি (সিদ্ধিলাভের জন্য যত্ন করেন); যততাং অপি সিদ্ধানাং (অধ্যবসায়ী সিদ্ধ পুরুষগণের মধ্যেও) কশ্চিৎ (হাজারের মধ্যে হয়তো একজন) মাং তত্ত্বতঃ বেত্তি (আমাকে প্রকৃতরূপে জানতে পারেন)।

হাজার হাজার মানুষের মধ্যে হয়তো কোনো একজন আমার বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য যত্ন করে থাকেন, আবার যে সকল ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করে— সিদ্ধিলাভ করেছেন বলে মনে করেন, এরূপ হাজার মানুষের মধ্যে হয়তো একজনই আমার প্রকৃত স্বরূপ জানতে পারেন অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ জানতে সক্ষম হন। ৩

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খংমনোবুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।। ৪

৪। ভূমিঃ (পৃথিবী) আপঃ (জল) অনলঃ (অগ্নিতেজ) বায়ুঃ (বাতাস) খং (আকাশ) মনঃ, বুদ্ধিঃ, অহংকার এব চ ইতি ইয়ং মে (এই আমার) অষ্টধা ভিন্না প্রকৃতি (আঠপ্রকার বিভিন্ন প্রকৃতি)।

পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহংকার,— এভাবে আমার প্রকৃতি আটভাগে বিভক্ত হয়েছে। ৪

সাংখ্য-দর্শন বলেন— সংসার দুঃখময়, জীব তিন প্রকার দুঃখে দুঃখিত। এই তিন প্রকার দুঃখের নিবৃত্তই পরম পুরুষার্থ। এই দুঃখ নিবৃত্তির একমাত্র উপায় জ্ঞান। 'জ্ঞানান্মুক্তিঃ' (সাংখ্যসূত্র ৩২।৩) কিসের জ্ঞান? পচিশ তত্ত্বের জ্ঞান, প্রকৃতি ও পুরুষের পার্থক্য জ্ঞান। অর্থাৎ এই সৃষ্টি সংসার কি এবং এর সংগে আত্মার কি সম্বন্ধ— এই জ্ঞান। 'পচিশ তত্ত্ব' কি? তেইশ প্রকার

রূপান্তর বা পরিবর্ত্তনসহ মূল প্রকৃতি এবং পুরুষ; অথবা আঠ প্রকৃতি, ষোল রূপান্তর এবং পুরুষ। সত্বঃ, রজঃ, তমঃ এই তিনগুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি, প্রকৃতির বিকার বা রূপান্তর মহৎ তত্ত্ব, মহত্ত্বের বিকার, অহংকার, অহঙ্কারের বিকার পঞ্চতন্মাত্র— রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ও একাদশ ইন্দ্রিয় অর্থাৎ চোখ, কান, নাক, জিহ্বা, চামরা, হাত, পা, মুখ, মলদ্বার, মুত্রদ্বার ও মন; এই পঞ্চতন্মাত্রের বিকারেই পঞ্চমহাভূত। এই চব্বিশ তত্ত্ব ও পুরুষ, সমস্ত কিছু একত্রিত হয়ে পঞ্চবিংশতি বা পচিশ তত্ত্ব হয়। সাংখ্য যোগের এটাই মূল কথা। এখানে উল্লেখ করার মত কথা হল, জ্ঞানকেই মুক্তির দ্বার বলে সাংখ্যসূত্রে মত প্রকাশ করা হয়েছে। এজন্য নিরীশ্বর সাংখ্য ও ঈশ্বরবাদী বেদান্তাদি শাস্ত্রে বিশেষ প্রভেদ আছে। সাংখ্য মতে— প্রকৃতি ও পুরুষই মূল তত্ত্ব। এই মতানুসারে প্রকৃতির স্বভাবই পরিণাম, এজন্য একে 'প্রসবধর্মী' বলে। প্রকৃতি স্বয়ং জগৎ সৃষ্টি করেন-- সৃষ্টির কারণান্তর নেই। কিন্তু বেদান্তাদি শাস্ত্র বলেন— ঈশ্বর অধিষ্ঠানই প্রকৃতির সৃষ্টিরূপে পরিণামের প্রকৃত কারণ। (৯।১০ শ্লোক) (শ্রুতিও গীতার ১৪।৩ শ্লোকে উক্ত আছে) অতএব গীতা, সাংখ্যের পুরুষ প্রকৃতি ও তার পরিণামক্রম স্বীকার করেন সত্য; কিন্তু পুরুষ ও প্রকৃতিই যে মূলতত্ত্ব তা স্বীকার করেন না। গীতোক্ত মূল তত্ত্ব হল— পরমপুরুষ, পুরুষোত্তম বা পরমব্রহ্ম। পুরুষ ও প্রকৃতি পরম পুরুষের বিভাব। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই হয় প্রকৃতির সৃষ্টি। প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য নেই। নামঘোষায় আছে—

> "প্রকৃতি পুরুষ দুইরো নিয়ন্তা মাধব।
> সমস্তরে আত্মা হরি পরম বান্ধব।।"

পুরুষ ও প্রকৃতিই জগতের মূল কারণ নয়, একমাত্র পরম ব্রহ্মাই তার কারণের কারণ মহাকারণ।

> স্থাবর জঙ্গম সবে রূপ মাধবর।
> কৃষ্ণ বিনে আন নাহি জানা নৃপবর।।
> যত কৃষ্ণ কারণরো কারণ নিশ্চয়।
> এতেকেসে কৃষ্ণ বিনে বস্তু নাহি কয়।।

(রত্নাকর)

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ। ৫

৫। হে মহাবাহো। ইয়ং অপরা (এই অপরা প্রকৃতি), ইতঃ পরাং (এর চেয়েও শ্রেষ্ঠ) অন্যাং জীবভূতাং (অন্যরূপ জীবরূপা) মে প্রকৃতিং বিদ্ধি (আমার প্রকৃতি বলে জানবে) যয়া (যার দ্বারা) ইদং (এই) জগৎ ধার্য্যতে (জগৎ ধৃত হয়ে আছে)।

হে মহাবাহো। এই আঠ প্রকার প্রকৃতি 'অপরা' (জড় বলে নিকৃষ্টা); এ ছাড়াও অন্য এক জীব স্বরূপ আমার— 'পরা' প্রকৃতি আছে জানবে, যে প্রকৃতি এই জগতকে ধারণ করে আছে।

সাংখ্যের হল পুরুষ ও প্রকৃতি এবং গীতার হল পরা ও অপরা প্রকৃতি। সাংখ্যের পুরুষই গীতার পরা প্রকৃতি এবং সাংখ্যের প্রকৃতিই গীতার অপরা প্রকৃতি। সাংখ্যে পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়কেই অনাদি বলে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু বেদান্ত মতে ব্রহ্ম ও মায়াও গীতার মতে একমাত্র পরম ব্রহ্ম বা পুরুষোত্তম তত্ত্বকেই আদিরো অনাদি, অনাদিরো আদি, সমস্ত কারণের কারণ বলা হয়েছে। এবং গীতার মতে পুরুষোত্তম তত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণ (১৫।১৮ শ্লোক)। ব্রহ্মসংহিতায় আছে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্ব্বকারণ কারণম্।।

শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দই পরমেশ্বর। অনাদিরো আদি, সমস্ত কারণেরই কারণ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ।

ভাঃ— "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্‌স্বয়ম্।
ইন্দ্রারি ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে।।"
(১।৩।২৮)

সমস্ত অবতারেই পুরুষ রূপ শ্রীভগবানের অংশকলা সর্ববিলক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। এ অবতারগণই দৈত্যপীড়িত লোককে যুগে যুগে সুখী করেন।

এতদ্ যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।। ৬

৬। সর্ব্বানি ভূতানি (চেতনা, চেতনাত্মক ভূতসমূহ) এতৎ যোনীনি (এই দুই প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন) ইতি (ইহা) উপধারয় (ধারণা কর); অহং (আমি) কৃৎস্নস্য জগতঃ (সমগ্র জগতের) প্রভবঃ (উৎপত্তির কারণ) তথা প্রলয়ঃ (এবং প্রলয়েরও কারণ)।

সর্ব্বভূত, (স্থাবর-জঙ্গমাত্মক নিখিল জগৎ) এই উভয় প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন বলে জানবে। তার মধ্যে অপরা প্রকৃতি দেহরূপে পরিণত হয় এবং পরা প্রকৃতি চেতনাত্মক স্বরূপে দেহে প্রবেশ করে কর্ম্মানুসারে দেহাদি ধারণ করে। এই দুই প্রকৃতি আমার হতে জাত, তাই আমিই নিখিল জগতের উৎপত্তির ও সংহারের কারণ অর্থাৎ লয়ের কারণ। এজন্য আমিই প্রকৃতপক্ষে জগতেরও কারণ। ৬

গীতার মতে পরা এবং অপরা দুই প্রকৃতি। অপরা প্রকৃতি অচেতন এবং নিকৃষ্ট দেহাদিরূপে (ক্ষেত্ররূপে) পরিণামপ্রাপ্ত হয়; পরা প্রকৃতি চেতনা প্রকৃতি বা জীবচৈতন্য (ক্ষেত্রজ্ঞ) ভোক্তা রূপে দেহে প্রবেশ করে দেহাদি ধারণ করে রাখে। কিন্তু এই দুই প্রকৃতিই আমার চেয়ে ভিন্ন বা আমারই বিভাব অর্থাৎ আমাতেই উৎপন্ন, সুতরাং প্রকৃত পক্ষে আমিই জগতের কারণ। নামঘোষাতেও এই কথাই আছে— 'প্রকৃতি পুরুষ দুইরো নিয়ন্তা মাধব।'

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতংসূত্রে মণিগণা ইব।। ৭

৭। হে ধনঞ্জয়! মত্তঃ (আমার চেয়ে) পরতরং (শ্রেষ্ঠ) অন্যৎ কিঞ্চিৎ ন অস্তি (আর কিছুই নেই); সূত্রে মণিগনাইব (সুতায় গাঁথা মণিসমূহের মত) ময়ি ইদং সর্ব্বং (আমাতে এই সমস্ত জগৎ) প্রোতং (গ্রথিত, আশ্রিত আছে)।

হে ধনঞ্জয়! আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ পরমার্থতত্ত্ব অন্য কিছুই নেই; সুতায় গাঁথা মণিসমূহের মত সর্ব্বভূতের অধিষ্ঠান স্বরূপ সমস্ত জগৎ আমাতেই বর্তমান আছে অর্থাৎ আমাতে আশ্রয় করে আছে। ৭

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাঽস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু।। ৮

৮। হে কৌন্তেয়! অহং অপ্সু (জলমধ্যে আমি) রসঃ (রস), শশিসূর্য্যায়োঃ (চন্দ্র ও সূর্যে) প্রভা (আলো), সর্ব্ব বেদেষু (সকল বেদে) প্রণবঃ (ওঙ্কার), খে (আকাশে) শব্দঃ (শব্দ), নৃষু (মানুষের মধ্যে) পৌরুষং অস্মি (পৌরুষরূপে বিদ্যমান আছি)।

হে কৌন্তেয়! জলে আমি রস, চন্দ্রসূর্যে আমি প্রভা, সর্ববেদে ওঙ্কার, আকাশে আমি শব্দ এবং পুরুষের মধ্যে আমিই পৌরুষরূপে বিদ্যমান আছি।৮

পৌরুষং নৃষু— মানুষের মধ্যে পৌরুষ বা পুরুষাকার আমি। শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলেছেন— মানুষের মনুষ্যত্বের পৌরুষ আমিই। আমাহতেই মানুষের কর্ম করার শক্তি, উৎসাহ ও পুরুষাকারের উদ্ভব হয়। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল মানুষের শক্তি ঈশ্বরেরই শক্তি, সেজন্য শক্তিমানের গৌরব করবার মত কিছুই নেই। এই ভাব মনে থাকলে মানুষের আমিত্ব অভিমান লোপ পায়। দ্বিতীয় কথা হলো, ভগবান যখন আমার মধ্যেই শক্তিস্বরূপে বিরাজমান তখন আমি শক্তিহীন বা দুর্বল কিসে? তিনি তো পৌরুষ স্বরূপে আমার মধ্যেই আছেন, এই ভাবটি থাকলে আত্মশক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। অদৃষ্টবাদ সম্বন্ধে একটি ভুল ধারণা দূর হয়ে যায়। পূর্ব জন্মের কর্মফলের উপর নির্ভর করে কাপুরুষের মত বসে থাকলে চলবেনা। অবশ্যে জন্মান্তরবাদ বা অদৃষ্টবাদ হিন্দু ও জৈন ধর্মেও স্বীকার করেছে। তাই বলে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে পুরুষাকার থেকে বঞ্চিত হলে পর কালের কথা না-ই বা বললাম, ইহ কালের সমস্ত সুখ সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হতে হয়। পূর্বজন্মের পুরুষাকারের ফলই এই জন্মের অদৃষ্ট। এই জন্মের পুরুষাকারের যে ফল হবে, পরজন্মে তাকেই অদৃষ্ট স্বরূপে পাওয়া যাবে। এজন্য পুরুষাকার ব্যতীত অদৃষ্টের খণ্ডন হয়না। সেজন্য ঋষি বশিষ্ঠদেব বলেছিলেন,—

ন গন্তব্যমনুদ্যোগৈঃ সাম্যং পুরুষগর্দ্দভৈঃ।
উদ্যোগস্তু যথাশাস্ত্রং লোকদ্বিতয় সিদ্ধয়ে।।

"পুরুষের গর্দ্দভের মত অনুদ্যোগী হওয়া উচিত নয়। শাস্ত্রানুযায়ী উদ্যোগ ইহলোক ও পরলোক, উভয় লোকেরই উপকারী।"

সেজন্য চেষ্টা করে যখন কোনো কাজে সিদ্ধি লাভ ঘটে না, তখন বুঝতে হবে পূর্বজন্মের (প্রাক্তন) অশুভ কর্মফলের প্রাবল্য আছে; সেজন্য তা দূর করতে পুনঃ পুনঃ দৃঢ়ভাবে পুরুষার্থ প্রয়োগ করে কাজে অগ্রসর হতে হবে।

পরবর্তী শ্লোকে এই কথাটিরই যেন প্রতিধ্বনি হয়েছে—

"পরং পৌরুষমাশ্রিত্য দন্তৈর্দন্তান্ বিচূর্ণয়ন।
শুভেনাশুভমুদ্যুক্তং প্রাক্তনং পৌরুষং জয়েৎ।।"

— পৌরুষকে আশ্রয় করে দাঁতে দাঁতে ঘষ্‌তে ঘষ্‌তে অর্থাৎ বিপুল পৌরুষে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া। ঐহিক (এই জগতের) শুভ কর্মের দ্বারা পূর্বজন্মের (প্রাক্তন) অশুভ কর্মফল জয় করা। এ ছাড়া অন্য পথ নেই। এজন্য মহাবীর কর্ণকে সূতপুত্র (সারথির পুত্র, রথ চালকের পুত্র) বলে বিদ্রূপ করাতে কর্ণ উত্তরে বলেছিলেন—

"সূতো বা সূতপুত্রো বা যোবা কোবা ভবাম্যহং।
দৈবায়ত্তং কূলে জন্ম মদায়ত্তং হি পৌরুষং।।"

উচ্চ বংশ বা নীচ বংশে জন্ম লাভ দৈবায়ত্ত। কিন্তু পৌরুষ আমার আয়ত্ত। তোমরা আমার পৌরুষ কেমন তা দেখবে? এটাইতো প্রকৃত তেজের কথা। দুর্বলের একমাত্র মহামন্ত্র। একথা বিশ্বাস করে কর্মে অগ্রসর হলে, এজন্মে সিদ্ধিলাভ না হলেও পরজন্মে অবশ্যই অদৃষ্ট ফলস্বরূপে সেই সুকৃতির ফল লাভ হবেই। অর্থাৎ এই জন্মের চেষ্টা-যত্ন পরজন্মে অদৃষ্টরূপে ফল দিবে।

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু।। ৯

৯। (আমি) পৃথিব্যাংচ (পৃথিবীতে) পুণ্যঃ গন্ধঃ (পবিত্র গন্ধ), বিভাবসৌ চ (আগুনে) তেজঃ অস্মি (দীপ্তি হই) সর্ব্বভূতেষু (সকল প্রাণীতে) জীবনং (প্রাণ) তপস্বিষু চ (তপস্বিগণে) তপঃ অস্মি (তপ হই)।

আমি পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধ, অগ্নিতে দীপ্তি, সর্বভূতে জীবন এবং তপস্বী গণের তপঃ শক্তিরূপে বিরাজ করি। ৯

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাংবিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনা-মহম্।। ১০

১০। হে পার্থ! মাং (আমাকে) সর্ব্বভূতানাং (সমস্ত ভূতের) সনাতনং বীজং (নিত্য মূল কারণ) বিদ্ধি (জানবে), অহং (আমি) বুদ্ধিমতাং (বুদ্ধিমান দিগের) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি), তেজস্বিনাং চ (তেজস্বী গণেরও) তেজঃ অস্মি (তেজরূপে আছি)।

হে পার্থ! আমাকে সর্বভূতের সনাতন বীজ অর্থাৎ মূল কারণ বলে জানবে। আমিই বুদ্ধিমান গণের বুদ্ধি এবং তেজস্বীগণের তেজ স্বরূপ। ১০

বলং বলমতামস্মি কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মিভরতর্ষভ।। ১১

১১। হে ভারতর্ষভ! অহং (আমি) বলবতাং (বলবানদের) কামরাগবিবর্জ্জিতং বলং (কামরাগশূন্য বল), ভূতেষু (প্রাণীদের মধ্যে) ধর্ম্মবিরুদ্ধঃ (ধর্মের অবিরোধী) কামঃ (অভিলাষ) অস্মি (হই)।

হে ভরতর্ষভ! আমি বলবানদের কামরাগ বর্জিত বল অর্থাৎ স্বধর্মানুষ্ঠান সমর্থ সাত্ত্বিক বল এবং প্রাণীসমূহের ধর্মের অবিরোধী কাম অর্থাৎ দেহ ধারণাদির উপযোগী শাস্ত্রানুসারী বিষয়াভিলাষ। ১১

আমি বলাবনদের বল, সেই বল কিন্তু সাত্ত্বিক বল। এই বল বিষয়তৃষ্ণা ও বিষয়াসক্তি বর্জিত। আবার আমি প্রাণীগণের মধ্যে কামরূপে বিদ্যমান আছি, যে কাম ধর্মের অবিরোধী অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারী গার্হস্থ্যধর্মের অনুকূল, দেহ ধারণাদি বা স্ত্রী-পুত্রাদিতে অভিলাষী।

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি নত্বহং তেষু তে ময়ি।। ১২

১২। যে চ এব (যে সকল) সাত্ত্বিকাঃ (সত্ত্বগুণ প্রধান) রাজসাঃ (রজোগুণ প্রধান) তামসাঃ (তমোগুণ প্রধান) ভাবাঃ (ভাব) [আছে], তান্ (সেগুলিকে) মত্তঃ এব (আমাহতে উৎপন্ন) ইতি বিদ্ধি (বলে জানবে), তেষু (সেগুলিতে) অহং নতু (আমি নেই), তে ময়ি (তারাই আমাতে আছে)।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাবসমূহ আমাহতেই উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু আমি সেগুলিতে অবস্থিত নই। (অর্থাৎ জীবের মত সেগুলির অধীন নই) কিন্তু সে সমস্তই আমাতে অবস্থিত আছে (অর্থাৎ সেগুলি আমার অধীন)। ১২

সাত্ত্বিক ভাব— শম, দম (চিত্ত সংযমের অভ্যাস করা), জ্ঞান, বৈরাগ্যাদি (বিষয়ভোগে অনাসক্ত)।

রাজস ভাব— হর্ষ, দর্প, লোভাদি।

তামস ভাব— শোক, মোহ, নিদ্রা, আলস্য আদি।

উপরিউক্ত শ্লোকটির তাৎপর্য হল, সত্ত্ব, রজ এবং তম ভাবসমূহ ভগবান থেকে উৎপন্ন হলেও ভগবান ও জীবের মধ্যে পার্থক্য হলো, ভগবান কারো অধীন হন না কিন্তু সমস্ত জীবই তার অধীন। কারণ শ্রীভগবান সম, শান্ত, নির্বিকার ও নির্গুণ।

ত্রিভির্গুণময়ৈ র্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্।। ১৩

১৩। এভিঃ ত্রিভিঃ (এই তিন) গুণময়ৈঃ ভাবৈঃ (গুণময় ভাবের দ্বারা) মোহিতং (মোহিত) ইদং সর্ব্বং জগৎ (এই সমস্ত জগত) এভ্যঃ পরং (এই সকল ভাব থেকে শ্রেষ্ঠ, এর অতিরিক্ত) অব্যয়ং মাং (নির্বিকার আমাকে) ন অভিজানাতি (জানতে পারেনা)।

এই ত্রিবিধ গুণময় ভাবের দ্বারা সমস্ত জগৎ মোহিত হয়ে আছে, এই সকলের অতীত অক্ষয়-আনন্দ স্বরূপ আমাকে স্বরূপতঃ (প্রকৃতার্থে) জানতে পারেনা। ১৩

তুমি মাত্র শুদ্ধ, তুমি সি সর্ব্বজ্ঞ নির্ব্বিকার ভগবন্ত।
তিনিও গুণর তুমিসি ঈশ্বর তোমার নাহিকে অন্ত।।
অতি অজ্ঞ জীব বিকার পরম অশুদ্ধঅতি হোয়য়।
ভৈল ভাগ্যহীন গুণর অধীন জীবে একো নেদেখয়।।

(ভক্তি রত্নাকর)

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাংতরন্তিতে।। ১৪

১৪। এষা (এই) গুণময়ী (ত্রিগুণাত্মিকা) দৈবী (অলৌকিক) মম মায়াহি দুরত্যয়া (আমার মায়া নিতান্তই দুস্তরা (পার হওয়া দুঃসাধ্য এমন), যে (যারা) মাম্ এব (আমাকেই) প্রপদ্যন্তে (আশ্রয় করে, ভজনা করে) তে (তারা) এতাং মায়াং তরন্তি (এই মায়া থেকে উত্তীর্ণ হয়)।

ত্রিগুণাত্মিকা অলৌকিক আমার এই মায়া নিতান্ত দুস্তরা। যারা একমাত্র আমারই শরণাগত হয়ে আমার ভজনা করেন, তারাই কেবলমাত্র এই সুদুস্তরা মায়া থেকে উত্তীর্ণ হতে পারেন। ১৪

মায়াতত্ত্ব— ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকেই মায়া বলে। সাংখ্য দর্শনে যাকে প্রকৃতি বলে, বেদান্ত তাকেই মায়া, অবিদ্যা বা অজ্ঞান বলে। কোনো কোনো শাস্ত্রে একেই আবার মহামায়া আদ্যাশক্তি, দুর্গা, কালী ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত করা হয়। এর রহস্য সুদুস্তরা ও দুর্বোধ্য।

ব্রহ্মের স্বরূপ তত্ত্ব সম্বন্ধে যেমন নানারকম মতভেদ আছে, তেমনি উপাস্য, উপাসনা প্রণালীতেও নানারকম প্রার্থক্য বর্ত্তমান। তদ্রূপ— প্রকৃতি বা মায়ার স্বরূপ সম্বন্ধেও নানা মতভেদ আছে। বেদান্ত, ভক্তিশাস্ত্র ও তন্ত্রশাস্ত্রসমূহে ভিন্ন ভিন্নভাবে মায়ার স্বরূপ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতের ২।৯।৩৩ শ্লোকে মায়াতত্ত্বের স্বরূপ বুঝাতে গিয়ে শ্রীনারায়ণ বলেছিলেন,—

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েথন প্রতীয়েৎ চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথাতমঃ।।

যেভাবে চন্দ্র সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্মান পদার্থের প্রতিবিম্ব এবং অন্ধকার, চন্দ্র সূর্য্যাদি থেকে দূর দেশে চোখের দ্বারা প্রতীতি হয় অথচ চন্দ্র সূর্য্যাদি না থাকলে সেগুলির নিজস্ব কোনো অস্তিত্ব থাকেনা, তেমনি আমাতে বহির্মুখ ব্যক্তিগণ আমাকে না বুঝে যাকে বুঝে এবং আমাকে বুঝলে যাকে বুঝা যায়না এবং আমার সম্বন্ধ ব্যতীত যার অস্তিত্ব থাকেনা, সেই বস্তুই আমার মায়া। অর্থাৎ—

শ্রীভগবান মায়া নিরূপণ সম্বন্ধে ব্রহ্মাকে বলেছিলেন— পরম পুরুষার্থভূত

অর্থাৎ সত্যবস্তু, আমাকে ছাড়াই যার প্রতীতি হয়, আমার আশ্রয় ব্যতিরেকে যার সত্ত্ব প্রতীতি অসম্ভব, তাকেই আমার মায়া বলে জানবে। এই মায়ার স্বরূপ আভা এবং অন্ধকার সদৃশ। আভা স্থানীয় মায়ার নাম 'জীবমায়া' এবং অন্ধকার স্থানীয় মায়ার নাম 'গুণ মায়া'।

নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য বস্তু। এইযে, দৃশ্যমান প্রপঞ্চ জগৎ প্রকৃতির পরিণাম, ইহা অসৎ, অবস্তু এবং পারমার্থিক সত্ত্বাহীন। অব্যক্ত নির্গুণ পরম ব্রহ্মই দৃশ্যজগৎ রূপে প্রতীয়মান হয়ে থাকে। রজ্জুতে ঈষৎ অন্ধকার পড়লে যেমন তাকে সর্প-ভ্রম বলে প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ পরম ব্রহ্মার উপরেও একটা মায়ার আবরণ পড়ায় তাকে দৃশ্য জগৎ বলে ভ্রম হয়। অন্ধকার দূর হলে যেভাবে সর্প-ভ্রম দূরীভূত হয় এবং তখন জ্ঞান হয় যে এটি রজ্জু মাত্র সেই রকম পরম ব্রহ্মের উপরে আচ্ছাদিত আবরণ অপসৃত বা দূর হলে জগৎ সম্পর্কীয় ভ্রমও দূর হয়, তখন জ্ঞান হয় যে এই সমস্তই ব্রহ্ম।

'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'— শ্রুতি।
'ইদং বিষ্ণুময়ং জগৎ'— বিষ্ণু পুরাণ।
'বাসুদেব সর্ব্বমিতি'— শ্রীগীতা।

পরম ব্রহ্মের এই আচ্ছাদন বা উপাধিকে মায়া বা অজ্ঞান বলে। এজন্য এই জগৎ, সংসার মায়ার বিস্তার বা বিকাশ মাত্র। ব্রহ্ম সত্য, মিথ্যা জগৎ সংসার ভ্রম মাত্র। এই সংসার মূলীভূত, সাংখ্যের যে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, এটাই অদ্বৈতবাদী বেদান্তের গুণময়ী মায়া বা অজ্ঞান। এই মায়ার স্বরূপ প্রকৃতপক্ষে অচিন্ত্য এবং অনির্ব্বাচ্য। বেদান্তসারে মায়ার লক্ষণ এইভাবে বর্ণিত হয়েছে—

'সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি ভাব রূপং যৎকিঞ্চিৎ।' এর তিনকালে অস্তিত্ব নেই, জ্ঞান হলে অজ্ঞান থাকেনা। তখনই একে মিথ্যা মনে হয়। এজন্য একে সৎ বলা যায়না। আবার একে একেবারে আত্যন্তিক অবস্তু বা অসৎও বলা যায়না। কেননা ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জগৎ সংসার মিথ্যা নয়, কি একটা যেন আছে বলে সকলেই অনুভব করেন, অধিকন্তু অনেকেই আবার মায়াকে ব্রহ্মেরই শক্তি বলে মনে করে থাকেন। তাহলে মায়াকে কি ভাবে অসৎ, অবস্তু বলা যায়? এজন্য মায়া সৎও নয়, অসৎও নয়— অনির্ব্বচনীয়

কিছু একটা। মায়া ত্রিগুণাত্মিকা সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রৈগুণ্যময়। মায়া জ্ঞান বিরোধী, কেননা অজ্ঞান বা মায়ার দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে।

'ভাবরূপং' বলার তাৎপর্য হলো— মায়া অজ্ঞান, অভাব পদার্থ যা শূন্যবাচক নয়। অবশ্য ভাব পদার্থ হলেও ব্রহ্মপদার্থের মত পারমার্থিক সত্তা নয়। এজন্য 'যৎকিঞ্চিৎ' বলা হয়েছে। সে যাই হৌক, মায়া যে ঈশ্বরের শক্তি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই মায়া অবস্তু, মিথ্যা, অসৎ নয় অন্য কিছু একটা। শাস্ত্রে মায়াকে তিন ভাগে ভাগ করে বর্ণনা করা হয়েছে। বহিরঙ্গ, অন্তরঙ্গ ও তটস্থা। ভাগবতে যোগমায়া ও মায়ার উল্লেখ আছে। প্রাচীন টীকাকারগণ যোগমায়া ও মায়া শব্দের অর্থ বিশেষরূপে পৃথকভাবে বুঝিয়ে দেননি। বর্ত্তমান বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে একমাত্র শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণই মায়া এবং যোগমায়াকে পৃথক পৃথকভাবে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভংগীর দ্বারা বুঝিয়ে দিয়েছেন। আগেই বলা হয়েছে যে, মায়া, যোগমায়া, দুর্গা, কালী, মহামায়া, আদ্যাশক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন শব্দগুলি এক বস্তু সম্বন্ধে প্রযুক্ত হলেও সেই বস্তু তত্ত্বটি যে সকলেই একইভাবে গ্রহণ করেননা তা বুঝতে কারোও অসুবিধা হয়না। যেমন একজন স্ত্রীলোকরূপ এক বস্তুকে লক্ষ্য করে সংসারে মা, স্ত্রী, বোন, কন্যা প্রভৃতি বিভিন্ন সম্বন্ধে বিভিন্ন ভাবের প্রতীতি হয়, তদ্রূপ একমাত্র ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিই যোগমায়া, মহামায়া, বিদ্যামায়া, অবিদ্যামায়া নানাভাবে মূল শক্তিরই ভিন্ন ভিন্নভাবে ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি হয়।

আসামের বৈষ্ণব সম্প্রদায়গণ 'মায়া' শব্দ প্রাচীন টীকাকারগণের মতাবলম্বী হয়েই ব্যবহার করেছিলেন বলে মনে হয়। ভাগবত এবং গীতা গ্রন্থের বহু স্থলে মায়া শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এবং সে মায়া শব্দের অর্থ এরূপ নয় যে তা একেবারেই মিথ্যা, অসৎ ও অবস্তু। (ভাঃ ১০।১৪।৫৫) (গীতা ৭।৬, ৪।৬)। বস্তুত, মায়া শব্দের অর্থ ভগবানের এক অচিন্ত্য শক্তি। যে শক্তি প্রভাবে সত্য বস্তুকে যথাযথ প্রকাশ না করে তাতে কল্পিত অন্য কোনো বস্তুর প্রতীতি জন্মে, তাই ঈশ্বরের মায়া যেমন রজ্জুতে সর্প-ভ্রম, শুক্তিতে রজত-ভ্রম। যে শক্তির বলে প্রকৃত রজ্জুতে অপ্রকৃত সর্প-ভ্রম হয়েছিল এবং প্রকৃত শুক্তিতে রূপার ভ্রম ঘটেছিল সেই শক্তিকেই মায়া বলে।

পরমার্থ জ্ঞান বা অপরোক্ষ অনুভূতিপক্ষে মায়া কখনও অনুকূলাও প্রতিকূলা হয়। জ্ঞান ও বিজ্ঞান সাধিত হলে যোগমায়ার অধিকার এবং যে পর্যন্ত জীবের

ঈশ্বর জ্ঞান হয়না সেই পর্যন্ত মায়ার অধিকার। এজন্য মায়ার দু প্রকার প্রতিকূলা ও অনুকূলা বৃত্তি আছে। যে শক্তির প্রভাবে প্রত্যেক সত্য বস্তুর স্বরূপ প্রতীতি হয় তার উপর মিথ্যা আরোপিত কোনো পদার্থের অনুভূতি হয় না, সেটিই মায়ার অনুকূলা এবং জীবের মুক্তিদায়িনী বৃত্তি। আবার যে শক্তির প্রভাবে প্রকৃত বস্তুর প্রতীতি না হয়ে সর্প-ভ্রমের মত আরোপিত অপ্রাকৃত বস্তুর উপলব্ধি হয়, সেটিই জীবের প্রতিকূল মায়া ও বন্ধনকারিনী বৃত্তি। একে বিদ্যা মায়া ও অবিদ্যা মায়াও বলা হয়।

বিদ্যা বৃত্তির দ্বারা জীবের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি হয় এবং অবিদ্যা বৃত্তির দ্বারা জীব আপন স্বরূপ ভুলে গিয়ে নানারূপ দুর্গতি ভোগ করে থাকে। আবরণী সর্ব সম্পাদিনী শক্তিই মায়া। এই মায়াই ভগবানের অন্তরঙ্গ শক্তি, যোগমায়া বলে অভিহিত হয়। কারণ মায়া নিবৃত্তি নাহলে যদি যোগমায়ার উদয় না হয়, নতুবা অবিদ্যা বিনাশ না হলে যদি বিদ্যার উদয় না হয় এবং সেজন্য যদি শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের লীলাও অনুভূত না হয় তবে ভগবানের সেই অন্তরঙ্গ শক্তিকে যোগমায়ারই বিদ্যা অবিদ্যা মায়া অংশ বলে জানতে হবে। অর্থাৎ যোগমায়া থেকেই এর উৎপত্তি হয়। আবরণ ও বিক্ষেপ নতুবা মুক্তি স্বরূপত অবিদ্যা; এবং বিদ্যাশক্তিও প্রকৃতার্থে যোগমায়ারই কার্য। যে ব্যক্তি ঈশ্বরে একান্ত শরণাগত হয়ে ভগবানকে ভজনা করেন, যোগমায়াই বিকট বেশ ধারণ করে প্রতিকূলা বৃত্তি হয়ে তাকে নানারকম দুর্গতি ভোগ করান। এই বিষয়ে ভক্তিশাস্ত্রে আছে—

"হরি পদসেবা নকরে নিমিত্তে মায়াই বান্ধি ফুরায়।
তাবত মায়াক নতরে হরিত শরণ নলয় যায়ে।।"

(নামঘোষা)

নুফুরে সদা হরিগুণ গায়া,
জানিবা মোহিলে হরির মায়া।।
হরি কীর্ত্তনত নিদিলে চিত্ত।
সিটো ভাগ্যশূণ্য হৈলা বঞ্চিত।। (কীর্ত্তনঘোষা)

তোমাত বিমুখ হরি, হৈবাক দেখিয়া মায়া
মোর মতি করিলে মোহিত।
এবে হরি তযুপদ সেবাত যিমতে রও
সেহি কৃপা করিতে উচিত।।

(নামঘোষা)

"নিত্যকৃষ্ণদাস জীব ইহা ভুলি গেল।
অতএব মায়া তারে গলায় বান্ধিল।।"

(চৈঃ চঃ)

"তুমি নিত্য নিরঞ্জন নারায়ণ,
আমি অংশ তোমার।
তযু সেবা চোর, জানি মহামায়া,
মোহিলে মন আমার।।"

(নামঘোষা)

"কৃষ্ণ ভুলি জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ।।"[২]

(চৈঃ চঃ)

কৃষ্ণ-বহির্মুখ জীবকে ভগবানের মায়াই নানারকম দুর্গতি ভোগ করান, তাই সেই মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হলো ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ অর্থাৎ শরণাগতি।

'রত্নাকরে' বলেছেন—

যাহার মায়াত এতেক অনর্থ ভজুক হেন মুরারি।
একচিত্ত হুয়া কৃষ্ণত করিব ভকতি অব্যভিচারী।।.....
কৃষ্ণ পায়ে একশরণ পশিয়া, হরিত করি ভকতি।
অতি অজ্ঞানীয়ো অনায়াসে লভে দুর্ল্লভ পরমগতি।।

এই আলোচ্য ৭।১৪ শ্লোকে শ্রীভগবান এই কথাই স্পষ্ট করে বললেন যে, আমার এই মায়া সুদুস্তরা। একান্তভাবে শরণাগত না হলে মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার অন্য কোনো পথ নেই। শ্রীমাধবদেব তাঁর রচিত নামঘোষার পদে তাই বলেছেন–

"হে কৃষ্ণ! যতজীব নিত্য তিনিতাপে হুয়া সিক্ত,
দুর্ঘোর সংসার তাপত পরি আছয়।
তযুপদ স্বেতছত্র প্রায়, আতে বর্ষিবে সর্বদায়,
তার ছায়া বিনে নেদেখো আর আশ্রয়।।"

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়া প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াঽপহৃত জ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ।। ১৫

১৫। দুষ্কৃতিনং (পাপ পরায়ণ) মূঢ়া (বিবেকহীন) নরাধমাঃ (নরাধমগণ) মায়য়া অপহৃতজ্ঞানাঃ (মায়ার দ্বারা হতজ্ঞান হয়ে) আসুরং ভাবং আশ্রিতাঃ (অসুর স্বভাব প্রাপ্ত হয়ে) মাং ন প্রপদ্যন্তে (আমাকে ভজনা করেনা)।

পাপকর্ম পরায়ণ, বিবেকহীন নরাধমগণ মায়ার দ্বারা হতজ্ঞান হয়ে, অসুর স্বভাব প্রাপ্ত হয়ে আমাকে ভজনা করেনা। ১৫

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।। ১৬

১৬। হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন! আর্ত্তঃ (রোগাদি ক্লিষ্ট, বিপন্ন) জিজ্ঞাসুঃ (জ্ঞানলাভে ইচ্ছুক) অর্থার্থী (ইহকাল বা পরকালের সুখাকাঙ্ক্ষী) জ্ঞানী চ (এবং জ্ঞানী) [এই] চুতুর্ব্বিধা (চার প্রকার) সুকৃতিনঃ (পুণ্যাত্মা) জনাঃ (পুরুষগণ) মাং ভজন্তে (আমাকে ভজনা করেন)।

হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন! আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী এই চার রকমের সুকৃতিশালী ব্যক্তি আমাকে ভজনা করেন। ১৬

চার রকমের ভক্ত— আর্ত্ত-রোগাদিতে ক্লিষ্ট কিংবা অন্যরূপে বিপন্ন, যেমন-কুরুসভায় দ্রৌপদী।

জিজ্ঞাসু— অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভেচ্ছু, যেমন— মুকুন্দ, জনকাদি। অর্থার্থী— ইহকাল বা পরকালের সুখভোগ লাভের জন্য ভজনাকারী; যেমন- সুগ্রীব, বিভীষণ, ধ্রুব ইত্যাদি।

জ্ঞানী— তত্ত্বদর্শী, ভগবানের তত্ত্বতঃ যারা জেনেছেন; যেমন— প্রহ্লাদ, সুকদেব, সনক ইত্যাদি।

এই চার রকমের ভক্তের মধ্যে প্রথম তিন রকমের ভক্ত সকামী। ব্রজগোপিকাদি নিষ্কাম প্রেমিক ভক্ত।

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়োহি জ্ঞানীনোঽত্যর্থমহং স চ মমপ্রিয়ঃ।। ১৭

১৭। তেষাং (তাদের মধ্যে) নিত্যযুক্ত (সর্বদা আমাতে সমাহিত চিত্ত) একভক্তিঃ (একমাত্র আমাতে ভক্তিমান) জ্ঞানী বিশিষ্যতে (শ্রেষ্ঠ হন) অহংহি জ্ঞানিনঃ (আমি জ্ঞানীর) অত্যর্থং প্রিয়ং (অতীব প্রিয়) স চমে প্রিয়ঃ (তিনিও আমার প্রিয়)।

এদের মধ্যে জ্ঞানী ভক্তই শ্রেষ্ঠ, তিনি সর্বদা আমাতেই যুক্ত চিত্ত এবং আমাতেই ভক্তিমান। আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় এবং তিনিও আমার অত্যন্ত প্রিয়।১৭

সকাম ভক্তগণ নিত্যযুক্ত হতে পারেননা। তারা কখনও ঈশ্বর ভজনা করেন এবং কখনও সংসার ভজনা করেন। আবার তারাই ইহকাল পরকালের সুখার্থী বলে এক ভক্তি অর্থাৎ একমাত্র ভগবানে একনিষ্ঠ হতে পারেননা। তারা ধনাদি লাভের জন্য অন্যান্য দেবতাও ভজনা করে থাকেন। এজন্য জ্ঞানী ভক্তই শ্রেষ্ঠ। তবে কি সকাম ভক্তগণ সদ্‌গতি লাভ করেন না? তারা যে তোমার প্রিয় নন এরূপ নয়, তারাও শ্রেষ্ঠ। পরবর্ত্তী শ্লোকাদি দ্রষ্টব্য।

'নামঘোষায়' আছে—

কৃষ্ণ নাম সদা কীর্ত্তন করয় যিটো
মনে ছয় করিয়া নিশ্চয়।
নিষ্কাম হৌক বা যদি সকাম হোওয়
তাক কদাচিতো কলি নবাধয়।।

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানীত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্।। ১৮

১৮। এতে (এরা) সর্ব্বে এব (সকলেই) উদারঃ (শ্রেষ্ঠ, মহান) তু (কিন্তু) জ্ঞানী মে আত্মা ইব (জ্ঞানী আমার আত্মাস্বরূপ) মতং (এটাই আমার মত), হি (যেহেতু) যুক্তাত্মা সঃ (মদ্‌গত চিত্ত সেই জ্ঞানী) অনুত্তমাংগতি (সর্ব্বোত্তম গতিস্বরূপ) মাম্ এব (আমাকেই) আস্থিতঃ (আশ্রয় করে থাকেন)।

এই চার রকম ভক্তই মহান (আমাকে পাবার যোগ্য)। কিন্তু জ্ঞানী আমার আত্মস্বরূপ, এটাই আমার মত; যেহেতু মৎচিত্ত সে জ্ঞানীর সর্বোৎকৃষ্ট গতিস্বরূপ আমি, তিনি আমাকেই আশ্রয় করে থাকেন। ১৮

সকাম ভক্তগণ কাম্যবস্তু লাভার্থেই আমার ভজনা করে থাকেন। কাম্য বস্তুও তাদের প্রিয়, আমিও তাদের প্রিয়। কিন্তু আমাকে ছাড়া জ্ঞানীর অন্য কাম্যবস্তু নেই। আমিই তার একমাত্র গতি, সুহৃদ ও আশ্রয়। (মহাভা. শান্তি ৩৪১, ৩৩-৩৫)। আমি তার আত্মস্বরূপ, এজন্য তিনিও আমার আত্মস্বরূপ। কেননা, যে ভক্ত আমাকে যে রূপ প্রীতি করেন, আমিও তাকে তদ্রূপ প্রীতি করি। কীর্ত্তন ঘোষায় আছে—

ভকত জনেসে মোর হৃদয়।
মইও ভকতর হিয়া নিশ্চয়।।
মোতবিনে ভকতে নিচিন্তে আন।
ভকত বিনে মোর নাই ধ্যান।।

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।।১৯

১৯। বহূনাং জন্মনাং অন্তে (বহুজন্মের পর) বাসুদেবঃ সর্ব্বম্ ইতি জ্ঞানবান্ (বাসুদেবই সমস্ত, এইজ্ঞান লাভ করে) [ভক্ত] মাং প্রপদ্যতে (আমাকেই পান) সঃ মহাত্মা সুদুর্লভঃ (তদ্রূপ মহাত্মা সুদুর্লভ)।

জ্ঞানী ভক্ত বহু জন্মের পর— "বাসুদেবই সমস্ত" এরূপ জ্ঞান লাভ করে

আমাকে পান, এরূপ মহাত্মা অতি দুর্লভ। ১৯

বাসুদেব— যিনি সারা বিশ্বে ব্যাপ্ত রয়েছেন, যিনি সর্বভূতে বাস করেন, তিনিই বাসুদেব।

"বাসুদেবময় মাত্র সকল জগত ইটো পুরুষার্থ জানিবা জ্ঞানীর।
বাসুদেবময় মাত্র দেখয় জগত ইটো বিধির কিঙ্কর গুহে তেবে।।"

কিন্তু গীতার জ্ঞানী কেবলমাত্র জ্ঞানীই নন, একশরণীয় ভগবদ্ভক্তও বটে। এজন্য শ্রীভগবান জ্ঞানীকে প্রিয় ভক্ত বলে অভিহিত করেছেন।

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্য দেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া।। ২০

২০। তৈঃ তৈঃ (নানাবিধ, যেমন স্ত্রী, পুত্র, ধন, যশস্যাদি) কামৈঃ (কামনার দ্বারা) হৃত জ্ঞানাঃ (অপহৃত জ্ঞান, ব্যক্তিগণ) তং তং নিয়মং (সেই সেই বিহিত নিয়ম) আস্থায় (আশ্রয়পূর্বক) স্বয়ং প্রকৃত্যা (নিজস্বভাবের দ্বারা) নিয়তাঃ (বশীভূত হয়ে) অন্য দেবতাঃ প্রপদ্যন্তে (অন্য দেবতার ভজনা করে থাকেন)।

(স্ত্রী, পুত্র, ধন, মানাদি বিবিধ) কামনার দ্বারা যাদের বিবেক অপহৃত হয়েছে তারা নিজ নিজ কামনা কলুষিত স্বভাবের বশবর্তী হয়ে ক্ষুদ্র দেবতাগণের আরাধনার (ব্রত উপাসনাদির) যে সমস্ত নিয়ম আছে সেগুলি পালন করে অন্য দেবতার ভজনা করে থাকেন। (আমাকে ভজনা করেননা)। ২০

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেববিদধাম্যহম্।। ২১

২১। যঃ যঃ ভক্ত (যে যে ভক্ত) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে) যাং যাং তনুং (যে যে দেবমূর্ত্তি) অর্চ্চিতুম ইচ্ছতি (অর্চ্চনা করতে ইচ্ছুক) তস্য তস্য (সেই সেই ভক্তের) তামেব (সেই দেবমূর্ত্তি বিষয়ক) অচলাং শ্রদ্ধাং (অচলা শ্রদ্ধা) অহং বিদধামি (আমি বিধান করি)।

যে যে সকাম ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হয়ে শ্রদ্ধার সংগে যে যে দেবমূর্ত্তি অর্চ্চনা করতে ইচ্ছা করেন, আমি (অন্তর্যামীরূপে) সেই সমস্ত ভক্তের সেই সেই দেবমূর্ত্তিতে

ভক্তি অচলা করে দিই। ২১

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হিতান্।। ২২

২২। সঃ (সেই সকাম দেবোপাসক) তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ (সেই শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে) তস্যাঃ (সেই দেবতার) আরাধনম্ ঈহতে (আরাধনা করে থাকে); ততঃ (সে দেবতার কাছ থেকে) ময়া এব (আমার দ্বারা) বিহিতান্ (বিহিত) তান্ কামান্ (সেই কাম্যবস্তুসমূহ) হি লভতে (নিশ্চয় লাভ করে থাকে)।

সেই সকাম দেবোপাসক শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে সেই দেবমূর্ত্তির অর্চ্চনা করে থাকে এবং সেই দেবতার নিকট থেকে আপনার কাম্যবস্তু লাভ করে থাকে, সেই সকল আমার দ্বারাই বিহিত (অর্থাৎ সেই সকল দেবতা আমারই স্বরূপ এবং আমার অধীন)। ২২

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি।। ২৩

২৩। তু (কিন্তু) অল্পমেধসাং (অল্পবুদ্ধি) তেষাং (সেই ব্যক্তিগণের) তৎফলম্ (সেই ফল) অন্তবৎ ভবতি (বিনাশী, নশ্বর হয়); হি (যেহেতু) দেবযজঃ (দেবোপাসকগণ) দেবান্ যান্তি (দেবতাগণকে পায়) মদ্ভক্তাঃ (আমার ভক্তগণ) মাং অপি যান্তি (আমাকেই পায়)।

কিন্তু অল্পবুদ্ধি সেই দেবোপাসকগণের আরাধনালব্ধ ফল বিনাশশীল; দেবোপাসকগণ দেবলোক প্রাপ্ত হন এবং আমার ভক্তগণ জন্ম-মৃত্যু শূন্য পরমানন্দস্বরূপ আমাকেই প্রাপ্ত হন। ২৩

দেবতা আরাধনার ফল বিনাশশীল, নিত্য নয়। আমার ভক্ত আমাকেই পায়, জন্ম-মৃত্যুও অতিক্রম করে। এজন্য দেবোপাসকগণ অল্পবুদ্ধি, আমার পরমস্বরূপ না বুঝে, সেইসকল সাধারণ মানুষ আমাকে মানুষ বলে জ্ঞান করে।

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্।। ২৪

২৪। অল্পবুদ্ধয়ঃ (অল্পবুদ্ধি, জ্ঞানহীনগণ) মম (আমার) অব্যয়ং (নিত্য, অক্ষয়) অনুত্তমং (সর্বোৎকৃষ্ঠ) পরং ভাবং (পরম স্বরূপ) অজানন্তঃ (না জেনে) অব্যক্তং মাং (অব্যক্ত স্বরূপ, প্রপঞ্চাতীত আমাকে) ব্যক্তিং আপন্নং (সাকারভাবে প্রাকৃত মনুষ্যাদি ভাব প্রাপ্ত) মন্যন্তে (মনে করে)।

অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ আমার নিত্য সর্বোৎকৃষ্ট পরম স্বরূপ না জানায়, মায়াতীত আমাকে প্রাকৃত মানুষের মত ব্যক্তিভাবাপন্ন বলে মনে করে। ২৪

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং— মায়াতীত আমাকে ব্যক্তি ভাবাপন্ন অর্থাৎ মানুষ, মাছ, কচ্ছপ ভাব প্রাপ্ত বলে মনে করে। কিন্তু লীলাবশতঃ আমি মানুষ ভাব গ্রহন করলেও আমার অব্যয় স্বরূপের যে ব্যতিক্রম হয়না, এই কথা বুঝতে পারেনা। যিনি অব্যক্ত, নিরাকার, নির্ব্বিকার, নির্ব্বিশেষ, তিনিই লীলাবশতঃ ব্যক্ত হয়ে সবিশেষ সাকার রূপ ধারণ করেন এটাই হল অবতার। অব্যক্ত স্বরূপে যিনি অবতারী, ব্যক্ত স্বরূপে তিনিই অবতার। শ্রীশ্রীশুকদেব 'অবতার-তত্ত্ব' বর্ণনা প্রসংগে বলেছিলেন, যথা—

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া।।

(ভাঃ ১০।১৪।৫৫)

শ্রীশুকদেব বললেন— হে রাজন। এই কৃষ্ণকে অখিল আত্মার আত্মা বলে জানবেন, তিনি জগতের হিত সাধনের জন্য মায়ার দ্বারা এই পৃথিবীতে দেহীর ন্যায় প্রকাশ পেয়ে থাকেন।

নৈমিষ্যারণ্যে সূত ঋষিও শৌনকাদি ঋষিকে, শ্রীকৃষ্ণকেই স্বয়ং ভগবান, অন্যগুলিকে অবতার শ্রীকৃষ্ণের অংশ বলেছেন, কেউ কেউ আবার অংশের অংশ বলেছেন, যথা—

'এতে চাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং'— অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অবতার হলেও 'সর্ব অবতারী স্বয়ং ঈশ্বর'।

কীৰ্ত্তনঘোষাত আছে—

"আনকালে হোন্ত আসি অংশ অবতার।
আসিলন্ত পূৰ্ণব্ৰহ্ম আপুনি ইবার।।"

শ্ৰীকৃষ্ণ যে পূৰ্ণব্ৰহ্ম এবং পরতত্ত্ব; সমস্ত কারণের কারণ, 'রত্নাকর' গ্রন্থেও সে কথার বর্ণনা আছে, যথা—

অখিল জীবর আত্মা কৃষ্ণ কৃপাময়।
জগতর কারণ কৃষ্ণ দেব ভগবন্ত।।
স্থাবর জঙ্গম সবে রূপ মাধবর।
কৃষ্ণ বিনে আন নাহি জানা নৃপবর।।
সিটো কৃষ্ণ কারণরো কারণ নিশ্চয়।
এতেকে সে কৃষ্ণ বিনে বস্তু নাহি কয়।।

জ্ঞানীগণ নির্গুণ, নিরাকার, নির্ব্বিশেষ তত্ত্বকেই পরতত্ত্ব বলেন। যোগীগণ হৃদয়স্থ পরামাত্মাকেই পরতত্ত্ব বলেন; কিন্তু ভক্তগণ ভগবানের সাকার ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবানকেই পরতত্ত্ব বলে জানেন। জ্ঞানী ও যোগীর অদ্বৈত সিদ্ধ বা লীন মুক্তিই কাম্য। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত পাচ রকম মুক্তির আকাংখা করেননা-কেননা মুক্তির চেয়ে ভক্তি শ্রেষ্ঠ। অধিকন্তু ঐকান্তিক সুখ মুক্তিতে নেই। কিন্তু ভক্তির প্রভাবে সুখও মুক্তি আপনিই এসে মিলে। 'রত্নাবলী'তে আছে—

আমার একান্ত ভকত সকলে দেখে সমস্ত মিছা।
ভকতি বিরোধী জানিয়া সাজুয্য মোক্ষকো নকরে ইচ্ছা।।
ভকতি সুখত করি অল্প দেখি, ভকত তাক নছায়ে।
তথাপিতো যিটো সুখ মোক্ষপদ ভকতি আনি মিলায়ে।।
এতেকে ভকতে স্বৰ্গ ব্ৰহ্মপদ, সাৰ্ব্বভৌম অধিপতি।
পাতালর ভোগ, অষ্টাঙ্গ ঐশ্বর্য্য, মোক্ষতো নকরে রতি।।
ভকতির ফল, ভকতিসে মাত্র জানিবা নিশ্চয়।

চতুর্থ অধ্যায়ে যে অবতার তত্ত্বের কথা বলেছিলেন, আলোচ্য ৭ম অধ্যায়ের ২৩।২৪ শ্লোকে এবং এরও পরবর্ত্তী শ্লোকে সে কথা বলে পুনঃ ৯ম অধ্যায়ে সে বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত করেছেন।

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্।।২৫

২৫। অহং যোগমায়া সমাবৃতঃ (আমি যোগমায়ার সমাচ্ছন্ন থাকায়) সর্ব্বস্য (সকলের নিকট) প্রকাশঃ ন (প্রকাশিত হইনা) [এজন্য] মূঢ় অয়ং লোকঃ (এই সকল মূঢ় লোক) মাম্ (আমাকে) অজম্ (জন্মরহিত) অব্যয়ম্ (ক্ষয়শূন্য, অক্ষয় বলে) ন অভিজানাতি (জানেনা)।

আমি যোগমায়ায় সম্যকরূপে আবৃত বলে সকলের নিকট প্রকাশিত হইনা। এজন্য এই মোহগ্রস্ত জীব, জন্ম-মৃত্যু রহিত আমার নিত্যস্বরূপ জানেনা। অর্থাৎ আমাকে পরমেশ্বর বলে জানতে পারেনা। ২৫

যোগ, যোগমায়া, যোগেশ্বর— যোগ শব্দের নানারকম অর্থ আছে। 'যোগ' শব্দটি গীতা এবং মহাভারতে বহুবার প্রয়োগ করা হয়েছে। গীতায় 'যোগ' শব্দ স্থান বিশেষে অষ্টাঙ্গ যোগকে লক্ষ্য করলেও 'যোগ' শব্দের অর্থ গীতার মতে— "কর্ম্ম-সুকৌশলম্ যোগ"— কর্ম করার কৌশলই যোগ। যোগমায়া ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি বা বৈষ্ণবী মায়া। অনেকের মতে যোগমায়া, মায়া এবং মহামায়া একার্থক। কিন্তু অন্যান্য কোনো কোনো টীকাকারগণ সাধন ভেদে যোগমায়া, মহামায়া ও মায়াকে ভিন্ন ভিন্ন বলে বর্ণনা করেছেন। এই বিষয়ে ৭।১৪ শ্লোকে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর যোগমায়ায় সমাবৃত বলে তার পরম ভাব জানতে পারেনা, কিন্তু কৃষ্ণ সম্মুখীন জীবকে এই যোগমায়াই অনুকূল ক্রিয়া করে। শ্রীভগবানের বশবর্ত্তিনী এই মায়াই যোগমায়া।

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যানি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন।। ২৬

২৬। হে অর্জ্জুন। অহং (আমি) সমতীতানি (অতীত, ভূত) বর্ত্তমানানি (বর্ত্তমান) ভবিষ্যানি চ (এবং ভবিষ্যৎ) ভূতানি (সমস্ত বিষয়) বেদ (জানি);

তু (কিন্তু) কশ্চন (কেউই) মাং ন বেদ (আমাকে জানেনা)।

হে অর্জ্জুন ! আমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান তিনকালের সমস্ত বিষয় জানি, কিন্তু আমাকে কেউই জানতে পারেনা। ২৬

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তিপরন্তপ।।২৭

২৭। হে ভারত। হে পরন্তপ। স্বর্গে (সৃষ্টিকালে অর্থাৎ স্থূলদেহ উৎপন্ন হলে) ইচ্ছাদ্বেষ সমুত্থেন (ইচ্ছাদ্বেষ জনিত) দ্বন্দ্বমোহেন (শীতোষ্ণ সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব মোহিত. মোহের দ্বারা) সর্ব্বভূতানি (প্রাণীগণ) সম্মোহং যান্তি (অভিভূত হয়)।

হে ভারত। হে পরন্তপ। সৃষ্টিকালে অর্থাৎ স্থূলদেহ উৎপত্তি হলে প্রাণীগণ রাগ দ্বেষাদি জনিত শীতোষ্ণ সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বের মোহপ্রাপ্ত হয়ে হতজ্ঞান হয়, (এজন্য আমাকে জানতে পারেনা)। ২৭

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানং পুণ্য কর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ।। ২৮

২৮। যেষাং তু (কিন্তু যাদের) পুণ্য কর্ম্মণাং জনানং (পুণ্যশীল ব্যক্তির) পাপং অন্তগতং (পাপ বিনষ্ট হয়েছে) দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তাঃ (দ্বন্দ্ব মোহ শূন্য) তে দৃঢ়ব্রতাঃ (সে দৃঢ় ব্রত ব্যক্তিগণ) মাং ভজন্তে (আমাকে ভজনা করেন)।

কিন্তু পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা যাদের পাপ বিনষ্ট হয়েছে, এরূপ দ্বন্দ্বমোহ নির্ম্মুক্ত ব্যক্তি আমাকে ভজনা করে থাকেন। ২৮

জরামরণ মোক্ষায় মমাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্‌বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্মচাখিলম্।। ২৯

২৯। যে (যারা) জরামরণ মোক্ষায় (জরা, মৃত্যু থেকে মুক্তি লাভের জন্য) মাম্ (আমাকে) আশ্রিত্য (আশ্রয় করে) যতন্তি (যত্ন করে), তে (তারা) তদ্‌ব্রহ্ম (সেই সনাতন ব্রহ্মকে) কৃৎস্নং (নিখিল, সমস্ত) অধ্যাত্মং (অধ্যাত্ম বিষয়) অখিলং কর্ম্ম চ (এবং সমস্ত কর্ম্ম) বিদুঃ (জানে)।

যারা আমাতে চিত্ত সমাহিত করে, জরা-মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি লাভের জন্য আমাকে আশ্রয় করে কিংবা শরণাগত হয়ে যত্ন করে, তারা সেই সনাতন, সমস্ত অধ্যাত্ম বিষয় এবং সমস্ত কর্মতত্ত্ব অবগত হয়। ২৯

ভক্তির দ্বারা জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি হয়, অধিকন্তু কেবল ভক্তিই ভক্তকে উদ্ধার করে; কিন্তু জ্ঞান ও কর্ম ভক্তির সহায়ক না হলে, জীবকে উদ্ধার করতে পারেনা।

"কেবল ভকতি পুরুষক তারে, সহায় কাকো নছায়ে।
জ্ঞানকর্ম্ম তারে, তারিতে নাপারে, ভকতি নপায়ে যায়ে।।"

—(নামঘোষা)

"কৃষ্ণভক্তেরযত্নেন ব্রহ্মজ্ঞান বাপ্যতে।
ইতি বিজ্ঞান যোগাখ্যে সপ্তমে সংপ্রকাশিতম্।।"

(শ্রীধর স্বামী)

এভাবে পুরুষোত্তম বাসুদেবকে ভজনা করলেই ব্রহ্মতত্ত্ব, অধ্যাত্মতত্ত্ব এবং কর্মতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। তখন তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অধ্যাত্ম, তার কর্ম ভক্তির দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে।

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেহপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ।। ৩০

৩০। যে চ (এবং যারা) সাধিভূতাধিদৈবং (অধিভূত এবং অধিদৈবের সংগে) সাধিযজ্ঞঞ্চ (এবং অধিযজ্ঞের সংগে) মাং বিদুঃ (আমাকে জানেন) তে যুক্ত চেতসঃ (সেই সমাহিত চিত্ত ব্যক্তিগণ) প্রয়াণ কালেহপি (মৃত্যু কালেও) মাং বিদুঃ (আমাকে জানতে পারেন)।

যারা অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞের সংগে আমাকে অর্থাৎ আমার এই বিভিন্ন বিভাবসহ সমগ্র আমাকে জানেন, সে সকল ব্যক্তি আমাতে আসক্ত চিত্ত হওয়ায়, মৃত্যু সময়েও আমাকে জানতে পারেন (অর্থাৎ মরণ কালে মূর্চ্ছিত হয়েও আমাকে বিস্মৃত হন না), এজন্য আমার ভক্তের মুক্তি

লাভের কোনো বিঘ্ন হয়না। ৩০

শ্রীভগবানের পরম অক্ষর অব্যয় ভাবই ব্রহ্মতত্ত্ব; বস্তুর আত্মস্বরূপকেই স্ব-ভাব বা অধ্যাত্মবলে; ব্রহ্মের এই স্বভাব থেকেই জগৎ সৃষ্টি ব্যাপার, বিশ্ব শক্তির সমস্ত কর্মের উৎপত্তি, এটাই কর্মতত্ত্ব; এই কর্মের যে ফল নশ্বর জগৎ-প্রপঞ্চ তা ক্ষরভাব, বা অধিভূত; এবং এই ভূতসমূহে অধিষ্ঠান চৈতন্যরূপে যা অবস্থিত তাই অধিদৈবত; সৃষ্টিরক্ষার্থে জীবের নিষ্কাম কর্ম হল যজ্ঞ; সমস্ত যজ্ঞ কর্মের নিয়ন্তা, সর্বযজ্ঞের ভোক্তা শ্রীভগবান, তিনিই অধিযজ্ঞ।

শ্রীভগবান ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে যে ভক্তিযোগকে শ্রেষ্ঠ বলেছিলেন, সেই ভক্তিযোগের তত্ত্ব সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক থেকে শেষ শ্লোক পর্যন্ত বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। শ্রীগোবিন্দ সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে বলেছিলেন, আমাতে একান্ত আসক্ত চিত্ত এবং একমাত্র আমার শরণাগত হয়ে যোগযুক্ত হলে সম্যকভাবে আমাকে জানতে পারবে অর্থাৎ আমার সমস্ত বিভূতি, বল ও ঐশ্বর্য আদির সংগে নিঃসংশয় ভাবে আমাকে জানতে পাবেব। ৭।২৯।৩০ শ্লোকগুলিরও তাৎপর্য এই যে, আমার শরণাপন্ন হয়ে, একমাত্র আমাতে আসক্ত চিত্ত ভক্তই আমার সমস্ত বিভূতি, বল ও ঐশ্বর্য জানতে পারেন। একমাত্র ভক্তির দ্বারাই ব্রহ্মতত্ত্ব, কর্মতত্ত্ব, অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রভৃতি তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারেন। এরূপ ভক্তিপরায়ণ ভক্ত অন্তিম সময়েও ঈশ্বরকে স্মরণ করে দেহ ত্যাগ করে পরম গতি লাভ করেন।

সপ্তম অধ্যায়ের ভাবার্থ

আলোচ্য অধ্যায়ের আগের অধ্যায়ে অর্থাৎ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে বলেছিলেন যে, যোগীগণের মধ্যে শ্রদ্ধাবান মদগত চিত্ত হয়ে যিনি ঈশ্বরকে ভজনা করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ভক্ত। এজন্য সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক থেকেই কর্ম জ্ঞান যোগের প্রসঙ্গের সংগে ভক্তি তত্ত্বেরই বিশেষভাবে বিস্তৃত বর্ণনা

করে ১২শ অধ্যায়ে ভক্তিযোগের পরিসমাপ্তি করেছেন। আগেই বলা হয়েছে যে গীতা তিনভাগে বিভক্ত। কর্ম্মষটক— ১ম অধ্যায় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত। ভক্তিষটক— ৭ম অধ্যায় থেকে ১২ শ অধ্যায় পর্যন্ত। জ্ঞানষটক- ১৩শ অধ্যায় থেকে ১৮শ অধ্যায় পর্যন্ত।

কিন্তু এই কথাও সত্য যে, কর্ম্মষটকে যে জ্ঞান ভক্তির কথা নেই, নতুবা ভক্তিষটকে যে কর্ম জ্ঞান যোগের কথা নেই এবং জ্ঞানষটকে যে ভক্তি কর্মাদি যোগের কথা নেই এমন নয়। গীতায় জ্ঞান, কর্ম, ভক্তিযোগের অপূর্ব সংমিশ্রন ও সমন্বয় ঘটেছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে জ্ঞান কর্ম এবং যোগভক্তির বর্ণনা করে শেষে ভক্তিকেই যুক্তির দ্বারা উত্তম বা শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। এজন্য সপ্তম অধ্যায়ের প্রথমেই তার সমগ্র ঐশ্বর্য, বিভূতি, বল; তার প্রকৃত স্বরূপ কি, কিভাবে তাকে স্মরণ মনন ও ভজনা করতে হয়, তিনি বা কি, ইত্যাদি গূঢ় রহস্যসমূহের বিষয়ে আলোচ্য অধ্যায়ে এবং পরবর্ত্তী অধ্যায়সমূহে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। পরমেশ্বরেব স্বরূপ তত্ত্বের বর্ণনা শুরু করে, শ্রীকৃষ্ণ তার পরা ও অপরা প্রকৃতি দুটির কথা বলেছেন। যদিওবা দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যযোগে জীবতত্ত্বের বর্ণনা প্রসংগে সাংখ্যযোগের কথাও বলেছিলেন, এই অধ্যায়ে সে কথাকেই সূত্র করে পুনঃরায় বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন।

'অপরা' প্রকৃতি আট ভাগে বিভক্ত। যথা,— ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহংকার। 'পরা' প্রকৃতি জীবভূতা, ইহা সমস্ত জগৎকে ধারণ করে আছে।

সাংখ্য দর্শনে পুরুষ এবং প্রকৃতিকে জগতের মূল কারণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু গীতায় দুটি প্রকৃতির বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে— পরা ও অপরা প্রকৃতি। গীতার *অপরা প্রকৃতিই সাংখ্যের মূল প্রকৃতি এবং গীতার পরা প্রকৃতিই সাংখ্য দর্শনের পুরুষ। সত্ত্ব, রজ, তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। অপরা প্রকৃতি জড়, পরা প্রকৃতি জীব চৈতন্য স্বরূপ। এই দুই প্রকৃতির সমন্বয়ে ফলেই স্থাবর জঙ্গমাদি জগতের সৃষ্টি। সাংখ্য দর্শন পুরুষ ও প্রকৃতি তত্ত্বের বাইরে অন্য কোনো তত্ত্ব আছে বলে স্বীকার করেনা। কিন্তু গীতার মতে, পরা ও অপরা অর্থাৎ সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ন্ত্রা তিনি স্বয়ং।

এজন্য খোবায় বলেছেন—

"প্রকৃতি পুরুষ দুইয়ো নিয়ন্তা মাধব।
সমন্তরে আত্মা হরি পরম বান্ধব।।"

শ্রীভগবান বলেছেন— আমিই জগতের মূল কারণ। এবং প্রলয় কালে এই সমস্ত আমাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। সমস্ত বস্তু অর্থাৎ সমস্ত ভূতই আমাহতেই সৃষ্ট। আমার সত্বাতেই তাদের সত্বা, তারা সকলেই আমাতে বর্ত্তমান কিন্তু আমি তাদের মধ্যে নেই। কেননা, আমি শান্ত এবং নির্ব্বিকার। প্রকৃতি আমাহতে উদ্ভব হলেও আমি প্রকৃতির অধীন নই, প্রকৃতিই আমার অধীন। প্রকৃতি ত্রৈগুণ্যময়। এই তিন প্রকার গুণময় ভাবের দ্বারা সমস্ত জগৎ মোহিত। এবং এই সত্ব, রজ, তমঃ তিন গুণই জগতের বৈষম্য এবং জগৎ সৃষ্টির কারণ। ত্রিগুণময়ী সুদুস্তরা মায়াই সমস্ত জগতকে মুগ্ধ করে রেখেছে। সেজন্য প্রকৃতির অতীত নির্বিকার ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকৃতপক্ষে জানা অসম্ভব। এজন্য শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলেছেন যে— "যারা একমাত্র আমার শরণাপন্ন হয়ে আমাকেই ভজনা করেন তারাই কেবল এই সুদুস্তরা মায়া অতিক্রম করতে পারেন।" এজগতে সুকৃতিশালী চার প্রকার ব্যক্তি আমাকে ভজনা করেন। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী। এঁদের মধ্যে জ্ঞানীই আমার অত্যন্ত প্রিয় এবং শ্রেষ্ঠ ভক্ত। মূঢ়, অবিবেকী নরাধমগণ আমার মায়ায় মোহিত হয়ে আমার শরণাগত নাহয়ে দেহ, ধন রূপ অর্থ লোভে ফলাকাঙ্খী হয়ে সামান্য দেবতাগণকে আরাধনা করে থাকে। উক্ত দেবতাগণও কিন্তু আমারই অঙ্গ স্বরূপ। আমাকে ভজনা করলে আর পৃথকভাবে ভজনার প্রয়োজন নেই। তথাপি আমার প্রকৃত স্বরূপ জানতে না পেরে— সে দেবতাগণের কাছ থেকে তারা যে কাম্য বস্তু লাভ করে থাকেন, প্রকৃতপক্ষে সে কাম্য বস্তুগুলি ও কিন্তু আমিই দিয়ে থাকি। কিন্তু তাদের সে আরাধনা লব্ধ ফল বিনাশশীল ও অনিত্য। দেবতা উপাসকগণ দেবলোক প্রাপ্ত হন, কিন্তু আমাকে পান না। আমার ভক্তগণ কিন্তু একমাত্র আমাকেই পেয়ে থাকেন। অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ আমার পরম অব্যয়স্বরূপ না জেনে প্রকৃত মানুষের মত আমাকে ধারণা করে থাকে। যখন সুকৃতির দ্বারা তাদের পাপ বিনষ্ট হয়ে যায় তখন তারা মায়ামুক্ত হয়ে আমার ভজনা করে থাকে।

যারা মদ্‌গত চিত্ত হয়ে জরা মরণের হাত থেকে মুক্তি লাভ করতে যত্ন করে তারা আমার শরণাপন্ন হয়ে আমার একান্ত ভক্তিবলে ব্রহ্মতত্ত্ব, কর্মতত্ত্ব, অধ্যাত্মতত্ত্ব এবং অধিভূত, আধিদৈব, অধিযজ্ঞ রূপ আমার বিভিন্ন স্বরূপ জানতে পারে। অর্থাৎ আমার সমস্ত ঐশ্বর্য, বিভূতি ও বল প্রভৃতির সংগে আমাকে জানতে পারে। এবং মৃত্যু সময়েও আমাকে স্মরণ করে সদ্‌গতি লাভ করেন। অন্তিম সময়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেও আমার কথা বিস্মরণ না হয়ে আমারই নাম স্মরণ করে দেহ ত্যাগ করে সদ্‌গতি পায়। শরণাগত ভক্তের প্রতি আমার এই অসীম কৃপা, আমার ভক্তের কোনোভাবেই বিনাশ নেই। (৯।৩১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

যদ্‌যত্নতঃ কর্ম্মবিবেকযোগৈঃ সমশ্নুতে তত্তরিসেবয়ৈব।
ন ভ্রংশ শঙ্কামরণেন চার্ত্তো যেনৈব মুক্তস্তমৃতং প্রপদ্যে।।

হে সামাজিক সব! দেখ যাক মহাযত্ন করি কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ পথে পায়ে, তাক ভক্তি যোগে অনায়াসে লভে। ভ্রংশ, শঙ্কা, মরণ সময়তো ব্যাকুলতা নাই, হেন ভক্তি পথক আশ্রয় করি ডাকি হরি-বোল-হরি।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে জ্ঞানবিজ্ঞানযোগো নাম
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মকর্ম্মাধিভূতাদি বিদুঃ কৃষ্ণৈক চেতসঃ।
ইত্যুক্তং ব্রহ্মকর্ম্মাদি স্পষ্টমষ্টম উচ্যতে।।
অষ্টমেঽষ্টবিশিষ্টেষ্ট সংপৃষ্টার্থঽষ্টনির্ণয়ৈঃ।
অক্লিষ্টমিষ্ট ধামাপ্তিঃ স্পষ্টিতাঽষ্টমবর্ণনা।।

শ্রীকৃষ্ণে একাগ্রচিত্ত ভক্তগণের ব্রহ্ম, কর্ম ও অধিভূতাদি বিষয়ে যে জ্ঞান হয়, তা আগের অধ্যায়ে বলা হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে ব্রহ্ম ও কর্ম প্রভৃতি বিষয়ে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে (অর্জ্জুন কর্ত্তৃক) জিজ্ঞাসিত আটটি বিভিন্ন প্রশ্নের অর্থ নির্ণয়ের দ্বারা আটটি উপায়ে (জ্ঞানী হয়ে) অনায়াসে বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্তি ভাব পরিস্ফুট হয়েছে।

(ইতি শ্রীধরস্বামীকৃত গীতার্থ সংগ্রহ)

অনন্য চেতাঃ সততং যো মাংস্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিণঃ।।

অষ্টমো অধ্যায়ঃ

অক্ষরব্রহ্মযোগ

অর্জ্জুন উবাচ

কিং তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে।। ১

অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ।।২

১।২। অর্জ্জুন উবাচ— হে পুরুষোত্তম! তৎব্রহ্ম কিং (সে ব্রহ্ম কি?), অধ্যাত্মং কিং (অধ্যাত্ম কি), কর্ম্ম কিং (কর্ম কি), অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তম? (এবং অধিভূত কাকে বলে)? কিং চ অধিদৈবঃ (এবং অধিদৈবই বা কাকে) উচ্যতে (বলে)? হে মধুসূদন! অধিযজ্ঞঃ কঃ (অধিযজ্ঞ কি)? অত্র (এইদেহে) কথং (কি প্রকারে অবস্থিত), প্রয়াণকালে চ (এবং মৃত্যুসময়েও) নিয়তাত্মভিঃ (সংযতচিত্ত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক) কথং (কিভাবে) জ্ঞেয়ঃ অসি (তুমি জ্ঞাত হও)?

অর্জ্জুন বললেন, হে পুরুষোত্তম! হে মধুসূদন! সেই ব্রহ্মা কি, অধ্যাত্ম কি, কর্মই বা কি, অধিভূত কাকে বলে এবং অধিদৈবই বা কাকে বলে? অধিযজ্ঞ কে? এই দেহে তিনি কি জন্য চিন্তনীয়? অন্তকালে সংযত চিত্ত ব্যক্তিগণ তোমাকে কি উপায়ে জানতে পারেন? ১।২

সপ্তম অধ্যায়ের শেষে ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম প্রভৃতি যে সকল তত্ত্ব শ্রীগোবিন্দ অর্জ্জুনকে বলেছিলেন, সে গুলির প্রকৃত মর্ম্ম কি তা এই দুটি শ্লোকে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করলেন। শ্রীগোবিন্দ পরবর্ত্তী শ্লোকে সংক্ষেপে তার উত্তর দিয়েছেন এবং পরে অক্ষর ব্রহ্ম স্বরূপের তত্ত্ব বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিত।। ৩

৩। শ্রীভগবান উবাচ— পরমং অক্ষরং (পরম অব্যয় স্বরূপ) [তৎ] ব্রহ্ম (তিনিই ব্রহ্ম) স্বভাবঃ অধ্যাত্মম্ উচ্যতে (অধ্যাত্ম বলে কথিত হয়)। ভূতভাবোদ্ভব করঃ (প্রাণীগণের উৎপত্তি বৃদ্ধি কর) বিসর্গঃ (দ্রব্য বা সৃষ্টি ত্যাগ) কর্ম্ম সংজ্ঞিতঃ (কর্ম বলে কথিত হয়)।

শ্রীভগবান বললেন, পরম অক্ষর যে বস্তু (জগতের মূল স্বরূপ) তিনিই ব্রহ্ম; স্বভাবই অধ্যাত্ম বলে কথিত হয়। ব্রহ্মারই ভাব অর্থাৎ অংশ থেকে জীবরূপে উৎপত্তি, সেজন্য সে একমাত্র ব্রহ্ম থেকেই মনুষ্যাদি অসংখ্য প্রাণীর ভিন্ন ভিন্ন জীবভাব। [ব্রহ্মাই আত্মারূপে দেহ অধিকার করে ভোক্তৃস্বরূপে থাকেন বলে অধ্যাত্মরূপে উক্ত হয়] ভূতগণের উৎপত্তি কারক যে দ্রব্য ত্যাগরূপ যজ্ঞকেই (নতুবা অন্যমতে সৃষ্টির ব্যাপারকেই) কর্ম্ম শব্দ বাচ্য বলে অভিহিত করেন।৩

অধিভূতং ক্ষরোভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাংবর।। ৪

৪। হে দেহভৃতাং বর! (প্রাণী শ্রেষ্ঠ, নরশ্রেষ্ঠ)। ক্ষরঃ (নশ্বর) ভাবঃ (পদার্থ) অধিভূতঃ (অধিভূত) পুরুষঃ (হিরণ্য গর্ভ) অধিদৈবতং চ (এবং অধিদৈব) অহম্ এব (আমিই) অত্র দেহে (এইদেহে) অধিযজ্ঞঃ (অধিযজ্ঞ) রূপে আছি)।

হে নরশ্রেষ্ঠ! বিনাশশীল দেহাদি বস্তুই অধিভূত; পুরুষই অধিদৈবত। এ দেহে আমিই অধিযজ্ঞ। ৪

ভূতভাবোদ্ভবকর— ভূত অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি যে ভাব বা বস্তু তাই ভূতভাব, এ ভূতভাবের উদ্ভব, উৎপত্তি যিনি করেন, তিনিই ভূত ভাবোদ্ভবকর। বিসর্গ— দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগরূপ যজ্ঞ নতুবা বিশ্বসৃষ্টি বিষয়। স্বভাব-ব্রহ্মাই অংশক্রমে জীবরূপে উৎপন্ন হয়ে দেহ অবলম্বন ও সুখ-দুঃখাদির ভোগী হন, এজন্য তাকে

অধ্যাত্ম বা জীবচৈতন্য বলে।

ক্ষয়হীন, বিকারহীন অব্যক্ত অক্ষর বস্তু তত্ত্বই ব্রহ্ম। সে পরম ব্রহ্মের প্রত্যগাত্মভাবে প্রতি দেহে অবস্থিতিকেই স্ব-ভাব বলা হয়। এবং একেই অধ্যাত্ম বলে। আত্মা অর্থাৎ দেহ অবিকার থাকে বলেই একে অধ্যাত্ম বলে। ব্রহ্ম পরমাত্মা, অধ্যাত্ম হল জীবাত্মা। ভূত-সমূহের উৎপত্তিকর যে বিসর্গ অর্থাৎ ইন্দ্রাদি দেবতাগণের উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগরূপ যজ্ঞ হল কর্ম্ম। (৩।১৪-১৬ শ্লোক)। ক্ষর স্বভাব দেহাদি যা কিছু প্রাণী মাত্রকেই অধিকার করে উৎপন্ন হয়, তাই অধিভূত। এগুলি ক্ষর ভাব অর্থাৎ নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। সমস্ত দেবতা যার অঙ্গীভূত, যিনি সমস্ত প্রাণী এবং ইন্দ্রিয়াদির নিয়ন্তা, সেই আদিপুরুষই অধিদৈবত। ইনিই হিরণ্যগর্ভ বা ভূতস্রষ্টা ব্রহ্মা। যিনি সমস্ত যজ্ঞের প্রবর্ত্তক বা ফলদাতা এবং যিনি অন্তর্যামীরূপে দেহের মধ্যে বাস করেন সেই বিষ্ণুই অধি-যজ্ঞ। আমি বাসুদেবই সেই বিষ্ণু।

অন্তকালে চ মামেব স্মরণ্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি সমদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।।৫

৫। অন্তকালে চ (মৃত্যুকালে) মাম্ এব (আমাকেই) স্মরণ্ (স্মরণ করে) কলেবরম্ মুক্ত্বা (দেহত্যাগ করে) যঃ প্রয়াতি (যিনি প্রয়াণ করেন) সঃ (তিনি) মদ্ভাবং যাতি (আমার ভাব প্রাপ্ত হন), অত্র সংশয়ঃ নাস্তি (এতে সন্দেহ নেই)।

যিনি মৃত্যু সময়েও আমাকেই স্মরণ করতে করতে দেহ পরিত্যাগ করে প্রয়াণ করেন তিনি আমারই ভাব লাভ করে থাকেন, একে কোনই সন্দেহ নেই। ৫

যং যং বাপি স্মরণ্ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ।। ৬

৬। হে কৌন্তেয়! অন্তে (মৃত্যুকালে) যং যং বা অপি ভাবং (যে যে ভাব) স্মরণ্ (স্মরণ করে) কলেবরং ত্যজতি (দেহত্যাগ করে) সদা তদ্ভাবভাবিতঃ (সর্বদা সে ভাবে তন্ময় চিত্ত ব্যক্তি) তং তং এব (সে সে ভাবই) এতি (প্রাপ্ত হয়)।

হে কৌন্তেয়! যিনি যে ভাব স্মরণ করতে করতে মৃত্যুকালে দেহত্যাগ করেন, তিনি সেইভাবে সর্বদা তন্ময়চিত্ত থাকার জন্য সে ভাবই প্রাপ্ত হন। ৬

মৃত্যুকালে যিনি যে ভাব নিয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন, তিনি সেই ভাবই প্রাপ্ত হন। মহারাজ ভরত যেমন মৃত্যুকালে হরিণের চিন্তা করে দেহত্যাগ করার জন্য হরিণদেহ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এজন্য ভক্তগণের সর্বদা ভগবানের নাম স্মরণ করতে হয়। সর্বদা ঈশ্বরের নাম স্মরণ করার জন্য অন্তিম অবস্থাতেও অভ্যাসের ফল স্বরূপ ঈশ্বরের চিন্তাই আসবে। তাতে ভক্তেরও সদ্গতি হয়। তা না করে চির জীবন বিষয় চিন্তায় মগ্ন থাকলে মৃত্যু সময়ে কখনও ভগবানের নাম স্মরণে আসেনা। এজন্য শ্রীভগবান অর্জুনকে, 'সর্বদা আমাকে চিন্তা কর'- এ কথা বলেছেন। কীর্ত্তনে আছে—

সমস্ত লোকর ধর্ম্মক এরি।
বিষ্ণুর নামক সততে স্মরি।।
সিজনে যি গতি লভিব সুখে।
সকল ধার্ম্মিকে নপাইবে দুঃখে।।
জানিয়া হরিক সততে স্মর।
ক্ষণেকো নপাসরিবাহা নর।।

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যার্পিত মনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্য সংশয়ম্।। ৭

৭। তস্মাৎ (অতএব) সর্ব্বেষুকালেষু (সকল সময়ে) মাম্ অনুস্মর (আমাকে চিন্তা কর), যুধ্য চ (এবং যুদ্ধ কর) ময়ি অর্পিত মনোবুদ্ধিঃ (আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করে) অসংশয়ম্ (নিশ্চয়ই) মাম্ এব এষ্যসি (আমাকেই প্রাপ্ত হবে)।

অতএব সর্বদা আমাকে চিন্তা কর ও যুদ্ধ কর (স্বধর্ম পালন করে), আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করলে তুমি নিশ্চয় আমাকে পাবে। ৭

এই শ্লোকে 'আমাকে সর্বদা স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর'— এই কথার

তাৎপর্য হল, কেবল মাত্র আমাকে স্মরণ করলে হবেনা, যুদ্ধও করতে হবে অর্থাৎ স্বধর্মানুসারে যে কর্ম করতে হয় তা করতে হবে। 'গীতা রহস্যে' লোকমান্য তিলক বলেছেন— যারা ভগবদ্‌গীতায় এইবিষয়ে প্রতিপাদিত করে বলেন যে, সংসারের নিজ কর্ত্তব্য কর্ম ছেড়ে দিয়ে কেবল মাত্র ভক্তিকেই অবলম্বন করা উচিত, তাদের এই সপ্তম শ্লোকের সিদ্ধান্তের প্রতি লক্ষ্য করা অতীব প্রয়োজন।

মোক্ষও পরমেশ্বরের প্রতি আসক্তি জ্ঞানযুক্ত ভক্তির দ্বারা লাভ হয় এবং নির্বিবাদ যে মরণ সময়েও সে ভক্তিকেই স্থির রাখার জন্য সমস্ত জীবন ব্যাপী এর অভ্যাস করা প্রয়োজন। এর বিরুদ্ধে গীতাশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হল,— স্বধর্মানুসারে যার যে কর্ম আছে, ভগবদ্ ভক্তের সে সমস্ত কর্ম নিষ্কাম বুদ্ধিতে সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ তোমার স্বধর্মানুসারে যে কর্ত্তব্য কর্ম আছে তা করা এবং আমাকে সর্বদা চিন্তা করা। কেবল কর্ম করলেই হবেনা, আমাকেও স্মরণ করবে এবং আমাকে শুধু স্মরণ করলেও হবেনা, কর্মও করতে হবে।

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্।।৮

৮। হে পার্থ! (সাধক) অভ্যাস যোগযুক্তেন (অভ্যাসরূপ যোগযুক্ত) নান্যগামিনা (অনন্যগামী) চেতসা (চিত্তের দ্বারা) অনুচিন্তয়ন (চিন্তা করে) দিব্যং পরমং পুরুষং (দিব্য পরম পুরুষকে) যাতি (লাভ করেন)।

হে পার্থ! চিত্তকে অন্য বিষয়ে যেতে না দিয়ে পুনঃ পুনঃ অভ্যাস যোগ দ্বারা একে ঠিক রেখে, একাগ্র এবং অনন্যগামী চিত্তের দ্বারা দিব্য পরম পুরুষকে চিন্তা করতে করতে, সাধক সে পরমপুরুষকে লাভ করেন। ৮

কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্ অণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্যধাতারমচিন্ত্য রূপম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।। ৯

৯। যঃ (যিনি) কবিং (সর্বজ্ঞ) পুরাণম্ (অনাদি) অনুশাসিতারম্ (সর্বনিয়ন্তা) অণোঃ (অনুর চেয়েও) অণীয়াংসং (অতিসূক্ষ্ম) সর্ব্বস্যধাতারং (সকলের বিধাতা) অচিন্ত্য রূপং (অচিন্ত স্বরূপ, মনোবুদ্ধির অগোচর) আদিত্যবর্ণং (আদিত্যবৎ স্বপ্রকাশ)

তমসঃ (প্রকৃতির) পরস্তাৎ (অতীত, প্রপঞ্চাতীত) [পুরুষকে] অনুস্মরেৎ (স্মরণ করেন)।

সে পরম পুরুষ সর্বজ্ঞ, অনাদি, সর্বনিয়ন্তা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, সকলের বিধাতা, অচিন্ত্যস্বরূপ, আদিত্যবৎ স্বপ্রকাশক এবং প্রকৃতির অতীত। ৯

প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন ভক্ত্যাযুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ সতংপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।।১০

১০। প্রয়াণকালে (মৃত্যু সময়ে) অচলেন মনসা (একাগ্রমনে) ভক্ত্যাযুক্তঃ (ভক্তি যুক্ত হয়ে) যোগবলেন চ (যোগবলের দ্বারা) ভ্রুবোঃ মধ্যে (ভ্রুযুগলের মধ্যে) প্রাণং (প্রাণ) সম্যক (ভালভাবে) আবেশ্য (ধারণ করে) যঃ অনুস্মরেৎ (যিনি স্মরণ করেন) সঃ (তিনি) তৎ দিব্যং পরম পুরুষং (সেই দিব্য পরম পুরুষকে) উপৈতি (লাভ করেন)।

যিনি মৃত্যুকালে মনকে একাগ্র করে ভক্তিযুক্ত হয়ে যোগবলের দ্বারা প্রাণকে ভ্রুযুগলের মধ্যে ধারণ করে তাকে স্মরণ করেন, তিনি সেই দিব্য পরম পুরুষকে লাভ করেন। ১০

আলোচ্য শ্লোক দুটিতে পরম পুরুষের যে বর্ণনা আছে তা অংশত উপনিষদ থেকে শব্দশঃ গৃহীত। (শ্বেতাঃ ৩।৮।৯ এবং কঠ ২।১৫ দ্রষ্টব্য)।

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তৎ তে পদং সংগ্রহেন প্রবক্ষ্যে।।১১

১১। বেদবিদঃ (বেদবেত্তাগণ) যৎ অক্ষরং বদন্তি (যাকে অক্ষর পুরুষ বলেন), বীত রাগাঃ (অনাসক্ত) যতয়ঃ (যতিগণ) যৎ বিশন্তি (যাতে প্রবেশ করেন) যৎ ইচ্ছন্তঃ (যাকে পাবার জন্য) ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি (ব্রহ্মচর্য পালন করেন) তৎপদং (সেই পরমপদ) তে (তোমাকে) সংগ্রহেণ (সংক্ষেপে) প্রবক্ষ্যে (বলছি)।

বেদবেত্তা ব্রহ্মজ্ঞগণ যাকে অক্ষর পুরুষ বলে ব্যাখ্যা করেন, অনাসক্ত সন্ন্যাসীগণ যাতে প্রবেশ করেন এবং যাকে পাবার জন্য ব্রহ্মচারীগণ ব্রহ্মচর্য ব্রত অবলম্বন

করেন, সেই পরমপদ লাভের উপায় সংক্ষেপে তোমাকে বলছি। ১১

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি বিরুদ্ধ চ।
মূর্দ্ধর্ণ্যাধ্যায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্।। ১২

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজনদেহংস যাতি পরমাং গতিম্।।১৩

১২।১৩। সর্ব্বদ্বারানি (সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার) সংযম্য (সংযত করে) মনঃ (মনকে) হৃদি (হৃদয়ে) নিরোধ্য (নিরোধ করে) মূর্দ্ধিণ (ভ্রূযুগলের মধ্যে) প্রাণং আধায় (প্রাণকে ধারণ করে) আত্মনঃ যোগধারণাম্ অস্থিতঃ (আত্ম-সমাধিরূপ যোগ আশ্রয় করে) ওম্ ইতি একাক্ষরং ব্রহ্ম (ওঁ এই ব্রহ্মরূপ এক অক্ষর) ব্যাহরন্ (উচ্চারণ করতে করতে) মাম্ অনুস্মরণ (আমাকে স্মরণ করে) দেহং ত্যজন্ (দেহত্যাগ করে) যঃ প্রয়াতি (যিনি প্রস্থান করেন) সঃ পরমাং গতিং যাতি (তিনি পরম গতি লাভ করেন)।

সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার সংযত করে (ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় থেকে দূরে রেখে) মনকে হৃদকে নিরুদ্ধ করে, প্রাণকে ভ্রূযুগলের মধ্যে ধারণ করে, আত্ম-সমাধিরূপ যোগে অবস্থিত হয়েও 'ওঁ' এই ব্রহ্মাত্মক একাক্ষর উচ্চারণ পূর্ব্বক আমাকে স্মরণ করতে করতে, যিনি দেহত্যাগ করে প্রস্থান করেন, তিনিই পরম গতি লাভ করেন। ১২।১৩

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ।। ১৪

১৪। হে পার্থ। অনন্যচেতাঃ সন্ (অনন্য চিত্ত হয়ে) যঃ (যিনি) মাং (আমাকে) নিত্যশঃ (চিরদিন) সততং (সর্বদা) স্মরতি (স্মরণ করেন) তস্য (সে) নিত্যযুক্তস্য (নিত্য সমাহিত) যোগিনঃ (যোগীর কাছে) অহং (আমি) সুলভঃ (সুলভ)।

যিনি একাগ্রভাবে আমাতে মন প্রাণ রেখে আমাকেই সর্বদা স্মরণ করেন, হে পার্থ! নিত্যযুক্ত সেই যোগীর কাছে আমি সুখলভ্য। ১৪

আগের শ্লোকে যে যোগ সাধনা করে যোগাভ্যাসের দ্বারা দেহত্যাগের

কথা উল্লিখিত হয়েছে তা সকলের পক্ষে সম্ভব হয়না। অধিকন্তু যোগাদিতে বহু বাধাবিঘ্ন আছে। সেজন্য শ্রীগোবিন্দ বলেছেন,— যিনি আমার ভক্ত হয়ে একান্তভাবে আমাকেই সারা জীবন স্মরণ করতে অভ্যাস করেন, তার কাছে আমি সহজেই সুখলভ্য হই। অর্থাৎ তিনি আমাকে সহজে লাভ করতে পারেন। সেজন্য তুমি সর্বদা আমাতে চিত্ত সমাহিত করতে অভ্যাস কর। সর্বদা সকল অবস্থাতে, সুখে দুঃখে, আপদে-বিপদে, শয়নে-গমনে, কর্মে-অকর্মে, অর্থাৎ খেতে, নিতে, উঠ্‌তে, বসতে, আমাত চিত্ত সমাহিত রেখে আমাকে স্মরণ কর। শ্লোকটিতে একমাত্র শ্রীভগবানের স্মরণ মহিমাকেই প্রাধান্য দিয়ে জ্ঞান ও যোগকে দুঃসাধ্য নিরূপণ করে কেবল মাত্র ভক্তি পথেরই উপদেশ দিয়েছেন। কীর্ত্তনেও বলেছেন-

সমস্ত লোকর ধর্ম্মক এরি।
বিষ্ণুর নামক সততে বরি (স্মরি)।।
সিজনে যিগতি লভিবে সুখে।
সকল ধার্ম্মিকে নপাইবে দুখে।।
জানিয়া হরিক সততে স্মর।
ক্ষণেকো নপাসরিবাহা নর।।
যত মহাপুণ্য মহাপাতক।
ই দুয়ো কিঙ্কর জানা প্রত্যেক।।

(—কীর্ত্তনঘোষা)

মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাংগতাঃ।। ১৫

১৫। মহাত্মানঃ (মহাত্মাগণ) মাম্ উপেত্য (আমাকে লাভ করে) দুঃখালয়ং (দুঃখের আলয় স্বরূপ) অশাশ্বতং চ (এবং অনিত্য) পুনর্জ্জন্ম নঅপ্নুবন্তি (গ্রহণ করেননা) [সেজন্য তারা] পরমাং সংসিদ্ধিংগতাঃ (পরমাসিদ্ধি লাভ করেন)।

পূর্বোক্ত আমার ভক্তগণ আমাকে পায় এবং দুঃখের আলয় স্বরূপ অনিত্য পুনর্জ্জন্ম লাভ করেনা। সেজন্য তারা (মৎ প্রাপ্তিরূপ) পরমা সিদ্ধি লাভ করে।১৫

শ্লোকটিতে যে কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে তা হল, ঈশ্বরকে পেলে ঐকান্তিক দুঃখের নিবৃত্তি হয়, পরমানন্দ সুখলাভ হয়, পুনর্জ্জন্ম নিবৃত্তি হয় এবং ঈশ্বর প্রাপ্তি রূপ পরমাসিদ্ধি লাভ হয়।

আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।। ১৬

১৬। হে অর্জ্জুন! আব্রহ্মভুবনাৎ (ব্রহ্মালোকাদি সমস্ত লোক থেকে) লোকাঃ (জীবগণ) পুনঃ আবর্ত্তিনঃ (পুনরাবর্ত্তনশীল, পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হয়) তু (কিন্তু), হে কৌন্তেয়! মাম্ (আমাকে) উপেত্য (লাভ করলে) পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে (পুনর্জ্জন্ম থাকেনা)।

হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মালোকবাসী পর্যন্ত সমস্ত লোক পুনঃআবর্ত্তনশীল (পুনরায় পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে)। কিন্তু হে কৌন্তেয়! কেবল আমাকে পেলে মানুষের আর পুনর্জ্জন্ম হয়না। ১৬

লোকগণ পুণ্যবলে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হলেও পুণ্যক্ষয়ে আবার সেখান থেকে ফিরে এসে তাদের জন্মগ্রহণ করতে হয়। (৯।২১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। শাস্ত্রে সাতটি স্বর্গের কথা উল্লেখ আছে; যথা,— ভুঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্যলোক বা ব্রহ্মালোক। এই সমস্ত লোকের কোন লোকই চিরস্থায়ী নয়। সমস্ত লোকের উপরেই কালের প্রভাব বর্ত্তমান। একমাত্র সেই পরমপুরুষই চিরস্থায়ী ও নশ্বর রহিত। সেজন্য ভগবানকে না পাওয়া পর্যন্ত জীবের পুনর্জ্জন্ম নিবারিত হয়না। এই শ্লোকে বিষ্ণুর পরম পদকেই নির্ণীত করে জীবের একমাত্র সাধ্যবস্তু বলে নির্দেশ করেছেন। 'নামঘোষা'তে আছে—

"ব্রহ্মাবাদীজন ব্রহ্মাচিন্তে যদি
হরির নাম নলয়ে।
সিয়ো ভ্রষ্ট হয়া সংসারত পরে
চারি বেদে হেন কয়ে।।"

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ।। ১৭

১৭। সহস্রযুগ পর্য্যন্তং (সহস্র চতুর্যুগে বা দেব পরিমিত সহস্র যুগ) ব্রহ্মণঃ যৎ অহঃ (ব্রহ্মার যেদিন) [তদ্রূপ] যুগসহস্রান্তাং রাত্রিং (সহস্র চতুর্যুগ পরিমিত রাত্রি) [যারা] বিদু (জানেন) তে জনাঃ (তারাই) অহোরাত্রবিদঃ (দিনরাতের বেত্তা)।

মানুষের গণনায় সহস্র চার যুগে ব্রহ্মার একদিন এবং এরকম সহস্র চারযুগে ব্রহ্মার যে এক রাত হয়, একথা যারা জানেন তারাই প্রকৃতার্থে অহোবাত্র বেত্তা অর্থাৎ দিনরাতের প্রকৃত তত্ত্ব জানেন। ১৭

মানুষের এক বছরে দেবতাদের এক দিন রাত্রি। মানুষের ৩৬০ বছরে দেবতাদের এক বছর। সত্য, ত্রেতা, দাপর, কলি এই চারযুগের মোট পরিমান দেব পরিমিত ১২০০০ বছর। চার যুগে এক মহাযুগ বা চতুর্যুগ হয়। এরূপ সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন ও এক রাত্রি হয়। এই অনুপাতে ব্রহ্মার একশ বছর পরমায়ু, তারপর ব্রহ্মালোকও লোপ পায়। এবং ব্রহ্মা পরব্রহ্মে লীন হন।

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্ত সংজ্ঞকে।। ১৮

১৮। অহরাগমে (ব্রহ্মার দিন সমাগত হলে) অব্যক্তাৎ (অব্যক্ত থেকে) সর্ব্বাঃ ব্যক্তয়ঃ (সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ) প্রভবন্তি (উৎপন্ন হয়); রাত্র্যাগমে (ব্রহ্মার রাত্রি সমাগত হলে) তত্র এব (সেই) অব্যক্ত সংজ্ঞকে (মূলকারণে) প্রলীয়ন্তে (লয় পায়)।

ব্রহ্মার দিন হলে অব্যক্ত থেকে এই সমস্ত ব্যক্ত চরাচর পদার্থ (ভূতসকল) উৎপন্ন হয়ে থাকে এবং ব্রহ্মার রাত হলে সে ব্যক্ত বস্তু মাত্রেই অব্যক্ত রূপ কারণে লয় প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ কারণ রূপে বিলীন হয়)। ১৮

অব্যক্ত— সাংখ্যের মূল প্রকৃতিকেই অব্যক্ত বলা হয়েছে। এই প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহত্তত্ত্ব। একেই বিভিন্ন শাস্ত্রে জীবঘন, হিরণ্যগর্ভ, সূক্ষ্ম জীব সমষ্টি প্রভৃতি বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে। 'অব্যক্ত' অর্থ এই স্থলে আদি পুরুষ

হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার নিদ্রাবস্থা।

ব্রহ্মার একদিনে এক কল্প। এক কল্পে ১৪ মন্বন্তর। চৌদ্দ মন্বন্তর শেষ হলে কল্প ক্ষয় হয়, তখন প্রলয়। কল্পারম্ভেই সৃষ্টি এবং কল্প ক্ষয়েই প্রলয়, এরূপ বারবার হচ্ছে, মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত জীবের কল্পে কল্পে জন্ম, মরণ, দুঃখ ভোগ করতে হয়।

ভূত গ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্য হরাগমে।। ১৯

১৯। হে পার্থ! স এব অয়ং ভূতগ্রামঃ (সেই এই প্রাণীগণ) ভূত্বাভূত্বা (পুনঃ পুনঃ জন্মে) রাত্র্যাগমে (রাত্রি সমাগমে) প্রলীয়তে (লয় পায়), অহরাগমে (দিন সমাগমে) অবশঃ (অবশ হয়ে, কর্মবেশে) প্রভাবতি (প্রাদুর্ভূত হয়)।

সেই পার্থ। এভাবে সেই ভূতগণই পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে ব্রহ্মার রাত সমাগমে (অব্যক্তে) লয় প্রাপ্ত হয়, দিন সমাগমে আবার অবশভাবে (স্ব স্ব কর্মফলের বশীভূত হয়ে) প্রার্দুভূত হয়। ১৯

জীবগণ কর্মফল শেষ না হওয়া পর্যন্ত বারে বারে জন্ম-মৃত্যুর অধীন হয়। এরূপ জন্ম-মৃত্যু অতিক্রম করার উপায় নীচের তিনটি শ্লোকে বলা হয়েছে।

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি।। ২০

২০। তু (কিন্তু) তস্মাৎ (সেই) অব্যক্তাৎ (অব্যক্ত থেকে) পরঃ (শ্রেষ্ঠ), অন্যঃ সনাতনঃ (স্বতন্ত্র নিত্য) অব্যক্তঃ যঃ ভাবঃ (অব্যক্ত যে পদার্থ, ইন্দ্রিয়গণের, প্রকৃতির অগোচর) সঃ (সে) সর্ব্বভূতেষু (ভূতগণ) নস্যৎসু (বিনষ্ট হলেও) ন বিনস্যতি (বিনষ্ট হয়না)।

কিন্তু সেই অব্যক্তের চেয়েও শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত যে নিত্য অব্যক্ত পদার্থ বিদ্যমান, তিনি সমস্ত ভূতের বিনাশ হলেও বিনষ্ট হননা। ২০

ব্যক্তাব্যক্ত জগতের চেয়ে যিনি শ্রেষ্ঠ বস্তুতত্ব তিনিই পরমাত্মা বা পরমেশ্বর তার কোনোমতেই বিনাশ নেই।

"অমূনী ভগবদ্রূপে ময়া তে হ্যনুবর্ণিতে।
উভে অপি নগৃহ্নন্তি মায়া সৃষ্টি বিপশ্চিতঃ।।"

(—ভাঃ ২।১০।৩৫)

হে মহারাজ। শ্রীভগবানের স্থূল ও সূক্ষ্মরূপের বিষয়ে তোমার কাছে বর্ণনা করলাম। শ্রীভগবানের উক্ত দুই রূপই মায়িক। সেজন্য শুদ্ধ ভক্তগণ এই দুই রূপের মূর্ত্তিকে উপাসনার যোগ্য রূপে স্বীকার করেননা।

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।। ২১

২১। [যঃ] (যা) অব্যক্তঃ অক্ষরঃ ইতি উক্তঃ (অব্যক্ত অক্ষর এইশব্দে কথিত হয়েছে) তং (তাকে) পরমাং গতিং (শ্রেষ্ঠ গতি) আহুঃ (বলে), যং প্রাপ্য (যাকে পেলে) ন নিবর্ত্তন্তে (ফিরতে হয়না) তৎ মম (তা আমার) পরমংধাম (পরম স্থান, অর্থাৎ পরম স্বরূপ)।

যা অব্যক্ত (ইন্দ্রিয়াতীত) অক্ষর নামে কথিত হয়েছে, যাঁকে শ্রেষ্ঠ কিম্বা পরমাগতি বলে, যাকে পেলে সংসারে পুনরায় ফিরে আসতে হয়না, তা আমার পরমধাম অর্থাৎ পরমগতি স্বরূপ। অর্থাৎ আমিই পরমগতি, এছাড়া জন্ম অতিক্রম করার অন্য উপায় নেই। ২১

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।। ২২

২২। হে পার্থ। ভূতানি (সমস্ত ভূত) যস্যঅন্তঃস্থানি (যার মধ্যে অবস্থিত), যেন (যার দ্বারা) ইদং সর্ব্বং (এই সমস্ত জগৎ) ততম্ (ব্যাপ্ত হয়ে আছে) সঃ পরঃ পুরুষঃ (সেই পরমপুরুষ) তু অনন্যয়া ভক্ত্যা (কেবল অনন্যা ভক্তির দ্বারা) লভ্যঃ (লাভ করা যায়)।

হে পার্থ। সমস্ত ভূতই যাতে অবস্থান করছে এবং যার দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হয়ে আছে, সেই (কাবণ স্বরূপ) পরম পুরুষ ভগবানকে একমাত্র অনন্যা ভক্তির দ্বারা লাভ করা যায়, আর কোনো কিছুতেই নয়। ২২

এই শ্লোকে একমাত্র অনন্যা ভক্তির দ্বারাই যে তিনি লভ্য এই কথাই বিশেষভাবে বলা হয়েছে। গীতায় একমাত্র পুরুষোত্তম তত্ত্বকেই পরতত্ত্ব বলা হয়েছে। তিনি সগুণ হয়েও নির্গুণ। (১৩।১৪।১৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য) নিরাকার হয়েও সাকার (৪।৬)। তিনিই সমস্ত জীবের গতি ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ (৯।৮) ভগবদ্ভক্তির দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় (৮।২২)। আবার ব্রহ্মজ্ঞান হলেই ঈশ্বরে পরম ভক্তি জন্মে (১৮।৫৪)। ভক্তিতত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানীগণই ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত, (৭।১৭)। সেই ভগবানে একমাত্র অব্যভিচারিণী ভক্তির দ্বারাই পরাভক্তি জন্মে এবং ভক্তি তত্ত্বেরও সম্যক জ্ঞান হয়। (১৮।৫৫)। শ্রীগীতার মতে, ব্রহ্মজ্ঞান ও ভগবদ্ ভক্তির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কিন্তু নির্গুণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদীগণ কিন্তু ভক্তির স্থলে পরমজ্ঞান অর্থাৎ আত্মানুসন্ধানকেই ভক্তি বলেন। শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যা মতে, "ভক্ত্যা জ্ঞানলক্ষণয়া, অনন্যয়া আত্মবিষয়া"– অর্থাৎ 'ভক্তি' শব্দের অর্থ জ্ঞানালোচনা বা আত্মচিন্তা এবং 'অনন্যা' শব্দের অর্থ কেবল আত্মবিষয়ক। একমাত্র অনন্যা ভক্তির দ্বারাই ভগবানকে লাভ করা যায়, অন্য কোনো উপায়ে নয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলেছেন,–

তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যশঃ।। (১।২।১৪)

ভক্তি যোগদ্বারাই সর্বসিদ্ধি হয়, সুতরাং অচঞ্চল চিত্তে সর্বদা ভক্তজন পরিপালক শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, কথাশ্রবণ ও কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য এবং শ্রীভগবানকে সর্বদা অনন্য ভক্তিভাবে ধ্যান পূজাদি করা কর্ত্তব্য।

যত্রকালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামিভরতর্ষভ।। ২৩

২৩। হে ভরতর্ষভ। যত্রকালে (যে কালে) প্রয়াতা (প্রয়াণ করলে) যোগিনঃ (যোগীগণ); অনাবৃত্তিম আবৃত্তিং চ (অপুনরাবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তি) যান্তি (লাভ করেন) তং কালং (সেই কালের বিষয়) বক্ষ্যামি (বলছি)।

হে ভরতর্ষভ। যে কালে (মার্গে) গমন করলে যোগীগণের পুনর্জ্জন্ম হয়না

এবং যে কালে (মার্গে) গমন করলে পুনর্জন্ম হয় তা বলছি। ২৩

কাল শব্দের অর্থ দিন রাত ইত্যাদি কালের অভিমানিনী দেবতা বা তাদের দেখানো মার্গ। কাল শব্দের অর্থ এখানে কোন্ কর্মফল বা কোন পথে গমন করলে মোক্ষ বা পরম পদ লাভ হয়, তা নীচের তিনটি শ্লোকে বলা হয়েছে।

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ।। ২৪

২৪। [যে স্থানে] অগ্নির্জ্যোতিঃ (জ্যোতির্ময় অগ্নি) অহঃ (দিন) শুক্ল (শুক্লপক্ষ) উত্তরায়ণং ষণ্মাসঃ (উত্তরায়ণ ছয় মাস), তত্র প্রয়াতাঃ (সেই মার্গে প্রয়াণ করে) ব্রহ্মবিদঃ জনাঃ (ব্রহ্মোপাসকগণ) ব্রহ্ম গচ্ছন্তি (ব্রহ্মকে লাভ করে থাকেন)।

জ্যোতিস্বরূপ অগ্নি, দিন, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ ছয় মাস,— এই সময় (এই দেবতাগণের লক্ষিত পথে গমন করে) ব্রহ্মোপাসকগণ ব্রহ্মকে লাভ করেন।২৪

এই প্রাকৃত ব্রহ্মলোক নয়, যথাসম্ভব এ ব্রহ্মলোক বিষ্ণুপদ মাত্র, কারণ প্রাকৃত ব্রাহ্ম লোক থেকেও জীবের পতন হয়।

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে।। ২৫

২৫। ধূমঃ, রাত্রিঃ, কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণপক্ষ) তথা ষণ্মাসাঃ দক্ষিণায়নং (দক্ষিণায়ণ্ ছয় মাস) তত্র (সেই পথে) যোগী (কর্ম্মীপুরুষ) চান্দ্রমসং জ্যোতিং (চন্দ্র সম্বন্ধীয় জ্যোতিঃ অর্থাৎ চন্দ্রলোক বা স্বর্গলোক) প্রাপ্য (পেয়ে) নিবর্ত্ততে (ফিরে আসেন)।

ধোঁয়া, রাত, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ণ, ছ মাস, এই সময়ে অর্থাৎ এই দেবতাগণের লক্ষিত পথে গমন করে কর্মী পুরুষগণ স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়ে সেখানে কর্মফল ভোগ করে পুনরায় সংসারে ফিরে আসেন। ২৫

ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ণ প্রভৃতি শব্দগুলির দ্বারা তাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বা উপলক্ষিত মার্গ এই অর্থ গ্রহণ করতে হবে।

শুক্ল কৃষ্ণে গতীহ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ।। ২৬

২৬। জগতঃ (জগতের) শুক্ল ও কৃষ্ণ (প্রকাশময় ও অন্ধকারময়) এতে গতী (এই দুই পথ) শাশ্বতে হি মতে (অনাদি বলে কথিত); [উপাসক] একয়া (একটির দ্বারা) অনাবৃত্তিং যাতি (মোক্ষ প্রাপ্ত হন) অন্যয়া (অন্যটির দ্বারা) পুনঃ আবর্ত্ততে (পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হন)।

জগতের শুক্ল (প্রকাশময়) ও কৃষ্ণ (অন্ধকারময়) এই দুটি পথ অনাদি বলে প্রসিদ্ধ। একটির দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়, অপরটির দ্বারা পুনর্জ্জন্ম লাভ হয়। ২৬

মৃত্যুর পর জীবের ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে ঋষিগণ দুটি মার্গের কথা উল্লেখ করেছেন— দেবযান মার্গ ও পিতৃযান মার্গ। (ঋক্ ১০।৮৮।১৫, যাস্কনিরুক্ত ১৪।৯, বৃহদারণ্যক ৫।১০, ৬।২।১৫; ছান্দোগ্য ৫।১০; কৌষি ১।৩; বেদান্তসূত্র ৪।৩।৭-৬; মহাভা; শান্তি ১৭।১৫-১৬, ১৯।১৩-১৪; ইত্যাদি বিভিন্ন শাস্ত্রে জীবের এই মার্গের গতির কথায় উল্লেখ আছে। দেবযান মার্গ বা নিবৃত্তি মার্গ যেখান থেকে জীবের কোন কালে পতন হয়না। পিতৃযান মার্গ বা প্রবৃত্তি মার্গ— যেখান থেকে জীবের পতন অবশ্যম্ভাবী।

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন।। ২৭

২৭। হে পার্থ! এতে সৃতী (এই মার্গ দুটি) জানন্ (জেনে) কশ্চন যোগী (কোনও সাধক) ন মুহ্যতি (মোহ প্রাপ্ত হননা); তস্মাৎ (সেজন্য) হে অর্জ্জুন! সর্ব্বেষুকালেষু (সর্বদা) যোগযুক্তঃ ভব (যোগযুক্ত হও)।

হে পার্থ! (ভব বন্ধন থেকে মুক্তি স্বরূপ মোক্ষ ও সংসার প্রাপক) এই মার্গ দুটি অবগত হয়ে যোগীপুরুষ মোহগ্রস্ত হননা। (যাতে সংসারে জড়িয়ে পড়তে হয় এরূপ কাম্য কর্মে লিপ্ত হননা, সংসার থেকে যাতে মুক্ত হওয়া যায় সেরূপ মার্গ অবলম্বন করেন)। সেজন্য হে অর্জ্জুন! তুমি সর্বদা যোগযুক্ত হও অর্থাৎ ঈশ্বরে চিত্ত সমাহিত কর। ২৭

যোগী ও যোগযুক্ত শব্দ— এই স্থলে জ্ঞান যোগ, নিষ্কাম কর্মযোগ, ভক্তিযোগ না অষ্টাঙ্গ যোগ? যিনি যে পথের পক্ষপাতী তিনি সে পথের কথাই বলবেন।

গীতোক্ত যোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য, জ্ঞান-কর্ম-ভক্তিমিশ্রিত বিশিষ্ট চতুরঙ্গযোগ।

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব দানেষু যৎপুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎসর্ব্বমিদংবিদিত্বা যোগীপরংস্থানমুপৈতিচাদ্যম্।। ২৮

২৮। বেদেষু (বেদে) যজ্ঞেষু (যজ্ঞে) তপঃসু চ (তপস্যায়) দানেষু এব (দানসমূহে) যৎপুণ্যফলং (যে পুণ্যফল) প্রদিষ্টম্ (শাস্ত্রে নিরূপিত হয়েছে) ইদং-বিদিত্বা (এই তত্ত্বজেনে) যোগী তৎসর্ব্বম্ (সেই সমস্ত পুণ্যফল) অত্যেতি (অতিক্রম করেন), পরং আদ্যং স্থানং চ (এবং উৎকৃষ্ট আদ্যস্থান) উপৈতি (লাভ করেন)।

বেদভ্যাস, যজ্ঞ, তপস্যা ও দানাদিতে যে সমস্ত পুণ্যফল নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই তত্ত্ব জেনে যোগীপুরুষ সেগুলি অতিক্রম করেন এবং জগতের মূলভূত পরমস্থান অর্থাৎ বিষ্ণুপদ লাভ করেন। ২৮

কাম্য কর্মাদির দ্বারা স্বর্গলাভ হলেও পুনরায় সংসারপ্রাপ্তি অনিবার্য। এই কথা জেনে স্বর্গাদি ফলকে তুচ্ছ করে, যে সমস্ত পুরুষ, পরমপুরুষে যোগযুক্ত হন, তারাই সেই পরম পুরুষকে লাভ করেন। নামঘোষাতেও আছে,—

"ব্রহ্মা যোগীজনো ব্রহ্মচিন্তে যদি হরির নাম নলয়।
সিয়োভ্রষ্ট হয়া সংসারত পরে চারি বেদে হেন কয়।।"

(নামঘোষা)

অষ্টম অধ্যায়ের ভাবার্থ

সপ্তম অধ্যায়ের শেষে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছিলেন যে, মদাশ্রিত ভক্তগণের ব্রহ্মতত্ত্ব, অধ্যাত্ম তত্ত্ব ও কর্মতত্ত্ব অধিগত হয়। অর্থাৎ জ্ঞান হয় এবং অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ সহ আমাকে জানলে মৃত্যুকালেও আমার বিস্মরণ হয়না। সেই জন্য অর্জ্জুন এই অধ্যায়ের ১।২ শ্লোকে এই তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে জানার

আগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। তার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ যা বলেছিলেন তার মর্মার্থ হল, 'আমার নির্গুণ অক্ষর ভাবই ব্রহ্মাতত্ত্ব।' নানা বিভূতি সম্পন্ন বিশ্বস্রষ্টা রূপে আমার যে গুণ স্বভাব তাই অধ্যাত্মতত্ত্ব। বিশ্ব সৃষ্টি প্রভৃতি কর্মতত্ত্ব। আমার সৃষ্ট ভূত প্রপঞ্চই অধিভূত। ভূতসমূহের অধিষ্ঠান চৈতন্য রূপে বর্ত্তমান পুরুষই অধিদৈবত, সেটিও আমিই। সৃষ্টি রক্ষার্থে জীবের যে কর্ম তাই যজ্ঞ এবং আমিই অধিযজ্ঞ রূপে এর নিয়ন্তা এবং ফল ভোক্তা। বস্তুতঃ এই সকলই আমি, জীবের কর্ম ও আমারই কর্ম। আমাকে জানলে এই সকলকেই জানা যায়। এরূপে সমগ্রভাবে আমাকে জানলে মোক্ষ লাভ হয়।

অর্জ্জুন পরে একথা আবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, "মৃত্যু সময়ে কি ভাবে স্মরণ করলে সদ্গতি লাভ করা যায়?" তার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, মৃত্যু সময়ে যিনি যে ভাবে স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি সেই ভাবই প্রাপ্ত হন। এজন্য তুমি সর্বদা আমাকে স্মরণ করবে, তাহলে অবশ্যই আমাকে পাবে। যেহেতু আমাকে স্মরণ করতে চির জীবন অভ্যাস না করলে অন্তিম সময়ে আমাকে স্মরণ করতে পারবেনা। সেজন্য আমাকেই সর্বদা স্মরণ করবে অর্থাৎ যুদ্ধাদি স্বধর্মানুষ্ঠানেও আমাকে স্মরণ করবে। তাহলে সদ্গতি লাভের আর কোনো আশঙ্কা থাকবেনা।

শ্রীগোবিন্দ এ কথার দ্বারা নিশ্চিতভাবে যে কথার ইঙ্গিত করছেন তা হল,— সর্বদা ভগবানের নাম স্মরণ করলে অন্তিম সময়েও সেই নাম অভ্যাসের জন্য স্মৃতি পথে উদিত হবে এবং ফলস্বরূপ পরমগতি লাভ হবে। নামঘোষা, কীর্ত্তনঘোষা, নবসিদ্ধ, ভাগবতাদি সমস্ত ভক্তি শাস্ত্রে একবাক্যে এই কথাই বলেছেন যে, ভগবানের নাম সর্বদা স্মরণ করলে জীবের পরমগতি লাভ হবে।

শ্রীশ্রীনামঘোষায় আছে,—

তপজপ তীর্থ ব্রত, যাগ যোগ যজ্ঞ দানে
কাকো নুসুমরে মৃত্যুবেলা।
মরোতাজনক বেঢ়ি বোলে সবে রাম বোলা
হেন নামে এতিক্ষণ হেলা।।

পরলোক সময়র বান্ধব হরির নাম
সব এরি যিহেতু সুমরে।
এতিক্ষণে কি কারণে হেনয় হরির নাম
মন্দমতি নরে নুসুমরে।।

নবসিদ্ধে—

ইটো হরি নাম ধর্ম্ম মহা গুহ্যতম্।
ইয়াত বিশ্বাস যার সিটো নরোত্তম।।
ভজে মাধবর নাম স্মরে সর্ব্বক্ষণ।
একেবারে সিজে তার তিনো প্রয়োজন।।
প্রথমে উপজে প্রেমলক্ষণা ভকতি।
গৃহ শরীরত পাছে মিলে বিরকতি।।
প্রেমর আস্পদ কৃষ্ণমূর্ত্তিস্ফুর্ত্তি হয়
একে কালে মিলে আসি সম্পদে ত্রিতয়।।

শ্রীমদ্ভাগবতে—

পতিতঃ স্খলিতো ভগ্নঃ সন্দষ্টস্তপ্ত আহতঃ।
হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্নার্হতি যাতনাম্।।

(৬।২।১৫)

— কোনো উচুঁস্থান থেকে পতিত, যেতে যেতে স্খলিত, ভাঙা দেহ, সর্পাদির দ্বারা দংশিত, জ্বরাদি তাপে সন্তপ্ত কিংবা দণ্ডাদির দ্বারা আহত যে কোনো ব্যক্তি যদি অবশ চিত্তেও শ্রীহরির নাম উচ্চারণ করে, তার আর যন্ত্রনা ভোগ করতে হয়না।'

কীৰ্ত্তনঘোষাতে—

হৰিৰ নাম ধৰ্ম্ম স্মৰণ মহিমা
দেখিয়ো দূত সম্প্ৰতি।
পাপী অজামিলে নাৰায়ণ বুলি
পাইলেক পৰম গতি।
হেন বিমৰিষি যিটো জ্ঞানী সবে
ফুৰে হৰি নাম গাই।
কুল উদ্ধাৰিল আপোন তাৰিল
এৰাইল আমাৰ দায়।।

যে সকল ভক্ত মৃত্যু সময়ে মনকে একাগ্র করে যোগবলের দ্বারা প্রাণকে ভ্রূযুগলের মধ্যে ধারণ করে, ইন্দ্রিয় সংযম পূর্বক মনকে নিরুদ্ধ করে, সেই অক্ষর পরম পুরুষকে চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করেন, তিনিই সদ্‌গতি লাভ করেন। কিন্তু এভাবে যোগবলে ব্রহ্মচিন্তা করে দেহত্যাগ করা সাধারণ লোকের সাধ্যায়ত্ব নয়, অত্যন্ত দুঃসাধ্য। এজন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সহজতম পথের সন্ধান দিয়ে বলেছেন যে, 'আমার যে সমস্ত ভক্ত সর্বদা আমাকে স্মরণ করে, তাদের কাছে আমি অতি সুলভ, সহজসাধ্য।' ৯।২ শ্লোকেও "সুসুখং" শব্দটির দ্বারা এই ভাবটিই পরিস্ফুট করেছেন।

কীৰ্ত্তনঘোষাতে বলেছেন—

প্ৰথমে দহিবে পাতক চয়।
কৰিবে মহাপুণ্য উভ্যুদয়।।
কৰিবে বিষয়ত বিৰকতি।
কৃষ্ণত বাঢ়িবে প্ৰেম ভকতি।।
ওপজাইবে মহাবৈষ্ণৱী জ্ঞান।
মায়াক দহি কৰিবে নিৰ্বান।।

চৈতন্য মূর্ত্তি পূর্ণানন্দ হরি।
থৈবক্ত নামে এবে একে করি।।

যিনি সর্ব্বদা শ্রীভগবানের নাম স্মরণ করেন তার সাতটি কর্ম সাধন হয়। উপরোক্ত পদে এই কথাই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও এই কথারই পুনরাবৃত্তি—

যন্নামধেয়ং ম্রিয়মান আতুরঃ পতন্।
স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্তকর্ম্মার্গল উত্তমাংগতিং প্রাপ্নোতি
যক্ষ্যন্তি নতং কলৌ জনাঃ।। ১২।৩।৪৪

'আহা! যার প্রিয় নাম মুমুর্ষু অর্থাৎ শেষ অবস্থায়, অসুস্থ অবস্থায়, পতিত অবস্থায়, স্খলিত অবস্থায় নতুবা বিবশ অবস্থাতে গ্রহণ করলেও কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ পরম গতি লাভ করে। কলিযুগে দুর্ব্বুদ্ধি লোকেরা তার নাম স্মরণ করতে অনিচ্ছুক হয়, এটাই দুঃখের বিষয়।'

আলোচ্য অষ্টম অধ্যায়ে মূলতঃ ঈশ্বরের নাম স্মরণ করতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দৃঢ়ভাবে অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন। তার কারণ হলো, ব্রহ্মলোকেও জীবের পরিত্রাণ নেই এবং ব্রহ্মলোককে আদি করে সমস্ত লোকেই জীব পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হয়। নামঘোষাতে লিখেছেন,—

"ব্রহ্মা যোগী জনো ব্রহ্ম চিন্তে যদি, হরির নাম নলয়।
সিয়ো ভ্রষ্ট হুয়া সংসারত পরে, চারি বেদে হেন কয়।।"

আমাকে পেলে জীবের আর পুনর্জ্জন্ম হয়না। কল্পে কল্পে জীবগণ লয় পাপ্ত হয় এবং কল্পারম্ভে জগৎ সৃষ্টির সংগে পুনরায় এসে জন্ম গ্রহণ করে। আমাকে না পাওয়া পর্যন্ত জীবের আসা যাওয়া অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ হয়না। আমার আশ্রয় গ্রহণ করলে জীবের পুনর্জ্জন্ম নিবৃত্তি হয়। (৪।২ শ্লোক দ্রষ্টব্য) যাগ-যজ্ঞাদি পুণ্য কর্মকারী ব্যক্তিদের ও পুণ্য ক্ষয় হলে সংসার চক্রে পুনঃ জন্ম গ্রহণ করতে হয়। (৯।২০।২১ শ্লোক দ্রষ্টব্য) কিন্তু যারা ব্রহ্মের

উপাসনা করেন, তারা ব্রহ্মলোকই প্রাপ্ত হন। এই স্থলে 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ পরমেশ্বর। শাস্ত্রেও ব্রহ্মশব্দের দ্বারা কৃষ্ণকেই লক্ষ্য করা হয়েছে। যে ব্রহ্মলোক থেকে জীবের পতন হয়, সেই ব্রহ্মলোক এই নয়, এই পরম ভগবৎ ধাম। এই তত্ত্ব জেনে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সংসার প্রবৃত্তির কারণভূত কাম্য কর্মাদিতে মুগ্ধ না হয়ে একমাত্র ব্রহ্ম প্রাপ্তির কারণ ভূত, জ্ঞানযোগে, নিষ্কাম কর্ম, জ্ঞান, ভক্তিযোগ অবলম্বন করে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান অর্জ্জুনকে বলেছেন,— তোমাকে আমি পূর্বে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমস্ত কথা বলেছি। তুমি সেভাবে আমাতে যোগযুক্ত হও। এই অধ্যায়ে পরমেশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা প্রসংগে ব্রহ্মতত্ত্ব, অক্ষর ব্রহ্মোপাসনা এবং মৃত্যুকালে ব্রহ্ম স্মরণের প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে প্রকৃতপক্ষে ভক্তির সংগে যোগের কথা বলে, তা দুঃসাধ্য হওয়ায় কেবলমাত্র যোগের নির্দ্দেশ দিয়ে অধ্যায় সমাপ্ত করেছেন। অধ্যায়টিতে ব্রহ্মতত্ত্ব ব্রহ্মোপাসনার কথা বর্ণিত হয়েছে বলে একে অক্ষর ব্রহ্মযোগ বলে।

যো ভক্তিযুক্তমপি যোগপথং সুদুষ্খম্।
প্রোবাচ লোককৃপয়া নিজ ভক্তিমার্গম্।
যং প্রাপ্য ন ভবভয়ং লভতে কথঞ্চিৎ।
তস্মৈ নমোঽস্তু গুরবে পুরুষোত্তমায়।।

হে সাধুসব! দেখ সপ্তম অষ্টম অধ্যায়ত ভক্তি সহিতে যোগ কহিলা সি দুষ্কর পদে কেবল ভক্তিযোগ কহিছা। এতেকে পরম সুগম কেবল ভক্তি ধরি হরি-বোল-হরি।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু বিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে—
অক্ষর ব্রহ্ম যোগোনাম
অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।।

পরেশঃ প্রাপ্যতে শুদ্ধভক্ত্যেতি স্থিতমষ্টমে।
নরমে তু তদৈশ্বর্য্যমত্যাশ্চর্য্যং প্রপঞ্চ্যতে।।
নিজমৈশ্চর্য্যমাশ্চর্য্যং ভক্তেশ্চাদ্ভুত বৈভবম্।
নবমে রাজগুহ্যামেৎ কৃপয়াহ বোচদচ্যুতঃ।।

শুদ্ধ ভক্তির দ্বারা পরমেশ্বরকে লাভ করা যায়, এই কথা অষ্টম অধ্যায়ে স্থিরীকৃত হয়েছে এবং নবম অধ্যায়ে তার অত্যাশ্চর্য ঐশ্বর্য (বিভূতি) বর্ণিত হয়েছে।· শ্রীভগবান কৃপাপূর্বক রাজগুহ্য নবম অধ্যায়ে নিজের আশ্চর্য বিভূতির বিষয় এবং ভক্তির অদ্ভুত মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন।

ইতি শ্রীধরস্বামীকৃত গীতার্থ সংগ্রহ।

অনন্যাচিন্তয়ন্তো মাং যে জনা পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।।

নবমো অধ্যায়ঃ

রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বামোক্ষ্যসেঽশুভাৎ।।১

১। শ্রীভগবান উবাচ— ইদং (এই) তু গুহ্যতমং (অতি গূঢ়) বিজ্ঞান সহিতং জ্ঞানং (বিজ্ঞানের সংগে জ্ঞান) অনসূয়বে (দোষদৃষ্টিবিহীন) তে (তোমাকে) প্রবক্ষ্যামি (বলব), যৎজ্ঞাত্বা (যা জেনে) [তুমি] অশুভাৎ (সংসারবন্ধন থেকে) মোক্ষ্যসে (মুক্ত হবে)।

শ্রীভগবান বললেন— তুমি অসূয়াশূন্য, দোষদৃষ্টিরহিত। সেজন্য তোমাকে পরম গুহ্যতম ঈশ্বর বিষয়ক বিজ্ঞানসহিত জ্ঞানের কথা বলছি, যা জানলে তুমি সংসাব বন্ধনের দুঃখ হতে মুক্ত হবে। ১

বিজ্ঞান সহিতং— ঈশ্বরানুভবের সংগে জ্ঞান। ৭ম অধ্যায়ের ২য় শ্লোকেও এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা বলেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ২।৯।৩০ শ্লোকেও এই জ্ঞান-বিজ্ঞানেব কথা পাই—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞান সমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া।।

(—ভাগবত)

—শ্রীভগবান ব্রহ্মাকে বলেছিলেন,— হে ব্রহ্মন্। অনুভব, প্রেমভক্তি এবং সাধন সমন্বিত পরম গুহ্যজ্ঞান তোমাকে বলি, তুমি গ্রহণ কর।'

শিষ্য শ্রদ্ধাহীন বা দোষদর্শী হলে গুরু তাকে গুহ্যতম বিষয়ের উপদেশ

দেননা। যেহেতু শ্রীগুরুতে দোষদর্শী হলে শিষ্য গুহ্যতম তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণের অধিকারী হয়না। দোষদর্শী মানুষ কেবল দোষই দেখে, গুণ দেখেনা। কিন্তু অর্জ্জুন এরূপ ছিলেন না। শ্রীশ্রীনামঘোষাতে বলেছেন,—

"অধমে কেবলে দোষ লওয়, মধ্যমে গুণ দোষ লয়ে করিয়া বিচার। উত্তমে কেবলে গুণ লওয়, উত্তমোত্তমে অলপ গুণ করয় বিস্তার।।"

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদ মুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্।।২

২। ইদং (এই আত্মজ্ঞান) রাজ গুহ্যং (অতি গুহ্যতম) রাজবিদ্যা (সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা) উত্তমং পবিত্রম্, প্রত্যক্ষাবগমং (প্রত্যক্ষ বোধগম্য, প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ) ধর্ম্ম্যং (ধর্মসংগত) কর্ত্তুং সুসুখং (সুখসাধ্য) অব্যয়ঞ্চ (এবং অক্ষয় ফলপ্রদ)।

এই রাজবিদ্যা রাজ গুহ্য অর্থাৎ সমস্ত বিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং অত্যন্ত গোপনীয়। এই বিদ্যা সর্বোৎকৃষ্ট, পরম পবিত্র, প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ, ধর্মসঙ্গত, সুখসাধ্য ও অক্ষয় ফলপ্রদ। ২

রাজবিদ্যা— সমস্ত বিদ্যার রাজা; রাজগুহ্য— সমস্ত গুহ্য বিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অত্যন্ত গোপনীয়। প্রত্যক্ষাবগমংধর্ম্ম্যং— যার ফল প্রত্যক্ষ দেখা যায়, ধর্ম সম্মত অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত সমুদায় ধর্মের ফলপ্রদ। আলোচ্য ৯ম অধ্যায়ের ১ম, ২য় শ্লোকে 'রাজবিদ্যা', 'রাজগুহ্য ফলং', 'বিজ্ঞান সহিত ধর্ম্ম্যং', 'সুসুখং কর্ত্তুং' প্রভৃতি শব্দগুলি ব্যবহারে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ভক্তি মার্গকে লক্ষ্য করেই এই কথাগুলি বলা হয়েছিল। লোকমান্য তিলকও এই কথাই বলেছেন,— "একথা স্পষ্ট যে, অক্ষর অব্যক্ত ব্রহ্মের জ্ঞানকে লক্ষ্য করে এরূপ বর্ণনা করা হয় নি। বরং রাজবিদ্যা শব্দে এই স্থলে ভক্তিমার্গকেই লক্ষ্য করা হয়েছে।" প্রত্যক্ষাবগমং এবং সুখ সাধ্য (সুসুখং কর্ত্তুং) শব্দগুলির মধ্যদিয়ে এই কথাই বুঝাচ্ছে যে, ভক্তিমার্গই প্রত্যক্ষ এবং ব্যক্ত উপাসনা। জ্ঞানমার্গে অব্যক্ত ব্রহ্মচিন্তা থাকায় তাকে প্রত্যক্ষ বলা যায়না। তাছাড়া এই জ্ঞানমার্গ অত্যন্ত ক্লেশজনক। (১২।৫)। ভক্তিমার্গ যে সুখসাধ্য সেকথাই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। সুসুখং কর্ত্তুং ইত্যাদি কথায় যে ভক্তিমার্গেরই ইঙ্গিত আছে; ব্রহ্মবিদ্যার নয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বিদ্যা মাত্রেই গোপনীয়। প্রাচীন কালে অধিকারী শিষ্য ছাড়া অপর কাউকে উপদেশ করা হতনা। গুহ্য বিদ্যার মধ্যে ভক্তিযোগই যে শ্রেষ্ঠ এবং অতি গোপনীয় সে কথা ১৮।৬৭ শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়ের অক্ষর, ব্রহ্মযোগে বিশেষভাবে অনন্যা ভক্তির দ্বারা যে ঈশ্বর লাভ হয় সে কথা বলা হয়েছে। অক্ষর ব্রহ্মযোগে মন-সংযম সুকঠিন। সকলের সাধ্যায়ত্ব নয়। সেজন্য তার চেয়েও সহজলভ্য ভক্তিমার্গের উপদেশ অষ্টম অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছিল। এখন আলোচ্য ৯ম অধ্যায়ে এবং পরবর্ত্তী অধ্যায়ের প্রারম্ভ থেকেই বিশেষভাবে পরমেশ্বরের ব্যক্ত স্বরূপের বর্ণনা এবং ভক্তিমার্গের প্রাধান্যের বিষয়ই বিশেষভাবে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়েছে।

প্রহ্লাদ এই ভক্তিবিদ্যাকে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বা উত্তম বিদ্যা বলে গুরুজনের কাছে মত প্রকাশ করেছিলেন। যথা কীর্ত্তনে,—

শ্রবন কীর্ত্তন স্মরণ বিষুণ্র
অর্চ্চন পদসেবন।
দাস্য সখিত্ব বন্দন বিষ্ণুত
করিব দেহা অর্পণ।।
নববিধভক্তি বিষ্ণুত আচরে
সেহিসে পাঠ উত্তম।

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি।। ৩

৩। হে পরন্তপ। অস্য (এই) ধর্ম্মস্য (ধর্মের প্রতি) অশ্রদ্দধানাঃ (শ্রদ্ধাবিহীন) পুরুষাঃ (পুরুষগণ) মাম্ অপ্রাপ্য (আমাকে নাপায়ে) মৃত্যু-সংসারবর্ত্মনি (মৃত্যুময় সংসার পথে) নিবর্ত্তন্তে (পরিভ্রমণ করে)।

হে পরন্তপ। এই ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীন পুরুষগণ আমাকে না পেয়ে মৃত্যুময় সংসার পথে সর্বদা পরিভ্রমণ করে থাকে অর্থাৎ যারা এই ধর্মে অশ্রদ্ধা করে তারা আমাকে পায় না। এবং এই মৃত্যুময় সংসার পথে পরিভ্রমণ করে। ৩

এই রাজবিদ্যা কিংবা ভক্তিবিদ্যায় যার শ্রদ্ধা নেই তার পতন অবশ্যম্ভাবী।

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি নচাহং তেম্ববস্থিতঃ।। ৪

৪। অব্যক্ত মূর্ত্তিনা (অব্যক্তস্বরূপ) ময়া (আমি) ইদং সর্ব্বং জগত ততং (এই সমস্ত জগৎ জুড়ে আছি); সর্ব্বভূতানি (সমস্ত ভূতই) মৎস্থানি (আমাতে স্থিত), অহঞ্চ (আমি কিন্তু) তেষু (সেই সমস্তে) ন অবস্থিতঃ (অবস্থিত নই)।

আমি অব্যক্ত স্বরূপে এই নিখিল জগৎ জুড়ে আছি। ভূতগণ আমাতে অবস্থিত আছে, আমি কিন্তু সেই সকলে কোথাও অবস্থান করিনা। ৪

আমি সমস্ত জগৎ জুড়ে আছি। কিন্তু আমি ভূত সমূহে স্থিত নই, যদিও ভূতসমূহ আমাতেই আছে। এই কথার তাৎপর্য হলো— ঈশ্বরের ব্যাপ্তি কেবল জগতেই সীমাবদ্ধ নয়। তিনি জগতেরো অতীত। (ঋক্‌সূত্র— সহস্রশীর্ষ) তিনি বিশ্বানুগ হয়েও বিশ্বাতিগ। তিনি ব্যাপক হয়েও ব্যাপ্য। ভগবানের এই পরম যোগৈশ্বর্য; তিনি ভূতগণের ধারক এবং পালক হয়েও তিনি ভূতস্থ নন। পরের শ্লোকেও এই কথাই বলা হয়েছে।

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্যমে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূত ভাবনঃ।। ৫

৫। মে (আমার) ঐশ্বরং (ঐশ্বরীক) যোগং (যোগপ্রভাব অঘটন-ঘটন সামর্থ) পশ্য (দেখ) ভূতানি চ (আবার ভূতগণও) মৎস্থানিন (আমাতে অবস্থিত না হয়েও) মম আত্মা (আমার আত্মা) ভূতভৃৎ (ভূতধারক) ভূতভাবনঃ চ (ভূত পালকও), ভূতস্থঃ ন (ভূতের মধ্যে থাকেনা)।

তুমি আমার ঐশ্বরিক অসাধারণ যোগদর্শন কর। এই ভূতগণ আমাতে স্থিতি না করেই অবস্থান করছে। আমি ভূতগণের ধারক এবং পালক হয়েও ভূতগণে অবস্থিত নই।

যোগমৈশ্বরম্ ঐশ্বরিকযোগ— সৃষ্টি কৌশল, অঘটন ঘটন সামর্থ্য। পরমেশ্বরের স্বরূপের পরস্পর বিরুদ্ধভাব বর্ণনার তাৎপর্য্য হলো— তিনি সগুণ হয়েও নির্গুণ, সাকার হয়েও নিরাকার, ক্ষুদ্র হয়েও বৃহৎ, সমস্ত প্রকার বিরুদ্ধভাব তাতেই

সম্ভব। এজন্য ৪।৫ শ্লোক দুটিতে পরস্পর বিরুদ্ধভাব (যেমন মৎস্থানি ভূতানি, ন চ মৎস্থানি ভূতানি) বর্তমান।

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপ ধারয়।। ৬

৬। যথা সর্ব্বত্রগঃ (সর্ব্বত্র গমনশীল) মহান্ বায়ুঃ নিত্যং (সর্ব্বদা মহান বায়ু) আকাশ স্থিতঃ তথা সর্ব্বাণি ভূতানি (আকাশ স্থিত বায়ুর মত সমস্ত ভূত) মৎস্থানি (আমাতে অবস্থিত) ইতি অবধারয় (অবধারণ কর অর্থাৎ জান)।

যেমন সর্বত্র গমনশীল মহান্ বায়ু আকাশে অবস্থিত অথচ আকাশের সংগে সংস্পৃষ্ট নয়, তদ্রূপ সমস্তভূত আমাতেই অবস্থিত আছে বলে জানবে।

যেমন বায়ু আকাশে থাকলেও আকাশের সংগে এর সংস্পর্শ নেই, তদ্রূপ সর্বভূত আমাতে থাকলেও আমার সংগে তাদের কোনো সংশ্লেষ নেই। কেননা আমি অসঙ্গ। বস্তুতঃ আমাতে কিছুই নেই অথচ বোধ হয় যেন সকল ভূতই আমাতে আছে। এজন্য একবার বলেছেন, ভূতগণ আমাতে আছে, আর একবার বলেছেন ভূতগণ আমাতে নেই; পুনঃ আবার বলেছেন— ভূতগণকে ধারণ করেও আমি ভূতগণের মধ্যে নেই। আসল কথা হলো, তিনি নির্গুণ বিভাবে অসংস্পৃষ্ট এবং সগুণ বিভাগে ভূতধারক। (১৩।১২-১৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্।। ৭

৭। হে কৌন্তেয়! কল্পক্ষয়ে (প্রলয়কালে) সর্ব্বাণি ভূতানি (সমস্ত ভূত) মামিকাং প্রকৃতিং যান্তি (আমার প্রকৃতিতে বিলীন হয়) পুনঃ কল্পাদৌ (কল্পারম্ভে, সৃষ্টিকালে) অহং (আমি) তানি বিসৃজামি (সেই ভূতগণকে সৃষ্টি করে থাকি)।

হে কৌন্তেয়! প্রলয়কালের শেষে এই সমস্ত ভূত আমার শক্তিরূপিনী ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে বিলীন হয় এবং সৃষ্টিকালে (কল্পারম্ভে পুনঃ আমি) সেই সমস্ত ভূত সৃষ্টি করে থাকি। ৭

ঈশ্বরকে না পাওয়া পর্যন্ত জীবের আসা যাওয়া অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুর নিবৃত্তি হয়না। (৮।১৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ।। ৮

৮। স্বাং প্রকৃতিং (নিজ প্রকৃতিকে) অবষ্টভ্য (বশীভূত করে) প্রকৃতেঃ বশাৎ অবশম্ (প্রাক্তন কর্মপ্রভাবে স্বভাববশতঃ অবিদ্যাপরবশ) ইমং কৃৎস্নং (এই সমস্ত জগৎ) ভূতগ্রামং (ভূতগণকে) পুনঃ পুনঃ বিসৃজামি (বারে বারে সৃষ্টি করি)।

আমি নিজ মায়ারূপ প্রকৃতিকে আত্মবশে রেখে নিজ নিজ প্রাক্তন কর্মের জন্য স্বভাববশতঃ জন্ম-মৃত্যুর পরাধীন ভূতগণকে বারে বারে সৃষ্টি করে থাকি।৮

প্রকৃতের্বশাৎ— প্রাচীন কর্মফল, সংস্কার রূপে প্রলয়কালেও লুপ্ত থাকে। এবং সেই কর্মফলই সৃষ্টিকালে জীবের স্বভাবরূপে অভিব্যক্ত হয়। এই স্বভাবের জন্যই জীবগণের ভিন্ন ভিন্ন যোনি লাভ হয়। এজন্যই বলা হয়েছে— নিজ নিজ স্বভাববশেই ভূতগণের সৃষ্টি হয়। (৫।১৪, ১৪।৩-৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু।। ৯

৯। হে ধনঞ্জয়! তেষু কর্ম্মসু (সেই সকল কর্মে) অসক্তং (অনাসক্ত) উদাসীনবৎ আসীনম্ (উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত) মাং (আমাকে) তানি কর্ম্মাণি (সেই সমস্ত কর্ম) ন চ নিবধ্নন্তি (বন্ধন করতে পারেনা)।

হে ধনঞ্জয়! আমাকে কিন্তু সেই সকল কর্ম আবদ্ধ করতে পারেনা; কারণ আমি সে সকল কর্মে অনাসক্ত, উদাসীনবৎ অবস্থিত। কর্ম করেও আমার কর্মবন্ধন নেই। কেননা আমি কর্ত্তা হয়েও অকর্ত্তা, অনাসক্ত ও উদাসীন। ৯

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে।।১০

১০। অধ্যক্ষেণ ময়া (অধিষ্ঠাতা মৎকর্ত্তৃক) প্রকৃতিঃ সচরাচরং (স্থাবর জঙ্গমাত্মক) জগৎ সূয়তে (প্রসব করে); হে কৌন্তেয়! অনেন হেতুনা (এজন্য) জগৎ বিপরিবর্ত্ততে (বারে বারে উৎপন্ন হয়ে থাকে)।

হে কৌন্তেয়! আমার অধিষ্ঠান বশতঃ প্রকৃতি এই চরাচর জগৎ সৃজন

করে। এজন্যই জগৎ (নানারূপে) বারে বারে সৃষ্টি হয়ে থাকে। ১০

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত মহেশ্বরম্।। ১১

১১। মূঢ়া (অবিবেকী ব্যক্তিগণ) ভূতমহেশ্বরম্ (সর্বভূতের মহেশ্বর স্বরূপ) মম পরং ভাবম (আমার পরম তত্ত্ব) অজানন্তঃ (না জেনে) মানুষীং তনুম্ আশ্রিতং (মানুষ দেহধারী) মাং (আমাকে) অবজানন্তি (অবজ্ঞা করে)।

অবিবেকী ব্যক্তিগণ সর্বভূত মহেশ্বর স্বরূপ আমার পরম ভাব নাজেনে মানুষ দেহধারী বলে আমাকে অবজ্ঞা করে থাকে। ১১

অবিবেকী ব্যক্তিগণ ঈশ্বরের সর্বভূত মহেশ্বর পরমভাব নাজেনে দেহধারী মানুষের মত আমাকে মনে করে; ৭।২৪ শ্লোকেও এই কথার আভাষ দিয়েছেন। এই শ্লোকে সে কথাই স্পষ্টভাবে অর্জুনকে বলেছেন— পরবর্তী শ্লোকে বিশেষভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, কোন শ্রেণীর মানুষ আমাকে বিশেষভাবে অবহেলা করে পাষণ্ড বুদ্ধিব বশবর্ত্তী হয়। (পরের শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানাবিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ।। ১২

১২। মোঘাশাঃ (নিষ্ফল কাম), মোঘকর্ম্মাণঃ (বিফল কর্ম্ম), মোঘজ্ঞানাঃ (বিফল জ্ঞানী, বৃথাজ্ঞানী) বিচেতসঃ (বিচারবিহীন, বিক্ষিপ্ত চিত্ত ব্যক্তিগণ) মোহিনীং (মোহজনক, বুদ্ধিভ্রংশকারী) রাক্ষসীং (হিংসা প্রবল, তামসী) আসুরীং চ (এবং কামদর্পাদি প্রবল আসুরী) প্রকৃতিং শ্রিতাঃ (স্বভাব লাভ করে) [এরূপ ব্যক্তিগণ আমাকে অবজ্ঞা কবে থাকে]।

যে সমস্ত বিবেকহীন ব্যক্তিগণ বুদ্ধিভ্রংশকারী রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতিকে অবলম্বন কবে, আমাকে অবজ্ঞা করে থাকে, তাদের আশা ব্যর্থ, কর্ম্ম নিষ্ফল, জ্ঞান নিরর্থক ও চিত্তবিক্ষিপ্ত হয়। ১২

এই অধ্যায়ের এই শ্লোক এবং এর আগের শ্লোকে পাষণ্ড হরি বিমুখ তামসী প্রকৃতির লোকদের কথা বলা হয়েছে। এবং পরবর্তী ১৩।১৪ শ্লোকে সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন ভগবদ্ভক্তগণের বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। ঈশ্বর বিমুখ ব্যক্তিগণই

শাস্ত্রে অসুর, দানব, দৈত্য এবং রাক্ষসাদি নানা নামে অভিহিত হয়েছেন। এখানে অসুর প্রকৃতি এবং দৈব-প্রকৃতি সম্পন্ন মানুষের বিষয়ে বর্ণনা করে ১৬ অধ্যায়ে পুনঃরায় বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। রাম অবতারে রাবণ, কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি বহু ব্যক্তিই মানুষরূপী রামকে সর্বলোক মহেশ্বর পরমভাবে গ্রহণ করেন নি, তদ্রূপ কৃষ্ণ অবতারেও কংস, শিশুপাল, জরাসন্ধ প্রভৃতি অনেকেই শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বুদ্ধিতে দেখেননি। কিন্তু রাম অবতারে বিভীষণ প্রভৃতি কোনো কোনো ব্যক্তি রামচন্দ্রকে ঈশ্বর বুদ্ধিতে দেখেছিলেন, ঠিক এভাবেই কৃষ্ণ অবতারেও ভীষ্মদেব, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বুদ্ধিতে দেখেছিলেন। অবতারবাদ তত্ত্ব ৪র্থ ও ৭ম অধ্যায়ে প্রসংগক্রমে কিছু কিছু বললেও এই অধ্যায়ে এই তত্ত্বের বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

মোঘাশা– আমার চেয়ে অন্য দেবতাগণ শীঘ্র কামনা পূর্ণ করবেন, যারা এরূপ নিষ্ফল আশা করেন। মোঘকর্মা– ঈশ্বর বিমুখ বলে যাদের যাগ-যজ্ঞাদি নিষ্ফল হয়। মোঘজ্ঞানা– ভক্তিহীন বলে যাদের শাস্ত্র পাণ্ডিত্যাদি সমস্ত কিছুই নিষ্ফল হয়।

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্।। ১৩

১৩। হে পার্থ। দৈবীং প্রকৃতিং আশ্রিতাঃ (সাত্ত্বিক প্রকৃতি আশ্রয় করে) মহাত্মানঃ তু (মহাত্মাগণ) অনন্যমনসঃ (অনন্যমনা হয়ে) মাং (আমাকে) ভূতআদিম্ (ভূতকারণ, জগৎকারণ) অব্যয়ং (অবিনাশী, নিত্য) জ্ঞাত্বা (জেনে) ভজন্তি (ভজনা করেন)।

কিন্তু হে পার্থ। সাত্ত্বিক প্রকৃতি প্রাপ্ত মহাত্মাগণ (দৈবী প্রকৃতিকে আশ্রয় করে) অনন্য চিত্ত হয়ে আমাকে সর্বভূতের কারণ এবং অব্যয় স্বরূপ (নিত্য স্বরূপ) জেনে ভজনা করেন। ১৩

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে।। ১৪

১৪। [তারা] সততং (সর্বদা) মাং কীর্তয়ন্তঃ (আমার নামকীর্তন করে)

যতন্তঃ (যত্নশীল হয়ে) দৃঢ়ব্রতাঃ চ (এবং দৃঢ় ব্রত হয়ে) ভক্ত্যা চ নমস্যন্তঃ (এবং ভক্তিপূর্বক আমাকে নমস্কার করে) নিত্যযুক্ত (নিত্যসমাহিত হয়ে) উপাসতে (ভজনা করেন)।

১৪। তারা যত্নশীল এবং দৃঢ়ব্রত হয়ে ভক্তিপূর্বক সর্বদা আমাকে প্রনাম, আমার নামগুণ কীর্তন এবং বন্দনা করে, সমাহিত চিত্তে আমার উপাসনা করেন অর্থাৎ একাগ্রচিত্তে আমাকে ভজনা করেন। ১৪

এ শ্লোকটিতে ভাগবত ধর্মের কীর্তনাঙ্গকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীমাধবদেবও নামঘোষাতে বলেছেন। যথা—

রহস্যক জানে যিটো লোক সততে কীর্তন করে মোক
ধরি দৃঢ়ব্রত করি যত্ন বিপরীত।
মোর সর্বোত্তম দুই পারে, করে নমস্কার ভক্তিভাবে
তার মোর এরা এরি নাহি কদাচিত।।

(—নামঘোষা।)

একমাত্র ভক্তিই যার সাধ্য সাধন, প্রেম মাত্র প্রয়োজন, তিনি যেন সর্বদা শ্রীভগবানে শরণাগত হয়ে পরম যত্নে দৃঢ়ব্রতী হয়ে তার নামগুণ কীর্তন করেন; উপরোক্ত শ্লোকটিতে এই কথাই বলা হয়েছে। নামঘোষাতেও উচ্চকণ্ঠে সেই কথারই প্রতিধ্বনি হয়েছে। ১৩।১৪ শ্লোকে, সাত্ত্বিক প্রকৃতির মহাত্মাগণ যে কায়মনোবাক্যে ভগবানের নামগুণ কীর্তন করেন সেই কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে ঈশ্বরকে নানাভাবে ভজনার প্রণালীর কথাও গৌণভাবে কীর্তন করা হয়েছে।

জ্ঞান যজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধাবিশ্বতো মুখম্।। ১৫

১৫। অন্যে অপি চ (অন্য কেউ কেউ) জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তঃ (জ্ঞানরূপ যজ্ঞের দ্বারা যজন করে) মাং উপাসতে (আমাকে আরাধনা করে); [কেউ কেউ] একত্বেন (অভিন্নভাবে) [কেউ কেউ] পৃথক্ত্বেন (স্বতন্ত্রভাবে, অর্থাৎ দাস্যাদিভাবে)

[এবং অন্য কেউ] বিশ্বতোমুখং (সর্বাত্মক আত্মাকে) বহুধা (নানা প্রকারে; ব্রহ্মা রুদ্রাদি নানারূপ দেবতারূপে) উপাসতে (উপাসনা করে)।

কেউ কেউ জ্ঞানরূপ যজ্ঞের দ্বারা আমার আরাধনা করে। কেউ কেউ অভেদভাবে (অর্থাৎ উপাস্য উপাসকের অভেদ চিন্তার দ্বারা) কেউ কেউ স্বতন্ত্রভাবে অর্থাৎ দাস্যাদিভাবে আবার কেউ কেউ সর্বময়, সর্বাত্মা আমাকে নানা ভাবে, অর্থাৎ ব্রহ্মা রুদ্রাদি নানা দেবতারূপে পূজা করে থাকে। ১৫

জ্ঞানযজ্ঞ— জ্ঞানরূপ যজ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞানযোগ। বাসুদেবই সমস্ত, এরূপ সম্যক দর্শনই জ্ঞান, এবং এই ধরণের জ্ঞানীভক্তই শ্রেষ্ঠ। (৭।১৯ শ্লোক), শ্লোকটিতে গীতার সার্বভৌম উদার মতবাদের কথাই স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে। (১৩।২৪।২৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য), এই জগতে প্রকৃতির গুণ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রুচি হয়, সেই রুচি অনুযায়ী ঈশ্বরের ভজনা হয়। অদ্বৈত, দ্বৈত এবং বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদ অনুযায়ী মানুষ ঈশ্বরের ভজনা করে থাকেন। গীতা রহস্যে লোকমান্য তিলকও সেই কথাই বলেছেন। " 'একত্ব', 'পৃথকত্ব' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা বুঝা যায় যে, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি সম্প্রদায় যদিও আধুনিক, তথাপি এই কল্পনাগুলি প্রাচীন"— (গীতা রহস্য)

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্ব ধাহমহ মৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্।। ১৬

১৬। অহং (আমি) ক্রতুঃ (শ্রৌত যজ্ঞ), অহং যজ্ঞঃ (স্মার্ত্ত যজ্ঞ), অহংস্বধা (পিতৃযজ্ঞ, শ্রাদ্ধাদি অহং ঔষধম্ (ঔষধিজাত অন্ন বা ঔষধ), অহংমন্ত্রঃ, (আমি মন্ত্র) অহং আজ্যম (আমি হোমের ঘৃত) অহম্ অগ্নিঃ (আমি আগুন) অহং হুতম (আমি হোম)।

আমি ক্রতু, আমিই যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি ঔষধ, আমি মন্ত্র, আমি হোমাদির সাধন ঘৃত, আমি অগ্নি এবং আমিই হোম। ১৬

ক্রতু ও যজ্ঞ— এই শব্দ দুটি সদৃশার্থক হলেও ঠিক এক অর্থব্যঞ্জক নয়। 'যজ্ঞ' শব্দ, ক্রতু শব্দ অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক। শ্রৌত যজ্ঞকেই ক্রতু বলা হয়েছে। এই স্থলে দুটি শব্দই ব্যবহৃত হওয়ায় ক্রতু অর্থে অগ্নিহোমাদি শ্রৌত যজ্ঞ এবং যজ্ঞ অর্থে স্মার্ত্ত যজ্ঞাদি বুঝতে হবে।

পিতামহস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেবচ।।১৭

১৭। অহং অস্য জগতঃ (আমি, এই জগতের) পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহঃ, বেদ্যং (একমাত্র জ্ঞেয় বস্তু); পবিত্রম্, ওঙ্কারং, ঋক্ (ঋক্‌বেদ), সাম (সামবেদ), যজুঃ এবচ (এবং যজুর্বেদ)।

আমি এই জগতের পিতা, মাতা, বিধাতা এবং পিতামহ; যা কিছু জ্ঞেয়, পবিত্র বস্তু তা সবই আমি। আমি ব্রহ্মবাচক ওঙ্কার, আমিই ঋক্, সাম ও যজুর্বেদ স্বরূপ। ১৭

ভগবানই জগতের পিতা, মাতা, উপাদান কারণ, অর্থাৎ পরা, অপরা। তিনিই পিতামহ অর্থাৎ অব্যক্ত প্রকৃতিরও কারণ।

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব।।

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্।। ১৮

১৮। গতিঃ (আমি গতি) ভর্ত্তা (পালনকর্ত্তা), প্রভুঃ (নিয়ন্তা) সাক্ষী (শুভাশুভদ্রষ্টা) নিবাসঃ (ভোগস্থান) শরণং (রক্ষক) সুহৃৎ (উপকার কর্ত্তা) প্রভবঃ (সৃষ্টিকর্ত্তা) প্রলয়ঃ (সংহর্ত্তা) স্থানং (আধার) নিধানং (লয়স্থান), অব্যয়ং বীজম্ (অবিনাশী কারণ)।

আমি গতি, আমি পালনকর্ত্তা, আমি প্রভু, আমি শুভাশুভ দ্রষ্টা, আমি স্থিতিস্থান, আমি রক্ষক, আমি সুহৃৎ, আমি স্রষ্টা, আমি সংহারকর্ত্তা, আমি আধার, আমি লয় স্থান এবং আমিই অবিনাশী বীজস্বরূপ। ১৮

উপরোক্ত শ্লোকে তিনিই যে সব কিছুর মূলে এই কথাই দৃঢ়ভাবে অর্জুনকে বলেছেন। নানারকম কর্ম কিংবা সাধনায় যে ফল পাওয়া যায় তারও মূলে তিনিই। যে যা কিছু করুক সকলের শেষ গতিও তিনিই। লোকে শুভাশুভ যে কোন কর্ম করে সেই সমস্ত কিছুই তিনিই দেখেন, এজন্য তিনি সাক্ষীস্বরূপ। সমস্ত

ভূতের তিনি আধার, সে জন্য তিনি নিবাস। তিনিই উৎপত্তি কর্তা, প্রলয় কর্তা এবং স্থান অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্তা। প্রলয় কালেও সমস্ত ভূতগণ বীজ স্বরূপে তার মধ্যেই অবস্থান করে, এজন্য তিনি নিধান। প্রত্যুপকারের আশা না করে সকলের উপকার করেন, এজন্য তিনি সুহৃৎ, তিনিই আর্তের আর্তিহর অর্থাৎ ভব ভয়হারী। এজন্য তিনি সকলেরই আশ্রয় স্থল অর্থাৎ তিনি ছাড়া জীবের আর কোনো পরিত্রাতা নেই।

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন।। ১৯

১৯। হে অর্জুন। অহং (আমি) তপামি (উত্তাপ দান করি), অহং বর্ষং নিগৃহ্ণামি (জল আকর্ষণ করি), উৎসৃজামি চ (পুনরায় বর্ষণও করি); [আমি] অমৃতং মৃত্যুং চ (জীবন এবং মৃত্যু স্বরূপ) সৎ (নিত্য, অক্ষর আত্মা) অসৎ (অনিত্য, ক্ষরজগৎ)।

হে অর্জুন। আমি সূর্যরূপে উত্তাপ দান করি, আমি ভূমি থেকে জল আকর্ষণ করি, আমি পুনরায় জলবর্ষণ করি; আমি জীবের জীবন, আমিই জীবের মৃত্যু; আমি সৎ (অবিনাশী অব্যক্ত আত্মা) আমিই অসৎ (নশ্বর ব্যক্ত জগৎ)।১৯

ত্রৈবিদ্যামাং সোমপাঃ পূতপাপাযজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্র লোক মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেব ভোগান্।।২০

২০। ত্রৈবিদ্যাঃ (ত্রিবেদী যাজ্ঞিকগণ) যজ্ঞৈঃ মাং ইষ্ট্বা (যজ্ঞদ্বারা আমাকে পূজা করে) সোমপাঃ (সোমরসপান করে), পূত পাপাঃ (নিষ্পাপ হয়ে) স্বর্গতিং (স্বর্গলাভ) প্রার্থয়ন্তে (কামনা করেন); তে (তারা) পুণ্যং (পবিত্র) সুরেন্দ্র লোকম্ (স্বর্গলোক) আসাদ্য (লাভ করে) দিবি (স্বর্গে) দিব্যানদেব ভোগান্ (উত্তম দেব ভোগগুলি) অশ্নন্তি (ভোগ করেন)।

ত্রিবেদোক্ত যজ্ঞাদি কর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ যজ্ঞাদির দ্বারা আমার পূজা করেন, যজ্ঞের শেষে সোমরস পান করেন, নিষ্পাপ হয়ে স্বর্গলাভ কামনা করেন, এরূপ ব্যক্তিগণ পবিত্র স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়ে দিব্য দেবভোগসমূহ ভোগ করে থাকেন।২০

ত্রৈবিদ্যা— ঋক, যজুঃ ও সাম, বেদত্রয়োক্ত যাগ-যজ্ঞাদি কর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ।

অথর্ববেদ অপ্রাচীন হেতু তার উল্লেখ এখানে করা হলনা।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনু প্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে।। ২১

২১। তে (তারা) তং বিশালং স্বর্গলোকম্ (সেই বিপুল স্বর্গসুখ) ভুক্ত্বা (ভোগ করে) পুণ্যে ক্ষীণে (পুণ্যক্ষয় হলে) মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি (মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করেন); এবং (এভাবে) ত্রয়ীধর্ম্মং (বেদত্রয় বিহিত ধর্ম) অনুপ্রপন্নাঃ (অনুষ্ঠানকারী) কামকামাঃ (ভোগেচ্ছুক ব্যক্তিগণ) গতাগতং লভন্তে (যাতায়াত করে থাকেন)।

তারা তাদের প্রার্থিত বিপুল স্বর্গসুখ উপভোগ করে পুণ্যক্ষয় হলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে (সংসারে) আসেন। এভাবে কামনা ভোগ-পরবশ ব্যক্তিগণ যাগ-যজ্ঞাদি বেদোক্ত ধর্ম অনুষ্ঠান করে, বারে বারে এই সংসারে যাতায়াত করে থাকেন।২১

পূর্ব-মীমাংসায় যাগ-যজ্ঞাদি বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের অনুকূলে কর্ত্তব্যের এই নির্দেশ থাকলেও গীতায় তাদের প্রশংসা করা হয়নি অর্থাৎ সেই সকাম ব্যক্তিগণ পুণ্যফল বশতঃ স্বর্গলোক প্রাপ্ত হবে সত্য, কিন্তু মোক্ষ প্রাপ্ত হবেনা। অধিকন্তু পুণ্যক্ষয়ে সেখান থেকে পতনো অবশ্যম্ভাবী। গীতায় কর্মকাণ্ডীগণের বিরুদ্ধে একথা অনেকবার বলা হয়েছে। (২।৪২-৪৫, ৭।২৩, ৮।১৬,২৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।। ২২

২২। অনন্যাঃ মাং চিন্তয়ন্তঃ (একাগ্রচিত্ত হয়ে আমাকে চিন্তা করতে করতে) যে জনাঃ (যে ব্যক্তিগণ) পর্য্যুপাসতে (আমাকে উপাসনা করেন), নিত্যাভিযুক্তানাং তেষাং (আমাতে নিত্যযুক্ত সেই ব্যক্তিগণের) যোগক্ষেমং (যোগ ও ক্ষেম) অহং বহামি (আমি বহন করি)।

একাগ্রচিত্ত হয়ে আমাকে চিন্তা করতে করতে যে ভক্তগণ আমাকে উপাসনা করেন, আমাতে নিত্যযুক্ত সেই ভক্তগণের যোগ ও ক্ষেম আমি

বহন করে থাকি (অর্থাৎ তাদের প্রয়োজনীয় অলব্ধ বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্তবস্তুর রক্ষণ আমি করে থাকি)। ২২

অনন্যা– আমাকে ছাড়া যাদের অন্য কোনো উপাস্য বা কামনা নেই। যোগক্ষেমং– অলব্ধ বস্তুর সংস্থান ও লব্ধ বস্তুর রক্ষণকে যোগক্ষেম বলে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, না পাওয়া জিনিষ পাইয়ে দেওয়া এবং পাওয়া জিনিষকে রক্ষা করার ক্ষমতা দেয়। এই শ্লোকে, ভক্তগণের, সর্বদা বিষয়ে থাকলেও যে ঈশ্বর চিন্তা করতে হয় সে কথাই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। এই জগতে বহু লোক কেবল মাত্র ইহকালের ফল কামনা করে নানারকম যাগ-যজ্ঞ ও দেবদেবীর উপাসনা করে। তাদের ঈশ্বরে ভক্তিযুক্ত হতে প্রায়ই দেখা যায়না। এজন্য শ্রীভগবান এই শ্লোকে বলেছেন যে,– 'তুমি অনন্যচিত্ত হয়ে আমাকে সর্বদা ভজনা কর এবং অনাসক্তভাবে সংসারের কাজ করে যাও। তাহলে আমি তোমাকে তোমার প্রয়োজনীয় অলব্ধ বস্তু পাইয়ে দিব এবং লব্ধ বস্তুকেও আমিই রক্ষা করবো'।

শ্রীমাধবদেব নামঘোষাতে বলেছেন,–

"লক্ষ্মীপতি ভগবন্ত, যাহার প্রসন্ন ভৈল,
তাহার দুর্লভ কিছু নাই।
নারায়ণপর ভৈলে, তথাপি কিঞ্চিৎ আর,
নবাঞ্ছয় সেবাসুখ পাই।।"

শ্রীমদ্ভাগবতেও এইভাবের স্পষ্ট অভিব্যক্তি–

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধিরপুনর্ভবং বা
ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ।।

(–ভাঃ ১১।১৪।১৪)

'আমাতে যিনি আত্মসমর্পণ করেছেন তিনি আমাকে ছেড়ে ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ, পৃথিবীর আধিপত্য, পাতালের অধীশ্বরত্ব, যোগ, অনিমাদি সিদ্ধি, মুক্তি প্রভৃতি কোনো কিছুই পেতে ইচ্ছুক নন।'

একান্ত ভক্ত ভোগ ও মুক্তি প্রভৃতি বাঞ্ছা করেননা, যদিও ভক্তির প্রভাবেই তা অনায়াসে লাভ করে থাকেন। এই কথা রত্নাবলীতেও দৃঢ়স্বরে বলা হয়েছে। যথা—

অবিদ্যা নিবৃত্তি ভৈলে অনন্তরে
যতেক ঐশ্বর্য্য আছে।
বৈকুণ্ঠ সম্পত্তি, সমন্বিতে আসি,
ভ্রমে ভকতর পাছে।।
ভকতে যদ্যপি, নবাঞ্ছে তথাপি,
ভকতির মহাবলে।
বৈকুণ্ঠ লোকত মহাভোগ যত,
ভকতে পায়ে সকলে।।

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্।। ২৩

২৩। হে কৌন্তেয়! শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ (শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে) যে অপি (যে ব্যক্তিগণ) অন্যদেবতা ভক্তাঃ (অন্য দেবতার প্রতি ভক্তিমান হয়ে) যজন্তে (পূজা করেন), তে অপি (তারাও) মাম্ এব যজন্তি (আমাকেই পূজা করেন); [কিন্তু] অবিধিপূর্ব্বকম্ (অবিধিপূর্ব্বক অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপক বিধির বাইরে)।

হে কৌন্তেয়! যারা ভক্তি এবং শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে অন্যদেবতার পূজা করে তারাও অবিধি পূর্ব্বক (মোক্ষ প্রাপক বিধির বাইরে) আমাকেই ভজনা করে (অর্থাৎ যে ভাবে সংসার নির্ব্বর্ত্তক মোক্ষ বা ঈশ্বর প্রাপ্তি ঘটে তা না করে)। ২৩

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞনাং ভোক্তা চ প্রভুরেবচ।
নতু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাঽতশ্চ্যবন্তি তে।। ২৪

২৪। হি (যেহেতু) অহং এব (আমিই) সর্ব্বযজ্ঞানাং (সমস্ত যজ্ঞের) ভোক্তা প্রভুঃচ (ভোক্তা ও ফলদাতা) তে তু মাং (তারা কিন্তু আমাকে) তত্ত্বেন (স্বরূপত, যথার্থরূপে) ন অভিজানন্তি (জানেনা) অতঃ (এজন্য) চ্যবন্তি (সংসারে পতিত হয়)।

আমি সর্বযজ্ঞের ভোক্তা ও ফলদাতা হওয়া সত্ত্বেয়, তারা আমাকে প্রকৃত তত্ত্ব হিসাবে জানেনা বলে সংসারে পতিত হয়। ২৪

অন্য দেবতার পূজাও অবিধিপূর্বক আমারই পূজা। কিন্তু অজ্ঞানবশতঃ আমার সর্বশক্তিমান স্বরূপ তত্ত্ব নাজেনে অন্য দেবতার পূজা করে, এজন্য তাদের মোক্ষ লাভ হয়না।

"গছর গুরিত জল দিলে পত্রর সন্তোষ।
কৃষ্ণদেবক পূজিলে আন দেবতার নাহি রোষ।।"

ভাগবতে যথা—

যথা তরোর্মূলনিঃষেচনেনতৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভূজোপ শাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথোন্দ্রিয়ানাং তথৈব সর্ব্বার্হণমুচ্যতেজ্যা।।

(—ভাঃ ৪।৩১।১৪)

গাছের গোড়ায় জল দিলে যেমন তার কাণ্ড, শাখা, উপশাখা, পাতা প্রভৃতি সমস্তই সঞ্জীবিত হয়, প্রাণে আহার্য দিলে (অর্থাৎ ভোজন করলে) যেভাবে সর্ব ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধিত হয়, তদ্রূপ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ পূজার দ্বারাই নিখিলদেব পিতৃাদির পূজা হয়ে থাকে।

যান্তি দেবব্রতাদেবান্, পিতৃণ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্।। ২৫

২৫। দেবব্রতাঃ (দেবতাপূজকগণ) দেবান যান্তি (দেবত্ব লাভ করেন) পিতৃব্রতাঃ (পিতৃ পূজকগণ) পিতৃণ যান্তি (পিতৃগণকে লাভ করেন), ভূতেজ্যাঃ (ভূতপূজকগণ) ভূতানি যান্তি (ভূতগণকে লাভ করেন) মদ্‌যাজিনঃ অপি (আমার পূজকগণও) মাম্ যান্তি (আমাকে লাভ করেন)।

দেবতা পূজকগণ (মৃত্যুর পর) দেবলোক প্রাপ্ত হয়, যারা শ্রাদ্ধাদি দ্বারা পিতৃগণের পূজা করে তারা পিতৃলোক প্রাপ্ত হয়, যারা যক্ষ-রক্ষাদি ভূতগণের পূজা করে তারা ভূত লোক প্রাপ্ত হয় এবং যারা আমার পূজা করে তারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়। ২৫

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।। ২৬

২৬। যঃ (যিনি) মে (আমাকে) ভক্ত্যা (ভক্তিপূর্বক) পত্রং, পুষ্পং, ফলং, তোয়ং (পাতা, ফুল, ফল, জল) প্রযচ্ছতি (দান করে) অহং (আমি) প্রযতাত্মনঃ (শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির) ভক্ত্যুপহৃতম্ (ভক্তিপ্রদত্ত) তৎ (সেই উপহার) অশ্নামি (প্রীতিপূর্বক গ্রহণ করি)।

যিনি আমাকে পাতা, ফুল, ফল ও জল যা কিছু ভক্তিপূর্বক দান করেন, আমি সেই শুদ্ধচিত্ত ভক্তের ভক্তিপূর্বক প্রদত্ত উপহার প্রীতিপূর্বক গ্রহণ করে থাকি।

শ্রীভগবানকে পূজা করবে অনায়াসলভ্য সামগ্রী দ্বারা, সেই কথাই শ্লোকটিতে বলা হয়েছে। ভক্ত ভক্তিপূর্বক যা কিছু ভগবানকে দান করেন তিনি তা আগ্রহের সংগে গ্রহণ করেন। তা নাহলে 'দরিদ্র ব্রাহ্মণ দামোদর বিপ্রের চাউলের খুদগুরা খেতে আগ্রহ প্রকাশ করতেননা। কাঙ্গাল বিদুরের ঘরে খুদ খেয়ে শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হতে পারতেননা। শ্রীভগবান একমাত্র ভক্তির কাঙ্গাল। বহু ব্যয়সাধ্য দ্রব্য কিংবা বস্তুর কাঙ্গাল নয়। এজন্য 'ভক্তি' শব্দটি দুবার ব্যবহৃত হয়েছে। বনের ফুল, তুলসী গাছের পাতা, নদী কুণ্ড প্রভৃতির জল, গাছের ফল দীন কাঙ্গালেও সংগ্রহ করতে পারে। বহু ব্যয়সাধ্য বস্তু সংগ্রহ করে ভক্ত যখন ভক্তি সহকারে তা ঈশ্বরে অর্পণ করতে পারেনা তখন তার মত দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে?

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুশ্চ মদর্পণম্। ২৭

২৭। হে কৌন্তেয়। যৎ করোষি (যা কিছু কর), যৎ অশ্নাসি (যা খাও), যৎ জুহোসি (যা হোমকর), যৎ দদাসি (যা দানকর), যৎ তপস্যসি (যা তপস্যা কর), তৎ (তা) মদর্পণম্ (আমাতে অর্পণ) কুরু (করবে)।

হে কৌন্তেয়। তুমি যা কিছু কর, যা কিছু খাও, যা কিছু হোম কর, যা কিছু দানকর, যা কিছু তপস্যা কর, তা সমস্তই আমাতে অর্পণ করবে। ২৭

ঈশ্বরে সমস্ত কর্মার্পণ— সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা

যা কিছু কাজ করা হয় তার সমস্তই ঈশ্বরে সমর্পণ করবে। পূজা, অর্চ্চনা, দান, তপস্যাদি সব কিছুই ঈশ্বর প্রীতিবোধে করতে হবে, অধিকন্তু আহার বিহারাদি সমস্ত লৌকিক কর্মও ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে করতে হবে। ভাগবতের (১২।২।৩৬) শ্লোকটিতে এই কথাই বলা হয়েছে সুন্দরভাবে।

যথা,–

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বাহনুসৃত স্বভাবাৎ।
করোতি যদ্যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ।।

"কায়, মন, বাক্য, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, আত্মা দ্বারা বা স্বভাববশতঃ যা কিছু কাজ করা হয়, তা সমস্তই পরাৎপর নারায়ণে সমর্পণ করবে।" গীতা রহস্যে লোকমান্য তিলকও বলেছেন,– "এই কর্মার্পণের মূলে কর্মফলের আশা ত্যাগ করে কর্ম করার তত্ত্ব নিহিত রয়েছে। জীবনের সমস্ত কর্ম এমনকি জীবনধারণ পর্যন্ত এই রূপ কর্মার্পণ বুদ্ধিতে অথবা ফলাকাঙ্খা ত্যাগ করে করতে পারলে পাপ বাসনা কোথায় থাকবে এবং কু কর্মই বা কিরূপে ঘটবে? কিংবা 'লোকোপকারার্থ' কর্ম করা, 'লোক হিতার্থে' আত্মসমর্পণ করা– এরূপ উপদেশেরই বা প্রয়োজন কি? তখন তো 'আমি' ও 'লোক' এই দুয়েরই সমাবেশ পরমেশ্বরে। এই দুয়ে পরমেশ্বরের সমাবেশ হওয়ায় স্বার্থ ও পরার্থ এ দু-ই কৃষ্ণার্পণরূপে রূপে পরমার্থের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে যায়। কৃষ্ণার্পণ বুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম করলে নিজের যোগ ক্ষেমেও বাধা পড়েনা, স্বয়ং ভগবানই এই আশ্বাস দিয়েছেন।"

(–গীতা রহস্য, ৯।২২)

মূলতঃ ভক্তগণ যাকে কৃষ্ণার্পণ পূর্বক কর্ম বলেন, অধ্যাত্মতত্ত্ব ও জ্ঞানমার্গে তাকেই 'ব্রহ্মার্পণ পূর্বক কর্ম' বলেন। (৪।২৪, ৫।১০ দ্রষ্টব্য)।

ভক্তিমার্গে দ্বৈতভাব যেমন, "কৃষ্ণদাস আমি" জ্ঞান থাকে কিন্তু জ্ঞানমার্গে আমিই তুমি "সমস্তই ব্রহ্ম" এই ভাব বলবান থাকে। সাধক ব্রহ্মভূত হয় এবং তার সমস্ত কর্ম ব্রহ্মকর্ম হয়।

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাস যোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি।। ২৮

২৮। এবং (এভাবে) শুভাশুভফলৈঃ কর্ম্ম বন্ধনৈঃ (কর্মের শুভাশুভ ফল রূপ বন্ধন থেকে) মোক্ষ্যসে (মুক্ত হবে); সন্ন্যাস যোগ যুক্তাত্মা (আমাতে কর্মসমর্পণরূপে যোগযুক্ত হয়ে) বিমুক্তঃ [সন্] (কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে) মাম্ উপৈষ্যসি (আমাকে পাবে)।

এভাবে সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করলে শুভাশুভ কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হবে। আমাতে সর্বকর্ম-সমর্পণ রূপ যোগে যুক্ত হয়ে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আমাকেই পাবে। ২৮

সন্ন্যাসযোগ যুক্তাত্মা— ঈশ্বরে কর্ম সমর্পণ রূপ যে যোগ, অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্তির উপায়ে যুক্তচিত্ত যাদের। এই স্থলে সন্ন্যাস শব্দের অর্থ কর্ম-ত্যাগ নয়, ঈশ্বরে কর্ম সমর্পণ। এই ভক্তিযোগের বর্ণনায় কর্মত্যাগের কোনো প্রসঙ্গ নেই। বস্তুতঃ ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ শব্দ অঙ্গাঙ্গীভূত।

সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্।। ২৯

২৯। অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু সমঃ (আমি সমস্ত ভূতের পক্ষে সমান) মে (আমার) দ্বেষ্যঃ (অপ্রিয়) প্রিয়ঃ চ ন অস্তি (এবং প্রিয়ও নেই), যে তুমাং ভক্ত্যা (কিন্তু যারা আমাকে ভক্তি সহকারে) ভজন্তি (ভজনা করেন) তে ময়ি (তারা আমাতে) [থাকে] অহমপি (আমিও) তেষু (তাদের মধ্যে) [থাকি]।

আমি সর্বভূতের পক্ষেই সমান। আমার অপ্রিয়ও নেই, প্রিয়ও নেই। কিন্তু যারা ভক্তি সহকারে আমার ভজনা করেন তারা আমাতে অবস্থান করেন এবং আমিও সে সকল ভক্তে অবস্থান করি। ২৯

এই শ্লোকে ঈশ্বর যে পক্ষপাতিত্বহীন, সর্বভূতের প্রতি তার যে সমান ভাব এই কথা বলে ভগবদ্ভক্তের প্রতিয়ে তার অনুকম্পা বেশী সেই কথাই বলেছেন। "হওঁ হরি মই নহওঁ স্বতন্ত্র, মই বশ্য ভকতর" আমি স্বতন্ত্র হলেও ভক্ত পরতন্ত্র। পরমভক্ত সাধুগণের আমি বশীভূত, কারণ, তাদের আমাকে ছাড়া অন্য কোনো কিছুই কাম্য নেই।

"ভকত জনেসে মোর হৃদয়।
মই ভকতর হিয়া নিশ্চয়।।
মোত বিনে ভকতে নিচিন্তে আন।
ভকত বিনে মোর নাই ধ্যান।।"

শ্রীভগবানের পক্ষপাতিত্ব নেই। তবুও ভক্তির এবং ভাবের তারতম্যর জন্য বৈষম্যতা প্রকাশ পায়। বৃষ্টির জল, সূর্যের কিরণ এবং বাতাস সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে পেলেও ক্ষেত্র হিসাবে ফসলাদির উৎপন্নের বৈষম্য ঘটে এবং বিভিন্ন গাছের ফলের স্বাদ বিভিন্ন ধরণের হয়; এর মূলে ক্ষেত্রের স্বভাব এবং প্রত্যেকটি গাছের বীজের ধর্ম। বৃষ্টি, বাতাস কিংবা সূর্যের তাপের কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই। তদ্রূপ ঈশ্বর প্রেমময় ও দয়ালু। সকলের প্রতি তার সমানভাব, তবুও কংস অন্তক (যম) বলে, কুব্জা প্রাণবল্লভ বলে এবং চানূর-মুষ্টিক মল্ল বলে ভেবেছিল। নিজ নিজ ভাব অনুযায়ী কেউ শত্রু, কেউ মিত্র, কেউ বাবা, কেউ ছেলে বা কেউ পরামর্শদাতা বলে ভেবেছিল। এই জগতের জীব নিজের ভাব অনুসারে ঈশ্বরকে অনুভব করে থাকে।

অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ।। ৩০

৩০। চেৎ (যদি) সুদুরাচারঃ অপি (অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও) অনন্য ভাক্ (অনন্যচিত্ত হয়ে) মাং ভজতে (আমাকে ভজনা করে) সঃ সাধুঃ এব মন্তব্যঃ (সেই ব্যক্তিকে সাধু বলেই মনে করা উচিত) হি (যেহেতু) সঃ সম্যক্ ব্যবসিতঃ (সে নিশ্চয়ই উত্তম বুদ্ধি সম্পন্ন)।

অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যচিত্ত (অনন্যভজনশীল) হয়ে অর্থাৎ বাসুদেবই সর্বদেবময় এই কথা ভেবে একশরণ হয়ে, আমার ভজনা করে তখন তাকে সাধু বলেই মনে করবে কেননা যেহেতু সে যে আমাকে সম্যকভাবে নির্ণয় করেছে, তার অধ্যবসায় উত্তম। ৩০

মাধবে বোলন্ত ধনঞ্জয়, মহাদুরাচারো অতিশয়
আনদেব ত্যজি মোকেসে ভজয়।
তাকেসে পরমসাধু বুলি, মানিবা মনত সৰ্ব্বক্ষণে,
যিহেতু সম্যকে করিলে মোক নিশ্চয়।।

অনন্য ভাক্ অর্থাৎ অনন্যভক্তি বাসুদেবই সর্বদেবময় এরূপ জানে যিনি আমাতেই ভক্তিমান তিনি অন্য দেবতায় ভক্তিহীন। সম্যক্ ব্যবসিতঃ শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ উত্তম অধ্যবসায়যুক্ত।

ক্ষিপ্রং ভবতি ধৰ্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।। ৩১

৩১। [সে ব্যক্তি] ক্ষিপ্রং (শীঘ্র) ধৰ্ম্মাত্মা ভবতি (ধৰ্ম্মপরায়ণ হয়) শশ্বৎ (নিত্য) শান্তিং নিগচ্ছতি (শান্তি লাভ করে); হে কৌন্তেয়! মে ভক্তঃ ন প্রণশ্যতি (আমার ভক্ত বিনাশ প্রাপ্ত হয়না) [এই কথা] প্রতি জানীহি (প্রতিজ্ঞা করে বলতে পার)।

অতি পাপাত্মা দুরাচারী ব্যক্তিও যদি আমার শরণ নেয়, তবে সে শীঘ্র ধর্মাত্মা হয় ও নিত্য শান্তি লাভ করে। হে কৌন্তেয়! তুমি সগর্বে প্রতিজ্ঞা করতে পার যে, আমার ভক্ত কখনো বিনষ্ট হয়না। ৩১

উপরোক্ত শ্লোকের অর্থ ঘোষায়ে এভাবে করা হয়েছে—

ভক্তির মহিমা অদ্‌ভূত, অধৰ্ম্ম ত্যজিয়া ধৰ্ম্মচিত্ত
হোয়ে শীঘ্র মোক ভজি জানা কুন্তীসুত।
আরু যি কুতর্কী নমানয়, তথা গৈয়া বায়ো বাদ্যচয়,
বাহু মেলি করা অঙ্গীকার অদভূত।।
মোহোর পরম ঈশ্বরর, দুরাচারো ভক্ত নহে নষ্ট
কিন্তু সিটো ভক্ত কৃতাৰ্থ আতি হোয়য়।
তোমার প্রগল্‌ভ পঢ়ি শুনি, সমস্ত কুতর্ক পরিহরি,
গুরুত্বে তোমাত করিবে সবে আশ্রয়।।

(—নামঘোষা)

প্রতিজানীহি– কুতার্কিক ব্যক্তিসকলো যদি এই কথা না মানে, তবে তুমি শপথ করে বলতে পার– সত্যই দুরাচারীও ভক্ত হলে কখনো বিনষ্ট হয়না।

শ্লোকটির তাৎপর্য হলো, অতি দুরাচারী ব্যক্তিও একান্তভাবে ভগবানকে ভজনা করলে তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়। অতি দুরাচারী কদাচারীও ভগবদ্ভক্ত হলে কখনো বিনষ্ট হয়না। এই কথাই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। অন্ধকার ঘরে প্রদীপ জ্বালানো মাত্র যেভাবে ঘরটি আলোয় উদ্ভাসিত হয়, আকাশে মেঘ দূর হওয়া মাত্র যেভাবে সূর্য রশ্মি উদ্ভাসিত হয়, স্পর্শমনির স্পর্শমাত্রেই লৌহ খণ্ডও যেমন সুবর্ণে পরিণত হয়, তদ্রূপ ভক্তি সংস্পর্শে পাপাত্মা ব্যক্তিও তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়ে যায়। ভক্তির পতিত পাবনী শক্তি অত্যন্ত বেশি। এজন্য নামঘোষাতে বলেছেন—

অপবিত্র যিটো আতি, পবিত্র হোয়েবা যদি
সমস্ত অবস্থা আছে পায়া।
কমল লোচন যিটো, সুমরে তারেসে শুদ্ধ
বাহিরে ভিতরে হোয়ে কায়া।।

কত দুরাচারী দুর্বৃত্ত যে ভগবানে আশ্রয় গ্রহণ করে পরম গতি ও পরম শান্তি লাভ করেছে সে কথা অবিশ্বাসযোগ্য নয়। তার অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

আমার নির্ম্মল ভকতিত দুরাচারো তরে কোন চিত্র
আমাক ভজিয়া চণ্ডালো তরে সংসার।
স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র আদি যত, বিষয়ত সদামাত্র রত
মোকে ভজি সুখে ইসব হোয়ে উদ্ধার।।

(—নামঘোষা)

নীচকুলে জাত কত অন্ত্যজ জাতিও যে ঈশ্বরকে ভজনা করে পরম গতি পেয়েছে, ভাগবতে সেই কথার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

কিরাত হূনান্ধ্র পুলিন্দপুক্কশা আভীরশুম্ভা যবনাঃ খশাদয়ঃ।
যেহন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুদ্ধন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ।।

(—ভাগবত ২।৪।১৭)

'কিরাত, হূন, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুম্ভ, যবন ও খশাদি (অন্ত্যজ জাতিগণ এবং কর্মে পাপিষ্ঠ অন্যান্য ব্যক্তিগণও যে শ্রীভগবানে মাত্র ভক্তিকে আশ্রয় করে বিশুদ্ধি লাভ করে সেই প্রভাবশালী বিষ্ণুকে আমার নমস্কার।'

মাং হি পার্থ ব্যাপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্।। ৩২

৩২। হে পার্থ! যে অপি পাপযোনয়ঃ (পাপযোনি সম্ভূত, পাপিষ্ঠ জন্মা) স্যুঃ (হয়) [যে অপি] স্ত্রিয়ঃ (স্ত্রীলোকগণও) বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ তে অপি (বৈশ্য, শূদ্রগণও) মাং ব্যাপাশ্রিত্য (আমার আশ্রয় নিলে) হি (নিশ্চিত) পরাংগতিং (পরম গতি) যান্তি (লাভ করে)।

হে পার্থ! স্ত্রীলোক, বৈশ্য ও শূদ্র নতুবা যারা পাপ যোনি সম্ভূত অন্ত্যজ জাতি, তারাও আমার আশ্রয় নিলে নিশ্চয় পরম গতি প্রাপ্ত হয়। ৩২

নামঘোষায় আছে—

আমার নির্ম্মল ভকতিত দুরাচার তরে কোন চিত্র
আমাক ভজিয়া চণ্ডাল তরে সংসার।
স্ত্রী বৈশ্য আদি যত বিষয়ত সদা মাত্র রত
মোক ভজি সুখে ই সব হয় উদ্ধার।।

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্বমাম্।। ৩৩

৩৩। পুণ্যাঃ ব্রাহ্মণাঃ (পবিত্র ব্রাহ্মণগণ) তথা ভক্তাঃ রাজর্ষয়ঃ (ভক্ত রাজর্ষিগণ) [পরমগতি যে লাভ করবেন] কি পুনঃ (তাঁর আর কথা কি); অনিত্যম্ (অনিত্য) অসুখং (সুখশূন্য) ইমং লোকম্ (এই মর্ত্ত্যলোক) প্রাপ্য (পেয়ে) মাং ভজস্ব

(আমাকে ভজনা কর)।

পুণ্যশীল ব্রাহ্মণ ও ভক্ত রাজর্ষিগণ যে পরম গতি লাভ করবেন তাতে আর কথা কি আছে? অতএব তুমি (এই রাজর্ষি দেহ লাভ করে) আমার আরাধনা কর। কারণ এই মর্ত্ত্যলোক অনিত্য ও সুখশূন্য। ৩৩

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় পুণ্য তনু, মোক ভজি তরিবেক পুনু
আত অদভূত নাহিকে কোনো সংশয়।
রাজ ঋষি তনু আছা পায়া, অনিত্য অসুখ লোক জানি,
অতি শীঘ্রে মোক ভজা সখি ধনঞ্জয়।।

(—নামঘোষা)

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎ পরায়ণঃ।। ৩৪

৩৪। মন্মনাঃ (মদ্‌গত চিত্ত) মদ্ভক্তঃ (আমার সেবক) মদ্‌যাজী (আমার পূজা-পরায়ণ) ভব (হও), মাং নমস্কুরু (আমাকে নমস্কার কর) [এ ভাবে] মৎ পরায়ণঃ (আমার একশরণ হয়ে) আত্মানং (মনকে, অন্তঃকরণকে) যুক্ত্বা (আমাতে সমর্পণ করে) মামেব এষ্যসি (আমাকেই লাভ করবে)।

তুমি সর্বদা মনকে আমার চিন্তায় নিযুক্ত কর, আমাতে ভক্তিমান হও, আমার পূজা কর এবং আমাকেই নমস্কার কর। এই ভাবে আমার শরণাগত হয়ে আমাতে মন সমাহিত করতে পারলে আমাকেই লাভ করবে। ৩৪

এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে পবিত্র ও উত্তম যে রাজগুহ্য রাজবিদ্যার কথা বলা হয়েছে এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ সেই কথাই বর্ননা করা হয়েছে, এবং এই শেষ শ্লোকে তারই উপসংহার স্বরূপ সারমর্ম বর্ণিত হয়েছে। রাজবিদ্যা, রাজগুহ্য যোগ প্রকৃতপক্ষে ভক্তি যোগ মাত্র। একান্তভাবে ভগবানে শরণাগত হয়ে তাকে ভজনা করা এবং ভৃত্যস্বরূপে নিজের স্বধর্ম সম্বন্ধে কর্ম সম্পাদন করাকেই 'ঐকান্তিক ধর্ম' বা 'ভাগবত একশরণ' ধর্ম বলে। বস্তুতঃ রাজবিদ্যা অর্থ ভক্তিবিদ্যা, রাজগুহ্য অর্থ অতি গোপনীয়। শ্রীমন্ত শঙ্করদেব প্রবর্ত্তিত একশরণ

বৈষ্ণব ধর্মেরও এ ভিত্তিভূমি।

শ্রীমাধবদেবও নামঘোষাতে লিখেছেন—

মোতে মাত্র সদা দিয়া মন, মোর ভক্ত হোয়া সর্ব্বক্ষণ,
মোকে পূজা মাত্র মোকে করা নমস্কার।
কহিলোঁ তোমাত সত্যবাণী, পাইবা সুখে মোক মহামানী,
তুমি প্রিয়তম সুহৃদ সখি আমার।।
কৃষ্ণ নিগদতি সব্যসাচী, পরমার্থ তত্ত্বলৈয়ো বাচি,
সুদৃঢ় বিশ্বাসে শরণ লৈও আমাত।
মোতে মাত্র সদা দিয়া চিত্ত, গায়ো মোর গুণ নাম গীত,
সকলো শাস্ত্রর কহিলো সার সাক্ষাৎ।।

শ্রীমাধবদেব কৃত উল্লিখিত পদটি উপরোক্ত গীতার একশরণ ভাগবত ধর্ম্মের ভাষ্যস্বরূপ। 'একশরণ' ধর্মের মূলভিত্তির কথাটিই পদটিতে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

নবম অধ্যায়ের ভাবার্থ

অধ্যায়টির নাম রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগ। রাজবিদ্যাশব্দের অর্থ সমস্ত বিদ্যার রাজা। এই রাজবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা নতুবা ক্ষত্রিয়বিদ্যা। রাজর্ষিগণ কর্ত্তৃক পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত রাজবিদ্যা (৪।২।৩)। সমস্ত উপনিষদের সার গীতা। উপনিষদের বক্তাগণের প্রায় সকলেই ক্ষত্রিয় রাজা। ছান্দোগ্য উপনিষদে এই কথা প্রকাশ্যভাবে বলা হয়েছে। রাজবিদ্যা শব্দের অর্থ অন্যভাবেও করা যায়। রাজবিদ্যা শব্দ, যে বিদ্যার আলোচনায় অন্তর্জগত প্রকাশিত হয়। সূর্য যেভাবে নিজে প্রকাশিত হয়ে জগতকে প্রকাশ করে তদ্রূপ এই বিদ্যার দ্বারাও ঈশ্বরকে জানা যায় এবং নিজকেও জানা হয়। রাজবিদ্যাকে সমস্ত বিদ্যার রাজা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলা হয়। এজন্য প্রহ্লাদকে হিরণ্যকশিপু বিদ্যা-শিক্ষা করতে দিয়ে ঈশ্বরভক্তি বিদ্যাকে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলে ষণ্ডামার্ককে এই কথাগুলি বলেছিলেন। যেমন—

"শ্রবণ, কীর্ত্তন; স্মরণ, বিষ্ণুর অর্চ্চন পদসেবন।
দাস্যসখিত্ব বন্দন, বিষ্ণুত করিব দেহা অর্পণ।।
নববিধ ভক্তি বিষ্ণুত আচরে সেহিসে পাঠ উত্তম।।"

সপ্তম অধ্যায়ে কথিত জ্ঞান-বিজ্ঞান তত্ত্ব অর্থাৎ ঈশ্বরের সমগ্র স্বরূপ অবগত হওয়া এবং তাকে পাবার জন্য যে ভক্তিযোগের উপায় ও ভক্তিযোগের রহস্য বর্ণনা শুরু করেছিলেন সে কথাই অষ্টম অধ্যায়েও বর্ণনা করে পুনঃরায় আলোচ্য নবম অধ্যায়েও সেই ভক্তি তত্ত্বের অর্থাৎ "জ্ঞানবিজ্ঞান সহিতং যজ্‌জ্ঞাতামোক্ষ্য সেহশুভাৎ" বলে ভক্তিতত্ত্ব বর্ণনা করেছেন। নির্গুণ অক্ষর স্বরূপ ব্রহ্মকে ভক্তির দ্বারাই লাভ করা যায়, এই কথা অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এই নবম অধ্যায়েও অর্জ্জুনকে ভক্তিতত্ত্বের কথা বলতে গিয়ে সর্বপ্রথম বলেছিলেন— এ অতি গুহ্যতম, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা, যা জেনে তুমি সংসার দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারবে। তুমি দোষদর্শীহীন বলেই তোমাকে বলছি। কারণ, শ্রদ্ধাহীন ও দোষদর্শী শিষ্য অতি গোপনীয় বিষয় শোনার অনধিকারী। তোমাকে আমি যে কথা বলবো, তা কেবল পরম গোপনীয়ই নয়; তা অনুভবযোগ্য জ্ঞানের কথা। এ সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা, সমস্ত বিদ্যার মধ্যে গোপনীয়, পবিত্র, সমস্ত ধর্মের ফলস্বরূপ প্রত্যক্ষ বোধগম্য ও সুখ সাধ্য। হে অর্জ্জুন। আমার এই ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিরা সংসার মৃত্যু পথে পরিভ্রমণ করে থাকে। আমি অব্যক্ত স্বরূপে সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত হয়ে আছি। সমস্ত ভূত আমাতেই অবস্থিত কিন্তু আমি নির্গুণ নিঃসঙ্গ বলে আমাতে কিছুই লিপ্ত হয়না। আমার এই যোগৈশ্বর্য অর্থাৎ ঐশ্বরিক যোগ তুমি প্রত্যক্ষ কর। সমস্ত ভূতের ধারক ও পালক হয়েও আমি কিন্তু ভূতসমূহে অবস্থিত নই এবং ভূতসমূহও আমাতে অবস্থান করেনা। পরমেশ্বরের স্বরূপের এরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ বর্ণনার তাৎপর্য হলো, সগুণ ও নির্গুণ ভাব দুটিই পরস্পর বিরুদ্ধ। তিনি সগুণ হয়েও নির্গুণ, আবার নির্গুণ হয়েও সগুণ। অচিন্ত্য, ঐশ্বর্য সম্ভূত যোগশক্তির আধার ভগবানেই এরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ গুণের সমন্বয় সম্ভব। (১৩।১২-১৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

হে কৌন্তেয়। প্রলয় কালে সমস্ত জীব আমার ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে প্রাচীন কর্মফলের সংস্কার নিয়ে লুপ্ত হয় পুনরায় সৃষ্টি কালে পূর্বের স্বভাব নিয়ে অভিব্যক্ত

হয়। আমি নিজ প্রকৃতিকে আত্মবশে রেখে নিজ নিজ পূর্ব কর্মফলের জন্য বারে বারে জন্ম-মৃত্যু পরবশ ভূতসমূহকে সৃষ্টি করি। কিন্তু হে অর্জুন। আমাকে এই সমস্ত কর্ম আবদ্ধ করতে পারেনা। কারণ, আমি এই সমস্ত কর্মে অনাসক্ত, উদাসীনবৎ অবস্থিত। তাই কর্ম করলেও আমার কর্মবন্ধন হয়না। কেননা আমি কর্ত্তা হয়েও অকর্ত্তা, অনাসক্ত, উদাসীনের মত। সর্বভূত মহেশ্বর স্বরূপ আমার পরম ভাব না জেনে অবিবেকী অসুর স্বভাবের ব্যক্তিগণ আমাকে প্রকৃত মানুষের মত জ্ঞান করে অবজ্ঞা করে থাকে। এরা বুদ্ধিভ্রংশকারী, বিবেকহীন, তামসী ও রাজসী প্রকৃতির লোক, এদের ধর্ম, কর্ম, জ্ঞান সমস্তই নিরর্থক হয়। শাস্ত্রে এদের রাক্ষস জীব বা পাষণ্ডজীব বলা হয়েছে। এই অসুর স্বভাবের লোকগণ ভক্তি বিরোধী। উক্ত অসুর প্রকৃতির লোকদের কথা পুনঃ ১৬শ অধ্যায়ে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। এই অধ্যায়ে সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকদের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন— হে পার্থ। সাত্ত্বিক প্রকৃতির মহাত্মাগণ আমাকে সর্বলোক মহেশ্বর অর্থাৎ সমস্ত ভূতের কারণ অব্যয় স্বরূপ জেনে অনন্যচিত্ত হয়ে আমাকেই ভজনা করে থাকে। শ্রীভগবান ৯।১১।১২ শ্লোক দুটিতে ভগবৎবিমুখ অসুর প্রকৃতির লোকদের কথা বর্ণনা করে ৯।১৩ শ্লোকে সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক যে তাকেই ভজনা করে এই কথা বলে ৯।১৪,১৫ শ্লোক দুটিতে কি প্রণালীতে তার ভজনা করতে হয় সেকথা বলতে গিয়ে বলেছেন— 'আমার ভক্ত সর্বদা যত্নশীল ও দৃঢ়ব্রতী হয়ে ভক্তিপূর্বক আমার নাম-গুণ-কীর্ত্তন ও বন্দনা করে সমাহিত চিত্তে (আমার শরণাগত হয়ে) আমার উপাসনা করে। কেহ কেহ জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা আমার আরাধনা করে আবার অদ্বৈত দ্বৈত অর্থাৎ অভেদ ভেদভাবেও অনেকে উপাসনা করে। কেহ কেহ আমাকে সর্বময় সর্বাত্মাও নানাভাবে (ব্রহ্মা, রুদ্রাদি নানা দেবতারূপে) উপাসনা করে।' গীতোক্ত এই শ্লোকে বর্ণিত উপাসনা প্রণালী সার্বভৌম ও উদার, এতে সাম্প্রদায়িকতার লেশ মাত্র গন্ধ নেই। (১৩।২৫,২৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী সকল প্রকার দেবোপাসক গণকেই গীতা আত্মসাৎ করেছেন। কাহাকেও বাইরে যেতে দেননি, সকলকেই গ্রহণ করেছেন। শ্রীভগবান পুনঃ বলেছেন— ক্রতু, যজ্ঞ, স্বধা, ঔষধ, মন্ত্র, হোমাদি সাধন, ঘৃত, অগ্নি ও হোম ইত্যাদি সমস্ত কিছুই আমি।

এই জগতের পিতা, মাতা, বিধাতা, পিতামহ প্রভৃতি যত জ্ঞেয় ও পবিত্র

জিনিষ আছে তা সমস্তই আমি। আমি ব্রহ্মবাচক ওঙ্কার, ঋক্, যজুঃ, সামবেদের স্বরূপ ও আমিই অগ্নি গতি ভর্ত্তা প্রভু, শুভাশুভ দ্রষ্টা, স্থিতি, স্থান, রক্ষক, সুহৃৎ, স্রষ্টা, সংহর্ত্তা, আধার, লয়স্থান ও অবিনাশী বীজ স্বরূপ— এই সমস্তই আমি। হে অর্জুন! আমি আদিত্যরূপে উত্তাপ দান করি, ভূমি থেকে জল আকর্ষণ করি এবং পুনর্বার জল বর্ষণ করি। আমি জীবের জীবন এবং জীবের মৃত্যু। আমি সৎ অর্থাৎ অবিনাশী আত্মা; এবং ব্যক্তজগৎ অসৎ নশ্বর। ৯।১৬-১৯ শ্লোক পর্যন্ত ভগবান যে বিশ্বতোমুখ সর্বময় এই কথা বলা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ের ৮-১২ শ্লোকগুলিতেও একথা বলেছেন। পরবর্ত্তী ১০ম অধ্যায়ে ও ১১ শ অধ্যায়েও ভগবান এই প্রসংগের আলোচনা করেছেন। বস্তুত এই ব্যক্তাব্যক্ত জগৎ তারই অভিব্যক্তি। শ্রীভগবান বলেছেন— কেউ কেউ স্বর্গাদি কামনা করে ত্রিবেদোক্ত ক্রিয়াকাণ্ড পরায়ণ হয়ে যাগ-যজ্ঞাদির দ্বারা আমাকে অর্চ্চনা করে থাকে এরূপ যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে। সকাম ব্যক্তিগণ পূণ্যফল স্বরূপ স্বর্গাদি প্রাপ্ত হয় সত্য, কিন্তু মোক্ষ প্রাপ্ত হয় না। পুনরায় পুণ্যক্ষয়ে জন্ম মৃত্যুর অধীন হয়ে সংসার ক্ষেত্রে বারে বারে আসা—যাওয়া করে। কিন্তু আমার যেসকল ভক্ত অনন্য মনে নিত্যযুক্ত হয়ে আমাকে ভজনা করে তাদের যোগক্ষেম অর্থাৎ দেহাদি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই আমি যোগার করে থাকি। আমার কৃপাতেই তাদের দেহযাত্রা নির্বাহ হয়ে থাকে। এর জন্য তাদের আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো যাগযজ্ঞ কিংবা দেবতার আরাধনা করতে হয়না। কারণ জীবের আমি সুহৃৎ, গতিভর্ত্তা, কর্ত্তা, নিবাস, শরণ ইত্যাদি (৯।১৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। হে কৌন্তেয়! আমি সর্বযজ্ঞভোক্তা ও ফলদাতা কিন্তু আমার এই প্রকৃত স্বরূপ যথার্থরূপে না জেনে অনেকেই অবিধিপূর্বক নানা দেবতায় ভক্তি ও শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে পূজা করে থাকে যদিও তার দ্বারা তাদের মোক্ষ লাভ হয়না ও ঈশ্বর প্রাপ্তিও ঘটেনা। অধিকন্তু সংসারে পতিত হতে হয়। কারণ, ইন্দ্রাদি দেবগণ, পিতৃগণ, যক্ষ রক্ষাদি এবং ভূতাদিগণ যারা যাকে যে ভাবে পূজা করে তারা আমাকেই পায়। অধিকন্তু আমার পূজায় বেশি ব্যয় বাহুল্য উপকরণেরও প্রয়োজন হয়না। কারণ আমি একমাত্র ভাব ও ভক্তিরই কাঙাল, কোনো উপকরণ বা দ্রব্যাদির কাঙাল নই। আমার ভক্তগণ ভক্তিসহকারে পত্র, পুষ্প, ফল, জল যা কিছু অর্পণ করে, ভক্তের সেই ভক্তিপূর্বক শুদ্ধচিত্তে প্রদত্ত উপহারগুলি আমি সাদরে গ্রহণ করে থাকি।

হে অর্জ্জুন! হোম, দান, তপস্যা, ভোজন এবং অন্য বা কিছুই করোনা কেন সব কিছু আমাতে অর্পণ করবে, এভাবে ঈশ্বরার্পণা বুদ্ধিতে কর্ম করলে, শুভাশুভ কর্মফলে বন্ধন হয়না। আমার কোনো প্রিয় বা অপ্রিয় নেই। সর্বভূতেই আমি সমভাবে বিরাজমান। যারা আমাকে ভক্তি সহকারে ভজনা করে তারা আমাতেই অবস্থান করে। আমার কাছে পাপী ও পূণ্যাত্মার মধ্যে পার্থক্য নেই। অতি দুরাচারী ব্যক্তিও যদি অনন্যভাবে আমাকে ভজনা করে তবে সে অতি সত্বর ধর্মাত্মা হয়ে যায় এবং পরম শান্তি লাভ করে। তাকে সাধু বলে মানবে কারণ সে আমাকে নিশ্চিতভাবে জেনেছে এটা তার বহু সাধনার ফল। ভক্তি স্পর্শমনি পাথর স্বরূপ, যে এই পাথরকে স্পর্শ করে সে ধন্য হয়ে সোনায় পরিণত হয়। হে পার্থ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় পুণ্যশীল ব্যক্তিগণ আমাকে ভজনা করে পরম গতিতো পায়ই, এমনকি বৈশ্য, স্ত্রী, শূদ্র এবং অন্ত্যজগণও আমাকে ভজনা করে পরম গতি লাভ করে। অতএব তুমি রাজর্ষি দেহ পেয়েছো, তুমি আমাতে ভক্তিমান হয়ে আমার পূজা কর ও নমস্কার কর। এভাবে সৎপরায়ণ হয়ে আমাতে মন সমাহিত করতে পারলে আমাকেই পাবে। এই ৯ম অধ্যায়ে পরমেশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা এবং ভক্তিযোগের বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে শেষের এই শ্লোকটিতে ভক্তিযোগের কথা দিয়ে উপসংহার করেছেন। অধ্যায়টিতে রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগের কথা অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা ও সর্বগুহ্য বিদ্যা ভক্তিযোগের কথা বলেছেন বলে এই অধ্যায়কে রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগ বলা হয়েছে।

যো রাজগুহ্যনিজপাদযুগাব্জ ভক্তিম্ নানাপ্রকারমবদদ্দয়য়াজনানাম্।
তস্মৈ নমোভুবনকেষেনিধানবীজস্থানায়লোকপতয়েসতয়েস্বকানাম্।।

হে সামাজিক সব! দেখ ভগবন্তে প্রথমে দুষ্কর জ্ঞান-কর্ম্ম কহি নবম অধ্যায়ত ভক্তি বিনে আন নকহিলা। এতেকে পরম সুগম ভক্তি করি ডাকি হরি বোল হরি।।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসুব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে—
রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগোনাম—
নবমোঽধ্যায়ঃ।।

উক্তাঃ সংক্ষেপতঃ পূর্ব্বং সপ্তমাদৌ বিভূতয়ঃ।
দশমে তা বিভন্যন্তে সর্ব্বত্রেশ্বরদৃষ্টয়ে।।
ইন্দ্রিয়দ্বারতশ্চিত্তে বহির্ধাবতি সত্যপি।
ঈশদৃষ্টি বিধানায় বিভূতির্দশমেহ ব্রবীৎ।।

পূর্বের সপ্তম্যাদি অধ্যায়গুলিতে ভগবদ্বিভূতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কথিত হয়েছে। সর্বত্র ঈশ্বর দর্শনের জন্য সেই সমস্ত বিভূতি দশম অধ্যায়ে ও বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়ে চিত্ত বহির্মূখে ধাবিত হয় বলে, নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য শ্রীভগবান দশম অধ্যায়ে তার বিভূতিসমূহের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন।

ইতি শ্রীধরস্বামীকৃত গীতার্থ সংগ্রহঃ

তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতি পূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধি যোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।।

দশমো অধ্যায়ঃ

বিভূতিযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মানায় বক্ষামি হিতকাম্যয়া।। ১

১। শ্রীভগবানুবাচ— হে মহাবাহো! ভূয়ঃ এব (পুনরায়) মে পরমং বচঃ (আমার উৎকৃষ্ট কথা) শৃণু (শোন), যৎ প্রীয়মাণায় তে (যা প্রীতিযুক্ত তোমাকে) অহং (আমি) হিতকাম্যয়া (হিতার্থে) বক্ষামি (বলবো)।

শ্রীভগবান বললেন— হে মহাবাহো! তুমি আমার কথা শুনে প্রীতি লাভ করেছ, আমি তোমার হিতকামনায় পুনরায় উত্তম কথা বলছি, তা শোন। অর্থাৎ তুমি অমৃত পানের মত প্রীতি অনুভব করেছ সেজন্য তোমার হিত কামনার্থে যা বলি তা শোন। ১

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভাবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ।। ২

২। সুরগণাঃ (দেবতাগণ) মে প্রভাবং (আমার প্রভাব বা উৎপত্তি) ন বিদুঃ (জানেননা), মহর্ষয়ঃ চন (মহর্ষিগণও জানেননা); হি (কেননা) অহং দেবানাং (আমি দেবতাগণের) মহর্ষীণাং চ (এবং মহর্ষিগণেরও) সবর্বশঃ (সকল প্রকারে) আদিঃ (মূল কারণ)।

আমার উৎপত্তি বা প্রভাবের বিষয় কি দেবতাগণ, কি মহর্ষিগণ কেহই জানেননা। কেননা আমি দেবতা ও মহর্ষিগণের সর্বপ্রকারেই মূল কারণ। ২

ভগবানের কৃপা ব্যতিরেকে কেহ তাকে জানতে পারেননা। ঋগ্বেদের নাসাদিয় সূক্তে এই কথাই বলেছে। (১০।১,৯,৬)। —'দেবতাগণ এই বিসর্গের অর্থাৎ সৃষ্টির পরে হলেন। অতএব উনি কোথা থেকে নিসৃত হলেন সে কথা কে জানবে?'

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।। ৩

৩। যঃ (যিনি) মাং (আমাকে) অনাদিং অজম্ (জন্মরহিত) লোকমহেশ্বরংচ (এবং সর্বলোকের মহেশ্বর বলে) বেত্তি (জানেন), সঃ মর্ত্ত্যেষু (তিনি মানুষের মধ্যে) অসংমূঢ় (মোহবর্জ্জিত হয়ে) সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে (সর্বপাপ থেকে মুক্ত হন)।

যিনি জানেন যে আমার আদি নেই, জন্মনেই, আমি সর্বলোক মহেশ্বর, মানুষের মধ্যে তিনিই মোহবর্জ্জিত হয়ে সর্বপাপ থেকে মুক্ত হন। ৩

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভাবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ।। ৪
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্‌বিধাঃ।। ৫

৪।৫। বুদ্ধিঃ, জ্ঞানং, অসংমোহঃ (অব্যাকুলতা), ক্ষমা, সত্যং, দমঃ (বাহ্যেন্দ্রিয়-সংযম), শমঃ (চিত্ত সংযম), সুখং, দুঃখং, ভবঃ (উৎপত্তি) অভাবঃ (বিনাশ), ভয়ং, অভয়ঞ্চ, অহিংসা, সমতা, তুষ্টিঃ, তপঃ, দানং, যশঃ, অযশঃ ভূতানাং (প্রাণীগণের) পৃথগ্‌বিধাঃ (ভিন্ন ভিন্ন) ভাবা (ভাবসমূহ) মত্ত এব (আমাহতে) ভবন্তি (উৎপন্ন হয়)।

বুদ্ধি, জ্ঞান, কর্ত্তব্য বিষয়ে অব্যাকুলতা, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, ভয়, অভয়, অহিংসা, রাগদ্বেষাদি বিষয়ে সমদর্শিতা, সন্তোষ, তপঃ, দান ও যশ এবং অযশ প্রাণীগণের এই সমস্ত নানারকম ভাব (অবস্থা) আমাহতেই উৎপন্ন হয়ে থাকে। ৪।৫

ভগবানই যে সকল অবস্থা, সকল ভাব, সকল বৃত্তির মূল কারণ, এই কথাটাই বিস্তারিত ভাবে উপরোক্ত শ্লোক দুটিতে বললেন।

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ।।৬

৬। সপ্ত মহর্ষয়ঃ (সাতজন মহর্ষি) পূর্ব্বে চত্বারঃ (আগের সনকাদি চারজন)

তথা মনবঃ (এবং মনুগণ) মদ্ভাবাঃ (আমার প্রভাব সম্পন্ন), মানসাঃ জাতা (আমার সঙ্কল্প থেকে উদ্ভূত); লোকে (এই জগতে) ইমাঃ (এইসকল) যেষাং প্রজা (যাদের ছেলেমেয়ে)।

ভৃগু প্রভৃতি সাতজন মহর্ষি, তাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সনকাদি চারজন মহর্ষি এবং স্বায়ম্ভুবাদি চৌদ্দজন মনু— এদের সকলেই আমার মানস জাত এবং আমার জ্ঞানৈশ্বর্য্য শক্তিসম্পন্ন; জগতের সমস্ত প্রজা এদের থেকেই উৎপন্ন হয়েছে।৬

সপ্ত মহর্ষি— ভৃগু, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত এবং ক্রতু, মতান্তরে বশিষ্ঠ।

পূর্ব্বে চত্বারঃ— পূর্ব্ববর্ত্তী চারজন সিদ্ধ— সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎ কুমার, এদের অনেকেই চিরকুমার ব্রহ্মার মানসপুত্র বলেন। এরা প্রজার সৃষ্টি করেননি। মনবঃ— অর্থাৎ চৌদ্দজন মনু স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সার্বনি, দক্ষসাবর্নি, ব্রহ্মসাবর্নি, ধর্ম্মসাবর্নি, রুদ্রসাবর্নি, দেব সাবর্নি ও ইন্দ্রসাবর্নি।

মদ্ভাবঃ— আমার চিন্তাপরায়ণ এবং সেই প্রভাবে আমার জ্ঞানৈশ্বর্য্য শক্তি সম্পন্ন।

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মমযো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।। ৭

৭। যঃ মম এতাং (যিনি আমার এই) বিভূতিং যোগঞ্চ (বিভূতি যোগৈশ্বর্য) তত্ত্বতং (যথার্থরূপে) বেত্তি (জানেন) সঃ অবিকম্পেন যোগেন (তিনি নিঃসংশয় যোগ দ্বারা) যুজ্যতে (যুক্ত হয়), অত্র ন সংশয় (এতে সন্দেহ নেই)।

যিনি আমার এই বিভূতি (ভৃগুমন্বাদি) এবং যোগৈশ্বর্যের লক্ষণ যথার্থ ভাবে জানেন, তিনি মদ্ভক্তি লক্ষণ স্থির যোগ লাভ করেন এবং আমাতে একাগ্রচিত্ত হন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। ৭

যোগেন— অর্থাৎ সবকিছুই বাসুদেব এরূপ সম্যক জ্ঞান লাভ করে আমাতেই সমাহিত চিত্ত হন।

যোগঞ্চ— সৃষ্টি কৌশল, সামর্থ্য, যোগৈশ্বর্য্য।

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাব সমন্বিতাঃ।। ৮

৮। অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ (আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ); মত্তঃ (আমার থেকেই) সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে (সবকিছু সমাধা হয়) ইতি মত্বা (একথা জেনে) বুধাঃ (জ্ঞানীগণ) ভাব সমন্বিতা (প্রেমাবিষ্ট হয়ে) মাং ভজন্তে (আমাকে ভজনা করেন)।

আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ। আমা থেকেই সমস্ত প্রবর্ত্তিত হয়। বুদ্ধিমানগণ একথা জেনে প্রেমাবিষ্ট হয়ে আমাকে ভজনা করেন। ৮

শ্রীমাধবদেব ঘোষাতে বলেছেন—

মোত হন্তে হোয়ে চরাচর, মোতসে প্রবর্ত্তে নিরন্তর,
ইহাকে অর্জ্জুন জানে যিটো মহাজন।
পরম বিবেকী সিটো জন, মোর ভাবে যুক্ত হুয়া মন,
মোকে মাত্র ভজে শ্রবণ করি কীর্ত্তন।। (ঘোষা)

মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।।৯

৯। মচ্চিত্তাঃ (মদ্‌গত চিত্ত) মদ্‌গত প্রাণাঃ (মদ্‌গত জীবন) মাং পরস্পরং বোধয়ন্তঃ (আমার কথা পরস্পরকে বুঝিয়ে) নিত্যং কথয়ন্তঃ চ (এবং সর্ব্বদা আমার কথা কীর্ত্তন করে) তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ (সন্তোষ এবং শান্তি লাভ করে থাকেন)।

যাদের চিত্ত আমাতেই অর্পিত, যাদের প্রাণ মদ্‌গত (আমাকে ব্যতীত যারা প্রাণধারণে অসমর্থ) এরূপ ভক্তগণ পরস্পরকে আমার কথা বুঝিয়ে এবং সর্বদা আমার কথা কীর্ত্তন করে পরম সন্তোষ ও শান্তি লাভ করেন। ৯

নামঘোষাতে বলেছেন,—

"মোতেসে কেবল দিয়া চিত্ত মোতে মাত্র প্রাণ অর্পিণিত,
অন্যো অন্যে মিলি মোকেসে বোধ করায়ে।
মোকে মাত্র কহে সর্ব্বক্ষণে, পরম সন্তোষ লভি মনে,
আনন্দ সাগরে মজি রহে প্রেম ভাবে।।"

(— ঘোষা)

কৃষ্ণ কথামৃত পানে যে ভক্ত মগ্ন হন, তিনি ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্বর্গ ফলকেও তৃণের মত জ্ঞান করেন। নামঘোষাতে বলেছেন, যথা—

"পরম দুর্ব্বোধ আত্মাতত্ত্ব, তার জ্ঞান অর্থে হরি যত,
লীলা অবতার ধরা তুমি কৃপাময়।
তাহার চরিত্র সুধাসিন্ধু, তাত ক্রীড়া করি দীনবন্ধু,
চারি পুরুষার্থ তৃণর সম করয়।।"

নিম্নোক্ত শাস্ত্র বাক্যটিতে উপরোক্ত ঘোষাটিরই প্রতিধ্বনি হয়েছে, যথা,—

তৎ কথামৃত পাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ।
কুর্ব্বন্তি কৃতিনোহকৃচ্ছ্রং চতুর্ব্বর্গং তৃণোপমম।।

যে কৃতী ব্যক্তিগণ মহানন্দে কৃষ্ণকথাসাগরে বিহার করেন, তারা কৃচ্ছ্র লব্ধ চতুর্ব্বর্গকে অনায়াসে তৃণবৎ তুচ্ছজ্ঞান করতে পারেন। এজন্য দেবহূতি কপিলের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। যথা,—

নেলাগে লীন মুকুতিক তথা।
নাহি হরিপদ পঙ্কজ যথা।।
কর্ণর অমৃত হরি কথা চরিত।
ভকতর মুখে শুনিবো গনিত।।

—(কীর্ত্তন)

এই শ্লোকটিতে, কৃষ্ণ কথামৃত পান করে এবং কথন মথন করে ভক্ত যে শান্তি ও আনন্দ লাভ করেন সে কথাই ব্যক্ত হয়েছে। কথাটি শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, অর্জ্জুনকে বলেছেন। ভক্তের এটাই পঞ্চম পুরুষার্থ।

শ্রীনামঘোষাতে বলেছেন—

ঐকান্তিক মহামুনিযত, নিবর্ত্তিয়া বিধি নিষেধত,
নির্গুণ ভাবত স্থিতি হয়া নিরন্তরে।
জানি পুরুষার্থ সার তত্ত্ব, কৃষ্ণ কথামৃত সাগরত;
কথনে মথনে সদায় রমণ করে।।

ঐকান্তিক মহামুনিগণ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফলগুলিকে তৃণের মত উপেক্ষা করে একমাত্র কৃষ্ণ কথামৃত পান করে থাকেন।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতি পূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধি যোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।। ১০

১০। সতত যুক্তানাং (আমাতে সর্বদা আসক্ত চিত্ত) প্রীতি পূর্ব্বকম্ ভজতাং (প্রীতিপূর্বক আমার ভজনাকারী) তেষাং (তাদের) তংবুদ্ধিযোগং (এরূপ বুদ্ধিযোগ) দদামি (প্রদান করি), যেন (যার দ্বারা) তে (তাহারা) মাং (আমাকে) উপযান্তি ((পেয়ে থাকেন)।

যারা সর্বদা আমাতে চিত্ত অর্পণ করে প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করেন, এরূপ ভক্তগণকে আমি এমন বুদ্ধিযোগ প্রদান করি— যারদ্বারা তারা আমাকে লাভ করে থাকেন। ১০

একমাত্র শ্রীভগবানে ভক্তিযুক্ত হয়ে সর্বদা প্রীতিপূর্বক তার ভজনা করলে ভগবানই যে ভক্ত হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞানের প্রকাশ করে দেন, যার দ্বারা ভক্ত ঈশ্বরকে লাভ করেন; এই কথাটিই দৃঢ়স্বরে প্রতিধ্বনিত করে শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলেছেন। গীতোক্ত এই শ্লোকটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার তাৎপর্য হল— "তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকং" হতে পারলে ভগবান স্বয়ং ভক্তকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করে থাকেন।

নামঘোষাতেও এইকথাই বলা হয়েছে, যথা—

"ভগবন্ত ভক্তিযুক্ত, পুরুষর আত্মবোধ,
মাধবর প্রসাদে মিলয়।
কৃষ্ণর কৃপাত সুখে গুচয় সংসার ভয়,
এহিমানে গীতার নির্ণয়।।"

শ্রীমাধবদেব কেবলমাত্র একটি ঘোষার দ্বারাই গীতার সমস্ত তাৎপর্য প্রকাশ করতে চেয়েছেন।

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা।। ১১

১১। তেষাং অনুকম্পার্থম্ এব (তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ বশতই) অহং (আমি) আত্মভাবস্থঃ (তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত হয়ে) ভাস্বতাজ্ঞানদীপেন (উজ্জ্বল জ্ঞানরূপ প্রদীপের দ্বারা) অজ্ঞানজং তমঃ (অজ্ঞানজনিত অন্ধকার) নাশয়ামি (নাশ করি)।

আমার সেই ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ বশেই তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তিতে (অন্তঃকরণে) অবস্থিত হয়ে উজ্জ্বল জ্ঞানরূপ প্রদীপের দ্বারা তাঁদের অন্ধকার নাশ করি। ১১

সূর্য উঠলে যেভাবে অন্ধকার বিদূরিত হয় এবং রাতের অন্ধকারের যাবতীয় অনর্থ চোর, ডাকাত, বন্যজন্তু, ভূত-পিশাচাদির ভয় দূর হয়— তদ্রূপ পরমদয়ালু শ্রীকৃষ্ণ অনুগ্রহ করে ভক্তের অন্তঃকরণে অবস্থান করে, উজ্জ্বল জ্ঞানময় প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করলে, কাম ক্রোধাদি ষড়রিপু, কুটিনাটি, জীব হিংসাদি অনর্থ এবং অজ্ঞান রূপ অন্ধকারো তিরোহিত হয়ে যায়।

অর্জ্জুন উবাচ

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্।। ১২
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষিমে।। ১৩

১২।১৩। অর্জ্জুন উবাচ— ভবান্ (আপনি) পরব্রহ্ম (পরব্রহ্ম); পরং ধাম (আশ্রয়) পরমং পবিত্রং (পরমপবিত্র); সর্ব্বে ঋষয়ঃ (সকল ঋষিগণ), দেবর্ষি নারদঃ তথা অসিতঃ দেবলঃ ব্যাসঃ চ ত্বাং (তোমাকে) শাশ্বতং (নিত্য) পুরুষং, দিব্যং (স্বপ্রকাশ) আদিদেবং (দেবগণেরও আদি), অজং (জন্মরহিত) বিভুং (সর্ব্বব্যাপী) আহুঃ (বলে থাকেন), স্বয়ং চ এব (তুমি নিজেও) মে ব্রবীষি (আমাকে বলছো)।

অর্জ্জুন বললেন— আপনি পরমব্রহ্ম, পরমধাম, পরম পবিত্র; ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ এবং অসিত, দেবল এবং ব্যাস সকলেই আপনাকে নিত্যপুরুষ, স্বপ্রকাশ আদিদেব, জন্মরহিত এবং সর্বব্যাপক বিভু বলেন। আপনি নিজেও আমাকে বলেছেন। ১২,১৩

সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
নহি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ।। ১৪

১৪। হে কেশব। মাং যৎ বদসি (আমাকে যা বলেছ) এতৎ সর্ব্বং ঋতং (এই সকলই সত্য) মন্যে (স্বীকার করছি) [যেহেতু] হে ভগবন্। তে (তোমার) ব্যক্তিং (প্রভাব বা আবির্ভাব) দেবাঃ দানবাঃ চ ন বিদুঃ (দেবতা ও দানবগণও জানেননা)।

হে কেশব! তুমি যে সকল কথা আমাকে বলেছ তা সবই সত্য বলে স্বীকার করি। কারণ, হে ভগবন্! কি দেব কি দানব কেউই তোমার প্রভাব বা আবির্ভাব তত্ত্ব জানেন না; (আমার মত সামান্য মানুষ তা কেমন করে বুঝবে)? ১৪

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেব দেব জগৎপতে।। ১৫

১৫। হে পুরুষোত্তম! হে ভূতভাবন (ভূতগণের নিয়ন্তা)! হে দেবদেব (দেবতাগণেরও আরাধ্য দেবতা)। জগৎপতে (বিশ্বপালক) ত্বং স্বয়ম্, এব আত্মনা (তুমি নিজেই) আত্মনং (নিজেকে) বেত্থ (জান)।

হে পুরুষোত্তম। হে ভূতভাবন। হে দেবদেব। হে জগৎপতে। তুমি আপনি আপনজ্ঞানে আপন স্বরূপ জান। (তোমার স্বরূপ অন্য কেউ জানেনা)। ১৫

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যাহ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্যতিষ্ঠসি।। ১৬

১৬। ত্বং (তুমি) যাভিঃ বিভূতিভিঃ (যে যে বিভূতিরদ্বারা) ইমান, লোকান্ (এই লোক সমূহ) ব্যাপ্য তিষ্ঠসি (ব্যাপ্ত হয়ে আছে); [সে] দিব্যাঃ আত্মবিভূতয়ঃ (দিব্য নিজ বিভূতিসকল) অশেষেণ হি (বিস্তৃতভাবে) বক্তুম্ অর্হসি (বলতে যোগ্য হও)।

তুমি যে যে বিভূতি দ্বারা সর্বলোক ব্যাপ্ত হয়ে আছ তা তুমিই বলতে সমর্থ। সেই সকল কৃপাপূর্বক বিস্তৃতরূপে আমাকে বল। ১৬

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদাপরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া।। ১৭

১৭। হে যোগিন্! অহং (আমি) কথং (কিরূপে) ত্বাং (তোমাকে) সদা পরিচিন্তয়ন্ (সর্বদা চিন্তা করে) বিদ্যাং (জানতে পারবো)? হে ভগবন্! কেষু কেষু ভাবেষু চ (এবং কোন কোন বস্তুতে) ময়া (আমার দ্বারা) চিন্ত্যঃ (চিন্তনীয়) অসি (হবে) সেই কথা বল।

হে যোগিন্! কিরূপে সর্বদা চিন্তা করলে আমি তোমাকে জানতে পারবো? হে ভগবান! আমি তোমাকে কোন কোন বস্তুতে কিভাবে চিন্তা করবো তা বল। ১৭

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তিমেঽমৃতম্।। ১৮

১৮। হে জনার্দ্দন! আত্মনঃ (নিজের) যোগং বিভূতিং চ বিস্তরেণ (যোগ এবং বিভূতি বিস্তারপূর্বক) ভূয়ঃ কথয় (পুনরায় বল); হি (কেননা) অমৃতম্ (তোমার অমৃতের মত কথা) শৃণ্বতঃ (শুনে) মে তৃপ্তিঃ ন অস্তি (আমার তৃপ্তি হচ্ছেনা)।

হে জনার্দ্দন! তুমি পুনরায় তোমার যোগৈশ্বর্য্য ও বিভূতিগুলির বিষয়ে আমাকে বিস্তৃতরূপে বল। কেননা তোমার অমৃততুল্য কথা শুনে আমার তৃপ্তি হচ্ছেনা। ১৮

১২ শ্লোক থেকে ১৮ শ্লোক পর্যন্ত অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করে নিজের অকিঞ্চনতার কথা জানিয়ে নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাসাদি ঋষিগণ যে তাকেই সনাতন সর্বব্যাপী পরম পুরুষ বলে মনে করেন এই কথা বলে বিস্তারিতভাবে ঈশ্বরের বিভূতি জানতে প্রশ্ন করেছেন। এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ পরবর্তী শ্লোকসমূহে ঈশ্বরের বিভূতি সমূহের বর্ণনা করেছেন। এজন্য যোগটির নাম 'বিভূতি' যোগ হয়েছে।

শ্রীভগবানুবাচ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা আত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে।। ১৯

১৯। শ্রীভগবান উবাচ— হন্ত (হে), হে কুরুশ্রেষ্ঠ! দিব্যাঃ আত্মবিভূতয়ঃ (আমার দিব্যবিভূতিগুলি) প্রাধান্যতঃ (প্রধান প্রধান ভাবে) তে (তোমাকে) কথয়িষ্যামি (বলবো); হি (যেহেতু) মে বিস্তরস্য (আমার বিস্তৃত বিভূতির) অন্তঃ নাস্তি (শেষ নেই)।

শ্রীভগবান বললেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমার প্রধান প্রধান দিব্য বিভূতিগুলি তোমাকে বলছি। কারণ আমার বিস্তৃত বিভূতির অন্ত নেই। সেজন্য সংক্ষেপে বলছি। ১৯

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে গীতার অনুরূপ বিভূতি বর্ণনা করা হয়েছে। (ভাঃ ১১।১৬)

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ।। ২০

২০। হে গুড়াকেশ! (অর্জুন) সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ (সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত) আত্মা অহং (আত্মা আমি); অহম্ এব (আমিই) ভূতানাং (সর্বভূতের) আদিঃ (উৎপত্তি) মধ্যং (স্থিতি) অন্তঃ চ (এবং সংহারস্বরূপ)।

হে অর্জুন। সর্বভূতের হৃদয়স্থিত আত্মা (প্রত্যেক্ চৈতন্য) আমিই। আমিই সর্বভূতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং সংহার স্বরূপ (অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় কর্ত্তা)। ২০

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্ম্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী।। ২১

২১।অহং আদিত্যানাং (আমি আদিত্যগণের মধ্যে) বিষ্ণুঃ, জ্যোতিষাং (জ্যোতিস্মান গণের মধ্যে) অংশুমান (রশ্মিমান্) রবিঃ (সূর্য) মরুতাং (বায়ুগণের মধ্যে) মরীচিঃ, নক্ষত্রাণাং (নক্ষত্রগণের মধ্যে) অহং শশী (আমি চাঁদ)।

বারজন আদিত্যের মধ্যে আমি 'বিষ্ণু' নামক আদিত্য। জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে আমি কিরণশালী সূর্য। বায়ুগণের মধ্যে আমি মরীচি এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে চাঁদ। ২১

বারজন আদিত্যের নাম যথা— ধাতা, মিত্র, রুদ্র, বরুণ, অর্যমা, সূর্য, ভগ, বিবস্বান্, পুষা, সবিতা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু।

এই বারজন আদিত্যের মধ্যে 'বিষ্ণু' নামক যে আদিত্য তাকেই শ্রীকৃষ্ণ 'আমি' বলে স্বীকার করেছেন। ইন্দ্র তার বিমাতা দিতির গর্ভস্থ সন্তানকে বিনষ্ট করে ৪৯ ভাগ করেন। এরাই ঊনপঞ্চাশ বায়ু।

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা।। ২২

২২। [আমি] বেদানাং (বেদসমূহের মধ্যে) সামবেদঃ অস্মি (সামবেদ হই) দেবানাং (দেবতাগণের মধ্যে) বাসবঃ (ইন্দ্র) অস্মি (হই), ইন্দ্রিয়ণাণাং (ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে) মনঃ চ অস্মি (এবং মন হই) ভূতানাং (ভূতগণের মধ্যে) চেতনা অস্মি (চেতনা হই)।

বেদসমূহের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবতাগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে আমি মন এবং ভূতগণের মধ্যে আমি চেতনাস্বরূপ (জ্ঞানশক্তি)। ২২

বেদসমূহের মধ্যে ঋগ্বেদ প্রধান হলেও এখানে কিন্তু সামবেদকে সঙ্গীত

প্রধান অর্থাৎ গান প্রধান বলে। এর ঈশ্বর আকর্ষণ শক্তি বেশি; অধিকন্তু ভক্তিবাদীগণ ঈশ্বরের স্তব স্তুতিমূলক সংগীতেরই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন; ভক্তগণ যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, যোগ প্রভৃতিকে কষ্টসাধ্য মনে করে একমাত্র সামবেদকেই প্রাধান্য দিয়ে হরিনাম গুণ কীর্ত্তন করাকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন।

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে ন চ যোগিনাং হৃদয়ে।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।।"

শ্লোকটির অর্থ শ্রীমাধবদেব নামঘোষায় করেছেন—

একান্ত ভকত সবে, নির্গুণ কৃষ্ণর গুণ,
গায়ে সদা বসিয়া যথাত।
বৈকুণ্ঠক পরিহরি যোগীর হৃদয় এরি
থাকা হরি সাক্ষাতে তথাত।।

এজন্য ৯।৭ শ্লোকে ঋক্, সাম, যদুর্ব্বেদ, এই স্থলে ঋগ্বেদের নাম আগে উল্লেখ করে— বেদসমূহের মধ্যে সামবেদকে 'আমি' বলে অভিহিত করেছেন।

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্।। ২৩

২৩। রুদ্রাণাং (রুদ্রগণের মধ্যে) শঙ্করঃ অস্মি (আমি শঙ্কর) যক্ষরক্ষ সাম্চ (যক্ষ ও রাক্ষসগণের মধ্যে) বিত্তেশঃ (কুবের) অহং বসূনাম্ (আমি বসুগণের মধ্যে) পাচকঃ (অগ্নি) অস্মি, শিখরিণাং চ (এবং পর্বতগুলির মধ্যে) মেরু অস্মি (সুমেরু হই)।

এগারজন রুদ্রের মধ্যে আমি শঙ্কর, যক্ষরক্ষগণের মধ্যে আমি কুবের, আঠটি বসুর মধ্যে আমি অগ্নি এবং পর্বতগুলির মধ্যে আমিই সুমেরু। ২৩

এগারজন রুদ্র— অজ, একপাদ, অহির্ব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৈবস্বত ও হর।

আঠজন বসু— আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাস।

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগর।। ২৪

২৪। হে পার্থ। মাং পুরোধসাংচ (আমাকে পুরোহিতগণের মধ্যে) মুখ্যং (প্রধান) বৃহস্পতিং বিদ্ধি (বৃহস্পতি বলে জানবে) অহং সেনানীনাং (আমি সেনাপতিগণের মধ্যে) স্কন্দঃ (কার্ত্তিকেয়), সরসাং (জলাশয়ের মধ্যে) সাগরঃ অস্মিঃ (সাগর হই)।

হে পার্থ। আমাকে পুরোহিতগণের প্রধান বৃহস্পতি বলে জানবে, আমি সেনাপতিগণের মধ্যে দেব সেনাপতি কার্ত্তিকেয় এবং জলাশয়গুলির মধ্যে আমিই সাগর। ২৪

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ।। ২৫

২৫। অহং মহর্ষীণাং (আমি মহর্ষিগণের মধ্যে) ভৃগুঃ অস্মি (ভৃগু হই), গিরাম্ (বাক্যের মধ্যে) একম্ অক্ষরম্ (একাক্ষর প্রণব) [অস্মি], যজ্ঞানাং (যজ্ঞসমূহের মধ্যে) জপযজ্ঞঃ, স্থাবরাণাং (স্থাবর পদার্থের মধ্যে) হিমালয় অস্মি (হিমালয় হই)।

মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু, শব্দসমূহের মধ্যে আমি একাক্ষর ওঙ্কার, প্রণব, যজ্ঞসমূহের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ এবং স্থাবর পদার্থের মধ্যে আমিই হিমালয়।২৫

জপযজ্ঞ হিংসাদি দোষশূণ্য বলে সর্বশ্রেষ্ঠ, এজন্য শ্রীভগবান এই শ্লোকটিতে জপযজ্ঞকে আমি বলে অভিহিত করলেন। ভক্তি মার্গে এই জপযজ্ঞের স্থান অতি উচ্চে। এই জপযজ্ঞের মধ্যে একমাত্র ভগবানের নামযজ্ঞ অর্থাৎ ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তনই মুখ্য। ভাগবতধর্ম অভ্যুদয়ের ভক্তিতত্ত্বে নাম কীর্ত্তন অথবা জপযজ্ঞের বাইরে অন্য কোনো শ্রেষ্ঠ সাধন নেই। কারণ, ভক্তিমার্গে শ্রীভগবানের নামরূপের সাধনা মাত্র। সমস্ত ভক্তি শাস্ত্র একই সুরে নাম মাহাত্ম্য কীর্ত্তনের কথাটিই উচ্চস্বরে ঘোষণা করেছেন। গীতা, ভাগবত, নামঘোষা, কীর্ত্তনঘোষা ও চৈতন্য ভাগবতে হরিনাম কীর্ত্তন রূপ জপযজ্ঞের বাইরে অন্য কোনো সাধ্য-সাধন নেই বলে উদাত্তকণ্ঠে বার বার প্রচার করা হয়েছে। সর্ব্বশাস্ত্র শিরোমণি ভাগবত থেকে

প্রথমে প্রমাণ দিয়ে অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ থেকেও অতি সংক্ষেপে এই কথার দু একটি প্রমাণ দেয়া হল। বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে গেলে গ্রন্থের কলেবর অত্যন্ত বেড়ে যাবার সম্ভাবনা। শ্রীভাগবতে বলেছেন—

কলের্দ্দোষনিধেরাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ।।

কলিযুগ অশেষ দোষের আকর হলেও এর একটি মহৎ গুণ হল, কলিতে একমাত্র কৃষ্ণ গুণ গান সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারাই মানুষ সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরমগতি লাভ করতে পারেন।

শ্রীচৈতন্যদেব তার পার্ষদ ভক্তরাজ যবন হরি দাসকে লক্ষ্য করে এই কথা বলেছিলেন। ভক্ত হরিদাস প্রত্যহ তিন লক্ষ্যাধিক নাম জপ করেছিলেন। সেই কথা লক্ষ্য করে মহাপ্রভু বলেছেন,—

"প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র শক্তি নাহিক আমাতে।।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপোদান।
নিরন্তর কর চারিবেদ অধ্যয়ণ।
দ্বিজ সন্ন্যাসী হইতে তুমি পরম পাবন।।"

(—চৈতন্যচরিতামৃত)

"অহোবত স্বপচোহতো গরীয়ান্ যজ্জিহবাগ্রেবর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুবার্য্যা ব্রহ্মানুচুর্ণাম গৃণন্তি যে তে।।"

(—শ্রীমদ্ভাগবত)

শ্রীচৈতন্যদেব বলেছিলেন— যার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্ত্তমান, তিনি চণ্ডাল হলেও গরীয়ান, যারা তোমার নাম গ্রহণ করেন তারাই তপস্যা করেন, তারাই হোম করেন, তারাই তীর্থস্নান করেন, এরূপ ব্যক্তিরাই সদাচারী ও বেদাধ্যায়ী।

নাম নামী অভেদ— সমগ্র জগৎ নামরূপ বিশিষ্ট। মানুষের যত ভাব আছে বাই তিনটি একই বস্তু। একই তিনি, তিনিই এক। কোনো একটি বস্তুর কথা ভাবলেই তার নাম ও আকৃতি অথবা রূপ মনে আসবেই। এক বস্তুরই বিভিন্ন রূপ। সকল ধর্মেই এই নামকে শব্দ ব্রহ্ম বলেছেন। ব্যষ্টিভাবে শ্রীভগবানের অনন্ত নাম। ভক্ত, যোগীগণ বিভিন্ন নামের সাধন উপদেশ দিয়ে থাকেন। এই নাম পুনঃ পুনঃ রূপে অনন্ত শক্তি সম্পন্ন হয়ে ভক্তির উচ্চতর অবস্থা পায়। নামঘোষা ও কীর্ত্তনঘোষা গ্রন্থে এই বিষয়ে অনেক প্রামাণ্য বাক্য আছে। সেই সকল কথা প্রতিজন অসমীয়া ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিই জানেন। সেজন্য এখানে উল্লেখ করা হলনা।

অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ।। ২৬

২৬। [আমি] সর্ব্ববৃক্ষাণাং (সকল গাছের মধ্যে) অশ্বত্থঃ, দেবর্ষীণাং চ (দেবর্ষিগণের মধ্যে) নারদঃ, গন্ধর্ব্বাণাং (গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে) চিত্ররথঃ, সিদ্ধানাং (সিদ্ধপুরুষগণের মধ্যে) কপিল মুনিঃ।

আমি সমস্ত গাছের মধ্যে অশ্বত্থ (পিপ্পল), দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধ পুরুষগণের মধ্যে কপিলমুনি। ২৬

দেবর্ষি— দেবতা হয়েও যিনি মন্ত্রদ্রষ্টা বলে ঋষিত্ব লাভ করেছেন। দেবর্ষি নারদ পরম ভগবদ্ভক্ত।

গন্ধর্ব্ব— দেব গায়ক। কপিলমুনি— ইনি জন্মাবধি-পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞ বলে প্রসিদ্ধ। সাংখ্যদর্শন প্রণেতা।

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধিমামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রানাং নরানাঞ্চনরাধিপম্।। ২৭

২৭। অশ্বানাং (অশ্বগুলির মধ্যে) মাং (আমাকে) অমৃতোদ্ভবম্ (অমৃতের জন্য সমুদ্র মন্থন কালে উদ্ভূত) উচ্চৈঃ শ্রবসং (উচ্চৈঃশ্রবা) বিদ্ধি (জানবে) গজেন্দ্রানাং (হাতীসমূহের মধ্যে) ঐরাবতং, নরাণাং চ (হস্তি ও মানুষের মধ্যেও) নরাধিপং (রাজা) [বলে জানবে]।

ঘোড়াগুলির মধ্যে আমাকে সমুদ্র মন্থন কালে উদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা নামে

জানবে এবং হাতীগুলির মধ্যে ঐরাবত ও মানুষের মধ্যে রাজা বলে জানবে।২৭

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ।। ২৮

২৮। আয়ুধানাং (অস্ত্রসমূহের মধ্যে) অহং বজ্রং (আমি বজ্র); ধেনূনাং (গাভী গুলির মধ্যে) কামধুক্ (কামধেনু) অস্মি (হই) [আমি] প্রজনঃ (ছেলেমেয়ে উৎপাদক) কন্দর্পঃ (কাম) অস্মি (হই), সর্পাণাঞ্চ এবং (সাপসমূহের মধ্যে) বাসুকিঃ অস্মি বাসুকি হই।

অস্ত্রসমূহের মধ্যে আমি বজ্র, গাইগুলির মধ্যে কামধেনু, আমি প্রাণীগণের উৎপত্তির কারণ কন্দর্প এবং সাপগুলির মধ্যে আমিই বাসুকি। ২৮

সন্তান উৎপাদনের জন্য যে কাম, যে সম্ভোগ তা নিকৃষ্ট বা শাস্ত্র নিষিদ্ধ কাম নয়, বিধিমতে সৃষ্টি রক্ষা করা ঈশ্বরের অভিপ্রেত।

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্।। ২৯

২৯। নাগানাং (নাগগণের মধ্যে) অনন্ত অস্মি (অনন্ত হই) যাদসাং চ (এবং জলচর গণের মধ্যে) অহং বরুণং (আমি বরুণ) পিতৃণাং (পিতৃগণের মধ্যে) অর্য্যমা অস্মি (অর্য্যমা হই), সংযমতাং (সংযমকারীগণের মধ্যে) অহং যমঃ (আমি যম)।

নাগগণের মধ্যে আমি অনন্ত, জলচরগণের মধ্যে আমি জলদেবতা বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে আমি অর্য্যমা এবং নিয়ম কারক গণের মধ্যে আমি যম, (অর্থাৎ ধর্মাধর্ম ফল দানের নিয়ন্ত্রীগণের মধ্যে আমি যম)। ২৯

নাগ ও সাপ— সাপের রাজা বাসুকি, নাগের রাজা অনন্ত বা শেষ নাগ। নাগ ও সাপকে মানুষ এক জাতীয় বলে ভাবলেও এখানে দুটি স্বতন্ত্র জাতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। নাগ পরম হরিভক্তি পরায়ণ, প্রায়ই হিংসা পরায়ণ নয় ও নির্বিষ। এই অনন্ত নাগের উপর শ্রীভগবান শুয়ে থাকেন। বাসুকি সাপকে সমুদ্র মন্থনে সমুদ্র মন্থন রসী (দড়ি) স্বরূপে নিয়েছিলেন। অনন্ত শ্বেতবর্ণের এবং বাসুকী হলুদ বর্ণের, কোথাও কোথাও এরূপের বর্ণনা পাওয়া যায়।

অর্য্যমা— পিতৃগণের অধিপতি। পিতৃগণ যথা,— অগ্নিদত্ত, সৌম্যা, হবিষ্বন্ত, উষ্মপা, সুকালিন, বর্হির্ষদ এবং আজ্যপা। বেদে অর্য্যমায় নাম পাওয়া যায়।

প্রহ্লাদাশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্।। ৩০

৩০। অহং দৈত্যানাং (আমি দৈত্যগণের মধ্যে) প্রহ্লাদঃ অস্মি, (প্রহ্লাদ হই) কলয়তাংচ (গণনাকারীদের মধ্যে) কালঃ অস্মি, অহং মৃগানাং চ (আমি পশুসমূহের মধ্যেও) মৃগেন্দ্রঃ (সিংহ), পক্ষিণাং চ, (পাখীগণের মধ্যেও) বৈনতেয়ঃ (গরুড়)।

দৈত্যগণের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, গণনাকারীগণের মধ্যে আমি কাল, পশুদের মধ্যে আমি সিংহ এবং পাখী দের— মধ্যে আমি গরুড়। ৩০

কলয়ত্তাং— বশীকুর্ব্বতাং গণয়তাং বা মধ্যে (শ্রীধর) সকলকেই বশীভূত করে বা সকলেরই দিন গণনা করে কাল। অথবা ঘটনাসমূহের নির্দ্দেশকারী গণের মধ্যে কালই প্রধান।

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোত সামস্মিজাহ্নবী।। ৩১

৩১। পবতাং (বেগবানগণের মধ্যে) পবনঃ অস্মি, (পবন হই) শস্ত্রভৃতাং (অস্ত্রধারীগণের মধ্যে) অহং রামঃ (আমি দাশরথি) ঝষাণাং (মাছের মধ্যে) মকরঃ অস্মি, (আমি মকর হই) স্রোতসাংচ (এবং নদীসমূহের মধ্যে) জাহ্নবী অস্মি (আমি গঙ্গা)।

বেগবানগণের মধ্যে আমি বায়ু, অস্ত্রধারীগণের মধ্যে আমি দাশরথি রাম, মাছের মধ্যে আমি মকর এবং নদীসমূহের মধ্যে আমি গঙ্গা। ৩১

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্।। ৩২

৩২। হে অর্জ্জুন। সর্গাণাম্ (সৃষ্ট পদার্থসমূহের মধ্যে) আদিঃ (সৃষ্টিকর্ত্তা) অন্তঃ (বিনাশকর্ত্তা) মধ্যঞ্চ (এবং স্থিতি হেতু) অহম্ এব (আমিই); অহং বিদ্যানাং (বিদ্যাসমূহের মধ্যে আমি) অধ্যাত্ম বিদ্যা (আত্মবিদ্যা) প্রবদতাং (তার্কিকগণের

মধ্যে) বাদঃ (বাদনামক তর্ক)।

হে অর্জ্জুন। সৃষ্ট পদার্থগুলির মধ্যে আদি, মধ্য এবং অন্ত আমিই। (অর্থাৎ উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশকর্ত্তা আমি), আমি বিদ্যাসমূহের মধ্যে আত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা এবং তার্কিক গণের বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা নামক তর্কসমূহের মধ্যে আমি বাদ (তত্ত্বনির্ণয়ার্থ বিচার)। ৩২

বাদ— তর্কশাস্ত্রে তিন প্রকার তর্ক আছে— বাদ, বিতণ্ডা ও জল্পনা। শুধু মাত্র জয়লাভের জন্য আত্মমত স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে যে তর্ক করা হয় তার নাম জল্প, বিপক্ষকে দোষণীয় করে নিজে জয়লাভ করার যে তর্ক তার নাম বিতণ্ডা। জয়লাভের আশা না করে শুধু মাত্র সত্য নির্ণয়ের জন্য দুপক্ষের যে বিচার হয় তার নাম বাদ।

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাঽহং বিশ্বতোমুখঃ।। ৩৩

৩৩। অক্ষরাণাং (অক্ষরসমূহের মধ্যে) অকারঃ অস্মি (আমি অকার হই) সামাসিকস্য চ (এবং সমাসসমূহের মধ্যে) দ্বন্দ্বঃ (দ্বন্দ্ব সমাস) অহম্ এব অক্ষয় কালঃ (আমিই অক্ষয় কাল স্বরূপ) অহং বিশ্বতোমুখঃ (আমি সর্ব্বতো মুখ) ধাতা (কর্মফল বিধাতা ঈশ্বর)।

অক্ষরসমূহের মধ্যে আমি অকার, সমাসসমূহের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব সমাস, আমিই অক্ষয় কালস্বরূপ এবং আমিই সমুদায় ফলের বিধান কর্ত্তা (অর্থাৎ কর্মফল রূপ আমি অন্তর্যামী ঈশ্বর)। ৩৩

অকার— আদি বর্ণ এবং সমস্ত বর্ণ উচ্চারণে এর প্রকাশ। এজন্য বর্ণটির শ্রেষ্ঠত্ব। দ্বন্দ্ব সমাসে উভয় পদের প্রাধান্য থাকে তাই তা শ্রেষ্ঠ। এস্থলে কাল শব্দের অর্থ অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ স্বরূপ অক্ষয় কাল।

মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ব্বাক্‌চ নারীনাং স্মৃতির্ম্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা।। ৩৪

৩৪। অহং সর্ব্বহরঃ (আমি সংহারকারী) মৃত্যুঃ ভবিষ্যতাং (ভবিষ্যৎকালের প্রাণীগণের) উদ্ভবঃ চ (অভ্যুদয়), নারীনাং (নারীগণের মধ্যে) কীর্ত্তি, শ্রীঃ, বাক্

(বাণী, সরস্বতী), স্মৃতিঃ, মেধাঃ ধৃতিঃ, ক্ষমা চ (এই সাত বিভূতিরূপ দেবতা আমি)।

সংহারকগণের মধ্যে আমি সর্ব্বসংহারক মৃত্যু, ভবিষ্য প্রাণীগণের মধ্যে আমি উদ্ভব স্বরূপ; নারীগণের মধ্যে আমি কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্‌, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা প্রভৃতি সকলের দেবতা স্বরূপ, অর্থাৎ এই গুলি আমারই বিভূতি। ৩৪

কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, বাক্‌, স্মৃতি ও ক্ষমা এরা ধর্ম্মের সহধর্মিনী। ধার্মিক ব্যক্তিগণের এই লক্ষণগুলি, ধর্ম স্বরূপ তাদের শরীর অলংকৃত করে। ঈশ্বরকে ভজনা করলে ঈশ্বরের স্বভাব ও গুণ ভক্তহৃদয়ে যে সংক্রামিত হবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

বৃহৎ সাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্‌।
মাসানাং মার্গশীর্ষো২হমৃতূনাং কুসুমাকরঃ।। ৩৫

৩৫। অহং সাম্নাং (সামবেদোক্ত মন্ত্রগুলির মধ্যে) বৃহৎ সাম, ছন্দসাং (ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রগুলির মধে) গায়ত্রী, তথা মাসানং (মাসসমূহের মধ্যে) অহং মার্গশীর্ষঃ (অঘ্রাণ মাস), ঋতুনাং (ঋতুসমূহের মধ্যে) কুসুমাকরঃ (বসন্ত কাল)।

আমি সামবেদোক্ত মন্ত্রসমূহের মধ্যে বৃহৎসাম, ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রগুলির মধ্যে গায়ত্রী, বৈশাখ আদি বার মাসের মধ্যে অঘ্রাণ মাস এবং ঋতুসমূহের মধ্যে বসন্ত ঋতু। ৩৫

বৃহৎসাম মন্ত্রের দ্বারা ইন্দ্রকে (ব্রহ্ম) সর্বেশ্বর রূপে স্তুতি করা হত; এজন্য মোক্ষ প্রতিপাদক বলে এর শ্রেষ্ঠত্ব। মার্গশীর্ষ বা অঘ্রাণ মাসকে প্রধান স্থান দেবার কারণ হলো, সেই সময়ে অঘ্রাণ মাস থেকে বছর গণনা হত। (মভাঃ অনু ১০৬ ও ১০৯; বাল্মীকি রামায়ণ ৩/১৬; ভাগবত ১১/২৬-২৭)। মার্গশীর্ষ নক্ষত্রকে অগ্রহায়ণী অর্থাৎ বর্ষারম্ভের নক্ষত্র বলা হত। (গীতারহস্য— তিলক)।

দ্যূতং ছলয়-তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্‌।
জয়ো২স্মি ব্যবসায়ো২স্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্‌।। ৩৬

৩৬। অহং ছলয়তাং (ছলনাকারীগণের মধ্যে) দ্যূতম্‌, (দেবতাগণের দ্যূত ক্রীড়া, দ্যূতরূপ ছলনা) তেজস্বিনাং (তেজস্বীগণের মধ্যে) তেজঃ অস্মি (হই)

অহং জয়ঃ অস্মি (বিজয়ী পুরুষের মধ্যে জয় হই) ব্যবসায়ঃ (অধ্যবসায়) অস্মি, অহং সত্ত্ববতাং (সাত্ত্বিক পুরুষগণের মধ্যে) সত্ত্বম্ (সত্ত্বগুণ) [অস্মি] (হই)।

আমি প্রবঞ্চনাকারিগণের মধ্যে দ্যূত ক্রীড়ারূপ ছল, আমি তেজস্বীগণের তেজ, আমি বিজয়ী পুরুষের জয়, উদ্যোগী পুরুষের উদ্যম, এবং আমিই সাত্ত্বিক পুরুষের সত্ত্বগুণ। ৩৬

বৃষ্ণীণাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ।। ৩৭

৩৭। অহং বৃষ্ণীণাং (আমি যাদব বংশীয়গণের মধ্যে) বাসুদেবঃ, পাণ্ডবানাং (পাণ্ডবগণের মধ্যে) ধনঞ্জয়ঃ, মুনীনাং অপি (মুনিগণের মধ্যে) ব্যাসঃ (বেদব্যাস), কবিনাং (কবিগণের মধ্যে) উশনাঃ কবিঃ (কবি শুক্রাচার্য)।

যাদব বংশীয়গণের মধ্যে আমি বাসুদেব, শ্রীকৃষ্ণ, পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয়, মুনিগণের মধ্যে বেদব্যাস এবং কবিগণের মধ্যে আমি শুক্রাচার্য। ৩৭

মুনি— বেদার্থ মননশীল। কবি— সূক্ষ্মার্থদর্শী। শুক্রাচার্য— অসুরদের গুরু ছিলেন। যে শ্রেণীর যা প্রধান তাতেই ঐশ্বরিক শক্তির সমধিক বিকাশ এবং তাই বিভূতি বলে গণ্য। বৃষ্ণিগণের প্রধান শ্রীকৃষ্ণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি। ব্যাসদেব— মুনি শ্রেষ্ঠ। ইনি বেদবিভাগকারী, মহাভারত, ভাগবত, অন্যান্য পুরাণাদি ও ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শনের রচয়িতা বলে প্রসিদ্ধ।

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্।। ৩৮

৩৮। অহং দময়তাং (দমনকারী শাসনকর্ত্তাগণের মধ্যে) দণ্ডঃ, অস্মি, জিগীষতাং (জয়েচ্ছুকগণের মধ্যে) নীতিঃ অস্মি, গুহ্যানাং (গোপনীয় বিষয়সমূহের মধ্যে) মৌনং এব (মৌন) জ্ঞানবতাংচ (এবং জ্ঞানীগণের মধ্যে) জ্ঞানং অস্মি (জ্ঞান হই)।

আমি শাসনকর্ত্তাগণের দণ্ড, জয়েচ্ছুকগণের মধ্যে সামাদি নীতি, গুহ্য বিষয়ের মধ্যে মৌন এবং জ্ঞানীগণের আমি জ্ঞান স্বরূপ। ৩৮

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্।। ৩৯

৩৯। হে অর্জ্জুন! যৎ চ অপি (যা কিছু) সর্ব্বভূতানাং (সর্বভূতের মধ্যে) বীজং (উৎপত্তির কারণ, মূলকারণ) তৎ অহম্ এব (তা আমিই) ময়া বিনা (আমাকে ছাড়া) যৎস্যাৎ (যা হতে পারে) তৎ চরাচরং ভূতং (তদ্রূপ চর বা অচর পদার্থ) ন অস্তি (নেই)।

হে অর্জ্জুন! সর্বভূতের যা বীজস্বরূপ অর্থাৎ উৎপত্তির কারণ তা আমি, আমাকে ছাড়া চরাচরে উৎপন্ন হতে পারে এমন স্থাবর বা জঙ্গম কোন পদার্থ নেই অর্থাৎ আমাকে ছাড়া কিছুই নেই। ৩৯

নাস্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষতূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া।। ৪০

৪০। হে পরন্তপ। মম দিব্যানাং বিভূতিনাং (আমার দিব্য বিভূতিগুলির) অন্তঃ ন অস্তি (অন্ত নেই) এবঃ তু বিভূতেঃ বিস্তারঃ (এই বিভূতি বিস্তার) ময়া (আমার দ্বারা) উদ্দেশতঃ (সংক্ষেপে) প্রোক্তঃ (বলা হল)।

হে পরন্তপ। আমার দিব্য বিভূতিসমূহের সীমা নেই। আমি এই যতগুলি বিভূতির কথা বললাম, তা আমার বিভূতিসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা মাত্র। ৪০

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্।। ৪১

৪১। বিভূতিমৎ (ঐশ্বর্য্যযুক্ত), শ্রীমৎ (লক্ষ্মীযুক্ত), ঊর্জ্জিতং এব বা (নতুবা অতিশয় প্রভাব সম্পন্ন) যৎ যৎ (যে যে পদার্থ) তৎ তৎ এব (তা তা) মম তোজোঽংশসম্ভবম্ (আমার শক্তির অংশ থেকে উদ্ভূত) অবগচ্ছ (জানবে)।

যা কিছু ঐশ্বর্যযুক্ত, লক্ষ্মীযুক্ত অথবা অতিশয় শক্তি সম্পন্ন তা সমস্তই আমার শক্তির অংশ থেকে উৎপন্ন হয়েছে বলে জানবে। ৪১

অথবা বহুনৈতেন কিংজ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাঽহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।। ৪২

৪২। অথবা হে অর্জুন। এতেন বহুনা জ্ঞাতেন কিং (এতো বহু বিস্তারিত জানার কি প্রয়োজন)? অহম্ ইদং কৃৎস্নংজগৎ (আমিই এই সমগ্র জগৎ) একাংশেন (এক অংশের দ্বারা মাত্র) বিষ্টভ্য (ধারণ করে) স্থিতঃ (রয়েছি)।

অথবা হে অর্জুন। তোমার এতগুলি বিভূতি বিস্তারিত জানার প্রয়োজন কি? (এক কথায় বলছি) আমি এই সমগ্র জগৎ আমার এক অংশের দ্বারা মাত্র ধারণ করে আছি। ৪২

দশম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকটিতে শ্রীভগবান বলেছেন যে— আমি একাংশের দ্বারাই এই চরাচর বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে আছি, আমিই বিশ্বরূপ। যদি ভগবানের এক অংশে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত থাকে, তবে তার অপর অংশ কিরূপ এবং কোথায়? ঈশ্বর অচিন্ত্য। মানব বুদ্ধি বিশ্বরূপের ধারণা করতেই বিহ্বল হয়ে যায়। এই বিশ্বের অতীত, নামরূপের অতীত আরো যে কোনো কিছু থাকতে পারে তা কোনো ভাবেই ধারণা করা সম্ভব নয়। এজন্য বেদে আছে—

“ন তত্র বাক্ গচ্ছতি ন চক্ষু র্গচ্ছতি।
যতোবাচ ! নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ।।”
“অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতম্ অবিজানতাম্।।”

(—কেন ২।৩)

অর্থাৎ বাক্য চোখ তাব ধারে কাছেই যেতে পারেনি। মনও তাকে ধরতে পারেনি। যারা বলেন পরব্রহ্মকে জানেন তারা প্রকৃতপক্ষে জানেননা এবং যারা বলেন পরব্রহ্মকে জানেননা তারাই তাকে জানেন (কারণ, তারা তার প্রকৃত অজ্ঞেয় স্বরূপ বুঝেছেন)।

ঋগ্বেদে পুরুষসূক্ত মন্ত্রে এই ভাবেরই দ্যোতনা আছে।

“সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।।”
“পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।।”

(—ঋক্, ১০।৯০।১।৩)

সেই বিরাট পুরুষের সহস্র মাথা, সহস্র পা, তিনি সমগ্র জগৎ জুড়ে আছেন এবং তার অতিরিক্ত দশআঙ্গুল অতিক্রম করেও আছেন। তার এক পায়ে জগৎ এবং অমৃত স্বরূপ তিনপা জগতের উর্দ্ধে। এস্থলে দশআঙ্গুলে শব্দটি উপলক্ষ মাত্র। দশআঙ্গুল দ্বারা পরিমাপের অর্থ তিনি পরিমাণের অতীত। অর্থাৎ তিনি অনন্ত, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অজ্ঞেয়, মনোবুদ্ধির অগোচর, নিরঞ্জন, নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ। তিনি মায়াস্বীকার করে সোপাধিক হলেও সসীম নয়। তিনি বিশ্বানুগ হয়েও বিশ্বাতীগ। প্রপঞ্চাভিমানী হয়েও প্রপঞ্চাতীত। শ্রীভগবানের এটাই অসীমকৃপা আর করুণা যে, অচিন্ত্য যোগবলে প্রপঞ্চাতীত হয়েও প্রপঞ্চের মত প্রতীয়মান হন। শ্রীমন্ত শঙ্করদেব 'রত্নাকর' গ্রন্থে বলেছেন—

কৃষ্ণর মহিমা শুকে রাজাত কহন্ত।
নাহি যার প্রমাণ নির্গুণ ভগবন্ত।।
গুণর নিয়ন্তা কৃষ্ণ অব্যয় ঈশ্বর।
ভৈলা ব্যক্ত নিস্তার কারণে জগতর।।
অখিল জীবর আত্মা কৃষ্ণ কৃপাময়।
জগতর হিত অর্থে জানিবা নিশ্চয়।।
মায়া মনুষ্য যেন প্রকাশ করন্ত।
জগতর কারণ কৃষ্ণ দেব ভগবন্ত।।

দশম অধ্যায়ের ভাবার্থ

নয় অধ্যায়ের রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগেরই শেষ কথা এই অধ্যায়ে বলেছেন। অর্জ্জুনের প্রশ্নানুসারে ঈশ্বরের ব্যক্ত স্বরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। শুরুতেই শ্রীগোবিন্দ বলেছেন যে, আমার আদিতত্ত্ব দেবতা ও মহর্ষিগণও জানেন না। কারণ, দেবতা ও মহর্ষিগণের আদি আমি। এইজন্য মহাদেব বলেছিলেন—

"অহং বেদ্মি, শুকঃ বেত্তি ব্যাস বেত্তি ন বেত্তি বা।।"

ঈশ্বরের তত্ত্ব আমি জানি, শুকদেব জানেন, ব্যাস জানেন কি জানেননা সন্দেহ।

শ্রীভগবানের কৃপা ব্যতিরেকে ঈশ্বরের তত্ত্ব জানার কারো সাধ্য নেই। এজন্য অর্জ্জুন ১০।১৫ শ্লোকে বলেছেন— তুমি নিজেকে নিজে জান। তোমার স্বরূপ আর কেউ জানেনা। শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলেছেন যে, যিনি আমাকে অনাদি অজ, সর্বলোক মহেশ্বর বলে নিঃসন্দেহে জানতে পারেন। তিনি মোহশূন্য হয়ে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন। হে অর্জ্জুন! আমি বুদ্ধি, জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, রাগ, দ্বেষাদি সমস্তভাব, সমস্ত অবস্থার মূল কারণ। ভয়াভয়, যশাযশ, অহিংসা, মমতা সমস্ত অবস্থার মূল কারণ আমিই। সপ্ত মহর্ষি, চৌদ্দ মনু এবং সনকাদি চার সিদ্ধ আমাথেকেই সৃষ্ট হয়েছে। তাদের থেকেই সমস্ত প্রজা উৎপন্ন হয়েছে। যারা আমার এই বিভূতি এবং যোগেশ্বর্য গুলির বিষয়ে জানেন তারা যে মদ্ভক্তি লক্ষণ যোগলাভ করেন এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমি সমগ্র জগতের উৎপত্তির কারণ, আমাতেই সমগ্র জগৎ প্রবর্ত্তিত হয়, এরূপ জেনে জ্ঞানীগণ প্রেমাবিষ্ট হয়ে আমাকে ভজনা করেন। যাদের চিত্ত আমাতে অর্পিত, যাদের প্রাণ মদ্‌গত অর্থাৎ আমাকে ছাড়া যারা ধারণ করতে অসমর্থ, এরূপ ঐকান্তিক ভক্তগণ সর্বদা পরস্পর পরস্পরকে আমার কথা বুঝিয়ে দেন এবং অপরের কাছ থেকেও বুঝে নেন। অর্থাৎ আমারই কথা সর্বদা শুনে আমার নামগুণ প্রসংগ করে পরম সন্তুষ্টি লাভ করেন।

হরি কথা ভগবদ্ভক্তের সংগে আলোচনা করলে কি ফল হয় সে বিষয়ে শ্রীমাধবদেব উত্তর দিয়েছেন 'রত্নাবলী' গ্রন্থে—

বিরল ভকতজনর শুনিয়ো যেন মুখ্য প্রয়োজন।
অন্য অন্যো এক প্রাণ হুয়া করে মোর যশ সভাজন।।
শ্রবণ কীর্ত্তন করি অনুক্ষণ প্রসংশন্ত মাত্র মোক।
বুলিবা তাহার ফল কিবা তেবে কহো তাক শুনিয়োক।।
মোর গুণনাম কহন্তে শুনন্তে মিলে আসি মহাভাগ।
আনন্দ স্বরূপ মোর দিব্যরূপ প্রত্যক্ষতে পায় লাগ।।

(— রত্নাবলী)

এই দশম অধ্যায়ের ৮।৯ শ্লোকে শ্রবণ কীর্ত্তন ধর্মকেই কৃষ্ণ প্রাপ্তির সাধ্যসাধন বলে নির্ণয় করেছেন। কারণ পরবর্ত্তী দশটি শ্লোকে এই কথাই বলেছেন যে, যে সমস্ত ভক্ত সর্বদা আমাতেই চিত্ত অর্পণ করে প্রীতি পূর্বক আমাকে ভজনা করেন তাদেরক এমন বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যার দ্বারা তাঁর আমার সাক্ষাৎ পান। শ্রীধর স্বামী 'গীতার্থ সংগ্রহে' বলেছেন—

ভগবদ্ভক্তি যুক্তস্য তৎ প্রাসাদাত্মবোধতঃ
সুখং বন্ধবিমুক্তিঃ স্যাদিতি গীতার্থ সংগ্রহম্।।

শ্রীমাধবদেব 'নামঘোষায়' শ্লোকটির ব্যাখ্যা করে লিখিছেন—

ভগবন্ত ভক্তিযুক্ত, পুরুষর আত্মবোধ—
মাধবর প্রসাদে মিলয়।
কৃষ্ণর কৃপাত সুখে ঘুচায় সংসার ভয়
এহি মানে গীতার নির্ণয়।

ভগবদ্ভক্তের প্রতি ভগবানের অনুকম্পার কথা শ্রীভগবান তাঁর শ্রীমুখেই ১০।১১ শ্লোকে ব্যক্ত করেছেন— আমি আমার ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদের অন্তঃকরণে অবস্থিত হয়ে উজ্জ্বল জ্ঞানরূপ দীপের দ্বারা তাঁদের অন্ধকার দূর করে থাকি। এভাবে শ্রীভগবান ভক্তিতত্ত্ব বর্ণনা করলে, তখন অর্জ্জুন বললেন, হে ভগবান! তোমার তত্ত্ব কারো বিদিত নয়। তুমিই তোমাকে শুধু সম্যকরূপে জান। এখন তোমার বিভূতিগুলির বিষয়ে আমাকে বিস্তারিত বল। কোন কোন দ্রব্যে কিভাবে চিন্তা করলে কিঞ্চিৎ মাত্রও তোমাকে বুঝতে পারবো। তা আমি জানতে চাই। এর উত্তরে শ্রীভগবান বলেছিলেন যে— আমার বিভূতি অনন্ত, তার মধ্যে প্রধান প্রধান বিভূতিগুলির বিষয়ে সংক্ষেপে বলি শুন। আমি সর্বভূতের আদি অন্ত ও মধ্য। আদিত্যগণের মধ্যে আমি বিষ্ণু, জ্যোতিষ্কের মধ্যে সূর্য, নক্ষত্রের মধ্যে আমি চন্দ্র, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর এবং বায়ুর মধ্যে আমি মরীচি। এভাবে বহু রকমের বিভূতির কথা বলে অবশেষে এই কথাই বললেন যে, সর্বভূতের যা বীজ স্বরূপ তাও আমিই। এই জগতে যিনি ঐশ্বর্যযুক্ত, শ্রীসম্পন্ন অথবা অতিশয় শক্তি সম্পন্ন তাকে আমার শক্তির

অংশ সম্ভূত বলে জানবে। অর্থাৎ তার মধ্যেই আমার শক্তির সামান্য প্রকাশ জানবে। হে অর্জ্জুন! আমার এতগুলি বিভূতির বিষয়ে বিস্তারিত জানার প্রয়োজন কি? তোমাকে আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি যে, সমগ্র জগৎ আমি আমার একাংশের দ্বারা মাত্র ধারণ করে আছি।

আমার পূর্ণ মহিমা, সমগ্র ঐশ্বর্য এবং আমার প্রকৃত স্বরূপ জীবের পক্ষে অচিন্ত্য ও অজ্ঞেয়। আর্য ঋষিগণ বহির্জগতে ঈশ্বর অনুসন্ধান করে কোনোভাবেই তার অনুভূতি করতে না পেরে যখন শ্রীভগবান পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করেছিলেন, তখন শ্রীভগবানের কৃপায় তাদের হৃদয়ে ঈশ্বরতত্ত্ব স্ফুরণ হয়েছিল। জড় ব্রহ্মাণ্ড ভগবানের ঐশ্বর্য বিভূতির অভিব্যক্তি হলেও ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ নয়। শ্রীভগবানের অহেতুক কৃপা ব্যতিরেকে কোনমতেই তার স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। সেজন্য অর্জ্জুন বহির্জগতে সর্ব প্রথম চন্দ্র সূর্যকে আদি করে ভগবানের ঐশ্বর্য সম্পন্ন বিভূতির কথা শুনেও শান্ত নাহয়ে তার প্রকৃত স্বরূপ জানার জন্য একাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের অনুগ্রহ প্রার্থনা করেছিলেন। এজন্য শ্রীগোবিন্দ ভক্ত অর্জ্জুনকে দিব্য চক্ষু প্রদান করে ভগবানের ঐশ্বরিক রূপ প্রদর্শন করেছিলেন। আলোচ্য অধ্যায়ে পরমেশ্বরের বিভূতিসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে বলেই যোগটির নাম 'বিভূতি যোগ' হয়েছে।

দ্বেষাদি চতুরো দোষান্ পরিহায় হরেঃ পদম্।
ভজতামাশুবস্তুষ্যেৎ সকৃষ্ণঃ শরণং মম।।

হে সাধুসব দেখ, প্রাণীত অবজ্ঞা, উপেক্ষা, দ্বেষ-নিন্দা যায়ে থাকে তাবত ভক্তি করিতেও হরিতুষ্ট নহন্ত। এতেকে প্রাণীতে ঈশ্বর দৃষ্টি করিবে লাগি ভগবন্তে কহিলা। তাকে জানি সাবধানে আচরি সদায় হরি বোল হরি।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে
বিভূতি যোগো নাম
দশমোঽধ্যায়ঃ।।

বিভূতি বৈভবং প্রোচ্য কৃপয়া পরয়া হরিঃ।
দিদৃক্ষোরর্জ্জুনস্যাথ বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ।।
দৈবৈরপি সুদুর্দ্দশং তপোযজ্ঞাদিকোটিভিঃ।
ভক্তায় ভগবানেবং বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ।।

অনন্তর (একাদশ অধ্যায়ত) শ্রীহরি— পরম কৃপাবশতঃ বিভূতি সমূহের সর্ববব্যাপকতা উল্লেখ পূর্ব্বক দর্শনাভিলাষী অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শণ করালে। শ্রীভগবান ভক্তক (অর্জ্জুনক) কোটি কোটি তপস্যা ও যজ্ঞাদি দ্বারা দেবগণ কর্ত্তৃকও অতিকষ্টে আরু বহু আয়াসে দুদর্শনীয় বিশ্বরূপ এই প্রকারে প্রদর্শণ করালেন।

ইতি— শ্রীধরস্বামিকৃত গীতার্থ সংগ্রহঃ।

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥

একাদশো অধ্যায়ঃ
বিশ্বরূপ দর্শনযোগঃ

অর্জ্জুন উবাচ

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যৎ ত্বয়োক্তং বচস্তেনমোহোঽয়ং বিগতোমম্।। ১

১। অর্জ্জুন উবাচ— মদনুগ্রহায় (আমার প্রতি অনুগ্রহ করে) পরমং গুহ্যম্ (পরম গুহ্য) অধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ (আত্মতত্ত্ব বিষয়) যৎ বচঃ (যে কথা) ত্বয়া উক্তং (তোমার দ্বারা বলা হল) তেনে (তার দ্বারা) মম অয়ং মোহঃ (আমার এই মোহ) বিগতঃ (দূর হল)।

অর্জ্জুন বললেন— তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করে যে পরম গুহ্য অধ্যাত্ম তত্ত্ব বর্ণনা করলে তা শুনে আমার এই মোহ দূর হল। ১

সাত অধ্যায়ে জ্ঞান বিজ্ঞান যোগের কথা শুরু করেছিলেন। পুনঃ সাত ও আট অধ্যায়ে পরমেশ্বরের অক্ষয় কিংবা অব্যক্তরূপের এবং নয় ও দশ অধ্যায়ে বহুভাবে ব্যক্তরূপের যে জ্ঞান বর্ণনা করেছেন তাকেই অর্জ্জুন এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে "অধ্যাত্ম" বলেছেন। ('গীতারহস্য'— তিলক)।

এ শ্লোকটিতে আমার মোহ দূর হল, এরূপ বলার তাৎপর্য হলো, তুমি সর্বভূতের নিয়ন্তা, সর্বকর্মের নিয়ামক। আমি মিথ্যা মোহবশতঃ 'আমি কর্ত্তা', 'আমার কর্ম'— এরূপ বলে অভিমান করি, কিন্তু তোমার অনুগ্রহেই— 'আমি কর্ত্তা' ও 'আমার কর্ম'— এরূপ মোহ বিদূরিত হল। এখন আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি কর্ত্তা, তুমিই যন্ত্রী, আমি তোমার যন্ত্র মাত্র।

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
তত্ত্বঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্।। ২

২। হে কমল পত্রাক্ষ (পদ্মপলাশলোচন)। ত্বত্তঃ (তোমার কাছ থেকে) ভূতানাং (ভূতসকলের) ভবাপ্যয়ৌ (উৎপত্তি ও লয়) ময়া (আমার দ্বারা) বিস্তরশঃ (বিস্তারিতভাবে) শ্রুতৌ (শোনা হল); [তোমার] অব্যয়ম্ মাহাত্ম্যম্ অপি চ (অক্ষয় মাহাত্ম্যও শুনলাম)।

হে কমলোচন! ভূতসকলের উৎপত্তি, লয় ও তোমার অক্ষয় মাহাত্ম্য, এই সমস্ত কিছুই তোমার কাছ থেকে বিস্তারিতভাবে শুনলাম। ২

এবমেতদ্ যথাত্থমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম।। ৩

৩। হে পরমেশ্বর! যথা ত্বং আত্মানং (যেভাবে তুমি নিজের আত্মতত্ত্ব বিষয়) আত্থ (ব্যাখ্যা করলে), এতৎ এবং (ইহা এরূপই হয়); [তথাপি] হে পুরুষোত্তম্ তব ঐশ্বরং (ঐশ্বরিক) রূপং দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি (তোমার ঐশ্বরিক রূপ দেখতে ইচ্ছা করি)।

হে পরমেশ্বর! তুমি যেভাবে নিজ আত্মতত্ত্ব বিষয়ে বর্ণনা করলে তা সবই সত্য। হে পুরুষোত্তম! আমি তোমার সেই ঐশ্বরিক আত্মরূপ দেখতে ইচ্ছা করি। ৩

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্।। ৪

৪। হে প্রভো! যদি তৎ (সেই রূপ) ময়া দ্রষ্টুং শক্যং (আমার দ্বারা দেখার যোগ্য) ইতি মন্যতে (এরূপ বিবেচনা কর) ততঃ (তবে), হে যোগেশ্বর! ত্বং মে (তুমি আমাকে) অব্যয়ং আত্মানং (অবিনাশী আত্মরূপ) দর্শয় (দেখাও)।

হে প্রভো! তুমি যদি আমাকে তোমার সেই অদ্ভুত রূপ দর্শনের যোগ্য বলে বিবেচনা কর তবে, হে যোগেশ্বর! আমাকে তোমার সেই অবিনাশী নিত্যরূপ দর্শন করাও। ৪

শ্রীভগবানুবাচ

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ।। ৫

৫। শ্রীভগবান উবাচ— হে পার্থ! মে (আমার) দিব্যানি (অলৌকিক) নানা বিধানি (নানা প্রকার) নানাবর্ণাকৃতীনি (নানা বর্ণ ও নানা আকৃতি বিশিষ্ট) শতশঃ (শতশত) অথ সহস্রশঃ (এবং সহস্র সহস্র) রূপাণি পস্য (রূপসকল দেখ)।

শ্রীভগবান বললেন— হে পার্থ! নানা বর্ণ ও নানা আকৃতি বিশিষ্ট শত শত, সহস্র সহস্র, বিভিন্ন অবয়ব বিশিষ্ট আমার এই অলৌকিক রূপগুলি দেখ।৫

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্ট পূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত।। ৬

৬। হে ভারত! আদিত্যান্ (দ্বাদশ আদিত্য), বসূন্ (অষ্ট-বসু) রুদ্রান্ (রুদ্রগণ) অশ্বিনৌ (দুজন অশ্বিনীকুমার) তথা মরুতঃ (এবং উনপঞ্চাশ বায়ু) পশ্য (দেখ) বহূনি (অনেক) অদৃষ্ট পূর্ব্বানি (পূর্বে নাদেখা) আশ্চর্য্যানি (আশ্চর্য বস্তুসকল) পশ্য (দেখ)।

হে ভারত! আমার এই দেহের মধ্যে বারজন আদিত্য, আটজন বসু, এগারজন রুদ্র, দুজন অশ্বিনীকুমার এবং উনপঞ্চাশটি মরুৎকে দেখ, যে রূপ এর আগে আর কখনো দেখনি, তদ্রূপ বহু প্রকার অদ্ভুত রূপও দেখ। ৬

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মমদেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি।। ৭

৭। হে গুড়াকেশ (অর্জ্জুন)। ইহ মমদেহে (আমার এই দেহে) একস্থং (একসংগে অবস্থিত) কৃৎস্নং (সমগ্র) সচরাচরম্ (স্থাবর জঙ্গমের সংগে) জগৎ, অন্যৎযচ্চ (আর যা কিছু) দ্রষ্টুমিচ্ছসি (দেখতে ইচ্ছা কর) [তা] অদ্য পশ্য (আজই দেখে নাও)।

হে অর্জ্জুন! আমার এই দেহে একই সংগে অবস্থিত স্থাবর জঙ্গমের সংগে

চরাচর সমস্ত জগৎ দেখ। এবং অন্য যা কিছু তুমি দেখতে ইচ্ছা কর তাও এখনই দেখ। ৭

'আর যা কিছু' এই কথা বলার তাৎপর্য হলো, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, তিনকালের সমস্ত ঘটনাগুলিকে তুমি দেখবে। এই যুদ্ধের জয়-পরাজয়, ভবিষ্যৎ ঘটনা যা দেখতে ইচ্ছা কর তা সবই এই দেহেই দেখবে। (১১।২৬-৩৩)

নতু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।। ৮

৮। অনেন (এই) স্বচক্ষুসা এব তু (তোমার নিজ চোখের দ্বারা) মাং (আমাকে) দ্রষ্টুং (দেখতে) ন শক্যসে (সমর্থ হবেনা) তে দিব্যং (তোমাকে দিব্য) চক্ষুঃ দদামি (চোখ দিচ্ছি), মে ঐশ্বরং যোগং (অঘটন ঘটন সামর্থ্য বা আমার ঐশ্বরিক যোগ শক্তি) পশ্য (দেখ)।

হে অর্জুন! তুমি তোমার এই চোখের দ্বারা আমার এই রূপ দেখতে পারবেনা, এজন্য তোমাকে দিব্য চোখ (দিব্যজ্ঞানময় চোখ) দিচ্ছি, তুমি তার দ্বারা আমার এই ঐশ্বরিক যোগ সামর্থ্য দেখ। ৮

ঐশ্বরিক যোগ— ঐশ্বরিক শক্তি বা সৃষ্টি কৌশল। শ্লোকটিতে অর্জুনকে নিজ চোখের দ্বারা ঈশ্বরের রূপ দেখা অসম্ভব বলে জ্ঞান চোখ (দিব্য চোখ) প্রদান করেছেন। সূর্য নিজ শক্তিতে প্রকাশিত। অন্য কোনো আলোর দ্বারা সূর্যকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সেজন্য ঈশ্বরকে দেখতে হলে ঈশ্বরের কৃপানেত্র ব্যতীত অন্য কোনো উপায় নেই। একমাত্র ভক্তির দ্বারাই ঈশ্বরকে দেখা যায় ও তার তত্ত্বস্বরূপ জানা যায়। এই কথাটিই গীতা গ্রন্থে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। (১১।৫২-৫৪) ভাগবতেও এই কথাই বলা হয়েছে। নামঘোষাতেও মাধবদেব- এই কথারই পুনরুক্তি করে বলেছেন যে, নাম অঞ্জনিয়া হতে না পারলে শ্রীহরির চরণে উপস্থিত হওয়া কোনোমতেই সম্ভব নয়। যথা—

"অজ্ঞান আন্ধারে পরিয়া জীবর, জ্ঞানপথ ভৈল নাশ।
নাম অঞ্জনিয়া বিনে আনমতে, নপায়ে হরির পাশ।।"

(—নামঘোষা)

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরোহরিঃ।।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্।। ৯

৯। সঞ্জয় উবাচ— হে রাজন্ (ধৃতরাষ্ট্র)। মহা যোগেশ্বরঃ হরিঃ এবম্ উক্ত্বা (মহাযোগেশ্বর হরি এরূপ বলে) ততঃ পার্থায় (তারপর অর্জ্জুনকে) পরমং ঐশ্বরং রূপং (পরম ঐশ্বরিক রূপ) দর্শয়ামাস (দেখালেন)।

সঞ্জয় বললেন— হে রাজন্। মহা যোগেশ্বর হরি এরূপ কথা বলে অর্জ্জুনকে পরমদিব্য ঐশ্বরিক রূপ দেখালেন। ৯

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যনেকোদ্যতায়ুধম্।। ১০

১০। (সেই বিশ্বরূপ) অনেক বক্ত্রনয়নম্ (বহুমুখ ও বহু চোখ বিশিষ্ট) অনেকাদ্ভুতদর্শনম্ (বহু অদ্ভুত দর্শনীয় বস্তু) অনেক দিব্যাভরণম্ (অসংখ্য দিব্য আভরণ বিশিষ্ট) দিব্যনেকোদ্যতায়ুধম্ (বহু উদ্যত দিব্য অস্ত্র বিশিষ্ট) [ছিল]।

সেই ঐশ্বরিক রূপে অসংখ্য মুখ, অসংখ্য চোখ, অসংখ্য অদ্ভুত দর্শনীয় বস্তুর সমাবেশ, অসংখ্য দিব্য আভরণ, এবং অসংখ্য উদ্যত দিব্য অস্ত্রসকল ছিল। ১০

দিব্য মাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্।। ১১

১১। (সেই রূপ) দিব্যমাল্যাম্বরধরং (দিব্য মাল্য ও বস্ত্রধারী) দিব্য গন্ধানুলেপনম্ (দিব্য গন্ধবস্তুর দ্বারা অনুলিপ্ত) সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং (অত্যন্ত আশ্চর্যময়) দেবং (দ্যুতিমান উজ্জ্বল) অনন্তং (অপরিচ্ছিন্ন) বিশ্বতোমুখং (সর্বত্র মুখ বিশিষ্ট) [রূপ দেখালেন]।

সেই বিশ্বরূপ দিব্যমাল্য ও দিব্য বস্ত্রের দ্বারা সুশোভিত, দিব্য গন্ধ দ্রব্যের দ্বারা অনুলিপ্ত অত্যন্ত আশ্চর্য্যময়, উজ্জ্বল, অনন্ত এবং সর্বত্র মুখ বিশিষ্ট। ১১

দিবিসূর্য্য সহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদিভাঃ সদৃশীসা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ।। ১২

১২। দিবি (আকাশে) যদি, সূর্য্য সহস্রস্য (সহস্র সূর্যের) ভাঃ (প্রভা) যুগপৎ উত্থিতা ভবেৎ (একই সংগে উদিত হয়) [তবে] সা (সেই প্রভা) তস্য মহাত্মনঃ (সেই মহাত্মার) ভাসঃ (প্রভাব) সদৃশী স্যাৎ (তুল্য হতে পারে)।

আকাশে যদি সহস্র সূর্য একসংগে উদিত হয়, তবে সেই সহস্র সূর্যের প্রভা মহাত্মার বিশ্বরূপের প্রভার সংগে তুলনা হতে পারে। ১২

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা।। ১৩

১৩। তদা পাণ্ডবঃ (তখন অর্জ্জুন) তত্র (সেই বিশ্বরূপে) দেবদেবস্য (ভগবানের) শরীরে (দেহে) অনেকধা (বহুভাগে) প্রবিভক্তং (বিভক্ত) কৃৎস্নং (সমগ্র জগৎ) একস্থং (একত্রস্থিত) অপশ্যৎ (দেখেছিলেন)।

তখন অর্জ্জুন সেই ভগবানের দেহে নানা ভাগে বিভক্ত তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বরূপ একত্রস্থিত সমগ্র জগৎ দেখেছিলেন। ১৩

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত।। ১৪

১৪। ততঃ বিস্ময়াবিষ্টোঃ (তার পর বিস্ময়াম্বিত) হৃষ্ট রোমা (রোমাঞ্চিত শরীরে) সঃ ধনঞ্জয়ঃ দেবং শিরসা প্রণম্য (মাথার দ্বারা প্রণাম করে) কৃতাঞ্জলিঃ (করযোড়ে) অভাষত (বলতে লাগলেন)।

সেই বিশ্বরূপ দেখে ধনঞ্জয় বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। তার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। তিনি মাথা নত করে দেবদেবকে প্রণাম করে করযোড়ে বলতে লাগলেন। ১৪

অর্জ্জুন উবাচ

পশ্যামি দেবাংস্তব দেবদেহে সর্ব্বাংস্তথাভূতবিশেষ সঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরাগাংশ্চ দিব্যান্।। ১৫

১৫। অর্জ্জুন উবাচ— হে দেব। তব দেহে সর্ব্বান্ দেবান্ (তোমার দেহে সমস্ত দেবতাগণকে), ভূত বিশেষ সঙ্ঘান্ (স্থাবর জঙ্গমাত্মাক ভূতগুলিকে) দিব্যান্ ঋষীন্ (দিব্য ঋষিবৃন্দকে) সর্ব্বান্ উরগান্ চ এবং (সাপগুলিকে) ইশং (সৃষ্টিকর্ত্তা) কমলাসনস্থং (পদ্মাসনস্থিত) ব্রহ্মাণং (ব্রহ্মাকে) পশ্যামি (দেখছি)।

অর্জ্জুন বললেন— হে দেব। তোমার দেহে আমি সমস্ত দেবতাগণকে, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিবিধ ভূতসমূহকে, সৃষ্টিকর্ত্তা কমলাসনস্থ ব্রহ্মা, নারদ, সনকাদি ঋষিগণকে এবং অনন্ত, তক্ষকাদি সাপগুলিকে দেখছি। ১৫

অনেক বাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বরবিশ্বরূপ।। ১৬

১৬। হে বিশ্বেশ্বর, হে বিশ্বরূপ। অনেক বাহূদরবক্ত্রনেত্রং (বহু বাহু, বহু পেট, বহু মুখ এবং বহু চোখ বিশিষ্ট) অনন্তরূপ (অনন্ত রূপধারী) ত্বাং (তোমাকে) সর্ব্বতঃ পশ্যামিঃ (সর্বত্র দেখছি), পুনঃ পুনঃ (এবং) তব ন অন্তং ন মধ্যং ন আদিং পশ্যামি (তোমার আদি. অন্ত ও মধ্য দেখছিনা)।

হে বিশ্বেশ্বর, হে বিশ্বরূপ। বহু বাহু, বহু মুখ, বহু পেট এবং বহু চোখ বিশিষ্ট অনন্তরূপধারী তোমাকে সকলের মধ্যেই দেখছি। কিন্তু আমি তোমার আদি, অন্ত্য, মধ্য কোথাও কিছু দেখছিনা। ১৬

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্ব্বতোদীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষং সমন্তাদ্ দীপ্তানলার্কদ্যুতিম প্রমেয়ম্।। ১৭

১৭। কিরীটিনং (মুকুটধারী) গদিনং (গদাহাতে) চক্রিণং (চক্রধারী) সর্ব্বতঃ দীপ্তিমন্তং (সর্বত্র দীপ্তিশালী) তেজোরাশিং (তেজঃ পুঞ্জ স্বরূপ) দুর্নিরীক্ষং (চর্ম চোখের দেখার অযোগ্য) দীপ্তানলার্কদ্যুতিম্ (প্রদীপ্ত আগুন এবং সূর্যের মত

প্রভা সম্পন্ন) অপ্রমেয়ংচ (এবং অপরিচ্ছন্ন) ত্বাং (তোমাকে) সমন্তাৎ (সকলদিকে) পশ্যামি (দেখছি)।

মুকুট, গদা ও চক্রাধারী, সর্বত্র দীপ্তিশালী, তেজপুঞ্জ স্বরূপ, প্রদীপ্ত আগুন এবং সূর্যের মত প্রভা বিশিষ্ট, দুর্নিরীক্ষ অপরিচ্ছিন্ন তোমার অদ্ভুত মুর্ত্তি সবদিকে ও সকল স্থানে দেখতে পাচ্ছি। ১৭

দুর্ণিরীক্ষং— চর্ম্ম চোখে দেখার অযোগ্য হলেও দিব্য চোখ পাওয়ার জন্য অর্জ্জুন দেখছেন। সূর্য মণ্ডলের প্রকৃত স্বরূপ প্রাকৃত চোখের দ্বারা দেখা যেরূপ অসম্ভব তদ্রূপ ভক্তি ব্যতিরেকে ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করাও অসম্ভব।

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে।। ১৮

১৮। ত্বম্ অক্ষরং পরমং (তুমি পরম ব্রহ্ম) বেদিতব্যং (জ্ঞাতব্য); ত্বম অস্য বিশ্বস্য (তুমি এই জগতের) পরং নিধানং (পরম আশ্রয়); ত্বম্ অব্যয়ঃ (তুমি নিত্য) শাশ্বত ধর্ম্মগোপ্তা (সনাতন ধর্ম প্রতিপালক); ত্বং সনাতনঃ (তুমি সনাতন, চিরন্তন) পুরুষঃ মে মতঃ (এটাই আমার মত)।

তুমি অক্ষর পরম ব্রহ্ম, তুমিই একমাত্র জ্ঞাতব্য তত্ত্ব, তুমিই বিশ্বজগতের আশ্রয়, তুমিই নিত্য সনাতন ধর্মের প্রতিপালক এবং তুমি যে অব্যয়, সনাতন পুরুষ এইকথায় আমার কোনো সন্দেহ নেই। ১৮

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্যমনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রংস্বতেজসা বিশ্বমিদংতপন্তম্।। ১৯

১৯। অনাদি মধ্যান্তম্ (আদি অন্ত মধ্যহীন) অনন্ত বীর্য্যং (অনন্ত শক্তিশালী) অনন্ত বাহুং (অনন্ত বাহু বিশিষ্ট) শশিসূর্য্যনেত্রং (চন্দ্র সূর্য রূপ চোখ বিশিষ্ট) দীপ্তহুতাশবক্ত্রং (প্রজ্জ্বলিত আগুনের মত মুখযুক্ত) স্বতেজসা ইদং (নিজ তেজের দ্বারা এই) বিশ্বং তপন্তং (জগতের সন্তাপকারী) ত্বাং পশ্যামি (তোমাকে দেখছি)।

হে ভগবান! আমি দেখছি, তোমার আদি নেই, মধ্য নেই, অন্ত নেই, তোমার বল ঐশ্বর্যের সীমা নেই; তোমার অসংখ্য বাহু, চন্দ্র-সূর্য তোমার চোখ

স্বরূপ, তোমার মুখমণ্ডলে যেন প্রজ্জ্বলিত আগুন জ্বলছে, তুমি নিজের তেজ দ্বারা বিশ্বজগতকে সন্তাপিত করিতেছ। ১৯

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তংত্বয়েকেনদিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দ্রষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রংতবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্।। ২০

২০। হে মহাত্মন্! দ্যাবাপৃথিবোঃ (স্বর্গ এবং পৃথিবীর) ইদম্ অন্তরম এই মধ্যস্থান অর্থাৎ আকাশ অন্তরীক্ষ) একেনত্বয়া হি (একমাত্র তোমার দ্বারাই) ব্যাপ্তং (ব্যাপ্ত আছে) সর্ব্বাঃ দিশঃ চ (এবং দিকগুলিও ব্যাপ্ত রয়েছে), তব অদ্ভুতং ইদম্ (তোমার এই অদ্ভুত) উগ্রং রূপম দৃষ্টা (ভয়ানক মূর্ত্তি দেখে) লোকত্রয়ম (ত্রিলোক) প্রব্যথিতং (অত্যন্ত ভীত হইতেছে)।

হে মহাত্মন! একমাত্র তুমিই স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলের এই আকাশ এবং সমস্ত দিকে ব্যাপ্ত রয়েছ। তোমার এই অদ্ভুত উগ্র মূর্ত্তি দেখে ত্রিলোকের অত্যন্ত ভয় হচ্ছে। ২০

অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দেখে নিজেই অত্যন্ত ভয় পাচ্ছেন। এখানে যে 'তিনলোকের ভয়ের' কথা বলা হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে অর্জ্জুনের মনের ভাব মাত্র। বস্তুতঃ অর্জ্জুন ব্যতীত আর কেউ বিশ্বরূপ দেখতে পারেননা এবং দেখেন নিও।

অমী হি ত্বাংসুরসঙ্ঘা বিশন্তি কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষীসিদ্ধসঙ্ঘাঃ স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ।।২১

২১। অমী সুরসঙ্ঘাঃ (সেই দেবতাগণ) ত্বাং হি (তোমাতেই) বিশন্তি (প্রবেশ করছে); কোচিৎ (কেহ কেহ) ভীতাঃ (ভয় পেয়ে) প্রাঞ্জলয়ঃ (করযোড়ে) গৃণন্তি (রক্ষা করতে প্রার্থনা করছেন); মহর্ষীসিদ্ধ সঙ্ঘাঃ (মহর্ষি এবং সিদ্ধপুরুষগণ) স্বস্তি ইতি উক্ত্বা (স্বস্তি স্বস্তি বলে) পুষ্কলাভিঃ (উত্তম, উত্তম) স্তুতিভিঃ (স্তুতি বাক্যের দ্বারা) ত্বাং স্তুবন্তি (তোমাকে স্তব করছেন)।

হে ভগবান! সেই দেবগণ তোমাতেই প্রবেশ করছেন। কেহ কেহ ভীত হয়ে জয় জয়, রক্ষাকর, রক্ষাকর ইত্যাদি বাক্যে করজোড়ে প্রার্থনা করছেন। মহর্ষি এবং সিদ্ধপুরুষগণ স্বস্তি স্বস্তি বলে উত্তম সারগর্ভ স্তোত্রের দ্বারা তোমার স্তব করছেন। ২১

রুদ্রাদিত্যাবসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈবসর্ব্বে।। ২২

২২। রুদ্রাদিত্যাঃ (রুদ্র এবং আদিত্যগণ), বসবঃ (বসুগণ), যে চ সাধ্যাঃ (সাধ্য নামক দেবতাগণ), বিশ্বে (বিশ্বদেবগণ) অশ্বিনৌ (অশ্বিনীকুমার দুজন), মরুতঃ চ (এবং বায়ুগণ), উষ্মপাঃ (উষ্মপায়ী পিতৃগণ) গন্ধর্ব্ব যক্ষাসুরসিদ্ধ সঙ্ঘাঃ চ (এবং গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধগণ) সর্ব্বে এব (সকলেই) বিস্মিতাঃ ত্বাং বীক্ষন্তে (বিস্মিত হয়ে তোমাকে দেখছেন)।

একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, সাধ্যনামক দেবতাগণ, বিশ্বদেবতাগণ, অশ্বিনী ভাই দুজন, উনপঞ্চাশ বায়ু, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর এবং সিদ্ধ প্রভৃতি সকলেই বিস্ময়ান্বিত হয়ে তোমাকে দেখছেন। ২২

উষ্মপাঃ— শ্রাদ্ধে পিতৃগণকে যে অন্নাদি প্রদান করা হয় তা উষ্ণ থাকলেই তাঁরা তাহা গ্রহণ করেন, নচেৎ করেননা। এজন্য পিতৃগণকে উষ্মপা বলে।

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং মহাবাহো বহুবাহুরুপাদম্।
বহূদরং বহু দ্রংষ্ট্রা করালং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্।।২৩

২৩। হে মহাবাহো। তে (তোমার) বহুবক্ত্রনেত্রং (অসংখ্য মুখ ও চোখযুক্ত) বহু বাহুরুপাদং (বহু বাহু, উরু ও চরণ বিশিষ্ট) বহু দ্রংষ্ট্রাকরালং (অসংখ্য ভীষণ দাঁতযুক্ত) মহৎরূপং দৃষ্ট্বা (বিশাল আকৃতি দেখে) লোকাঃ (লোকসকল) প্রব্যথিতাঃ (ভয় পেয়েছে); তথা (তদ্রূপ) অহং (আমিও) [ভয় পাচ্ছি]।

হে মহাবাহো। বহু মুখ, চোখ, বাহু, উরু, পাদ, পেট এবং বহু বৃহদাকার দন্তযুক্ত ভয়ঙ্কর দর্শন তোমার এই সুবিশাল মূর্ত্তি দেখে সমস্ত লোকেরা ভয় পাচ্ছে এবং আমিও ভীষণ ভয় পাচ্ছি। ২৩

নভঃস্পৃশং দীপ্তিমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামিশমঞ্চ বিষ্ণো।।২৪

২৪। হে বিষ্ণো। নভস্পৃশং (আকাশব্যাপী) দীপ্তং (তেজোময়), অনেক বর্ণং (বহু বর্ণবিশিষ্ট) ব্যাত্তাননং (বিস্ফারিত মুখবিশিষ্ট) দীপ্ত বিশালনেত্রং (প্রদীপ্ত

বিশাল চক্ষু বিশিষ্ট) ত্বাং দৃষ্ট্বা (তোমাকে দেখে) প্রব্যথিতান্তরাত্মা (ব্যথিতচিত্ত) [আমি] ধৃতিং শমং চ ন বিন্দামি (ধৈর্য এবং শান্তি লাভ করতে পারছিনা)।

হে বিষ্ণো! তোমার আকাশ ব্যাপী মহাতেজস্বী বহুবর্ণবিশিষ্ট বিস্ফারিত মুখমণ্ডল এবং অত্যুজ্জ্বল চোখ বিশিষ্ট বিশাল মূর্ত্তি দেখে আমার অন্তরাত্মা কাঁপছে; আমার দেহেন্দ্রিয় বিকল হচ্ছে; আমি আমার মনকে শান্ত করতে পারছিনা অর্থাৎ ধৈর্য ও শান্তি পাচ্ছিনা। ২৪

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস।।২৫

২৫। দংষ্ট্রাকরলানি (ভীষণ দাঁত যুক্ত) কালানলসন্নিভানি (প্রলয়াগ্নির মত) তে মুখানি দৃষ্ট্বা এব (তোমার মুখগুলি দেখে) দিশঃ ন জানে (দিগ্‌ ভ্রম হইতেছে) শর্ম্ম চ (এবং সুখ ও) ন লভে (পাচ্ছিনা); হে দেবেশ (দেবাদিদেব), হে জগন্নিবাস (জগদাধার) প্রসীদ (প্রসন্ন হও)।

বৃহৎ দাঁতগুলির দ্বারা ভয়ানক দর্শন, প্রলয়াগ্নির মত তোমার মুখগুলি দেখে আমার দৃষ্টিভ্রম ঘট্‌চে (আমি দিশহারা হচ্ছি), আমি শান্তি পাচ্ছিনা! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! প্রসন্ন হও (আমার ভয় দূর কর)। ২৫

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃসূতপুত্রস্তথাঽসৌ সহাস্মদীয়ৈরপিযোধমুখ্যৈঃ।। ২৬

বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়াণকানি।
কেচিদ্‌বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ।। ২৭

২৬।২৭। অবনি পাল সঙ্ঘৈঃ সহ (রাজাদের সংগে) অমী চ ধৃতরাষ্ট্রস্য সর্ব্বে এব পুত্রাঃ (ঐ ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা সকলেই) তথা ভীষ্ম, দ্রোণঃ, অসৌ সূতপুত্রঃ চ (এবং ঐ কর্ণ), অস্মদীয়ৈঃ (আমাদের পক্ষীয়) যোধমুখ্যৈঃ সহ (প্রধান প্রধান যোদ্ধৃগণসহ) ত্বরমানাঃ (দ্রুতবেগে ধাবমান হয়ে) তে (তোমার) দংষ্ট্রাকরালানি (দাঁতদ্বারা বিকৃত) ভয়াণকানি বক্ত্রানি (ভয়ংকর মুখ-গহ্বরে) বিশন্তি (প্রবেশ করছে); কেচিৎ (কেহ কেহ) চূর্ণিতৈঃ উত্তমাঙ্গৈঃ (চূর্ণিত মাথা নিয়ে) দশনান্তরে (দাঁতগুলির সন্ধিস্থলে) বিলগ্নাঃ সংদৃশ্যন্তে (লেগে থাকা দেখা যাচ্ছে)।

হে ভগবান্। [জয়দ্রথাদি] রাজন্যবর্গ, ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধনাদি ছেলেরা এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও আমাদের প্রধান প্রধান যোদ্ধা বীরগণ তোমার দাঁতের দ্বারা বিকৃত, ভয়ংকর দর্শন মুখ গহ্বরে ধাবিত হয়ে প্রবেশ করছে। কারো কারো মাথা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে এবং তাদের তোমার দাতের সন্ধিস্থলে লেগে থাকতে দেখা যাচ্ছে। ২৬।২৭

যুদ্ধের পরিণাম কি হবে, তা অর্জ্জুন ভগবানের বিরাট দেহে প্রত্যক্ষ করছেন। ভগবানের ভূত ভবিষ্যৎ নেই। তার কাছে সর্বদাই বর্তমান। এ জন্য ঈশ্বরের বিশ্বরূপ দেহে অর্জ্জুন একই সময়ে তিন কালের ঘটনাই প্রত্যক্ষ করছেন।

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তশবামী নরলোকবীরাঃ বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি।। ২৮

২৮। যথা নদীনাং (নদীসমূহের) বহবঃ অম্বুবেগাঃ (বহু জলপ্রবাহ) অভিমুখাঃ (সমুদ্রাভিমুখ হয়ে) সমুদ্রম্ এব দ্রবন্তি (সমুদ্রে প্রবেশ করে) তথা অমী নরলোক বীরাঃ (এই পৃথিবীর বীরগণ) অভিবিজ্বলন্তি (চারদিকে প্রজ্বলিত) ব্রক্ত্রাণি (মুখ সমূহে) বিশন্তি (প্রবেশ করছে)।

নদীসমূহের অনন্ত জলরাশি যেমন সমুদ্রাভিমুখী হয়ে সমুদ্রে প্রবেশ করে, তেমনি এই পৃথিবীর বীরগণও তোমার চার দিকে প্রজ্বলিত মুখের মধ্যে প্রবেশ করছে। ২৮

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈবনাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ।। ২৯

২৯। যথা পতঙ্গাঃ সমৃদ্ধবেগাঃ (পতঙ্গগুলি যেমন অতিবেগে ধাবিত হয়ে) নাশায় (মরণের জন্য) প্রদীপ্তং জ্বলনং (জ্বলন্ত আগুনে) বিশন্তি (প্রবেশ করে), তথা লোকাঃ অপি (তেমনি লোকগণও) সমৃদ্ধবেগাঃ (অতিশয় বেগযুক্ত হয়ে) নাশায় এব (মৃত্যুর জন্যই) তব বক্ত্রাণি (তোমার মুখ বিবরে) (বিশন্তি প্রবেশ করছে)।

পতঙ্গগুলি যেমন দ্রুত ধাবিত হয়ে মৃত্যুর জন্য জ্বলন্ত আগুনে ঝাপ দেয়, তেমনি এই লোকগণও মৃত্যুর জন্যই অতিবেগে ধাবিত হয়ে তোমার মুখবিবরে প্রবেশ করছে। ২৯

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো।।৩০

৩০। জ্বলদ্ভিঃ বদনৈঃ (জ্বলন্ত মুখগুলির দ্বারা) সমগ্রান্ (সমস্ত) লোকান্ (লোকগণকে) গ্রসমানঃ (গ্রাস করে) সমন্তাৎ (চারিদিকে) লেলিহ্যসে (বারে বারে স্বাদ গ্রহণ করছে, লেহন করছে), হে বিষ্ণো। সমগ্রং জগৎ (সমগ্র জগৎ) তেজোভিঃ আপূর্য্য (তেজোরাশিতে পূর্ণ করে) তব উগ্রাঃ ভাসঃ (তোমার তীব্র প্রভাসমূহ) প্রতপন্তি (দগ্ধ করছে)।

হে বিষ্ণো। তুমি জ্বলন্ত মুখগুলির দ্বারা লোকসমূহকে গ্রাস করে বারে বারে স্বাদ গ্রহণ করছো। সমগ্র জগৎকে তোমার তীব্র তেজোরাশিদ্বারা সন্তপ্ত করে তুলছো। ৩০

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্।।৩১

৩১। উগ্ররূপঃ (উগ্রমূর্ত্তি) ভবান্কঃ (আপনিকে), মে আখ্যাহি (আমাকে বলুন); তে নমঃ অস্তু (আপনাকে প্রণাম), হে দেববর, প্রসীদ (প্রসন্ন); আদ্যং ভবন্তং (আদি পুরুষ আপনাকে) বিজ্ঞাতুমইচ্ছামি (জানতে ইচ্ছা করি) হি (যেহেতু) তব প্রবৃত্তিং (আপনার প্রচেষ্টা) ন প্রজানামি (জানিনা)।

উগ্ররূপধারী আপনি কে, আমাকে বলুন। হে দেববর! আপনাকে প্রণাম করি, প্রসন্ন হোন। আদিপুরুষ আপনাকে আমি জানতে ইচ্ছা করি। আপনি কি কাজে প্রবৃত্ত তা বুঝতে পারছিনা। ৩১

শ্রীভগবানুবাচ

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ।।৩২

৩২। শ্রীভগবান উবাচ— [আমি] লোকক্ষয়কৃৎ (লোকক্ষয়কারী) প্রবৃদ্ধঃ (অতি

ভীষণ) কালঃ অস্মি (কাল হই); লোকান (লোকদিগকে) সমাহর্ত্তুং (সংহার করতে) ইহ (এই সময়ে) প্রবৃত্তঃ (প্রবৃত্ত হয়েছি); ত্বাম্ ঋতেঅপি (তোমাকে ছাড়া, তুমি না মারলেও) প্রত্যনীকেষু (বিপক্ষ সৈন্যদলে) যে যোধাঃ অবস্থিতাঃ (যে যোদ্ধাগণ আছে) সর্ব্বে অপি (তারাসকলেই) ন ভবিষ্যন্তি (থাকবেনা)।

শ্রীভগবান বললেন-- আমি লোকক্ষয়কারী অতি ভয়ংকর কাল স্বরূপ; এখন লোকসমূহকে সংহার করতে প্রবৃত্ত হয়েছি; তুমি যুদ্ধ না করলেও, প্রতিপক্ষ সৈন্যদলে যে সকল যোদ্ধা আছে তাদের কেউই জীবিত থাকবেনা। ৩২

তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈ বৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।। ৩৩

৩৩। তস্মাৎ (অতএব) ত্বম্ (তুমি) উত্তিষ্ঠ (যুদ্ধের জন্য উঠ) যশঃ লভস্ব (যশ লাভ কর); শত্রূন্ জিত্বা (শত্রুকে জয় করে) সমৃদ্ধং রাজ্যং (নিষ্কণ্টক রাজ্য) ভুঙ্ক্ষ (ভোগ কর); ময়া (আমার দ্বারা) এতে (এরা) পূর্ব্বম্ এব (আগেই) নিহতাঃ (নিহত হয়েছে); হে সব্যসাচিন্ (অর্জ্জুন), নিমিত্ত মাত্রং (উপলক্ষ্য মাত্র) ভব (হও)।

অতএব তুমি যুদ্ধ করতে উঠ, বিজয় যশরাশি লাভ কর, শত্রুকে পরাস্ত করে নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ কর। হে অর্জ্জুন! আমি আগেই এদের সংহার করে রেখেছি, তুমি এখন নিমিত্ত মাত্র হও। ৩৩

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ কর্ণং তথাঽন্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্।।৩৪

৩৪। ময়া (আমার দ্বারা) হতা (হত) দ্রোণঞ্চ, ভীষ্মঞ্চ, জয়দ্রথঞ্চ, কর্ণঞ্চ, তথা অন্যান্ (এবং অন্যান্য) যোধবীরান্ অপি (যোদ্ধাবীরগণকেও) ত্বং জহি (তুমি বধ কর); মা ব্যথিষ্ঠাঃ (ব্যথিত হবেনা), রণে সপত্নান্ (শত্রুদিগকে) জেতাসি (জয় করতে পারবে), [অতএব] যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর)।

দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অন্যান্য যোদ্ধাবীরগণকে আমি আগেই বধ করে রেখেছি, তুমি সেই নিহতগণকেই বধ কর; ভয় করবেনা। যুদ্ধে শত্রুগণকে নিশ্চয় জয় করতে পারবে, অতএব যুদ্ধ কর। ৩৪

সঞ্জয় উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং সগদ্‌গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য।।৩৫

৩৫। সঞ্জয় উবাচ— কেশবস্য (কেশবের) এতৎ (এই) বচনং শ্রুত্বা (কথা শুনে) বেপমানঃ (কম্পমান) কিরীটী (অর্জ্জুন) কৃতাঞ্জলিঃ (হাতজোড় করে) কৃষ্ণং নমস্কৃত্বা (কৃষ্ণকে নমস্কার করে) ভূয়ঃ এবং (পুনরায়) সগদ্‌গদং (গদ্‌গদস্বরে) আহ (বললেন)।

সঞ্জয় বললেন— শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনে অর্জ্জুন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে হাতজোড় করে কৃষ্ণকে নমস্কার করলেন; এবং অত্যন্ত ভীত হয়ে প্রণাম করে গদ্‌গদস্বরে বলতে লাগলেন। ৩৫

অর্জ্জুন উবাচ

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ।। ৩৬

৩৬। অর্জ্জুন উবাচ— হে হৃষীকেশ। তব প্রকীর্ত্ত্যা (তোমার মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে) জগৎ প্রহৃষ্যতি (জগৎ অত্যন্ত আনন্দিত হবে), অনুরজ্যতে চ (এবং অত্যন্ত অনুরক্ত হবে), রক্ষাংসি (রাক্ষসগণ) ভীতানি (ভীত হয়ে) দিশঃ (দিক্ দিগন্তে) দ্রবন্তি (পলায়ন করে), সর্ব্বেসিদ্ধসঙ্ঘাঃচ (সমস্ত সিদ্ধপুরুষগণও) নমস্যন্তি (নমস্কার করেন); [এই সকল] স্থানে (যুক্তিযুক্ত)।

অর্জ্জুন বললেন— হে হৃষীকেশ! তোমার মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে সমস্ত জগৎ যে আনন্দিত হয় ও তোমার প্রতি অনুরক্ত হয়, রাক্ষসগণও যে ভীত হয়ে চারদিকে পলায়ন করে এবং সিদ্ধ মহাত্মাগণও যে তোমাকে নমস্কার করেন, এই সবই যুক্তিযুক্ত, আশ্চর্য্যের কিছু নেই। ৩৬

"কৃষ্ণক বোলন্ত ধনঞ্জয়,
তোমার কীর্ত্তনে কৃপাময়,
অতি অনুরাগে জগত করে হরিষ।
তোমার কীর্ত্তন অগনির,
শিখায়ে দগধ হুয়া অতি,
রাক্ষস পিশাচ পলাই যায় দশোদিশ।।"

(—নামঘোষা)

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদি কর্ত্রে।
অনন্তদেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরংযৎ।। ৩৭

৩৭। হে মহাত্মন্! হে অনন্ত, হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! ব্রহ্মণঃ অপি গরীয়সে (ব্রহ্মারও গুরু) আদি কর্ত্রেচ (এবং আদিকর্ত্তা) তে (তোমাকে) [দেবতাগণ] কস্মাৎ ন নমেরন্ (কেন নমস্কার করবেনা); সৎ (ব্যক্ত) অসৎ (অব্যক্ত), পরং (সৎ অসতের অতীত) যৎঅক্ষরং (যে অক্ষর পরব্রহ্ম) তৎ চ (তিনিও) ত্বম্ (আপনি)।

হে মহাত্মন্! হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি ব্রহ্মারও গুরু এবং আদি কর্ত্তা; অতএব সমস্ত জগৎ তোমাকে নমস্কার করবেনা কেন? তুমি সৎ (ব্যক্ত জগৎ) অসৎ (অব্যক্ত প্রকৃতি); আবার সৎ অসতের অতীত যে অক্ষর পরব্রহ্ম, তাও আপনিই। ৩৭

ত্বমাদি দেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্যবিশস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ।। ৩৮

৩৮। হে অনন্তরূপ! ত্বমআদিদেবঃ (তুমি দেবতাগণের আদি) পুরাণঃ (আদিপুরুষঃ) ত্বম্স্যবিশ্বস্য (তুমি এই বিশ্বের) পরং নিধানম্ (শেষ লয়স্থান); [তুমি] বেত্তা (জ্ঞাতা) বেদ্যংচ (এবং জ্ঞেয়) পরংচ ধাম (এবং পরমপদ) অসি (হও); ত্বয়া (তোমার দ্বারা) বিশ্বংততঃ (জগৎ ব্যাপ্ত রয়েছে)।

হে অনন্তরূপ। তুমি অনাদি দেব, তুমি আদি পুরুষ, তুমি এই বিশ্বের একমাত্র লয়স্থান, তুমি জ্ঞাতা, তুমিই জ্ঞাতব্য, তুমিই পরমধাম এবং তুমি এই চরাচর বিশ্বব্যাপী অবস্থান করছো। ৩৮

বায়ুর্য মোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।।৩৯

৩৯। ত্বং (তুমি) বায়ুঃ, যমঃ, অগ্নিঃ, বরুণঃ, শশাঙ্কঃ (চন্দ্র) প্রজাপতিঃ (পিতামহ ব্রহ্মা) প্রপিতামহঃ চ (এবং ব্রহ্মারো জনক); তে (তোমাকে) সহস্রকৃত্বঃ (হাজারবার) নমঃ অস্তু (নমস্কার জানাই) পুনশ্চ (পুনরায়) নমঃ, ভূয়ঃঅপি (আবারও) তে (তোমাকে) নমঃ নমঃ (বারে বারে নমস্কার)।

হে ভগবান! বায়ু, যম, আগুন, বরুণ, চাঁদ তুমিই; পিতামহ ব্রহ্মাও তুমি এবং ব্রহ্মার জনকও (প্রপিতামহ) তুমি। তোমাকে সহস্রবার নমস্কার করি, আবার বারে বারে তোমাকে নমস্কার করি। ৩৯

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব।
অনন্ত বীর্য্যামিত বিক্রমস্ত্বং সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ।।৪০

৪০। তে (তোমাকে) পুরস্তাৎ (সম্মুখে) অথপৃষ্ঠতঃ (এবং পেছনের দিকে) নমঃ, হে সর্ব! তে সর্বত এব (তোমার চারদিকে) নমঃ অস্তু; হে অনন্তবীর্য্য! অমিতবিক্রমঃ ত্বং (অসীম বিক্রমশালী তুমি) সর্বং (সমগ্র বিশ্ব) সমাপ্নোষি (ব্যাপ্ত আছ); ততঃ (এজন্য) [তুমি] সর্বঃ (সর্বস্বরূপ) অসি (হও)।

তোমাকে সামনেও নমস্কার করি, পেছনেও নমস্কার করি। হে সর্বস্বরূপ। সর্বত্রই তুমি, তোমাকে সকল দিকেই নমস্কার করি। অনন্ত তোমার বলবীর্য, অসীম তোমার পরাক্রম। তুমি সমস্ত জগৎ জুড়ে আছ, অতএব তুমিই সবকিছু।৪০

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ, হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎপ্রণয়েন বাপি।। ৪১

যচ্চাবহা সার্থমসৎ কৃতোঽসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎক্ষাময়েত্বামহমপ্রমেয়ম্।। ৪২

৪১।৪২। তব মহিমানং (তোমার মহিমা) ইদং চ (এবং এই বিশ্বরূপ) অজানতা (নাজেনে) ময়া (আমার দ্বারা) প্রমাদাৎ (অজ্ঞানতাবশতঃ) প্রণয়েন বা অপি (নতুবা প্রণয় বশতঃ) সখা ইতি মত্বা (সখা এরূপ ভেবে) ত্ব (তুমি) হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা ইতি (এভাবে) প্রসভং (অবিনয়ে) যৎ উক্তং (যা কিছু বলেছি) হে অচ্যুত! বিহারশয্যাসনভোজনেষু (আমোদ, খেলা, শোওয়া, বসা ও খাওয়ার সময়) একঃ (নিঃসঙ্গ অবস্থায়) অথবা তৎ সমক্ষং অপি (বন্ধুগণের সমক্ষেও) অবহাসার্থং (পরিহাসচ্ছলে) যৎ অসৎ কৃতঃ (যে রূপ অপমানিত) অসি (হয়েছ) অহং (আমি) অপ্রেময়ং (অচিন্ত্য প্রভাবশালী তোমাকে) তৎ (তার জন্য) ক্ষাময়ে (ক্ষমা প্রার্থনা করছি)।

তোমার এরূপ বিশ্বরূপ ও ঐশ্বর্য মহিমা না জেনে, তোমাকে সখা ভেবে অজ্ঞানবশতঃ বা প্রণয়বশতঃ হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা! এরূপ ভাষায় বলেছি। হে অচ্যুৎ! খাওয়া, বেড়ানো, শোয়া ও বসার সময় একা অথবা বন্ধুবান্ধবের সামনে পরিহাসচ্ছলে আমি তোমাকে যে অমর্যাদা করেছি, অচিন্ত্য প্রভাবশালী তুমি, তোমার কাছে সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। ৪১।৪২

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য, ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎ সমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যোলোকত্রয়েঽপ্য প্রতিম প্রভাব।। ৪৩

৪৩। হে অপ্রতিম প্রভাব! (অতুল প্রভাবশালী)! ত্বম্ (তুমিই) অস্য চরাচরস্য লোকস্য (এই চরাচর সমস্ত লোকের) পিতা, পূজ্যঃ, গুরুঃ, গরীয়ান্ চ (এবং গুরুর) অসি (হও); লোকত্রয়েঽপি (তিন জগতেও) ত্বৎ সমঃ (তোমার মত) ন অস্তি (কেউ নেই) অভ্যধিকঃ (তোমার চেয়েও অধিক শ্রেষ্ঠ) অন্যঃ কুতঃ (আর কে থাকতে পারে)।

হে অতুলনীয় প্রভাবশালী! এ চরাচর সমস্ত লোকের তুমিই পিতা, তুমিই পূজ্য, গুরু, গুরুর চেয়েও শ্রেষ্ঠ, ত্রিজগতে তোমার সমান কেউ নেই, তোমার চেয়েও অধিক শ্রেষ্ঠ কোথায় কিভাবে থাকবে?

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমিদড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসিদেব সোঢ়ম্।।৪৪

৪৪।হে দেব! তস্মাৎ (সেইজন্য) অহম কায়ং প্রণিধায় (শরীরকে দণ্ডের ন্যায় ভূমিতে রেখে) প্রণম্য (প্রণাম করে) ইড্যম (বন্দনীয়) ঈশম্ (ঈশ্বর) ত্বাং প্রসাদয়ে (তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি) পুত্রস্য (ছেলের অপরাধকে) পিতা ইব (বাবা যেমন) সখ্যুঃ (সখার অপরাধকে) সখা ইব (সখা যেমন) প্রিয়ায়াঃ (প্রিয়ার অপরাধ) প্রিয়া ইব (প্রিয়া যেমন) [তদ্রূপ তুমিও আমার অপরাধ] সোঢুম্ অর্হসি (ক্ষমা করতে পার)।

হে দেব! সেজন্য আমি অপরাধী, তাই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি; সবারই বন্দনীয় ঈশ্বর তুমি, যেভাবে বাবা ছেলের, সখা সখার, প্রিয় প্রিয়ার অপরাধ ক্ষমা করে তদ্রূপ তুমিও আমার অপরাধ ক্ষমা করতে পার। ৪৪

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেবরূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস।।৪৫

৪৫। হে দেব! অদৃষ্টপূর্ব্বং (পূর্বে যা দেখা হয়নি এমন) [তোমার রূপ] দৃষ্ট্বা (দেখে) হৃষিতঃ অস্মি (হর্ষান্বিত হয়েছি) ভয়েন চ (আবার ভয়ে) মে মনঃ প্রব্যথিতং (আমার মন ব্যাকুল হয়েছে) [এজন্য] তদেব রূপং (তোমার সেই আগের রূপই) মে দর্শয় (আমাকে দেখাও) হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস, প্রসীদ (প্রসন্ন হও)।

হে দেব! পূর্বে যা কখনো দেখিনি সেই রূপ দেখে আমার হর্ষ হচ্ছে বটে, কিন্তু ভয়ে মন প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠছে; অতএব তোমার সেই (চির পরিচিত) আগের রূপটি আমাকে দেখাও। হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, আমাব প্রতি প্রসন্ন হও। ৪৫

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে।। ৪৬

৪৬। অহং ত্বাং (আমি তোমাকে) তথা এব (আগের রূপেই) কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তং (মুকুটধারী, গদাধারী, চক্রধারী রূপে) দ্রষ্টুং ইচ্ছামি (দেখতে ইচ্ছা করি), হে সহস্রবাহো! হে বিশ্বমূর্ত্তে! তেন চতুর্ভুজেন রূপেণ এব ভব

(সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতেই আবির্ভূত হও)।

হে ভগবান! আমি তোমার মুকুটযুক্ত, গদাবিশিষ্ট ও চক্রহস্ত সেই আগের রূপই দেখতে ইচ্ছা করি। হে সহস্রবাহু। হে বিশ্বমূর্ত্তে! তুমি সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ কর। ৪৬

৩৩ শ্লোক থেকে ৪৬ শ্লোক পর্যন্ত অর্জ্জুনের স্তুতি ও সেই ভয়ঙ্কর প্রলয়কারী মূর্ত্তি দেখে বিস্ময় এবং ভয় বিহ্বল চিত্তে করজোড়ে, নানারকম স্তুতি বাক্যে সাম্য মূর্ত্তি ধারণ করতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা।

শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য ও মাধুর্য এই দুরকম রূপ আছে। অর্জ্জুন দশ অধ্যায়ে ভগবানের বিভূতি বিস্তারের বিষয়ে কিছু শুনে তার ঐশ্বরিক রূপ দেখতে ইচ্ছা করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দিব্য চক্ষু দেওয়ায় সেই অপার ঐশ্বর্যযুক্ত, বিশ্বতোমুখ, বিশ্বব্যাপক বিশ্বরূপ ও ভবিষ্যৎ ঘটনাসমূহ চাক্ষুস দেখে এবং মহাকালরূপী লোকক্ষয়কারী সেই ভয়ংকর উগ্রমূর্ত্তি দেখে ভয়ে বিহ্বল চিত্ত হয়েছিলেন। পরে সাম্যমূর্ত্তি দেখে তবেই অর্জ্জুন শান্তি পেয়েছিলেন। গীতায় অর্জ্জুন চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখতে চেয়েছিলেন, কারণ কৃষ্ণলীলায় দুহাতরূপী মনুষ্যলীলা করেছিলেন যদিও, অর্জ্জুন কিন্তু কৃষ্ণকে চতুর্ভুজ বলেই জেনেছিলেন। বাসুদেবের ঘরে অর্থাৎ কংসের কারাগারে শ্রীকৃষ্ণ চার হাতরূপেই আবির্ভূত হয়েছিলেন, পরে কংসের ভয়ে ভীত বাসুদেবের প্রার্থনায় দুহাত সম্বরণ করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তী সময়ে কখনো কখনো চার হাত মূর্ত্তিও ধারণ করেছিলেন (ভাগবতের ১০।৭।৩২ এবং ১০।৮৬।২৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

শ্রীভগবানুবাচ

ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্।। ৪৭

৪৭। শ্রীভগবান উবাচ— হে অর্জ্জুন! প্রসন্নেন (প্রসন্ন হও) ময়া (আমি) আত্মযোগাৎ (নিজস্ব যোগ প্রভাবে) ইদং (এই) তেজময়ং অনন্তং আদ্যং

(তেজোময়, অনন্ত, আদিভূত) পরং বিশ্বং রূপং (উত্তম বিশ্বাত্মক রূপ) দর্শিতং (দেখালাম); যৎ (যে রূপ) ত্বদন্যেন (তোমাকে ছাড়া অন্য কেউ) ন দৃষ্টপূর্ব্বং (আগে কখনও দেখেনি)।

শ্রীভগবান বললেন— হে অর্জ্জুন। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে স্বীয় যোগপ্রভাবে এই তেজোময়, অনন্ত, অনাদি, বিশ্বাত্মক পরমরূপ তোমাকে দেখালাম। আমার এই রূপ তুমি ছাড়া অন্য কেউ এর আগে কখনও দেখেনি। ৪৭

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবং রূপঃ শক্য অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর।।৪৮

৪৮। হে কুরু প্রবীর। ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ (বেদ অধ্যয়ন দ্বারা হয়না, যজ্ঞের দ্বারাও হয়না), ন দানৈঃ (দানের দ্বারাও হয়না), ন চ ক্রিয়াভিঃ (অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়ার দ্বারাও হয়না) ন উগ্রৈঃ তপোভিঃ (উগ্রতপস্যার দ্বারাও হয়না) এবং রূপঃ অহং (এরূপ রূপ আমি) নৃলোকে (মানুষলোকে) ত্বদন্যেন (তুমি ছাড়া অন্য কেউ) দ্রষ্টুং শক্যঃ (দেখার যোগ্য হয়)।

হে কুরু প্রবীর। বেদ অধ্যয়নাদি, যজ্ঞাদি, দানাদি ক্রিয়া, উগ্র তপস্যাদি না করেও মনুষ্যলোকে তুমি ছাড়া অন্যেও আমার এরূপ রূপ দেখতে সমর্থ হয়ই।৪৮

একমাত্র ভক্তি ছাড়া মনুষ্যলোকে কেউই এরূপ রূপ দেখতে সমর্থ হয়নি, এ কথা বলার তাৎপর্য হল— একমাত্র 'ভক্তি যোগে'র শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করা। নামঘোষায় বলেছেন—

"কেবল ভকতি, পুরুষক তারে
সহায় কাকো নছায়ে।
জ্ঞান-কর্ম্ম ভাবে তরিতে নপারে
ভকতি নপায়ে যায়ে।।"

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমিদৃঙ্ মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্তং তদেব মে রূপমিদং প্রপস্য।। ৪৯

৪৯। ইদম্ (এইরকম) ইদং মম ঘোরং রূপং (আমার এই ভয়ংকর রূপ)

দৃষ্ট্বা (দেখে) তে ব্যথা (তোমার ভয়) মা (না হোক), বিমূঢ় ভাবঃ চ মা (এবং ব্যাকুল ভাব না হোক) ব্যপেতভীঃ (নির্ভয় হয়ে) প্রীতমনাঃ (প্রসন্নচিত্ত হয়ে) পুনঃ ত্বং (পুনরায় তুমি) মে ইদং তৎরূপং (আমার এই আগের রূপই) প্রপশ্য (দেখ)।

হে অর্জ্জুন! তুমি আমার এই অতিশয় ভয়ংকর রূপ দেখে ব্যথিত বা মোহিত হবেনা। তুমি ভয় ত্যাগ করে নির্ভীক প্রসন্নচিত্তে আমার আগের রূপই দেখ। ৪৯

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাসভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা।।৫০

৫০। সঞ্জয় উবাচ— বাসুদেবঃ অর্জ্জুনং (প্রতি) ইতি উক্তা (কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এইভাবে বলে) ভূয়ঃ তথা স্বকং রূপং (পুনঃ সেই স্বকীয় রূপ) দর্শয়া মাস (দেখালেন) মহাত্মা পুনঃ সৌম্য বপুঃ (প্রসন্ন মূর্ত্তি) ভূত্বা (ধারণ করে) ভীতম্ এনং অর্জ্জুনং (ভীতিগ্রস্থ অর্জ্জুনকে) আশ্বাসয়ামাস (আশ্বস্ত করেছিলেন)।

সঞ্জয় বললেন— ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এভাবে বলে পুনরায় তার নিজমূর্ত্তি দেখিয়েছিলেন অথবা মহাত্মা পুনরায় প্রসন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে ভীত অর্জ্জুনকে আশ্বস্ত করেছিলেন। ৫০

অর্জ্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ।।

৫১। অর্জ্জুন উবাচ— হে জনার্দ্দন! তব ইদং (তোমার এই) সৌম্যং

মানুষং রূপং (শান্ত, মানুষ রূপ) দৃষ্টা (দেখে) ইদানীং (এখন) সচেতাঃ (প্রসন্নচিত্ত) সংবৃত্তঃ (উৎপন্ন) অস্মি (হলাম); প্রকৃতিং গতঃ (প্রকৃতিস্থ হলাম)।

অর্জ্জুন বললেন— হে জনার্দ্দন! তোমার এই সৌম্য মানুষ রূপ দেখে আমার চিত্ত প্রসন্ন হল ও আমি প্রকৃতিস্থ হলাম। ৫১

শ্লোকটিতে শ্রীভগবানের মানুষমূর্ত্তির (মাধুর্যরূপ) রসাধিক্যতা প্রতিপন্ন করেছেন। অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দেখে অচেতন হয়েছিলেন এবং মানুষরূপ দেখে প্রসন্ন ও সুস্থিব হয়েছিলেন। ভাগবতে শ্রীনারায়ণের চেয়ে ব্রজলীলার দুহাতে বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিকেই রসাধিক্য বলে বর্ণনা করেছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শন কাঙ্ক্ষিণঃ। ৫২

৫২। শ্রীভগবান উবাচ— মম ইদং সুদুর্দ্দর্শং (আমার এই, দেখা দুঃসাধ্য এমন) যৎরূপং (যে রূপ) দৃষ্টবান্ অসি (দেখলে) দেবাঃ অপি অস্য রূপস্য (দেবতাগণও এই রূপেব) নিত্যং দর্শন কাঙ্ক্ষিণঃ (সর্বদা দর্শনের অভিলাষী)।

শ্রীভগবান বললেন— তুমি আমার যে রূপ দেখলে, সেই রূপের দর্শন লাভ দুঃসাধ্য; দেবতাগণও সর্বদা এ রূপ দর্শনের অভিলাষী। ৫২

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবং বিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাংযথা।। ৫৩

৫৩। মাং যথা দৃষ্টবান্ অসি (আমাকে যে রূপে দেখলে) এবং বিধ (এই রকম) অহং ন বেদৈঃ (আমাকে বেদাধ্যয়নের দ্বারা) ন তপসা (তপস্যার দ্বারা) ন দানেন (দানের দ্বারা) ন চ ইজ্যয়া (যজ্ঞের দ্বারাও) দ্রষ্টুং কঃ অপিন ণশক্যঃ (কেউই দেখতে পায়না)।

হে অর্জ্জুন! তুমি আমার যে রূপ দেখলে এই রূপ বেদ অধ্যয়ন, তপস্যা,

দান, যজ্ঞ কোনো কিছুর দ্বারা কেউই দেখতে পায়না। ৫৩

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবং বিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ।। ৫৪

৫৪। হে পরন্তপ! অর্জ্জুন! অনন্যয়া ভক্ত্যাতু (কিন্তু অনন্য ভক্তির দ্বারাই) এবং বিধঃ (এবকম) অহং (আমি) তত্ত্বেন (স্বরূপতঃ) জ্ঞাতুং (জানতে) দ্রষ্টুং (দেখতে) প্রবেষ্টুংচ (এবং প্রবেশ করতে) শক্যঃ (সমর্থ হই)।

হে পরন্তপ। হে অর্জ্জুন! কেবল অনন্য ভক্তির দ্বারাই আমাকে এমন স্বরূপতঃ জানতে পারা যায়, সাক্ষাৎ দেখতে পাওয়া যায় ও আমাতে প্রবেশ কবতে পারা যায়। ৫৪

আলোচ্য ৫৩।৫৪ শ্লোক দুটিতে বলা হয়েছে যে, কেবল বেদ অধ্যয়ন, তপস্যা, দান, যজ্ঞ ইত্যাদির দ্বারা ঈশ্বরের দর্শন কোন মতেই সম্ভব হয়না। ঈশ্বরকে দেখাব একমাত্র উপায় হল অনন্যভক্তি। এই অনন্য ভক্তির দ্বারাই একমাত্র ভগবানেব স্বরূপ জানতে, তাকে সাক্ষাৎ করতে ও সবশেষে তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারা যায়। এখানে উপসংহার স্বরূপে একমাত্র ভক্তি প্রাধান্য স্থাপন করতে ১১।৪৮ শ্লোকে এই কথা বলা সত্ত্বেও পুনরায় এই শ্লোকে একমাত্র ভক্তির দৃঢ়তা প্রকাশের জন্যই সেই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

মৎ কর্ম্ম কৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।। ৫৫

৫৫। হে পাণ্ডব! যঃ (যিনি) মৎ কর্ম্ম কৃৎ (আমার কর্মানুষ্ঠান করেন) মৎ পরমঃ (মৎপবায়ণ) মদ্ভক্তঃ (আমার ভজনশীল) সঙ্গবর্জ্জিতঃ (স্পৃহাশূন্য), সর্ব্বভূতেষু নির্ব্বৈরঃ (সর্বভূতের প্রতি বৈরীভাবশূন্য) সঃ মাম এতি (তিনি আমাকে লাভ করতে পারেন)।

হে পাণ্ডব! আমারই কর্মবোধে যিনি সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠান করেন, আমিই যার একমাত্র গতি, যিনি সর্বপ্রকারে আমাকেই ভজনা করেন, যিনি সমস্ত বিষয়ে আসক্তিশূন্য, যার কারো উপরে শত্রুভাব নেই এরূপ ব্যক্তিই আমাকে লাভ করতে পারেন। ৫৫

গীতা শাস্ত্রের সমস্ত সারাংশ এ শ্লোকটিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে বলে শঙ্করাচার্য ও শ্রীধর স্বামী তাদের টীকায় উল্লেখ করেছেন। জীবের যা একমাত্র নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মোক্ষ বা ভক্তের ভগবৎ প্রাপ্তি কি ভাবে হয় শ্লোকটিতে সে কথাই সংক্ষেপে বলা হয়েছে। প্রথমে বলেছেন-- "মৎকর্ম্মকৃৎ" যিনি ভগবানের কর্ম করেন কিংবা তার প্রীতির অর্থে কর্ম করেন, তার নিজের কোনো কর্ম থাকেনা। লোক রক্ষা হেতু অহংকার ও কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করে বৈদিক লৌকিক সমস্ত কর্ম শ্রীভগবানে অর্পণ করে ও তারই ভৃত্যবোধে কর্ম করলে, কর্মফলে বদ্ধ হতে হয়না-- এবং কর্ম ত্যাগ করারও কোনো প্রয়োজন হয়না। "মৎকর্ম্মকৃৎ" কথার দ্বারা এইকথারই ইংগিত দিয়েছেন যে, ভক্তি মিশ্র কর্ম-- ঈশ্বরের কর্ম, অতএব তা ত্যাগ করা উচিত নয়।

মৎপরায়ণ ও মদ্ভক্ত হতে হবে অর্থাৎ একমাত্র ভগবানই পরম গতি। ইহকাল ও পরকালের কল্যাণের একমাত্র আশ্রয়, এরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির সংগে ঐকান্তিকভাবে শ্রীভগবানের ভজনা করতে হবে।

নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু-- সর্বভূতে আত্মারাম স্বরূপ ঈশ্বর বর্তমান এই কথা ভেবে জীবের প্রতি অবজ্ঞা, ঘৃণা বা শত্রুভাব নারেখে সকলকেই সেবা করা। যেহেতু লোক প্রীতি বা ঈশ্বর প্রীতি অভিন্ন। (৬।৩১) সর্বভূতে সমবুদ্ধি, সম্যক্ জ্ঞান, ভগবানে ঐকান্তিক ভক্তি এবং তার কর্মবোধে লোক রক্ষার্থে যথাযথ নিয়ত কর্ম-সম্পাদন, কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিনটি কথার সামঞ্জস্য করণের উপদেশ দিয়েছেন। এই শ্লোকটিতে ভক্তিযোগের ইংগিত করে পরবর্ত্তী ১২ অধ্যায়ে ভক্তিযোগের কথা বিস্তারিতভাবে বলেছেন।

একাদশ অধ্যায়ের ভাবার্থ

আগের অধ্যায়ে শ্রীভগবান নিজের নানা বিভূতির কথা বর্ণনা করে শেষে এই কথাই বলেছেন যে, আমার বিভূতি বিস্তারের অন্ত নেই। তোমাকে শুধু সংক্ষেপে বলে রাখি যে আমি এই সমগ্র জগতকে আমার একাংশে ধারণ করে আছি। আমার সম্পূর্ণ মহিমা, সমগ্র ঐশ্বর্য ও আমার প্রকৃত স্বরূপ জানা জীবের সাধ্য নয়। আমি দেবতাগণেরও দুর্বোধ্য ইত্যাদি বহু কথাই অর্জ্জুনকে বলেছেন। তখন অর্জ্জুন বলেছেন— তুমিই পরমেশ্বর, ব্যক্তিস্বরূপে বিশ্ব তোমার রূপ অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোমারই অভিব্যক্তি। অতএব তুমি বিশ্বরূপ। আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা যে তোমার সেই ঐশ্বরিক রূপ দর্শন করি। দশম অধ্যায়ের ভাবার্থের আগেই এই কথা বলা হয়েছে যে, জড় ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরের অভিব্যক্তি হলেও জড় ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর নয়। তবুও মানুষ এই জড়ব্রহ্মাণ্ডেরই ঐশ্বর্য, শ্রী ও শক্তি সম্পন্ন বস্তুতে ঈশ্বরের কল্পনা করে ঈশ্বরের অনুসন্ধান করে থাকেন। এবং যখন অনুসন্ধানে বিফল মনোরত হন তখন জড়াতীত্ কোনো অদ্বৈত তত্ত্ব জগতের মূল কারণ আছে বলে অনুমান করেন। তত্ত্ব বস্তু যতক্ষণ পর্যন্ত অনুভূতি হয়না ততক্ষণ পর্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকে। এজন্য অর্জ্জুন ১১ অধ্যায়ের শুরুতেই একথা বলেছেন যে,— তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করে যে পরম গুহ্য অধ্যাত্ম তত্ত্ব বর্ণনা করলে তাতে আমার মোহ বিদূরিত হয়েছে। তোমাতেই ভূতসকলের উৎপত্তি ও লয়। এবং তোমার অক্ষয় মাহাত্ম্যগুলিও বিস্তারিতভাবে শুনেছি। এখন আমার প্রবল ইচ্ছা এই যে, যদি তুমি ভাব যে আমি তোমার বিশ্বরূপ দেখার যোগ্য তবে হে যোগেশ্বর! তোমার সেই অক্ষয় আত্মরূপ আমাকে দেখাও।

এখানে "যোগ্য" শব্দটি উল্লেখ করার তাৎপর্য হলো, ভগবান প্রাকৃত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু নয়, তত্ত্বস্বরূপে তার উপলব্ধি না হলে সে জড় দর্শনই হয় মাত্র। এজন্য কংস, শিশুপাল, জরাসন্ধ, রাবণ, কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রকে দেখলেও পরম ভাব স্বরূপে তারা দেখেন নি। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞেও ভীম এবং শিশুপাল একভাব নিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে দেখেননি। বস্তুত, ভগবানকে দেখতে

হলে ভগবৎ কৃপা অনুকূল জ্ঞান চোখের প্রয়োজন। বেদেও এইকথাই আছে যে, 'পরমেশ্বর প্রাকৃত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়'।

"ন তত্র বাক গচ্ছতি ন চক্ষুর্গচ্ছতি যতো বাচ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্যং মনসাসহ।।"— সেখানে শব্দ, দৃষ্টি যেতে পারেনা, শব্দের (বাক্যের) সংগে মনও বিফল মনোরত হয়ে ফিরে আসে।

সূর্য জ্যোতিষ্মান পদার্থ হলেও স্বচোক্ষে সূর্যকে দেখতে হলে প্রতিজ্যোতির দরকার, তা নাহলে অন্ধব্যক্তিও সূর্য মণ্ডল দেখতে পেতেন। সূর্য যেভাবে নিজেকে নিজে প্রকাশ করেন তদ্রূপ ভগবানও স্বপ্রকাশ। এজন্য সেই ঈশ্বরকে দেখতে ঈশ্বরের কৃপা ও জ্ঞান চোখের প্রয়োজন। সেজন্য অর্জ্জুন ১১।৪ শ্লোকে বলেছেন, 'যদি তোমার বিশ্বরূপ দেখার আমি যোগ্য হই' এই কথা বলে ভগবানের বিশ্বরূপ দেখার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। অর্জ্জুনের কথা শুনে শ্রীভগবান উত্তর স্বরূপে এভাবে বলে অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন।

হে পার্থ। নানা বর্ণ এবং নানা আকৃতি বিশিষ্ট শত শত সহস্র সহস্র বিভিন্ন অবয়ব বিশিষ্ট আমার এই অদ্ভুত রূপ দেখ। আমার এই দেহে দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারেরা এবং ঊনপঞ্চাশ বায়ু সকলকেই দেখ। পূর্ব্বে যে বিশ্বরূপ কেউই দেখতে পারেনি, সেই আশ্চর্য রূপ তুমি দেখ। হে অর্জ্জুন। আমার এই দেহে একত্র অবস্থিত চরাচর সমগ্র জগতের রূপ দেখ। আরোও কিছু দেখার ইচ্ছা থাকলে অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান তিনকালের ঘটনা, সেই সবই তুমি এই দেহেই দেখে নাও। এই যুদ্ধের জয় পরাজয়ের ভবিষ্যৎ ঘটনা যদি দেখতে ইচ্ছা কর, তাও এই দেহেই দেখতে পাবে।

হে অর্জ্জুন। তুমি তোমার এই চামড়ার চোখ দিয়ে আমার এই বিশ্বরূপ দেখতে পারবেনা। এজন্য আমি তোমাকে দিব্যচোখ দান করছি তার দ্বারা আমার ঐশ্বরিক্ যোগ সামগ্রি দেখে নাও। এই কথা বলে ভক্তবৎসল শ্রীভগবান ভক্ত অর্জ্জুনকে দিব্যচোখ দান করেছিলেন। অর্জ্জুনো সেই দিব্য চোখের দ্বারা ভগবানের সেই বিশ্বরূপ দেখতে পেয়েছিলেন। সেই বিশ্বরূপের কথা এই অধ্যায়ে অতুলনীয় ভাষায় বর্ণনা করেছেন। এই বিশ্বরুপে অর্জ্জুন চরাচর সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখতে পেয়েছিলেন। সেই বিশ্বমূর্ত্তির অসংখ্য পেট, মুখ ও চোখ, অদ্ভুত অদ্ভুত অসংখ্য

বস্ত্র তাতে লেগে থাকা অবস্থায় দেখেছিলেন। তিনি সর্বতঃ পূর্ণ সর্বব্যাপী এবং তার আদি, অন্ত, মধ্য কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেননা। সহস্র সহস্র সূর্যের প্রভায় উদ্ভাসিত সেই অপূর্ব বিশ্বরূপ দেখে বিস্ময়াপ্লুত হয়ে তার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। অবনত মস্তকে সেই দেবাদিদেবকে প্রণাম করে স্তুতি আরম্ভ করেছিলেন এবং পূর্বে সখ্যভাবের ব্যবহারজনিত দোষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন।

শ্রীভগবানের কথা অনুসারে অর্জ্জুন, বিশ্বরূপে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যা ঘটবে, তা সমস্ত কিছু দেখে অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। কি ভীষণ দৃশ্য। ভীষ্ম, দ্রোণাদি সেনা নায়কগণ সমস্ত যোদ্ধাগণের সংগে আগুনে, পতঙ্গ যেভাবে ঝাপ দিয়ে পুড়ে মরে, তদ্রূপ সবাই দ্রুতবেগে দৌড়ে গিয়ে সেই বিরাট বিশ্বমূর্ত্তির করাল মুখে প্রবেশ করছেন। সেই ভয়ংকর দৃশ্য দেখে অর্জ্জুন ভয়বিহ্বল চিত্তে বলেছিলেন—

হে দেবাদিদেব! এরূপ উগ্র সংহার মূর্ত্তিধারী আপনি কে? আমি আপনাকে প্রণাম করি। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। আপনার এই ভয়ংকর মূর্ত্তি দেখে আমি অত্যন্ত ভীত হয়েছি। তখন শ্রীভগবান বলেছিলেন,— "আমি লোকক্ষয়কারী মহাকাল! এখন আমি সংহার কাজে প্রবৃত্ত হয়েছি। তুমি যুদ্ধ না করলেও প্রতিপক্ষের কেউই জীবিত থাকবেনা। সকলকেই আমি নিহত করেই রেখেছি; তুমি নিমিত্ত মাত্র হও।"

শ্রীগোবিন্দের এই কথা শুনে অর্জ্জুন কাঁপতে কাঁপতে হাত জোড় করে তাকে বার বার প্রণাম করে গদ গদ স্বরে স্তব করেছিলেন। তোমার এই উগ্রমূর্ত্তি দেখার সাধ্য আমার নেই, আমি ভয়ে বিহ্বল হয়েছি, আমাকে তোমার আগের সাম্য মূর্ত্তি দেখাও। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তখন শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সামনে সাম্যমূর্ত্তি ধারণ করে বলেছিলেন,— তুমি আমার যে বিশ্বরূপ দেখলে সে রূপ দেবতারাও কখনো দেখতে পারেনি। যারা সর্বভূতে শত্রুভাবশূন্য, সর্ববিষয়াসক্তিশূন্য হয়ে আমাতেই একশরণ আশ্রয় করে সর্বতোভাবে আমাকে ভজনা করেন এবং নিষ্কামভাবে আমারই কর্মবোধে যথা প্রাপ্তি নিয়তকর্ম সম্পাদন করেন, তারা আমাকেই লাভ করেন। এরূপ বলে

শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে ঈশ্বরার্পণা পূর্বক অনাসক্ত চিত্ত হয়ে যুদ্ধাদি সমস্ত কর্ম সম্পাদন করার জন্য গীতার সারভূত চরম উপদেশ দান করেছিলেন। শ্রীভগবান এই অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন বলে অধ্যায়টির নাম 'বিশ্বরূপ দর্শন যোগ' রাখা হয়েছে।

যস্মিন্ বিভাতি ভুবনং সুরমর্ত্ত্যতির্য্যক্
ভূগোল নাক বিলনায়ক লোকসঙ্ঘম্।
তদ্রূপমাবিরকরোন্নিজ পাদ পদ্ম
দয়ায়া যো করুণয়া তমহং প্রপদ্যে।।

হে সাধুসব! দেখা বৈর এরি ভগবন্তর ভক্তি করিলেসে ঈশ্বর রূপ দেখিব পারে, আনে নপায়ে। এতেকে দ্বেষ নকরি হরি ভক্তি করি হরি বোল হরি।।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে
বিশ্বরূপ দর্শন যোগো নাম
একাদশোঽধ্যায়ঃ।।

নির্গুণোপাসনস্যৈবং সগুণোপাসনস্য।
শ্রেয়ঃ কতরদিত্যে তন্নির্ণেতুং দ্বাদশোদ্যমঃ।।
দুঃখমব্যক্ত বর্ত্মৈতদ্বহুবিঘ্নমতো বুধঃ।
সুখং কৃষ্ণপদাম্ভোজ ভক্তিসৎপথমাশ্রয়েৎ।।

নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের (ঈশ্বরের) উপাসনার মধ্যে কোনটি অধিক সুখকর তা নির্ণয় করার জন্য দ্বাদশ অধ্যায় শুরু হল। অব্যক্ত মার্গ (নির্গুণ ব্রহ্মউপাসনার পথ) বহু বিঘ্নযুক্ত ও কষ্টকর, এজন্য পণ্ডিত ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম ভজন দ্বারা সুখদায়ক প্রেমের সুপথ অবলম্বন করেন।

ইতি শ্রীধরস্বামীকৃত গীতার্থ সংগ্রহঃ।

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ।।

দ্বাদশো অধ্যায়ঃ

ভক্তিযোগঃ

অর্জ্জুন উবাচ

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ।। ১

১। অর্জ্জুন উবাচ— এবং (এভাবে) সততযুক্তাঃ (সর্বদা ত্বদগত চিত্ত হয়ে) যে ভক্তাঃ (যে ভক্তগণ) ত্বাং পর্য্যুপাসতে (তোমাকে উপাসনা করেন) যে চ অপি (এবং যারা) অব্যক্তং অক্ষরং (অব্যক্ত অক্ষরকে) [চিন্তা করেন] তেষাং (তাদের মধ্যে) কে (কোন প্রকার উপাসক) যোগবিত্তমাঃ (শ্রেষ্ঠ সাধক)।

অর্জ্জুন বললেন— সর্বদা ত্বদ্গত চিত্ত হয়ে যে সকল ভক্ত তোমার উপাসনা করেন এবং যারা অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা করেন এই দুয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাধক কে? ১

শ্লোকটিতে ভক্তিবাদী সগুণ উপাসকই শ্রেষ্ঠ না নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকই শ্রেষ্ঠ, অর্জ্জুন তা জানতে চেয়েছেন। পরের শ্লোকে শ্রীভগবান প্রশ্নটির উত্তর দিচ্ছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ।। ২

২। শ্রীভগবান উবাচ— ময়ি (আমাতে) মনঃ আবেশ্য (মন নিবিষ্ট করে) নিত্যযুক্তাঃ (নিত্যযুক্ত হয়ে) পরয়া শ্রদ্ধয়া উপেতাঃ (পরম শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে) যে (যাঁরা) মাম্ উপাসতে (আমাকে উপাসনা করেন) তে (তাঁরা) যুক্ততমাঃ (শ্রেষ্ঠ

সাধক) মে মতাঃ (আমার এই মত)।

শ্রীভগবান বললেন— যে সকল ভক্ত আমাতে মন নিবিষ্ট করে নিত্যযুক্ত হয়ে পরম শ্রদ্ধা সহকারে আমার উপাসনা করেন তারাই আমার মতে যুক্ততম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সাধক।

শ্লোকটিতে স্পষ্টভাবে সাকার উপাসনা বা ভক্তিমার্গকেই শ্রেষ্ঠ বলা হল এর অর্থ জ্ঞানমার্গে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা যে নিষ্ফল তা নয় এই বিষয়ে পরের দুই শ্লোকে বলছেন।

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম।। ৩

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।। ৪

৩।৪। যে তু (কিন্তু যারা) সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ (সর্বত্র সমবুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে) সর্ব্বভূত হিতে রতাঃ (সকল প্রাণীর মংগল কাজে রত হয়ে) ইন্দ্রিয় গ্রামং সংনিয়ম্য (ইন্দ্রিগুলিকে সম্যক সংযত করে) অব্যক্তং (ইন্দ্রিয়ের অগোচর) অনির্দ্দেশ্যং (অনির্বচনীয়) সর্ব্বত্রগং (সর্বব্যাপী) অচিন্ত্যং (অচিন্তনীয়) কূটস্থং (সকলের মূলে অবস্থিত) অচলং (স্পন্দন রহিত) ধ্রুবং (নিত্য) অক্ষরং (নির্বিশেষ ব্রহ্মকে) পর্য্যুপাসতে (উপাসনা করেন) তে (তারাও) মাম্ এব (আমাকেই) প্রাপ্নুবন্তি (পান)।

কিন্তু যে সকল ভক্ত সর্বত্র সমবুদ্ধিযুক্ত ও সকল প্রাণীর হিতে পরায়ণ হয়ে ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় থেকে দূরে সরিয়ে রেখে সেই অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্বব্যাপক, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব, অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করেন তারাও আমাকেই লাভ করেন। ৩।৪

নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনাতেও আমাকেই লাভ করেন। কারণ আমি নির্গুণ গুণী পুরুষোত্তম। সগুণ-নির্গুণ দুই আমার বিভিন্ন বিভাব মাত্র। সগুণ উপাসনার চেয়ে নির্গুণ উপাসনা দেহধারীর পক্ষে দুঃসাধ্য। এই বিষয়ে পরের শ্লোকটিতে বিস্তারিত বলেছেন—

ক্লেশোঽধিকতর স্তেষামব্যক্তাসক্ত চেতসাম্।
অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভির বাপ্যতে।। ৫

৫। তেষাং অব্যক্তাসক্ত চেতসাম্ (অব্যক্ত ব্রহ্মে আসক্ত চিত্ত সেই ভক্তগণের) অধিকতর ক্লেশঃ [হয়]; হি (যেহেতু) অব্যক্তাগতিঃ (অব্যক্ত-ব্রহ্মবিষয়ক নিষ্ঠা) দেহবদ্ভিঃ (দেহধারী– অর্থাৎ দেহাভিমানী ভক্তগণ) দুঃখং অবাপ্যতে (দুঃখে লাভ হয়)।

অব্যক্ত নির্গুণ ব্রহ্মে আসক্ত চিত্ত সাধকগণের সিদ্ধি লাভে অধিকতর (অতিশয়) ক্লেশ হয়, কারণ দেহধারী ভক্তগণ অতি কষ্টে নির্গুণ ব্রহ্ম বিষয়ক নিষ্ঠা লাভ করে থাকেন। ৫

দেহধারীগণের পক্ষে নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ক নিষ্ঠা লাভ করা অতি কষ্টকর। কারণ দেহজ্ঞান বিদূরিত না হলে নির্গুণ ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করা অসম্ভব। কিন্তু সগুণ উপাসনা এরূপ নয়। পরের শ্লোক দুটিতে সেই কথাই বলা হয়েছে।

যেতু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাস্যতে।। ৬

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসার সাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্।। ৭

৬।৭। হে পার্থ! যে তু (কিন্তু যারা) সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি (সকল কর্ম) ময়ি সংন্যস্য (আমাতে অপণ করে) মৎপরাঃ (মৎ পরায়ণ হয়ে) অনন্যেন এব যোগেন (অনন্য ভক্তিযোগের সংগে) মাং ধ্যায়ন্তঃ (আমাকে ধ্যান করে) উপাসতে (উপাসনা করে) ময়ি আবেশিতচেতষাং তেষাং (আমাতেই চিত্ত সমর্পণ করা ভক্তগণের) মৃত্যুসংসার সাগরাৎ (মৃত্যুময় সংসার সাগর থেকে) ন চিরাৎ (অবিলম্বেই) অহং (আমি) সমুদ্ধর্ত্তা (উদ্ধারকর্ত্তা) ভবামি (হই)।

কিন্তু যে সকল ভক্ত সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করে একমাত্র আমাতেই চিত্ত একাগ্র করে ধ্যানমগ্ন হয়ে আমার উপাসনা করেন, হে পার্থ! আমাতে সমর্পিত চিত্ত সেই ভক্তগণকে আমি অতি সত্বর সংসার সাগর থেকে উদ্ধার করি। ৬।৭

আমার ভক্তগণ আমাকে ভজনা করলে আমার প্রসাদে সহজে সিদ্ধিলাভ করতে পারেন। সর্ব কর্ম আমাতে সমর্পণ করে অনন্য ভক্তিযোগে আমার উপাসনা করলে, অর্তি সত্বর আমি তাদেরকে সংসার সাগর থেকে উদ্ধার কর।

'নচিরাৎ' এই কথা বলার তাৎপর্য হলো, ভক্তের প্রতি ভগবানের অনুকম্পা আছে।

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ।। ৮

৮। ময়ি এব (আমাতেই) মনঃ আধৎস্ব (স্থাপন কর) ময়ি (আমাতে) বুদ্ধিং নিবেশয় (বুদ্ধি নিবিষ্ট কর), অতঃ উর্দ্ধং (এর পর অর্থাৎ দেহান্তরে) ময়ি এব (আমাতেই) নিবসিষ্যসি (বাস করবে) সংশয়ঃ ন (সংশয় নেই)।

আমাতেই মন স্থাপন কর, আমাতে বুদ্ধি নিবিষ্ট কর, তাহলে দেহান্তে আমাতেই স্থিতি করবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। ৮

শ্লোকটিতে পরমেশ্বরে মন স্থাপন ও বুদ্ধি নিবিষ্ট করার কথা বলা হয়েছে। মন— সঙ্কল্প বিকল্পাত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তি। বুদ্ধি— নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তি। 'মন' ও 'বুদ্ধি' শব্দ দুটি প্রয়োগের তাৎপর্য হলো, মন সর্বদা বহির্মুখী হয়ে বিষয়ে আসক্ত থাকে, সেই মনকে ঈশ্বরে স্থির রাখা এবং ভগবৎ ধ্যানে মগ্ন হওয়া অর্থাৎ আমাতেই চিত্ত সমাহিত করা। আত্মাতে সমাহিত করতে না বলে আমাতে অর্থাৎ ঈশ্বরে মন ও বুদ্ধি সমাহিত করতে বলায় যোগমার্গের ইঙ্গিত না করে ভক্তি মার্গেরই প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে বলে মনে হয়। এটাই প্রথম উপায়।

অথচিত্তং সমধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাস যোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়।। ৯

৯। হে ধনঞ্জয়। অথ (যদি) ময়ি (আমাতে) চিত্তং স্থিরং সমধাতুং (চিত্তকে স্থিরভাবে সমাহিত করতে) ন শক্নোষি (নাপার) ততঃ অভ্যাস যোগেন (তবে অভ্যাস যোগদ্বারা) মাম্ আপ্তুং (আমাকে পেতে) ইচ্ছ (ইচ্ছা কর)।

হে ধনঞ্জয়! যদি আমাতে চিত্ত স্থির রাখতে না পার, তবে পুনঃ পুনঃ

অভ্যাসের দ্বারা চিত্তকে সমাহিত করে আমাকে পেতে চেষ্টা কর। ৯

এখানে এই কথাই বলা হয়েছে যে, যদি তুমি আমাতে চিত্ত স্থির রাখতে না পার তাহলে বিক্ষিপ্ত চিত্তকে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহার করে, ক্রমান্বয়ে আমার স্মরণ রূপ অভ্যাস যোগ করে, তার দ্বারা আমাকে পেতে চেষ্টা কর। এটাই ২য় উপায়। পরের শ্লোকে ৩য় উপায়ের কথা বলা হয়েছে।

অভ্যাসেঽপ্য সমর্থোঽসি মৎ কর্ম্ম পরমোভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি।। ১০

১০। [যদি] অভ্যাসে অপি অসমর্থঃ অসি (অভ্যাসে অসমর্থ হও) [তবে] মৎকর্ম্ম পরমঃ (আমার কর্মপরায়ণ) ভব (হও) মদর্থং (আমার প্রীতির জন্য) কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ অপি (কর্মসমূহ করেও) সিদ্ধিম্ অবাপ্স্যসি (সিদ্ধি লাভ করবে)।

যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে আমার কর্মপরায়ণ হও (অর্থাৎ শ্রবণ, কীর্ত্তন, পূজা, পাঠ ইত্যাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর); আমার প্রীতি সাধনার্থে কর্মানুষ্ঠান করলেও তুমি সিদ্ধি লাভ করতে পারবে। ১০

মৎকর্ম্ম পরমঃ— আমাতে ভক্তি উৎপাদক যে কর্ম অর্থাৎ নয় প্রকার ভক্তি। যথা— শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি এগুলি যিনি আচরণ করেন তাকেই ভগবদ্ কর্মপরায়ণ ব্যক্তি বলে। ভাগবতেও সে কথাই বলা হয়েছে। এই শ্লোকেও সর্বদা ঈশ্বর স্মরণ করতে অভ্যাসে অসমর্থ ব্যক্তিকে নববিধ ভক্তির দ্বারা ভাগবত কর্মপরায়ণ হতে উপদেশ দিয়েছেন। এটাই মন সংযমের ৩য় উপায়।

৪র্থ উপায়ের উপদেশ পরের শ্লোকে দিয়েছেন।

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্ব কর্ম্ম ফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্।। ১১

১১। অথ এতৎ অপি কর্ত্তুম্ (যদি এটা করতেও) অশক্তঃ অপি (অক্ষম হও) ততঃ (তবে) মৎযোগম্ (আমাতে কর্ম অর্পণ রূপ যোগ) আশ্রিতঃ (আশ্রয় করে) যতাত্মবান্ সন্ (সংযত চিত্ত হয়ে) সর্ব্ব কর্ম্ম ফলত্যাগং কুরু (সকল কর্মের ফল ত্যাগ কর)।

যদি এটা করতেও অসমর্থ হও তবে মদ্‌যোগ অর্থাৎ আমাতে কর্মার্পণ রূপ যোগ আশ্রয় করে সংযতাত্মা হয়ে সমস্ত কর্মের ফল ত্যাগ কর। ১১

শ্লোকটিতে একমাত্র ভগবানের শরণাপন্ন হয়ে ঈশ্বরে কর্মার্পণরূপ যোগ আশ্রয় করে ঈশ্বর প্রাপ্তির উপায় নির্দ্দেশ দিয়েছেন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার মত হল শরণমূলক ধর্ম। সমস্ত কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ করে কর্মফলের আকাঙ্খা না করে ঈশ্বরে শরণাপন্ন হয়ে দাসের মত ইহলোক পরলোকের ধর্ম করাই গীতার মূল কথা।

পরের শ্লোকটিতে কর্মফল ত্যাগকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে।

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্‌।। ১২

১২। অভ্যাসাৎ (অভ্যাস যোগের চেয়ে) জ্ঞানং শ্রেয়ঃ (জ্ঞানশ্রেষ্ঠ), জ্ঞানাৎ (জ্ঞানের চেয়ে) ধ্যানং বিশিষ্যতে (ধ্যান শ্রেষ্ঠ) ধ্যানাৎ (ধ্যানের চেয়ে) কর্ম্মফল ত্যাগঃ [শ্রেষ্ঠ], অনন্তরং ত্যাগাৎ (ত্যাগের চেয়ে) শান্তিঃ [হয়]।

অভ্যাসের চেয়ে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানের চেয়ে ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যানের চেয়ে কর্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ। এরূপ ত্যাগের পরেই শান্তি লাভ হয়ে থাকে। ১২

কর্মফল ত্যাগ করে কর্ম সম্পাদন করাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলে বর্ণনা করলেন। গীতোক্ত ধর্মের ও শ্রীকৃষ্ণ উক্তির এটাই সারমর্ম।

এর পর ১৩ শ্লোক থেকে ১৯ শ্লোক পর্যন্ত ভক্তের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন।

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাংমৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী।। ১৩

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধি র্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।। ১৪

১৩।১৪। সর্ব্বভূতানাম্‌ অদ্বেষ্টা (সকল প্রাণীর প্রতি দ্বেষ রহিত) মৈত্রঃ (মৈত্রী ভাবাপন্ন), করুণ চ এব (ও দয়াবান), নির্ম্মমঃ (মমত্ব বুদ্ধিহীন) নিরহঙ্কারঃ (অহঙ্কারশূন্য), সমদুঃখসুখঃ (সুখ দুঃখে সমচিত্ত) ক্ষমী (ক্ষমাশীল) সততং সন্তুষ্ট (সদানন্দ) যোগী (সমাহিত চিত্ত) যতাত্মা (সংযত স্বভাব) দৃঢ় নিশ্চয়ঃ (দৃঢ়

বিশ্বাসী) ময়ি অর্পিত মনোবুদ্ধিঃ (যার মন বুদ্ধি আমাতে অর্পিত) যঃ মে ভক্তঃ (এরূপ যিনি আমার ভক্ত) সঃ মে প্রিয় (তিনি আমার প্রিয়)।

যিনি কাউকে দ্বেষ করেননা, যিনি সকলের প্রতি মিত্র ভাবাপন্ন ও দয়াবান, যিনি মমত্ব বুদ্ধি ও অহংকার বর্জিত, যিনি সুখদুঃখে সমভাবাপন্ন, সর্বদা সন্তুষ্ট, সমাহিত চিত্ত, সংযত স্বভাব, দৃঢ়বিশ্বাসী ; যার মনবুদ্ধি আমাতে অর্পিত, এরূপ ভক্তই আমার প্রিয়। ১৩।১৪।

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকোলোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্‌বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ।। ১৫

১৫। যস্মাৎ (যেখান থেকে) লোকঃ (কোন লোক) ন উদ্বিজতে (উদ্বেগ পায়না) যঃ চ (এবং যিনি) লোকাৎ (অপরের কাছ থেকেও) ন উদ্বিজতে (উদ্বেগ পাননা) যঃ চ (এবং যিনি) হর্ষামর্ষভয়োদ্‌বেগৈর্মুক্তঃ (হর্ষ, ক্রোধ, ভয় ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত) সঃ মে প্রিয়ঃ (তিনি আমার প্রিয়)।

যার কাছ থেকে কোনো প্রাণী উদ্বেগ পায়না এবং যিনি নিজেও কোনো প্রাণীর দ্বারা উদ্বিগ্ন হননা এবং যিনি সুখ-দুঃখ ভয় ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত, তিনি আমার প্রিয়। ১৫

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।। ১৬

১৬। অনপেক্ষঃ (নিস্পৃহ) শুচিঃ (শৌচ সম্পন্ন) দক্ষঃ (অনলস, পটু) উদাসীনঃ (পক্ষপাত শূন্য) গতব্যথঃ (মনের পীড়াশূন্য) সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী (সকাম কর্মানুষ্ঠানে উৎসাহহীন) যঃ মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ (এমন ভক্ত আমার প্রিয়)।

যিনি সকল বিষয়ে নিস্পৃহ, শৌচ সম্পন্ন, কর্ত্তব্যকর্মে নিপুণ, পক্ষপাত শূন্য, যাকে কোন কিছুই মনঃকষ্ট দিতে পারেনা এবং ফল কামনা করে যিনি কোনো কাজ শুরু করেননা এরূপ ভক্ত আমার প্রিয়। ১৬

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ।। ১৭

১৭। যঃ ন হৃষ্যতি (খুশি হননা) ন দ্বেষ্টি (হিংসা করেননা) ন শোচতি (শোক করেননা) ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেননা) শুভাশুভ পরিত্যাগী (পুণ্য-পাপত্যাগী) যঃ ভক্তিমান্ সঃ মে প্রিয় (যিনি ভক্তিমান তিনি আমার প্রিয়)।

যিনি ইষ্টলাভে আনন্দিত হননা, অপ্রাপ্য বস্তু লাভের জন্য আকাঙ্খা করেননা, যিনি কর্মের শুভা-শুভ ফলাকাঙ্খা ত্যাগ করেছেন, এরূপ ভক্তিপরায়ণ সাধক আমার প্রিয়। ১৭

> সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
> শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ।। ১৮
>
> তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
> অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ।। ১৯

১৮।১৯। শত্রৌ মিত্রে চ (শত্রু ও মিত্রে) তথা মানাপমানয়োঃ (মান অপমানে) সমঃ (সমজ্ঞান) শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু (শীত, উষ্ণ, সুখ ও দুঃখে) সমঃ (সমবুদ্ধি) সঙ্গবিবর্জ্জিত (সকল বিষয়ের প্রতি আসক্তি শূন্য) তুল্য নিন্দাস্তুতিঃ (নিন্দা ও প্রশংসায় সমবুদ্ধিযুক্ত) মৌনী (মৌনব্রতধারী) যেন কেনচিৎ সন্তুষ্টঃ (যা পায় তাতেই সন্তুষ্ট) অনিকেতঃ (ভক্তিযুক্ত) নরঃ মে প্রিয়ঃ (মানুষ আমার প্রিয়)।

যে ব্যক্তির শত্রু-মিত্র, মান-অপমান, শীত, উষ্ণ, সুখ-দুঃখ, নিন্দা ও প্রশংসা ইত্যাদি সকল বিষয়ে সমান জ্ঞান, যিনি সকল বিষয়ে আসক্তিহীন, যিনি মৌনব্রতধারী, যিনি যা পান তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, যিনি গৃহাদিতে মমত্ববুদ্ধিহীন, স্থির মতি এরূপ ভক্তিমান ব্যক্তিই আমার প্রিয়। ১৮।১৯

১৩ শ্লোক থেকে ১৯ শ্লোক পর্যন্ত ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। ভাগবতেও এরূপ ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ বর্ণিত আছে। আগেই বলা হয়েছে গীতার জ্ঞান-কর্ম ও ভক্তির সমুচ্চয়। এজন্য প্রকৃত যোগী, প্রকৃত জ্ঞানী, প্রকৃত কর্মী ও প্রকৃত ভক্ত প্রায় সকলেই এক অবস্থাতেই উপস্থিত হন অর্থাৎ সকলেরই প্রায় একই লক্ষণ। যথা—

ভক্তের লক্ষণ ১২।১৩......১৯ শ্লোক পর্যন্ত; যোগীর লক্ষণ ৬।৭.......১০ ও ৩২ শ্লোক; কর্মীর লক্ষণ ১।৩৮,৪৮,৪১ শ্লোক; জ্ঞানীর লক্ষণ ২।৫৬,৫৭,

৬৪-৬৬; ১০।৭-১১ শ্লোক পর্যন্ত। ভক্তের লক্ষণের এরূপ বর্ণনা শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে— ১১।১১।২৯.........৩২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

যে তু ধর্ম্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ।। ২০

২০। যে তু (যেসকল পুরুষ) যথোক্তং (আগে বলা হয়েছে এমন) ইদং ধর্ম্ম্যামৃতং (এই অমৃততুল্যধর্মে) শ্রদ্দধানাঃ (শ্রদ্ধাবান) মৎপরমাঃ (মৎপরায়ণ হয়ে) পর্য্যুপাসতে (উপাসনা করেন) তে ভক্তাঃ (সেই ভক্তগণ) মে অতীব প্রিয়াঃ (আমার অত্যন্ত প্রিয়)।

যি সকলে শ্রদ্ধাবান ও মৎপরায়ণ হয়ে পূর্বোক্ত অমৃততুল্য ধর্ম পালন করেন, এরূপ ভক্তিমান ব্যক্তিগণ আমার অত্যন্ত প্রিয়। ২০

পূর্বের ১২ শ্লোকে কর্মফল ত্যাগকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। কর্মফল ত্যাগের অর্থ কামনা ত্যাগ। জগতে যত অনর্থের মূল কারণ কাম বা কামনা। কামনা ত্যাগেই প্রকৃত শান্তি। এই ভক্তিযোগেও অর্জ্জুনকে কর্ম ত্যাগ করতে বললেননা অধিকন্তু কর্মফল ত্যাগ করে কর্ম করাকেই শ্রেষ্ঠ বলেছেন। ১৩ শ্লোক পর্যন্ত ভগবদ্ভক্তের যে সকল লক্ষণের কথা বলেছেন সেই সমস্ত সদ্‌গুণ যাঁর লাভ হয়েছে তিনিই প্রকৃতপক্ষে ভাগবতোত্তম। এই অমৃত তুল্য ধর্ম যে ব্যক্তি আচরণ করেন তিনিই ভগবানের প্রিয়পাত্র হন এবং ভগবৎ প্রাপ্তিরো এটা শ্রেষ্ঠ পথ। এছাড়া পূজা অর্চ্চনাদি অনুষ্ঠানসমূহ ভক্তের চিত্তশুদ্ধির জন্য সহায়ক মাত্র।

দ্বাদশ অধ্যায়ের ভাবার্থ

একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দেখার পর দ্বাদশ অধ্যায়ের শেষে শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলেছিলেন যে, যিনি সঙ্গ বর্জিত ও সৎকর্মপরায়ণ হয়ে সর্বভূতে শত্রুভাব না রেখে, অনন্যভাবে আমাকে ভজনা করেন, তিনি আমাকেই পান। সেইজন্য ১২ অধ্যায়ের ১ম শ্লোকে সগুণ ঈশ্বরের ও নির্গুণ অক্ষর ব্রহ্মের

উপাসকের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, অর্জ্জুন তা জানতে চেয়েছিলেন। সেই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, নির্গুণ অব্যক্ত ব্রহ্মোপাসনার চেয়ে সাকার সগুণ ঈশ্বরের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ। যারা ইন্দ্রিয় সংযত করে সবকিছুতেই সমবুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে, সর্বভূত-হিতে রত থেকে অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনা করেন তারাও আমাকেই পান। কিন্তু তা অত্যন্ত কষ্টকর ও দুঃসাধ্য, কারণ দেহাত্মবোধ সম্পূর্ণ দূর না হলে নির্গুণ ব্রহ্মে নিষ্ঠা লাভ হয়না। সগুণ ও নির্গুণ ভাব এক ভগবানেরই বিভিন্ন বিভাব মাত্র। সেজন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করে ও আমাকেই পায় এ কথা বলেছেন, আবার সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা যে সহজসাধ্য সে কথাও বলেছেন।

যে ভক্ত সমস্ত কর্ম আমাতেই অর্পণ করে মৎপরায়ণ হয়ে একান্ত ভক্তিভাবে আমার ব্যক্তস্বরূপের উপাসনা করেন, এরূপ ভক্তকে আমি অতিসত্ত্বর সংসার সাগর থেকে উদ্ধার করি। অতএব তুমি আমাতে চিত্ত সমাহিত কর।

ভক্তি শাস্ত্রে ঈশ্বরকে ভজনা করার নানারকম পথ আছে। মন অত্যন্ত চঞ্চল। চিত্ত স্থির করাও অত্যন্ত কঠিন। এজন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছেন যে, তুমি যদি আমাতে চিত্ত স্থির করতে পার তবে মৃত্যুর পর আমাকেই লাভ করবে। মন স্থির করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য, তুমি তা নাও করতে পার, সেজন্য আমাতে মনবুদ্ধি সমাহিত করতে না পারলে অভ্যাসযোগের দ্বারা বিক্ষিপ্ত চিত্তকে পুনঃ পুনঃ বিষয় থেকে দূরে সরিয়ে রেখে আমাতেই সমাহিত করতে চেষ্টা কর। অর্থাৎ সর্বদা আমার নামই স্মরণ কর। সেজন্য আমি ছয় অধ্যায়ে যে অভ্যাসযোগের কথা বলেছি তা অবলম্বন কর। যদি এই অভ্যাসযোগে অসমর্থ হও তবে উপায় হল— আমার প্রীতির অর্থে আমাতে যাতে ভক্তি উৎপন্ন হয় তেমন কর্ম কর, যেমন— শ্রবণ, কীর্ত্তন, অর্চ্চন, বন্দন ইত্যাদি নয় প্রকার ভক্তির আচরণ কর। এতেই সিদ্ধি লাভ করতে পারবে। যদি তুমি এগুলি করতে না পার তবে তৃতীয় উপায় হল, আমার শরণাপন্ন হয়ে আমাতে কর্ম অর্পণরূপ যোগ আশ্রয় করে সংযতচিত্ত ও ফলাকাঙ্খা ত্যাগ করার অভ্যাস করো। যেহেতু জ্ঞানশূন্য অভ্যাসযোগের চেয়ে জ্ঞান আলোচনা শ্রেষ্ঠ। পরোক্ষ জ্ঞান আলোচনার চেয়ে ইষ্টবস্তুর ধ্যানধারণা শ্রেষ্ঠ; আবার ফলাকাঙ্খা যুক্তি চিত্তের ধ্যান-ধারণার চেয়ে ফলাসক্তি ত্যাগ

করে সকল কর্ম করাই শ্রেয়ঃ। কেননা ত্যাগ থেকেই পরম শান্তি লাভ হয় ও সকল বিষয়ে সমত্ব বুদ্ধি জন্মে।

গীতায় ভক্তিমান কর্মযোগীর লক্ষণ বিষয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত অর্জ্জুনকে বলেছেন যে,– আমার ভক্ত কাউকে হিংসা করেননা, তার কাছে শত্রু মিত্র সব সমান অর্থাৎ সকলের সংগে মিত্র ভাবাপন্ন। দয়ালু, ক্ষমাশীল, মমত্ব বুদ্ধি বর্জিত, অহঙ্কার বর্জিত, তিনি শত্রু-মিত্র, মান-অপমান, শীত-উষ্ণ, শুভ-অশুভ, নিন্দা-স্তুতি, হর্ষ-দ্বেষ ইত্যাদি দ্বন্দ্বরহিত। সর্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন এরূপ ব্যক্তি উদাসীন হয়েও ফলাকাঙ্খা ত্যাগ করে সব রকম কর্ম করেন। গৃহে বাস করেও গৃহাদিতে মমত্ববুদ্ধিহীন হোন। তুমি এই সদ্‌গুণ গুলি লাভ করতে যত্নবান হও। যারা মৎপরায়ণ হয়ে পরম শ্রদ্ধার সংগে এই অমৃত তুল্য ধর্ম-আচরণ করেন তারা আমার পরম ভক্ত ও অত্যন্ত প্রিয় হোন।

এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ ভক্তিমার্গে সগুণ ঈশ্বর উপাসনার বর্ণনা করা হয়েছে। সেজন্য অধ্যায়টিকে ভক্তিযোগ বলা হয়েছে। গীতার ৭ অধ্যায় থেকে ১২ অধ্যায় পর্যন্ত ভক্তিপর্ব বা ভক্তিষটক। এই অধ্যায়ে ভক্তির বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা হয়েছে যদিও, ১২ শ্লোকে ভক্তিযুক্ত কৃষ্ণার্পণ যোগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেছেন। আগেই বলা হয়েছে যে, গীতার ভক্তি, কর্ম জ্ঞানশূন্য নয়। এজন্য ১২ শ্লোকে ভক্তি কর্মের সমুচ্চয় স্থাপন করেছেন। অবশ্য বৈদান্তিক সন্ন্যাসীগণ একান্ত ভক্তিকে জ্ঞানের পরাবস্থা বলে মনে করেন সত্য, কিন্তু এটা ঠিক অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনায় ভক্তির স্থান নেই বললেই চলে। জ্ঞানমার্গীগণ ১২ অধ্যায়ের ১৩ শ্লোক থেকে ১৯ শ্লোক পর্যন্ত সন্ন্যাসীর লক্ষণ বলে বর্ণনা করেছেন। বিশেষতঃ অনিকেতঃ ও সর্বারম্ভ পরিত্যাগী এই শব্দ দুটি থাকায় তারা বলেন যে গৃহত্যাগী (অনিকেতঃ) সর্ব্ব কর্ম্মত্যাগী (সর্বারম্ভ পরিত্যাগী) সন্ন্যাসীরই লক্ষণ। কিন্তু আলোচ্য ১২ অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে সাকার ব্রহ্মের উপাসনাকে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। সেজন্য কৃষ্ণকে কর্মার্পণরূপ ভক্তিযোগের বিষয় দ্বারা অধ্যায়টির সমাপ্তি ঘটেছে। শ্রীমদ্ভাগবতেও এভাবে ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। (ভাঃ ১১।১১, ২৯-৩২ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

যৎ সেবনৌৎসুক্যমনা হি তৎপদম্
লেভে যথাবৎ কিমুতানু তৎপ্রিয়ঃ
অতোনরানাং ভগবৎপদাম্বুজম্
আরাধ্যমালোক্যভজে তমীশ্বরম্।

হে সাধুসব দেখ ভগবন্তর ভক্তির মহিমা, যাক পরম শ্রদ্ধায়ে আশ্রয় মাত্রতে হরির প্রিয় হয়। হরির প্রিয় হলে আরু কিছো কৃত্য নাথাকে। এতেকে ভক্তিক আশ্রয় করি ডাকি হরি বোল হরি।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
ভক্তিযোগো নাম
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।।

ইতি ভক্তিষটক।

ভক্তানামহসমুদ্ধর্ত্তা সংসারাদিত্যাদি যৎ।
ত্রয়োদশোঽথ তৎসিদ্ধৈঃ তত্ত্বজ্ঞানমুদীর্য্যতে।।
বিবিধৌ যেন তত্ত্বেন মিশ্রৌ প্রকৃতি পুরুষৌ।
তৎ বন্দে পরমানন্দং নন্দনন্দনমীশ্বরম্।।

"এই সংসার থেকে আমার ভক্তগণের আমি উদ্ধারকর্ত্তা" এই প্রতিশ্রুতি ১২ অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলে দিয়েছিলেন এখন ১৩ অধ্যায়ে সেই প্রতিজ্ঞা পালনার্থে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ (ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায়) কথিত হচ্ছে। যার দ্বারা মিশ্রিত প্রকৃতি ও পুরুষ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ) পৃথককৃত হয়েছেন, সেই পরমানন্দ ঈশ্বরকে আমি বন্দনা করি।

ইতি— শ্রীধরস্বামীকৃত গীতার্থ সংগ্রহঃ।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেব মন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূত প্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তিতেপরম্।।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ঃ

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগযোগঃ

বা

প্রকৃতি-পুরুষ বিভাগযোগঃ

অর্জ্জুন উবাচ

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
এতদ্‌বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চকেশব।।

অর্জ্জুন উবাচ— হে কেশব! প্রকৃতিং পুরুষং চ এব (প্রকৃতি ও পুরুষ) ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞং চ এব (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ) জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ (জ্ঞান ও জ্ঞেয়) এতদ্ বেদিতুম্ (এগুলি জানতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি)।

অর্জ্জুন বললেন— হে কেশব! প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয় এইগুলি জানতে ইচ্ছা করি।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য ও শ্রীধরস্বামী এই শ্লোকটিকে প্রক্ষিপ্ত বলে গ্রহণ করেন নি। অনেকেই এই শ্লোকটি পরে কেউ বসিয়ে দিয়েছেন বলে অনুমান করেন। সে যা হোক ৭ অধ্যায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা আরম্ভ করে ভগবান পরা ও অপরা প্রকৃতির কথা বলেছিলেন। কিন্তু পুরুষ প্রকৃতি বা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব কথা বিশদভাবে বলতে পারেননি। এজন্য এই অধ্যায়ে এবং পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে পুরুষ ও প্রকৃতি, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ত্রিগুণ বিভাগ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ প্রকৃতির এই তিনগুণ কর্মের সকল প্রকার বর্ণনা করেছেন। কারণ, সম্যকভাবে এই তত্ত্বগুলির আলোচনা নাহলে তত্ত্বজ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকে।

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্‌বিদঃ।। ১

১। শ্রীভগবান উবাচ— হে কৌন্তেয়! ইদং শরীরং ক্ষেত্রং ইতি (এই শরীরকে ক্ষেত্র বলে) অভিধীয়তে (অভিহিত হয়) যঃ (যিনি) এতৎবেত্তি (এই কথা জানেন) তদ্‌বিধঃ (ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব জানা ব্যক্তিগণ) তং (তাকে) ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি প্রাহুঃ (ক্ষেত্রজ্ঞ বলে থাকেন)।

শ্রীভগবান বললেন— হে কৌন্তেয়! (ক্ষেত্র যেমন শস্যাদির উৎপত্তি ভূমি তেমনি এই দেহও শুভাশুভ কর্মফলের উৎপত্তি ভূমি সেজন্য) এই দেহকে ক্ষেত্র বলা হয় এবং যিনি এই ক্ষেত্রকে জানেন (আমি এবং আমার এরূপ অভিমান করেন) তাকে ক্ষেত্রজ্ঞ (জীবাত্মা) বলা হয়। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব জানা পণ্ডিতগণ এরূপ বলে থাকেন। ১

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ— দেহ ও জীবাত্মা। ক্ষেত্র যেমন শস্যাদির উৎপত্তি ভূমি তদ্রূপ এই শরীরো সুখদুঃখময় সংসারের উৎপত্তি ভূমি। এজন্য এই ভোগদেহকে ক্ষেত্র বলা হয় এবং যিনি আমার দেহ এবং আমি অসুখী আমি দুঃখী দেহ সম্বন্ধে এরূপ "আমি এবং আমার" অভিমানবোধ করেন সেই আমিই ক্ষেত্রজ্ঞ। দেহ - ক্ষেত্র, দেহী - ক্ষেত্রী।

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্ জ্ঞানং মতং মম।। ২

২। হে ভারত! সর্ব্বক্ষেত্রেষু অপি (সমস্ত ক্ষেত্রেই) মাং চ ক্ষেত্রজ্ঞং বিদ্ধি (আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে জানবে); ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের) যৎ জ্ঞানম্ (যে জ্ঞান) তৎ জ্ঞানং (সেইই সম্যকজ্ঞান), মম মতম্ (এটাই আমার মত) অথবা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের) যৎ জ্ঞানং (যে জ্ঞান) তৎ মম জ্ঞানং মতম্ (সেইসকল আমার জ্ঞান; এটাই অভিমত)।

হে ভারত! সমস্ত ক্ষেত্রে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলে জানবে; ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের

যে জ্ঞান তাই প্রকৃত জ্ঞান, এটাই আমার মত। অথবা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান, তাই আমার (পরমেশ্বরের) জ্ঞান, এই কথা সর্বসম্মত। ২

সাত অধ্যায়ের পাচ শ্লোকে বলেছিলেন যে, আমার পরা প্রকৃতি জীবভূতা এবং পনের অধ্যায়ের সাত শ্লোকে ও এই অধ্যায়ের বার শ্লোকে এই বিষয়ে আরোও স্পষ্ট করে বলেছেন। তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে সর্বদেহে বিরাজ করেন। এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে পার্থক্য জ্ঞান, তাই প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞান। শ্রীভগবান এই শ্লোকে 'চাপি' শব্দের দ্বারা এই কথাই বুঝিয়েছেন যে তিনি কেবল ক্ষেত্রজ্ঞ নন, ক্ষেত্রও তিনি। কারণ প্রকৃতির পরিণামই দেহ এবং সেই প্রকৃতি তারই (ঈশ্বরের) বিভাব বা শক্তি মাত্র। (৭।৫, ৮।১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

তৎক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক চ যদ্‌বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎ প্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু।। ৩

৩। তৎ ক্ষেত্রং (সেই ক্ষেত্র), যৎ চ (যাহা) যাদৃক্ চ (যেরূপ), যদ্ বিকারি (যেরূপ বিকারযুক্ত) যতঃ চ যৎ (যার থেকে যা হয়) সঃ চ (এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ) যঃ (যেরূপ) যৎ প্রভাবঃ চ (যেরূপ প্রভাবসম্পন্ন) তৎ (তা) মে (আমার নিকট) সমাসেন (সংক্ষেপে), শৃণু (শ্রবণ কর)।

সেই শরীর রূপ ক্ষেত্র কি, তা কি প্রকার, কি প্রকার বিকার সম্পন্ন এবং এর মধ্যেও কি থেকে কি হয়, এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ কে এবং তার প্রভাব কিরূপ এই সকল তত্ত্ব সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর। ৩

শ্রীভগবান সেই ক্ষেত্র (দেহ) কিরূপ জড় স্বভাব, কিরূপ ইত্যাদি ধর্মযুক্ত, কিরূপ ইন্দ্রিয়াদি বিকারযুক্ত এবং সেই ইন্দ্রিয় বিকার থেকে কিরূপ কার্যাদি উৎপন্ন হয়, এই সকল তত্ত্ব এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞের স্বভাব প্রভাব কিরূপ তা এখন সংক্ষেপে বর্ণনা করিবেন।

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ।। ৪

৪। ঋষিভিঃ (ঋষিগণ) বিবিধৈঃ ছন্দোভিঃ (নানাবিধ বৈদিক ছন্দের দ্বারা) পৃথক্ বহুধা (ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রকারে), [এই ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব] গীতম্ (ব্যাখ্যাত

হয়েছে), বিনিশ্চিতৈঃ (সংশয়শূন্য), হেতুমদ্ভিঃ (যুক্তিযুক্ত), ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ এবচ (ব্রহ্মসূত্রের পদসমূহের দ্বারাও) গীতম (নানারকম ব্যাখ্যা হয়েছে)।

ঋষিগণ নানা ছন্দে ভিন্ন ভিন্ন নানা প্রকারে এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। ব্রহ্মসূত্রগুলিতেও যুক্তিযুক্ত বিচার সহ নিঃসংশয়ে এই বিষয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ৪

ব্রহ্মসূত্রকেই বেদান্ত দর্শন বলে। ঋষিগণ বিভিন্ন উপনিষদে পৃথক পৃথক অধ্যাত্মতত্ত্বের আলোচনা দ্বারা একমাত্র পরমতত্ত্বকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। সেজন্য ষড়দর্শনে স্বতন্ত্রভাবে জগতের কারণ বুঝতে গিয়ে নানারকম তর্কবিতর্ক ও যুক্তির অবতারণা করেছেন।

ষড়দর্শন— সাংখ্য (কপিলমুনিকৃত), পাতঞ্জল— (পাতঞ্জল ঋষিকৃত), বৈশেষিক- (কনাদকৃত), ন্যায় (গৌতমকৃত), পূর্ব্বমীমাংসা (জৈমিনিকৃত), ব্রহ্মসূত্র, বেদান্তদর্শন বা উত্তর মীমাংসা (ব্যাসকৃত)।

বেদান্ত দর্শনের ভিত্তি ভূমিতেই ভারতীয় মহাপুরুষগণ যুগে যুগে তাদের ধর্ম প্রচার করেছেন। বেদান্ত দর্শন এর ফলে যেরূপ প্রাধান্য লাভ করেছে এরূপ অন্য কোনো দর্শন প্রাধান্য লাভ করতে পারেনি। সমস্ত দর্শনের বিভিন্ন মতবাদকে যুক্তিযুক্ত বিচার-বিতর্ক দ্বারা, সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধান করে এই বেদান্ত দর্শন বা উত্তর মীমাংসা বা ব্রহ্মসূত্র রচিত হয়েছে। কি অদ্বৈতবাদী, কি দ্বৈতবাদী কি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, কি শুদ্ধাদ্বৈতবাদী সকল সম্প্রদায়ের মতবাদীগণই তাদের নিজের মতবাদ প্রচারের সংগে সংগে বেদান্ত দর্শনেরো পৃথক পৃথক ভাষ্য রচনা করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও এই শ্লোকে ব্রহ্মসূত্রের কথা বলে বেদান্ত দর্শনেরই প্রাধান্য দিয়েছেন। এই বেদান্তদর্শনে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। অদ্বৈতবাদী শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যকৃত বেদান্ত ভাষ্যকে শারীরিক ভাষ্য বলে। কিন্তু এই ভাষ্য ভক্তি বিরোধী বলে ভক্তগণ এর সমাদর না করে বিশিষ্টা দ্বৈতবাদী ভাষ্যকেই মান্য করে থাকেন।

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চচেন্দ্রিয়গোচরাঃ।। ৫

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনাধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্।। ৬

৫।৬। মহাভূতানি (পাঁচ স্থূলভূত) অহঙ্কারঃ, বুদ্ধিঃ, অব্যক্তম্ এবচ (ও মূল-প্রকৃতি), দশ ইন্দ্রিয়াণি (দশ ইন্দ্রিয়) একং চ (এবং একমন) পঞ্চইন্দ্রিয় গোচরাঃ চ (পাঁচ ইন্দ্রিয়ের বিষয়) ইচ্ছা, দ্বেষঃ, সুখং, দুঃখং, সংঘাতঃ (দেহেন্দ্রিয়াদির শরীরে) চেতনা, ধৃতিঃ (ধৈর্য্য) এতৎ (এই) সবিকার (বিকারযুক্ত) ক্ষেত্রং সমাসেন (সংক্ষেপে) উদাহৃতম্ (বলা হল)।

ক্ষিতি প্রভৃতি পাঁচটি মহাভূত, অহংকার, বুদ্ধি (মহত্তত্ত্ব) মূল প্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয়, মন ও রূপ রসাদি পাঁচ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে (পাঁচ তন্মাত্র— শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ) এবং ইচ্ছা দ্বেষ, সুখ, সংঘাত, চেতনা ও ধৈর্য এই ইন্দ্রিয়াদি সমুদায়কে সবিকার ক্ষেত্র বলে। ৫।৬

সাত অধ্যায়ের চার ও পাঁচ শ্লোকে যে পরা-অপরা প্রকৃতির কথা বলেছিলেন, এই অধ্যায়ে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, পুরুষ ও প্রকৃতি, জ্ঞান ও জ্ঞেয় ইত্যাদি তত্ত্বের দ্বারাই সাংখ্যযোগের প্রকৃত তত্ত্বসমূহের বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। পাঁচ অধ্যায়েব ছয় শ্লোকে দেহের প্রকৃত স্বরূপের কথা বলে, শরীরে কি কি বস্তুর সমাবেশ হয়, প্রকৃতি বা দেহ কিভাবে পরিণাম প্রাপ্ত হয়ে সবিকার ক্ষেত্রে পরিণত হয়, ইত্যাদি কথার তাৎপর্য এই শ্লোক দুটিতে বর্ণনা করেছেন। ১ মূল প্রকৃতি, ১ বুদ্ধি (মহত্তত্ত্ব), ১ অহংকার, ১০ ইন্দ্রিয় (কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়), ১ মন, ৫ তন্মাত্র, ৫ স্থূলভূত, এই ২৪ তত্ত্ব সাংখ্যমতে শরীরের উপাদান। এই সমস্ত কিছুকে ক্ষেত্র বলে। উপরোক্ত ২৪ তত্ত্ব ছাড়াও এই স্থলে অতিরিক্ত আরোও কয়েকটি তত্ত্বের কথা বলেছেন। সেগুলি হল— ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা, ধৃতি প্রভৃতি। কিন্তু এগুলিও শরীরেরই (ক্ষেত্রের)। কারণ, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ-দুঃখ মনেরই ধর্ম। জীব দেহে প্রাণের ক্রিয়া বা চেষ্টা চাঞ্চল্য বলে যে একটি চেতনা লক্ষ্য করা যায়, এই চেতনা ও জীব চৈতন্য ঠিক এক নয়। কারণ সুসুপ্তি (গভীর ঘুমে মগ্ন থাকা অবস্থা) অবস্থায় চৈতন্য অর্থাৎ প্রাণের ক্রিয়া থাকলেও চেতনা বা 'আমি' জ্ঞান থাকেনা। সেজন্য তা জড় শরীরের ক্রিয়া, আত্মার ক্রিয়া নয়। তদ্রূপ মন প্রাণাদির ক্রিয়া যে শক্তির দ্বারা স্থির থাকে তাকে আবার ধৃতি বলে।

(১৮।৩৩-৩৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এই ধৃতি ও জড় দেহেরই গুণ। সংঘাত শব্দের অর্থ সমুচ্চয় বা সংহতি। এজন্য ক্ষেত্রের মধ্যেই এর সমাবেশ অর্থাৎ এটি দেহেরই জ্ঞান, দেহ থেকে পৃথক কোনো তত্ত্ব নয়।

আমানিত্বমদাম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ।। ৭

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যু জরাব্যাধি দুঃখদোষানুদর্শনম্।। ৮

অসক্তি রণভিষ্বঙ্গঃ পুত্র দ্বার গৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্ব মিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু।। ৯

ময়ি চানন্য যোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জন সংসদি।। ১০

অধ্যাত্মজ্ঞান নিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা। ১১

৭-১১। অমানিত্বং (আত্ম প্রশংসার অভাব) অদাম্ভিত্বং (দম্ভের অভাব) অহিংসা (পর পীড়নে অনিচ্ছা) ক্ষান্তিঃ (ক্ষমা) আর্য্যবম্ (সরলতা) আচার্য্যোপাসনং (গুরুসেবা) শৌচং (সদাচার) স্থৈর্য্যং (সৎ কাজে একনিষ্ঠা) আত্মবিনিগ্রহঃ (আত্মসংযম) ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্ (ইন্দ্রিয় ভোগ বিষয়ে উদাসীন) অহঙ্কারঃ এবচ (নিরহঙ্কারিতা), জন্মমৃত্যু জরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শণম্ (জন্ম, মৃত্যু, জরা-ব্যাধিতে দুঃখ রূপ দোষের পুনঃ পুনঃ আলোচনা) অসক্তিঃ (বিষয়ে অনাসক্তি) পুত্রদ্বারা গৃহাদিষু অনভিষ্বঙ্গঃ (স্ত্রী, পুত্র, গৃহাদিতে মমত্বের অভাব) ইষ্টানিষ্ট উপপত্তিষু (ইষ্ট বা অনিষ্ট লাভে) নিত্যং সমচিত্তত্বং (সর্বদা চিত্তের সমান ভাব) ময়ি (আমাতে) অনন্য যোগেন অব্যভিচারিণী ভক্তিঃ (আমি ভিন্ন আর গতি নেই এইভাবে আমাতে ঐকান্তিক ভক্তি) বিবিক্ত দেশসেবিত্বং (নির্জন স্থানে বাস) জন সংসদি আরতি (অনেক লোকের সংসর্গে বিরাগ) অধ্যাত্ম জ্ঞাননিত্যত্বং (আত্ম জ্ঞান নিষ্ঠা) তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনম্ (তত্ত্বজ্ঞানের অনুসন্ধান)

এতৎ জ্ঞানম্ ইতি প্রোক্তম্ (এগুলিকে জ্ঞান বলা হয়) যৎ অতঃ অন্যথা (যা এর বিপরীত), তৎ অজ্ঞানম্ (তাই অজ্ঞান)।

আত্ম প্রশংসার অভাব, দম্ভ প্রকাশের অভাব, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, গুরুসেবা, সদাচার, সৎকাজে একনিষ্ঠা, আত্মসংযম, বিষয়-বৈরাগ্য, নিরহঙ্কারিতা, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিতে দুঃখ দোষ দেখা, বিষয় ও কর্মে অনাসক্তি, স্ত্রী-পুত্র গৃহাদিতে মমত্বভাবের অভাব, ইষ্ট ও অনিষ্ট লাভে সমচিত্ততা, আমাতে (ভগবান বাসুদেবে) অনন্যভাবে ঐকান্তিক ভক্তি, পবিত্র নির্জন স্থানে বাস, প্রাকৃত জনসমাজে বিরক্তি, সর্বদা অধ্যাত্মজ্ঞানের অনুশীলন, তত্ত্বজ্ঞানের (ভূতজ্ঞানের) প্রয়োজন ও আলোচনা— এই গুলিকে জ্ঞান বলা হয়; ইহার যা বিপরীত তাই অজ্ঞান। ৭-১১।

জ্ঞানের সাধনা বা জ্ঞানীর লক্ষণ— এই নশ্বর দেহ ইন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত যে অবিনাশী আত্মতত্ত্ব এবং এই নাম বা রূপাত্মক নশ্বর ব্যক্ত জগতের অতীত যে অবিনশ্বর ব্রহ্মতত্ত্ব এই দুইই এক। জীব মায়া বা প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হলেই এই একত্বের জ্ঞান লাভ করে।

শ্রীমন্ত শঙ্করদেব 'রত্নাকর' গ্রন্থে বলেছেন—

ঈশ্বরতকৈ জীবভিন্ন নুহে শাস্ত্র অধিকারী হয়।
ভ্রান্তিয়ে অজ্ঞানে, আবরিত হৈয়া, আপোনাক নজানয়।।

জীব মায়াযুক্ত হয়ে যখন ব্রহ্মের সংগে ঐক্য স্থাপন করে তখনই তার প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়। এই জ্ঞানকেই আত্মজ্ঞান, পুরুষ— প্রকৃতি, বিবেক, ব্রাহ্মীস্থিতি নতুবা কৈবল্যমুক্তি প্রভৃতি নানা কথায় ব্যক্ত করা হয়। জ্ঞানের এরূপ লক্ষণ গীতার বহুস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। শাস্ত্রাদি পাঠে ব্রহ্মস্বরূপ সম্বন্ধে যে পরোক্ষ জ্ঞান জন্মে তা প্রকৃত জ্ঞান নয়। পাঠ্য বিষয়ে যখন প্রকৃত জ্ঞানের অনুভূতি তখন তাকে অপরোক্ষ জ্ঞান বা প্রকৃত জ্ঞান বলে। যিনি এরূপ জ্ঞান লাভ করেন তার স্বভাবতই সর্বত্র সাম্যবুদ্ধি জন্মে। সর্বদা মার্জিত বুদ্ধি, শুদ্ধ বাসনা, শুদ্ধ আচরণ পরিলক্ষিত হয় এবং স্বভাবত অমানিত্ব, অদম্ভত্ব ইত্যাদি গুণের উদয় হয়, এজন্য কেবল উপদেশজনিত জ্ঞান বা শাস্ত্র পাণ্ডিত্যকে জ্ঞান বলা যায় না। 'দম্ভরাহিত্য' 'অমানিত্ব' প্রভৃতি সদ্‌গুণকেই প্রকৃত জ্ঞান বা জ্ঞানীর লক্ষণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এজন্য প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে হলে পূর্ববর্তী শ্লোকের এই কুড়িটির মধ্যে আঠারটি জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়ের গ্রহণযোগ্য কিন্তু শেষের দুটি অর্থাৎ অধ্যাত্ম জ্ঞাননিষ্ঠা ও তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন এই দুটি শুধু জ্ঞানমার্গীর জন্য, ভক্তের জন্যে নয়। অদ্বৈত সিদ্ধিতে ভক্তির স্থান নেই। এজন্য ভক্তগণ 'জীবই ব্রহ্ম' এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না। কিন্তু গীতাতে 'জ্ঞানীভক্তই আমার অত্যন্ত প্রিয়, জ্ঞানী আমার আত্মস্বরূপ' বলে ৭।১৮ শ্লোকে উল্লেখ আছে। শ্রীভগবান গীতায় জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ের উপদেশ দিয়েছেন। ৪র্থ অধ্যায়ে "অব্যভিচারিণী ভক্তি"কেই জ্ঞানের অন্যতম লক্ষণ রূপে নির্দেশ করে জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয়েরই নির্দেশ দিয়েছেন।

জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বাঽমৃত মশ্নুতে।
অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে।। ১২

১২। যৎ জ্ঞেয়ং (যা জানার বিষয়) যৎজ্ঞাত্বা (যাকে জেনে) [সাধক] অমৃতং (মোক্ষ) অশ্নুতে (লাভ করেন) তৎ প্রবক্ষামি (সেই বিষয়ে বলি); তৎ অনাদি (আদি অন্তহীন) মৎপরং ব্রহ্ম (আমার নির্ব্বিশেষস্বরূপ ব্রহ্ম), ন সৎ (সৎ নয়) ন অসৎ (অসৎ নয়) উচ্যতে (এরূপ বলা হয়েছে)।

যা জানার বিষয়, যাকে জানলে অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হয়, তা বলছি; তা আদি অন্ত হীন, আমার নির্ব্বিশেষ স্বরূপ ব্রহ্ম; তাঁর সম্বন্ধে বলা হয় যে, তিনি সৎও নন, অসৎও নন। ১২

মৎপরং ব্রহ্ম— 'মম বিষ্ণোঃ পরং নির্ব্বিশেষরূপং ব্রহ্ম' (শ্রীধর) যা আমার পর অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ বিভাব সেই ব্রহ্ম অথবা "অহং বাসুদেবাখ্যা পরাশক্তির্বস্য তৎ মৎ পরং"— আমি বাসুদেব যার পরাশক্তি বা প্রতিষ্ঠা সেই ব্রহ্ম। ১৪।২৭ শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, নির্গুণ স্বরূপ আমারই বিভাব। ভক্তি মার্গে আমি সগুণ ব্রহ্ম, জ্ঞান মার্গে আমি নির্গুণ ব্রহ্ম (সগুণ ও নির্গুণ দুইই আমার বিভাব) এই শ্লোকে নির্গুণ ব্রহ্মের কথা বলেছেন মনে হয়। নীচের শ্লোকটিতে স্পষ্টভাবে এই কথারই প্রতিধ্বনি হয়েছে।

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।। ১৩

১৩। তৎ সর্ব্বতঃ পাণিপাদং (সর্বত্র হাত পা বিশিষ্ট) সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্ (সর্বত্র চোখ, মাথা ও মুখ বিশিষ্ট) সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ (সর্বত্র কাণ বিশিষ্ট) [হয়ে] লোকে সর্ব্বম্ আবৃত্য (সমস্ত পদার্থ জুড়ে) তিষ্ঠতি (অবস্থান করছেন)।

সবদিকে তার হাত পা, সর্বত্র তাঁর চোখ, মাথা ও মুখ, সবদিকে তার কাণ, এই রূপে এই লোকে তিনি সমস্ত পদার্থ জুড়ে আছেন। ১৩

শ্লোকটি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের অন্তর্গত। (শ্বেত ৩।১৬)। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে এই ধরণের কথার বর্ণনা আছে। যেমন— "সহস্রাশীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রাপ্লাৎ" ইত্যাদি। একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপের বর্ণনাতেও এই কথার উল্লেখ আছে।

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃচ।। ১৪

১৪। সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং (সমস্ত ইন্দ্রিয়গুণের প্রকাশক) সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং (সমস্ত ইন্দ্রিয় বিহীন) অসক্তং (নিঃসঙ্গ) সর্ব্বভৃত এব চ (সকল বস্তুর আধার স্বরূপ) নির্গুণং (গুণরহিত) গুণভোক্তৃচ (এবং সকলগুণের ভোক্তা, পালক)।

তিনি চোখ প্রভৃতি সমুদায় ইন্দ্রিয় বৃত্তিতে প্রকাশমান অথচ সর্ব ইন্দ্রিয় বিবর্জিত নিঃসঙ্গ অর্থাৎ সর্বসঙ্গশূন্য অথচ সকলের আধার স্বরূপ, নির্গুণ অথচ সত্ত্বাদি গুণের ভোক্তা বা পালক। ১৪

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং— চোখ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বৃত্তিতে যার আভাস বা প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় অর্থাৎ আমাদের মনে হয় যেন আত্মা এই সমস্ত ইন্দ্রিয় কাজে ব্যাপৃত আছেন। এই শ্লোকটিতে সগুণ-নির্গুণ উভয় বিভাবই বর্ণিত হয়েছে। (৯।৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য) পরবর্ত্তী ১৫,১৬,১৭ শ্লোকে পরস্পর বৈষম্য আছে।

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ।। ১৫

১৫। তৎ (তিনি) ভূতানাং (ভূতগণের) বহিঃচ অন্তঃচ (বাইরে ও ভিতরে) [আছেন] অচরং চরম্ এবচ (স্থাবর ও জঙ্গমেও) সূক্ষ্মত্বাৎ (সূক্ষ্মতার জন্য) অবিজ্ঞেয়ং (জানতে পারা যায়না) দূরস্থংচ (দূরেও) অন্তিকে চ (এবং নিকটেও)।

সকল জীবের ভিতরে ও বাইরে তিনি অবস্থান করছেন, স্থাবর ও জঙ্গম তিনিই। তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারণে (রূপাদি বিহীন বলে) তাকে জানতে পারা যায়না এবং তিনি দূরে থেকেও নিকটে অবস্থান করছেন অর্থাৎ অজ্ঞানীগণের কাছে তিনি দূরের চেয়েও দূরে এবং জ্ঞানীগণের কাছে অতি নিকটে। ১৫

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃচ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ।। ১৬

১৬। তৎ (তিনি) অবিভক্তং (অবিভক্ত) [হয়েও] ভূতেষু (সকলজীবে) বিভক্তমিব স্থিতঃ (ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যেন অবস্থিত) [আছেন]। ভূতভর্তৃ (জীবগণের পালনকর্ত্তা) গ্রসিষ্ণু (সংহার বা গ্রাসকর্ত্তা) প্রভবিষ্ণু চ (এবং সৃষ্টিকর্ত্তা বলে) [তাকে] জ্ঞেয়ং (জানবে)।

তিনি (তত্ত্বতঃ বা স্বরূপতঃ) অবিভক্ত হলেও সকল জীবে ভিন্ন ভিন্ন বলে প্রতীত হন। অর্থাৎ জ্ঞানীর দৃষ্টিতে অভিন্ন, অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হন। তাকেই জীবগণের পালন কর্ত্তা, সংহার কর্ত্তা ও সৃষ্টি কর্ত্তা বলে জানবে। ১৬

জ্যোতিষামপিতজ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানংজ্ঞেয় জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য অধিষ্ঠিতম্।। ১৭

১৭। তৎ (তিনি) জ্যোতিষাম্অপি (জ্যোতিসমূহেরও অর্থাৎ সূর্যাদিরও) জ্যোতিঃ, তমসঃ (তমশক্তির, অন্ধকারের, অবিদ্যার) পরং (অতীত) [বলে] উচ্যতে (কথিত হন); [তিনি] জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং (জ্ঞানের দ্বারা লভ্য) সর্ব্বস্য হৃদি অধিষ্ঠিতম (সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত)।

তিনি সূর্য প্রভৃতি জ্যোতিগণেরও জ্যোতি স্বরূপ (প্রকাশক) তিনি তমের অর্থাৎ অবিদ্যারূপ অন্ধকারের (অজ্ঞানের) অতীত, তিনি বুদ্ধি বৃত্তিতে প্রকাশমান জ্ঞান, তিনি জ্ঞেয়তত্ত্ব, জ্ঞানের দ্বারা লভ্য, তিনি সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত আছেন।১৭

গীতার বার থেকে সতের শ্লোক পর্যন্ত জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্বের বর্ণনা করেছেন এবং উক্ত শ্লোকগুলির বর্ণনা প্রায় উপনিষদের শ্লোকগুলির বর্ণনার মত। উপনিষদে ব্রহ্মস্বরূপ বর্ণনায় কোথাও সগুণ আবার কোথাও সগুণ-নির্গুণ দু প্রকারেরই

বর্ণনা পাওয়া যায়। তদ্রূপ গীতার এই স্থলে ও সগুণ-নির্গুণ উভয় রূপের একই সংগে বর্ণনা পাওয়া যায়। এজন্য তিনি নির্গুণ অথচ সগুণ ভোক্তা, অবিভক্ত হয়েও বিভক্ত রূপে পরিদৃষ্ট। তিনি সর্বইন্দ্রিয় বিবর্জিত অথচ তার মধ্যেই সর্ব ইন্দ্রিয় গুণের আভাস বর্তমান। সর্বশক্তিমান ভগবানের এই অচিন্ত্য লীলা (শক্তি)।

ইতি ক্ষেত্রং তথাজ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্‌বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে।। ১৮

১৮। ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ (এই ক্ষেত্র জ্ঞান ও জ্ঞেয়) সমাসতঃ (সংক্ষেপে) উক্তং (বলা হল); মদ্ভক্তঃ এতৎ বিজ্ঞায় (আমার ভক্ত এই কথা জেনে) মদ্ভাবায় উপপদ্যতে (আমার ভাব প্রাপ্তিরা যোগ্য হন)।

মদ্ভাব— আমার স্বরূপ অর্থাৎ আমি যে পরম প্রেমস্বরূপ বা আমার ভাব ইত্যাদি নানারূপ অর্থ হতে পারে।

এইভাবে ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় কাকে বলে সংক্ষেপে তা বলা হল। আমার ভক্ত এই কথা জেনে আমার ভাব বা স্বরূপ বুঝতে পারেন। ১৮

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি সম্ভবান্।। ১৯

১৯। প্রকৃতিং পুরুষং এব চ উভৌ অপি (প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই) অনাদি বিদ্ধি (অনাদি বলে জানবে) বিকারান্ চ গুণান এব চ (বিকার ও গুণগুলি) প্রকৃতি সম্ভবান্ (প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন বলে) বিদ্ধি (জানবে)।

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলে জানবে। দেহ ইন্দ্রিয়াদি বিকারগুলি ও সুখ, দুঃখ, মোহাদি গুণগুলি প্রকৃতি থেকেই উৎপন্ন হয়েছে বলে জানবে।১৯

শ্রীভগবানের তত্ত্ব জানতে পারলে ব্রহ্মতত্ত্ব, পরমাত্মা, আত্মা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে জানা যায় এবং এই ভগবৎ-তত্ত্ব জানার একমাত্র উপায় হ'ল— ভক্তি (৭।২৯, ৮।১২ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞানেই শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ (ভাঃ ১।১।১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এই শ্লোকে পুরুষ ও প্রকৃতিকে অনাদি বলা হয়েছে, এটাই সাংখ্য মত, কিন্তু বেদান্ত মতে মায়া ও ব্রহ্ম এই মায়া বা প্রকৃতি ব্রহ্মেরই শক্তি, এর কোন স্বাতন্ত্র্য নেই। গীতায় এই শক্তিকে পরা ও অপরা প্রকৃতি বলা হয়েছে।

কার্য্যকারণ কর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে।। ২০

২০। কার্য্যকারণ কর্ত্তৃত্বে (কার্য ও কারণের কর্ত্তৃত্বে) প্রকৃতিঃ হেতুঃ উচ্যতে (হেতু বলে উক্ত হন); পুরুষং সুখদুঃখানাং (সুখ ও দুঃখসমূহের) ভোক্তৃত্বে (ভোগ বিষয়ে) হেতুঃ উচ্যতে (কারণ বলে উক্ত হন)।

শরীর ও ইন্দ্রিয়গুলির কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতিই কারণ, এবং সুখ, দুঃখ, ভোগবিষয়ে পুরুষই (ক্ষেত্রজ্ঞ) কারণ বলে উক্ত হন। ২০

কার্য্যকারণ কর্ত্তৃত্বে— কার্য্য অর্থ শরীর, কারণ অর্থ সুখদুঃখাদি ইন্দ্রিয় বর্গ। অতএব কার্যকারণ অর্থ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি। কার্যকারণ কর্ত্তৃত্ব সকলের মূলেই শ্রীভগবান। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত জগতে কারণ ও কর্ত্তৃত্বের পৃথক সত্ত্বা থাকতে পারেনা। শ্রীভাগবতেও এইকথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। (১০।১৪।৫৭)।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্তো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্ যোনিজন্মসু।। ২১

২১। হি (যেহেতু) পুরুষঃ প্রকৃতিস্থঃ (প্রকৃতিতে স্থিত হয়ে) প্রকৃতি জান গুণান্ (প্রকৃতিজাত সুখ-দুঃখ, মোহাদি গুণ) ভুঙ্ক্তে (ভোগ করেন); (পুরুষের) সদসদ্ যোনি জন্মসু (সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্মধারণের বিষয়ে) গুণসঙ্গঃ (গুণসমূহের সংযোগ) কারণম্ (কারণ বা হেতু হয়)।

পুরুষ প্রকৃতিতে অবস্থিত হয়ে প্রকৃতির গুণসমূহ ভোগ করেন এবং সেই গুণসমূহের সংসর্গই পুরুষের সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্ম গ্রহণের কারণ হয়।২১

পুরুষ প্রকৃতির সংসর্গবশতঃ সুখ-দুঃখ ভোগ করে এবং সত্ত্ব, রজঃ, তমো গুণাদিতে মোহিত হয়ে নানা যোনি ভ্রমণ করে থাকে। কৃষ্ণের প্রতি বিমুখ হওয়ার জন্য জীব ত্রিগুণাতীত হয়েও প্রকৃতির গুণসংগে পতিত হয়ে তার স্বরূপের কথা ভুলে যায় এবং নানা দুঃখ দুর্গতি ভোগ করে। (ভাঃ ১০।৭।৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। সেই মায়ার দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হলে জীব সত্ত্ব, রজঃ, তমো—এই তিনগুণের অতীত হয়েও নিজেকে ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সৃষ্টি,

স্থিতি ও প্রলয়ের অন্তর্গত জড় বলে অভিমান করে। এই ত্রিগুণাত্মক প্রকৃত অভিমান বশতঃ জীবের সর্বনাশ ঘটে।

হরি বিমুখ হোয়ে যিটো নর ধরে বিষ্ণু মায়া তাক।
এহি দেহ মোর বোলে অজ্ঞানত পামরে নিজ আত্মাক।।
হোয়ে জ্ঞানশূন্য কোন পাপপূণ্য করিতে নপারে সার।
বিষয় আকুল সম্যকে বাতুল নুগুছে যাতনা তার।।

(—নবসিদ্ধ)

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্পুরুষঃপরঃ।। ২২

২২। অস্মিন দেহে (এই দেহে) পরঃ পুরুষঃ (পরম পুরুষ) উপদ্রষ্টা (সাক্ষীস্বরূপ) অনুমন্তা (অনুমোদনকারী) ভর্ত্তা (ভরণকর্ত্তা, বিধানকর্ত্তা) ভোক্তা মহেশ্বরঃ পরমাত্মা চ ইতি অপি উক্তঃ (এই বলেও উক্ত হন)।

এ দেহে যে পরম পুরুষ আছেন তিনি উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা (প্রতিপালক) মহেশ্বর ও পরমাত্মা বলে ও উক্ত হন। ২২

উপদ্রষ্টা— কাছে থেকে যিনি দেখেন, অথচ ব্যাপৃত হননা।

অনুমন্তা— যিনি প্রকৃতির কাজকে নিবারণ নাকরে বরং অনুমোদন করেন।

ভর্ত্তা— ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি জড় হলেও চৈতন্যময় পুরুষের সংস্পর্শে উদ্ভাসিত হয়ে থাকে। একে পুরুষের ভরণ বলা হয় এবং সেজন্য পুরুষকে বর্ত্তা বলা হয়।

ভোক্তা— তিনি স্বরূপতঃ নির্ব্বিকার ও নির্লিপ্ত হলেও সুখ দুঃখাদি উপলব্ধি করেন তাই তিনি ভোক্তা।

সাংখ্য দর্শনে যাকে স্বতন্ত্র মূল তত্ত্ব পুরুষ বলা হয়েছে, তাকেই এই স্থলে পরম পুরুষ পরমাত্মা বলা হয়েছে। অতএব এখানে সাংখ্য ও বেদান্তের সমন্বয় হল।

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে।। ২৩

২৩। যঃ এবং (যিনি এভাবে) পুরুষং গুণৈঃসহ (গুণসমূহের সংগে) প্রকৃতিং চ বেত্তি (প্রকৃতিকে জানেন) সঃ সর্ব্বথা বর্ত্তমানঃ অপি (তিনি যে কোন অবস্থায় থেকেও) ভূয়ঃ (পুনরায়) ন অভিজায়তে (জন্মলাভ করেননা)।

যিনি এরকম পুরুষতত্ত্ব ও বিকারাদি গুণের সংগে প্রকৃতিতত্ত্ব অবগত হন, তিনি যে অবস্থায় থাকুন না কেন, পুনর্বার জন্মলাভ করেননা অর্থাৎ মুক্ত হন।২৩

সাংখ্য মতে পুরুষ প্রকৃতির বিবেকজ্ঞান অর্থাৎ পার্থক্য জ্ঞানই কৈবল্য মুক্তি— বেদান্ত মতেও মায়ামুক্ত হলে পরমগতি ব্রহ্মসাজুয্য লাভ হয়। এরূপ অবস্থা লাভ করে বিধি কিংবা বিধি নিষেধ কর্ম অনাসক্তভাবে করলে শুভ অশুভ কর্মফলে আবদ্ধ হয়ে তার অধোগতি বা পুনর্জ্জন্ম ঘটেনা।

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে।। ২৪

২৪। কেচিৎ (কেউ কেউ) ধ্যানেন (ধ্যানের দ্বারা) আত্মনা আত্মনি (আপনি আপনাতে) আত্মানম্ (আত্মাকে) পশ্যন্তি (দর্শন করেন), অন্যে (অন্য কেউ) সাংখ্যেন যোগেন (সাংখ্যযোগের দ্বারা) অপরে চ (এবং অন্য কেউ কেউ) কর্ম্মযোগেন (কর্মযোগের দ্বারাই) আত্মাকে দর্শন করেন।

কেউ কেউ নিজে আপনি আপনাতেই ধ্যানের দ্বারা আত্মদর্শন করেন। কেউ কেউ সাংখ্যযোগ দ্বারা এবং অন্য কেউ কর্মযোগের দ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন। ২৪

এই শ্লোকে এবং পরবর্ত্তী শ্লোকে আত্মদর্শনের ভিন্ন ভিন্ন উপায়ের কথা বর্ণনা করেছেন। কেউ ধ্যানযোগের দ্বারা, কেউ পুরুষ প্রকৃতি ভেদজ্ঞান (সাংখ্য যোগের দ্বারা) আবার কেউ নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা আত্মাকে দর্শন করে থাকেন।

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ।। ২৫

২৫। অন্যে তু (আবার অন্য কেউ) এবং অজানন্তঃ (এভাবে নিজেই নিজের আত্মাকে না জেনে) অন্যেভ্যঃ শ্রুত্বা (অন্যের কাছে শুনে) উপাসতে (উপাসনা করেন); তে অপি (তারাও) শ্রুতিপরায়ণাঃ (উপদেশ শ্রবণ করে) মৃত্যুং অপি তরন্তি এব (মৃত্যুকে অতিক্রম করেন)।

আবার অন্য কেউ কেউ এভাবে নিজেই নিজের আত্মাকে নাজেনে অন্যের কাছে শুনে উপাসনা করেন। শ্রদ্ধার সংগে উপদেশ শুনে উপাসনা করতে করতে তারাও মৃত্যুময় সংসার অতিক্রম করেন। ২৫

উপরিউক্ত শ্লোকে আত্মা দর্শনের বিভিন্ন উপায় বলে এই শ্লোকে ভক্তি মার্গ সাধনার কথাই বলেছেন। (১) ধ্যানযোগ বা যোগ মার্গ, (২) সাংখ্যযোগ বা জ্ঞান মার্গ। (৩) কর্ম্মযোগ বা কর্ম্ম মার্গ। (৪) ভক্তি মার্গ বা শ্রবণ-কীর্ত্তন মার্গ।

শ্রীগীতার চার প্রকার সাধনের তাৎপর্য হলো— যোগ, জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সমন্বয়। গীতার সর্বত্র এরূপ যোগ, জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। ভক্তি মার্গে প্রথম আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করে সাধু ব্যক্তির নিকট কৃষ্ণ কথা শুনে ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করবে। কীর্ত্তনঘোষায় বলেছেন,—

"কৃষ্ণর চরণে হৈবে যিমতে ভকতি।
শুনা সাবধানে তাক স্থির করি মতি।।
বিষ্ণু ভকতর সঙ্গ লৈব প্রথমতে।
গুরু মানি শুশ্রূষা করিব ভাল মতে।।
লৈয়া উপদেশ মাধবক আরাধিব।
যতেক সুকৃতি মানে কৃষ্ণতে অর্পিব।।
কৃষ্ণ কথা শ্রবণত শুদ্ধ হৈব মন।
সর্ব্বদায় করিবেক কৃষ্ণর কীর্ত্তন।।
কৃষ্ণর চরণ চিন্তিবেক হৃদয়ত।
আছন্ত ঈশ্বর হরি সমস্তে ভূতত।।
হেন জানি প্রাণাধিক করিব সৎকার।
তেবেসে কৃষ্ণত রতি হৈবেক তোমার।।"

যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ।। ২৬

২৬। হে ভরতর্ষভ! যাবৎ কিঞ্চিৎ স্থাবর জঙ্গমম্ (যা কিছু স্থাবর ও জঙ্গম) সত্ত্বং (পদার্থ) সংজায়তে (উৎপন্ন হয়) তৎ (তা) ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগাৎ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ থেকে) [হয়] বিদ্ধি (জানবে)।

হে ভরতর্ষভ। স্থাবর জঙ্গম যত কিছু পদার্থ উৎপন্ন হয়, তা সমস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগের ফলে হয় বলে জানবে। ২৬

পুরুষ ও প্রকৃতি, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, পরা ও অপরা প্রকৃতি, ব্রহ্ম ও মায়া সংযোগেই জগতের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই শব্দগুলি সাংখ্য, বেদান্ত ও গীতাদি নানা শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে।

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎ স্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।। ২৭

২৭। সর্ব্বেষু ভূতেষু (সকল ভূতে) সমং তিষ্ঠন্তং (সমানভাবে অবস্থিত) বিনশ্যৎসু (সমস্ত পদার্থ বিনষ্ট হলেও) অবিনশ্যন্তং (অবিনাশী) পরমেশ্বরং যঃ পশ্যতি (যিনি পরমেশ্বরকে দর্শন করেন) সঃ পশ্যতি (তিনিই প্রকৃত দর্শন করেন)।

যিনি সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত এবং সমস্ত কিছু বিনষ্ট হলেও যিনি বিনষ্ট হননা, এরূপ পরমেশ্বরকে যিনি যথার্থভাবে দর্শন করেছেন, তিনিই যথার্থদর্শী। ২৭

দেহ ধ্বংস হলেও দেহী ধ্বংস হয়না। সমস্ত ভূত বিনষ্ট হলেও সর্বভূতস্থিত পরমাত্মার বিনাশ হয়না, এরূপ পরমাত্মাকে যিনি দর্শন করতে সমর্থ হয়েছেন তাকেই প্রকৃত যথার্থদর্শী বলা হয়।

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্।। ২৮

২৮। হি (যেহেতু) সর্বত্র সমং (সর্বভূতে সমান) সমবস্থিতং (একভাবে অবস্থিত) ঈশ্বরং পশ্যন্ (ঈশ্বরকে দেখে) আত্মনা আত্মানং (নিজে নিজেকে)

নহিনস্তি (হিংসা করেননা) ততঃ (সেজন্য) [তিনি] পরাং গতিং যাতি (পরম গতি লাভ করেন)।

যিনি সর্ব্বভূতে সমান ও সমভাবে অবস্থিত হয়ে ঈশ্বরকে দর্শন করেন, তিনি আত্মা দ্বারা আত্মাকে হনন করেন না এবং সেই জন্যই তিনি পরম গতি লাভ করেন। ২৮

সর্ব্বভূতে একই আত্মা বিরাজমান। এই জ্ঞান যার আছে, তিনি অপরকে হিংসা করবেন কেন? নামঘোষাতেও আছে—

"সমস্তরে আত্মা নারায়ণ, আত্মসুখে রতি সর্ব্বক্ষণ,
এহি হেতু হরি সমস্ত প্রাণীত সম।
আরু যিটো ভজে সুখে তরে, নভজি সংসারে মজি মরে
কৃষ্ণক বিষম বোলে কোন অধম।"

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানম কর্ত্তারং স পশ্যতি।। ২৯

২৯। যঃ চ (যিনি) কর্ম্মাণি (কর্মগুলি) প্রকৃত্যা এব (প্রকৃতি দ্বারা) সর্ব্বশঃ (সকল প্রকারে) ক্রিয়মাণানি (সম্পাদিত) তথা আত্মানম্ (এবং আত্মাকে) অকর্ত্তারং (অকর্ত্তা বলে) পশ্যতি (দেখেন) সঃ পশ্যতি (তিনিই যথার্থভাবে দেখেন)।

প্রকৃতিই সকল প্রকারের সমস্ত কাজ করে ও আত্মা অকর্ত্তা, এভাবে যিনি দর্শন করেন, তিনিই যথার্থদর্শী। ২৯

আত্মা অকর্ত্তা, শুভাশুভ সমস্ত কর্ম প্রকৃতির সম্যকভাবে এই তত্ত্বজ্ঞান যার হয়েছে, তিনিই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী। এরূপ ব্যক্তি কর্ম করলেও শুভাশুভ ফলে তাকে সংসারে আবদ্ধ করতে পারেনা।

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্মসম্পদ্যতে তদা।। ৩০

৩০। যদা (যখন) [আত্মদর্শী সাধক] ভূত পৃথক্ ভাবং (ভূতসমূহের ভিন্ন ভিন্ন ভাবকে) একস্থং (এক আত্মাতে অবস্থিত) ততঃ এব চ (এবং সেখান

থেকেই) বিস্তারং (বিস্তার; বিকাশ) অনুপশ্যতি (দেখেন) তদা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে (তখন ব্রহ্মভাব লাভ করেন)।

যখন তত্ত্বদর্শী সাধক ভূতসমূহের ভিন্নভিন্নভাবে এক আত্মাতে অবস্থিত অর্থাৎ এক ব্রহ্ম বস্তুতেই অবস্থিত এবং সেই ব্রহ্ম থেকেই নানাভাবের বিস্তার (আত্মার সর্বভূতসমূহের বিস্তার) দর্শন করেন, তখন তিনি ব্রহ্মভাব লাভ করেন।৩০

যিনি জগতের নানাত্বের মধ্যে এক ব্রহ্ম তত্ত্বেরই অনুভব করেন এবং এক ব্রহ্মতত্ত্ব থেকেই জগতে নানাত্বের অভিব্যক্তি এই কথা বুঝতে পারেন, তিনিই ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির অধিকারী। অর্থাৎ এই শ্লোকের মতে এক ব্রহ্মকে বহুত্বে এবং বহুত্বে এক ব্রহ্মত্ব সত্তার অনুভব, যিনি করেন তিনিই প্রকৃতঅর্থে ব্রহ্মভাব লাভ করেন।

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থো পি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে।। ৩১

৩১। হে কৌন্তেয়! অনাদিত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ (অনাদি ও নির্গুণ স্বরূপ বলে) অয়ং অব্যয়ম্ পরমাত্মা (এই বিকারহীন পরমাত্মা) শরীরস্থঃ অপি (শরীরে থেকেও) ন করোতি (কিছু করেন না) ন লিপ্যতে (কিছুতেই লিপ্ত হননা)।

হে কৌন্তেয়! অনাদি ও নির্গুণ বলে এই অব্যয় পরমাত্মা অধিকারী; সেজন্য দেহে থেকেও তিনি কিছুই করেননা এবং কর্মফলেও লিপ্ত হননা। ৩১

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিম্যতে।। ৩২

৩২। যথা সর্ব্বগতং আকাশং (যেমন সকল বস্তুতে অবস্থিত আকাশ) সৌক্ষ্ম্যাৎ (সূক্ষ্মতার জন্য) ন উপলিপ্যতে (কিছুতেই লিপ্ত হয় না) তথা (তদ্রূপ) সর্ব্বত্র (সকল) দেহে অবস্থিতঃ আত্মা ন উপলিপ্যতে (লিপ্ত হননা)।

আকাশ যেমন সকল বস্তুতে অবস্থিত থেকেও অতিসূক্ষ্মতার জন্য কোনো বস্তুতে লিপ্ত হয়না, তদ্রূপ আত্মাও সকল দেহে অবস্থিত থাকলেও কোনো কিছুতেই লিপ্ত হননা। ৩২

শ্লোকটিতে আকাশের সংগে তুলনা করে বলেছেন যে, অতি সূক্ষ্মতা হেতু আকাশ সুগন্ধ-দুর্গন্ধ দোষ-গুণে লিপ্ত হয়না, তদ্রূপ দেহীর সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্যেও

আত্মা লিপ্ত হননা।

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত।। ৩৩

৩৩। হে ভারত! যথা একঃ রবিঃ ইমং (যেভাবে এক সূর্যই) কৃৎস্নং লোকং (সমগ্র জগতকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করেন) তথা ক্ষেত্রী (তদ্রূপ আত্মাও) কৃৎস্নং ক্ষেত্রং (সমস্ত দেহকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করেন)।

হে ভারত! এক সূর্য যেভাবে সমগ্র জগতকে প্রকাশিত করেন, তদ্রূপ এই ক্ষেত্রজ্ঞও (অর্থাৎ আত্মাও) সমস্ত দেহ বা ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করেন। ৩৩

এক সূর্য যেমন সমস্ত জগৎ প্রকাশ করেন, অথচ সূর্য নির্লিপ্ত, তদ্রূপ আত্মাও সমস্ত দেহের জড় ইন্দ্রিয় রাশিকে প্রকাশিত করলেও তা দেহ ধর্ম থেকে পৃথক থাকেন।

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োরেব মন্তরং জ্ঞান চক্ষুষা।
ভূত প্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্।। ৩৪

৩৪। যে (যারা) এবং (এভাবে) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ অন্তরং (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদের) ভূত প্রকৃতি মোক্ষঞ্চ (এবং ভূতসমূহের প্রকৃতি থেকে মোক্ষের উপায়) জ্ঞানচক্ষুষাঃ বিদুঃ (জ্ঞান চোখের দ্বারাই জানতে পারেন) তে পরং যান্তি (তারাই পরম পদ লাভ করেন)।

যাঁরা জ্ঞান চোখের দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদ এবং ভূত প্রকৃতি অর্থাৎ অবিদ্যা থেকে মোক্ষের উপায় জানতে পারেন (দর্শন করেন) তাঁরাই পরম পদ লাভ করেন। ৩৪

শ্লোকটিতে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদজ্ঞান অর্থাৎ দেহ ও দেহীর প্রভেদ জ্ঞানকেই মুক্তির কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। সাংখ্য দর্শনের মতে, পুরুষ বা আত্মার বন্ধনও নেই, মুক্তিও নেই। তিনি নিত্য-মুক্ত-শুদ্ধ স্বভাব। প্রকৃতির গুণ সঙ্গ-দোষে আত্মার এরূপ কুবুদ্ধিতা অভিমানই দুর্গতি ভোগের কারণ। প্রকৃতির সঙ্গ-দোষ থেকে মুক্ত হলেই জীবের মোক্ষ লাভ হয়, এই কথাটিই ত্রয়োদশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে উপসংহার স্বরূপ বলেছেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ভাবার্থ

গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায় থেকে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত জ্ঞানষটক বা জ্ঞান পর্ব্ব। কিন্তু এই কথাও স্বীকৃত যে, গীতার প্রতিটি মার্গেই ভক্তি, কর্ম, জ্ঞান ও যোগের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। দ্বাদশ অধ্যায় ভক্তিযোগে অর্জ্জুন শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তোমার ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়বিধ স্বরূপের উপাসকের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যে, সতত ভক্তিযুক্ত হয়ে ব্যক্ত স্বরূপের উপাসক ভক্তগণই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু অব্যক্ত স্বরূপের উপাসকগণও আমাকেই পায়। অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ আমারই বিভাব। কিন্তু অব্যক্ত ব্রহ্মের চিন্তা দেহাভিমানী জীবের পক্ষে অসম্ভব ও দুঃসাধ্য। এই কথাটিই শ্রীভগবান প্রিয় ভক্ত অর্জ্জুনকে বলে ব্যক্ত স্বরূপের উপাসনা করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তাই এই অধ্যায়ে সেই অব্যক্ত স্বরূপের উপাসনার বিষয়ে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। সেই অব্যক্ত জ্ঞেয় তত্ত্ব কি? মন্ত্রই বা কি? অব্যক্ত উপাসকগণের সাধনা কেনই বা কষ্টকর। এই সমস্ত বিষয়গুলি বুঝাতে গিয়ে সর্বপ্রথম পুরুষ প্রকৃতি, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয় প্রভৃতি সমস্ত তত্ত্বের কথাই শ্রীভগবান অর্জ্জুনের কাছে বর্ণনা করেছেন। কারণ এ সমস্ত তত্ত্বের জ্ঞান না হলে পরমেশ্বরের সমগ্র স্বরূপ বোধগম্য হয়না এবং নির্গুণ অব্যক্ত ব্রহ্মে নিষ্ঠাও হয়না। সাত অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীভগবান তার সমস্ত বিভূতির বর্ণনা করতে গিয়ে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোক থেকে পরা ও অপরা প্রকৃতির বিষয়ে বলেছিলেন। কিন্তু তখন বিশদ্‌ভাবে সেই সমস্ত তত্ত্বের কথা বুঝিয়ে দেন নি। এজন্য এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সর্ব প্রথমে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের কথাই পুনরায় উল্লেখ করেছেন।

'এই ভোগ দেহ ক্ষেত্র' এবং 'এই দেহ আমার' বলে দেহ বিষয়ে যিনি এরূপ অভিমান করেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ দেহী নতুবা আত্মা। প্রকৃতি, বুদ্ধি ও অহংকার, প্রভৃতি সমস্ত তত্ত্বগুলি এবং ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি মোট সাইত্রিশটি তত্ত্ব ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত এবং এর অতিরিক্ত যে একটি তত্ত্ব আছে তা ক্ষেত্রজ্ঞ, জীব বা পুরুষ। শ্রীভগবান বলেছেন,– সমস্ত ক্ষেত্রে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলে জানবে (মামৈবাংশ জীবভূতা) এবং প্রকৃতি সম্ভূত সবিকার ক্ষেত্রও প্রকৃতপক্ষে আমারথেকেই

উদ্ভূত এবং এটাও আমার অপর পরা প্রকৃতি বলে জানবে। অর্থাৎ শ্লোকটিতে শ্রীভগবান এই কথাই স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, অপরা-পরা, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সমস্ত আমিই এবং আমারথেকেই উদ্ভূত।

এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। জ্ঞানমার্গ মতে এই সমস্ত জ্ঞান না হলে অর্থাৎ পরমেশ্বরের জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান নাহলে দেহ বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। এই সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে হলে কয়েকটি সদ্‌জ্ঞান অর্জ্জন করতে হবে। কেবলমাত্র শাস্ত্রাভ্যাসে নতুবা অপরের কাছে শুনে সত্যিকারের সমস্ত জ্ঞান লাভ হয়না। প্রকৃত তত্ত্ব, জ্ঞানীর লক্ষণ, তার ব্যবহার ও স্বভাবেই প্রকাশ পায়। কারণ, মানুষের অন্তরের সৎ ও অসৎ প্রবৃত্তিসমূহ বাইরের ক্রিয়ামুদ্রার দ্বারা প্রকাশিত হয়। অধিকন্তু কেবলমাত্র শাস্ত্র পাণ্ডিত্যের দ্বারা তা হয়না। শাস্ত্রে পঠিত বিদ্যা, গুরুমুখে শ্রুত জ্ঞানের যতক্ষন পর্যন্ত অনুভূতি হয়না ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত জ্ঞান হয়েছে বলে বলা যায়না।

এজন্য শ্রীমাধবদেব নামঘোষায় বলেছেন,— "সেহিসে সকলো শাস্ত্র, পঢ়িলে শুনিলে সি সি, অনুষ্ঠান সমাপ্ত করিল।" অতএব প্রত্যেক ব্যক্তির এমনভাবে কর্ম জীবন নিয়মিত করা কর্ত্তব্য যাতে এই সদ্‌গুণসমূহের সম্যক ভাবে অভ্যস্ত হওয়া যায়। এই সদ্‌গুণসমূহের বিষয়ই সাত শ্লোক থেকে এগার শ্লোক পর্যন্ত বলেছেন। যেমন, আত্ম প্রশংসা রোহিত্য, দম্ভশূন্য, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, গুরুসেবা, শৌচাচর, সদ্‌কর্মে একনিষ্ঠ (দৃঢ় প্রতিজ্ঞ) আত্মসংযম, বিষয়ে স্পৃহাশূন্য, নিরভিমানী, জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধিতে দুঃখরূপ দোষের দর্শন, বিষয়ে নতুবা কর্মে অনাসক্তি, স্ত্রী-পুত্র গৃহাদিতে মমতাশূন্য, ইষ্ট বা অনিষ্ট লাভে সমচিত্ততা এবং আমাতে (ঈশ্বরে) অনন্য ঐকান্তিক ভক্তি, পবিত্র নির্জন স্থানে বাস, প্রাকৃত জনসমাজে বিরক্তি, যে সকল মানুষ বিষয় নিয়ে থাকে (তেমন প্রকৃত জনসমাজে), সর্বদা অধ্যাত্মজ্ঞানের অনুশীলন অর্থাৎ আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠা এবং সর্বদা তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা ইত্যাদি, আধ্যাত্মিকা উন্নতিকামী ব্যক্তিগণের এই সমস্ত সদগুণসমূহের অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। কারণ জ্ঞানী হতে হলে এই বিশটি জ্ঞান অনুশীলন করা একান্ত প্রয়োজন। বস্তুত, প্রকৃত ধর্মাত্মা মহাপুরুষগণ এই সমস্ত গুণরাশি দ্বারা ভূষিত হয়। তাদের এই সমূহ গুণ বাইরে প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত গুণের অনুশীলন করলে কেবল যে জ্ঞানী হওয়া যায় তা নয়, তার দ্বারা সেই পরম তত্ত্বকেও

জানা যায়। সাত শ্লোক থেকে এগার শ্লোক পর্যন্ত জ্ঞানীর লক্ষণের কথা বলেছেন এবং বার শ্লোক থেকে সতের শ্লোক পর্যন্ত 'নির্গুণ ব্রহ্ম' জ্ঞাতব্যতত্ত্ব সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন। শ্রীভগবান বলেছেন,– যিনি জ্ঞাতব্য বস্তু, যাকে জানলে মোক্ষলাভ হয় সেই কথা বলি, যা আদি অন্তহীন আমার নির্ব্বিশেষ স্বরূপ ব্রহ্ম সেই সম্বন্ধে বলা হয় যে, সৎও নয়, অসৎও নয়। তার সকলদিকে হাত, পা, সবদিকে তার চোখ, মাথা ও মুখ। সকল দিকেই তার কর্ম, তিনি সকল প্রকারে এই লোকে সমস্ত পদার্থ জুড়ে অবস্থিত। একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শনে এরকম কথার বর্ণনা আছে।

পুরুষ সূক্তেও এরকম কথা আছে (সহস্রাশীর্ষাঃ ইত্যাদি) তিনি চোখ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে প্রকাশমান অথচ সর্বেন্দ্রিয় বিবর্জিত সর্বসঙ্গশূন্য অথচ সকলের আধারস্বরূপ। নির্গুণ অথচ সত্ত্বাদি গুণের ভোক্তা বা পালক। তিনি সকল ভূতের অন্তরে ও বাইরে, তিনি চল ও অচল সূক্ষ্মতার কারণস্বরূপ। তিনি অবিজ্ঞেয় এবং দূরে থেকেও নিকটে অবস্থিত। তিনি তত্ত্বতঃ অবিভক্ত হলেও বিভক্ত বলে প্রতীয়মান হন অর্থাৎ অবিভক্ত হলেও সর্বভূতে ভিন্ন ভিন্ন বলে প্রতীয়মান হন। তিনি সমস্ত ভূতসমূহর পালনকর্ত্তা, ধ্বংসকর্ত্তা ও সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনিই সূর্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কগণের জ্যোতিস্বরূপ, অবিদ্যারূপ অন্ধকারের অতীত। তিনিই বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রকাশমান স্থান, তিনিই জ্ঞেয়তত্ত্ব ও জ্ঞানগম্য। তিনিই সকলের হৃদয়ে অবস্থিত আছেন। বার থেকে সতের পর্যন্ত শ্লোকগুলিতে শ্রীভগবানের সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ তত্ত্বের বর্ণনা আছে। অবশ্যে নয় অধ্যায়ের চার, পাঁচ শ্লোকও এই বিষয়ে কিছু আভাষ দিয়েছিলেন।' মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্কর দেব তার রচিত 'রত্নাকর' গ্রন্থে ঈশ্বর নির্ণয়ের এভাবে বর্ণনা দিয়েছেন,–

> "বিজ্ঞান মূরতি দেহ ইন্দ্রিয় নাহিকয় তথাপি চলয়,
> বচন বোলয়, গতিকো করয়, বসিয়া থাকয়, কাহাকো হত করয়।"

অর্থাৎ শ্রীভগবানের প্রকৃত দেহ, ইন্দ্রিয়াদি না থাকলেও অপ্রাকৃতিক ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই আছে। শ্রুতিতেও এই কথাই বলেছেন–

অপানিপানিপাদ– অর্থাৎ তার প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদি না থাকলেও অপ্রাকৃত সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি আছে। উপনিষদেও কোনো কোনো স্থলে সগুণ, কোথাও নির্গুণ

আবার কোথাও সগুণ-নির্গুণ একরূপ উভয় স্বরূপেরই বর্ণনা আছে। শ্রীভগবান অচিন্ত্য শক্তিমন্ত বলে সকল প্রকার বিপরীত গুণের সমাবেশ তাতে সম্ভব হয়। কারণ, তিনি সগুণ হয়েও নির্গুণ, সাকার হয়েও নিরাকার, সর্বেন্দ্রিয় বিবর্জিত হয়েও অসর্বেন্দ্রিয় গুণের আধার স্বরূপ। তিনি অন্তরে থেকেও বাইরে, নিকটে থেকেও দূরে, ভূতগণের ধারক ও পালক হয়েও ভূতস্থ হন না। তিনি অবিভক্ত হয়েও বিভক্তের মত পরিদৃষ্ট হন। এজন্য শ্রীভগবান পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুরুষোত্তম্ তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। ঈশ্বর শরণাপন্ন হলে এই সমস্ত তত্ত্বের জ্ঞান তার কৃপাতেই ভক্তই হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। এই অধ্যায়ের আঠার শ্লোকে শ্রীভগবান বলেছেন যে,— হে অর্জ্জুন! ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় কাকে বলে আমার ভক্ত তা জেনে আমার ভাব বা স্বরূপ বুঝতে পারেন। এই সমস্ত তত্ত্ব জানার জন্য পৃথক জ্ঞান সাধনার কোনো প্রয়োজন হয়না, ইহা কেবল ভক্তি দ্বারাই লভ্য। (৭।২৯, ৮।২২ প্রভৃতি শ্লোকেও একথা বলা হয়েছে)। ব্রহ্মজ্ঞানের সংগে ভক্তির সম্বন্ধ বুঝানোর জন্য এই অধ্যায়ে পুনঃ পুনঃ এই কথা বলা হয়েছে। ৭।৪।৫ শ্লোকে উল্লিখিত পরা ও অপরা প্রকৃতি বা পুরুষ, এই অধ্যায়ে পুনঃ সেই তত্ত্বগুলিই উনিশ শ্লোক পর্যন্ত পুরুষ-প্রকৃতি বিভেদ তত্ত্বরূপে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। এই অধ্যায়ের উনিশ শ্লোকে শ্রীভগবান বলেছেন,— প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই তুমি অনাদি বলে জানবে এবং দেহেন্দ্রিয়াদি বিকারসমূহ, সুখ-দুঃখ মোহাদি গুণসমূহ প্রকৃতি থেকেই উদ্ভূত বলে জানবে, এই স্থলে প্রকৃতিকে অনাদি বলার কারণ হলো, এই অপরা প্রকৃতি আমার থেকেই উৎপন্ন এবং এই আমারই শক্তি বিশেষই বলে সাত অধ্যায়ের চার শ্লোকেও এই কথা বলা হয়েছে।

প্রকৃতির ক্রিয়াশক্তিতে পুরুষ অকর্তা হলেও প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রকৃতির গুণ সঙ্গদোষে নিজেকে কর্ত্তা বলে অভিমান করেন। প্রকৃতির গুণসমূহ ভোগ করেন এবং এই প্রকৃতির গুণ সংসর্গই পুরুষের সাংসারিক মায়া বন্ধনের কারণ হয়ে সৎ ও অসৎ নানা যোনিতে জন্ম গ্রহণ করেন। সত্ত্বগুণ প্রাবল্যে দেবযোনি, রজোগুণ বৃদ্ধিকালে মনুষ্যযোনি এবং তমো গুণাধিক্যে পশু প্রভৃতি যোনিতে তার জন্মলাভ হয়। এজন্য প্রকৃতির গুণসঙ্গ থেকে মুক্ত হতে পারলেই জীব জন্ম-মৃত্যু কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়। এছাড়া জীবের অন্য কোনো পরিত্রাণের

পথ নেই। যিনি পুরুষকে প্রকৃতি থেকে ভিন্ন বলে জানেন এবং যিনি পুরুষকে অকর্ত্তা, উদাসীন, উপদ্রষ্টা মাত্র বলে জানেন তিনিই জ্ঞানী, তিনিই মুক্ত। এরূপ ব্যক্তিগণ কর্ম করলেও কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হননা (২২।২৩)। শ্রীভগবান ১৩।১৪।২৫ শ্লোকে এই দেহস্থিত পরম পুরুষকে উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা ও পরমাত্মা বলে বর্ণনা করেছেন। যিনি এভাবে পুরুষত্ব ও বিকারাদি গুণ সহ প্রকৃতি তত্ত্ব অবগত হয়েছেন তিনি সংসারেই থাকুন নতুবা গৃহ ত্যাগ করে বনে গিয়ে সন্ন্যাসীই হউন, তাকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয়না অর্থাৎ তিনি মুক্ত হয়ে যান। কারণ প্রকৃতির গুণ সঙ্গ থেকে মুক্ত হতে পারলেই পুরুষের আত্মস্বরূপ প্রতিভাত হয়। সাংখ্যদর্শন মতে, প্রকৃতি ও পুরুষ স্বতন্ত্র মূল তত্ত্ব। কিন্তু গীতা ও বেদান্তমতে পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা মূল তত্ত্ব এবং দেহস্থিত এই পুরুষই পরমাত্মা। বেদান্তে মায়া ও ব্রহ্ম। গীতার মতে, পরা ও অপরা প্রকৃতি। এই অধ্যায়ে বর্ণিত পরা-অপরা তত্ত্বের উপরেও এক তত্ত্ব আছে, যে তত্ত্বকে পুরুষোত্তম তত্ত্ব বলা হয়েছে (পনের অধ্যায়)। যিনি এই পুরুষকে পরমাত্মা বলে জানেন তিনিই মুক্ত। তের অধ্যায়ের চব্বিশ, পঁচিশ শ্লোক দুটিতে ঈশ্বরকে পাবার ও দেখার বিভিন্ন উপায়ের কথা বলেছেন। আত্মদর্শন বা পরমেশ্বর প্রাপ্তির সাধারণতঃ চারটি উপায়ের কথা গীতায় বলা হয়েছে। চারটি পথ, যথা— পাতঞ্জল বা যোগ মার্গ, ধ্যান, ধারণা, সমাধি প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ যোগ, যার দ্বারা কেউ কেউ আত্মার দর্শন লাভ করে থাকেন। আবার কেউ কেউ জ্ঞান মার্গ বা নিত্যানিত্য অনাত্ম আত্মা বিচারের দ্বারা আত্ম সাক্ষাৎ লাভ করেন। এবং কেউ কেউ কর্ম মার্গ বা নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা সমস্ত কর্ম ঈশ্বরার্পণা বুদ্ধিতে করে আত্মজ্ঞান লাভ করেন। আবার অনেকেই এভাবে সাক্ষাৎ আত্মাকে দর্শন করতে না পারলেও আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করে ভক্তি মার্গের দ্বারা পরমেশ্বরের উপাসনা করে পরম গতি লাভ করেন। ভক্তি মার্গের বিশেষত্ব হলো, আচার্য বা গুরুর শ্রীমুখে উপদেশ শুনে এবং সেগুলিকে প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করে ভগবানের ভজনা করতে হয়। তাহলে ভক্ত অতি সহজেই ভগবানকে লাভ করতে পারেন (১২।২-৮)। ছয় অধ্যায়ের উনত্রিশ শ্লোকেও শ্রদ্ধাবান ভক্তি মার্গ ভজনকারী ভক্তকেই যুক্তোত্তম্ বা শ্রেষ্ঠ বলেছেন। গীতার মত অতি উদার। যোগ, জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি এর যে কোন একটি

পথ অবলম্বন করে সাধন ভজন আরম্ভ করলেই পরিণামে ভগবান প্রাপ্তি মোক্ষ লাভ অবশ্য ঘটবে। কারণ গীতায় যোগ, জ্ঞান, কর্ম কিংবা ভক্তির পরস্পর অপূর্ব সমন্বয়ের কথা আছে। গীতোক্ত যোগ মার্গ, জ্ঞান মার্গ, কিংবা কর্ম মার্গ ভক্তিশূন্য নয়। গীতায় ভক্তিশূণ্য যোগ, জ্ঞান, তপস্যা প্রভৃতিকে বিফল বলা হয়েছে।

উপসংহার স্বরূপে শ্রীভগবান ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বা পুরুষও প্রকৃতির তত্ত্ব বলতে গিয়ে বলেছেন,— হে অর্জ্জুন! স্থাবর-জঙ্গম যা কিছু পদার্থ আছে তা সমস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগে সৃষ্টি হয়েছে বলে জানবে। সাত অধ্যায়ে বলেছিলেন যে, পরা ক্ষেত্রজ্ঞ ও অপরা ক্ষেত্র সংযোগের ফলেই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। যিনি সর্বভূতে সমান ও সমভাবে অবস্থিত ভগবানকে দর্শন করেন তিনিই প্রকৃত তত্ত্বদর্শী। এরূপ ব্যক্তি আত্মার দ্বারা আত্মাকে হনন করেননা, সেজন্য তিনি পরম গতি লাভ করেন। কারণ, প্রকৃতিই সমস্ত কর্ম করেন। আত্মা অকর্ত্তা ও অসঙ্গ। প্রকৃতির গুণসঙ্গ বশতঃ এই আত্মায় কর্তৃত্বাভিমান আরোপিত হয়। অজ্ঞান দূর হলেই প্রকৃতির সঙ্গ ত্যাগ হয়। তখন পরমেশ্বরের পরম স্বরূপ প্রতিভাত হয়।

আত্মাকে যিনি অকর্ত্তা নিঃসঙ্গ রূপে দর্শন করেন তিনিই প্রকৃতদর্শী; এরূপ ব্যক্তিকে হত্যাজনিত পাপ-পুণ্য স্পর্শ করতে পারেনা। হে কৌন্তেয়! অনাদি ও নির্গুণ বলে এই পরমাত্মা অবিকারী। দেহে থেকেও তিনি কিছুই করেন না এবং কোনো কর্মেও লিপ্ত হননা। আকাশ যেরূপ সকল বস্তুতে অবস্থিত থেকেও অতি সূক্ষ্মতা হেতু কোনো বস্তুতে লিপ্ত হয়না, তদ্রূপ আত্মাও সর্বদেহে অবস্থিত থেকেও কিছুতেই লিপ্ত হয়না। অর্থাৎ আকাশ সর্বব্যাপী হয়েও সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ সলিলাদির পঙ্কাদির দোষ-গুণে লিপ্ত হয়না ঠিক তেমনি আত্মাও সকল দেহে অবস্থান করলেও দৈহিক দোষ-গুণে লিপ্ত হয়না।

দেহে যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপে অবস্থিত, সকল ভূতে তিনিই অব্যক্ত মূর্ত্তিতে অবস্থিত। তিনিই পরমাত্মা, জগতের বিভিন্নতার মধ্যে যিনি সেই এক ব্রহ্ম সত্ত্বারই উপলব্ধি করেন এবং যখন সেই এক ব্রহ্ম থেকে বিভিন্নের অভিব্যক্তি এই কথা বুঝতে পারেন, তখন তিনি ব্রহ্মভাব লাভ করে মুক্তি লাভ করেন।

হে ভারত! এক সূর্য যেভাবে সমস্ত জগতকে প্রকাশ করেন, তদ্রূপ এক ক্ষেত্রজ্ঞ (আত্মাও) সমস্ত দেহকে (ক্ষেত্রকে) প্রকাশ করেন। এই কথার তাৎপর্য হলো— এক সূর্য সকলের প্রকাশক অথচ নির্লিপ্ত, আত্মাও তদনুরূপ। প্রকৃত কথা হলো— আত্মার কখনো বন্ধন নেই। আত্মা নিত্য-মুক্ত-শুদ্ধ-স্বভাব। প্রকৃতির গুণসঙ্গ বশতঃ তার এ দুর্গতি। প্রকৃতির সংযোগেই বন্ধন এবং প্রকৃতির বিয়োগেই মুক্তি বা মোক্ষ।

শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে এই অধ্যায়ের শেষে সারাংশ স্বরূপ বলেছেন যে- - যারা জ্ঞান চোখের দ্বারা আত্মার ভেদ দর্শন করেন তারাই মুক্তির অধিকারী। অর্থাৎ দেহাত্মবোধ নতুবা দেহে আত্মবোধ এটাই অজ্ঞান বা বন্ধন। দেহ ও দেহী ভিন্ন। দেহ-দেহীর পার্থক্য জ্ঞানই মোক্ষ। এই সমস্ত তত্ত্ব জানা ব্যক্তিগণই পরমপদ প্রাপ্ত হন। এই অধ্যায়ে প্রকৃতার্থে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের নতুবা পুরুষ ও প্রকৃতির বিচার বর্ণিত হয়েছে বলে এই অধ্যায়কে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগযোগ বা প্রকৃত-পুরুষ-বিভাগযোগ বলা হয়েছে।

যোগেদি ক্লেশেন বিনাপি কথা, মাত্রান্নরো যাতিমুদা পরম্পদম্।
তৎ কৃষ্ণমানন্দ নিধং সদা ভজে, স্বপাদপদ্মালিজন প্রিয়ং বিভূম্।।

হে সামাজিক সব! দেখ যোগ, সাংখ্য, ধ্যান, কর্ম করিবে নপারিলেও কেবল শ্রবণে পরম্ গতি লভে। এতেকে যিমান পারা শ্রদ্ধায়ে হরি কথা শুনি ডাকি হরি-বোল-হরি।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ কিংবা
প্রকৃতিপুরুষবিভাগযোগো নাম
ত্রয়োদশো২ধ্যায়।।

পুষ্পকৃত্যোঃ স্বতন্ত্রত্বং বারয়ন্ গুণসঙ্গতঃ।
প্রাহ সংসারবৈচিত্র্যং বিস্তরেণ চতুর্দ্দশে।।
কৃষ্ণাধীন গুণাসঙ্গ প্রসঞ্জিত ভবাম্বুধিম্।
সুখং তরতি মদ্ভক্ত ইত্যভাষি চতুর্দ্দশে।।

সৃষ্টি কার্যে পুরুষ ও প্রকৃতির স্বতন্ত্রতা নেই। ত্রিগুণের সম্পর্কেই সাংসারিক বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে। শ্রীভগবান চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে সবিস্তারে এই কথাই বলেছেন। ভগবদ্ভক্তই শ্রীকৃষ্ণাধীন ত্রিগুণ সম্বন্ধে উৎপন্ন সংসার সমুদ্র অনায়াসেই উত্তীর্ণ হতে পারেন। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান এরূপ উপদেশ দিয়েছেন।

ইতি– শ্রীধরস্বামীকৃত গীতার্থ সংগ্রহঃ।

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ।।

চতুর্দ্দশো অধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্ জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতোগতাঃ।। ১

১। শ্রীভগবান উবাচ— জ্ঞানানাং (জ্ঞানসমূহের মধ্যে) উত্তমং পরং জ্ঞানং (উত্তম, পরম জ্ঞান) ভূয়ঃ (পুনরায়) প্রবক্ষ্যামি (বলছি), যৎজ্ঞাত্বা (যা জেনে) সর্ব্ব মুনয়ঃ (সকল মুণিগণ) ইতঃ (এই দেহবন্ধন থেকে) পরাং সিদ্ধিংগতাঃ (পরম সিদ্ধি লাভ করেছেন)।

শ্রীভগবান বললেন— আমি পুনরায় জ্ঞানসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম জ্ঞানের কথা বলছি; যা শুনে মুনিগণও এই দেহবন্ধন থেকে মোক্ষ লাভ করেছেন।১

পুরুষ অকর্ত্তা হলেও প্রকৃতির গুণসঙ্গ দোষে, জীব নানা যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে সুখ-দুঃখ ভোগ করে এবং সংসারিত্বের কারণ হয়। সাংখ্য যোগের কথা দ্বিতীয় অধ্যায়ে, জীবের স্বরূপ সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব রহিত ইত্যাদি কথা বলে সপ্তম অধ্যায়ে অপরা ও পরা প্রকৃতির কথা বলেছেন। পুনঃ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, পুরুষ-প্রকৃতির তত্ত্ব বর্ণনা করেছেন কিন্তু এই অধ্যায়ে প্রকৃতির তিনটি গুণ ও লক্ষণ, জীব কিভাবে প্রকৃতি পাশে আবদ্ধ হয়, ইত্যাদি বিষয়ে কিছুই বলেননি; তাই এই কথাগুলি বলার জন্য ভূয়ঃ অর্থাৎ পুনরায় বলছি বলে বক্তব্য বিষয় আরম্ভ করেছেন।

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ।। ২

২। ইদং জ্ঞানং উপাশ্রিত্য (এই জ্ঞানকে আশ্রয় করে) মম সাধর্ম্ম্যং

(আমার স্বরূপ) আগতাঃ (প্রাপ্ত হয়ে) সর্গে চ অপি (সৃষ্টিকালেও) ন উপজায়ন্তে (জন্ম গ্রহণ করেননা) প্রলয়ে চ ন ব্যথন্তি (এবং প্রলয় কালেও ব্যথিত হননা)।

এই জ্ঞানকে আশ্রয় করে যারা আমার স্বরূপের সংগে অভিন্নতা লাভ করেন অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হন, তারা সৃষ্টি কালেও জন্ম গ্রহণ করেননা, প্রলয় কালেও ব্যথিত হননা অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু অতিক্রম করেন। ২

এই জ্ঞানকে আশ্রয় করে অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতি এবং অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতির ভেদজ্ঞান, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান, দেহাত্মা বিবেক অথবা আত্মজ্ঞানকে আশ্রয় করলে আমার স্বাধর্ম্য লাভ অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ করে জন্ম-মৃত্যু অতিক্রম করেন। শ্লোকটিতে আমার সংগে এক হয়ে যায় এই কথা না বলে 'মমসাধর্ম্ম্যমাগতা' এই কথা বলার তাৎপর্য হলো আমার যেমন জন্ম-মৃত্যু নেই তেমনি জীবও ত্রিগুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে জন্ম-মৃত্যু অতিক্রম করেন।

মম যোনির্ম্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত।। ৩

৩। হে ভারত। মহদ্‌ব্রহ্ম (প্রকৃতি) মম যোনিঃ (আমার যোনি, গর্ভাধান স্থান) তস্মিন্ (তাতে) অহং (আমি) গর্ভং (জগতের বীজ) দধামি (নিক্ষেপ করি) ততঃ (সেখান থেকে) সর্ব্বভূতানাং (সমস্ত জীবের) সম্ভবঃ ভবতি (উৎপত্তি হয়)।

হে ভারত। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই আমার গর্ভধারণের স্থান; আমি তাতে গর্ভাধান করি। সেখান থেকেই সমস্ত জীবের উৎপত্তি হয়। ৩

কপিলকৃত সাংখ্য দর্শন মতে, পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েই অনাদি ও স্বতন্ত্র। প্রকৃতি স্বয়ং জগৎ প্রসব ধর্ম্মী। কিন্তু গীতার মতে, প্রকৃতি স্বতন্ত্র নয় এবং সৃষ্টিও করতে পারেননা (প্রসবের ক্ষমতা তার নেই)। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের সঙ্কল্পই প্রকৃতির গর্ভাধানের স্বরূপ। প্রকৃতির স্বতন্ত্র সৃষ্টির সামর্থ্য নেই।

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা।। ৪

৪। হে কৌন্তেয়! সর্ব্বযোনিষু (সকল যোনিতে) মহদ্‌ব্রহ্ম (প্রকৃতি) তাসাং যোনিঃ (তাদের মাতৃস্থানীয়া) অহং বীজপ্রদঃ পিতা (গর্ভাধান কর্ত্তা পিতা আমি)।

হে কৌন্তেয়! দেবতা, মানুষ প্রভৃতি বিভিন্ন যোনিতে যে সমস্ত শরীর উৎপন্ন হয়, প্রকৃতি (মায়া) তাদের মা এবং আমিই গর্ভাধান (বীজপ্রদ) কর্ত্তা পিতা। ৪

বেদান্তের মতে ঈশ্বর ঈক্ষণ শক্তির দ্বারা মায়াময় জগৎ সৃষ্টির সামর্থ্য লাভ করেন। বেদান্তের মায়া ও গীতা সাংখ্যের প্রকৃতি একই তত্ত্ব! কিন্তু কপিলের সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতি ও পুরুষ গীতা সাংখ্যের পরা ও অপরা প্রকৃতি ঠিক এক নয়।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্।। ৫

৫। হে মহাবাহো! সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি (এই) প্রকৃতি সম্ভবাঃ গুণাঃ (প্রকৃতিজাত তিনটি গুণ) দেহে অব্যয়ং (শরীরে নির্ব্বিকার) দেহিনং (আত্মাকে) নিবধ্নন্তি (বন্ধন বা আবদ্ধ করে রাখে)।

হে মহাবাহো! সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটি গুণ প্রকৃতি থেকেই উৎপন্ন হয়ে দেহের মধ্যেই আত্মাকে বন্ধন করে রাখে অর্থাৎ বিকারবিহীন দেহীকে সুখ-দুঃখ মোহাদির দ্বারাই আবদ্ধ করে রাখে। ৫

জীবাত্মা অবিকারী হলেও প্রকৃতির গুণসঙ্গ দোষে দেহাত্মভাব প্রাপ্ত হয়ে সুখদুঃখ ভোগ করেন। অবিকারী জীব হয়েও হরি বিমুখ হওয়ার জন্য জীব প্রকৃতির গুণসঙ্গ দোষে দুঃখ-দুর্গতি ভোগ করেন।

"হরি বিমুখ হোয়ে যিটোনর, ধরে বিষ্ণুমায়া তাক।
এহি দেহা মোর, বোলে অজ্ঞানত, পাসরে নিজ আত্মাক।।"

(নামঘোষা)

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ।। ৬

৬। হে অনঘ! (নিষ্পাপ অর্জ্জুন)! তত্র (সেই তিনটি গুণের মধ্যে) নির্ম্মল ত্বাৎ (নির্মল হওয়ার জন্য) প্রকাশকম্ (প্রকাশশীল) অনাময়ং (নিরুপদ্রব), সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) সুখ সঙ্গেন জ্ঞানসঙ্গেন চ (সুখ ও জ্ঞানরূপ সঙ্গের দ্বারা) বধ্নাতি (আত্মাকে বন্ধন করে)।

হে অনঘ! এই তিনগুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্মল বলে প্রকাশক ও নির্দোষ; এই সত্ত্বগুণ সুখসঙ্গ ও জ্ঞানসঙ্গ দ্বারা আত্মাকে বন্ধন করে রাখে। ৬

হোয়ে জ্ঞানশূন্য কোন পাপ পুণ্য করিতে নপারে সার।
বিষয় আকুল সম্যক বাতুল নুগুছে যাতনা তার।।

(—নবসিদ্ধ)

শ্রীকৃষ্ণ বিমুখতার অপরাধে অব্যয় জীব দেহভাব নিয়ে সুখ দুঃখ ভোগ করে, এই কথা সমস্ত শাস্ত্রেই দৃঢ়স্বরে বলা হয়েছে। 'রত্নাবলী'তেও এই কথারই প্রতিধ্বনি—

"কহো অজ্ঞানর যেন কারণ সাক্ষাত।
যেখনে বিমুখ ভৈল কৃষ্ণর সেবাত।।
তেখনে কৃষ্ণর মায়া পাইলেক জীবক।
মহামূঢ় হৈয়া যেখন পাসরিলে স্বরূপক।।"

নামঘোষায় বলেছেন,—

"হরিপদসেবা নকরে নিমিত্তে মায়ায় বান্ধি ফুরায়।।"

কীর্ত্তনঘোষাতেও আছে,—

"নুফুরে সদা হরি গুণ গায়া।
জানিবা মুহিলে বিষ্ণুর মায়া।।
হরি কীর্ত্তনত নিদিলে চিত্ত।
সিটো ভাগ্যহীন ভৈল বঞ্চিত।।"

চৈতন্য চরিতামৃতে বলেছেন,—

"কৃষ্ণভুলি জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ।।"

জীব সনাতন, নিত্য, অব্যয়, আনন্দ চৈতন্যস্বরূপ, হয়েও হরি বিমুখতার অপরাধে চৈতন্য আবৃত হয়ে মহাদুঃখ ভোগ করেন।

রত্নাকরে বলেছেন,—

"অতিসূক্ষ্মরূপ অনিন্দ স্বরূপ চৈতন্যরূপ ঈশ্বর।
তাহাতে মায়ায় থাকিলেক নিজ আনন্দ সুখ জীবর।।"

এই দুস্তরা মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার একমাত্র উপায় হল, কায়মনোবাক্যে তার শরণাগত হওয়া।

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গ সমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্।। ৭

৭। হে কৌন্তেয়! রজঃ (রজোগুণ) রাগাত্মকং (অনুরাগ স্বরূপ) তৃষ্ণাসঙ্গ সমুদ্ভবম্ (তৃষ্ণা ও আসক্তির উৎপাদক) বিদ্ধি (জানবে); তৎ (সেই) কর্ম্মসঙ্গেন (কর্মশক্তির দ্বারা) দেহিনং নিবধ্নাতি (আত্মাকে আবদ্ধ করে)।

হে অর্জ্জুন! রজোগুণ রাগাত্মক; তৃষ্ণা ও আসক্তির উৎস স্বরূপ। ইহা সেই কর্মশক্তির দ্বারা দেহীকে (আত্মাকে) বন্ধন করে। ৭

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত।। ৮

৮। হে ভারত! তমঃ তু অজ্ঞানজং (তমোগুণ অজ্ঞান থেকে জাত) সর্ব্বদেহিনাং (সমস্ত জীবের) মোহনং (ভ্রান্তিমূলক) বিদ্ধি (জানবে); তৎ (সেই) প্রমাদ-আলস্যনিদ্রাভিঃ (ভ্রম বা অনবধানতা, আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা) নিবধ্নাতি (আত্মাকে বন্ধন করে রাখে)।

হে ভারত! তমোগুণ অজ্ঞান থেকে জাত এবং দেহীগণের ভ্রান্তিজনক। এই প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা প্রভৃতির দ্বারা জীবকে আবদ্ধ করে। ৮

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত।। ৯

৯। হে ভারত! সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি (সত্ত্বগুণে দেহীকে মুগ্ধ করে) রজঃ কর্ম্মণি (কর্মে) উত (এবং) তমঃ তু জ্ঞানম্ আবৃত্য (জ্ঞানকে আবৃত রেখে) প্রমাদে সঞ্জয়তি (নিমগ্ন করে)।

হে ভারত! সত্ত্বগুণ দেহীকে সুখে আবদ্ধ করে, রজোগুণ কর্মে আবদ্ধ করে, কিন্তু তমোগুণ জ্ঞানকে ঢেকে রেখে প্রমাদ (কর্ত্তব্য বিমূঢ়তা বা অনবধানতা) উৎপন্ন করে। ৯

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা।। ১০

১০। হে ভারত! সত্ত্বং (সত্ত্বগুণে) রজঃ তমঃ চ অভিভূয় (রজো ও তমোগুণকে অভিভূত করে) ভবতি (প্রবল হয়); রজঃ (রজোগুণ) সত্ত্বং তমঃ চ (সত্ত্ব ও তমোগুণকে) [অভিভূত করে] তথা তমঃ (এবং তমোগুণ) সত্ত্বং রজঃ এব চ (সত্ত্ব ও রজোগুণকে) [অভিভূত করে প্রবল হয়]।

হে ভারত! রজো ও তমোগুণকে অভিভূত (পরাস্ত) করে সত্ত্বগুণ প্রবল হয়; রজো ও সত্ত্বগুণকে অভিভূত করে তমোগুণ প্রবল হয়। ১০

ছয় থেকে দশ শ্লোক পর্যন্ত সত্ত্ব, রজ, তম গুণ তিনটির পৃথক লক্ষণ বলে, জীবকে কিভাবে এই গুণগুলি আবদ্ধ করে সেই বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী সত্ত্ব, রজঃ, তমো এই তিনটি গুণ। সত্ত্বগুণ জীবের উন্নতি পথের সহায়ক হলেও এই রজস্তম মিশ্রিত হেতু বন্ধনের কারণ বলা হয়েছে। সাধারণত সত্ত্বগুণ বললে রজস্তম মিশ্রিত আছে বলে বুঝতে হবে। কিন্তু রজস্তম শূন্য সত্ত্বগুণ শুদ্ধসত্ত্ব, এ শুদ্ধসত্ত্ব গুণই জীবের প্রকৃত মোক্ষের কারণ।

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্ বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত।। ১১

১১। যদা অস্মিন্ (যখন এই) দেহে সর্ব্বদ্বারেষু (দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারে) জ্ঞানং প্রকাশঃ (জ্ঞানরূপ প্রকাশ) উপজায়তে (উৎপন্ন হয়) তদা উত (তখনই) সত্ত্বং বিবৃদ্ধং (সত্ত্বগুণ প্রবল হয়েছে) ইতি বিদ্যাৎ (এই কথা জানবে)।

হে অর্জ্জুন! যখনই এই দেহে শ্রোত্রাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারে প্রকাশ অর্থাৎ নির্মল জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখনই জানবে যে সত্ত্বগুণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত (উদয়) হয়েছে। ১১

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ।। ১২

১২। হে ভরতর্ষভ! লোভঃ (পরদ্রব্য গ্রহণের ইচ্ছা) প্রবৃত্তিঃ (সর্বদা কাজ করার ইচ্ছা) কর্ম্মণাম্ আরম্ভঃ (কর্মসমূহে উদ্যম) অশমঃ (অশান্তি, অস্থিরতা) স্পৃহা (বিষয় আকাঙ্খা) এইতানি (এই সকল চিহ্ন) রজসি বিবৃদ্ধে (রজোগুণ বৃদ্ধি পেলে) জায়ন্তে (উৎপন্ন হয়)।

হে ভরত শ্রেষ্ঠ! লোভ, সর্বদা কর্মে প্রবৃত্তি এবং সকল কর্মে উদ্যম, শান্তি ও তৃপ্তির অভাব, বিষয়ে আসক্তি— এই সকল লক্ষণ রজোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে প্রকাশ পায়। ১২

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এবচ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন।। ১৩

১৩। হে কুরুনন্দন! অপ্রকাশঃ (অন্ধকার, বিবেক ভ্রংশ) অপ্রবৃত্তিঃ চ (উদ্যমহীনতা, আলস্য) প্রমাদঃ (কাজে অমনোযোগিতা) মোহঃ (বিপর্যয় বুদ্ধি, মোহ) এবচ এতানি তমসি বিবৃদ্ধে (এই সকল তমোগুণ বৃদ্ধি পেলে) জায়ন্তে (উৎপন্ন হয়)।

হে কুরুনন্দন! তমোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলে বিবেক ভ্রংশ, উদ্যমহীনতা, কর্ত্তব্য কর্মে অমনোযোগিতা এবং মোহ বা বুদ্ধি-বিপর্যয়— এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।১৩

উপরিউক্ত একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শ্লোক পর্যন্ত সাত্ত্বিক, রাজসিক ও

তামসিক তিন প্রকার স্বভাবের লক্ষণ বর্ণনা করে মানুষ যে এই সকল সত্ত্ব, রজ, তমোগুণে আকৃষ্ট হয়, সেই কথা বলে পরবর্ত্তী শ্লোকে কোন গুণটি বৃদ্ধিকালে, জীব দেহত্যাগ করলে কি গতি প্রাপ্ত হয় সেই কথা বলেছেন।

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে।। ১৪

১৪। যদা তু (যখন) সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে (সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পেলে) দেহভৃৎ (জীব) প্রলয়ং (মৃত্যু) যাতি (প্রাপ্ত হয়) তদা উত্তমবিদাং (তখন উত্তম-তত্ত্বজ্ঞানীদিগের) অমলান লোকান (নির্মল লোকসমূহ) প্রতিপদ্যতে (প্রাপ্ত হয়)।

সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কালে যদি জীবের মৃত্যু হয়, তবে তিনি উত্তম ব্রহ্মবিদ্গণের প্রাপ্য প্রকাশময় দিব্যলোক প্রাপ্ত হন। ১৪

সত্ত্বগুণ প্রকাশকালে দেহত্যাগ করলে যদিও বা উত্তমলোক প্রাপ্ত হয় তবু তার দ্বারা জীবের মোক্ষ লাভ হয়না, পুনঃ সংসারেই পতন হয়। কারণ এই প্রাকৃত সত্ত্বগুণ রজস্তম মিশ্রিত। কিন্তু জীব যখন রজস্তম গুণ থেকে মুক্ত হয়ে কেবল শুদ্ধ সত্ত্বগুণে দেহত্যাগ করেন, তখনই জীবের পরম গতি হয়। এরূপ অবস্থাকেই 'ত্রিগুণাতীত' অবস্থা বলে।

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষুজায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে।। ১৫

১৫। রজসি (রজোগুণ বৃদ্ধি কালে) প্রলয়ং গত্বা (মৃত্যু প্রাপ্ত হলে) কর্ম্মসঙ্গিষু (কর্মে আসক্ত মানুষের মধ্যে) জায়তে (জন্ম লাভ করেন) তথা তমসি (তমোগুণ বৃদ্ধিকালে) প্রলীনঃ (মৃতব্যক্তি) মূঢ় যোনিষু (পশু প্রভৃতি যোনিতে) জায়তে (জন্ম লাভ করে)।

রজোগুণ বৃদ্ধিকালে মৃত ব্যক্তি কর্মাসক্ত নরলোকে জন্ম গ্রহণ করে এবং তমোগুণ বৃদ্ধি কালে মৃত্যু হলে পশু প্রভৃতি মূঢ় যোনিতে জন্ম লাভ করে।১৫

চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শ্লোকে কোন গুণ বৃদ্ধি হেতু জীব দেহত্যাগ করলে সদ্ অসদ্ প্রভৃতি যোনি প্রাপ্ত হয়, সেই কথা বলা হয়েছে। উপরিউক্ত এই তিনটি গুণই জীবের বন্ধনের কারণ। এজন্য গীতায় অর্জ্জুনকে ত্রিগুণাতীত হতে

বলা হয়েছে। (২।৪৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসং ফলম্।। ১৬

১৬। [জ্ঞানীগণ] সুকৃতস্য কর্ম্মণঃ (সাত্ত্বিক কর্মের) সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলং আহুঃ (বলেছেন); রজসঃ তু (রাজসিক কর্মের) ফলং দুঃখং; তমসঃ (তামসিক কর্মের) ফলম্ অজ্ঞানং।

সাত্ত্বিক পুণ্যকর্মের ফল নির্মল সুখ, রাজসিক কর্মের ফল দুঃখ ও তামসিক কর্মের ফল অজ্ঞান; তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণ এরূপ বলে থাকেন। ১৬

শ্লোকটিতে সত্ত্ব, রজো ও তমো গুণ অনুসারে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কর্মের ফল কি ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইষ্ট অনিষ্ট সমস্ত কর্মই তো জীবের বন্ধনের কারণ।

সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এবচ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ।। ১৭

১৭। সত্ত্বাৎ (সত্ত্বগুণ থেকে) জ্ঞানং সঞ্জায়তে (জ্ঞান উৎপন্ন হয়) রজসঃ (রজোগুণ থেকে) লোভঃ এব চ (এবং লোভ উৎপন্ন হয়); তমসঃ (তমোগুণ থেকে) অজ্ঞানং প্রমাদমোহৌ এব চ (অজ্ঞান, প্রমাদ ও মোহ) ভবত (হয়)।

সত্ত্বগুণ থেকে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, রজোগুণ থেকে লোভ এবং তমোগুণ থেকে মোহ, অজ্ঞান ও প্রমাদ উৎপন্ন হয়। ১৭

শ্লোকটিতে কোন গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলে কি কি ভাবের উৎপন্ন হয় সে কথা বলা হয়েছে।

উর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ।। ১৮

১৮। সত্ত্বস্থাঃ (সত্ত্বগুণ যুক্ত পুরুষগণ) উর্দ্ধং (উর্দ্ধলোকে অর্থাৎ স্বর্গলোকে) গচ্ছন্তি (গমন করেন); রাজসাঃ (রজোগুণ যুক্ত পুরুষগণ) মধ্যেতিষ্ঠন্তি (মধ্যে অর্থাৎ মনুষ্যলোকে অবস্থান করেন); জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা (নিকৃষ্ট গুণাবলম্বী) তামসাঃ

(তমোগুণ বিশিষ্ট পুরুষগণ) অধঃ গচ্ছন্তি (অধোগতি প্রাপ্ত হয়)।

সত্ত্বগুণযুক্ত পুরুষগণ স্বর্গে গমন করেন, রজোগুণসম্পন্ন পুরুষগণ পৃথিবীতে অবস্থান করেন এবং প্রমাদ, মোহাদি জঘন্য গুণ বৃত্তিতে অবস্থিত তমোগুণযুক্ত পুরুষগণ পশু প্রভৃতি যোনি প্রাপ্ত হন। ১৮

শ্লোকটিতে সত্ত্ব, রজো ও তমোগুণের প্রাধান্য হেতু জীবের কি গতি হয়, তা বলা হয়েছে। সত্ত্বগুণ প্রধান ব্যক্তিগণ দিব্য লোকের অধিকারী হন সত্য, কিন্তু মোক্ষ প্রাপ্তি অর্থাৎ শ্রীভগবানের পরম পদ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন। অধিকন্তু লোক বিশ্বাসী দেবলোক থেকে পুণ্যক্ষয় হেতু তার পতনই হয়। (৯।২০, ২১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

সত্ত্ব, রজো, তমো এই তিনগুণে জীবের মোক্ষ লাভ হয় না। এজন্য পববর্ত্তী উনিশ, বিশ শ্লোকে জীবের মোক্ষ প্রাপ্তির বিষয়ে বর্ণনা করেছেন।

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি।। ১৯

১৯। যদা দ্রষ্টা (যখন উদাসীনরূপে দর্শক স্বরূপ পুরুষ) গুণেভ্যঃ (ত্রিগুণ ভিন্ন) অন্যং কর্ত্তারং (অন্যকে কর্ত্তা বলে) ন অনুপশ্যতি (দেখেননা); গুণেভ্যঃচ পরং (গুণসমূহের অতীত বস্তু আত্মাকে) বেত্তি (জানেন) তদা (তখন) সঃ (তিনি) মদ্ভাবম্ (আমার ভাব, ব্রহ্মভাব) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন)।

যখন দ্রষ্টা জীব বিবেকী হয়ে সত্ত্বাদি গুণ ব্যতীত অন্য কাউকে কর্ত্তা বলে স্বীকার করেননা (অর্থাৎ প্রকৃতিই কর্ম করে, আমি করিনা এই কথা বুঝতে পারেন) এবং ত্রিগুণের অতীত পরম বস্তুকে অর্থাৎ আত্মাকে জ্ঞাত হন, তখন তিনি আমার ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মভাব বা ত্রিগুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হন। ১৯

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরা দুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে।। ২০

২০। দেহী (জীব) দেহসমুদ্ভবান্ (দেহ উৎপত্তির বীজ স্বরূপ) এতান ত্রীন্-গুণান '(এই তিন গুণ) অতীত্য (অতিক্রম করে) জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখৈঃ বিমুক্তঃ (জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখ থেকে বিমুক্ত হয়ে) অমৃতম্ অশ্নুতে (অমৃত

অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন)।

জীব দেহ উৎপত্তির বীজ স্বরূপ সত্ত্বাদি এই তিনগুণ অতিক্রম করে জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখ থেকে বিমুক্ত হয়ে পরমানন্দস্বরূপ অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন। ২০

প্রকৃতির গুণসঙ্গদোষই জীবের দেহোৎপত্তি ও সংসার বন্ধনের কারণ। প্রকৃতির তিন গুণকে অতিক্রম করতে পারলেই জীবের মুক্তি। ত্রিগুণের অতীত পরমবস্তু পরমেশ্বরকে জেনে তাতে আত্মসমর্পণ করলেই ব্রহ্মভাব লাভ হয় ও জন্ম-মৃত্যুও অতিক্রম করা যায়। 'রত্নাকর' গ্রন্থে বলেছেন—

"ঈশ্বরতকৈ জীব ভিন্ন নুহে শান্ত অধিকারী হয়।
ভ্রান্তিয়ে অজ্ঞানে আবরীত হৈয়া আপোনাক নজানয়।।
কৃষ্ণ পায়ে এক শরণ করি ভকতি।
অতি অজ্ঞানীয়ো অনায়াসে লভে দুর্লভ পরম গতি।।"

অর্জ্জুন উবাচ

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে।। ২১

২১। অর্জ্জুন উবাচ— হে প্রভো! কৈঃ লিঙ্গৈঃ (কি কি চিহ্নের দ্বারা) [জীব] এতান অতীতঃ (এইগুণ সকল থেকে মুক্ত) ভবতি (হন); কিম্ আচারঃ (কিরূপ আচারণ করে) কথং চ (এবং কি প্রকারে) এতান্ ত্রীন্ গুণান্ (এই তিনগুণের) অতিবর্ত্ততে (অতিক্রম করেন)।

অর্জ্জুন বললেন— হে প্রভো! কি কি লক্ষণের (চিহ্ন) দ্বারা বুঝা যায় যে, জীব ত্রিগুণ অতিক্রম করেছেন? তার আচারণ বা কিরূপ? এবং কি প্রকারে তিনি ত্রিগুণ অতিক্রম করেন? ২১

আগের শ্লোকে শ্রীভগবান ত্রিগুণাতীত হলেই মোক্ষলাভ হয়— এই কথা

বলেছেন, এজন্য অর্জ্জুন এখানে জিজ্ঞাসা করেছেন যে, ত্রিগুণাতীত পুরুষের লক্ষণ কি এবং ত্রিগুণাতীত হওয়ার উপায় কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বাইশ, তেইশ ও চব্বিশ শ্লোকে ত্রিগুণাতীত পুরুষের লক্ষণসমূহ ও ছাব্বিশ শ্লোকে ত্রিগুণাতীত হবার উপায়সমূহের বর্ণনা করেছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি।। ২২

২২। শ্রীভগবান উবাচ— হে পাণ্ডব! প্রকাশং চ (প্রকাশ অর্থাৎ জ্ঞান) প্রবৃত্তিং চ (এবং কর্ম প্রবৃত্তি) মোহমেব চ (এবং মোহ) সংপ্রবৃত্তানি (সমুদিত হলে, প্রবৃত্ত হলে) [যিনি] ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না) ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেননা) [তাঁকে গুণাতীত বলা হয়]।

শ্রীভগবান বললেন— হে পাণ্ডব! সত্ত্বগুণের ধর্ম প্রকাশ বা জ্ঞান, রজোগুণের ধর্ম কর্ম প্রবৃত্তি, এবং তমোগুণের ধর্ম মোহ। এইসকল গুণধর্মে প্রবৃত্ত হয়েও যিনি সুখ বুদ্ধিতে দ্বেষ করেন না এবং এইসকল গুণধর্মে নিবৃত্ত হয়েও যিনি সুখ বুদ্ধির আকাঙ্ক্ষা করেন না তিনিই গুণাতীত বলে অভিহিত হন। ২২

দেহ থাকলে ত্রিগুণের কাজ চলবেই। ইন্দ্রিয়াদি স্ব স্ব প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করবেই। কিন্তু আমি এগুলিতে লিপ্ত নই। এই জ্ঞান যার হয়েছে তিনিই ত্রিগুণাতীত। শ্রবণ, দর্শন, মনন, গ্রহণ ইত্যাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়কর্মে দেহী নির্লিপ্ত থাকেন। (৫।৮।৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে।। ২৩

২৩। যঃ (যিনি) উদাসীনবৎ অসীনঃ (উদাসীনের মত স্থিত হয়ে) গুণৈঃ ন বিচাল্যতে (গুণসমূহের দ্বারা চঞ্চল বা বিচলিত হননা) গুণাঃ বর্ত্তন্তে (গুণসমূহ স্বস্বকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েছে) ইত্যেবং (এরূপ জেনে) যঃ অবতিষ্ঠতি (যিনি অবস্থান

করেন) ন ইঙ্গতে (চঞ্চল হননা), [তিনিই গুণাতীত বলে উক্ত হন]।

যিনি উদাসীনের ন্যায় সাক্ষীস্বরূপ অবস্থান করেন; সত্ত্বাদি গুণকার্য্য, সুখ-দুঃখাদি দ্বারা চঞ্চল বা বিচলিত হন না, গুণসমূহ নিজ নিজ কাজে রত, আমার সংগে এদের কোনো সম্পর্ক নেই, এরূপ ভেবে যিনি চঞ্চল হননা, তিনিই গুণাতীত বলে অভিহিত হন। ২৩

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ।। ২৪

২৪। যঃ সমদুঃখসুখঃ (যিনি সুখ-দুঃখে সমান জ্ঞান বিশিষ্ট) স্বস্থঃ (আত্মস্বরূপে অবস্থিত) সমলোষ্টাশ্ম কাঞ্চনঃ (মৃত্তিকা প্রস্তর ও সুবর্ণে সমান জ্ঞান সম্পন্ন) তুল্য প্রিয়াপ্রিয়ঃ (প্রিয়-অপ্রিয়ে যার সমান জ্ঞান) ধীরঃ (বুদ্ধিমান) তুল্য নিন্দাত্ম সংস্তুতিঃ (নিজের নিন্দা প্রশংসায় যার সমান জ্ঞান) [তিনিই গুণাতীত]।

যার সুখ-দুঃখে সমান জ্ঞান, যিনি স্বস্থঃ অর্থাৎ আত্মরূপেই স্থিত, মাটি, পাথর ও সোনায় যার সমান জ্ঞান, যিনি প্রিয়ে-অপ্রিয়ে সমান, নিজের নিন্দা প্রশংসায় সমজ্ঞান করেন, যিনি বুদ্ধিমান তিনিই গুণাতীত বলে অভিহিত হন।২৪

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে।। ২৫

২৫। যঃ মানাপমানয়োঃ তুল্য (যিনি মানঅপমান সমান বুদ্ধি সম্পন্ন) মিত্রারি পক্ষয়োঃ (মিত্র ও শত্রুপক্ষে) তুল্যঃ (সমান বুদ্ধি সম্পন্ন) সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী (সকল প্রকার উদ্যম পরিত্যাগী) সঃ গুণাতীতঃ উচ্যতে (তিনিই গুণাতীত বলে কথিত হন)।

মান, অপমান এবং শত্রু মিত্র পক্ষে যার সমান জ্ঞান এবং ফলাকাঙ্ক্ষা করে যিনি কোনো কাজ করেননা এরূপ ব্যক্তিই গুণাতীত বলে কথিত হন।২৫

একুশ থেকে পঁচিশ শ্লোক পর্যন্ত ত্রিগুণাতীত পুরুষের লক্ষণ, তের অধ্যায়ের জ্ঞানের লক্ষণ, বার অধ্যায়ের ভক্তের লক্ষণ, ছয় অধ্যায়ের যোগীর লক্ষণ, এবং তিন ও চার অধ্যায়ের কর্মযোগীর লক্ষণ প্রায় এক বললেই হয়। অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানী, ভক্ত, যোগী এবং ত্রিগুণাতীত পুরুষের লক্ষণ ৩।২৫, ২৮, ৩০; ৪।১৮-

২৩; ৫।৭-১৮-২৬ এবং দুই অধ্যায়ের ২।৫৪-৭২ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ সকলের সিদ্ধাবস্থায় একই লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই ত্রিগুণাতীত অবস্থা কিভাবে প্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্মভাব পায়, সেই বিষয়ে শ্রীভগবান পরবর্তী শ্লোকে উল্লেখ করেছেন।

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।। ২৬

২৬। যঃ চ (যিনি) মাং (আমাকে) অব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন (একান্ত ভক্তিযোগ সহকারে) সেবতে (সেবা করেন) সঃ (তিনি) এতান্ গুণান্ সমতীত্য (সে সকল গুণ অতিক্রম করে) ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে (ব্রহ্মভাব লাভে সমর্থ হন)।

যিনি ঐকান্তিক ভক্তিযোগের দ্বারা আমার সেবা করেন, তিনি এই তিন গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির যোগ্য হন, এবং আমাকে পেতেও সমর্থ হন। ২৬

অন্য দেব-দেবীর সম্বন্ধ ত্যাগ করে একমাত্র দেবতা শ্রীকৃষ্ণে একশরণ হয়ে হরি ভজনকারী ভক্তিকে অব্যভিচারী ভক্তি বলে। শ্রীমাধবদেব নামঘোষাতে বলেছেন—

"কৃষ্ণকেসে মাত্র, ভজে যিটোজন, অব্যভিচারী ভকতি।
তিনিগুণ অতিক্রমি ব্রহ্মরূপ পায়ে, সিটো মহামতি।।"

শ্রীভগবানের শরণাগতি দ্বারা তিনগুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভাব লাভ হতে পারে।

"যাহার মায়াত, এতেক অনর্থ ভজোক হেন মুরারি।
একচিত্ত হৈয়া কৃষ্ণত ভকতি করি যি অব্যভিচারী।"

(—রত্নাকর)

"কৃষ্ণ পায়ে একশরণ পশিয়া হরিক্ত করি ভকতি।
অতি অজ্ঞানীয়ো অনায়াসে লভে দুর্লভ পরম গতি।।"

(—শ্রীনবসিদ্ধ)

শ্রীভগবানের সুদুস্তরা মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার একমাত্র উপায় তার শরণাগতি। (৭।১৪ দ্রষ্টব্য)।

ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ।। ২৭

২৭। হি (যেহেতু) অহং (আমি বাসুদেব) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মভাবের) প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়, স্থিতিস্থান) অব্যয়স্য চ (নিত্য অব্যয়) অমৃতস্য (মোক্ষের) [প্রতিষ্ঠা] শাশ্বতস্য (চিরন্তন, সনাতন) ধর্ম্মস্য চ (ধর্মেরও) [প্রতিষ্ঠা]; ঐকান্তিকস্য চ (অখণ্ডিত, ঐকান্তিক) সুখস্য (সুখের) [প্রতিষ্ঠা]।

যেহেতু আমি ব্রহ্মের (বাসুদেবের) নিত্য অমৃতের অর্থাৎ মোক্ষের, সনাতন ধর্মের এবং ঐকান্তিক সুখের প্রতিষ্ঠাতা। ২৭

আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠাতা ঘণীভূত ব্রহ্ম। যেমন সূর্য রশ্মির ঘণীভূত সূর্যমণ্ডল। তদ্রূপ আমি ঘণীভূত ব্রহ্ম। ব্রহ্মতত্ত্বের উপরেও ভাগবৎতত্ত্ব বা পুরুষোত্তম তত্ত্ব। গীতাই ক্ষর ও অক্ষর ব্রহ্মের উপরে পুরুষোত্তম তত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে। এই পুরুষোত্তম তত্ত্বকে ব্রহ্মতত্ত্বেরো মূল কারণ বলা হয়েছে। ৭।২৯ শ্লোকে বিষয়টির ইংগিত করে পরবর্ত্তী পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুরুষোত্তম তত্ত্বের বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের ভাবার্থ

গীতায় ৭।৪,৫ শ্লোকে পরা ও অপরা প্রকৃতির বিষয় এবং পূর্ববর্ত্তী ত্তের অধ্যায়ে পুরুষ ও প্রকৃতিবাদ বা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয় বিচার করা হয়েছে। পুরুষ অকর্ত্তা নিঃসঙ্গ হয়েও প্রকৃতির গুণসঙ্গ দোষে নানারূপ দুর্গতি ভোগ করেন এবং কর্মফলে আবদ্ধ হয়ে (প্রকৃতির গুণে) সদ্ ও অসদ্ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং সংসারিত্বের কারণ হন। তিন গুণে সমস্ত জগত আবদ্ধ। ৭।১৩।১৪ শ্লোকে ভগবানের গুণময়ী দৈবী মায়াকে সুদুস্তরা বলা হয়েছে। জগতের সকল জীবকে ত্রিগুণময়ী মায়াই আয়ত্ব করে রেখেছে। এই ত্রিগুণের লক্ষণসমূহ কি? এবং কিভাবে জীবসমূহকে এই ত্রিগুণ আবদ্ধ করে রেখেছে, কিভাবে ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে, প্রকৃতির গুণসঙ্গ দোষ থেকে কি ভাবে মুক্ত হতে পারি, এবং ত্রিগুণাতীত মায়ামুক্ত পুরুষের লক্ষণ কি? এই সমস্ত বিষয় এই পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে বলা হয় নি। অধিকন্তু ২।৪,৫ শ্লোকে কর্মযোগের উপদেশ দান প্রসংগে শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলেছিলেন— তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও, নির্দ্বন্দ্ব হও, নিত্যসত্ত্বস্থ হও। এই সকল কথার প্রকৃত মর্ম্ম কি আগের অধ্যায়ে তা বিশদভাবে বলা হয়নি। এজন্য এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে "ভূয়ঃ" পুনঃ এই কথা বলে পুনর্বার বিস্তারিতভাবে এই অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। ১৪।১,২ শ্লোক দুটিতে সর্বপ্রথমেই শ্রীভগবান বলেছেন যে— আমি আবার উল্লিখিত জ্ঞানসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম্ জ্ঞানের কথা বলি, যে জ্ঞান লাভ করে মুনিগণ এই বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরম গতি লাভ করেছিলেন। ১৪।২ শ্লোকে আরোও বলেছেন যে,— এই জ্ঞানকে আশ্রয় করে আমার স্বাধর্ম্য লাভ করে অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ করে আমার মত হয়, এরূপ ব্যক্তিরা জগতের সৃষ্টি কালেও জন্ম গ্রহণ করেননা এবং প্রলয়কালেও ব্যথিত হননা অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু অতিক্রম করেন।

১৪।১,২ শ্লোক দুটির তাৎপর্য এই যে সর্বোত্তম জ্ঞান অর্থাৎ আগের অধ্যায়ে যা বলা হয়েছে সমস্ত কর্ত্তৃত্বই প্রকৃতির, পুরুষ অকর্তা, নিঃসঙ্গ। প্রকৃতির গুণ সঙ্গ দোষেই জীবের সৎ-অসৎ যোনিতে জন্ম এবং সুখ-দুঃখময় সংসারিত্বের কারণ। প্রকৃতির গুণ কি কি? এর লক্ষণগুলিই বা কি কি? জীবকে কিভাবে আবদ্ধ করে?

প্রকৃতির পরিণাম হয়ে কিভাবেই তা জগৎ সৃষ্টি করে ইত্যাদি পুরুষ প্রকৃতিতত্ত্ব এবং ত্রিগুণতত্ত্ব জেনেই মুনিগণ দেহ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরমগতি লাভ করেছিলেন। যেহেতু এই জ্ঞানকে আশ্রয় করেই ত্রিগুণাতীত হয়ে আমার স্বাধর্ম্য লাভ করে। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির গুণসঙ্গ দোষ থেকে মুক্ত হয়েই জন্ম-মৃত্যু অতিক্রম করে থাকে। এজন্য এই চরাচর জগৎ প্রকৃতির পরিণাম, কিন্তু প্রকৃতির স্বয়ং সৃষ্টি সামর্থ নেই। ভগবানের সৃষ্টি সঙ্কল্পই প্রকৃতির গর্ভাধান স্বরূপ। এজন্য এই থেকেই সমস্ত ভূতের সৃষ্টি। সমস্ত ভূতসমূহের পিতৃস্বরূপ পরমেশ্বর এবং প্রকৃতি মাতৃস্বরূপিনী। ১৪।৩,৪ শ্লোক দুটিতে এই কথাই স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

নিরীশ্বরবাদী সাংখ্যমতে পুরুষ, প্রকৃতি উভয়ই অনাদি এবং প্রকৃতি স্বয়ং প্রসবধর্মী। কিন্তু গীতায় নিরীশ্বর সাঙ্খ্যবাদে সেশ্বর ঈশ্বরবাদ স্থাপন করে সাংখ্য দর্শনের সংগে গীতার সামঞ্জস্য করেছেন। সত্ত্ব, রজো ও তমঃ প্রকৃতির এই তিনটি গুণই পুরুষের সংসার বন্ধনের কারণ। ১৪।৫ শ্লোকে এই কথা বলে এই তিনটি গুণ কি রূপ এবং এগুলি কিভাবে জীবকে আবদ্ধ করে তা ১৪।৬-৮ শ্লোকগুলিতে বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনটি গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্মল প্রকাশক, নির্দোষ হলেও তা রজ মিশ্রিত বলে সুখসঙ্গ এবং জ্ঞানের দ্বারা আত্মাকে আবদ্ধ করে। মিশ্রিত সত্ত্বগুণের প্রভাবে পুরুষের ধর্ম সুখ ও জ্ঞান আবদ্ধ হয় অর্থাৎ আমি ধার্মিক, আমি সুখী, আমি জ্ঞানী ইত্যাদি অভিমান করে বিষয়ে আবদ্ধ হয়। রজোগুণের ধর্ম রাগাত্মক, এর ফল তৃষ্ণা ও আসক্তি। এজন্য জীব নানা কর্মে আসক্ত হয়ে আবদ্ধ হয়। পরিণামে দুঃখ ভোগ করতে হয়। তমোগুণ অজ্ঞানজাত, দেহীগণের ভ্রান্তিজনক, বহু কারণে তা জীবকে প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রাদির দ্বারা আবদ্ধ করে।

হে ভারত। সত্ত্বগুণ সুখকে, রজোগুণ কর্মকে এবং তমোগুণ জ্ঞানকে আবৃত করে প্রমাদ সৃষ্টি দ্বারা জীবকে আবদ্ধ করে। এই সত্ত্ব রজো ও তমোগুণ ভিন্ন ভিন্ন থাকেনা। রজো ও তমোগুণকে অভিভূত করে সত্ত্বগুণ প্রবল হয়। নতুবা সত্ত্ব ও রজোগুণকে অভিভূত করে রজোগুণ প্রবল হয়।

ত্রিগুণের বৈষম্যেই সংসার সৃষ্টি— এবং এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাই অব্যক্ত বা প্রলয়। হে ভারত। সনকাদি তিন প্রকার স্বভাবের লক্ষণ বলি শোন। অর্থাৎ কোন গুণ প্রবল হলে কি কি স্বভাবের লক্ষণ প্রকাশ পায় সেই কথা বলি

শ্রবণ কর। এই দেহে যখন শোত্রাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারে প্রকাশ বা নির্মল জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন জানবে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। যখন এই দেহে বিষয় স্পৃহা, কর্ম প্রবৃত্তি, শান্তি ও তৃপ্তির অভাব হেতু অস্থির ভাব প্রকাশ পায়, তখন রজোগুণ বৃদ্ধি হয়েছে বলে জানবে। হে কুরুনন্দন! যখন তমোগুণ প্রবল হয়, তখন বিবেক ভ্রংশ, নিরুদ্যমতা, কর্ত্তব্যের বিস্মরণ এবং মোহ বা বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটে। হে ভারত! সত্ত্বগুণ, রজোগুণ ও তমোগুণের কর্মসমূহ জ্ঞানকে আবৃত করে জীবকে অজ্ঞানতায় আবদ্ধ করে। অর্থাৎ তিনটি গুণই জীবের বন্ধনের কারণ।

কি গুণের বৃদ্ধি কালে দেহত্যাগ করলে জীবের কি গতি হয়, সে কথা বলি শ্রবণ করে। সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি কালে মৃত্যু হলে উত্তম দেবলোক (স্বর্গাদি) সকল প্রাপ্ত হয়। রজোগুণ বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হলে কর্মাসক্ত মানুষ যোনিতে জন্ম হয় এবং তমোগুণ বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হলে পশু প্রভৃতি মূঢ় যোনিতে জন্ম লাভ হয়।

হে অর্জ্জুন! সত্ত্বগুণ নির্মল প্রকাশময়, কিন্তু এই গুণ বৃদ্ধি কালে মৃত্যু হলে রজ মিশ্রিত হেতু স্বর্গাদিই প্রাপ্ত হয় কিন্তু মোক্ষ লাভ হয় না। পুণ্য ক্ষয় হলেই পুনঃ স্বর্গ থেকে পতন হয়। (৯।২১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ত্রিগুণাতীত হতে না পারলে অর্থাৎ রজঃ প্রভৃতি প্রকৃতি গুণ মুক্ত হয়ে একমাত্র শুদ্ধ সত্ত্বগুণে অবস্থান নাকরা পর্যন্ত জীবের মোক্ষ লাভ হয়না। ("শুদ্ধ সত্ত্বমতি কৃষ্ণভক্তি"— গোবিন্দ মিশ্রগীতা)।

সত্ত্বগুণ প্রধান লোকগণ স্বর্গাদি দিব্যলোক প্রাপ্ত হলেও তার পতন অবশ্যম্ভাবী, তাদের মোক্ষ কিংবা ভগবৎ প্রাপ্তি ঘটেনা, তাই এখন ত্রিগুণাতীতের লক্ষণ এবং ত্রিগুণাতীত হবার উপায় বলে মোক্ষ বা ভগবৎ প্রাপ্তির কথা বলি শোন। যখন দ্রষ্টা জীব 'গুণ' ভিন্ন অন্য কাউকে কর্ত্তা দেখেন না (অর্থাৎ প্রকৃতিই কর্ম করে, আমি কর্ম করিনা এই কথা বুঝতে পারে) এবং ত্রিগুণাতীত পরম বস্তুকে অর্থাৎ আত্মাকে জ্ঞাত হন, তখন তিনি আমার ভাব বা ত্রিগুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হন।

প্রকৃতির সত্ত্বাদি প্রভৃতি তিনটি গুণ অতিক্রম করতে পারলেই জন্ম, মৃত্যু, জরা ব্যাধির হাত থেকে মুক্ত হয়ে মোক্ষ লাভ করা যায়। ত্রিগুণাতীত হতে পারলেই মোক্ষ। এজন্য অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করেছেন, হে প্রভো! ত্রিগুণাতীতের

লক্ষণ কি? তার আচরণ কি? এবং ত্রিগুণাতীত হবার উপায় কি? তার উত্তরে শ্রীভগবান বলেছেন,– হে পাণ্ডব! তিনিই ত্রিগুণাতীত, যার সকল বিষয়ে সমত্ব বুদ্ধি। যিনি মান-অপমান, সুখ-দুঃখ, নিন্দা-স্তুতি, শত্রু-মিত্র তুল্য জ্ঞান করেন এবং কামনার বশবর্ত্তী হয়ে কোনো কাজ করেন না, তিনিই ত্রিগুণাতীত। একুশ থেকে পঁচিশ শ্লোক পর্যন্ত ত্রিগুণাতীতের লক্ষণসমূহের বর্ণনা করে পরবর্ত্তী ছাব্বিশ শ্লোকে ত্রিগুণাতীতের উপায় বলেছেন। হে অর্জ্জুন! যিনি অন্য দেবতা ভজনা করেন না, অব্যভিচারী ঐকান্তিক ভক্তিযোগ সহকারে আমার ভজনা করেন, তিনি এই তিন গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভাব লাভে সমর্থ হন। একমাত্র ভক্তিযোগের দ্বারাই ত্রিগুণাতীত হয়ে ব্রহ্মভাব, লাভ সম্ভব। যেহেতু আমি ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আমি ঘণীভূত ব্রহ্ম, শাশ্বত ধর্ম, ঐকান্তিক সুখ প্রভৃতি সমস্ত কিছুর আশ্রয় আমিই অর্থাৎ আমার পুরুষোত্তম স্বরূপের ভজনা করলেই ব্রহ্মভাব, মোক্ষলাভ, সনাতন ধর্ম ও ঐকান্তিক সুখ লাভ হয়। কারণ সকলেরই প্রতিষ্ঠা আমিই। অধ্যায়টির সমাপ্তিতে পুরুষোত্তম তত্ত্বের আভাস দিয়ে পরবর্ত্তী পনেরো অধ্যায়ে পুরুষোত্তম তত্ত্বের বিষয় বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন।

এই অধ্যায়টিতে সাধারণতঃ ত্রিগুণের বিষয় বর্ণনা করেছেন, সেজন্য অধ্যায়টির নাম রাখা হয়েছে, "গুণত্রয়বিভাগযোগঃ"।

ত্যক্ত্বান্যদেবতাসেবাং তদোপাসকসঙ্গতিম্।
ভক্তিং কৃষ্ণপদে কৃত্বা গুণান্ জিত্বা ভবংতরেৎ।।

হে লোকসব দেখ, অব্যভিচারী ভক্তি করি ভগবন্তক পায়। অন্যদেব সম্বন্ধক ব্যভিচার বুলি। এতেকে অন্যদেব উপাসকর– আলাপ মাত্রও নকরি ডাকি হরি বোল হরি।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে
গুণত্রয়বিভাগযোগোনাম–
চতুর্দ্দশো২ধ্যায়ঃ।

বৈরাগ্যেণ বিনা জ্ঞানং ন চ ভক্তিরতঃ স্ফুটম্।
বৈরাগ্যোপস্কৃতং জ্ঞানমীশঃ পঞ্চদশেহদিশৎ।
সংসার শাখিনং ছিত্বা স্পষ্টং পঞ্চদশে বিভুঃ।
পুরুষোত্তম যোগাখ্যে পরমপদমুপাদিশৎ।।

বৈরাগ্য ছাড়া জ্ঞান ও ভক্তির বিকাশ হয়না, এজন্য শ্রীভগবান পনের অধ্যায়ে বৈরাগ্যরূপ উপকরণের সংগে জ্ঞান প্রাপ্তির উপদেশ দিয়েছেন। পুরুষোত্তমযোগ নামক পঞ্চদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান সংসার বৃক্ষ ছেদন পূর্বক তাঁর পরমপদ লাভের উপায় স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেছেন।

যে মামেব সংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত।।

পঞ্চদশো অধ্যায়ঃ

পুরুষোত্তম যোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ

উর্দ্ধমূলমধঃ শাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ।। ১

১। উর্দ্ধমূলম্ (উপরদিকে যার মূল) অধঃশাখম্ (নীচের দিকে যার শাখা) অশ্বত্থং (সেই অশ্বত্থকে) [বেদবিদ্‌গণ] অব্যয়ং (অবিনাশী) প্রাহুঃ (বলে) যস্য পর্ণানি (যার পাতাগুলি) ছন্দাংসি (বেদসমূহ) তং যঃ বেদ (তাকে যিনি জানেন) সঃ বেদবিৎ (তিনি বেদবেত্তা)।

শ্রীভগবান বললেন— বেদবিদ্‌গণ বলেন যে, [সংসার রূপ] অশ্বত্থের মূল উপরের দিকে এবং শাখাগুলি নীচের দিকে; অবিনাশী বেদসমূহ তার পাতা স্বরূপ, যিনি এরূপ অশ্বত্থকে জানেন তিনি বেদবিদ্। ১

উর্দ্ধমূলং— উর্দ্ধ অর্থাৎ ক্ষর ও অক্ষরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম যার মূল। পুরুষোত্তম বা পরমাত্মা থেকেই সংসারের সৃষ্টি। এর মূল কারণ তিনিই।

এইস্থলে সংসারকে অশ্বত্থ গাছের সংগে তুলনা করা হয়েছে। এই সংসার গাছটি উর্দ্ধমূল, কেননা পুরুষোত্তম বা পরমাত্মা থেকেই এই গাছটির জন্ম হয়েছে। এই গাছের শাখা স্থানীয় মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারাদি পরিণামগুলি ক্রমশঃ অধোগামী, সেজন্য ইহা অধঃশাখা। এই সংসার গাছটি অব্যয়, কারণ ইহা অনাদি কাল থেকে নিযুক্ত। তিনটি বেদ এই সংসার গাছের পাতা কারণ পাতাগুলি যেমন গাছের আচ্ছাদন হেতু রক্ষার কারণ, তদ্রূপ তিনটি বেদ ও ধর্মাধর্ম প্রতিপাদন দ্বারা ছায়ার ন্যায় সকল জীবের রক্ষক ও আশ্রয় স্বরূপ। এরূপ সংসার গাছটিকে যিনি জানেন, তিনিই বেদজ্ঞ। কারণ সমূল সংসার গাছটিকে জানলে জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম এই তিনেরই জ্ঞান হয়।

অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা,
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি,
কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে।। ২

২। তস্য (তার) গুণপ্রবৃদ্ধাঃ (গুণসমূহ দ্বারা বিশেষভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত) বিষয় প্রবালাঃ (বিষয়রূপ নতুন পাতাযুক্ত) শাখাঃ (ডালসমূহ) অধঃ ঊর্দ্ধং চ (নীচের দিকে ও উপরের দিকে) প্রসৃতাঃ (বিস্তৃত); মনুষ্যলোকে কর্ম্মানুবন্ধীনি (ধর্মাধর্মরূপ কর্মের কারণ) মূলানি (মূলসমূহ) অধঃ চ (নীচের দিকেও) অনুসন্ততানি (ক্রমে বিস্তৃত হয়েছে)।

তার ডালগুলি সত্ত্বাদি গুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, বিষয়রূপ নতুন পাতা বিশিষ্ট, এবং নীচে ও উপরের দিকে বিস্তৃত, তার (বাসনারূপ) মূলগুলি নীচের দিকে মানব লোকে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে এবং সেগুলি ধর্মাধর্মরূপ কর্মের কারণ বা প্রসূতি।২

এই সংসার প্রকৃতিরই বিস্তার; সেজন্য এই গাছের ডালগুলি গুণ প্রবৃদ্ধর অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই তিনটি গুণের দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত। শব্দ স্পর্শাদি বিষয় সমূহ এর প্রবাল বা নতুন পাতা স্থানীয়। এর ডালগুলি উপর এবং নীচের দিকে বিস্তৃত অর্থাৎ কর্মানুসারে জীবগণ নীচের দিকে পশু প্রভৃতি যোনিতে এবং উপরের দিকে দেবাদি যোনিতে প্রাদুর্ভূত হয়ে জন্ম গ্রহণ করে থাকে।

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে,
নান্তো ন চাদি র্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল—
মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা।।
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী।।

৩।৪। ইহ (এই সংসারে) অস্য (এই বৃক্ষের) রূপং ন উপলভ্যতে (রূপ উপলব্ধি হয়না) তথা (তদ্রূপ) ন অন্তঃ, ন চ আদিঃ (অন্ত ও আদি নেই) ন চ সং প্রতিষ্ঠা (এবং স্থিতি নেই) [উপলব্ধি হয়না] এনং (এই) সুবিরূঢ় মূলং অশ্বত্থং (সুদৃঢ়মূল অশ্বত্থকে) দৃঢ়েণ অসঙ্গশস্ত্রেণ (তীব্র বৈরাগ্যরূপ অস্ত্রর দ্বারা) ছিত্ত্বা (ছিন্ন করে) ততঃ (তারপর) যস্মিন্ গতাঃ (যে স্থানে উপস্থিত) [ব্যক্তি] ভূয়ঃ ন নিবর্ত্তন্তি (পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করেনা) যতঃ (যেখান থেকে) এষা (এই) পুরাণী (চিরন্তনী, সনাতনী) প্রবৃত্তিঃ (সংসারগতি) প্রসৃতা (বিস্তৃতা হয়েছে) তম্ এব চ আদ্যং পুরুষং (সেই আদি পুরুষকে প্রপদ্যে (আশ্রয় করি) [এমন সঙ্কল্প করে] তৎপদং (সেই পদ) পরিমার্গিতব্যং (বিচার করতে হবে, অনুসন্ধান করতে হবে)।

এই সংসারে স্থিত জীবগণ সংসার গাছটির পূর্বোক্ত উর্দ্ধমূলাদি রূপ উপলব্ধি করতে পারেনা; এবং তার আদি, অন্ত ও স্থিতিও উপলব্ধি করতে পারেনা; এরূপ সুদৃঢ় মূল অশ্বত্থ গাছটিকে তীব্র বৈরাগ্যরূপ অস্ত্রের দ্বারা ছেদন করে ব্রহ্মকে জানতে হবে। যাকে পেলে জীবের পুনর্জন্ম হয়না, যেখান থেকে এই সনাতনী সংসার প্রবৃত্তির বিস্তার হয়েছে "আমি সেই আদিপুরুষেরই শরণ নিচ্ছি।" এই কথা বলে তার অন্বেষণ করতে হবে। ৩,৪

মায়াবদ্ধ জীব এই সংসারের স্বরূপ যে কি, তা বুঝতে পারেনা। এর আদি, অন্ত ও স্থিতি কোথায় অর্থাৎ কি আধার অবলম্বন করে ইহা অবস্থিত রয়েছে তা কিছুই বুঝতে পারেনা। বাসনা ত্যাগ নাহলে মায়া দূর হয়না। এজন্য জ্ঞান বৈরাগ্যরূপ অস্ত্রের দ্বারা মায়াকে ছেদন করা কর্ত্তব্য। অধিকন্তু যেখান থেকে এই সংসার প্রবৃত্তি বিস্তৃত হয়েছে, সেই ভক্তবৎসল পরমেশ্বরকেই আশ্রয় করে ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে তার অন্বেষণ (বিচার) করতে হবে। কারণ তার কৃপাব্যতীত ত্রিগুণ অতিক্রম করা যায়না এবং সংসার বন্ধনো ছিন্ন হয়না। (৭।১৪, ১৪।২৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

নামঘোষাতে বলেছেন—

"কেবল ভকতি পুরুষকো তারে, সহায় কাকো নচায়ে।
জ্ঞান কর্ম্ম তায়ে তরিতে নাপারে, ভকতি নাপায় যাবে।।"

নির্ম্মাণমোহো জিতসঙ্গদোষা—
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখ-দুঃখ সংজ্ঞৈ—
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ।। ৫

৫। নির্ম্মাণমোহাঃ (মান ও মোহ বর্জ্জিত) জিতসঙ্গদোষাঃ (আসক্তি রূপ দোষজয়ী) অধ্যাত্মনিত্যাঃ (আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠাবান্) বিনিবৃত্তকামাঃ (কামনা বর্জিত) সুখ দুঃখ সংজ্ঞৈ, দ্বন্দ্বৈঃ বিমুক্তাঃ (সুখ, দুঃখ, রূপ দ্বন্দ্ব থেকে নির্মুক্ত) অমূঢ়া (অবিদ্যাবিহীন সাধুগণ) তৎ অব্যয়ং পদ গচ্ছন্তি (সেই অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন)।

যার মান ও মোহ নেই, যাঁরা সংসার আসক্তি জয় করেছেন, যাঁরা আত্মতত্ত্বে নিষ্ঠাবান, যাঁদের কামনাসমূহ নিবৃত্ত হয়েছে, যাঁরা সুখ-দুঃখাদি, শীত-উষ্ণ দ্বন্দ্ব পরিহার করেছেন এরূপ অবিদ্যা রহিত সাধু ব্যক্তিগণ সেই অব্যয় পদ লাভ করেন। ৫

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।। ৬

৬। যৎ গত্বা (যে পদ লাভ করে) [সাধক] ন নিবর্ত্তন্তে (প্রত্যাবর্ত্তন করেননা) তৎ (যে পদ) সূর্য্যঃ ন ভাসয়তে (সূর্য ও প্রকাশ করতে পারেননা) ন শশাঙ্কঃ (চন্দ্রও প্রকাশ করতে পারেনা) ন পাবকঃ (অগ্নিও) প্রকাশ করতে পারেননা), তৎ (সেই পদ) মম পরমং ধাম (আমার পরম স্বরূপ)।

যে পদ লাভ হলে সাধককে আর সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করতে হয়না, যে পদ সূর্য, চন্দ্র বা অগ্নিও প্রকাশ করতে পারেননা এবং যে নিজে প্রকাশময়, সেই আমার পরম স্বরূপ। ৬

উপনিষদেও এই কথাই আছে, "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি, ন চন্দ্র তারকা" সেই পরম ধাম লাভ না হওয়া পর্যন্ত জীবের পতন হয়, কিন্তু যাঁরা সেই পরম ধামে যেতে পারেন তাদের আর পুনর্বার জন্ম মরণশীল সংসারে ফিরে আসতে হয়না। পরমপুরুষ পরমেশ্বর নিজেকে প্রকাশ করে সমস্ত জগৎ প্রকাশ করেন অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্যেরও তিনি প্রকাশক, চন্দ্র সূর্য আবার কিভাবে তাকে প্রকাশ করবেন?

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি।। ৭

৭। মম এব সনাতনঃ অংশঃ (আমারই সনাতন অংশ) জীবভূতঃ (জীব-স্বরূপ) [হয়ে] প্রকৃতিস্থান (প্রকৃতিতে অবস্থিত) মনঃ ষষ্ঠানি ইন্দ্রিয়াণি (মনের সংগে ছয় অর্থাৎ মন ও পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে) জীবলোকে কর্ষতি (সংসারে আকর্ষণ করে থাকে)।

আমার সনাতন অংশ জীব হয়ে প্রকৃতিতে অবস্থিত মন এবং পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে সংসারে অর্থাৎ কর্মভূমিতে আকর্ষণ করে থাকেন। ৭

এই শ্লোকটিতে জীবকে ভগবানের অংশ বলে স্বীকার করা হয়েছে। উপনিষদ ও অন্যান্য ভক্তি শাস্ত্রসমূহেও জীবকে ভগবানের অংশ বলা হয়েছে। (শ্বেতাঃ ৫।৯)।

কেশাগ্র শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাষেণজীবঃ সবিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে।।

এই জীবকে কেশাগ্রের শত ভাগের শতাংশ তুল্য জানবে। সেই জীব আনন্ত্য (অন্য স্তরভার) লাভের যোগ্য। "অনুরেষ আত্মায়ং যা এতেসিনীতঃ পুণ্যং চাপুণ্যঞ্চ।।" এই আত্মা অনু, পাপ-পুণ্য এতে আশ্রয় করতে পারে। (ভাঃ ১১।১১।৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

"অতি সূক্ষ্মরূপ আনন্দযুক্ত, চৈতন্যরূপ ঈশ্বর।
তাহাতে মায়ায় ঢাকিলেক নিজ আনন্দসুখ জীবর।।"

প্রকৃতার্থে জীব ও ঈশ্বর উভয়েই চিদ্রূপ চৈতন্য, এজন্য চৈতন্যাংশে জীব ও ব্রহ্ম উভয়ের সাদৃশ্যই একত্ব। অংশ ও অংশীতে স্বরূপতঃ কোন ভেদ না থাকলেও জীব ও ব্রহ্মের ভেদ স্বীকার করা হয়েছে। যেমন তেজোময় সূর্যমণ্ডল থেকে অনন্ত রশ্মি বাহির হয়, অগ্নিকুণ্ড থেকে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বাহির হয় তদ্রূপ ব্রহ্ম থেকে জীবেরো উৎপত্তি হয়। সূর্যমণ্ডল ও অগ্নিকুণ্ড ভিন্ন সূর্যরশ্মি ও অগ্নি স্ফুলিঙ্গের পৃথক অস্তিত্ব নেই। তদ্রূপ ব্রহ্মাভিন্ন জীবেরও পৃথক

সত্বা নেই। কিন্তু অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ও সূর্য রশ্মি ঠিক অগ্নিও নয় এবং সূর্যও নয়, অগ্নির স্ফুলিঙ্গ ও সূর্য রশ্মি মাত্র। তদ্রূপ চৈতন্যাংশে জীব ও ব্রহ্মের সাদৃশ্য থাকলেও স্বরূপগত ভেদ প্রতীত হয়। যেমন—

"যথাসুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ প্রভবন্তে স্বরূপা।"— (মুণ্ডক ২।১।১) ইত্যাদি, ভেদবাদ ও অভেদবাদ উভয়ই স্বীকৃত হলেও ভক্তি মতবাদ মতে অভেদ বাদের চেয়ে ভেদবাদকে বেশি আদর করা হয়। কারণ অভেদ মতবাদে ভক্তির স্থান নেই বললেই চলে। মৃত্যুর পর জীবের স্থূলদেহ নষ্ট হলেও সূক্ষ্ম শরীর অবশিষ্ট থাকে। দেহত্যাগের পর জীবের পূর্ব স্থূলদেহের সংস্কার সূক্ষ্ম দেহে বর্তমান থাকে। সেজন্য মৃত্যুর পরও জীবের ভোগ থাকে। যখন স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের বন্ধন থেকে জীব মুক্ত হয়ে স্ব স্ব রূপে প্রতিভাত হয় তখনই জীবের মুক্তি হয়। সেই মুক্ত দেহ নিয়ে প্রকৃতার্থে জীব কৃষ্ণসেবা করার অধিকার পান। জীব স্থূল দেহ পরিত্যাগ করে পূর্ব দেহের সংস্কার অনুসারে এক দেহ থেকে অন্য দেহে গিয়ে সংস্কৃত দেহ লাভ করে বিষয় ভোগ করে থাকেন।

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎ ক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ।। ৮

৮। ঈশ্বরঃ (দেহাদির অধিপতি জীবাত্মা) যৎ (যখন) শরীরং উৎক্রামতি (শরীর ত্যাগ করেন) যৎ চ অপি (এবং যখন) [শরীরং] অবাপ্নোতি (অন্য শরীর প্রাপ্ত হন) [তখন], বায়ুঃ আশয়াৎ (পুষ্পাদি আধার থেকে) গন্ধান্ ইব (গন্ধকণাসমূহ গ্রহণের মত), এতানি (এই ছয় ইন্দ্রিয়কে) গৃহীত্বা (গ্রহণ করে) সংযাতি (গমন করেন)।

বায়ু যেমন পুষ্পাদি থেকে গন্ধবিশিষ্ট সূক্ষ্ম কণাসমূহ নিয়ে যায়, তদ্রূপ জীব যখন এক দেহ পরিত্যাগ করে অন্যদেহে প্রবেশ করেন, তখন এই সকলকে (পাঁচ ইন্দ্রিয় ও মনকে) সংগে নিয়ে যান। ৮

শ্রোত্রঞ্চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে।। ৯

৯। অয়ং (এই জীব) শ্রোত্রং (কান) চক্ষুঃ, স্পর্শনংচ (চামড়া), রসনং

(জিহ্বা) ঘ্রাণমেব চ (নাক) মনঃ চ (এবং মনকে) অধিষ্ঠায় (আশ্রয় করে) বিষয়ান্ উপসেবতে (বিষয়সমূহ উপভোগ করেন)।

এ জীবাত্মা কান, চোখ, নাক, চামড়া, জিহ্বা এবং মনকে আশ্রয় করে শব্দাদি বিষয়সকল উপভোগ করে থাকেন। ৯

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ।। ১০

১০। গুণান্বিতং (সত্ত্বাদি গুণ সংযুক্ত) স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং (দেহেস্থিত নতুবা বিষয়ভোগে রত) বা উৎক্রামন্তং (অথবা দেহান্তরে গমনশীল) (জীবকে) বিমূঢ়া (মূঢ়ব্যক্তিগণ) ন অনুপশ্যন্তি (দেখতে পান না), জ্ঞানচক্ষুষঃ (জ্ঞাননেত্রবিশিষ্ট বিবেকীগণ) পশ্যন্তি (দেখতে পান)।

জীব কিভাবে সত্ত্বাদি গুণ সংযুক্ত হয়ে দেহে অবস্থান করে বিষয়সমূহ ভোগ করেন নতুবা কিভাবে দেহ থেকে উৎক্রান্ত হয় (দেহান্তর প্রাপ্ত হন) তা অজ্ঞ ব্যক্তিগণ দেখতে পাননা; কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিগণ জ্ঞান চোখের দ্বারা তা দেখতে পান। ১০

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ।। ১১

১১। যতন্তঃ (যত্নশীল) যোগিনঃ (যোগীগণ) আত্মনি অবস্থিতং (নিজ দেহে অবস্থিত) এনং (এই আত্মাকে) পশ্যন্তি (দেখে থাকেন) যতন্তঃ অপি (যত্ন করিলেও) অকৃতাত্মনঃ (অবিশুদ্ধ চিত্ত) অচেতসঃ (অবিবেকীগণ) এনং ন পশ্যন্তি (একে দেখতে পাননা)।

সংযতচিত্ত সাধকগণ এই আত্মাকে দেহে অবস্থিত দেখতে পান, কিন্তু শাস্ত্রাদি পাঠ দ্বারা যত্নশীল হলেও আত্মতত্ত্ব অনভিজ্ঞ মন্দমতি ব্যক্তিগণ আত্মাকে দেখতে পাননা অর্থাৎ মলিন চিত্ত অবিবেকী ব্যক্তিগণ যত্ন করেও তাকে দেখতে পাননা। ১১

জীব, প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে কিভাবে বিষয় ভোগ করেন এবং এক দেহ ছেড়ে অন্য দেহে প্রবেশ করেন, এই জীব কে? তার প্রকৃত

স্বরূপ কি? এই সকল তত্ত্ব অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়। কেবল শাস্ত্র অভ্যাস দ্বারা আত্ম দর্শন হয়না। অজ্ঞ ও অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যত্ন করলেও আত্ম সাক্ষাৎ করতে পারেননা। যারা ইন্দ্রিয় জয় করে ভগবানে যোগযুক্ত হয়ে তীব্র বৈরাগ্যের দ্বারা "আমি সেই আদি পুরুষের শরণাগত হলাম", এই ভাবে অন্বেষণ করেন, তারাই একমাত্র আত্মাকে জানতে বা দেখতে পারেন। (১৫।৩, ৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্।। ১২

১২। আদিত্যগতং (সূর্য্যস্থিত) যৎ তেজঃ (যে তেজ) অখিলং জগৎ ভাসয়তে (সমস্ত জগৎকে প্রকাশিত করে) চন্দ্রমসি চ যৎ, যৎ, চ অগ্নৌ (এবং চন্দ্র ও অগ্নিতে যে তেজ আছে) তৎ মামকং বিদ্ধি (সেই তেজও আমার বলে জানবে)।

চন্দ্র ও সূর্য যে তেজের দ্বারা সমগ্র জগতকে প্রকাশিত করেন এবং চন্দ্র ও অগ্নিতে যে তেজ আছে সেই তেজও আমারই তেজ বলে জানবে।১২

গামাবিশ্যচ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ। ১৩

১। অহং চ (আমি) গাম্ (পৃথিবীতে) আবিশ্য (ভিতরে প্রবেশ করে) ওজসা (শক্তি দ্বারা) ভূতানি ধারয়ামি (ভূতগণকে ধারণ করে আছি) রসাত্মকঃ (রসময়) সোমঃ চ ভূত্বা (চন্দ্ররূপ হয়ে) সর্ব্বাঃ ঔষধীঃ (ঔষধি সকলকে) পুষ্ণামি (পুষ্ট করছি)।

আমি নিজ শক্তির দ্বারা পৃথিবীতে অধিষ্ঠান করে ভূতগণকে ধারণ করে আছি এবং অমৃত রসযুক্ত চন্দ্ররূপ ধারণ করে, সমুদায় ঔষধিগণকে আমিই পরিপুষ্ট করি। ১৩

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্।। ১৪

১৪। অহং বৈশ্বানরঃ (আমিই উদরাগ্নি) ভূত্বা (হয়ে) প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ (প্রাণীগণের দেহে অবস্থান করি) প্রাণাপান সমাযুক্ত (প্রাণ ও অপান বায়ুর সংগে

মিলিত হয়ে) চতুর্ব্বিধং অন্নম্ (চার প্রকার খাদ্য) পচামি (পরিপাক করি)।

আমি বৈশ্বানর অর্থাৎ জীবের অগ্নি হয়ে প্রাণীগণের দেহে অবস্থান করি এবং প্রাণ ও অপান বায়ুর সংগে মিলিত হয়ে (চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়) চার প্রকার খাদ্য পরিপাক করি। ১৪

দশ অধ্যায়, 'বিভূতি যোগে' উনচল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশ শ্লোক পর্যন্ত যে কথাগুলি বলেছিলেন সে কথাগুলিই পুনঃ বার শ্লোক থেকে চৌদ্দ শ্লোক পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন।

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যোবেদান্তকৃদ্বেদ বিদেবচাহম্।। ১৫

১৫। অহং সর্ব্বস্য হৃদি (আমি সকল প্রাণীর হৃদয়ে) সন্নিবিষ্টঃ (প্রবিষ্ট আছি), মত্তঃ (আমার থেকেই) স্মৃতি জ্ঞানং অপোহনঞ্চ (স্মৃতি ও জ্ঞান হয় এবং স্মৃতি ও জ্ঞানের অভাব) অহম্ এব (আমিই) সর্ব্বৈঃ বেদৈঃ বেদ্যঃ (সমস্ত বেদের জ্ঞাতব্য) বেদান্তকৃৎ (বেদান্তের অর্থ প্রকাশক), বেদবিৎ চ (এবং বেদার্থজ্ঞ) অহমেব (আমিই)।

আমি অন্তর্যামীরূপে সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছি। আমাহতেই প্রাণীগণের স্মৃতি ও জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং আমাহতেই স্মৃতি ও জ্ঞান বিলোপ সাধনো হয়, আমিই বেদসমূহের জ্ঞাতব্য, আমিই আচার্যরূরূপে বেদান্তের অর্থ প্রকাশক এবং আমিই বুদ্ধিতে অবস্থিত হয়ে বেদার্থ প্রকাশক হই। ১৫

তমোগুণ প্রাবল্যে জীবের মোহবশতঃ আত্মস্বরূপের বিস্মৃতি ঘটে এবং তত্ত্বজ্ঞান আবৃত হয়। সত্ত্বগুণ প্রাবল্যে জীবের আত্ম চৈতন্যের প্রভাবে স্বরূপের স্মৃতি ও তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। সমস্ত বেদে এই কথাই উপদেশ দিয়েছেন। শ্রীভগবান ব্যাসরূপে অবতার গ্রহণ করে সমস্ত বেদের অর্থ প্রকাশ করেছেন। ব্রহ্মবেত্তা ও বেদবেত্তাও তিনিই। এজন্য এই শ্লোকে আচার্য ও বেদার্থ প্রকাশক বলা হয়েছে। ব্রহ্ম নাহলে ব্রহ্মকে জানা যায়না।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে।। ১৬

১৬। ক্ষরঃ চ অক্ষরঃ চ (ক্ষর ও অক্ষর) দ্বৌ এব ইমৌ পুরুষৌ (এই দুই পুরুষ) লোক (জগতে) [প্রসিদ্ধ আছে]; সর্ব্বাণি ভূতানি (সর্বভূতে) ক্ষরঃ (নশ্বর পুরুষ), কূটস্থঃ (অধিকারী আত্মা), অক্ষরঃ (অবিনাশী পুরুষ) উচ্যতে (কথিত হন)।

ক্ষর ও অক্ষর এই দুই পুরুষ ইহলোকে প্রসিদ্ধ আছেন। এর মধ্যে সমস্ত ভূত ক্ষরপুরুষ এবং কূটস্থ চৈতন্য অক্ষর পুরুষ বলে কথিত হন। ১৬

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ।। ১৭

১৭। অন্যঃ তু (ক্ষর ও অক্ষর থেকে ভিন্ন) উত্তমঃ পুরুষঃ পরমাত্মা ইতি উদাহৃতঃ (উৎকৃষ্ট চৈতন্যরূপ পুরুষ পরমাত্মা বলে কথিত হন) ঈশ্বরঃ অব্যয়ঃ (ঈশ্বর নির্বিকার) যঃ (যিনি) লোকত্রয়ম্ (ত্রিলোকে) আবিশ্য (প্রবিষ্ট হয়ে) বিভর্ত্তি (প্রতিপালন করছেন)।

ক্ষর ও অক্ষর থেকে ভিন্ন পরমোৎকৃষ্ট চৈতন্যরূপ পুরুষ পরমাত্মা বলে কথিত হন। তিনি তিনলোকে প্রবেশ করে সকলকে প্রতিপালন করছেন, তিনি অব্যয়, তিনিই ঈশ্বর। ১৭

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রতিথঃ পুরুষোত্তমঃ। ১৮

১৮। যস্মাৎ (যেহেতু) অহং (আমি) ক্ষরমতীতঃ (ক্ষরের অতীত) অক্ষরাৎ অপি উত্তমঃ চ (অক্ষরের চেয়েও উত্তম) অতঃ (সেজন্য) লোকে (লোক ব্যবহারে) বেদে চ (এবং বেদেও) পুরুষোত্তমঃ ইতি প্রথিতঃ (পুরুষোত্তম বলে খ্যাত আছি)।

যেহেতু আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষরের চেয়েও উত্তম সেজন্য আমি পুরাণে ও বেদে পুরুষোত্তম বলে খ্যাত। ১৮

কৃষ্ণ নিগদতি অর্জ্জুনত, বেদাদিক আমি অতিক্রমি,

হৈয়া আঁছো শুদ্ধ ব্ৰহ্মাতো করি উত্তম।
এতেকেসে জানা ইটো লোক, বেদতো প্ৰখ্যাত হয়া আছোঁ
মোর নাম ইটো প্রসিদ্ধ পুরুষোত্তম।।

(নামঘোষা)

গীতার মতে তিনটি পুরুষ স্বীকৃত— ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তম। ক্ষর পুরুষ সর্ব্বভূত, অক্ষর পুরুষ কূটস্থ চৈতন্য। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন, তিনি ক্ষর ও অক্ষরের অতীত পুরুষোত্তম। তত্ত্বের দ্বারা গীতায় জ্ঞান, কর্ম, যোগ ও ভক্তির অপূর্ব সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। গীতোক্ত এই পুরুষোত্তম তত্ত্ব মায়াবাদীর ব্রহ্মবাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। মায়াবাদীর জ্ঞান মার্গে ভক্তির নিত্যতা স্বীকার করা হয়নি। কর্ম ও যোগ সেখানে শুধু চিত্ত শুদ্ধির জন্য। কিন্তু গীতার মতে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়ে লোক সংগ্রহার্থে কর্ম করবেন। গীতায় শেষ পর্যন্ত কোথাও কর্মত্যাগের নির্দেশ নেই, অধিকন্তু কর্ম করার প্রেরণা আছে।

পুরুষোত্তম তত্ত্বের ধারণা উপনিষদে থাকলেও সেখানে নিষ্কাম কর্ম ও ভক্তির কথা নেই, এই অভাব টুকু পূর্ণ করেন পরবর্ত্তী কালের ভাগবত ধর্ম, সেখানে পুরুষোত্তমই উপনিষদের ব্রহ্মের স্থান অধিকার করেন। এই তত্ত্বটির কথাই গীতাতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই তত্ত্বটিই গীতার গুহ্য সারতত্ত্ব। যেখানে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের মিলনের দ্বারা আত্মা সর্বোচ্চ ঐশ্বরিক অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন।

যো মামেবম সম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত।। ১৯

১৯। হে ভারত! যঃ (যিনি) এবং (এই রূপে) অসংমূঢ় (মোহশূন্য হয়ে) পুরুষোত্তমং মাং জানাতি (পুরুষোত্তম বলে আমাকে জানেন); সঃ সর্ব্ববিৎ (তিনি সর্বজ্ঞ) সর্ব্বভাবেন (সকল প্রকারে) মাং ভজতি (আমাকে ভজনা করেন)।

হে ভারত! যিনি মোহমুক্ত হয়ে এভাবে আমাকে পুরুষোত্তম বলে জানেন,

তিনি সর্বজ্ঞ হন এবং সর্বতোভাবে আমাকেই ভজনা করেন। ১৯

অসংমূঢ় ভাবে যিটোজনে, উত্তম পুরুষ মোক মানে,
তাকে সর্ব্ববেত্তা বুলিয়ো সখি অর্জ্জুন।
সিটো হমন্তকে পরিহরি, কায়মনোবাক্যে যত্ন করি,
ভজয় আমা সিটো পুরুষ নিপুণ।।

(নামঘোষা)

শ্রীভগবান বলেছেন, আমাকে পুরুষোত্তম বলে জানলে অন্য কোন কিছু জানার আবশ্যক থাকেনা। সগুণ ও নির্গুণ বিভাব; সাকার ও নিরাকার তত্ত্ব সমস্ত কিছুই পুরুষোত্তম তত্ত্বেরই অন্তর্ভুক্ত। (ভাঃ ১০।১৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্‌বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত।। ২০

২০। হে অনঘ। (নিষ্পাপ), হে ভারত। ইতি ইদং গুহ্যতমং শাস্ত্রং (এই পরম গুহ্য তত্ত্ব শাস্ত্র) ময়া উক্তং (আমার দ্বারা বলা হল); (মানুষ) এতদ্‌বুদ্ধা (এই বুঝে) বুদ্ধিমান্ কৃতকৃত্যশ্চ (জ্ঞানী ও কৃতার্থ) স্যাৎ (হন)।

হে নিষ্পাপ। আমি তোমার কাছে এই অতি গুহ্য রহস্য শাস্ত্র কীর্ত্তন করলাম; যে কেউ এই শাস্ত্র জানলে আত্মজ্ঞানযুক্ত (জ্ঞানী) ও কৃতকৃত্য (কৃতার্থ) হন। (অতএব তুমিওযে কৃতার্থ হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই বা তাতে সন্দেহ কি)? ২০

ভক্তি মার্গের এই পুরুষোত্তম তত্ত্বকে অতি গুহ্যতম তত্ত্ব বলা হয়েছে। ভক্তি মার্গের লক্ষণ শরণাগতি। শরণতত্ত্ব অতি গোপনীয়, এই কথা ১৮।৬৩,৬৪

শ্লোকগুলিতে বলেছেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়ের ভাবার্থ

আগের অধ্যায়ের উপসংহারে শ্রীভগবান বলেছেন, আমাকে যিনি ঐকান্তিকভাবে ভজনা করেন, তিনি সংসার সাগর থেকে উদ্ধার হয়ে, মায়া অনর্থ অতিক্রম করেন ও ত্রিগুণাতীত হয়ে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। আমি পুরুষোত্তমই ব্রহ্মের ঐকান্তিক সুখের ও নিত্য সনাতন ধর্মের আশ্রয়। এই অধ্যায়ে সর্বপ্রথমেই সংসার তত্ত্বকে অশ্বত্থ বৃক্ষের সংগে তুলনা করে এবং সেই সংসার বৃক্ষটির মূল ছেদন করার উপায় নির্দ্দেশ করে, পুরুষোত্তম তত্ত্বই যে পরতত্ত্ব বা ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়) অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব ও পরমাত্মা তত্ত্ব প্রভৃতি সমস্ত কিছুই যে, পুরুষোত্তম তত্ত্বই যে পরতত্ত্ব বা ব্রহ্মের ও প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়) অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব ও পরমাত্মা তত্ত্ব প্রভৃতি সমস্ত কিছুই যে পুরুষোত্তম তত্ত্বেরই অন্তর্ভুক্ত সে কথা ব্যক্ত করেছেন। এই ঈশ্বরকেই পুরুষোত্তমরূপে জানলে জীব কৃতার্থ ও জ্ঞানী হয়। এই পুরুষোত্তম তত্ত্বই গীতার বৈশিষ্ট্য। ব্রহ্মবাদের উপর ঈশ্বরবাদ বা পুরুষোত্তম বাদের প্রতিষ্ঠা গীতার স্বকীয় চিন্তাধারার ফলশ্রুতি।

সংসার রূপ অশ্বত্থ বৃক্ষটিকে তীব্র বৈরাগ্য রূপ অস্ত্রে দ্বারা ছেদন করা উচিত। তারপর যাঁকে পেলে জীবের আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করে মায়াতে আবদ্ধ হতে হয়না, যেখান থেকে এই সংসার প্রবৃত্তির উৎপত্তি ও বিস্তার, সেই ভক্তবৎসল ভগবানকে আশ্রয় করে ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে তার ভজনা করা উচিত। কারণ তার কৃপা ব্যতীত মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে ত্রিগুণাতীত হওয়া অসম্ভব নয়।

যে সকল ব্যক্তির অভিমান ও মোহ নেই, যারা সংসার বাসনা জয় করেছেন, যারা আত্মতত্ত্বে নিষ্ঠাবান ও সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হয়েছেন, সেই সকল বিবেকী পুরুষগণই পরমপদ প্রাপ্ত হন। এই অব্যয় পরম পদ পেলে এই সংসারে আর প্রত্যাবর্ত্তন করতে হয়না।

শ্রীভগবান বলেছেন,– জীব আমারই সনাতন অংশ। এই জীব প্রকৃতির গুণকর্ম-দোষে কর্মফলে আবদ্ধ হয়ে সদসদ্ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে সুখ-দুঃখ

ভোগ করে থাকে। বাতাস যেভাবে সুগন্ধযুক্ত ফুলের রেণুসমূহ বয়ে নিয়ে যায় তদ্রূপ জীব যখন দেহত্যাগ করে অন্যদেহে প্রবেশ করে তখন সেই সমস্ত সংস্কার সংগে নিয়ে যায়। জীবাত্মা পুনরায় স্থূল শরীর গ্রহণ করে অর্থাৎ চক্ষু প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়, মনকে আশ্রয় করে শব্দাদি বিষয়সমূহ ভোগ করে থাকে।

জীবের এই জন্ম-কর্ম তত্ত্ব জ্ঞানীগণই একমাত্র জ্ঞানচোখের দ্বারা দর্শন করতে পারেন।

জিতেন্দ্রিয়, ঈশ্বরে যোগযুক্ত ব্যক্তিগণই আত্মাকে দর্শন করতে পারেন। হে অর্জুন! আমিই সর্ব কারণের কারণ। চন্দ্র, সূর্যের রশ্মি আমারই সত্ত্বাতে সত্ত্বাবান এবং আমার শক্তিতেই শক্তিমান। আমিই পৃথিবীতে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে সমস্ত জীবকে ধারণ করে থাকি।

আমিই বেদসমূহের একমাত্র জ্ঞাতব্য; আমিই আচার্য্যরূপে বেদান্তের অর্থ প্রকাশক, আমিই বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত থেকে বেদার্থ প্রকাশক হই। আমিই বেদব্যাসরূপে বেদার্থ প্রকাশক, বেদবেত্তা ও ব্রহ্মবেত্তাও আমিই।

আমি পরতত্ত্ব পুরুষোত্তম; আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষরের চেয়েও উত্তম, এই পুরুষোত্তম আমিই। এজন্য আমি বেদেও পুরুষোত্তম বলে কথিত হয়েছি। ক্ষর পুরুষ যার পরিণাম হয়, অক্ষর পুরুষ অপরিণামী, নির্গুণ, কূটস্থ, নির্বিকার ও ব্রহ্মস্বরূপ। পুরুষোত্তম নির্গুণ হয়েও অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে সগুণ, নির্বিশেষ হয়েও সবিশেষ, সৃষ্টি-স্থিতি, প্রলয়কর্ত্তা, যজ্ঞ-তপস্যার ভোক্তা, সর্ব্বলোক মহেশ্বর সর্বভূতের প্রভু, সাক্ষী নিবাস শরণ ও সুহৃদ ৯।১৮। শ্রীগীতায় ৭।১ শ্লোকে শ্রীভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বরূপের বর্ণনা এভাবেই দেওয়া হয়েছে।

শ্রীমাধবদেব নামঘোষাতে বলেছেন,—

"ঐশ্বর্য্য বিভূতি বলে সমে, জানে মোক যিটো নরোত্তমে,
সিয়ো ভৈলা মোর ময়ো ভৈলো তার বশ্য।।"

অনন্ত ঐশ্বর্য-বৈভব ও বল বা বীর্যের আশ্রয় তত্ত্বই ভগবৎতত্ত্ব বা পুরুষোত্তম তত্ত্ব। ব্রহ্মতত্ত্ব বা পরমাত্মাতত্ত্ব এই ভগবদ্‌তত্ত্ব বা পুরুষোত্তম তত্ত্বেরই

বিভাব। পুরাণাদিতে শ্রীভগবান পুরুষোত্তম তত্ত্বকেই পরতত্ত্ব বা পরব্রহ্ম বলে কীর্ত্তন করেছেন। এই পুরুষোত্তম বাদের দ্বারাই গীতায় জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সার্থক সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। মায়াবাদীর ব্রহ্মবাদে এবং সাংখ্য দর্শনের পুরুষ প্রকৃতিবাদেও এরূপ সমন্বয় দেখা যায় না। কারণ এই সকল মতে ভক্তির স্থান নেই। গীতাই একমাত্র জ্ঞান-কর্ম ও ভক্তির সার্থক সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে, সর্বোত্তম আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আলো দিয়ে, ঐকান্তিক সুখ ও চির শান্তির পথ পুরুষোত্তম তত্ত্ব বা ভগবৎতত্ত্বের সর্বতোভাবে বর্ণনা করে, ভাগবত ধর্মের সংগে সার্বভৌমিক দার্শনিকতত্ত্বের মীমাংসা করেছেন।

আমি সমস্ত জগতের আত্ম ও আমিই নানা অবতার রূপে আবির্ভূত হই। এটাই আমার অচিন্ত্য শক্তি। আমার এই পুরুষোত্তমতত্ত্ব অতি গোপন, দেবাদিদেব গণেরও এই লীলা অতীব দুর্বোধ্য।

পুরুষোত্তম ভগবানের মনুষ্যলীলা যিনি জানেন তিনি কৃতার্থ হন এবং সর্বতোভাবে ভগবানের শ্রীচরণে ভজনা করেন। শ্রীনামঘোষাতে মাধবদেব সুন্দরভাবে পুরুষোত্তমের প্রেমভক্তি সম্বন্ধে বলেছেন,—

“অবিদ্যাজনিত সুখ, সত্যলোক আদি করি, আতনিরপেক্ষ নিরন্তর।
কেবল চিদাঙ্গ শুদ্ধি, কারণেসে মাত্র জানা, পুরুষার্থ মুমুক্ষুজনর।।
বিদ্যা অবিদ্যাজন্য, সুখে নিরপেক্ষ হয়া, করিল আপোন মনস্থির।
সকল জগত ইটো বাসুদেব ময় মাত্র, পুরুষার্থ জানিবা জ্ঞানীর।।
সমস্ত সুখকে তেজি, পুরুষোত্তমর প্রেম-ভকতিক করিলে আশ্রয়।
ভকত সবর এহি, পুরুষার্থ মনোনীত, আন সুখ অধিক পায়য়।।
মুমুক্ষুজনর যেবে, অবিদ্যাজনিত সুখে, বিরকতি ভৈল আতিশয়।
কেবলে আত্মাতে মাত্র, সদায় রমণ করে, তেবে বিধি কিঙ্কর গুছয়।।
জ্ঞাননিষ্ঠজনে, বিদ্যা-অবিদ্যাজনিত, দুয়ো, সুখে বিরকতি ভৈল যেবে।
বাসুদেবময় মাত্র, দেখয় জগৎ ইটো, বিধির কিঙ্কর গুছে তেরে।।
পুরুষোত্তমর প্রেম-ভকতি সুখক মাত্র, নিশ্চয় করিল যিটো জন।
শরণ কালরে পরা, বিধির কিঙ্কর গুচি, করে সদা শ্রবণ কীর্ত্তন।।”

বিদ্যা ও অবিদ্যাজনিত সুখে জ্ঞানীগণ নিরপেক্ষ হয়ে, নিজের মন স্থির করে, সমস্ত জগতকে বাসুদেবময় দেখেন। এটাই হল জ্ঞানীগণের পুরুষার্থ। কিন্তু যিনি সমস্ত সুখকে অর্থাৎ মোক্ষ সুখকেও তুচ্ছ করে, একমাত্র পুরুষোত্তম ভগবানের প্রেম-ভক্তির আশ্রয় নেন এরূপ ব্যক্তি, স্বর্গাদি সুখ ও মোক্ষ সুখের চেয়েও অধিক সুখ পান। ভক্তের প্রেম-ভক্তি লাভ করাই পরম পুরুষার্থ। মুক্তিতে ভক্তির সুখ নেই; কিন্তু ভক্তিতে মোক্ষের সুখ আছে। কেননা, ভক্তির প্রভাবে মোক্ষাদি সমস্ত সুখ আপনা আপনিই এসে পড়ে। ভগবানের শরণাগতি ভক্তিধর্মের মাহাত্ম্য হলো, ভগবানের শরণ নিলেই ভক্ত পরম শান্তি পান এবং ভগবদ্ভক্তের কখনো বিনাশ হয়না। শ্রীভগবানই ভক্তকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করেন। ১৮।৬৬

এই 'শরণ ধর্ম' অতি গোপনীয় বলে ভগবানের শ্রীমুখ থেকেই নিঃসৃত হয়েছে। (১৮।৬৩,৬৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এই জন্য অধ্যায়টির শেষে শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে এই কথা বললেন যে,– "হে নিষ্পাপ! এই কথা অতি গোপনীয়। তোমাকে আমি বললাম। জ্ঞানীরতো কথাই নেই, যে কোন ব্যক্তি এই কথা জেনে কৃত কৃতার্থ হন।"

যজ্ জ্ঞানেন জনো যাতি সদ্য এব কৃতার্থতাম্।
তমহং ভক্তভীতিঘ্নং পুরুষোত্তমমাশ্রয়ে।।

হে সাধুসব দেখ, শ্রীকৃষ্ণক পুরুষোত্তম জানিয়া ভজিলে সকল জাতিয়ে কৃতার্থ হয়। এতেকে কৃষ্ণক সততে ভজি ডাকি হরি বোল হরি।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে
পুরুষোত্তমযোগোনাম
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।।

আসুরীং সম্পদং ত্যক্ত্বা দৈবীমেবাশ্রিতা নরাঃ।
মুচ্যন্ত ইতি নির্ণেতুংঽতদ্বিবেকো থ ষোড়শে।।
দেবদৈত্যেয় সম্পত্তি সংবিভাগেন ষোড়শে।
তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারস্তু সাত্ত্বিকস্যেতি দর্শিতম্।।

তারপর, মানুষেরা অসদ্‌গুণ ত্যাগ ও সদ্‌গুণ আশ্রয় করে মুক্তিলাভ করেন, এই কথা নির্ণয় করার জন্য ষোল অধ্যায়ে উক্ত দুটি গুণের প্রভেদ বর্ণিত হয়েছে। দেব ও দৈত্য সম্পর্কীয় সদসদ্‌গুণের বিভাগের দ্বারা সকল সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণেরই ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার আছে, এই বিষয়টিই ষোল অধ্যায়ে প্রদর্শিত হয়েছে।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্।।

ষোড়ষো অধ্যায়ঃ

দেব সুর সম্পদবিভাগ যোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্।। ১
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেস্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্।। ২
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত।। ৩

১-৩। শ্রীভগবান উবাচ-- অভয়ং (ভয়ভাব) সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ (চিত্তশুদ্ধি) জ্ঞানযোগব্যবস্থিতঃ (জ্ঞানযোগে নিষ্ঠা বা আত্মজ্ঞান ও কর্মযোগে অবস্থিতি) দানং (দান) দমঃ চ (বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম) যজ্ঞঃ চ (অগ্নিহোত্রাদি) স্বাধ্যায়ঃ (শাস্ত্রপাঠ, ব্রহ্মযজ্ঞ বা জপযজ্ঞ) তপঃ (তপস্যা) আর্জ্জবং (সরলতা), অহিংসা (পরপীড়া বর্জ্জন), সত্যম্, অক্রোধঃ (ক্রোধহীনতা), ত্যাগঃ (কামনা বা কর্মফল ত্যাগ) শান্তিঃ, অপৈশুণম্ (পরনিন্দা বর্জ্জন, উদারতা), ভূতেষু দয়া (জীবসমূহের প্রতি দয়া), অলোলুপ্তবম্ (লোভশূন্যতা) মার্দ্দবম্ (মৃদুতা), হ্রী (কুকর্মে লোকলজ্জা), অচাপলং (অচাঞ্চল্য), তেজঃ (তেজস্বিতা) ক্ষমা, ধৃতিঃ, শৌচম্, অদ্রোহঃ (হিংসা রহিত) নাভিমানিতা (অনভিমান);– হে ভারত। [এই সকল গুণ] দৈবীং সম্পদং অভিজাতস্য (দৈবী সম্পদকে লক্ষ্য করে জাতব্যক্তির) ভবন্তি (হয়ে থাকে)।

শ্রীভগবান বললেন – নির্ভীকতা, চিত্তশুদ্ধি, আত্মজ্ঞান নিষ্ঠা ও কর্মযোগে তৎপরতা, দান, বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম, যজ্ঞ, শাস্ত্র অধ্যয়ন, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, মৃত্যু, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরনিন্দা বর্জন, জীবে দয়া, লোভহীনতা, মৃদুতা

(অহংকার বর্জিত), কু-কর্মে লজ্জা, অচাঞ্চল্য, তেজস্বিতা, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, দ্রোহ বা হিংসা নাকরা, অভিমানশূন্য, হে ভারত। এই সকল গুণ দৈবী সম্পদ অভিমুখে জাত পুরুষেরই থাকে (অর্থাৎ যারা পূর্বজন্মের কর্মফলে দৈবী সম্পদ ভোগার্থে জন্ম গ্রহণ করেন, তাদেরই এই সকল সাত্ত্বিকগুণ জন্মে। ১-৩।

গীতায় ৯।১১,১২ শ্লোকে আসুরী প্রকৃতির লোকের কথা এবং ৯।১৩,১৪ শ্লোকে দৈবী সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকের কথা সংক্ষেপে বলা হয়েছিল। আলোচ্য অধ্যায়ের ১।২।৩ শ্লোকে দৈবী প্রকৃতি লোকের কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে ৪ শ্লোকে আসুরী প্রকৃতি লোকের বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

দৈবী প্রকৃতির লোকগণ সমস্ত জগতের মূল কারণ, আমাকে জানতে যত্নশীল ও দৃঢ়ব্রতী হয়ে কীর্ত্তনের দ্বারা ভজনা করেন। (৯।১১,১৪) কিন্তু আসুরী প্রকৃতির লোকগণ আমার পরমভাব নাজেনে আমাকে অবজ্ঞা করেন। এদের আশা, জ্ঞান, কর্ম, বৃথা (৯।১১,১২)। এই অধ্যায়ে বর্ণিত এই ছাব্বিশটি সাত্ত্বিক গুণ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বর্ণিত বিশটি জ্ঞানীর গুণের লক্ষণ প্রায় একই। (১৩।৭-১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। অন্তরবৃত্তি বাইরে অভিব্যক্ত হয়; সুতরাং যার যেমন প্রকৃতি বাইরেও তার সেই গুণরাশি প্রকাশ হয়ে থাকে।

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্।। ৪

৪। হে পার্থ। দম্ভঃ, দর্পঃ, অভিমান, ক্রোধঃ পারুষ্যম্ (নিষ্ঠুরতা) অজ্ঞানং চ এব (এবং অজ্ঞান), আসুরীং সম্পদং অভিজাতস্য (আসুরী সম্পদ অভিমুখে জাত পুরুষের) হয়ে থাকে।

হে পার্থ। দম্ভ, দর্প, অভিমান, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞান আসুরী সম্পদ অভিমুখে জাত ব্যক্তিগণই লাভ করেন অর্থাৎ এগুলি রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির লোকের ধর্ম। ৪

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব।। ৫

৫। দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায় (মোক্ষের জন্য) আসুরী [সম্পদ] নিবন্ধায়

মতা (বন্ধনের কারণ হয়); হে পাণ্ডব। মা শুচঃ (শোক করবেনা) দৈবী সম্পদং অভিজাতঃ অসি (দৈবী সম্পদ অভিমুখে জাত)।

দৈবী সম্পদ মোক্ষের হেতু এবং আসুরী সম্পদ সংসার বন্ধনের কারণ হয়। হে পাণ্ডব! তুমি দৈবী সম্পদসহ জন্ম গ্রহণ করেছ, তুমি শোক করবেনা।৫

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু।। ৬

৬। হে পার্থ। অস্মিন্ (এই) লোকে দৈবঃ আসুরঃ চ (দৈব ও আসুর) দ্বৌ (দুই) ভূতসর্গে (ভূতসৃষ্টি) [আছে]; দৈবঃ বিস্তরশঃ (বিশদভাবে) প্রোক্ত (কথিত হয়েছে); আসুরং মে (আমার নিকট) শৃণু (শ্রবণ কর)।

হে পার্থ। এই জগতে দৈব ও আসুর এই দুই প্রকার প্রাণীর সৃষ্টি হয়। দৈবী প্রকৃতির বর্ণনা বিশদভাবে করেছি, এখন আসুরী প্রকৃতির কথা আমার কাছে শ্রবণ কর। ৬

দৈবী অর্থাৎ সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকের গুণ বিস্তারিতভাবে (২।৫৫-৭২), দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তগুণ বর্ণনা প্রসংগে (১২।১৩-২০), ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জ্ঞানের লক্ষণ বর্ণনায় (১৩।৮-১২), চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ত্রিগুণাতীত পুরুষের গুণ বর্ণনায়, অবশেষে এই অধ্যায়ের শ্লোকগুলিতে এবং নবম অধ্যায়ের ১৩,১৪ শ্লোকে দৈবী সম্পদ্‌জাত ব্যক্তির অনেক কথা বলেছেন; কিন্তু আসুরী প্রকৃতির লোকের কথা মাত্র নবম অধ্যায়ের ১৪।১২ শ্লোকে বলেছেন; সেজন্য এই অধ্যায়ের চার শ্লোকে আসুরী প্রকৃতির লোকের কথা বলে শ্রীভগবান ৭ থেকে ২০ শ্লোক পর্যন্ত তার বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে।। ৭

৭। আসুরাঃ জনাঃ (অসুর স্বভাবের লোকগণ) প্রবৃত্তিং চ (ধর্মে প্রবৃত্তি) নিবৃত্তিং চ (এবং অধর্ম থেকে নিবৃত্তি) ন বিদুঃ (জানেনা), তেষু (তাদের মধ্যে) ন শৌচং, ন চ অপি সত্যং বিদ্যতে (শুদ্ধি নেই, আচার নেই, সত্যও নেই)।

আসুর ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের ধর্মাধর্ম জ্ঞান নেই অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি

ধর্মের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান নেই, এজন্য এই আসুর প্রকৃতির ব্যক্তিগণের শৌচ (ভিতরে বাইরে শুদ্ধি) নেই, আচার নেই এবং সত্যও নেই। ৭

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পর সম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্।। ৮

৮। তে (তাঁরা) জগৎ (জগতকে) অসত্যম্ (অসত্য মিথ্যা), অপ্রতিষ্ঠং (ধর্মাধর্মের ব্যবস্থাশূন্য) অনীশ্বরম্ (ঈশ্বর বিহীন), অপরস্পর সম্ভূতম (স্ত্রী-পুরুষ সংযোগে জাত) কিমন্যৎ (এর অন্য কারণ নেই) [কেবল] কামহৈতুকম্ (কামজনিত অথবা কাম ভোগার্থ) আহুঃ (বলে থাকেন)।

এই আসুর প্রকৃতির লোকেরা বলে থাকেন যে, এজগতে সত্য বলে কোনো পদার্থ নেই, সবই অসত্য, জগতে ধর্মাধর্মেরও কোনো ব্যবস্থা নেই এবং ধর্মাধর্মের ব্যবস্থাপক ঈশ্বর বলেও কোনো বস্তু নেই। ইহা কেবল স্ত্রীপুরুষের মিথুন জনিত। স্ত্রী-পুরুষের কামই এর একমাত্র কারণ, এর অন্য কোনো কারণ নেই। (অথবা মতান্তরে জগতের শাস্ত্রোক্ত কোনো সৃষ্টি পরম্পরা নেই, জগতের সমস্ত পদার্থই মানুষের কামনা বাসনা তৃপ্ত করার জন্য মাত্র। সেগুলির অন্য কোনোই উপযোগ নেই)। ৮

অসত্যং— সত্য বলে কিছু নেই, তারা শাস্ত্রাদির প্রমাণ অস্বীকার করেন।

অপ্রতিষ্ঠং— জগতে ধর্মাধর্ম বলে কোনো ব্যবস্থা নেই। (শ্রীধর)

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ।। ৯

৯। এতাং দৃষ্টি (এরূপ দৃষ্টি বা জ্ঞান) অবষ্টভ্য (আশ্রয় করে) নষ্টাত্মানং (বিকৃত বুদ্ধি) অল্পবুদ্ধয়ঃ (অল্পবুদ্ধি, ক্ষুদ্রমতি) উগ্র কর্ম্মাণঃ (ক্রূর বা উগ্রকর্মা) অহিতাঃ (অহিতকারী) [ব্যক্তিগণ] জগতঃ (জগতের) ক্ষয়ায় (বিনাশার্থে) প্রভবন্তি (উৎপন্ন হন)।

পূর্বোক্ত এই সমস্ত দৃষ্টি (নিরীশ্বরবাদীগণের মত) আশ্রয় করে বিকৃত বুদ্ধি, ক্ষুদ্রমতি, ক্রূরকর্মা ব্যক্তিগণ অহিতাচরণে প্রবৃত্ত হন, তারা জগতের বিনাশের জন্যই জন্মগ্রহণ করে থাকেন। ৯

এতাং দৃষ্টি অবষ্টভ্য — এরূপ নিরীশ্বরবাদীগণের দৃষ্টি বা মত অবলম্বন করে। (এনি বেসান্ত)

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্‌গৃহীত্বা সদ্‌গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ।। ১০

১০। [তাঁরা] দুষ্পূবং কামং (দুরন্ত কামনাকে) আশ্রিত্য (আশ্রয় কবে) দম্ভমানমদান্বিতাঃ (দম্ভ, মান ও গর্ব্বে মত্ত হয়ে) মোহাৎ (মোহবশতঃ) অসদ্ গ্রাহান্ (অশুভ সিদ্ধান্তসমূহ) গৃহীত্বা (গ্রহণ কবে) অশুচিব্রতাঃ (নিতান্ত অপবিত্র) প্রবর্ত্তন্তে (কার্য্যে প্রবৃত্ত হন)।

তাঁরা দুরন্ত কামনাকে আশ্রয় করে দম্ভ, অভিমান ও গর্ব্বযুক্ত হয়ে মোহবশতঃ দুরাগ্রহ (এই মন্ত্রদ্বাবা দেবতাব পূজা করে মহানিধি পাব এমন আশা) স্বীকার কবে অশুচি ব্রত মদ-মাংসাদি ঘটিত ব্রতাবলম্বী হয়ে অপবিত্র কর্মগুলি করেন। ১০

অসদ্‌গ্রাহান্— অমুক মন্ত্রের দ্বারা অমুক দেবতার উপাসনা করে মহানিধি পাব এমন দুরাশা (শ্রীধর)।

চিন্তাম পরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপৰমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ।। ১১

আশা পাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থ মন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান।। ১২

১১।১২। প্রলয়ান্তাং (মৃত্যু পর্যন্ত স্থিতিশীল) অপরিমেয়ান চ (অপরিমিত) চিন্তাং (বিষয় চিন্তাকে) উপাশ্রিতাঃ (আশ্রয় করে) কামোপভোগপরমাঃ (বিষয় ভোগই যাদের পরম পুরুষার্থ) এতাবৎ ইতি নিশ্চিতাঃ (এরূপ স্থির করে) [অতএব] আশাপাশাশতৈঃবদ্ধাঃ (শত শত আশারূপ রজ্জুদ্বারা বদ্ধ হয়ে) কামক্রোধপরায়ণাঃ কামভোগার্থং (কামক্রোধ পরায়ণ ব্যক্তিগণ বিষয়ভোগের জন্য) অন্যায়েন (অসৎপথ অবলম্বন করে) অর্থ সঞ্চয়ান্ ঈহন্তে (অর্থ সঞ্চয়ের ইচ্ছা করেন)।

মৃত্যুকাল পর্যন্ত অপবিমিত বিষয়-চিন্তা আশ্রয় করে শব্দাদি বিষয় ভোগ

পরায়ণ হয়ে, কামভোগই পরম পুরুষার্থ, বিষয়জনিত সুখই সুখ, এমন যাদেব নিশ্চয়তা এছাড়া জীবনের অন্য লক্ষ্য নেই, অতএব এরা শত শত আশাপাশে বদ্ধ এবং কামক্রোধ পরায়ণ হয়ে, অসৎ মার্গ আশ্রয় করে অর্থ সংগ্রহ বা ধনাদি লাভের অভিলাস কবেন। ১১।১২

এতাবৎইতি নিশ্চিতাঃ — এই বিষয়ভোগই পবম পুরুষার্থ, এছাড়া জীবেব অন্য কোনো লক্ষ্য নেই, একপ নিশ্চয় করে।

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্।। ১৩

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী।। ১৪

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ।। ১৫

অনেক চিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ।। ১৬

১৩-১৬। অদ্য ময়া (আজ আমার দ্বারা) ইদং লব্ধং (এই লাভ হল) ইমং মনোরথং প্রাপ্স্যে (এই অভিলসিত বস্তু, পরে পাব) ইদম্‌অস্তি (এইধন আছে) পুনঃ মে (আমার) ইদং ধনম্ অপি (এই ধনও), ভবিষ্যতি (হবে), অসৌ শত্রুঃ ময়া হতঃ (আমার দ্বারা সেই শত্রু হত হয়েছে), অপরান্ অপিচ (অন্যান্য-দেরও), হনিষ্যে (হনন করবো), অহম্ (আমি) ঈশ্বরঃ (প্রভু), অহং ভোগী (ভোগাধিকাবী), অহং সিদ্ধ (কৃতকৃত্য), বলবান্ সুখী, [আমি] আঢ্যঃ (ধনবান) অভিজনবান্ (কুলীন) অস্মি (হই), ময়াসদৃশ (আমার মত) অন্যঃ কঃ অস্তি (আর কে আছে?) [আমি] যক্ষ্যে (যজ্ঞ করবো), দাহ্যামি (দান করবো), (নোদিষ্যে (আমোদ করবো) ইতি অজ্ঞান বিমোহিতাঃ (এরকম অজ্ঞানবিমূঢ়) অনেক চিত্ত বিভ্রান্তাঃ (নানা প্রকার কল্পনায় বিক্ষিপ্ত চিত্ত) মোহজাল সমাবৃতাঃ (মোহজালে জড়িত) কাম ভোগে প্রসক্তাঃ (বিষয় ভোগে আসক্ত) [ব্যক্তিগণ] অশুচৌ নরকে (অপবিত্র নরকে) পতন্তি (পতিত হন)।

আজ আমার এই ধন লাভ হল, পরে আমি ঈষ্ট বস্তু পাব, এইধন আমার আছে, এইধন আমার পরে হবে, এ শত্রুকে আমি পরাজিত করেছি, অন্যান্য শত্রুদের ও বিনাশ করবো, আমিই সকলের প্রভু, আমিই সমস্ত ভোগের অধিকারী, আমি সিদ্ধ, বলবান, সুখী, ধনবান ও কুলীন। আমার সমান কে আছে? আমি যজ্ঞ করবো, দান করবো, আনন্দ করবো এভাবে অজ্ঞানে বিমোহিত, নানাবিধ বিষয় চিন্তায় বিভ্রান্তচিত্ত, মোহজালে জড়িত এবং বিষয় ভোগে অত্যন্ত আসক্ত ব্যক্তিগণ অপবিত্র নরকে পতিত হন। ১৩-১৬

যক্ষ্যে, দাস্যামি, মোদিষ্যে – যজ্ঞ করবো, দান করবো, আমোদ করবো। অর্থাৎ আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য যজ্ঞ, মানেব জন্য দান, বিষয় ভোগের জন্য আমোদ, এগুলি সবই অজ্ঞানপ্রসূত ও নরকের হেতু।

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্।। ১৭

১৭। আত্ম সম্ভাবিতাঃ (আত্ম প্রশংসাকারী), স্তব্ধাঃ (অবিনয়ী) ধনমানমদান্বিতাঃ (ধন, মান ও অহংকারযুক্ত) তে (তাঁরা) দম্ভেন (দম্ভসহকারে) নাম যজ্ঞৈঃ (নাম মাত্র যজ্ঞের দ্বারা) অবিধিপূর্ব্বকং যজন্তে (অবিধিপূর্ব্বক যজ্ঞ করেন)।

নিজেকে নিজে সম্মানিত করতে অবিনয়ী আসুর প্রকৃতিব ব্যক্তিগণ ধন-মান-অভিমানবশতঃ অহংকার যুক্ত হয়ে দম্ভ সহকারে অবিধিপূর্ব্বক নাম মাত্র যজ্ঞ করে থাকেন। ১৭

আত্ম সম্ভাবিতা—আত্ম প্রশংসাকারী, নিজেকে নিজে বড় বলে প্রচার করে বেড়ানো।

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তো২ভ্যসূয়কাঃ।। ১৮

১৮। অহঙ্কারং, বলং, দর্পং, কামং, ক্রোধংচ সংশ্রিতাঃ (আশ্রয় করে) [সেই ব্যক্তিগণ] আত্ম পরদেহেষু (নিজের ও অন্যেব দেহে স্থিত) মাং (আমার প্রতি) প্রদ্বিষন্তঃ (বিদ্বেষ করে) অভ্যসূয়কাঃ (দ্বেষকারী) [হন]।

সাধুগণের যারা দ্বেষকারী, সেই সকল ব্যক্তি অহংকার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশীভূত হয়ে নিজ দেহে অবস্থিত আত্মারূপী আমাকে দ্বেষ করে থাকেন। ১৮

অভ্যসূয়কা — সাধু ব্যক্তিগণের দোষদর্শী। স্বদেহে এবং পরদেহে, বলার উদ্দেশ্য হলো, আমি সমস্ত জীবে অন্তর্য্যামী স্বরূপে আছি; কিন্তু অহংকারবশতঃ আমার অন্তর্য্যামীত্ব অস্বীকার করে, স্বদেহে স্থিত ও অন্য দেহে স্থিত আমাকে হিংসা কবেন।

মাধবদেব নামঘোষাতে বলেছেন,—

সমস্তরে আত্মা নারায়ণ আত্মাসুখে রতি সর্ব্বক্ষণ,
এহি হেতু সমস্ত প্রাণীতে সম।
তাঙ্ক যিটো ভজে সুখে তরে, নভজি সংসারে মজি মরে,
কৃষ্ণক বিষম বোলয় কোন অধম।।

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু।। ১৯

১৯। অহং (আমি) দ্বিষতঃ (বিদ্বেষ পরবশ) ক্রূরান্ (ক্রূরকর্মা) নরাধম (নরাধম) অশুভান্ তান্ (অশুভকর্মকারী সেই সকলকে) সংসারেষু (সংসারে) আসুরীষু যোনিষু (আসুরী পশ্বাদি পাপ যোনিতে) অজস্রং (বারে বারে) ক্ষিপামি (নিক্ষেপ করি)।

এরূপ হিংসুক, ক্রূরমতি, নরাধম, নিত্য অশুভ কর্মানুষ্ঠানশীল আসুর পুরুষগণকে আমি সংসারে (বাঘ, সাপ প্রভৃতি) আসুরী যোনিতে বারে বারে নিক্ষেপ করে থাকি। ১৯

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্।। ২০

২০। হে কৌন্তেয়! জন্মনি জন্মনি (জন্মে জন্মে) আসুরীং যোনিমাপন্নাঃ (আসুরী যোনি লাভ করা) মূঢ়া (মূঢ়পুরুষগণ) মাম্ অপ্রাপ্য এব (আমাকে নাপেয়ে) ততঃ অধমাং গতিং যান্তি (আরোও অধোগতি লাভ করেন)।

হে কৌন্তেয়! এই সকল মূঢ় ব্যক্তি জন্মে জন্মে আসুরী যোনি লাভ করেন ও আমাকে না পেয়ে অধোগতি (ক্রিমি কীটাদি যোনি) প্রাপ্ত হন। ২০

সাত শ্লোক থেকে বিশ শ্লোক পর্যন্ত অসুর প্রকৃতির লোকের অধঃপতনের কথা বলে এখন এই অধোগতির মূল কারণ ও তার প্রতিকারের উপায় বর্ণনা করেছেন। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে তমোগুণ প্রবল ব্যক্তির কি গতি হয় সেই কথাও অবশ্য বলেছেন। অসুর প্রকৃতির লোকেরা ঘোর তমোগুণী।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ।। ২১

২১। কামঃ ক্রোধঃ তথা লোভঃ ইদং ত্রিবিধং (এই তিন প্রকার) নরকস্য দ্বারং (নরকের দ্বার) আত্মনঃ নাশনং (নিজ আত্মার নাশক) [অতএব] এতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ (এই তিনটিকে ত্যাগ করবে)।

কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটি নরকের দ্বার স্বরূপ, এগুলি আত্মতত্ত্ব জ্ঞান নাশক, এজন্য তুমি এই তিনটিকে ত্যাগ করবে। ২১

শ্রীনামঘোষাতে বলেছেন,—

"যতেক অনর্থ আছে সংসারত, তাতে তিনিবিধ সার।
কাম ক্রোধ লোভ, আপোন নাশন, জানি করা পরিহার।।"

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্।। ২২

২২। হে কৌন্তেয়! এতৈঃ ত্রিভিঃ (এই তিন) তমোদ্বারৈঃ বিমুক্তঃ (নরকের দ্বার থেকে মুক্ত হয়ে) নরঃ আত্মনঃ শ্রেয়ঃ (মানুষ নিজের কল্যাণ) আচরতি (সাধন করেন), ততঃ (তারপর) পরাং গতিং যাতি (পরম গতি প্রাপ্ত হন)।

হে কৌন্তেয়! নরকের দ্বার স্বরূপ এই তিনটি (কাম, ক্রোধ, লোভের) থেকে মুক্ত হলে মানুষ নিজের কল্যাণ সাধন করে পরমগতি লাভ করেন।২২

উপরিউক্ত একুশ, বাইশ শ্লোক দুটিতে কাম, ক্রোধ, লোভ এই তিনটিকে নরকের দ্বার স্বরূপ বলা হয়েছে। অসুর প্রকৃতির লোকগণ এই তিনটিকে আশ্রয়

করেই অধোগতি পান। এই তিনটিকে ত্যাগ করতে পারলেই আপনার শ্রেয় সাধনার্থে কর্ম করা যায় এবং তারফলে পরিশেষ মোক্ষও লাভ হয়।

এজন্য শ্রীনামঘোষাতে বলেছেন,–

"আত্মনাশ হেতু কাম, ক্রোধ, লোভ নরকর তিনি দ্বার।
জানি তাক তেজি কেবল কৃষ্ণর ভকতিক করা সার।।"

শ্রীকৃষ্ণের চরণ আশ্রয় করলে কাম ক্রোধাদি অনর্থ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে ভক্ত পরম্পদ পান। কারণ একান্ত কৃষ্ণ ভক্তকে কাম ক্রোধাদি অনর্থসমূহ পীড়া দিতে পারেনা। (৩।৪৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি নসুখং ন পরাং গতিম্।। ২৩

২৩। যঃ শাস্ত্রবিধিং উৎসৃজ্য (যিনি শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে) কাম কারতঃ (যথেচ্ছাচারী হয়ে) বর্ত্ততে (কাম প্রবৃত্ত হন), সঃ (সেই ব্যক্তি) সিদ্ধিং ন অবাপ্নোতি (সিদ্ধি লাভ করতে পারেন না) ন সুখং (সুখ পাননা) ন পরাং গতিং (পরম গতিও লাভ করতে পারেন না)।

যিনি শাস্ত্র বিধি পরিত্যাগ করে, স্বেচ্ছাচারী হয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হন, তিনি সিদ্ধিলাভ করতে পারেননা, তার সুখ-শান্তি হয়না ও মোক্ষ লাভও হয়না।২৩

যারা শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে মনোধর্ম নিয়ে আমাকে ভজনা করেন তাঁদের মোক্ষ প্রাপ্তি নতুবা শান্তি লাভ তো হয়ইনা, অধিকন্তু তাদের ইহকালের সংসার অনর্থও নিবৃত্তি হয়না। সেই কথাই শ্রীনামঘোষাতে বলেছেন,–

"শাস্ত্র মত এরি, যি কথা কহয়, কেবলে পাষণ্ড নয়।
আছোক কৃষ্ণক পাইবে কদাচিত নুগুচে সংসার ভয়।।"

নরোত্তম ঠাকুরও এই কথাই বলেছেন,–

"সাধু শাস্ত্র গুরুবাক্য, তিনিয়ো করিয়া ঐক্য, মনে করিও থান।"

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি।। ২৪

২৪। তস্মাৎ (সেজন্য) কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতো (কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য নিরূপণে) শাস্ত্রং তে প্রমাণং (শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ) [এজন্য] ইহ (এই লোকে থেকে নতুবা কর্মাধিকারে বর্ত্তমান থেকে) শাস্ত্রবিধানোক্তং জ্ঞাত্বা (শাস্ত্রের বিধান বা ব্যবস্থা জেনে) কর্ম্ম কর্ত্তুং অর্হসি (কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হও)।

অতএব কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ, সেজন্য শাস্ত্রানুসারে নিজ অধিকার অনুরূপ শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা জেনে কর্ম করতে প্রবৃত্ত হও। ২৪

স্বধর্মাচরণ নাকরে শুধুমাত্র মনোধর্মী হয়ে স্বেচ্ছাচার সাধন পথে অগ্রসর হলে কাম-ক্রোধাদি রিপু জয় করা যায়না। স্বধর্মাচরণই আত্মশুদ্ধি এবং সম্যক জ্ঞান লাভের উপায় ও এই থেকেই মোক্ষ লাভ হয়।

ষোড়শ অধ্যায়ের ভাবার্থ

এই অধ্যায়ের নাম আসুরিক সম্পদ ও দৈবী-সম্পদ-যোগ। অধ্যায়টিতে প্রধানতঃ দৈবী ও আসুরিক প্রকৃতির লোকের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। ৭।১,২ শ্লোকে শ্রীভগবান বলেছিলেন যে, আমাতে আসক্তচিত্ত ও আমারই একমাত্র শরণাগত হয়ে যোগযুক্ত হলে আমার সর্ব বিভূতিসম্পন্ন সমগ্র স্বরূপ নিঃসন্দেহে জানতে পারেন। বিজ্ঞান সহ মৎস্বরূপ বিষয়ক জ্ঞান জানলে শ্রেয় মার্গ জানতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনা। ৯।১ শ্লোকেও শ্রীভগবান এই কথাই বলেছেন যে,— এই অতি গুহ্য বিজ্ঞানসহিত ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞানের কথা বলি যা জানলে তুমি সংসার দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারবে। কিন্তু শ্রদ্ধাহীন অদূরদর্শী ব্যক্তিকে এই গুহ্যতম জ্ঞানের উপদেশ দেওয়া হবেনা, ইত্যাদি কথা বলে ৯।২,৩ শ্লোকে এই বিদ্যাকে রাজবিদ্যা, অতি গুহ্যতম সর্বোৎকৃষ্ট পবিত্র সর্বধর্মের ফলস্বরূপ, প্রত্যক্ষ বোধগম্য ও সুখসাধ্য বলে বর্ণনা করেছেন। এই ধর্মে যার বিশ্বাস নেই,

সেই সকল লোক মৃত্যুময় সংসারে আসা যাওয়ার পথে পরিভ্রমণ করে থাকেন। ৯।১১-১৪ শ্লোক পর্যন্ত শ্রীভগবান পুনঃ এই কথা বলেছেন যে,– হে অর্জুন! অবিবেকী অজ্ঞ লোকেরা তামসিক ও রাক্ষসী প্রকৃতি বশতঃ সর্বভূত মহেশ্বর আমার পরমভাব জানতে নাপেরে আমাকে দেহধারী মানুষ বলে অবজ্ঞা করে থাকেন। তাদের আশা, কর্ম ও জ্ঞান নিষ্ফল। কিন্তু হে পার্থ! যারা দৈবী প্রকৃতির আশ্রিত, সেই সকল মহাপুরুষেরা আমার অব্যয় স্বরূপ জেনে আমাকে ভজনা করেন ইত্যাদি অনেক কথাই বলেছিলেন।

পূর্ববর্ত্তী ১৫-২০ শ্লোক পর্যন্ত পুরুষোত্তমতত্ত্ব বর্ণনা প্রসংগে, সপ্তম অধ্যায়ে কথিত ঈশ্বরের সমগ্র স্বরূপ এবং নবম অধ্যায়ে কথিত অবতারতত্ত্ব অর্থাৎ মনুষ্য দেহধারী পুরুষোত্তমতত্ত্ব বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

উপসংহারে বলেছেন যে, এই তত্ত্ব অর্থাৎ মানুষ দেহধারী পুরুষোত্তমতত্ত্ব আমার পরম ভাব জানিলে জানার আর কিছুই বাকী থাকেনা এবং এরূপ ব্যক্তিরাই আমাকে সর্বতোভাবে ভজনা করেন।

শ্রীনামঘোষাতে মাধবদেব বলেছেন,–

পুরুষোত্তমর প্রেম ভকতি সুখক মাত্র
নিশ্চয় করিলা যিটোজন।
শরণ কালরে পরা বিধির কিঙ্কর গুচি
করে সদা শ্রবণ কীর্ত্তন।।

কিন্তু নবম অধ্যায়ে উক্ত দৈবী ও আসুরিক প্রকৃতির লোকগণের কথা বিশেষভাবে বলতে পারেননি, সেজন্য এই অধ্যায়ে দৈবী সম্পদ ও আসুরিক সম্পদশালী ব্যক্তিদের প্রকৃতি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এই অধ্যায়ের ১-৩ শ্লোকে দৈবী প্রকৃতির লোকের কথা বলেছেন।

যারা পূর্বজন্মের কর্মফলে দৈবী সম্পদ নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেন তারাই শুধু নির্ভিকতা, চিত্তশুদ্ধি, আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা, কর্মযোগে তৎপরতা, দান, সংযম, যজ্ঞাদি ছাব্বিশটি গুণের অধিকারী হন। দৈবী সম্পদশালী লোকের প্রকৃতি যদিওবা ১।২।৩ শ্লোকে বর্ণনা করেছেন, তবুও ২য় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের বর্ণনা,

(২।৫৫-৫৭), দ্বাদশ অধ্যায়ের ভগবৎ ভক্তের লক্ষণ (১২।১৩-২০); ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জ্ঞানীর লক্ষণ (১৩।৮-২২); চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বর্ণিত ত্রিগুণাতীতের লক্ষণ (১৪।২২-২৫) এই সমস্তই দৈবী সম্পদজাত ব্যক্তিদেরই লক্ষণ। প্রকৃতার্থে সিদ্ধ অবস্থায় প্রকৃত জ্ঞানী, ভক্ত, স্থিতপ্রজ্ঞ, ত্রিগুণাতীত ও যোগীর লক্ষণ এক অবস্থাতেই উপনীত হয়।

হে পার্থ! দম্ভ, দর্প, অভিমান, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞানতা আসুরিক সম্পদ নিয়ে জাত ব্যক্তির প্রকৃতি অর্থাৎ এই গুলি রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির লোকের ধর্ম। সেজন্য দৈবী সম্পদ মোক্ষের হেতু এবং আসুরিক সম্পদ বন্ধনের হেতু।

হে অর্জ্জুন! তুমি দৈবী সম্পদ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছ। সেজন্য তোমার শোকের কারণ আমি কিছুই দেখিনা। হে পার্থ! এজগতে যত প্রাণী আছে প্রত্যেকেই দৈবী সম্পদ ও আসুরিক সম্পদ নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। তোমাকে আমি আসুরিক প্রকৃতির লোকদের কথা বলি শোন।

আসুরিক প্রকৃতির লোকের ধর্মাধর্ম কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান নেই। সেজন্য তাদের শৌচ সদাচার বা সত্য কিছুই নেই। এই অসুর প্রকৃতির লোকেরা বলে যে, জগতে সত্য বলে কোন বস্তু নেই, সবই অসত্য। জগতে ধর্মাধর্মেরও কোনো ব্যবস্থা নেই এবং ধর্মাধর্মের ব্যবস্থাপক ঈশ্বর বলেও কোনো বস্তু নেই। ইহা কেবল স্ত্রী-পুরুষের মিথুনজনিত। স্ত্রী-পুরুষের কর্মই এর একমাত্র কারণ, অন্য কোনো কারণ নেই। অর্থাৎ ধর্ম, শাস্ত্র, গুরু ও ঈশ্বর বলে তারা কিছুই মানেন না এবং জগতে সবকিছুই যেন মানুষের কামনা-বাসনা ভোগ করার জন্য। এই অল্পমতি, ক্রূরকর্মা অসুর প্রকৃতির লোকেরা অহিতাচরণে প্রবৃত্ত হন এবং তারা জগতের অনিষ্টের জন্যই যেন জন্ম গ্রহণ করেন। শুধু কামোপভোগই যেন এদের পরম পুরুষার্থ। এরূপ মূঢ়মতি অসুর প্রকৃতির লোকেরা অপবিত্র নরকে পতিত হন।

সাধুগণের অসূয়াকারী এই ব্যক্তিগণ অহংকার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশবর্ত্তী হয়ে স্বদেহে ও পরদেহে অবস্থিত আত্মরূপী আমাকে বিদ্বেষ করেন অর্থাৎ আমি যে অন্তর্যামী রূপে সকলের মধ্যেই আছি; কিন্তু অহংকারবশতঃ আমার অন্তর্য্যামিত্ব অস্বীকার করে নিজদেহে আমাকে বিদ্বেষ করেন এবং প্রাণী

হিংসাদি দ্বারা অন্য দেহেও অবস্থিত আমাকে বিদ্বেষ করে থাকেন। এরূপ দ্বেষ পরবশ, নিষ্ঠুর মতি নরাধম অসুর পুরুষগণকে আমি সংসারে (বাঘ, সাপ প্রভৃতি) আসুরি যোনিতে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করে থাকি।

অসুর স্বভাবের মূল কারণ তিনটি। যথা— কাম, ক্রোধ ও লোভ। শ্রীনামঘোষাতে মাধবদেব বলেছেন,—

"যতেক অনর্থ আছে সংসারত তাতে তিনিবিধ সার।
কাম ক্রোধ লোভ, আপোন নাশন, জানি করা পরিহার।।"

নরকের দ্বারস্বরূপ এগুলিই আত্মার অধোগতির কারণ। এই তিনটি কারণ ত্যাগ হলেই শ্রেয় লাভ করা সম্ভব হয়। এই তিনটি ত্যাগ করে কল্যাণ সাধন পূর্বক পরমগতি লাভ করা যায়। আত্মনাশক কাম, ক্রোধ, লোভ— নরকের এই তিন দ্বার থেকে পরিত্রাণ পাবার একমাত্র উপায় শ্রীভগবানের শরণাগতি। নামঘোষাতে পুনঃ বলেছেন,—

"আত্মনাশ হেতু কাম ক্রোধ লোভ নরকর তিনি দ্বার।
জানি আক তেজি কেবল কৃষ্ণর ভকতিক করা সার।।"

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে শাস্ত্রই প্রমাণ। সেজন্য অর্জ্জুনকে শ্রীভগবান বলেছেন,— শাস্ত্র ব্যবস্থা জেনে তুমি যথাযথ কর্ম কর। শাস্ত্র বাক্য লঙ্ঘন করে, স্বেচ্ছাচারী হয়ে আমাকে উপাসনা করলে আমার সাক্ষাৎ মিলেনা, সুখ, সিদ্ধি ও পরম গতিও লাভ হয়না। এজন্য সকলেরই শাস্ত্রবিধি পালন করা উচিত। এই বিষয়ে শ্রীমাধবদেব নামঘোষাতে বলেছেন,—

"শাস্ত্রমত এরি, যি কথা কহয় কেবলে পাষণ্ড নয়।
আছোক কৃষ্ণক পাইবে কদাচিত, নুগুছে সংসার ভয়।"

দেশ কাল পাত্র অনুসারে শাস্ত্রগুলিরও পরিবর্ত্তন হয়ে থাকে। কারণ সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিবর্ত্তনের সংগে শাস্ত্রেরও পরিবর্ত্তন ব্যতীত সমাজের উন্নতি সুদূর পরাহত।

শত শত বৎসর আগে ভারতবর্ষের বিরাট হিন্দু জাতির সামাজিক, রাষ্ট্রীয়

যে নিয়ম-নীতিগুলি প্রচলিত ছিল, কালক্রমে সেগুলিকে পরিবর্ত্তন করে, দেশ ও সমাজের প্রগতির অনুকূলে প্রয়োগ করা হয়েছিল। যুগধর্মের পরিবর্ত্তনের সংগে সংগে যদি সামাজিক নীতি-নিয়মের পরিবর্ত্তন নাহয়, তবে সেই সমাজ তখনই আত্মঘাতী হয়।

হাজার হাজার বৎসর আগে সমাজ রক্ষার অনুকূলে যে সমস্ত আচার, নীতি, নিয়ম প্রচলিত ছিল, বর্ত্তমান যুগে সেই গুলির কার্যকারীতা নাও থাকতে পারে, অধিকন্তু বহুদিন আগে যে সমস্ত আচার, নীতি, নিয়ম প্রচলিত ছিল, বর্ত্তমান যুগে হয়তো সেইগুলি উপযোগী নাও হতে পারে। আর্য হিন্দু জাতির বর্ত্তমান অবস্থানুসারে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিবর্ত্তনশীল প্রগতিমূলক রীতির অনুকূলে জাতির চলা কর্ত্তব্য। একেই অনেকে যুগধর্ম বলেন। যুগধর্ম রক্ষা না করলে সমাজ, জাতি ও দেশরক্ষা সম্ভব হয়না। সেজন্য শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে শেষের ২৪ শ্লোকে বলেছেন,— শাস্ত্রই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা অর্থাৎ প্রমাণ। অতএব শাস্ত্র ব্যবস্থা জেনে যথাধিকার কর্মে প্রবৃত্ত হও অর্থাৎ তুমি ক্ষত্রিয়, তাছাড়া তোমার পিতৃ রাজ্য দুষ্ট দুর্যোধন কর্ত্তৃক কবলিত। তোমার এই ব্যাপারে শাস্ত্র ব্যবস্থা জেনে কর্ম করা উচিত। অর্থাৎ তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধই তোমার যথাধিকার কর্ম, এটাই শাস্ত্র-প্রমাণ।

বিহায় পাষণ্ডগণ প্রসঙ্গং বিধায়সৎসঙ্গমনন্যসিদ্ধম্।
নিধায়চিত্রে সুচিরং পরেশং বিধায়দুঃখং সমুপৈতিবিষ্ণুম্।।

হে সাধুসব দেখ, পাষণ্ডসবর আচার প্রবৃত্তি। আক জানি কদাচিতো পাষণ্ডর সঙ্গক নধরি ডাকি হরি বোল হরি।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবদগীতাসূপপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে
দৈবাসুরসম্পদবিভাগ—
যোগোনাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

উত্তরাধিকার হেতুনাং শ্রদ্ধা মুখ্যা তু সাত্ত্বিকী।
ইতি সপ্তদশে গৌণ শ্রদ্ধা ভেদাস্ত্রিবিধোচ্যতে।।
রজস্তমোময়ীং ত্যত্ত্বা শ্রদ্ধাং সত্ত্বময়ীং শ্রিতঃ।
তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারী স্যাদিতি সপ্তদশে স্থিতম্।।

ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার লাভের জন্য সমস্ত কিছুর মধ্যে সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধাই প্রধান। এজন্য সপ্তদশ অধ্যায়ে তিন প্রকার গৌণ শ্রদ্ধাব বিষয় কথিত হয়েছে।

বাজসিক ও তামসিক শ্রদ্ধা ত্যাগ কবে সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধার আশ্রয় নিয়ে তত্ত্বজ্ঞানেব অধিকাবী হতে হবে এটাই সপ্তদশ অধ্যায়েব স্থিবীকৃত বিষয়।

ইতি শ্রীধবস্বামীকৃত গীতার্থ সংগ্রহঃ।

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ।।

সপ্তদশো অধ্যায়ঃ

শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগঃ

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহোরজস্তমঃ।। ১

১। অর্জ্জুন উবাচ— হে কৃষ্ণ! যে (যারা) শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য (শাস্ত্র বিধি ত্যাগ করে) শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ (শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে) যজন্তে (পূজাদি করেন), তেষাং (তাঁদের) নিষ্ঠা কা? (নিষ্ঠা কি রূপ)? সত্ত্বম (সাত্ত্বিকী) রজঃ (রাজসী) অহো (নতুবা) তমঃ (তামসী)?

অর্জ্জুন বললেন,— হে কৃষ্ণ! যারা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে পূজাদি করে থাকেন তাদের নিষ্ঠা কেমন? সাত্ত্বিক না রাজসিক না তামসিক?১

আগের অধ্যায়ের শেষে ১৬।২৩।২৪ শ্লোকে শ্রীভগবান বলেছেন, শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে যাঁরা স্বেচ্ছাচারী হয়ে কর্ম করেন তারা অসুর প্রকৃতির, তাদের শান্তি ও মোক্ষ লাভ হয়না। এজন্য নিজ অধিকার অনুযায়ী কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করে, শাস্ত্র প্রমাণ (মনে শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুযায়ী কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। অর্জ্জুন এই কথা শুনে এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেছেন যেই,— এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে কিংবা অজ্ঞানবশতঃ শাস্ত্রমতে চলেননা অথচ শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে পূজার্চ্চনা করেন, তাদের যে নিষ্ঠা, তাকে কি বলে? অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের উত্তর পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতে যথাযথভাবে শ্রীভগবান দিয়েছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু।। ২

২। শ্রীভগবান উবাচ— দেহিনাং (দেহীগণের) সাত্ত্বিকী, রাজসী চ তামসী চ ইতি ত্রিবিধা এব (সত্ত্বগুণ, বজগুণ ও তমোগুণ এই তিন প্রকার) শ্রদ্ধা ভবতি (শ্রদ্ধা আছে) সা (সেই) স্বভাবজা (স্বভাবজাত), তাং শৃণু (তাহা শ্রবণ কর)।

শ্রীভগবান বললেন,— দেহীগণের সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী এই তিন রকমের শ্রদ্ধা আছে, যা স্বভাবজাত অর্থাৎ পূর্বজন্মের সংস্কার জাত; সেই কথা বিস্তারিত ভাবে বলি শ্রবণ কর। ২

সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ।। ৩

৩। হে ভারত! সর্ব্বস্য (সকলের) শ্রদ্ধা সত্ত্বানুরূপা (নিজ নিজ অন্তঃকরণ বৃত্তির অনুরূপ) ভবতি (হয়), অয়ং পুরুষঃ (এই জীব) শ্রদ্ধাময়ঃ, যঃ (যিনি) যচ্ছ্রদ্ধঃ (যেমন শ্রদ্ধাযুক্ত) স এব (সেরূপই) সঃ (তিনি)।

হে ভারত! সকলের শ্রদ্ধা নিজ নিজ অন্তঃকরণবৃত্তি বা স্বভাবের অনুরূপ হয়। মানুষ শ্রদ্ধাময় ; যিনি যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত, তিনি সেই রূপই হন। ৩

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন প্রকার শ্রদ্ধানুসারে জীবগণ শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে কর্ম করেন। পূর্ব জন্মের সংস্কার রূপ স্বভাববশতঃ লোকে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক নিষ্ঠা লাভ করেন এবং নিষ্ঠা অনুসারে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে তেমনভাবে কর্ম করে থাকেন। পরবর্ত্তী শ্লোকে এই কথাই বলেছেন।

যজন্তে সাত্ত্বিকাদেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ।। ৪

৪। সাত্ত্বিকাঃ দেবান্ যজন্তে (সাত্ত্বিক পুরুষেরা দেবতাগণকে পূজা করেন) রাজসাঃ যক্ষরক্ষাংসি (যক্ষরক্ষদের) অন্যে তামসাঃ জনাঃ (অন্য তামসিক ব্যক্তিগণ) প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চ যজন্তে (প্রেত ও ভূত সকলের পূজা করেন)।

সাত্ত্বিক লোকেরা দেবতাগণের পূজা করেন, রাজসিক প্রকৃতির লোকেরা যক্ষরক্ষদিগের পূজা করেন এবং তামসিক প্রকৃতির লোকেরা ভূত প্রেতের পূজা করে থাকেন। ৪

সাত্ত্বিক লোকেরা দেবতাগণের পূজা করে দেবলোক প্রাপ্ত হলেও তাদের ঈশ্বর লাভ হয়না (৭।২৩) যেহেতু দেবলোক থেকেও জীবের পতন ঘটে (৯।২১), মুক্তি লাভ হয়না।

সাত্ত্বিক বললে রজমিশ্রিত সাত্ত্বিককেই বুঝায়, শুদ্ধ সাত্ত্বিক লোককে নয়। নিষ্কামভাবে একমাত্র শ্রীভগবানের ভজনাই সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা। তার দ্বারাই জীবের পরমগতি লাভ হয়। ভাগবতেও তাকেই নির্গুণ শ্রদ্ধা বলা হয়েছে (ভাঃ ১১।২৫।২৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। স্বভাব অনুসারে শ্রদ্ধা, স্বভাবের পরিবর্তন না হলে শ্রদ্ধাও শুদ্ধ হয়না। সেজন্য মিশ্রিত সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক শ্রদ্ধানুসারে ব্যক্তিগণের উপাসনার রুচিও বিভিন্ন হয়।

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ।। ৫

কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামম্ চেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃ শরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্।। ৬

৫।৬ দম্ভাহঙ্কার সংযুক্তাঃ (দম্ভ ও অহংকারযুক্ত) কামরাগবলান্বিতাঃ (কাম, আসক্তি ও বলযুক্ত) অচেতসঃ জনাঃ (অবিবেকী পুরুষগণ) শরীরস্থং ভূতগ্রামং (দেহস্থিত ভূতগুলিকে) অন্তঃ শরীরস্থং মাংচ (এবং শরীরের ভিতরে অবস্থিত আত্মস্বরূপ আমাকে) কর্শয়ন্ত (ক্লেশ প্রদান করে) অশাস্ত্রবিহিতং (শাস্ত্রবিরুদ্ধ) ঘোরং তপং তপ্যন্তে (ভয়ঙ্কর তপস্যা শুরু করেন) তান্ (তাঁদের) আসুরনিশ্চয়ান্ (আসুর বুদ্ধি বিশিষ্ট) বিদ্ধি (বলে জানবে)।

দম্ভ, অহংকার, কামনা, আসক্তিযুক্ত ও বলগর্বিত হয়ে, যেসকল বিবেকহীন ব্যক্তি, শরীরস্থ পঞ্চভূতকে এবং অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থিত দেহ মধ্যস্থ আমাকে কষ্ট দিয়ে অশাস্ত্রবিহিত অত্যুগ্র তপস্যাদি করে থাকেন, তাদের আসুর বুদ্ধি বিশিষ্ট বলে জানবে। ৫।৬

অসুর বুদ্ধির লোকেরা উগ্র তপস্যা ও নানা প্রকার উৎকট সাধনার দ্বারা আমি যে অন্তর্য্যামী স্বরূপে আছি, সেই কথা নাজেনে আমাকে উপবাসাদি ব্রতের দ্বারা কষ্ট দিয়ে থাকেন। এরফলে জীবের পরমগতি লাভ তো হয়ই না পরন্তু অধোগতিই হয়। আমার সনাতনতম্ অংশ বীজরূপা (১৪।৪)।

আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু।। ৭

৭। সর্ব্বস্য (সমস্ত প্রাণীর) আহারঃ তু অপি ত্রিবিধঃ প্রিয়ঃ ভবতি (আহারও তিন রকম প্রিয় হয়); তথা (এবং) যজ্ঞঃ, তপঃ, দানং চ (যজ্ঞ, তপ ও দান) তেষাং ইমং ভেদং (তাদের এই প্রভেদ) শৃণু (শ্রবণ কর)।

(প্রকৃতি ভেদে) সমস্ত প্রাণীর প্রিয় আহারও তিনরকম হয়ে থাকে, তদ্রূপ যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানও তিন প্রকার। সেই গুলির মধ্যে যে প্রভেদ আছে তাহা শ্রবণ কর। ৭

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতি অনুসারে মানুষের আহারও তিন প্রকার। যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানও তিন প্রকার। নীচের শ্লোকসমূহে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য সুখপ্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ।। ৮

৮। আয়ুঃ সত্ত্ববলারোগ্যসুখ প্রীতি বিবর্দ্ধনা (আয়ু, উৎসাহ, বল, আরোগ্য, চিত্ত প্রসন্নতা ও রুচি এগুলির বৃদ্ধিকারক), রস্যাঃ (রসযুক্ত, মধুর) স্নিগ্ধাঃ (ঘৃতাদি স্নেহযুক্ত) স্থিরাঃ (সারবান্) হৃদ্যা (হৃদয়ানন্দকর) আহারাঃ (আহারসমূহ) সাত্ত্বিক প্রিয়াঃ (সাত্ত্বিক পুরুষগণের প্রিয়)।

আয়ু, উৎসাহ, বল, আরোগ্য, চিত্ত প্রসন্নতা ও রুচি— এগুলির বৃদ্ধিকারক এবং সরস, স্নেহযুক্ত, সারবান্ ও প্রীতিকর— এরূপ আহার সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয়। ৮

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণ-তীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুখশোকাময়প্রদাঃ।। ৯

৯। কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ (অতি কটু, অম্ল, লবণাক্ত, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, প্রদাহকারী) দুঃখ-শোকময়প্রদাঃ (দুঃখ, শোক ও রোগজনক) আহারাঃ (আহারগুলি) রাজসস্য ইষ্টাঃ (রাজসিক ব্যক্তিগণের প্রিয়)।

অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি রুক্ষ, অতি উগ্র এবং দুঃখ-শোক ও রোগ উৎপাদক আহারসমূহ রাজসিক ব্যক্তিগণের প্রিয়। ৯

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্।। ১০

১০। যাতযামং (অনেকক্ষণ আগের রান্না করা) গতরসং চ (এবং নির্গতরস), পূতি (দুর্গন্ধ) পর্য্যুষিতং (আগের দিনের রান্না করা, বাসি) উচ্ছিষ্টং অপি চ (এবং অন্যের উচ্ছিষ্ট), অমেধ্যং (অপবিত্র) যৎ ভোজনং (যে আহার) [তা] তামস প্রিয়ং (তামস ব্যক্তিগণের প্রিয়)।

অনেকক্ষণ আগের রান্না করা যে খাদ্য, যার রস নেই, শুকিয়ে গেছে, যা দুর্গন্ধ, বাসি, অন্যের ভুক্তাবশিষ্ট এবং অপবিত্র (অখাদ্য), সেগুলি তামস ব্যক্তিগণের প্রিয় খাদ্য। ১০

আহারের সংগে দেহের সম্বন্ধ, দেহের সংগে মনের সম্বন্ধ এবং মনের সংগে চিত্ত শুদ্ধির সম্বন্ধ। শুদ্ধচিত্তে সর্বদা ঈশ্বরের স্মৃতি থাকে। এজন্য সমস্ত সাধন মার্গে— বিশেষভাবে ভক্তি মার্গে আহার সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। শ্রুতিতেও এই কথা আছে—

"আহারাশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধি সত্ত্ব শুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ।"

(—ছান্দোগ্য ৭।২৬)

কেবল সাত্ত্বিক আহারের দিকে লক্ষ্য রাখলেই হবেনা সেই অনুসারে সর্বদা ইন্দ্রিয় বৃত্তিকেও সদ্ভাবে পরিচালিত করতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। তা নাহলে শুধু মাত্র সাত্ত্বিক আহার করলে চিত্ত-মন পবিত্র হওয়া সম্ভব নয়।

বিশিষ্টাদ্বৈত রামানুজ স্বামীর মতে— তিন প্রকারের আহার ত্যাজ্য, যেমন— জাতিদোষ- খাদ্যের প্রকৃতিগত দোষ, যেমন— পিয়াজ, রসুন, মদ, মাংস প্রভৃতি।

আশ্রয় দোষ— অসুর স্বভাব নতুবা কুৎসিৎ রোগাক্রান্ত লোকের হাতের খাদ্য।

নিষিদ্ধ দোষ— ধূলি, ময়লা নতুবা কোনো অশুদ্ধ কেশ আদি দ্রব্যের সংস্পর্শ।

অদ্বৈত শঙ্করাচার্যের মতে, ইন্দ্রিয় বৃত্তির দ্বারা শুদ্ধ বিষয় গ্রহণই আহার শব্দের প্রকৃত অর্থ। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়সমূহ বিশুদ্ধ করতে নাপারলে কেবল মাত্র আহার বিচার জড়বাদ মাত্র।

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ।। ১১

১১। অফলা কাঙ্ক্ষিভিঃ (ফলাকাঙ্ক্ষাহীন ব্যক্তিগণ) যষ্টব্যম্ এব (যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য), ইতি মনঃ সমাধায় (এভাবে মনকে পরমাত্মায় সমর্পণ করে) বিধিদিষ্টঃ (শাস্ত্রবিধি অনুসারে সম্পন্ন) যঃ যজ্ঞঃ ইজ্যতে (যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়) সঃ (তাহা) সাত্ত্বিকঃ (সাত্ত্বিক যজ্ঞ)।

ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে 'যজ্ঞানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য' এরূপ কর্ত্তব্য বোধে পরমাত্মায় চিত্ত সমর্পণ করে শাস্ত্র বিহিত যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তা সাত্ত্বিক যজ্ঞ। ১১

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্।। ১২

১২। ফলং অভিসন্ধায় তু (কিন্তু ফল কামনা করে) অপি চ দম্ভার্থম্ এব (এবং ধার্মিকত্ব দেখানোর জন্য) যৎ ইজ্যতে (যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়) হে ভরত শ্রেষ্ঠ! তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি (সেই যজ্ঞকে রাজসিক বলে জানবে)।

কিন্তু হে ভরত শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন! স্বর্গাদি ফল লাভের উদ্দেশ্যে এবং নিজের ধার্মিকতা প্রকাশের জন্য যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাকে রাজসিক যজ্ঞ বলে জানবে।১২

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধা বিরহিতং যজ্ঞংতামসংপরিচক্ষতে।। ১৩

১৩। বিধিহীনং (শাস্ত্রোক্ত বিধিশূন্য) অসৃষ্টান্নং (অন্নদান বিহীন) মন্ত্রহীনঃ (মন্ত্র বর্জ্জিত) অদক্ষিণং (দক্ষিণাশূন্য) শ্রদ্ধাবিরহিতং (শ্রদ্ধাশূন্য) যজ্ঞং (যজ্ঞকে) তামসং পরিচক্ষতে (তামস যজ্ঞ বলা হয়)।

শাস্ত্রোক্ত বিধিশূন্য, অন্নদানবিহীন, যে যজ্ঞে শাস্ত্রোক্ত মন্ত্র নেই, যথাবিহিত দক্ষিণা নেই এবং যে যজ্ঞ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয়না, তাকে তামস যজ্ঞ বলে।১৩

মানুষের প্রকৃতি ভেদে কর্ত্তা বিভিন্ন ভাব নিয়ে এবং ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে কর্ম সম্পাদন করেন। ১১।১২।১৩ শ্লোকে তিন প্রকার যজ্ঞের বিষয়ে বর্ণনা করেছেন।

দেব দ্বিজ গুরু প্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে।। ১৪

১৪। দেব-দ্বিজ-গুরু-প্রাজ্ঞ পূজনং (দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও বিদ্বান ব্যক্তির পূজা), শৌচং, আর্জ্জবম্ (সরলতা), ব্রহ্মচর্য্যং অহিংসা চ শরীরং তপঃ উচ্যতে (ব্রহ্মচর্য ও অহিংসাকে শরীরের তপস্যা বলে)।

দেব, দ্বিজ, গুরু, প্রাজ্ঞ বা ব্রহ্মনিষ্ঠগণের পূজা, আচারসম্পন্ন (ভিতরে ও বাইরে শুদ্ধি) সরলতা, ব্রহ্মচর্য ও অহিংসা এই গুলিকে শরীরের তপস্যা বলা হয়। ১৪

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনঞ্চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে।। ১৫

১৫। অনুদ্বেগকরং (প্রাণীগণের মনে কষ্টদায়ক নয়) সত্যং (যথার্থ) প্রিয়হিতং চ (প্রিয় ও হিতজনক) যদ্বাক্যং (যে বাক্য) স্বাধ্যায়াভ্যসনং চ এব (এবং শাস্ত্র অভ্যাস) বাঙ্ময়ং তপঃ (বাক্যময় তপস্যা বলে) উচ্যতে (কথিত হয়)।

যাহা কারও উদ্বেগজনক নয়, যাহা সত্য, প্রিয় ও হিতকর এরূপ বাক্য ও যথাবিধি শাস্ত্রাভ্যাস এই সকলকে বাঙ্ময় বা বাচিক (বাক্যময়) তপস্যা বলে।১৫

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে।। ১৬

১৬। মনঃ প্রসাদঃ (চিত্তের প্রসন্নতা) সৌম্যত্বং (অক্রূরতা) মৌনং (মৌনভাব) আত্মবিনিগ্রহং (আত্মমনসংযম) ভাব সংশুদ্ধিঃ (চিত্ত শুদ্ধি) ইতি এতৎ (এইসকলকে) মানসং তপঃ (মনের তপস্যা বলে) উচ্যতে (কথিত হয়)।

যা কারও উদ্বেগজনক নয়, যা সত্য, প্রিয় ও হিতকর এরূপ বাক্য ও যতাবিধি শাস্ত্রাভ্যাস— এ সকলকে বাঙ্ময় বা বাচিক (বাক্যময়) তপস্যা বলে।১৫

চিত্তের প্রসন্নতা, নির্দয়হীনতা, বাক্-সংযম, আত্ম সংযম বা মনঃসংযম এবং অন্যের সংগে ব্যবহারে কপটতার অভাব, এই সকলকে মানসিক তপস্যা বলে।

শরীর, বাক্য, মন পবিত্র করতে উপরিউক্ত ১৪।১৫।১৬ শ্লোকগুলিতে শারীরিক, বাচিক ও মানসিক তপস্যার কথা বলা হয়েছে। এই তপস্যা যে সাত্ত্বিকাদি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়, সেই কথাও পরবর্তী ১৭।১৮।১৯ শ্লোকগুলিতে বলেছেন।

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্খিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে।। ১৭

১৭। অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ (ফলাকাঙ্খাশূন্য) যুক্তৈঃ (একাগ্রচিত্ত) নরৈঃ (যে সকল লোকেরা) পরয়া শ্রদ্ধয়া তপ্তং (পরম শ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠিত) তৎ ত্রিবিধং তপঃ (পূর্বোক্ত তিন প্রকার তপস্যাকে) সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে (সাত্ত্বিক তপস্যা বলে)।

ফলের আশা ত্যাগ করে, ঈশ্বরে একান্তচিত্তে এবং পরম শ্রদ্ধা সহকারে যে— লোকেরা উপরিউক্ত তিন প্রকার তপস্যার অনুষ্ঠান করেন, সেগুলিকেই সাত্ত্বিক তপস্যা বলে। ১৭

শারীরিক, বাচিক ও মানসিক তপস্যা, শ্রীভগবানে ঐকান্তিক ভক্তি রেখে, পরম শ্রদ্ধার সংগে না করলে, তার ফল অস্থায়ী হয় এবং তা মোক্ষেরও অনুকূল হয়না। নীচের শ্লোকে সেই কথাই বলেছেন।

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্।। ১৮

১৮। সৎকার মানপূজার্থং (সৎকার, মান, পূজা লাভের জন্য) দম্ভেন চ এব (এবং দম্ভের সংগে) যৎ তপঃ ক্রিয়তে (যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়) ইহ (এই সংসারে) চলং (অনিত্য, চঞ্চল) অধ্রুবং (অনিশ্চিত, ক্ষণিক) তৎতপঃ (সেই তপস্যা) রাজসং প্রোক্তং (রাজসিক বলা হয়)।

যে তপস্যা সৎকার, মান ও পূজা লাভের জন্য দম্ভসহকারে অনুষ্ঠিত হয়, তাকেই রাজসিক তপস্যা বলে। এই তপস্যা ইহলোকে অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ী ফল দান করে। ১৮

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তৎতামসমুদাহৃতম্।। ১৯

১৯। মূঢ় গ্রাহেণ দুরাকাঙ্ক্ষাবশত আত্মনঃ পীড়য়া (নিজেকে কষ্ট দিয়ে) পরস্যোৎসাদনার্থং (নতুবা পরের বিনাশের জন্য) যৎ তপঃ ক্রিয়তে (যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়) তৎতামসম উদাহৃতম্ (তাকে তামস বলে)।

সদসদ্ বিবেচনা পরিত্যাগ করে, নিজের শরীরকে কষ্ট দিয়ে, নতুবা পরের বিনাশার্থে যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, তাকে তামস তপস্যা বলে। ১৯

তামসিক লোকেরা তাঁদের স্বভাব অনুযায়ী ভয়, অজ্ঞান, মোহবশতঃ নিজের আত্মাকে পীড়া দিয়ে, অন্যকে বিনাশার্থে যে সমস্ত তপস্যার অনুষ্ঠান করেন, তার দ্বারা তাদের নিজেরই ঘোর অনিষ্ট সাধন হয় এবং অধঃপতন ঘটে।

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্।। ২০

২০। দাতব্যম্ ইতি (দেওয়া কর্ত্তব্য, এরূপ বুদ্ধিতে) অনুপকারিণে (অনুপকারী

ব্যক্তিকে) দেশে কালে চ (উপযুক্ত স্থানে, উপযুক্ত সময়ে) পাত্রে চ (উপযুক্ত পাত্রে) যৎ দানং (যে দান) দীয়তে (করা হয়) তৎ দানং (সেই দান) সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ (সাত্ত্বিক বলে উক্ত হয়)।

'দান করা উচিত', এরূপ কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে উপযুক্ত দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করে অনুপকারী ব্যক্তিকে (প্রত্যুপকারের আশা না রেখে) যে দান করা হয়, তাকে সাত্ত্বিক দান বলে। ২০

দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করে দান করবে অর্থাৎ যে স্থানে প্রকৃতপক্ষে যে বস্তুর অভাব সেই বস্তু সেই স্থানে দান করবে, যেমন— জলের অভাব থাকা স্থানে জলের ব্যবস্থা করা— এ ভাবই দেশ। লোকের যে সময়ে যে বস্তুর অভাব হয় সেই অভাব দূর করতে চেষ্টা করা, যেমন দুর্ভিক্ষের সময়ে অন্নদান করা এটাই কালোচিত। প্রকৃতার্থে যে ব্যক্তির যে বস্তুর অভাব সেই অভাব দূর করতে চেষ্টা করা, যেমন— কোনো অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে অন্ন, বস্ত্র, দান— এই দানই পাত্রোচিত দান।

কিন্তু প্রাচীন টীকাকারগণ দেশ, কাল ও পাত্রের ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেছেন। তাদের মতে— 'দেশ' অর্থ পবিত্র তীর্থস্থান; 'কাল'— চন্দ্র-সূর্যাদি গ্রহণ সময়ে পুণ্য করা; 'পাত্র' বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণাদি।

বর্ত্তমান যুগে এরূপ সঙ্কীর্ণ ব্যাখ্যা অনেকেই অনুমোদন করেননা। কাল পরিবর্ত্তনের সংগে সংগে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্বের, তীর্থ মাহাত্ম্যের মাহাত্ম্য, যে ভাবে হ্রাস পেয়েছে তদ্রূপ প্রাচীন টীকাকার গণের ব্যাখ্যাও সঙ্কীর্ণ ও ধর্মের অনুকূলে সময়োপযোগী নয় বলে মনে হয়।

> যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
> দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্।। ২১

২১। পুনঃ যৎ তু (আবার যে দান) প্রত্যুপকারার্থং (প্রত্যুপকারের আশায়) বা ফলং উদ্দিশ্য (নতুবা স্বর্গাদি ফল কামনায়) পরিক্লিষ্টং (চিত্তের ক্লেশ সহকারে, অনিচ্ছার সংগে) দীয়তে (দেওয়া হয়) তদ্দানং (সেই দান) রাজসং স্মৃতম (রাজসিক বলে কথিত হয়)।

আবার যে দান প্রত্যুপকারের আশায় নতুবা স্বর্গাদি ফল কামনায়, অতিকষ্টে অনিচ্ছার সংগে করা হয়, সেই দানকেই রাজসিক দান বলা হয়। ২১

অদেশকালে যদ্দানম পাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসংকৃতমবজ্ঞাতম্ তৎ তামসমুদাহৃতম্।। ২২

২২। অদেশ কালে (অনুপযুক্ত স্থানে ও কালে) অপাত্রেভ্যঃ চ (এবং অপাত্রে) যৎ দানং দীয়তে (যে দান করা হয়) [এবং] অসংকৃতং (বিনাসংকারে) অবজ্ঞাতং (অবজ্ঞাসহকারে) যদ্দানং দীয়তে (যে দান করা হয়) তৎ তামসং উদাহৃতম্ (তাকে তামসিক দান বলে)।

অনুপযুক্ত স্থানে ও কালে এবং অনুপযুক্ত পাত্রে যে দান এবং সংকারশূন্য এবং অবজ্ঞা সহকারে যে দান তাকে তামসিক দান বলে। ২২

ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা।। ২৩

২৩। ওঁ তৎ সৎ ইতি ত্রিবিধঃ (এ তিনপ্রকার) ব্রহ্মণঃ নির্দ্দেশঃ (ব্রহ্মার নাম নির্দ্দেশ) স্মৃতঃ (শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে); তেন (তার দ্বারা) ব্রাহ্মণাঃ চ বেদাঃ চ, যজ্ঞাঃ চ পুরা (বেদ্‌বিদ্ ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ পূর্ব্বকালে) বিহিতা (সৃষ্ট হয়েছে)।

"ওঁ তৎ সৎ" এই তিনটি পরব্রহ্মের নাম শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করা হয়েছে। এ নির্দ্দেশ থেকেই অব্যয়যুক্ত নাম স্মরণ করে সৃষ্টির আদিকালে প্রজাপতি ব্রহ্মাদিকর্ত্তা, কারণরূপ বেদ ও কর্মরূপ যজ্ঞের সৃষ্টি হয়েছে। ২৩

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃ ক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্।। ২৪

২৪। তস্মাৎ (সেজন্য) ওম্ ইতি উদাহৃত্য (ওঁ এই শব্দ উচ্চারণ করে) ব্রহ্মবাদিনাং (ব্রহ্মবাদীগণ) বিধানোক্ত (শাস্ত্রোক্ত) যজ্ঞদানতপঃ ক্রিয়াঃ (যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি ক্রিয়া) সততং প্রবর্ত্তন্তে (সর্বদা অনুষ্ঠান করেন)।

সেজন্য ব্রহ্মবাদীগণের যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি ক্রিয়া, শাস্ত্রোক্তকর্ম সর্বদা "ওঁ" এই শব্দ উচ্চারণ করে অনুষ্ঠিত হয়। ২৪

যজ্ঞাদি কর্ম বেদ থেকে এবং বেদ ব্রহ্মা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। (৩।১৪।১৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র পরব্রহ্মই বর্তমান ছিলেন। যজ্ঞাদি পরব্রহ্ম থেকেই সৃষ্ট হয়েছে। (৩।১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ওঁ কার শব্দ অর্থাৎ প্রণব শব্দ ব্রহ্মের নাম। এই নাম সর্বদা শ্রবণ করলে পরম গতি লাভ হয় (৮।১৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ইত্যাদি কারণে ব্রহ্মজ্ঞগণ যজ্ঞাদি কর্ম করার সময় 'ওঁ' কার শব্দ উচ্চারণ করেন।

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ।। ২৫

২৫। তৎ ইতি (তৎ এই শব্দ) [উচ্চারণ করে] মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ (মুক্তিকামী—মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের দ্বারা) ফলম্‌অনভিসন্ধায় (ফলের আকাঙ্ক্ষা নাকরে) বিবিধাঃ যজ্ঞতপঃ ক্রিয়াঃ দান ক্রিয়াঃ চ (বিবিধ যজ্ঞ তপক্রিয়া ও দানকর্ম) ক্রিয়ন্তে (অনুষ্ঠান করেন)।

মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ ফল কামনা ত্যাগ করে "তৎ" এই শব্দ উচ্চারণ করে, বিবিধ যজ্ঞ তপস্যাদি ও দান ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন। ২৫

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে।। ২৬

২৬। হে পার্থ! সদ্ভাবে (সদ্ভাবে আছে এই অর্থে) সাধুভাবে চ (এবং শ্রেষ্ঠ অর্থ বুঝাতে) সৎ ইতি এতৎ (সৎ এই শব্দ) প্রযুজ্যতে (প্রযুক্ত হয়) তথা প্রশস্তে কর্ম্মণি এব (এবং মঙ্গলজনক কর্মে) সৎ শব্দঃ যুজ্যতে (সৎ শব্দ ব্যবহৃত হয়)।

হে পার্থ! সদ্ভাব ও সাধুভাবে অর্থাৎ কোন বস্তুর অস্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাতে সৎ শব্দের ব্যবহার হয়; এবং মঙ্গলজনক কর্মেও সৎ শব্দ ব্যবহৃত হয়। ২৬

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে।। ২৭

২৭। যজ্ঞে, তপসি (যজ্ঞে, তপস্যায়) দানে চ স্থিতিঃ (এবং দানে নিষ্ঠা)

সৎ ইতি চ উচ্যতে (সৎ বলে কথিত হয়), তদর্থীয়ং কর্ম্ম চ (এবং সেগুলির উদ্দেশ্যে যে কর্ম তাও) সৎ ইতি এব অভিধীয়তে (সৎ বলে কথিত হয়)।

যজ্ঞ, তপস্যা ও দানে নিষ্ঠাপরায়ণ বা তৎপর হয়ে থাকাকে সৎ বলে। এবং এইসকলের জন্য যে কিছু কর্ম করিতে হয় তাও সৎ বলে কথিত হয়।২৭

"ওঁ তৎ সৎ" শব্দ তিনটি ব্রহ্মবাচক একসংগে নতুবা ভিন্ন ভিন্নভাবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ওঁ - (অ+ উ+ ম) প্রণব, গূঢ়াক্ষররূপী মন্ত্র। বৈদিক শাস্ত্রে এই মন্ত্রের নানারূপ ব্যাখ্যা আছে। "ওঁ তৎ সৎ" এই ব্রহ্ম নির্দ্দেশ থেকেই ব্রাহ্মণাদি কর্ত্তা, করণ, বেদ ও কর্মরূপ যজ্ঞের সৃষ্টি হয়েছে। এরই নাম শব্দ ব্রহ্মবাদ। এই ওঁকার বা প্রণব থেকেই সমস্ত জগতের সৃষ্টি হয়েছে। এই জগৎ অভিব্যক্তির মূল কারণ শব্দ ব্রহ্ম।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলেছেন,— (১১,৬,৩৭,৩৮,৩৯,৪০,৪১ শ্লোকসমূহ দ্রষ্টব্য) সমস্ত কর্মই ব্রহ্মে অর্পণ করতে হয়। এজন্য সকলপ্রকার শুভকর্মে "ওঁ তৎ সৎ" শব্দ উচ্চারণ করলে, সেই কর্ম ব্রহ্মকর্মে পরিণত হয়। এই শ্লোকে সমস্ত কর্ম ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করেছে। কর্ম ত্যাগ না করে বরং ঈশ্বরকে স্মরণ করে ব্রহ্মার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম করা উচিত। এরূপ কর্মের ফল বন্ধন নাহয়ে মোক্ষেরই কারণ হয়। (৬।১০)

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ।। ২৮

২৮। হে পার্থ! অশ্রদ্ধয়া (অশ্রদ্ধা পূর্বক কৃত) হুতং (হোম) দত্তং (দান) তপ্তং তপঃ (অনুষ্ঠিত তপস্যা) যৎ চ কৃতং (এবং অন্য যা কিছু অনুষ্ঠিত হয়) [সেই সমস্ত] অসৎ ইতি উচ্যতে (অসৎ বলে উক্ত হয়), তৎ [সেই সমস্ত] নো ইহ (ইহলোকে নাই) ন প্রেত্য (পরলোকে নাই) [ফল দান করেনা]।

হে পার্থ! হোম, দান, তপস্যা এবং অন্য যা কিছু কর্ম যদি অশ্রদ্ধাপূর্বক অনুষ্ঠিত হয়, তবে সেই কর্ম ইহলোকে নতুবা পরলোকে কোন লোকেই ফলদান করতে পারেনা। ২৮

সপ্তদশ অধ্যায়ের ভাবার্থ

আগের অধ্যায়ের শেষে শ্রীভগবান বলেছিলেন যে, কার্য্যকার্য্য নির্ণয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ। কিন্তু অনেকেই শাস্ত্র অমান্য না করলেও অজ্ঞানতা বা আলস্যবশতঃ শাস্ত্রবিধির অনুসরণ করেন না, অথচ শ্রদ্ধাসহকারে পূজার্চ্চনাদি করেন। এদের নিষ্ঠা কি রূপ? সাত্ত্বিক, রাজসিক না তামসিক? এটাই এখন অর্জ্জুনের জিজ্ঞাস্য।

এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে লোকের প্রকৃতি ভেদে শ্রদ্ধা কি ভাবে বিভিন্ন হয় এবং ত্রিগুণ ভেদে লোকের আহার, যজ্ঞ, তপ, দান ইত্যাদি কিভাবে ভিন্ন ভিন্ন হয় এই সমস্ত কথা সুন্দর ও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রীগোবিন্দ বলেছেন, হে অর্জ্জুন! দেহীগণের সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, এই তিন প্রকার শ্রদ্ধাই স্বভাবজাত। অর্থাৎ পূর্বজন্মের সংস্কার প্রসূত। সেজন্য নিজ নিজ অন্তঃকরণ বৃত্তি বা স্বভাবের অনুরূপ অর্থাৎ যার অন্তঃকরণের যেমন সংস্কার তার শ্রদ্ধাও তেমনি হয়। সেজন্য সাত্ত্বিকাদি ত্রিগুণ শ্রদ্ধা অনুসারে তার কর্মও সেই অনুযায়ীই হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ তিন প্রকার গুণভেদে জীবের তিন প্রকার স্বভাব হয়।

সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাযুক্ত লোকেরা দেবতাগণের পূজা, রাজসিক শ্রদ্ধাযুক্ত লোকেরা যক্ষরক্ষাদির পূজা এবং তামসিক শ্রদ্ধাযুক্ত লোকেরা ভূত, প্রেতাদির পূজা করে থাকেন।

সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ হলেও মিশ্রসত্ত্ব বা রজমিশ্রিত বলে এই শুদ্ধ আরাধনা নয়, এর দ্বারা স্বর্গাদি দেবলোক লাভ হলেও মোক্ষ নতুবা ঈশ্বর প্রাপ্তি হয়না। নিষ্কামভাবে শুদ্ধ সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে ভগবানের আরাধনার দ্বারাই শুধু মোক্ষ বা ভগবৎ প্রাপ্তি হয়। ভগবতের ১১।২৫।২৬ শ্লোকেও এই কথাই বলা হয়েছে। শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করতে পারেন তবে এই শ্রদ্ধা হতে হবে সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা। যজ্ঞ, জ্ঞান, তপস্যা ব্রত সমস্ত কর্মই সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাযুক্ত হওয়া উচিত।

প্রকৃত কথা এই যে, সাত্ত্বিক শাস্ত্রের নির্মল যুক্তি এবং বুদ্ধির দ্বারা যদি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা মার্জিত হয়, তবে তা বিশুদ্ধ হয়ে একমাত্র শ্রীভগবানে অর্পিত হয়। শ্রদ্ধা মনের ধর্ম, সেজন্য মন শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত শ্রদ্ধা হতে পারেনা। কোন লোক যদি বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে, নানারূপ বিতর্কে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন তবে তার দ্বারা তার জড়বাদে আস্থা ও নাস্তিকতারই প্রমাণ মিলে। এজন্য ১৮।৩০।৩২ শ্লোকে সাত্ত্বিকাদি ভেদে বুদ্ধি তিন প্রকার বলা হয়েছে। শ্রদ্ধা বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয় বলে, বুদ্ধিও তিন প্রকার।

দস্যুগণ নরবলিতে যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন, তা ঘোর তামসিক শ্রদ্ধা। কারণ, তামসিক শ্রদ্ধা অধর্মকে ধর্ম বলে প্রতিপন্ন করে (১৮।৩২)।

কোনো কোনো লোকে মহিষ, ছাগল প্রভৃতি জীব বলি দিয়ে থাকেন এঁদের এরূপ শ্রদ্ধা রাজসিক। যেহেতু রাজসিক শ্রদ্ধা বুদ্ধি প্রসূত। রাজসিক বুদ্ধির দ্বারা শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম সঠিকভাবে অনুভব করা যায়না। সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাযুক্ত লোকেরা ছাগল, মহিষ প্রভৃতিকে কাম, ক্রোধের প্রতীক রূপে ভেবে এই সকল রিপুকেই বলি দিয়ে থাকেন। তারা কার্যাকার্য, ধর্মাধর্ম প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি যথাযথভাবে অনুভব করতে পারেন (১৮।৩০)। একেই সাত্ত্বিক বুদ্ধি প্রসূত শ্রদ্ধা বলে। অসুর স্বভাবের লোকেরা দম্ভ, অহংকার, কামনা আসক্তিযুক্ত ও গর্বিত হয়ে দেহে স্থিত ভূতগণকে এবং অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত দেহমধ্যস্থ পরমাত্মাকে কষ্ট দিয়ে থাকেন। কারণ, তারা শাস্ত্রবিধি বিরুদ্ধ অতি উগ্র তপস্যাদি করেন।

সাত্ত্বিকাদি গুণভেদে শ্রদ্ধা যেমন তিন প্রকার, তদ্রূপ প্রকৃতি ভেদে আহার, যজ্ঞ, তপস্যা ও দানাদি ক্রিয়াও তিন প্রকার হয়। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিনপ্রকার আহার, যজ্ঞ, তপস্যা ও দানের সমস্ত বিষয়ে ১৭।১৮-২২ শ্লোক পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। অন্তর বৃত্তিসমূহ বাইরের কর্মমুদ্রার দ্বারা প্রকাশিত হয়ে থাকে। সাত্ত্বিক, রাজসিক না তামসিক? কোন লোক কোন প্রকৃতির ক্রিয়াযুক্ত, তা তার কর্মের দ্বারা বাইরে প্রকাশ পায়।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির লোকের প্রকৃতি ভেদে আহার, যজ্ঞ, তপস্যা ও দান যে তিন প্রকার হয় তা ১৭।২৩ শ্লোকে বর্ণনা করেছেন।

হে অর্জ্জুন। সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকগণের সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিকারক, আয়ু, উৎসাহ, বল, আরোগ্য, রুচিকারক, স্নেহযুক্ত, চারু ও প্রীতিকর খাদ্য প্রিয় হয়।

রজ প্রকৃতির লোকগণের রজগুণবর্দ্ধক, অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণযুক্ত, অতি উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, বিদ্রোহী ও দুঃখ, শোক, ও রোগ উৎপাদক আহার প্রিয়।

তমগুণী লোকগণের তমগুণ বৃদ্ধিকারক পঁচা, দুর্গন্ধ, উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র খাদ্য প্রিয় হয়। সকল সম্প্রদায় ও সাধন মার্গে আহার সম্বন্ধে কিছু কিছু বিচার থাকলেও ভক্তি মার্গে এর বিশেষ শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার লক্ষ্য করা যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলেছেন,—

"আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌধ্রুবাস্মৃতিঃ।"

অর্থাৎ আহার শুদ্ধ হলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিত্ত শুদ্ধ হলে সেই পবিত্র মনে সর্বদা ঈশ্বরের স্মৃতি অব্যাহত থাকে।

রামানুজ স্বামীর মতে তিন প্রকার দুষিত আহার ত্যাগ করা উচিত। যথা— জাতি-দোষ, আশ্রয় দোষ ও নিমিত্ত দোষ।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য বলেছেন,— "আহ্রিয়তে ইতি আহারঃ"— অর্থাৎ যা গ্রহণ করা যায় তাকেই আহার বলে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় জ্ঞানই প্রকৃতার্থে আহার। রাগ-দ্বেষ মোহাদি ইন্দ্রিয়দোষ বর্জ্জন করাই ইন্দ্রিয় গ্রহণ। এই ভাবে রাগ দ্বেষাদি মুক্ত হয়ে ইন্দ্রিয় বিষয় গ্রহণ করতে পারলেই চিত্ত নির্মল ও প্রসন্ন হয়। এবং তার দ্বারা ঈশ্বরে মন স্থির হয়। প্রকৃত কথা হল, শুধু মাত্র খাদ্যদ্রব্যের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার করলেই হয়না, ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারাও সর্বদা পবিত্র বুদ্ধিভাব ও বিষয় গ্রহণ করা উচিত। মন, চিত্ত, বুদ্ধিকে পবিত্র করতে চেষ্টা না করে শুধুমাত্র খাদ্যের উপরে ঈশ্বর প্রাপ্তি বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ভর করা জড়বাদ ছাড়া আর কিছু নয়।

ছাগল ঘাস খেয়েও কামে মত্ত, সিংহ মাংস খেয়েও যথাসময়ে ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ সংযমে রত। এমন অনেক মতবাদী আছেন তারা আহারের প্রতি তীব্র লক্ষ্য রাখেন কিন্তু ইন্দ্রিয় সংযম ও মন পবিত্র করতে তেমন চেষ্টা করেন না। এই সমস্ত লোকদের আহার পবিত্র হলেও মন পবিত্র হয়না এবং এঁদের চিত্তবৃত্তিও উচ্চভাবের হয়না ও আধ্যাত্মিক উন্নতি করতেও দেখা যায়না।

১৭।৭-১০ শ্লোকে সাত্ত্বিকাদি প্রকৃতিভেদে আহার তত্ত্ব বলে ১৭।১১-১৩ শ্লোকে সাত্ত্বিকাদি গুণভেদে তিনপ্রকার যজ্ঞের কথা বলেছেন। কর্ত্তব্যবোধে শাস্ত্রবিধি অনুসারে ফলের আশা না করে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় তাকে সাত্ত্বিক এবং ফল লাভের উদ্দেশ্যে দম্ভপূর্বক যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় তাকে রাজসিক এবং অবিধিপূর্বক শ্রদ্ধাশূণ্য হয়ে যে যজ্ঞ করা হয় তাকে তামসিক যজ্ঞ বলে। অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন— সাত্ত্বিক যজ্ঞ ফলাকাঙ্ক্ষা না করে, রাজসিক যজ্ঞ ফলাকাঙ্ক্ষা করে এবং তামসিক যজ্ঞ অশ্রদ্ধা ও অবিধিপূর্বক অনুষ্ঠিত হয়। এরপর শ্রীভগবান ১৭।১৪-১৯ শ্লোক পর্যন্ত তপস্যা সম্বন্ধে অর্জ্জুনকে বলেছেন— শরীরাদি ভেদে তপস্যা তিন প্রকার অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে এই তিনটিকে পবিত্র করাই তপস্যার মূল উদ্দেশ্য। শুধু দেহ পবিত্র হলেই হয়না, দেহ, মন, বাক্য সমস্তই পবিত্র হওয়া দরকার। সেই পবিত্রতার বিষয়ে ১৭।১৫-১৬ শ্লোকে বলেছেন যে, দেব, দ্বিজ, গুরু ও গুণী ব্যক্তির পূজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য ও অহিংসা এই সমস্তই শরীর তপস্যা। উদ্বেগ শূন্য, সত্যপ্রিয়, হিতকর বাক্য ও শাস্ত্রাভ্যাস এই সমস্তই বাঙ্ময় বা বাচিক তপস্যা। চিত্তের প্রসন্নতা, অক্রূরতা, বাক্‌সংযম, আত্মসংযম বা মনসংযম এবং অন্যের সংগে অকপট ব্যবহার এই সমস্তই মানসিক তপস্যা।

হে অর্জ্জুন। এই তপস্যাও সাত্ত্বিকাদি গুণভেদে তিনপ্রকার, সেই কথাও আমি বলি শোন। ১৭।১৪,১৫,১৬ শ্লোকগুলিতে আমি মানসিক তপস্যার কথা বলেছি। এখন সাত্ত্বিকাদি তিন প্রকার দানের কথা শ্রবণ কর।

উপযুক্ত দেশ কাল বিচার করে যে দান করা হয় তাকেই সাত্ত্বিক দান বলে। প্রত্যুপকারের আশা করে নতুবা স্বর্গাদি কামনা করে এবং অতি দুঃখের সংগে যে দান করা হয় তাকে রাজসিক দান বলে। কিন্তু হে অর্জ্জুন। দেশ, কাল, পাত্র বিচার না করে, সৎকার শূন্য এবং অবজ্ঞা সহকারে যে দান করা হয় তাকে তামসিক দান বলে। এখন তোমাকে পরব্রহ্মের নামের কথা বলি শোন। শাস্ত্রে "ওঁ তৎ সৎ" এই তিন প্রকার পরব্রহ্মের নাম নির্দিষ্ট হয়েছে। এজন্য ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ দান ও তপস্যাদি শাস্ত্রোক্ত কর্মসমূহ করার সময় সর্বদা "ওঁ" মন্ত্র উচ্চারণ করে থাকেন। অর্থাৎ "ওঁ তৎ সৎ" এই তিনটি শব্দই ব্রহ্মবাচক, পরব্রহ্মের নাম। ইহাই একাক্ষর প্রণব (ওঁ-অ-উ-ম) গূঢ়াক্ষর রূপী বৈদিক মন্ত্র।

যন্নামানুগুণেন কৰ্ম্মনিচয়ং সাদগুণ্যতো মুক্তয়ে
যস্যোদ্দেশবিধানতোপিবিবিধং স্মৃত্যাচ তৎ সম্মতম্।
তৎ কৃষ্ণং স্বজনানুরঞ্জন পরং পার্থপ্রিয়ং সদ্গুরুম্
বন্দে নন্দসুনন্দণং যদুপতিং তৎকীৰ্ত্তি সদ্গীতয়ে।।

হে লোক সব দেখ, ভগবন্তর নামর মহিমা যার নামকীৰ্ত্তনে বিগুণ কৰ্ম্মো সগুণ হয়। এতেকে সদায় নামর অভ্যাস নেরি ডাকি হরি বোল হরি।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে
শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম
সপ্তদশো২ধ্যায়ঃ।

ন্যাসত্যাগ বিভাগেন সর্ব্বগীতার্থ সংগ্রহম্।
স্পষ্টমষ্টাদশে প্রাহ পরমার্থ বিনির্ণয়ে।।
ভগবদ্ভক্তিযুক্তস্য তৎ প্রসাদাত্মবোধতঃ।
সুখং বন্ধ বিমুক্তিঃ স্যাদিতি গীতার্থ সংগ্রহম্।।

শ্রীভগবান ব্রহ্মজ্ঞান নির্ণয়ের জন্য কর্ম্মসংন্যাস এবং কর্ম্ম ত্যাগের বিভাগ দ্বারা অষ্টাদশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ গীতার উপদেশ সংক্ষেপে এবং স্পষ্টভাবে বললেন। শ্রীভগবানে ভক্তিযুক্ত ব্যক্তি ভগবৎ কৃপায় আত্মজ্ঞান লাভ করে অনায়াসে দেহ বন্ধন (জন্ম-মৃত্যুব) থেকে মুক্ত হন, এটাই গীতোক্ত উপদেশ সার সংগ্রহ।

ইতি শ্রীধর স্বামীকৃত গীতার্থ সংগ্রহঃ।

উপবিউক্ত শ্লোক দুটির নীচের শ্লোকটি মহাপুরুষ মাধবদেব নামঘোষায় এভাবে ভাবান্তর করেছেন—

"ভগবন্ত ভক্তিযুক্ত, পুরুষর আত্মবোধ, মাধবর প্রসাদে মিলয়।
কৃষ্ণর কৃপাত তেবে ঘুচয় সংসার ভয়, এহিমানে গীতার নির্ণয়।।"

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়োঃ ভূতির্ধ্রুবানীতির্মতির্মম্।।

অষ্টাদশো অধ্যায়ঃ

মোক্ষযোগঃ

অর্জ্জুন উবাচ

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন্।। ১

১। অর্জ্জুন উবাচ— হে মহাবাহো। হে হৃষীকেশ, হে কেশিনিসূদন। সন্ন্যাসস্য ত্যাগস্য চ তত্ত্বং (সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব) পৃথক্ বেদিতুম্ (পৃথকভাবে জানতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি)।

অর্জ্জুন বললেন— হে হৃষীকেশ, হে কেশিনিসূদন, হে মহাবাহু, সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব কি তা আমি পৃথকভাবে জানতে ইচ্ছা করি। ১

সন্ন্যাস ও ত্যাগ শব্দ দুটির ধাতুগত অর্থ একই। উভয় শব্দের অর্থই পরিত্যাগ করা। কিন্তু সন্ন্যাস শব্দটির একটি বিশেষ অর্থ আছে, তা হলো সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে চতুর্থাশ্রম অবলম্বন করা। এই চতুর্থ আশ্রম শাস্ত্র বিহিত। সন্ন্যাস অবলম্বন ব্যতীত মোক্ষ লাভ অসম্ভব এরূপ মতবাদও সুপ্রচলিত। অর্জ্জুন মনে করেছিলেন যে, শ্রীভগবান অবশ্য এরূপ কর্মের কথাই শেষে বলবেন। কিন্তু তিনি এই পর্যন্ত কোনো স্থানেই কর্ম ত্যাগের উপদেশ দিলেন না। অধিকন্তু, তিনি এই কথাই বললেন যে, যিনি কর্মফল আকাঙ্ক্ষা না করে সকল কর্ম করেন তিনিই নিত্য সন্ন্যাসী। (৫।৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য) এজন্য অর্জ্জুন প্রশ্ন করেছেন যে, শ্রীভগবান "ত্যাগ ও সন্ন্যাস" শব্দ দুটি কি অর্থে বলেছেন? এদের মধ্যে অর্থগত কোনো পার্থক্য আছে না নেই?

প্রশ্নটির উত্তরে শ্রীভগবান পরবর্তী শ্লোকে কি বলেছেন তা ব্যক্ত করা যাক্।

শ্রীভগবানুবাচ

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্ব কর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ।। ২

২। শ্রীভগবান উবাচ— কবয়ঃ (পণ্ডিতগণ) কাম্যানাং কর্ম্মণাং (কাম্য কর্মগুলির) ন্যাসং (ত্যাগকে) সন্ন্যাসং বিদু (সন্ন্যাস বলে জানেন); বিচক্ষণাঃ (বিচক্ষণ তত্ত্বদর্শীগণ) সর্ব্ব কর্ম্মফল ত্যাগং (সকল প্রকার কর্মফল ত্যাগকে) ত্যাগং প্রাহুঃ (ত্যাগ বলেন)।

শ্রীভগবান বললেন, কাম্যকর্ম ত্যাগকেই পণ্ডিতগণ সন্ন্যাস বলে জানেন; এবং সকল কর্মের ফল ত্যাগকেই সূক্ষ্মদর্শীগণ ত্যাগ বলে থাকেন। ২

কাম্যকর্ম ও মনের সঙ্কল্প ত্যাগই সন্ন্যাস। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতগণ সকল প্রকার কর্মই করবেন, অথচ তার ফল আকাঙ্ক্ষা করবেন না, এরূপ ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। এজন্য যিনি কাম্যকর্ম ত্যাগ করেন তিনিই সন্ন্যাসী, জ্ঞানীগণ এরূপ বলে থাকেন। কিন্তু সমস্ত কর্ম করেও যিনি কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা করেন না বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ তাকেই ত্যাগী বলেন। (৬।১,২ শ্লোক দ্রষ্টব্য) জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শীকে শ্লোকটিতে পৃথকভাবে দেখানো হয়েছে।

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।
যজ্ঞ-দান তপঃ-কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে।। ৩

৩। একে মনীষিণঃ (কোনো কোনো পণ্ডিতগণ) কর্ম্মদোষবৎ (কর্ম-দোষযুক্ত) ইতি ত্যাজ্যং (এজন্য ত্যাজ্য) প্রাহুঃ (বলেন); অপরে চ (আর কেউ কেউ) যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্মন্ ত্যাজ্যং ইতি (যজ্ঞাদি তপঃ ত্যাজ্য নয় এরূপ বলেন)।

কোনো কোনো পণ্ডিতগণ (সাংখ্য পণ্ডিতগণ) বলেন যে, কর্ম মাত্রই দোষযুক্ত, অতএব ত্যাজ্য; অন্য কেউ কেউ (মীমাংসকগণ) বলেন যে, যজ্ঞ, দান ও তপঃ কর্ম ত্যাজ্য নয়। ৩

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষ ব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সম্প্রকীর্ত্তিতঃ।। ৪

হে ভবত সত্তম। তত্র ত্যাগে (সেই ত্যাগের বিষয়ে) মে নিশ্চয়ং (আমার সিদ্ধান্ত) শৃণু (শ্রবণ কর); হে পুরুষ ব্যাঘ্র, ত্যাগঃ হি ত্রিবিধঃ সং প্রকীর্ত্তিতঃ (ত্যাগ তিন প্রকার বলা হয়েছে)।

হে ভরত শ্রেষ্ঠ, ত্যাগ বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর, হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ! ত্যাগ তিনপ্রকার বলে কথিত হয়েছে। ৪

যজ্ঞ-দান-তপঃ-কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্।। ৫

৫। যজ্ঞদান তপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং (যজ্ঞ, দান ও তপ ত্যাজ্য নয়) তৎ (সেই) কার্য্যমেব (নিশ্চয় কর্ত্তব্য)। [যেহেতু] যজ্ঞ দানং তপঃ চ মনীষিণাম্ এব (যজ্ঞ, দান ও তপস্যা ধীমানগণেরও) পাবনানি (চিত্তশুদ্ধিকর)।

যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম ত্যাজ্য নয়, তা করাই কর্ত্তব্য। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা বিদ্বান্‌গণের চিত্তশুদ্ধিকারক।

পূর্ব্ববর্ত্তী ১৬।১১।২২ শ্লোক দ্রষ্টব্য। যজ্ঞ, দান, তপস্যা সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে বলেছেন।

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্।। ৬

৬। হে পার্থ! তু (কিন্তু) এতানি কর্ম্মাণি অপি (এই সকল কর্মও) সঙ্গং (আসক্তি, কর্ত্তৃত্বাভিমান), ফলানি চ (এবং ফলকামনা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করে) কর্ত্তব্যানি (অবশ্য কর্ত্তব্য) ইতি মে (এই আমার) নিশ্চিতং উত্তমং মতং (নিশ্চিত উত্তম মত)।

হে পার্থ! এই সকল কর্ম ও কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলকামনা ত্যাগ করে করা কর্ত্তব্য। এই আমার নিশ্চিত ও উত্তম মত। ৬

কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলকামনা ত্যাগ করে ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম করলে মোক্ষ লাভ হয়। এমনকি সকাম (শ্রৌত স্মার্ত্ত যজ্ঞাদি) কর্মও শ্রীভগবানে অর্পণ করলে তার ফলও শুভ হয়। (৯।২৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।। ৭

৭। নিয়তস্য কর্ম্মণঃ তু (স্বধর্মরূপে নির্দ্দিষ্ট যে কর্ম, তার) সন্ন্যাসঃ (ত্যাগ) ন উপপদ্যতে (যুক্তিযুক্ত নয়); মোহাৎ (মোহবশতঃ) তস্য পরিত্যাগঃ (তার পরিত্যাগ) তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ (তামস বলে কথিত হয়)।

স্বধর্ম বলে যার যে কর্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, সে কর্ম ত্যাগ করাও কর্ত্তব্য নয়। মোহবশতঃ সেই কর্ম ত্যাগ করাকে তামস ত্যাগ বলে। ৭

নিয়ত কর্ম্ম— স্বধর্ম্মানুসারে যথাধিকার কর্ম। জীবের স্বভাব বা প্রকৃতির গুণভেদবশতঃ বর্ণভেদ ও কর্মভেদ শাস্ত্রবিহিত। অতএব যথাধিকার শাস্ত্রবিহিত কর্মই নিয়ত কর্ম। একেই স্বধর্ম্ম, স্বকর্ম্ম, স্বভাবজকর্ম্ম ইত্যাদি বলা হয়। এই অধ্যায়ের ৪২-৪৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

দুঃখ মিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশ ভয়াত্ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ।। ৮

৮। [যিনি] দুঃখম্ ইতি এব (দুঃখকর বলে) কায়ক্লেশ ভয়াৎ (দৈহিক ক্লেশের ভয়ে) যৎ কর্ম্ম ত্যজেৎ (কর্ত্তব্য কর্ম ত্যাগ করেন) সঃ (তিনি) রাজসং ত্যাগং কৃত্বা (রাজস ত্যাগ করে) ত্যাগ ফলং ন এব লভেৎ (ত্যাগের ফল লাভ করতে পারেন না)।

কর্মানুষ্ঠান দুঃখকর মনে করে কায়িক ক্লেশের ভয়ে যে কর্মত্যাগ করা হয়, তা রাজস ত্যাগ। যিনি এই ভাবে কর্ম ত্যাগ করেন তিনি প্রকৃত ত্যাগের ফল লাভ করতে পারেন না। ৮

ত্যাগের ফল কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করা কিন্তু শারীরিক কষ্টের ভয়ে কর্ত্তব্য কর্ম ত্যাগ করলে তাতে মোক্ষলাভ হয়না। এরূপ ত্যাগকে রাজস ত্যাগ বলে।

কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়ত্বং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ।। ৯

৯। হে অর্জ্জুন! সঙ্গং (আসক্তি) ফলং চ এব (এবং ফল কামনা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করে) কার্য্যং ইতি এব (শুধুমাত্র কর্ত্তব্য বলে) যৎ নিয়তং কর্ম্ম (অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে বিহিত যে কর্ম) ক্রিয়তে (অনুষ্ঠিত হয়), সঃ ত্যাগঃ (সেই ত্যাগ) সাত্ত্বিকঃ মতঃ (সাত্ত্বিক বলে কথিত হয়)।

হে অর্জ্জুন! কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলকামনা ত্যাগ করে শুধু মাত্র কর্ত্তব্য বলে যে বিহিত কর্ম করা হয়, তাই সাত্ত্বিক ত্যাগ বলে কথিত হয়। (অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলকামনা ত্যাগই সাত্ত্বিক ত্যাগ, কর্মত্যাগ নয়)। ৯ (৬।১।২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।)

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্মকুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্ব সমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্ন সংশয়ঃ।। ১০

১০। সত্ত্বসমাবিষ্টঃ (সত্ত্বগুণসম্পন্ন) মেধাবী (জ্ঞানী, স্থির বুদ্ধি) ছিন্ন সংশয় (সংশয়শূন্য) ত্যাগী (সাত্ত্বিক ত্যাগী) অকুশলং (দুঃখকর, অকল্যাণ কর) কর্ম্ম ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেননা), কুশলে (সুখকর, কল্যাণকর) ন অনুষজ্জতে (আসক্ত হননা)।

সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট, স্থিরবুদ্ধি, সংশয়শূন্য পূর্বোক্ত সাত্ত্বিক ত্যাগী পুরুষ দুঃখকর কর্মেও দ্বেষ করেন না এবং সুখকর কর্মেও আসক্ত হননা। (অর্থাৎ রাগদ্বেষ থেকে বিমুক্ত হয়ে শুধু মাত্র কর্ত্তব্যবোধে কর্ম করে থাকেন)। এটাই সাত্ত্বিক ত্যাগীর. লক্ষণ। ১০

নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে।। ১১

১১। দেহভৃতা (দেহধারী ব্যক্তি) অশেষতঃ (নিঃশেষরূপে) কর্ম্মাণি ত্যক্তুং (কর্মসমূহ ত্যাগ করতে) নাহি শক্যং (সক্ষম হননা); যঃ তু (কিন্তু যিনি) কর্ম্মফল ত্যাগী, সঃ ত্যাগী ইতি অভিধীয়তে (তাকেই ত্যাগী বলা হয়)।

দেহধারীর পক্ষে সম্পূর্ণ কর্ম ত্যাগ করা সম্ভবপর নয়। অতএব যিনি (কর্ম করেও) কর্মফল ত্যাগ করেন, তিনিই প্রকৃত ত্যাগী বলে কথিত হন।১১ (৩।৫।৭।৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ।। ১২

১২। অনিষ্টং (অকল্যাণকর, অমঙ্গলজনক) ইষ্টং (মঙ্গলজনক) মিশ্রং (ইষ্টানিষ্ট যুক্ত) ত্রিবিধং (তিন প্রকার) কর্ম্মণঃ ফলম্ (কর্মের ফল) অত্যাগিনাং (সকাম ব্যক্তিগণের) প্রেত্য (পরলোকে) ভবতি (হয়ে থাকে); তু (কিন্তু) সন্ন্যাসিনাং (ফলত্যাগীগণের) ন ক্বচিৎ (কখনও হয়না)।

যারা ফলকামনা ত্যাগ করেননি, সেই অত্যাগী ব্যক্তিগণের মৃত্যুর পরে তাদের কর্মানুসারে অনিষ্ট, ইষ্ট ও ইষ্টানিষ্টযুক্ত এই তিন প্রকার ফল লাভ হয়। কিন্তু যারা কর্মফল ত্যাগ করে কর্ম করেন, তাদের কখনও এরূপ ফল লাভ হয়না। (অর্থাৎ তারা কর্ম করলেও কর্মফলে আবদ্ধ হননা)। ১২

অত্যাগিনাং— যারা কর্মফল ত্যাগ করেননা, অর্থাৎ সকামী ব্যক্তিগণ।

সন্ন্যাসিনাং— "সন্ন্যাসি শব্দেনাত্র ফলত্যাগসাম্যাৎ প্রকৃতাঃ কর্ম্মফলত্যাগিনোঽপি গৃহ্যন্তে।।" (শ্রীধর)

'সন্ন্যাসী' শব্দের অর্থ এখানে কর্মত্যাগী নয়, কর্মফলত্যাগী। (৬।১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

পঞ্চৈমানি মহাবাহো! কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্।। ১৩

১। হে মহাবাহো! সর্ব্বকর্ম্মণাং সিদ্ধয়ে (সমস্ত কর্ম সম্পাদনের জন্য) সাংখ্যে কৃতান্তে (সাংখ্য বা বেদান্ত সিদ্ধান্তে) প্রোক্তানি (বর্ণিত) ইমানি পঞ্চকারণানি (এই পাঁচটি কারণ) মে নিবোধ (আমার কাছে জেনে নাও)।

হে মহাবাহো! যে কোনো কর্ম সম্পাদনের পক্ষেই পাঁচটি কারণ সাংখ্য সিদ্ধান্তে বর্ণিত আছে, সেগুলি আমার নিকট শ্রবণ কর। ১৩

সাংখ্যে কৃতান্তে— এখানে সাংখ্য পদ কৃতান্ত পদের বিশেষণ। 'সাংখ্য' বলতে কপিল সাংখ্য ও বেদান্ত শাস্ত্রও বুঝায়। 'কৃতান্ত' শব্দে 'সিদ্ধান্ত' শাস্ত্র বুঝায়। এজন্য সাংখ্যে কৃতান্তে পদ দুটিই কপিল সাংখ্য শাস্ত্র বা বেদান্ত শাস্ত্র উভয়কেই বুঝাতে পারে। (মভাঃ শাং ৩৪৭।৮ দ্রষ্টব্য)।

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্‌বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্।। ১৪

১৪। অধিষ্ঠানং (স্থান, দেহ) তথা কর্ত্তা (অহঙ্কার) পৃথগ্‌বিধংকরণং (বিবিধ সাধন) বিবিধাঃ পৃথক্ চেষ্টাঃ চ (পৃথক্ পৃথক্ চেষ্টা বা ব্যাপার) অত্র পঞ্চমং দৈবম্ এবচ (এর মধ্যে পঞ্চম দৈব)।

অধিষ্ঠান (স্থান) কর্ত্তা, বিবিধ করণ বা সাধন (যন্ত্র) কর্ত্তার অনেক প্রকার চেষ্টা বা ব্যাপার এবং এখানে পঞ্চম কারণ দৈব। ১৪

কোনো একটা কর্ম্ম হতে গেলেই কর্ত্তা, করণ বা সাধন যন্ত্র, অধিকরণ বা স্থান এবং কর্ত্তার নানাবিধ চেষ্টার প্রয়োজন। বেদান্তাদি শাস্ত্রের পরিভাষায় অহঙ্কারই কর্ত্তা, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় করণ, দেহই অধিষ্ঠান এবং প্রাণাপানাদির ব্যাপারেই চেষ্টা বলে গৃহীত হয়। এই গুলির সাহায্যেই কর্ম সম্পন্ন হয়। এই ছাড়াও আমাদের প্রযত্নের প্রয়োজকও অনুকূল এমন কোনো ব্যাপার আছে যাকে আমরা জানিনা এবং দেখিনা, তাকেই 'দৈব' বলা হয়।

দৈবম্— অর্থাৎ অদৃষ্ট। আমরা সাধারণতঃ অদৃষ্টবাদ বা কর্মফল নতুবা বিধাতা কর্ত্তৃক কপালে লেখা একটা অনির্দ্দিষ্ট ফল বলে বুঝি; কিন্তু প্রকৃতার্থে দৈব নতুবা অদৃষ্ট শ্রীভগবানকে বুঝতে হবে, যে দৈব লঙ্ঘন করতে ভববিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবতাগণেরও সাধ্য নেই, কারণ সব কিছুই ঈশ্বরের সঙ্কল্পের অধীন। ভগবানই অন্তরালে থেকে চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তিতে শক্তি দান করছেন; এই শক্তিই দৈব। ঈশ্বরের এই সঙ্কল্পকেই কেউ কেউ সর্ব্বপ্রেরক অন্তর্য্যামী বলেন। কেউ কেউ একেই নিয়তির প্রাক্তন কর্মফল, পূর্বজন্মের কর্মফল বা ধর্মাধর্মের সংস্কার নিয়ে বিধাতার লিখন বা অদৃষ্ট বলেন। অনেকেই ভাবেন যে, দৈব খণ্ডনের উপায় নেই যখন, পুরুষাকার অবলম্বন করা বৃথা। কিন্তু সেই কথা ঠিক নয়। দৈব, পুরুষাকার উভয়ই ভগবান, কারণ পুরুষাকার স্বরূপে ভগবানই আমাদের মধ্যে আছেন। (৭।৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য) এই জন্মের পুরুষাকার অর্থাৎ যত্ন চেষ্টাই পরজন্মে অদৃষ্টরূপে ফলদান করে। সুতরাং পৌরুষ স্বরূপেও শ্রীভগবান ও দৈব স্বরূপেও তিনিই। (৭।৮)।

শরীর বাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ।। ১৫

১৫। নরঃ শরীর-বাঙ্মনোভিঃ (শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা) যৎ ন্যায্যং বা বিপরীতং বা (ন্যায্য বা অন্যায্য যে কোন কর্ম) প্রারভতে (আরম্ভ করেন) এতে পঞ্চ (এই পাঁচটি) তস্য হেতবঃ (তার কারণ)।

মানুষ শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা ন্যায্য বা অন্যায্য যে কোন কর্ম করেন, পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি তার কারণ। ১৫

তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ।। ১৬

১৬। তত্র এবং সতি (এরূপ অবস্থা হলেও) যঃ (যে ব্যক্তি) কেবলং (নিঃসঙ্গ, নিরুপাধি) আত্মানং (আত্মাকে) কর্ত্তারং পশ্যতি (কর্ত্তা বলে দেখেন) অকৃত বুদ্ধিত্বাৎ (অপরিমার্জ্জিত বুদ্ধি হেতু) সঃ দুর্ম্মতিঃ (সেই দুর্বুদ্ধি) ন পশ্যতি (সম্যক্ দর্শন করেন না)।

প্রকৃত অবস্থা এরূপ হলেও (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পাঁচটিই কর্ম্মের কারণ হলেও) যিনি নিঃসঙ্গ আত্মাকে কর্ত্তা বলে মনে করেন অপরিমার্জ্জিত বুদ্ধি হেতু ঐ দুর্ম্মতি প্রকৃত তত্ত্ব ভালভাবে দেখতে পাননা। ১৬

যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে।। ১৭

১৭। যস্য (যার) অহং কৃতঃভাবঃ ('আমি কর্ত্তা' এইভাব) ন (নেই), যস্য বুদ্ধিঃ ন লিপ্যতে (যার বুদ্ধি বিষয়ে আসক্ত নয়) সঃ ইমান লোকান্ (তিনি এ সমস্ত লোকের) হত্বাঅপি (হনন করিলেও) ন হন্তি (হনন করেন না); ন নিবদ্ধতে (এবং তার ফলে আবদ্ধ হমনা)।

যার "আমিই কর্ত্তা" এই ভাব নেই, যার বুদ্ধি ফলাফলে আসক্ত নয়, তিনি সমস্ত লোককে বধ করেও কাউকে বধ করেন না এবং তিনি কর্ম্মের ফলেও লিপ্ত হননা। ১৭

স্থিতপ্রজ্ঞ কর্মযোগী ব্যক্তি পাপ পুণ্যের অতীত। প্রকৃতিই কর্ম করেন, আত্মা অকর্ত্তা এই কথা বহুস্থলে ব্যক্ত করা হয়েছে। (৫।৭.........১৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এখানে আগে বলা কথাই পুনরায় দৃঢ়ভাবে বলা হয়েছে। যেহেতু দেহ ইন্দ্রিয়, অহঙ্কার এবং দৈব বা ঈশ্বর-সঙ্কল্প এই সমস্ত কিছুই কর্ম ঘটনের কারণ। আত্মা এগুলির কোনটির মধ্যেই নেই। এজন্য যিনি ভাবেন, আত্মা বা আমিই কর্ত্তা তিনিই অজ্ঞান। তিনি প্রকৃত তত্ত্ব জানেননা। এরূপ অজ্ঞানতা থেকে উদ্ভুত কর্ত্তৃত্বাভিমানের জন্যই মানুষের কর্মবন্ধন হয়। যার অহং অভিমান নেই, যার বুদ্ধি নির্লিপ্ত তার কর্মবন্ধন হয়না। তার কর্ম লোকরক্ষার্থেই হউক বা লোকহিতার্থেই হউক, এরূপ কর্ত্তৃত্বাভিমান ও কামনা বর্জ্জিত আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিই স্থিতপ্রজ্ঞ, ব্রহ্মভূত, ত্রিগুণাতীত, জীবন্মুক্ত বলে কথিত হন। এমন শুদ্ধবুদ্ধি, মুক্ত স্বভাব ব্যক্তিগণের ব্যবহার সম্বন্ধে পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম, নীতি-অনীতি ইত্যাদির বিচার চলেনা। কারণ, তার পাপ-পুণ্যাদি দ্বন্দ্বের অতীত। (গীতা ৩।২৭, ৫।৮-১৫, ১৩।২৯, ২।২০।৪৭; কৌষতকী উপনিষদ ৩।১; পঞ্চদশী ১৪।১৬।১৭।১৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্ম সংগ্রহঃ।। ১৮

১৮। জ্ঞানং, জ্ঞেয়ং, পরিজ্ঞাতা, [এই] ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা (তিন প্রকার কর্ম প্রবৃত্তির হেতু) করণং, কর্ম্ম, কর্ত্তা ইতি ত্রিবিধঃ কর্ম্ম সংগ্রহঃ (ক্রিয়ার আশ্রয়)।

জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং পরিজ্ঞাতা এই তিনটি কর্ম্মচোদনা অর্থাৎ কর্মের প্রবর্ত্তক বা কর্ম প্রবৃত্তির হেতু। করণ, কর্ম, কর্ত্তা এই তিনটি কর্মসংগ্রহ বা ক্রিয়ার আশ্রয়।

'কর্মচোদনা' ও 'কর্ম সংগ্রহ' দার্শনিক পারিভাষিক শব্দ। কোনো কাজ শুরু করবার আগে একটি প্রেরণার দরকার। এরূপ প্রেরণার জন্য জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই তিনটির প্রয়োজন। এই বিষয়টি আমার ইষ্ট, এরূপ যে বোধ তাই জ্ঞান, তিনি ইষ্ট বিষয় জ্ঞেয় এবং সেই ইষ্ট বিষয়ে যার জ্ঞান জন্মে তিনিই জ্ঞাতা। যেমন কাপড় বোনা কাজ করতে হলে কোনো ব্যক্তির (জ্ঞাতার) বস্ত্রের (জ্ঞেয়র) আবশ্যকতাবোধের (জ্ঞানের) দর্কার। একেই চোদনা বা প্রেরণা বলে। এই প্রেরণা থেকেই তন্তুবায় (কর্ত্তা) তাঁতের দ্বারা (করণ) কাপড় বোনা

(কর্ম) করেন, একেই কর্ম সংগ্রহ বলে। স্থূল কথা, কর্ম চোদনা অর্থ কর্মবিষয়ক মানসিক প্রেরণা এবং কর্ম সংগ্রহ অর্থ তারই বাহ্যিক প্রকাশ।

জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি।। ১৯

১৯। গুণসংখ্যানে (সাংখ্য শাস্ত্রে) জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ গুণ ভেদতঃ ত্রিধা এব (গুণভেদে তিন প্রকার) প্রোচ্যতে (কথিত হয়); তানি অপি (সেই সকলও) যথাবৎ শৃণু (যথাযথভাবে শ্রবণ কর)।

কপিলের সাংখ্যশাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম ও কর্ত্তা সত্ত্বাদি গুণভেদে তিন প্রকার বলে কথিত হয়েছে। সেই সকল যথাযথভাবে বলি, শুন।

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্।। ২০

২০। [জ্ঞানী ব্যক্তিগণ] যেন (যে জ্ঞানের দ্বারা) বিভক্তেষু (ভিন্ন ভিন্ন রূপে থাকা) সর্ব্বভূতেষু (সর্বভূতে) অবিভক্তম্ (অবিভক্তভাবে থাকা) একম্ অব্যয়ং ভাবং (এক অদ্বয় নিত্যবস্তু) ঈক্ষতে (দর্শন করেন) তৎ জ্ঞানং (সেই জ্ঞানকে) সাত্ত্বিকং বিদ্ধি (সাত্ত্বিক বলে জানবে)।

যে জ্ঞানের দ্বারা পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন ভূতসমূহে সর্বত্র ব্যাপক এক অদ্বয় অব্যয় বস্তু পরমাত্মাতত্ত্ব পরিদৃষ্ট হয়, সেই জ্ঞানকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলে জানবে।২০

সাত্ত্বিক জ্ঞান— জগতের নানাতত্ত্বের মধ্যে যে একত্ব দর্শন তাই সাত্ত্বিক জ্ঞান বা প্রকৃত জ্ঞান। একমাত্র অদ্বয়, অব্যয় সৎ বস্তুই আছেন। যা কিছু আছে, ছিল এবং থাকতে পারে সমস্তই তাতেই আছে, তিনিই সর্ব্বময়, এই জগতে নানাত্ব নেই, সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময়। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"।। (শ্রুতি), সমস্তই ব্রহ্মময়, "বাসুদেব সর্ব্বমিতি" (গীতা ৭।১৯) সমস্তই বাসুদেবময়; 'ইদং বিষ্ণুময়ং জগৎ' (বিষ্ণু পুরাণ) (৪।৩৫-৪২, ৫।৭।১৯, ৬।২৬,৩০, ৭।১৯, ১০।১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এই কথা কীর্ত্তনঘোষা ও নামঘোষাতেও বলেছেন।

সমস্ত জগতে ব্যাপি আছোঁ মই হরি।
সবাকো মানিবা তুমি বিষ্ণু বুদ্ধি করি।।
সমস্ত জগতে বিষ্ণু বুদ্ধি নহে যায়ে।
কায়মনোবাক্যে অভ্যাসিবা এই ভাবে।। — (কীর্ত্তন)

"বাসুদেবময় মাত্র দেখয় জগত ইটো,
বিধির কিঙ্কর গুচে তেবে।। —(ঘোষা)

"স্থাবর জঙ্গম কীটপতঙ্গম অগনগ জগতেরি কায়া।"
(— বড়গীত)

'নবসিদ্ধ' গ্রন্থে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব বলেছেন—

ঈশ্বরত দেখে যিটো সমস্ত প্রাণীক
প্রাণী সমস্তত দেখে ঈশ্বর মূর্ত্তিক।
সমস্ত ঐশ্বর্য্য ব্যাপি আছে জগতত,
হেন যিটো দেখে সিটো মহাভাগবত।
—(ভাঃ ১৯,২,৪,৫)

পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্।। ২১

২১। যৎ তু জ্ঞানং পৃথক্ত্বেন (পৃথক পৃথক রূপে) সর্ব্বেষু ভূতেষু (সর্বভূতে) পৃথগ্‌বিধান (ভিন্ন ভিন্ন) নানাভাবান (ভিন্নভাবে) বেত্তি (জানেন), তৎ জ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি (সেই জ্ঞানকে রাজস বলে জানবে)।

যে জ্ঞানের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভূতসমূহে ভিন্ন ভিন্ন নানা ভাবের অনুভূতি হয়, সেই জ্ঞানকে রাজস জ্ঞান বলে জানবে। ২১

সর্ব্বভূতে ভেদ বুদ্ধি, একত্বের মধ্যে নানাত্ব দর্শন, এটাই বদ্ধ জীবের জ্ঞান বা অজ্ঞান। এতে বদ্ধ হয়ে জীব জন্মমৃত্যুর চক্রে আবর্ত্তিত হয়। এই রাজস জ্ঞান বা ভেদজ্ঞান থেকেই সংসার, এই থেকেই রাগ, দ্বেষ, দম্ভ, দর্প নানাপ্রকার রাজস্ প্রবৃত্তির ও কাম্যকর্ম্মের উৎপত্তি হয়।

যৎ তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পং চ তৎ তামস মুদাহৃতম্।। ২২

২২। যৎ তু (যে জ্ঞান) একস্মিন কার্য্যে (কোন এক বিষয়ে) কৃৎস্নবৎ (সম্পূর্ণরূপে) সক্তং (আসক্ত, অভিনিবিষ্ট) অহৈতুকম্ (যুক্তি বিরুদ্ধ) অতত্ত্বার্থবৎ (প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান বিরোধী) অল্পং চ (অল্পবিষয়ক, তুচ্ছ) তৎ তামসং উদাহৃতং (সেই জ্ঞানকে তামস বলা হয়)।

যা প্রকৃত তত্ত্ব তা না বুঝে, এই যা কিছু সমস্ত, এরূপ বুদ্ধিতে, কোনো একমাত্র বিষয়ে আসক্ত থাকে সেই যুক্তি বিরুদ্ধ অযথার্থ তুচ্ছ জ্ঞানকে তামস জ্ঞান বলে। ২২

বাহ্যজগত দেখে যিনি মুগ্ধ হয়ে দেহগেহে আবদ্ধ হন, এই জগতের অন্তরালে পরম ঈশ্বর আছেন, এই জ্ঞান যার নেই, সেজন্য ঈশ্বর আরাধনাও তিনি করেননা, তিনিই তামস জ্ঞানী, অসুর প্রকৃতিবিশিষ্ট তামস ব্যক্তি। (১৬।৮,২৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে।। ২৩

২৩। অফলপ্রেপ্সুনা (ফলাকাঙ্খাত্যাগী ব্যক্তির দ্বারা) নিয়তং (অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে বিহিত) সঙ্গরহিতম্ (অনাসক্তভাবে) অরাগদ্বেষতঃ (রাগ দ্বেষ বর্জ্জিত হয়ে) কৃতং (অনুষ্ঠিত) যৎ কর্ম্ম (যে কর্ম্ম) তৎ সাত্ত্বিকম্ উচ্যতে (তাকে সাত্ত্বিক বলে উক্ত হয়)।

কর্মকর্ত্তা ফলকামনা পরিত্যাগ করে, রাগদ্বেষাদি বর্জ্জিত হয়ে, অনাসক্তভাবে অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে বিহিত যে কর্ম করেন, তাকেই সাত্ত্বিক কর্ম বলে। ২৩

যৎ তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্।। ২৪

২৪। পুনঃ (আবার) কামেপ্সুনা (ফলকামী ব্যক্তির দ্বারা) সাহঙ্কারেণ বা (বা অহঙ্কারীর দ্বারা) বহুলায়াসং (বহু ক্লেশ ও পরিশ্রম সহকারে) যৎ ক্রিয়তে (যা করেন) তৎ রাজসম্ উদাহৃতম্ (সেই কর্মকে রাজস কর্ম বলে)।

আবার ফলাকাঙ্খা করে অথবা অহঙ্কার সহকারে বহু কষ্ট স্বীকার করে, যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয় সেই কর্মকে রাজস কর্ম বলে।

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে।। ২৫

২৫। অনুবন্ধং (ভাবিফল) ক্ষয়ং (অর্থাদির নাশ) হিংসা পৌরুষংচ (এবং স্বকীয় সামর্থ্যকে) অনপেক্ষ্য (বিবেচনা নাকরে) মোহাৎ (মোহবশতঃ) যৎ কর্ম্ম আরভ্যতে (যে কর্ম আরম্ভ করা হয়) তৎ তামসম্ উচ্যতে (সেই কর্মকে তামস বলে)।

ভাবিফল কেমন হবে, নিজের সামর্থ্য কতটুকু, প্রাণী হিংসাদি হবে কি হবেনা, পরিণামে কিরূপ হানি হবার সম্ভাবনা এইসকল বিচার নাকরে মোহবশতঃ যে কর্ম করা হয় সেই কর্মকে তামস বলা হয়। ২৫

পূর্ব্ববর্ত্তী ২০।২১।২২ শ্লোকে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক জ্ঞানের কথা বলে ২৩।২৪।২৫ শ্লোকে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কর্মের কথা বলেছেন। জ্ঞান ও অধিকারী ভেদে কর্মকেও তিন ভাগ করেছেন। শুধু মাত্র সাত্ত্বিক কর্মকেই নিষ্কাম কর্ম বলে কীর্ত্তন করেছেন। কর্ত্তার জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে সাত্ত্বিকাদি কর্মের বিভাগ হয়ে থাকেন। একই কর্ম একজনের পক্ষে সাত্ত্বিক হলেও অন্য পক্ষের সাত্ত্বিকাদি জ্ঞানের অভাবে রাজস ও তামস হয়। এজন্য কর্মবিচারে কর্ত্তার বুদ্ধি শুদ্ধ না অশুদ্ধ তা বিচার করে দেখতে হয়। সাম্যবুদ্ধিই নিষ্কাম কর্মের বীজ। সেজন্য গীতায় এই সাম্যবুদ্ধি অবলম্বন করেই যুদ্ধাদি কর্ম করতে শ্রীকৃষ্ণ বারে বারে অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন। (২।৪৮-৫১ শ্লোক দ্রষ্টব্য) শ্রীমদ্ভাগবতেও নিষ্কাম কর্মকে ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে করতে বলেছেন, কারণ নিষ্কাম

কর্ম ঈশ্বরার্পণা বুদ্ধিতে না করলে বিশেষ কোনো ফল হয়না।

মুক্ত সঙ্গো হ্নহংবাদী ধৃত্যুৎসাহ সমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্য সিদ্ধোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে।। ২৬

২৬। মুক্তসঙ্গঃ (আসক্তিশূন্য) অনহংবাদী (যিনি 'আমি' 'আমি' বলেন না অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমান বর্জ্জিত) ধৃত্যুৎসাহ সমন্বিতঃ (ধৈর্যশীল ও উৎসাহশীল) সিদ্ধ্যসিদ্ধোঃ নির্ব্বিকারঃ (সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে হর্ষ বিষাদশূন্য) কর্ত্তা সাত্ত্বিকঃ উচ্যতে (সাত্ত্বিক বলে কথিত হন)।

যিনি আসক্তিশূন্য, যিনি 'আমি' 'আমার' বলবেনা অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমান ও মমত্ব বর্জ্জিত, যিনি সিদ্ধি অসিদ্ধিতে হর্ষাবিষাদ শূন্য, নির্ব্বিকার চিত্ত, যিনি ধৈর্য্য ও উৎসাহের সংগে কর্ম করেন তাকেই সাত্ত্বিক কর্ত্তা বলে। ২৬

ঈশ্বর প্রীতির জন্য সর্ব্বভূতের হিত করে, সুখ-দুঃখ, সিদ্ধি, অসিদ্ধি, লাভ অলাভ এবং কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করে, মমত্ববুদ্ধি না রেখে যিনি কর্ম করেন তিনিই সাত্ত্বিক কর্মযোগী। গীতার কর্মযোগীর লক্ষণ কেমন সে কথা অনেক স্থলেই বর্ণনা করেছেন।

রাগী-কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকো হ্শুচিঃ।
হর্ষ শোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।। ২৭

২৭। রাগী (বিষয়ানুরাগী) কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ (কর্মফলাকাঙ্খী) লুব্ধঃ (লোভী, পরস্বাভিলাষী) হিংসাত্মকঃ (হিংসাপরায়ণ) অশুচিঃ (শৌচাচার হীন) হর্ষ শোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ (হর্ষ ও শোকযুক্ত কর্ত্তা রাজস বলে উক্ত হন)।

বিষয়ানুরাগী, কর্মফলাকাঙ্খী, লোভী, হিংসাপরায়ণ, শৌচাচারহীন, সিদ্ধিলাভে আনন্দিত, শোকান্বিত - এরূপ কর্ত্তাকে রাজস কর্ত্তা বলে। ২৭

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নিষ্কৃতিকো হ্লসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে।। ২৮

২৮। অযুক্ত (অসমাহিত, চঞ্চলচিত্ত) প্রাকৃতঃ (অসংস্কৃত বুদ্ধি, বিবেক শূন্য) স্তব্ধঃ (অনম্র) শঠঃ (মায়াবী, প্রবঞ্চক) নৈষ্কৃতিকঃ (পরাপমানকারী বা

পরবৃত্তি নাশক) অলসঃ বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামসঃ উচ্যতে (বিষাদযুক্ত, যার কাজে দীর্ঘসময় ব্যয় হয় এরূপ কর্ত্তাকে তামস বলে)।

যে অস্থির মতি, বিবেকহীন, উদ্ধত, বঞ্চক, পরের অপমানকারী, অভদ্র, অনম্র, শঠ, পরবৃত্তিনাশক, অলস, সদাঅবসন্নচিত্ত এবং দীর্ঘসূত্রী, বিষাদযুক্ত- তাঁকে তামস কর্ত্তা বলে। ২৮

উপরোক্ত ২৬।২৭।২৮ শ্লোকে সাত্ত্বিকাদি তিন প্রকার কর্ত্তার গুণ বর্ণনা করে এখন পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে বুদ্ধি, ধৃতি এবং সুখেরও তিন প্রকার ভেদ বর্ণনা করেছেন।

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয়।। ২৯

২৯। হে ধনঞ্জয়; বুদ্ধেঃ ধৃতেঃ চ (বুদ্ধি এবং ধৈর্য্যের) গুণতঃ এব ত্রিবিধং ভেদং (গুণানুসারে তিন প্রকার ভেদ) পৃথক্ত্বেন (ভিন্ন ভিন্ন রূপে) অশেষেণ (সমগ্ররূপে) প্রোচ্যমানং (যা বলা হবে সেই) ভেদং শৃণু (ভেদ কথা শুন)।

হে ধনঞ্জয়। সত্ত্বাদি গুণভেদে বুদ্ধি এবং ধৈর্য্যের তিন প্রকার ভেদ আমি তোমাকে সমগ্ররূপে ভিন্ন ভিন্ন করে বলি তুমি শুন। ২৯

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী।। ৩০

৩০। হে পার্থ। প্রবৃত্তিং চ (কর্মে বা ধর্মে প্রবৃত্তি) নিবৃত্তিং চ (কর্ম বা অধর্ম থেকে নিবৃত্তি) কার্য্যাকার্য্যে (কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বিষয়ে) ভয়াভয়ে (ভয় ও অভয়ে) বন্ধং মোক্ষংচ (বন্ধন ও মুক্তিকে) যা বেত্তি (যে বুদ্ধি জানে) সা বুদ্ধি সাত্ত্বিকী (সেই বুদ্ধিকে সাত্ত্বিক বলা হয়)।

হে পার্থ। কর্ম কর নতুবা কর্ম করা থেকে বিরত থাক অর্থাৎ কর্ম মার্গ বা সন্ন্যাস মার্গ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য, কিসে ভয়, কিসে অভয়, কিসে বন্ধন, কিসে মোক্ষ এই সকল যে বুদ্ধি দ্বারা যথাযথ বুঝা

যায়, তাই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি। ৩০

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চা কার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী।। ৩১

৩১। হে পার্থ! [মানুষ] যয়া (যে বুদ্ধির দ্বারা) ধর্ম্মং অধর্ম্মংচ, কার্য্যং অকার্য্যং এব চ অযথাবৎ (অপ্রাকৃতরূপে, অযথার্থরূপে) প্রজানাতি (জানতে পারে) সা রাজসী বুদ্ধিঃ (তাঁকে রাজসী বুদ্ধি বলে)।

হে পার্থ! যে বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম ও অধর্ম, কর্ম ও অকর্ম যথার্থরূপে বুঝা যায়না, সেই বুদ্ধিকে রাজসী বুদ্ধি বলে। ৩১

অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী।। ৩২

৩২। হে পার্থ! যা (যে বুদ্ধি) অধর্ম্ম ধর্ম্মম্ ইতি মন্যতে (অধর্মকে ধর্ম বলে মনে করে) সর্ব্বার্থান্ (সমস্ত বিষয়কেই) বিপরীতান্ চ (বিপরীত, উল্টা) [বুঝে] তমসা আবৃতা (অজ্ঞান অন্ধকারে আবৃত) সা বুদ্ধিঃ তামসী (সেই বুদ্ধিকে তামসী বলে)।

হে পার্থ! যে বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন থাকায় অধর্মকে ধর্ম বলে মনে করে এবং সমস্ত বিষয়কে বিপরীত বুঝে, সেই বুদ্ধিই তামসী। ৩২

পূর্ববর্তী ৩০।৩১।৩২ শ্লোকসমূহে সাত্ত্বিকাদি গুণানুসারে বুদ্ধির যে তিন প্রকার ভেদ হয় সে ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বর্ণনা করেছেন। সাত্ত্বিক বুদ্ধি বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি সম্বন্ধে গীতায় বহু স্থলেই বলেছেন। শ্রীভগবানে ভক্তিযুক্ত ও আত্মনিষ্ঠ হলেই বুদ্ধি মার্জ্জিত হয়। কারণ, ঈশ্বর তাঁর অন্তরে শুদ্ধবুদ্ধির প্রেরণা দেন। (১০।১।১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য) তখন সেই শুভবুদ্ধির দ্বারা কর্মাকর্ম, ধর্মাধর্ম, বন্ধনমুক্ত সকল বিষয় যথাযথভাবে বুঝতে পারেন। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি নাহলে, একনিষ্ঠ ভাব না থাকলে, শ্রুত ও শ্রোতব্য বিষয়ে বৈরাগ্য হয়না এবং সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে বিষ্ণুপদ প্রাপ্তি ঘটেনা। (২।৫।৫১।৫২।৫৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী।। ৩৩

৩৩। হে পার্থ। যোগেন (যোগবলের একাগ্রতা বশতঃ) অব্যভিচারিণ্যা (অবিচলিত, ঐকান্তিক) যয়াধৃত্যা (যে ধৈর্য্যের দ্বারা) মনঃ প্রাণেন্দ্রিয় ক্রিয়াঃ ধারয়তে (মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সকল সমদর্শন রূপ যোগবলের দ্বারা নিয়মিত হয়) সা ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী (সেই ধৃতি সাত্ত্বিক)।

হে পার্থ। যে ঐকান্তিক ধৈর্য্যের দ্বারা মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সমদর্শন (সমাধি) রূপ যোগবলে নিয়মিত হয়, তা সাত্ত্বিকী ধৃতি। ৩৩

কোনো বিষয় নির্ণয় বা নিশ্চয় করাই বুদ্ধির কাজ। যে শক্তির দ্বারা সেই নির্ণয় বা নিশ্চয় স্থির থাকে, ইন্দ্রিয় বর্গও অবিচলিতভাবে বুদ্ধির নিশ্চয়ানুসারে যথাযথভাবে কাজ করে, সেই শক্তিই ধৈর্য্য বা ধৃতি। এজন্য তাকেই সাত্ত্বিকী ধৃতি বলে যার দ্বারা সাত্ত্বিকী বুদ্ধির নির্ণয় অনুসারে সমস্ত ইন্দ্রিয় বর্গ সাত্ত্বিক কর্মে রত থাকে। সেজন্য যোগবলের প্রয়োজন অর্থাৎ ঈশ্বর কৃপা, যোগ, বুদ্ধি, কৌশল বা একনিষ্ঠার প্রয়োজন।

যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী।। ৩৪

৩৪। হে অর্জ্জুন। [মানুষ] যয়া ধৃত্যা তু (যে ধৃতির দ্বারা) ধর্ম্মকামার্থান (ধর্ম্ম, কাম ও অর্থ) ধারয়তে (ধারণ করে থাকে, ত্যাগ করেনা) প্রসঙ্গেন (প্রসঙ্গক্রমে) ফলাকাঙ্ক্ষী [হয়] সা রাজসী ধৃতিঃ (সেই ধৈর্য্য রাজসী)।

হে পার্থ। যে ধৈর্য্যের দ্বারা মানুষ ধর্ম, অর্থ ও কাম উপভোগে রত থাকে এবং সেই প্রসংগে ফলাকাঙ্ক্ষী হয়, তা রাজসী ধৃতি। ৩৪

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী।। ৩৫

৩৫। হে পার্থ। দুর্ম্মেধাঃ (দুর্বুদ্ধি ব্যক্তি) যয়া (যারদ্বারা) স্বপ্ন (নিদ্রা) ভয়ং, শোকং, বিষাদং মদং চ এব ন বিমুঞ্চতি (পরিত্যাগ করেনা) সা ধৃতিঃ

তামসী (সেই ধৈর্য্য তাসমী)।

হে পার্থ! বিবেকহীন ব্যক্তি যার দ্বারা নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ, শোক, বিষাদ এবং মদ (দম্ভ) পরিত্যাগ করতে পারেনা অর্থাৎ যা মানুষকে এই সকল বিষয়ে আবদ্ধ করে রাখে, সেই ধৃতি তামসী। ৩৫

ধৃতি বা ধৈর্য্য শক্তি সকলের সমান নয়। সত্ত্বাদি গুণ অনুসারে কোনো ব্যক্তি সাত্ত্বিক কর্মে যে ভাবে দৃঢ় ভাবে লেগে থেকে, অসীম ধৈর্য্য নিয়ে কাজ করেন, তদ্রূপ রাজসিক ও তামসিক ব্যক্তিও রাজস ও তামস ভাবের কাজে লেগে থাকেন। এজন্য রজ ও তম ভাবের ব্যক্তিকে সত্ত্বভাবে আনা কঠিন।

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি।। ৩৬

৩৬। হে ভরতর্ষভ! ইদানীং ত্রিবিধং সুখং তু মে এখন তিনপ্রকার (সুখের কথা আমার কাছে) শৃণু (শুন)।

হে ভরতর্ষভ! এখন আমার কাছে তিন প্রকার সুখের কথা শুন। ৩৬

এই পর্যন্ত কর্মতত্ত্ব বর্ণনা প্রসংগে কর্মের প্রবর্ত্তক, ক্রিয়ার আশ্রয় এবং সাধন অর্থাৎ জ্ঞান, কর্ত্তা, কর্ম, বুদ্ধি ও ধৃতি সত্ত্বাদি গুণভেদে যে তিন প্রকার তা পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করলেন। এখন কর্মের ফল অর্থাৎ সুখও যে গুণভেদে তিন প্রকার সেই কথাই পরের শ্লোকে বর্ণনা করছেন।

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধি প্রসাদজম্।। ৩৭

৩৭। যত্র (যে সুখে) [মানুষ] অভ্যাসাৎ রমতে (ক্রমে ক্রমে অভ্যাসবশতঃ প্রীতি লাভ করেন) দুঃখান্তং চ (এবং দুঃখের অবসান হয়) যত্তৎ (যা যা) অগ্রেবিষমিব (আগে বিষের ন্যায়) পরিণামে (শেষে) অমৃতোপম্ (অমৃততুল্য) আত্মবুদ্ধি প্রসাদজম্ (আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধির প্রসন্নতা থেকে জাত) তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তম, (সেই সুখ সাত্ত্বিক বলে উক্ত হয়)।

যে সুখে ক্রমে ক্রমে অভ্যাস বশতঃ আনন্দ লাভ হয়, হঠাৎ নয়, যাহা লাভ হলে দুঃখের শেষ হয়, যা আগে বিষের মত, শেষে অমৃতের মত, যাহা আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধির প্রসন্নতা থেকে জন্মে তাকে সাত্ত্বিক সুখ বলে।৩৭

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রে২মৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্।। ৩৮

৩৮। বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ (বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগবশতঃ) যত্তৎ (যে সুখ) অগ্রে অমৃতোপমম্ (আগে অমৃততুল্য) পরিণামে বিষম্ ইব— (বিষতুল্য বলে মনে হয়) তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্ (সেই সুখকে রাজস্ বলা হয়)।

রূপ রসাদি বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের সংযোগবশতঃ প্রথমে যা অমৃত তুল্য, কিন্তু পরে বিষতুল্য বোধ হয়, সেই সুখকে রাজস সুখ বলে। [এর নামই বৈষয়িক বা আধিভৌতিক সুখ]। ৩৮

বিষয় সংসর্গ ইন্দ্রিয়জনিত সুখ ও দুঃখ, এ মনের ধর্ম, আত্মার ধর্ম নয়। এজন্য গীতায় সুখ-দুঃখকে সমজ্ঞান করতে বলেছেন। সুখ জ্ঞান থাকলে দুঃখ জ্ঞান থাকে এবং দুঃখ জ্ঞান থাকলে সুখ জ্ঞান থাকে। এজন্য ইন্দ্রিয় বিষয় সংসর্গজনিত সুখ-দুঃখ, দেহের ধর্ম, ইহা আত্মনিষ্ঠ পুরুষের নয়। তাই প্রকৃত সুখ যা লাভ হলে দুঃখের লেশমাত্র থাকেনা, এরূপ সুখকে আনন্দ বা অমৃততুল্য বলে। সাত্ত্বিক সুখ ইন্দ্রিয়াতীত ব্যাপার, বৈষয়িক সুখ বিষয় সংসর্গ বশতঃ হঠাৎ উৎপন্ন হয়, কিন্তু সাত্ত্বিক সুখ আত্মবিষয়িনী বুদ্ধির প্রসন্নতা থেকে জন্মে। এই সুখকে ক্রমে ক্রমে অভ্যাসের দ্বারা সাধন করে আয়ত্ত করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে রাজসিক সুখ বাহ্য বিষয় ইন্দ্রিয় সংসর্গ বশতঃ উৎপন্ন হয়। এই সুখের সংগে দুঃখ অবশ্য আছে। কিন্তু সাত্ত্বিক সুখ আত্মপ্রসাদে জন্মে। এই সুখে দুঃখের অন্ত হয়। এই সুখ অভ্যাসবশতঃ লাভ হয়, তাই প্রথমে বিষতুল্য মনে হবেই।

ইন্দ্রিয় বিষয় সংস্পর্শ সুখে যিনি মুগ্ধ, তিনি প্রথমে জ্ঞান, বৈরাগ্য, যম, নিয়ম-সংযম করতে বিষবৎ জ্ঞান করবেনই, কিন্তু কিছুদিন ক্রমশঃ অভ্যাসের দ্বারা সাধন করলে চিত্ত পরিশুদ্ধির সংগে সংগে আত্মপ্রসাদ জ্ঞান থেকে সাত্ত্বিক সুখের উদয় হবেই। তখন প্রথমে মনের বিষবৎ ভরা সুখ অমৃত হয়ে উঠবে।

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্য প্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্।। ৩৯

৩৯। যৎ চ সুখং (যে সুখ) অগ্রে (প্রথমে) অনুবন্ধে চ (এবং পরিণামে) আত্মনঃ মোহনং (বুদ্ধির মোহকর) নিদ্রালস্য প্রমাদোত্থং (নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ থেকে উৎপন্ন) তৎ তামসং উদাহৃতম্ (সেই সুখ তামস বলে কথিত হয়)।

যে সুখ প্রথমে ও পরিণামে আত্মা বা বুদ্ধির মোহকর নিদ্রা, আলস্য (অলসতা) ও কর্ত্তব্য বিস্মৃতি থেকে উৎপন্ন হয়, তাকে তামস সুখ বলে।৩৯

তামসিক সুখাকাঙ্খী ব্যক্তিগণ কর্ত্তব্যের বিস্মৃতি হেতু নিদ্রা, আলস্যে জীবন কাটিয়ে, আত্মা ও বুদ্ধিকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখেন।

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রি??ভিগুণৈঃ।। ৪০

৪০। পৃথিব্যাং (পৃথিবীতে) দিবি বা (নতুবা স্বর্গে) দেবেষু বা পুনঃ (নতুবা দেবতাগণের মধ্যে) তৎ সত্ত্বং নাস্তি (এমন প্রাণী বা বস্তু নেই) যৎ (যে) প্রকৃতিজৈঃ এভিঃ ত্রিভিঃ গুণৈঃ (প্রকৃতিজাত এই তিনগুণ থেকে) মুক্তঃ স্যাৎ (মুক্ত আছে)।

পৃথিবী, স্বর্গ নতুবা দেবতাগণের মধ্যেও এমন কোনো প্রাণী বা বস্তু নেই, যে প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন এই তিন গুণ থেকে মুক্ত। ৪০

শ্রীভগবানের ইচ্ছায় সমস্ত জগতেই প্রকৃতির পরিণাম, সেজন্য সত্ত্বাদি গুণসমূহ প্রকৃতি থেকে মুক্ত নয়। ব্রহ্মলোক পর্যন্ত প্রকৃতির প্রভাব অর্থাৎ ব্রহ্মলোক থেকেও জীবের পতন হয়। (৮।১৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। নামঘোষাতেও শ্রীমাধবদেব বলেছেন,— ব্রহ্মাদি দেবতাগণও তাঁর মায়া শয্যায় শুয়ে অচেতন হয়ে ঘুমিয়ে আছেন। যথা—

"ব্রহ্মা আদি করি জীব যত রাম রাম রাম রাম রাম
মায়া শয্যা মাজে আছয় ঘুমটি খাই।
তুমি সে চৈতন্য সনাতন, রাম রাম রাম রাম রাম
আমি অচেতন নিয়োক নাথ জগাই।।"

ব্রহ্মলোককে আদি করে সমস্ত জগৎ প্রকৃতির বা মায়ার পাশে আবদ্ধ হয়ে অচেতন হয়ে থাকে। অচেতন জীবকে চেতন করতে সনাতন চৈতন্য ঈশ্বর ছাড়া, আর অন্য স্বামী কে আছেন?— সেই কথা বোঝার পরবর্ত্তী শ্লোকে বলেছেন,—

"ক্ষুদ্র সুখে বহু আশা করি, ভব কুপে জীব আছে পরি
কাল সর্পে দংশি হরাইল চেতন তার।"

মায়া কালসর্প দংশন করে জীব কুলকে অচেতন করে রেখেছে। হরি কথামৃত মহৌষধ এবং দয়াময় কৃষ্ণের কৃপা ছাড়া, জীবের উদ্ধারের আর কোন উপায় নেই।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ।। ৪১

৪১। হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাম্ শূদ্রাণাং চ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের) কর্ম্মাণি (কর্মসমূহ) স্বভাবঃ প্রভবৈঃ গুণৈঃ (স্বভাবজাত গুণসমূহের দ্বারা) প্রবিভক্তানি (বিভক্ত হয়েছে)।

হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের কর্মসকল স্বভাবজাত (পূর্বজন্মের সংস্কার জাত) গুণের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিভক্ত হয়েছে।৪১

প্রকৃতির গুণানুসারে জীবের স্বভাব। সেজন্য স্বাভাবিক গুণানুসারে লোকের কর্মও নিরূপিত হয়। একেই স্বভাব নিয়ত কর্ম বা স্বধর্ম বলে। পূর্বজন্মের সংস্কার মতে সাত্ত্বিকাদি গুণ কর্মাদির তারতম্যের জন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদি চার বর্ণ ও বর্ণাশ্রম বিভাগ হয়েছে। এই কথা গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে সংক্ষেপে বলেছেন। সেই কথাই পুনরায় পরের শ্লোকসমূহেও বিষদভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে এই গুণকর্মের উপরে ভিত্তি করেই চতুর্বর্ণাদির ব্যবস্থা হয়েছিল। বর্ত্তমানকালে চতুর্বর্ণ থাকলেও বর্ণধর্মের বৈষম্য ঘটেছে। যে আধ্যাত্মিকতাকে ভিত্তি করে চতুর্বর্ণ বিভাগের সৃষ্টি হয়েছিল, আজ অর্থনীতির চাপে পরে তার সংকোচ ও অধঃপতন ঘটেছে।

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্।। ৪২

৪২। শমঃ (মন সংযম) দমঃ (ইন্দ্রিয় সংযম) তপঃ শৌচং ক্ষান্তিঃ (ক্ষমা) আর্জ্জবং (সরলতা) জ্ঞানং (শাস্ত্র পাণ্ডিত্য) বিজ্ঞানম্ (শাস্ত্রার্থ তত্ত্ব নিশ্চয়, আত্মতত্ত্বানুভব) আস্তিক্যং এব চ (এবং সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা) স্বভাবজং ব্রহ্ম কর্ম (স্বভাবজাত ব্রাহ্মণের কর্ম)।

শম, দম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা এই সমস্তই ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম বা ধর্ম। ৪২

শ্লোকটিতে ব্রহ্মস্বভাব ব্যক্তির গুণ কর্মের বর্ণনা করেছেন। এই শ্লোক অনুসারে বিচার করতে হলে অনেক ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ এবং অনেক অব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ পর্য্যায়ভুক্ত হবে। বিশেষতঃ শুধু মাত্র ব্রাহ্মণেরই যে পতন ঘটেছে তেমন নয়, ব্রাহ্মণের পতনের সংগে অন্যান্য ধর্মেরও পতন ঘটেছে। বর্ত্তমান যুগে বর্ণাশ্রম ধর্ম যথাযথ অনুসরণ তো হয়ই না অধিকন্তু বর্ণ গিয়ে জাতিতে পরিণত হয়েছে। বর্ণ ধর্ম ব্যক্তিগণ জাতিগত, বংশগত নয়। অর্থাৎ বর্ণভেদ গুণকর্মানুগত, ব্যক্তিগত, বংশগত নয়।

প্রাচীন শাস্ত্রানুযায়ী বর্ণাশ্রম ও বর্ণ ধর্ম লোপ পেয়ে বর্ত্তমানকালে বংশানুযায়ী হওয়ায় হিন্দু জাতির কি সর্বনাশ হয়েছে, দেখে শুনেও এর প্রতিকার করার কোনো উপায় নেই। বাস্তবিক, শাস্ত্রবচন আজ শুধু গ্রন্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। যদি তাকে জীবনাচরণে প্রতিফলিত করা না যায়, তবে নিশ্চয় জানতে হবে এর পরিণাম মঙ্গলজনক না হয়ে অমঙ্গলের কারণ হবে ও বর্তমানে তাই হচ্ছে।

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যংযুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্।। ৪৩

৪৩। শৌর্য্যং (পরাক্রম) তেজঃ (বীর্য্য) ধৃতিঃ (ধৈর্য্য) দাক্ষ্যং (কার্যদক্ষতা) যুদ্ধে অপি অপলায়নং (এবং যুদ্ধে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা), দানম্ (মুক্তহস্ততা) ঈশ্বরভাবঃ চ (এবং শাসন ক্ষমতা) স্বভাবজং ক্ষাত্রং কর্ম (স্বাভাবিক ক্ষত্রিয় কর্ম)।

শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দাক্ষ্য, যুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, দানে মুক্তহস্ততা এবং প্রভুত্ব

এই সমস্ত ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ কর্ম। ৪৩

এই শ্লোকে ক্ষত্রিয় বর্ণের গুণকর্ম বর্ণনা করেছেন। এখানেও ক্ষত্রিয়ের বিচার করতে গেলে অনেক ক্ষত্রিয় অক্ষত্রিয় এবং অনেক অক্ষত্রিয়ই ক্ষত্রিয় শ্রেণীভুক্ত হতে পারে।

কৃষি গৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচ্যর্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্।। ৪৪

৪৪। কৃষিগৌরক্ষ্য বাণিজ্যং (কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য) স্বভাবজং বৈশ্য কর্ম্ম (বৈশ্যের কর্ম); পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম (সেবারূপ কর্ম) শূদ্রস্য অপি স্বভাবজং (এবং শূদ্রের স্বভাবজাত কর্ম)।

কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য এই সমস্তই বৈশ্যগণের স্বভাবজাত কর্ম এবং সেবা করা (দ্বিজাতিগণের শুশ্রূষা শূদ্রের স্বভাবজাত কর্ম বা ধর্ম)। ৪৪

এই শ্লোকে বৈশ্য বর্ণ ও শূদ্র বর্ণের গুণ-কর্মের কথা বলেছেন। কৃষি বাণিজ্যকরণ ও গোরক্ষা করা লোকগণকে বৈশ্য বলা হয়েছে। আলোচ্য শ্লোক অনুসারে বৈশ্য বর্ণ নির্ণয় করতে হলে প্রায় সকল মানুষই বৈশ্য শ্রেণীভুক্ত হয়, শূদ্র নেই বললেই চলে। কিন্তু বর্ত্তমানে কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য করার জন্য বিভিন্ন বর্ণের লোক পাওয়া যায় এদের বৈশ্য না বলে অন্য বর্ণের লোক বলে ধরে নেওয়া হয়। পরিচর্য্যা করা বর্ণের মানুষকে শূদ্র বলা হয়েছে। সেই অনুসারে বর্ণ বিচার করতে হলে, বর্ত্তমানে যারা চাকুরীজীবী এবং সর্ব্বদা মালিককে সন্তুষ্ট রাখতে তোষামদ করে থাকেন তারাওতো শূদ্র শ্রেণীভুক্ত হন। কিন্তু এই কথা বর্ত্তমান যুগে স্বীকার করতে ইচ্ছা করেনা। কারণ অর্থনীতির দুরবস্থার অধঃপতনের সংগে নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক ধ্বংসশীল জাতির বর্ণাভিমান নিয়ে অহংকারে মত্ত হয়ে বসে থাকলে নিজের কিংবা জগতের তাতে কোনো উপকারই হবেনা বরং অপকার হইবে।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষেও বর্ণাশ্রম ধর্ম একমাত্র গুণকর্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং হিন্দু রাজাগণের রাজ আইনের দ্বারা এই ধর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল; সেজন্য এরকম অধঃপতন হতে পারেনি। অবশ্য মহাভারতীয় কিংবা

গীতার যুগে বর্ণাশ্রম ধর্মের বংশানুক্রমে অনেক ব্যতিক্রম ঘটেছিল, মহাভারতে এই কথার কিছু কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়।

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু।। ৪৫

৪৫। স্বে স্বে কর্ম্মণি (নিজ নিজ কর্মে) অভিরতঃ নরঃ (নিষ্ঠাবান ব্যক্তি) সংসিদ্ধিং লভতে (সিদ্ধিলাভ করেন); স্বকর্ম্মনিরত (নিজ নিজ কর্মে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি) যথা সিদ্ধিং বিন্দতি (যেরূপ সিদ্ধি লাভ করেন) তৎ শৃণু (তা শুন)।

নিজ নিজ কর্মে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করেন; স্বকর্মে নিষ্ঠাযুক্ত থেকে কিভাবে মানুষ সিদ্ধিলাভ করেন সেই বিষয়ে তুমি শুন। ৪৫

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবাঃ।। ৪৬

৪৬। যতঃ (যা থেকে) ভূতানাং প্রবৃত্তি (জীবের কর্ম চেষ্টা, উৎপত্তি) যেন (যার দ্বারা) ইদং সর্ব্বং (এই সমস্ত জগৎ) ততং (ব্যাপ্ত আছে) মানবাঃ স্বকর্ম্মণা (নিজ কর্মের দ্বারা) তম্ অভ্যর্চ্চ (তার অর্চ্চনা করে) সিদ্ধিং বিন্দতি (সিদ্ধি লাভ করেন)।

যা থেকে মানুষের উৎপত্তি বা জীবের কর্মচেষ্টা, যিনি এই সমস্ত চরাচর জগৎ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত রয়েছেন, মানুষ নিজ কর্মদ্বারা তার অর্চ্চনা করে সিদ্ধি লাভ করে থাকেন। ৪৬

বর্ণধর্ম বা স্বভাব নিয়ত কর্ম সম্পাদন করা শ্রীমদ্ভাগবতের মত এবং তার দ্বারাই সিদ্ধি লাভও সম্ভব।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাব নিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্।। ৪৭

৪৭। বিগুণঃ (অঙ্গহীন হয়ে অনুষ্ঠিত, দোষ বিশিষ্ট হলেও) স্বধর্ম্মঃ (কুলজধর্ম) স্বনুষ্ঠিতাৎ (সম্যকরূপে অনুষ্ঠিত) পরধর্ম্মাৎ (পরমধর্ম অপেক্ষা) শ্রেয়াম্ (শ্রেষ্ঠ); স্বভাব নিয়তং (স্বাভাবিক গুণানুগত) কর্ম্মকুর্ব্বন্ (কর্ম করলে) [মানুষ] কিল্বিষং

(পাপ) ন আপ্নোতি (পায়না)।

বিগুণ (স্বদোষ, অঙ্গহীন হয়ে অনুষ্ঠিত) স্বধর্ম দোষ-বিশিষ্ট হলেও সম্যক্ অনুষ্ঠিত পরের ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যেমনা স্বভাবজাত নির্দিষ্ট কর্ম করে লোক পাপভাগী হননা। ৪৭

স্বধর্ম দোষযুক্ত হলেও স্বভাবনিয়ত কর্ম করা শ্রেষ্ঠ; যেহেতু পরের ধর্ম অর্থাৎ যা নিজের স্বভাব নিয়ত নয় সেই কর্ম করতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

ব্রাহ্মণের বেদ পাঠ এবং কৃষকের কৃষি কাজ এটা তাদের স্বভাবজ ধর্ম কর্ম। কৃষকের কৃষি কর্ম দোষযুক্ত বলে ভেবে পরিত্যাগ করে বেদপাঠ করতে গেলে, সে কাজে কৃতকার্য হতে পারবেনা অধিকন্তু স্বভাব নিয়ত কর্ম পরিত্যাগ হেতু অপরাধেও স্পর্শ করবে।

স্বভাবগত ধর্মই স্বধর্ম এবং স্বভাবের বিপরীত ধর্মই পরধর্ম। সত্ত্ব, রজ, তমাদি গুণ অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাদির যে ধর্ম ব্যবহৃত হয়েছে, তাদের জন্য তাই স্বধর্ম। আলোচ্য শ্লোকমতে দেখতে গেলে, আধুনিক শাস্ত্রোক্ত বর্ণ লক্ষণ অনুসারে, সেই সেই গুণকর্ম সেই সেই বর্ণে না থাকার জন্য, সেই বর্ণের পক্ষে শাস্ত্র বিহিত কর্মই তার পক্ষে স্বভাব নিয়ত বলার কোন মূল্য নেই। সেজন্য স্বধর্ম শব্দের দ্বারা যার যা যথাধিকারগত ধর্ম তাঁর তাই স্বধর্ম। সমস্ত জগৎ প্রকৃতিব গুণ অনুসারে প্রবর্ত্তিত হয়, সেজন্য তাকে নিগ্রহ করবে, কেমন করে? যার যে কর্মে অধিকার নেই তা করতে গেলে বিপদেরই সম্ভাবনা। অধিকন্তু অধিকারগত ধর্ম যদি দোষযুক্তও হয়, তা করলে সে পাপভাগী হয়না। কারণ, কর্ম মাত্রেরই দোষ-গুণ আছে। অধিকারগত ধর্ম দোষযুক্ত হলেও তাকে পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরবাবৃতাঃ।। ৪৮

৪৮। হে কৌন্তেয়! সহজং কর্ম (স্বভাগজাত কর্ম) সদোষম্ অপি (দোষযুক্ত হলেও) ন ত্যজেৎ (ত্যাগ করবেনা); হি (যেহেতু) সর্ব্বারম্ভাঃ (সকল কর্মই) ধূমেন অগ্নি ইব (ধূমের দ্বারা আবৃত্ত আগুনের মত) দোষেণ আবৃতা (দোষ

দ্বারা ঢাকা)।

হে কৌন্তেয়! স্বভাবজ কর্ম দোষযুক্ত হলেও তা ত্যাগ করবে না। ধোঁয়ার দ্বারা আবৃত্ত আগুনের ন্যায় সকল কর্মই দোষযুক্ত। ৪৮

কর্ম মাত্রই দোষ-গুণ যুক্ত। শুভাশুভ কর্মফলে আবদ্ধ হয়ে জীব সংসারে পুনঃ পুনঃ আসে ও যায় এবং সংসার যাতনা ভোগ করে মরে। সেজন্য শুভাশুভ কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়। কর্ম করেও কর্মফলে যাতে আবদ্ধ না হয় তার উপায় গীতার বহু স্থলেই বলেছেন এবং এর পরের শ্লোকেও সেইকথাই বলেছেন।

অসক্ত বুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি।। ৪৯

৪৯। সর্বত্র অসক্ত বুদ্ধিঃ (সকল বিষয়ে আসক্তিশূন্য) জিতাত্মা (সংযত চিত্ত) বিগতস্পৃহঃ (স্পৃহাশূন্য পুরুষ) সন্ন্যাসেন (কর্মফল ত্যাগের দ্বারা) পরমাং নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধিং (কর্ম বন্ধন ক্ষয়রূপ পরম সিদ্ধি) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন)।

যিনি সকল বিষয়ে অনাসক্ত, নিরহঙ্কারী ও নিস্পৃহ, তিনি কর্মফল ত্যাগের দ্বারা পরম নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি লাভ করেন অর্থাৎ কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হন। ৪৯

গীতার ৯।২৭।৩৮ শ্লোকে বলেছেন, যিনি সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করেন, তিনি শুভাশুভ কার্যফল থেকে মুক্ত হন। ধর্মাধর্ম কর্মের জন্য জীব আবদ্ধ হয়না। (৫।১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। পরম নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি অর্থাৎ কর্ম করেও কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত থাকাই হল পরম নৈষ্কর্ম্য লাভ, কর্ম ত্যাগকে নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি বলেনা। প্রকৃত কথা হল, জীব কিভাবে সংসার চক্র থেকে উদ্ধার পায় তার জন্য সাংখ্য, বেদান্ত ও যোগপন্থ নানারূপ উপায় বর্ণনা করেছেন। গীতা কিন্তু কর্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাসবাদী বৈদান্তিকের মতবাদ পোষণ করেননি। কর্ম বন্ধনের কারণ নয়, কর্মফলই বন্ধনের কারণ। শরীর বর্তমান থাকা পর্যন্ত কর্মত্যাগ করা একেবারেই অসম্ভব। (৩।৪।৫, ১৮।৩৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

গীতায় 'সন্ন্যাস' শব্দটি অনেকবার ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা কখনও

কর্ম সন্ন্যাস অর্থ প্রকাশ করেননি। (৬।১, ৯।২৮, ১৮।৫৭, ৩।৩৫, ৪।৪১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। শ্রীমদ্ভাগবতেও নৈষ্কর্ম্ম্য সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছিলেন।

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিরোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা।। ৫০

৫০। হে কৌন্তেয়! সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ (সিদ্ধ পুরুষ) যথা (যেভাবে) ব্রহ্ম আপ্নোতি (ব্রহ্মকে লাভ করেন) তথা (তা) সমাসেন (সংক্ষেপে) মে নিরোধ (আমার কাছে শোন); যা (যা) জ্ঞানস্য (জ্ঞানের) পরা নিষ্ঠা (চরমনিষ্ঠা, পরিসমাপ্তি)।

হে কৌন্তেয়! এরূপে নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি প্রাপ্ত ব্যক্তি কিভাবে ব্রহ্মভাব লাভ করেন (ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়) সেই বিষয়ে সংক্ষেপে আমার কাছে শুন। সেটাই জ্ঞানের চরম অবস্থা। ৫০

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ।। ৫১

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্‌কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ।। ৫২

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।। ৫৩

৫১-৫৩। বিশুদ্ধয়া বুদ্ধ্যা যুক্ত (বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক বুদ্ধিযুক্ত হয়ে) ধৃত্যা (ধৈর্য্যের দ্বারা) আত্মানং নিয়ম্য (আত্মাকে সংযত করে) শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ত্যক্ত্বা (শব্দাদি বিষয়সমূহ ত্যাগ করে) রাগদ্বেষৌ চ বুদস্য (রাগ, দ্বেষ ত্যাগ করে) বিবিক্ত সেবী (নির্জন স্থান নিবাসী হয়ে) লঘ্বাশী (পরিমিতাহারী হয়ে) যতবাক্‌-কায়মানসঃ (বাক্য, শরীর ও মনকে সংযত করে) নিত্যং ধ্যানযোগপরঃ (সর্বদা চিন্তাশীল হয়ে) বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ (বৈরাগ্যকে আশ্রয় করে) অহঙ্কারং বলং (দুঃশ্চেষ্টা, পাশবিক বল) দর্পং, কামং, ক্রোধং পরিগ্রহং (বাহ্যভোগ সাধনরূপ পরিগ্রহ) বিমুচ্য (ত্যাগ করে) নির্ম্মমঃ (মমতাহীন) শান্তঃ (প্রশান্ত চিত্ত) [সাধক] ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে (ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উপযুক্ত হন)।

বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক বুদ্ধিযুক্ত হয়ে, ধৈর্য্যসহকারে আত্মসংযম করে, শব্দাদি বিষয়সমূহ ত্যাগ করে, রাগদ্বেষ বর্জন করে, নির্জন স্থানে অবস্থিত ও পরিমিতাহারী হয়ে, বাক্য, শরীর ও মনকে সংযত করে, বৈরাগ্যকে আশ্রয় করে, সর্বদা ধ্যান তপস্যায় আসক্ত থেকে, অহংকার, ধন, দর্প, কাম, ক্রোধ ও বাহ্যভোগ সাধনার্থে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি পরিত্যাগ করে, মমত্ববুদ্ধিহীন ও প্রশান্তচিত্ত সাধক ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উপযুক্ত হন। ৫১-৫৩।

পরিগ্রহ— শরীর ধারণ ও ধর্মানুষ্ঠানের জন্য লোকের কাছ থেকে অর্থ ও দ্রব্যাদি গ্রহণ। যোগযুক্ত প্রকৃত সাধু পুরুষ এই সমস্তও ত্যাগ করেন।

শ্লোকটিতে ব্রহ্মভাব লাভ করতে সমর্থ্য ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করেছেন। সিদ্ধ অবস্থায় জ্ঞানী, ভক্ত, যোগী, কর্মী ত্রিগুণাতীত ও ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত পুরুষাদি সকলেই একই অবস্থায় উন্নীত হন। গীতার মতবাদের বৈশিষ্ট্য হলো,— সাধনের অতি উচ্চাবস্থা অর্থাৎ সিদ্ধ্যাবস্থা পেলেও জগতের কল্যাণের জন্য কর্ম করবে।

এজন্য ৩।১৭।১৮ শ্লোকে আত্মনিষ্ঠ, আত্মতৃপ্ত সিদ্ধ পুরুষগণের নিজের কোনো কর্ত্তব্য নেই এই কথা বলে ৩।১৯ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, সিদ্ধ পুরুষদের অনাসক্তভাবে লোকশিক্ষার্থ বা লোকরক্ষার্থ কর্ম করতে উপদেশ দিয়েছেন। কারণ, সর্ব কর্ম করেও ভগবানের প্রসাদে অব্যয়পদ লাভ হয়। (১৮।৫৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।। ৫৪

৫৪। ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত ব্যক্তি) প্রসন্নাত্মা (প্রসন্ন চিত্ত হয়ে) ন শোচতি (শোক করেননা) ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষাও করেন না) সর্ব্বভূতেষু সমঃ (সর্বভূতে সমদর্শী হয়ে) পরাং মদ্ভক্তিং (আমাতেই পরাভক্তি) লভতে (লাভ করেন)।

ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হলে তিনি প্রসন্ন চিত্ত হয়ে নষ্ট বস্তুর জন্য শোক করেননা এবং অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্য আকাঙ্খাও করেননা; তিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী হন এবং আমাতেই পরাভক্তি লাভ করেন। ৫৪

এই শ্লোকে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির পর পরাভক্তি লাভ হওয়ার কথা বলেছেন।

অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির উপরেও পরাভক্তি লাভের অবস্থা।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।। ৫৫

৫৫। ভক্ত্যা (ভক্তি দ্বারা) [আমি] যাবান্ যঃ চ অস্মি (যে যে স্বরূপ ও একরূপ হই) তত্ত্বতঃ অভিজানাতি (স্বরূপতঃ তা জানতে পারেন), ততঃ (পরে) মাং (আমাকে) তত্ত্বতঃ জ্ঞাত্বা (স্বরূপতঃ জেনে) তদনন্তরং (তারপর) বিশতে (প্রবেশ করেন)।

এরূপ পরাভক্তির দ্বারাই আমাকে স্বরূপতঃ জানতে পারেন, বুঝতে পারেন-আমি কে, আমার বিভাব কত, আমার সমগ্র স্বরূপ কি, এরূপে আমাকে স্বরূপতঃ জেনে তারপর আমাতেই প্রবেশ করেন। ৫৫

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎ প্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্।। ৫৬

৫৬। [তিনি] সদা সর্ব্বকর্ম্মাণি কুর্ব্বাণঃ অপি (সর্বদা সকল কর্ম করেও) মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ (আমাকে আশ্রয় করে) মৎ প্রসাদাৎ (আমার অনুগ্রহে) শাশ্বতং অব্যয়ং পদম্ (নিত্য, অক্ষয়স্থান) অবাপ্নোতি (লাভ করেন)।

সর্বদা সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠান করেও যিনি আমার শরণাগত হন, আমার অনুগ্রহে তিনি নিত্য অব্যয় পদ লাভ করেন। ৫৬

একশরণ ব্যক্তি (কায়মনোবাক্যে শরণাগত ব্যক্তি) কর্ম করে থাকলেও কর্মফলে আবদ্ধ হননা, অধিকন্তু শ্রীভগবানের অনুগ্রহে পরম বিষ্ণুপদ লাভ করেন।

বিশেষতঃ পরাভক্তি অবস্থা লাভ করতে পারলে এরূপ ভক্তির দ্বারাই ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ জানতে ও বুঝতে পারেন। ঈশ্বরের বিভাব কত এবং সমগ্র স্বরূপ কি, যথাযথভাবে তাঁকে জেনে অবশেষে তাতেই প্রবেশ করে থাকেন। একাদশ অধ্যায়েও এইকথাই বলেছিলেন যে, একমাত্র ভক্তির দ্বারাই আমাকে জানতে পারবে, দেখতে পারবে ও আমাতে প্রবেশ করতে পারবে।

ভক্তি ছাড়া অন্য উপায়ে পারবেনা। (১১।৫৩।৫৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

শ্রীভগবানের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করলে যে, ঈশ্বরের সমস্ত ঐশ্বর্য্য ও প্রকৃত স্বরূপ অনুভব করা যায়— এই কথা ৭।১।২ শ্লোকেও বলেছেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতেও ব্রহ্মার কাছে এই কথাই বলেছিলেন যে, 'আমার অনুগ্রহে তোমার, আমার স্বরূপ লক্ষণ, রূপ, গুণ ও লীলাদি তত্ত্বের অনুভব হউক।' (২।৯।৩১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। আমার প্রকৃত স্বরূপ কি, আমার কি কি বিভব এবং কত বিভূতি এই সকল কথা বলার তাৎপর্য হল, আমি সাকার হয়েও নিরাকার এবং নিরাকার হয়েও সাকার। এই কথার প্রকৃত তত্ত্ব হল, এই জগতে সমস্ত বিভূতি আমারই। এই বিশ্বরূপেই আমি প্রতিটি জীবের হৃদয়ে পরমাত্মা এবং ভক্তানুগ্রহের জন্য বিভিন্ন অবতার গ্রহণ করি। এই সকল তত্ত্ব আমার অনুগ্রহে, শরণাগতি যোগে তোমার যথাযথ উপলব্ধি হবে।

"মাধবে কহন্ত অর্জ্জুনত, শুনা ইটো পরমার্থ তত্ত্ব,
ভকতেসে মোর মহিমা জানে নিঃশেষ।
তত্ত্বরূপে সখি জানি মোক, তরিবা দুর্ঘোর দুঃখ শোক,
অন্তকালে গৈয়া আমাতে হোয়ে প্রবেশ।।
কৃষ্ণনিগদতি সব্যসাচী, পরমার্থতত্ত্ব লৈয়া বাছি,
সুদৃঢ় বিশ্বাসে শরণ লৈয়ো আমাত।
মোতে মাত্র সদা দিয়া চিত্ত, গায়ো মোর নাম গুণ গীত,
সকলো শাস্ত্রর কহিলো সার সাক্ষাত।।"

(নামঘোষা)

আমার শরণাগত হয়ে সমস্ত কর্ম করে থাকলেও তিনি আমার অনুগ্রহে শাশ্বত অব্যয় পদ (বিষ্ণুপদ) লাভ করেন। এই শ্লোকেও কর্মত্যাগের নির্দ্দেশ না দিয়ে বরং কর্ম্ম করারই নির্দ্দেশ দিয়েছেন। শরণাগত জীব তার কৃপায় যে পরমশান্তি বিষ্ণুপদ লাভ করেন এই কথা স্পষ্টভাবে বলেছেন।

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব।। ৫৭

৫৭। চেতসা (অন্তঃকরণের দ্বারা) সর্ব্বকর্ম্মাণি (সমস্ত কর্ম্ম) ময়ি (আমাতে) সংন্যস্ত (সমর্পণ করে) মৎপরঃ (মৎপরায়ণ হয়ে) বুদ্ধি যোগম্ উপাশ্রিত্য (সমত্ব বুদ্ধিরূপ যোগ আশ্রয় করে) সততং মচ্চিত্তঃ ভব (সর্বদা আমাতে নিবিষ্ট চিত্ত হও)।

মনে মনে সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করে, মৎপরায়ণ হয়ে, সাম্য বুদ্ধিরূপ যোগ আশ্রয় করে, সর্বদা আমাতে চিত্ত রাখ ও যথাধিকার স্বকর্ম করতে থাক।৫৭

এই শ্লোকেও কর্মত্যাগ না করতে বলে বরং সাম্যবুদ্ধি যোগকে আশ্রয় করে ঈশ্বরে চিত্ত রেখে কর্ম করতে বলেছেন। এভাবে গীতায় বহুস্থলে 'যোগ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এই যোগের অর্থ কর্ম করার কৌশল অর্থাৎ কর্ম কবার সময় বুদ্ধি স্থির রেখে শুদ্ধ সাম্য হয়ে কর্ম করলে, তেমন কর্ম বন্ধনের কারণ হয়না। কর্মের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। এই কর্মযোগের কথা ২।৪৮-৫৩, ৩।৩০, ৪।৪২, ৮।৭ শ্লোকে বলেছেন। এই শ্লোকে সেগুলিরই উপসংহার স্বরূপ পুনরুক্তি করা হয়েছে।

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি।। ৫৮

৫৮। মচ্চিত্তঃ (আমাতে চিত্ত অর্পণ করে) ত্বং মৎ প্রসাদাৎ (তুমি আমার অনুগ্রহে) সর্ব্বদুর্গাণি (সমস্ত সঙ্কট) তরিষ্যসি (উত্তীর্ণ হবে), অথচেৎ (যদি) অহঙ্কারাৎ (অহঙ্কারবশতঃ) ন শ্রোষ্যসি (আমার কথা না শুন), বিনঙ্ক্ষ্যসি (তবে বিনষ্ট হবে)।

আমাতে চিত্ত রাখলে তুমি আমার অনুগ্রহে সমস্ত সঙ্কট অর্থাৎ কর্মের শুভাশুভ ফল অতিক্রম করবে। আর যদি অহংকার বশতঃ আমার কথা না শুন তবে তুমি বিনাশ প্রাপ্ত হবে। ৫৮

এই অধ্যায়ের ৫৮ শ্লোকে আমার শরণ নেবার জন্য "আমার অনুগ্রহে শাশ্বত অব্যয় পদ পাবে" এই কথা বলে পুনরায় এই শ্লোকেই সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মানোর জন্য বলেছেন যে, আমাতে চিত্ত রাখলে আমার অনুগ্রহে অর্থাৎ প্রপন্ন জনের প্রতি তাঁর অসীম দয়া আছে, এজন্য তাদের প্রতি অনুগ্রহ পরায়ণ

হয়ে তাদের শুভাশুভ সমস্ত কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত করেন। এই কথা যিনি শুনেননা বা মানেনা তিনি এই অহংকারের জন্য অধোগতি প্রাপ্ত হন। (৯।৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। অশ্রদ্ধাবান ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু লাভ করে সংসার সাগরে পতিত হয়।

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি।। ৫৯

৫৯। অহঙ্কারম্ আশ্রিত্য (অহংকারকে আশ্রয় করে) ন যোৎস্যে (যুদ্ধ করবোনা) ইতি যৎমন্যসে (এভাবে যা ভাবছো) তে এবঃ ব্যবসায়ঃ (তোমার এই নিশ্চয়) মিথ্যা (মিথ্যা); প্রকৃতিঃ ত্বাং নিয়োক্ষ্যসি (প্রকৃতি তোমাকে প্রবর্ত্তিত করবে)।

তুমি অহংকার বশতঃ 'আমি যুদ্ধ করবোনা' এভাবে যা মনে করছো, তোমার সেই সঙ্কল্প মিথ্যা হবে; কারণ তোমার ক্ষত্রিয় স্বভাবই (প্রকৃতি) তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করবেই। ৫৯

নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী জীব কর্ম করতে বাধ্য, তা কিভাবে নিরোধ করা হয় সেকথা ৩।২৭ শ্লোকে বলেছেন। পরবর্ত্তী শ্লোকেও একই কথাই বলেছেন।

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশো'পি তৎ।। ৬০

৬০। হে কৌন্তেয়! মোহাৎ (মোহবশত) যৎ কর্ত্তুংন ইচ্ছসি (যা করতে ইচ্ছা করছোনা) স্বভাবজেনস্বেন কর্ম্মণা (স্বভাবজাত নিজ কর্মদ্বারাই) নিবদ্ধঃ (আবদ্ধ হয়ে) অবশঃ (অবশ হয়ে) তৎ অপি করিষ্যসি (তাইই করবে)।

হে কৌন্তেয়, মোহবশতঃ তুমি যা করতে ইচ্ছুক নয়, স্বভাবজাত নিজ কর্মে আবদ্ধ থাকায়, তোমাকে অবশ হয়ে তা করতে হবে।

এইজগতে প্রত্যেক জীবই পূর্বজন্ম-সংস্কারজাত স্বভাব অনুযায়ী নিজ কর্মে আবদ্ধ থাকে। সেইজন্য প্রকৃতির বশীভূত হয়ে অবশভাবেই তাকে কর্ম করতে হয়। এই জন্মের স্বভাব অনুযায়ী কর্ম পূর্বজন্মের সংস্কারজাত, একেই সাংখ্যযোগে

প্রকৃতি বলা হয়েছে। এই প্রকৃতিই যে সেই কর্ম করান সেই কথাই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

বেদান্তমতে বা ভক্তিবাদমতে ঈশ্বর অন্তর্য্যামী স্বরূপে হৃদয়ে থেকে মায়ার দ্বারা কর্ম করান, এই কথা নীচের শ্লোকে বলেছেন। পূর্বজন্মের সংস্কারজাত স্বভাব অনুসারে জীব কর্ম করতে বাধ্য। এই স্বভাব বা প্রকৃতিই ভগবানের মায়া। তিনি প্রত্যেক জীবের অন্তরে অন্তর্য্যামী স্বরূপে থেকে মায়ার দ্বারা কর্ম করান।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।। ৬১

৬১। হে অর্জ্জুন। ঈশ্বরঃ মায়য়া (মায়ার দ্বারা) যন্ত্রারূঢ়ানি [ইব] সর্ব্বভূতানি ভ্রাময়ন্ (যন্ত্রারূঢ় পুতুলের মত সকল জীবকে ভ্রমণ করিয়ে) সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে (সকল জীবের হৃদয়ে) তিষ্ঠতি (অধিষ্ঠিত আছেন)।

হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সকল জীবের অন্তরে অধিষ্ঠিত থেকে মায়াদ্বারা যন্ত্রারূঢ় পুতুলের ন্যায় তাদেরকে ভ্রমণ করাচ্ছেন। ৬১

সূত্রধার যেমন মঞ্চের অন্তরালে থেকে কৃত্রিম পুতুলগুলিকে যন্ত্রদ্বারা রঙ্গমঞ্চে ইচ্ছামত নাচান, তদ্রূপ ঈশ্বরও অন্তরে অধিষ্ঠিত থেকে মায়াদ্বারা জীবগণকে সংসার রঙ্গমঞ্চে নাচাচ্ছেন।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।। ৬২

৬২। হে ভারত। সর্ব্বভাবেন (সর্বতোভাবে) তম্ এব শরণং গচ্ছ, (তারই শরণাগত হও) তৎ প্রসাদাৎ (তার কৃপায়) পরাং শান্তি (পরম শান্তি) শাশ্বতং স্থানং চ (এবং নিত্যধাম) প্রাপ্স্যসি (পাবে)।

হে ভারত। তুমি সর্ব্বতোভাবে তারই শরণ লও অর্থাৎ শ্রীভগবানের শরণাগত হও; তার অনুগ্রহে পরম শান্তি ও নিত্যধাম লাভ করবে। ৬২

এ শ্লোকে কায়মনোবাক্যে (সর্ব্বতোভাবে) শরণাগত হতে অর্জ্জুনকে বলেছেন। শরণাগতির জন্য শ্রীভগবানের অনুগ্রহে তুমি পরম শান্তি ও পরম ধাম পাবে।

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু।। ৬৩

৬৩। ইতি গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং জ্ঞানং (এই গুহ্যের চেয়ে গুহ্য অর্থাৎ অতি গুহ্য আত্মজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান) ময়া তে আখ্যাতং (আমি তোমার কাছে ব্যাখ্যা করলাম) এতদ্ (এই) অশেষেণ বিমৃষ্য (সম্পূর্ণরূপে বিচার করে) যথা ইচ্ছসি তথা কুরু (যা ইচ্ছা, তাই কর)।

হে অর্জুন! আমি তোমার কাছে এই অতিশয় গোপনীয়তম তত্ত্বজ্ঞান ব্যাখ্যা করলাম, তুমি ইহা বিশেষভাবে পর্যালোচনা করে যা ইচ্ছা হয়, তাই কর।৬৩

ঈশ্বর সমস্ত জীবের হৃদয়ে থেকে, যন্ত্রকে যন্ত্রী যেভাবে চালনা করেন, তদ্রূপ জীবকেও যন্ত্রারূঢ় পুতুলের ন্যায় মায়া দ্বারা চালাচ্ছেন। জীব ঈশ্বরের মায়া বা প্রকৃতির অধীন; তার কোনো আত্মস্বাতন্ত্র্য নেই। কিন্তু এই শ্লোকে শ্রীভগবান বললেন, তোমার যা ইচ্ছা হয় তাই কর। তবে জীবের কোনো আত্মস্বাতন্ত্র্য আছে কি? অথচ গীতায় ইতিপূর্বে এই কথাও বলেছিলেন যে, তুমি যুদ্ধ করতে ইচ্ছা না করলেও ক্ষত্রিয় স্বভাবের প্রকৃতিই তোমাকে অবশভাবে যুদ্ধকর্মে প্রবর্ত্তিত করবে। ৩।৩৩ শ্লোকে বলেছেন, জ্ঞানবান ব্যক্তিও নিজ প্রকৃতি অনুসারে কর্ম করে থাকেন। প্রাণীগণ প্রকৃতিরই অনুসরণ করে, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করতে। প্রকৃতপক্ষে জীব মায়া বা প্রকৃতির কবলে পড়ে কর্ম করে, সেই কর্মফল ভোগের জন্য আবার নানা যোনি ভ্রমণ করে, বারে বারে জন্ম-মৃত্যুর অধীন হয়। প্রকৃতি অনুসারে অবশভাবে যদি জীব স্বভাব অনুযায়ী কর্ম করতে বাধ্য হয়, তবে ইন্দ্রিয় নিগ্রহে কি করবে? শ্রীভগবানের এই কথা যদি ধরে নেওয়া হয়, তবে আগে বলা ভগবানের এই কথা বলার তাৎপর্য কি যে, তোমার যা ইচ্ছা হয় তাই কর? তাই বুঝতে হবে, জীবের কোনো এই অবস্থায় আত্ম স্বাতন্ত্র্য আছে। ৬।৫।৬ শ্লোকে বলেছেন, আত্মার দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করা, আত্মাই আত্মার শত্রু এবং আত্মাই আত্মার মিত্র। যে আত্মশক্তির দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করে সে আত্মার মিত্র। যে আত্মশক্তির দ্বারা অধঃপাতে যায় সে আত্মার শত্রু। উপরোক্ত ছয় অধ্যায়ের এই শ্লোকে জীবের দুটি অবস্থার কথা স্বীকার করা

হয়েছে; মায়াবদ্ধজীব ও মায়ামুক্ত জীব। পঞ্চদশ অধ্যায়েও জীবকে ঈশ্বরের সনাতন অংশ বলা হয়েছে। জীব সনাতন নিত্য হয়েও শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত নয়। হরিবিমুখতার জন্য জীব কৃষ্ণ মায়ায় আবদ্ধ কিংবা প্রকৃতির কবলিত। 'রত্নাকর' গ্রন্থে বলেছেন,—

"ঈশ্বরতকৈ জীব ভিন্ন নুহি শাস্ত্র অধিকারী হয়।
ভ্রান্তিয়ে অজ্ঞানে আবরিত হৈয়া আপোনাক নেদেখয়।।
কৃষ্ণপায়ে একশরণ পশিয়া হরিত করি ভকতি।
অতি অজ্ঞানীয়ো অনায়াসে লভে দুর্লভ পরম গতি।।"

অব্যয় আত্মা প্রকৃতির গুণের অধীন হয়ে আবদ্ধ হয়েছে। গীতা ১৪। ব্রহ্মজ্ঞান গুহ্য, পরমাত্মা ঐশ্বরিক জ্ঞান গুহ্যতর, ভগবৎ জ্ঞান গুহ্যতম্ অর্থাৎ দৈবকীনন্দন নরলীলাধারী শ্রীকৃষ্ণের শরণ তত্ত্বই গুহ্যতম্। এইজন্য অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬৪ শ্লোকে "সর্ব্ব গুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ" বলে উক্তি করেছেন। সর্ব্বগুহ্যতম্ তত্ত্ব আমি তোমাকে পুনর্ব্বার বলি; ইহা পরম বা মহান্ বাক্য। তুমি এইকথা শুন অর্থাৎ শুনার মত শুন।

অষ্টদশ অধ্যায়ের ৬৩ শ্লোকে 'ইতি' শব্দ প্রয়োগ করার অর্থ হল, এখানেই জ্ঞান-ভক্তি মার্গের গুহ্যতর কথা সমাপ্ত করেছেন। এর পরের শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান নিজেকেই দেখিয়ে দিয়ে অর্জ্জুনকে নরলীলাধারী শ্রীকৃষ্ণের কাছে শরণ নিতে ইঙ্গিত দিয়ে শরণের গুহ্যতম কথা 'একশরণে'র গুহ্যতম্ বাণী প্রকাশ করেছেন।

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্।। ৬৪

৬৪। সর্ব্বগুহ্যতমং (সর্বাপেক্ষা গুহ্যতম) মে পরমং বচঃ (আমার উৎকৃষ্ট বাক্য) ভূয়ঃ শৃণো (পুনরায় শোন); [তুমি] মে দৃঢ়ম্ ইষ্টঃ অসি (আমার অত্যন্ত প্রিয় হও), ততঃ (সেজন্য) তে হিতং বক্ষ্যামি (তোমাকে হিতকর কথা বলছি)।

এখন সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম্ পরম্ শ্রেয়ঃ সাধক আমার শেষ কথা শ্রবণ কর; তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় সেজন্য তোমাকে আমি এই কল্যাণকর কথা বলছি, শুন। ৬৪

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।। ৬৫

৬৫। [তুমি] মন্মনা (মদ্‌গতচিত্ত), মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত) মদ্‌যাজী (আমার পূজক) ভব (হও), মাং নমস্কুরু (আমাকে নমস্কার কর) [আমি] তে সত্যং প্রতিজানে (তোমার কাছে সত্য প্রতিজ্ঞা করে বলছি) মাম্ এব এষ্যসি (আমাকেই পাবে) মে প্রিয়ঃ অসি (আমার প্রিয় হও)।

তুমি একমাত্র আমাতেই চিত্ত রাখ, আমাকে ভক্তি কর, আমাকে পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর। আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করে বলছি, তুমি আমাকেই পাবে, কেননা তুমি আমার প্রিয়। ৬৫

"মোতে মাত্র সদা দিয়া মন, মোর ভক্ত হোয়া সর্ব্বক্ষণ,
মোকে পূজা মাত্র মোক করা নমস্কার।
কহিলো তোমাত সত্যবাণী, পাইবা সুখে মোক মহামানী,
প্রিয়তম্ সুহৃদ্ সখি আমার।।"

(—নামঘোষা)

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।। ৬৬

৬৬। সর্ব্বধর্ম্মান্ (সকল ধর্ম) পরিত্যজ্য (পরিত্যাগ করে) একং মাং (শুধু মাত্র আমাকে) শরণং ব্রজ (আশ্রয় কর), অহং (আমি) ত্বাং (তোমাকে) সর্ব্বপাপেভ্যঃ (সমস্ত পাপ থেকে) মোক্ষয়িষ্যামি (মুক্ত করবো), মা শুচঃ (শোক করো না)।

সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে তুমি একমাত্র আমারই শরণাগত হও, আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করবো, শোক, করোনা। ৬৬

গীতোক্ত ভাগবতী ধর্মের এই মূলতত্ত্ব এবং গীতার ভক্তিযোগের উপসংহার স্বরূপ 'শরণধর্ম তথা গীতার সর্ব্বগুহ্যতম্ কথা এই। গীতাতে এই কথা বলা হয়েছে। উপরোক্ত শ্লোকটির 'সর্ব্বধর্ম ত্যাগ করে আমার শরণাগত হও'— এটাই হল গীতার ন্যাস মন্ত্রের "শক্তি"। গীতোক্ত যোগী, এই শক্তি নিয়েই কর্ম,

জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি পথে অগ্রসর হন। ত্রিগুণ মায়া মুক্ত জীবের ঈশ্বরে শরণাগতি ছাড়া অন্য উপায় নেই। শ্রীভগবানে শরণাগত হয়ে আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধান করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় এবং তার দ্বারা পুনর্জন্ম নিবৃত্তি হয়। (৫।৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

সর্বধর্ম ত্যাগ করে আমার শরণাগত হও, এই কথার তাৎপর্য্য কি? 'ধর্ম' শব্দদ্বারা কি বুঝায়? 'ধর্ম' শব্দ এই স্থলে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শ্রুতি, স্মৃতি, দেশাচার ও স্বর্গ, মোক্ষাদি কামনামূলক নানাবিধ ধর্ম, বিধি ও বিধিনিষেধের দাসত্ব ত্যাগ করে সর্বতোভাবে আমার শরণাগত হওয়া, আমার কর্মবোধে যথাপ্রাপ্ত কর্ত্তব্য কর্ম করে যাওয়াই ধর্ম্ম। বিধি কিম্বা বিধি নিষেধ থাকলেও ঈশ্বরে একশরণ হয়ে কর্ত্তব্য কর্ম করলে তোমার কোনো ভয় নেই। যেহেতু আত্ম সমর্পণ, একশরণ হওয়ার জন্য তোমাকে সকল পাপ থেকে আমি মুক্ত করবো। গীতার সর্বশ্রেষ্ঠ এই অভয়বাণী সমস্ত ভক্তিশাস্ত্রের সার কথা।

শ্রীমাধবদেব 'রত্নাবলী'তে বলেছেন—

কেবল শরণ মোত লোয়া ধনঞ্জয়।
রাখিম সবাতে মই নকরিবা ভয়।।
এহিমানে কহিলন্ত গীতার শকতি।
জানি সাধুজন যার আশ্রয় সুমতি।।
লৈয়োক শরণ এক কৃষ্ণর চরণে।
সকলো শাস্ত্রর তাৎপর্য্য এহি মানে।।
তর্কবেদ বেদান্তরো এহিমানে সীমা।........

ভক্তিমার্গ ভাগবৎ ধর্মের এটাই হল মূলতত্ত্ব। এই শরণতত্ত্ব অত্যন্ত গোপনীয়। অভক্ত নাস্তিক ব্যক্তিকে ইহা বলা নিষেধ। পরের শ্লোকটিতে এই কথাই বলেছেন।

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি।। ৬৭

৬৭। ইদং (এই) তে (তোমার) অতপস্কায় (তপস্যা বিহীন ব্যক্তির কাছে)

নবাচ্যং (বলা উচিত নয়) ন অভক্তায় (ভক্তিহীনকেও নয়) ন চ অশুশ্রূষবে (শুনতে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকেও নয়), ন চ মাং যঃ অভ্যসূয়তি (যে আমাকে হিংসা করে তাকেও নয়)।

যে ব্যক্তি তপস্যা বা স্বধর্ম্মানুষ্ঠান করেনা, যে ব্যক্তি অভক্ত, যে শুনতে অনিচ্ছুক, যে আমাকে নিন্দা করে, এরূপ ব্যক্তিকে তুমি কখনও গীতা শাস্ত্র বলবেনা। ৬৭

নৈষ্কর্ম সিদ্ধি কর্মযোগের উপসংহার স্বরূপে সমস্ত কর্মযোগের গূঢ় রহস্য ব্যাখ্যা করে, অবশেষে ভক্তিযোগের সর্বগুহ্যতম শরণাগতি ভক্তিতত্ত্বের কথা বলে, এই শ্লোকে গীতা জ্ঞানের অধিকারী কে? সে বিষয়ে বলেছেন। এখানে চার শ্রেণীর ব্যক্তিকে গীতা জ্ঞান শোনার অনধিকারী বলা হয়েছে। যথা-- (১) তপস্যাহীন অর্থাৎ স্বধর্মানুষ্ঠান রহিত। স্বধর্ম পালন গীতার একটি প্রধান অঙ্গ। এজন্য যিনি স্বধর্ম পালন করেননা, তার গীতা শুনে কোনো ফলেই হয়না। (২) যিনি অভক্ত অর্থাৎ যার ভগবানে শ্রদ্ধাভক্তি নেই, যিনি পাষণ্ড, গীতা শুনে তার কি হবে? যেহেতু গীতা আদ্যোপান্ত ভক্তিবাদে পরিপূর্ণ। (৩) যিনি ঈশ্বরের কথা শুনতে অনিচ্ছুক অর্থাৎ যিনি ভগবানের কথা শুনতে শ্রদ্ধা বা আগ্রহশীল নয়, তাকে গীতার কথা উপদেশ দিলেও কোনো ফল দিবেনা। তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে জল দিলে তিনি জলের সদ্ব্যবহার করবেন কিন্তু পিপাসাহীন ব্যক্তিকে জল দিলে প্রয়োজন অভাবে তিনি জলের সদ্ব্যবহার করবেননা। ভাগবতী ধর্মের মূল সূত্র শুন, যদি হরিকথা শুনতে আগ্রহ নাথাকে এরূপ ব্যক্তিকে গীতার কথা শোনাতে গেলে বিপরীত ফলই হবে। (৪) যিনি অসূয়াদর্শী অর্থাৎ ভগবানের দোষদোর্ষী, যিনি শ্রীভগবানের অবতারবাদ মানেননা, এরূপ ব্যক্তিকেও গীতার উপদেশ দেওয়া নিরর্থক। কারণ শ্রীগীতায় অবতারবাদ ও ঈশ্বরবাদ সর্বত্র স্বীকৃত আছে। এজন্য যিনি ঈশ্বর মানেনা, তিনি ভাগবত ধর্ম কিভাবে শুনবেন? শ্রীগীতা ভগবানের অতীব প্রিয় বস্তু। গীতা তার হৃদয়, ভক্ত তার অত্যন্ত প্রিয় হৃদয় স্বরূপ, এজন্য যিনি এই গীতা শাস্ত্র ভগবানের ভক্তগণের নিকট কীর্ত্তন করেন তিনি এরূপ ঈশ্বর উপাসনার ভার নিয়ে কাজ করার জন্য, শ্রীভগবানের কৃপালাভ করেন। এই কথা পরের শ্লোকে আরোও স্পষ্ট করে বলেছেন।

য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ।। ৬৮

৬৮। যঃ (যিনি) ইদং পরমং গুহ্যং (এই পরম গুহ্য শাস্ত্র) মদ্ভক্তেষু (আমার ভক্তগণের মধ্যে) অভিধাস্যতি (ব্যাখ্যা করবেন) [তিনি] ময়ি পরাং ভক্তিং কৃত্বা (আমাতে পরাভক্তি করে), মাম্ এব এষ্যতি (আমাকেই পাবেন) [এটা] অসংশয় (নিঃসন্দেহ)।

যিনি এই পরম গুহ্য-শাস্ত্র আমার ভক্তগণের নিকট ব্যাখ্যা করবেন, তিনি আমাকে পরাভক্তি করায় (এই কাজের দ্বারা আমি ভগবানেরই উপাসনা করছি এমন ভাবলে) আমাকেই যে লাভ করবেন, এতে কোনই সন্দেহ নেই। ৬৮

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি।। ৬৯

৬৯। মনুষ্যেষু (মানুষের মধ্যে) তস্মাৎ (গীতাশাস্ত্র ব্যাখ্যাকারী অপেক্ষা) কশ্চিৎ (কেউ) মে প্রিয়কৃত্তমঃ চ ন (আমার অধিক প্রিয়কারী নেই), তস্মাৎ অন্যঃ (তাই অপেক্ষা অন্য কেউ) মে প্রিয়তরঃ চ (আমার অধিক প্রিয়) ভুবি ন ভবিতা (পৃথিবীতে হবেনা)।

মানুষের মধ্যে গীতা শাস্ত্র ব্যাখ্যাকারীর মত, আমার অতি প্রিয়তর আর কেউ নেই এবং পৃথিবীতে তার চেয়ে আমার অধিক প্রিয় কেউ হবেনা।৬৯

আগের শ্লোকে, এই শ্লোকে এবং পরের শ্লোক দুটিতে গীতা ব্যাখ্যাকারী ও অধ্যায়নকারীগণকে শ্রীভগবানের অতি প্রিয় পাত্র বলা হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে, যে গীতার মত প্রিয় শাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণের আর নেই, ভক্তের মত ভগবানের প্রিয়ও পৃথিবীতে কেউ নেই। এজন্য শ্রীভগবান বলেছেন, এই প্রিয় শাস্ত্র গীতা যিনি আমার প্রিয় ভক্তগণের কাছে ব্যাখ্যা করেন, তার মত প্রিয় আমার পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞান যজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ।। ৭০

৭০। যঃ চ (এবং যিনি) আবয়োঃ (আমাদের উভয়ের) ইমং (এই)

ধর্ম্ম্যং সংবাদং (ধর্ম বিষয়ক কথাবার্ত্তা) অধ্যেষ্যতে (অধ্যয়ন করবেন) তেন (তারদ্বারা) অহং (আমি) জ্ঞান যজ্ঞেন ইষ্টঃ (জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা পূজিত) স্যাম্ (হব), ইতি মে মতিঃ (এই আমার অভিমত)।

এবং যিনি আমাদের এই ধর্ম সংবাদ (গীতাশাস্ত্র) অধ্যয়ন (পাঠ) করবেন, তিনি জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা আমার অর্চ্চনা করেন বলে মনে করবো। ৭০

গীতা অধ্যয়নকারী ব্যক্তি জ্ঞানযজ্ঞেব দ্বাবা আমার অর্চ্চনা করেন। গীতায় জ্ঞান-যজ্ঞাদির বিষয়ে বহু কথা বলা হয়েছে।

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্।। ৭১

৭১। শ্রদ্ধাবান্ অনসূয়ঃ চ (শ্রদ্ধাযুক্ত ও নিন্দাশূন্য) যঃ নরঃ (যে ব্যক্তি) শৃণুয়াৎ অপি (শুধু মাত্র শ্রবণ করেন), সঃ অপি মুক্তঃ (তিনিও পাপমুক্ত হয়ে) পুণ্য কর্ম্মণাম্ (পুণ্যাত্মাগণের) শুভান্ লোকান্ (শুভ লোকসকলে) প্রাপ্নুয়াৎ (লাভ করেন)।

যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত ও অসূয়াশূন্য হয়ে এই গীতা শাস্ত্র শ্রবণ করেন, তিনি পাপ বিমুক্ত হয়ে, পুণ্যবানগণের প্রাপ্য শুভ লোকসকল লাভ করেন। ৭১

গীতা শাস্ত্র শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে শুনলে পুণ্যকামী লোকগণের পুণ্যধাম লাভ হয়। শ্লোকটিতে অবশ্য কাম্যকামীগণের জন্য বলেছেন যে, পুণ্যাত্মাগণের ভোগ্য সুখলোক লাভ হয়। প্রকৃতপক্ষে, ফলাকাঙ্খীগণের গীতা-প্রীতি জন্মাতে এই কথা বলেছেন। শ্লোকটিতে স্বর্গলোকের কথা বলে শ্রোতার মন আকৃষ্ট করেছেন। গীতা শ্রবণ করার সুফলের কথা বলেছেন।

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয়।। ৭২

৭২। হে পার্থ! ত্বয়া (তুমি) একাগ্রেণ চেতসা (একাগ্রচিত্তে) এতৎ শ্রুতং কচ্চিৎ (এই কথা শুনেছো কিনা) হে ধনঞ্জয়! তে অজ্ঞান সম্মোহঃ (তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ) প্রনষ্টঃ কচ্চিৎ (বিনষ্ট হইল?)

হে পার্থ! তুমি একাগ্রমনে এই গীতা শাস্ত্র শুনিয়াছ ত? হে ধনঞ্জয়,

তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ দূর হইয়াছে? ৭২

সূর্য উদিত হলে যেভাবে অন্ধকার তিরোহিত হয় এবং অন্ধকার তিরোহিত হওয়ার সংগে সংগে অন্ধকারের অনর্থও বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ জ্ঞানসূর্যের উদয় হলেই অজ্ঞান অন্ধকাররূপ মোহও বিনষ্ট হয়।

অর্জ্জুন উবাচ

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব।। ৭৩

৭৩। অর্জ্জুন উবাচ— হে অচ্যুত! তৎ প্রসাদাৎ (তোমার অনুগ্রহে) মোহঃ নষ্টঃ (মোহ দূর হয়েছে) ময়া (আমি) স্মৃতিঃ (কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান) লব্ধা (লাভ করলাম) গত সন্দেহঃ (নিঃসন্দেহ হয়ে) স্থিতঃ অস্মি (স্থির হয়েছি), তব বচনং করিষ্যে (তোমার উপদেশ মত কাজ করবো)।

অর্জ্জুন বললেন— হে অচ্যুত! তোমার অনুগ্রহে আমার সমস্ত মোহ দূরীভূত হয়েছে। আমার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান লাভ হওয়ায় আমি স্থির হয়েছি, আমার আর সংশয় নেই, আমি তোমার উপদেশ মত কাজ (যুদ্ধ) করবো। ৭৩

অর্জ্জুন এই শ্লোকে বলেছেন যে,— তোমার অনুগ্রহে আমার সমস্ত মোহ দূর হয়ে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান লাভ করে, মনের সংশয় লোপ পেয়েছে ইত্যাদি কথার তাৎপর্য হলো, ২।৭ শ্লোকে অর্জ্জুন শরণাগত হয়ে বলেছিলেন,— আমি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়, কুলক্ষয়জনিত পাপে মোহিত, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়ে অসমর্থ, তোমার আমি শরণাগত শিষ্য, অতএব আমার পক্ষে যা ভাল তাই উপদেশ দাও। প্রকৃতপক্ষে, গীতা এই শ্লোক থেকে শুরু হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির অপূর্ব রহস্য যখন বর্ণনা করলেন অর্জ্জুন তখনই বললেন যে, তোমার অনুগ্রহে আমার মোহ নষ্ট হয়েছে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান পেয়ে মন স্থির হয়েছে, তোমার কথামত যুদ্ধ করতে সঙ্কল্পবদ্ধ হইলাম। এখানেই গীতার শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদের অবসান হয়েছে। বস্তুতঃ, শ্রীভগবানের কৃপা ব্যতীত জীবের মোহ নষ্ট ও তত্ত্বজ্ঞানের উদয়, কোনটাই সম্ভব নয়।

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্‌ভূতং লোমহর্ষণম্।। ৭৪

৭৪। সঞ্জয় উবাচ— ইতি (এরূপে) অহং বাসুদেবস্য মহাত্মনঃ পার্থস্য চ (বাসুদেব ও মহাত্মা অর্জ্জুনের) ইমং লোমহর্ষণম্ অদ্ভুতং সংবাদম্ (এই রোমাঞ্চকরঃ অদ্ভুত কথাবার্ত্তা) অশ্রৌষম্ (শ্রবণ করিলাম)।

সঞ্জয় বললেন,— (হে মহারাজ!) এভাবে বাসুদেব ও মহাত্মা অর্জ্জুনের এরূপ অদ্ভুত লোমহর্ষক সংবাদ আমি শ্রবণ করিতেছি। ৭৪

ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানেতৎ গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্।। ৭৫

৭৫। অহং ব্যাসপ্রসাদাৎ (আমি ব্যাসদেবের অনুগ্রহে) এতৎ পরং গুহ্যং যোগং (এই পরম গুহ্য যোগ শাস্ত্র) সাক্ষাৎ কথয়তঃ (সাক্ষাৎ বক্তা) স্বয়ং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ (স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে) শ্রুতবান (শুনেছি)।

হে মহারাজ! ব্যাসদেবের প্রসাদে সাক্ষাৎ যোগেশ্বর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে এই যোগশাস্ত্র শুনিতেছি। ৭৫

এই শ্লোকে সঞ্জয় বলেছেন,— যে, আমি ব্যাসের কৃপায় সাক্ষাৎ যোগেশ্বর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখথেকে এই যোগশাস্ত্র শুনিতেছি। ব্যাসের কৃপায় অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের অনুগ্রহে, কত যে অতি হীন চরিত্রের ব্যক্তিও ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করে ধন্য হয়েছেন তার কোনো সীমা সংখ্যা নেই। সঞ্জয় ব্যাস দেবের কাছ থেকে যে শুধু দিব্য চোখ পেয়েছিলেন তাই নয় দিব্য কাণও পেয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় অর্জ্জুন গীতার অপূর্ব্ব জ্ঞান রহস্য শুনতে পেরেছিলেন, ইহা আশ্চর্য কিছু নয়, কিন্তু সঞ্জয় যে ব্যাসের কৃপায় হস্তিনাপুরে থেকেও কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ অর্থাৎ পবিত্র গীতার কাহিনী শুনতে পেরেছিলেন এটাই আশ্চর্য; একেই বলে সাধু কৃপা কিংবা মহতের অনুগ্রহ।

গীতা শাস্ত্রকে শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও সঞ্জয় তিনজনেই যোগশাস্ত্র বলেছেন।

(৪।১, ৬।৩৩) এই যোগ শব্দের অর্থ কি? অর্জুন যখন যুদ্ধ করবোনা বলে ধনুর্ব্বাণ ফেলেদিয়ে বসে পড়েছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ ভগবান শোক মোহ নাশিনী অমৃতবর্ষিনী গীতা সাংখ্যযোগ থেকে শুরু করে সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানের ব্যাখ্যা করেছিলেন। অবশেষে অর্জুন সমস্ত যোগরহস্য শুনে, মোহ নষ্ট হল বলে যুদ্ধ করতে সম্মত হয়েছিলেন।

এর দ্বারা বুঝা যায়, গীতার উপদেশ নিবৃত্তি মার্গমূলক সন্ন্যাস ধর্মের উপদেশ নয়। গীতায় যোগ শব্দের উল্লেখ থাকলেও এই যোগ শব্দের অর্থ হল, 'কর্মকরার কৌশল'— সমস্ত বুদ্ধিযুক্ত কর্মযোগ। গীতায় এই কথাই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ।। ৭৬

৭৬। হে রাজন্‌; কেশবার্জ্জুনয়োঃ (কেশব ও অর্জ্জুনের) ইমং (এই) পুণ্যং (পবিত্র) অদ্ভুতং সংবাদং সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য (বারে বারে স্মরণ করে) মুহুর্মুহুঃ হৃষ্যামি (ক্ষণে ক্ষণে হৃষ্ট হইতেছি)।

হে রাজন্। কেশব ও অর্জ্জুনের এই পবিত্র অদ্ভুত সংবাদ বারংবার স্মরণ করে আমি মুহুর্মুহু আনন্দিত হইতেছি। ৭৬

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ।। ৭৭

৭৭। হে রাজন্। হরেঃ (হরির) তৎ অদ্ভুতঃ রূপং (সেই অতি অদ্ভুত রূপ) সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য (পুনঃ পুনঃ স্মরণ করে) মে (আমার) মহান্ বিস্ময়ঃ চ (অতিশয় বিস্মিত হইতেছি)। [আমি] পুনঃ পুনঃ হৃষ্যামি (বারে বারে আনন্দিত হইতেছি।

হে রাজন্। হরির সেই অদ্ভুত বিশ্বরূপ স্মরণ করে, আমার অতিশয় বিস্ময় জন্মাচ্ছে এবং বার বার আনন্দ হচ্ছে। ৭৭

শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় অর্জ্জুন দিব্য চোখ পেয়ে ঈশ্বরের বিশ্বরূপ দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু সঞ্জয় শুধু ঘরে বসেই ব্যাসের কৃপায় সেই বিশ্বরূপ দর্শন করে এবং সেই কর্ম পুনঃ পুনঃ স্মরণ করে আনন্দে বিভোর হয়েছিলেন।

জানিনা সঞ্জয়ের কত কোটি জন্মের সুকৃতি ছিল। যার দ্বারা ব্যাসদেবের কৃপালাভ করে দেবতাগণেরও আকাঙ্খিত বিশ্বরূপ দেখে ধন্য হয়েছিলেন।

ভক্তি শাস্ত্রে এইকথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বরের কৃপায় সাধু সঙ্গ মিলে এবং সৎসঙ্গের প্রভাবে ঈশ্বর লাভ হয়। গীতায় সঞ্জয়ই ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ।

স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন যে,— তারা স্পর্শের দ্বারা এমনকি শুধু মাত্র ইচ্ছার দ্বারাও অন্যের মধ্যে ধর্মশক্তি সঞ্চার করতে পারেন। তাদের শক্তিতে অতি হীনতম অধম চরিত্রের ব্যক্তিগণও মুহূর্ত্তের মধ্যে সাধুরূপে পরিগণিত হন। রত্নাকর দস্যু ও জগাই মাধাই প্রভৃতি এরূপ বহু প্রমাণ আছে।

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম।। ৭৮

৭৮। যত্র (যে পক্ষে) যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ যত্র ধনুর্দ্ধরঃ পার্থঃ, তত্র শ্রীঃ (লক্ষ্মী), বিজয়ঃ, ভূতিঃ (অভ্যুদয়, সম্পদ বৃদ্ধি) ধ্রুবানীতিঃ (অখণ্ডিত রাজনীতি), ইতি মম মতিঃ (এই আমার মত)।

যে পক্ষে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং যে স্থলে ধনুর্দ্ধর পার্থ, সেই স্থলে লক্ষ্মী, বিজয়, উত্তরোত্তর ঐশ্বর্য বৃদ্ধি ও অখণ্ডিত রাজনীতি আছে, এটাই আমার অভিমত।৭৮

[অতএব আপনি ছেলেদের জয়লাভের আশা ছেড়ে দিয়ে পাণ্ডবগণের সংগে সন্ধি করুন।]

যে পক্ষে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং যেখানে অর্জ্জুনের মত ধনুর্দ্ধারী আছেন এই কথার তাৎপর্য হল, যে পক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মত বুদ্ধি ও মুক্তিদাতা এবং যেখানে অর্জ্জুনের মত মহা ধনুর্দ্ধারী বীর বিদ্যমান সেই পক্ষের জয় অনিবার্য্য। কারণ, বুদ্ধি ও শক্তি একসংগে যুক্ত হলে নিশ্চয় কর্মে কৃতকার্য হওয়া সম্ভব। যেহেতু শুধু বুদ্ধির দ্বারাও কাজ হয়না যদি শক্তি নাথাকে এবং শুধু শক্তি থাকলেও হয়না, যদি বুদ্ধি নাথাকে। শ্রীকৃষ্ণের মত পরামর্শদাতা ও বুদ্ধিদাতা যে পক্ষে আছেন অধিকন্তু অর্জ্জুনের মত ধনুর্দ্ধারীও যেখানে আছেন, সেখানে শ্রী, বিজয়, উত্তরোত্তর ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি আছেই অর্থাৎ অখণ্ড রাজনৈতিক বুদ্ধির পরামর্শদাতা শ্রীকৃষ্ণ

যে পক্ষে রয়েছেন, সেখানে আবার অর্জ্জুনের মত ধনুর্দ্ধারীও যখন রয়েছেন, তখন পাণ্ডব পক্ষের জয় এবং উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

লক্ষ্মীপতি ভগবন্ত যাহার প্রসন্ন ভৈল,
তাহার দুর্লভ কি বা আছে? (— নামঘোষা)

অষ্টাদশ অধ্যায়ের ভাবার্থ

গীতায় কথিত সমস্ত কথা, এই অধ্যায়ে উপসংহার স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান অর্জ্জুনের কাছে বর্ণনা করেছেন। প্রথম অধ্যায়ের বিষাদযোগ দিয়ে গীতা শুরু হয়েছে এবং ধর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির অপূর্ব রহস্য ব্যাখ্যা দ্বারা আলোচ্য অধ্যায়ে সমস্ত তত্ত্বের সিদ্ধান্ত করে, উপসংহারে একমাত্র শ্রীভগবানের শরণাগতিই শেষ আশ্রয় বলে মোক্ষ যোগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেছেন। এজন্য গীতার এই শেষ ১৮ শ অধ্যায়ের নাম হয়েছে মোক্ষযোগ।

বিষাদযোগে আধ্যাত্মিক জীবনের সূত্রপাত হয় এবং মোক্ষ প্রাপ্তি কিম্বা ভগবৎ পরমপদ প্রাপ্তিই আধ্যাত্মিক জীবনের শেষ পুরুষার্থ। বিষাদযোগের উদয় না হলে আধ্যাত্মিক জীবন লাভ হয়না। এই আধ্যাত্মিক জীবন লাভের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য মোক্ষ প্রাপ্তি।

গীতায় এই ষটকের নাম জ্ঞানষটক। এই অধ্যায়ের শুরুতেই অর্জ্জুন ত্যাগ ও সন্ন্যাসের প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন। গীতায় বহু স্থলে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান ত্যাগ ও সন্ন্যাস শব্দ দুটি প্রয়োগ করেছেন। এজন্য অর্জ্জুন এই স্থলে ত্যাগ ও সন্ন্যাসের প্রকৃত তত্ত্ব পৃথকভাবে জানতে চেয়েছেন। তা ছাড়া ত্যাগ ও সন্ন্যাস শব্দ দুটি একার্থবোধক, তাই ত্যাগ ও সন্ন্যাসের অর্থ এক না কি? যদি ত্যাগ ও সন্ন্যাস ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব হয় তবে সেগুলি কি? প্রশ্নটির উত্তরে ১৮শ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে বলেছেন— ভগবান গীতায় ত্যাগ ও সন্ন্যাস শব্দ বহু স্থলে প্রয়োগ করলেও শেষ পর্যন্ত কোনো স্থলেই কর্ম্ম ত্যাগ করার কথা বলেন নি।

কাম্যকর্ম ত্যাগীকেই জ্ঞানীগণ সন্ন্যাসী বলেন এবং সর্ব্ব কর্মকারী অথচ কর্মফলত্যাগী ব্যক্তিকেই বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ ত্যাগী বলেন। জ্ঞানীর চেয়ে বিচক্ষণ ব্যক্তি অবশ্য শ্রেষ্ঠ। শ্রীগোবিন্দ পূজাই নয়, দেহ রক্ষার জন্য যাবতীয় কর্ম অর্থেই এখানে 'সর্ব্বকর্ম' শব্দটির প্রয়োগ হয়েছে। গীতার মতে, কর্ম ত্যাগে মুক্তি নেই, কর্মফল ত্যাগেই প্রকৃত মুক্তি।

সাংখ্য দর্শন মতে, কর্মই বন্ধনের কারণ, কর্মত্যাগ না হলে মোক্ষ লাভ হয়না, সেজন্য কর্ম ত্যাজ্য। কিন্তু গীতাব মতে, কর্ম বন্ধনের কারণ নয়, কর্মফলই বন্ধনের কারণ। সাংখ্য মতবাদ মতে, কর্ম ত্যাজ্য এবং মীমাংসা মতবাদ মতে যজ্ঞদানাদি কর্ম ত্যাজ্য নয়। এই সম্বন্ধে শ্রীভগবান বলেছেন-
হে অর্জ্জুন, ত্যাগ ত্রিবিধ। যজ্ঞদান তপস্যা প্রভৃতি কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়, এই সকল কর্মও ফলাকাঙক্ষা ও কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করে করা কর্ত্তব্য। কারণ উক্ত কর্মসকল বিদ্বানগণেরও চিত্ত শুদ্ধির সহায়ক। এটাই আমার নিশ্চিত ও উত্তম মত।

ত্রিবিধ ত্যাগের কথা যে আমি তোমাকে বলেছি, সেই বিষয়ে শুন। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির গুণভেদবশতঃ যথাধিকার স্বধর্ম বলে, যার যে কর্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, তা ত্যাগ করা উচিত নয়। মোহবশতঃ কর্মত্যাগ করাকে তামস ত্যাগ বলে, শারীরিক কষ্টের ভয়ে কর্ম ত্যাগ করাকে রাজস্ ত্যাগ বলে। যারা কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফল কামনা ত্যাগ করে শুধু মাত্র কর্ত্তব্য কর্ম (যথাধিকার বিহিতকর্ম) করেন, তাদের এই ত্যাগকে সাত্ত্বিক ত্যাগ বলে। শ্রীভগবান ত্যাগ সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্তে এই কথাই নিশ্চিত করে বললেন যে-
- হে অর্জ্জুন। সাত্ত্বিক ত্যাগ, কর্ম ত্যাগ নয়, শুধু কর্মফল ও কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ। শরীর থাকা পর্যন্ত জীব সম্পূর্ণরূপে কর্ম ত্যাগ করতে পারেনা; এজন্য কর্মফল ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। ফলত্যাগী ব্যক্তি কর্ম করলেও কর্মের দ্বারা আবদ্ধ হননা। সাত্ত্বিক ব্যক্তি রাগদ্বেষ থেকে মুক্ত, শুধু কর্ত্তব্যবোধে কর্মের অধিকারী। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান এই অধ্যায়ের ১ম শ্লোকে অর্জ্জুনের প্রশ্নানুসারে ২-১২ শ্লোক পর্যন্ত সম্পূর্ণ ত্যাগ ও সন্ন্যাস তত্ত্ব সম্বন্ধে চরম সিদ্ধান্ত করে, নিজের নিশ্চিত মত বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

ত্যাগ ও সন্ন্যাস তত্ত্ব বলার পর শ্রীভগবান অর্জ্জুনের কাছে কর্ম তত্ত্ব

বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে,— যে কোনো কর্ম সম্পাদনের কারণ পাঁচটি। এই বিষয়ে সাংখ্য সিদ্ধান্তে বর্ণিত আছে। হে অর্জুন, সেই বিষয়ে তুমি আমার কাছে শ্রবণ কর। অধিষ্ঠান, কর্ত্তা, করণ, নানা প্রকার চেষ্টা ও পঞ্চম কারণ দৈব। এই সকল কারণের দ্বারাই কর্ম সম্পাদন হয়ে থাকে। এজন্য যে মনে করে 'আমি কর্ম করি' তার বুদ্ধি অপরিমার্জিত। কারণ, মানুষের সমস্ত কর্মের মূলেই উপরিউক্ত পাঁচটি কারণ বর্তমান।

যিনি নিঃসঙ্গ আত্মাকে কর্ত্তা মনে করেন, তিনি কর্মের প্রকৃত তত্ত্ব জানেননা। যাব 'আমি কর্ত্তা' এই ভাব নেই, যার বুদ্ধি কর্মফলে আসক্ত নয়, তিনি সমস্ত লোক হনন করলেও হনন করা হয়না। স্বরূপতে আত্মা অকর্ত্তা এবং ফলাকাঙ্খা শূন্যতা হেতু তিনি কিছুই হনন করেননা। কর্তৃত্বাভিমান ও কামনাবর্জনকারী ব্যক্তি আত্মনিষ্ঠ পুরুষ, মুক্ত স্বভাব ও ত্রিগুণাতীত। এরূপ ব্যক্তিকে পাপ-পুণ্য ধর্মাধর্ম, বিধি ও বিধি নিষেধ দোষে স্পর্শ করতে পারেনা। জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা এ তিনটি কর্ম প্রবৃত্তির হেতু এবং কর্ত্তা, কর্ম, করণ এই তিনটি ক্রিয়ার আশ্রয়। সাংখ্য মতে— সত্ত্বাদি গুণভেদে জ্ঞান, কর্ত্তা ও কর্ম তিন প্রকার হয়। সেই বিষয়ে আমি যথাযথ বলি শ্রবণ কর। যে জ্ঞানের দ্বারা জগতে নানাত্বের মধ্যে একত্ব অর্থাৎ সর্বভূতে এক অব্যয়, অব্যয় বস্তু পরমাত্মাতত্ত্ব পরিদৃষ্ট হয়, তাকেই সাত্ত্বিক জ্ঞান বলে। যে জ্ঞানের দ্বারা সর্বভূতে ভেদবুদ্ধি, একত্বের মধ্যে নানাত্বের দর্শন হয়, তাকে রাজস জ্ঞান বলে এবং যে জ্ঞানের দ্বারা যা প্রকৃত তত্ত্ব তা না বুঝে, এটাই সমস্ত, এরূপ বুদ্ধিতে কোনো এক বিষয়ে আসক্ত হয়ে থাকে, এরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ অযথার্থ তুচ্ছ জ্ঞান তামস্।

যথাবিহিত কর্তব্যকর্ম কর্মকর্ত্তা ফলকামনা ত্যাগ করে, রাগদ্বেষ বর্জিত হয়ে অনাসক্তভাবে সম্পাদন করলে তাকে সাত্ত্বিক কর্ম বলে। সাত্ত্বিক কর্মকে নিষ্কাম কর্মও বলা হয়।

ফলকামনা ও অহংকার সহকারে বাহ্য, ক্লেশ, পরিশ্রম স্বীকার করে যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয় তাকে রাজস কর্ম বলে।

যে কর্মের ভবিষ্যতফল কি হবে, নিজের শক্তি সামর্থ্য কতখানি, পরিণামে কি রকম ক্ষতি হবার সম্ভাবনা, এই সমস্ত কথা বিচার না করে মোহবশতঃ আরম্ভ করা হয় তাকে তামস্ কর্ম বলে।

এবার সাত্বিকাদি গুণভেদে ত্রিবিধ কর্ত্তার কথা শ্রবণ কর। কর্তৃত্বাভিমান ও মমত্ববর্জিত, যিনি সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে হর্ষবিষাদ শূন্য হয়ে নির্ব্বিকার চিত্তে ধৈর্য্য ও উৎসাহ সহকারে কর্ম করেন তিনিই সাত্বিক কর্ত্তা। এই গীতোক্ত সাত্বিক কর্ত্তাই গীতার কর্মযোগী। এরকম কর্মযোগী কর্ম করলেও কর্মফলে আবদ্ধ হননা।

বিষয়ানুরাগী, কর্মফলকামী, লোভী, হিংসাপরায়ণ, শৌচাচারহীন, সিদ্ধি অসিদ্ধিতে হর্ষ-শোকান্বিত এরূপ কর্মকর্ত্তাকে রাজস্ কর্ত্তা বলে জানবে।

যিনি অস্থির মতি, অভদ্র, অনম্র, শঠ, পরবৃত্তি নাশক, অলস, সর্বদাই অবসন্ন চিত্ত ও দীর্ঘসূত্রী তাকে তামস্ কর্ত্তা বলে।

এখন হে অর্জুন। প্রকৃতির গুণভেদে কর্ত্তার বুদ্ধি, ধৃতি এবং যে সুখলাভের জন্য কর্ম করা হয়, সেই সুখও যে তিন প্রকার তা শ্রবণ কর।

যে বুদ্ধির দ্বারা কর্ম, অকর্ম, কর্ত্তব্য, অকর্ত্তব্য, ভয়, অভয়, বন্ধন, মোক্ষ এই সমস্ত তত্ত্ব যথাযথরূপে বুঝা যায় তাকেই সাত্বিক বুদ্ধি বলে।

হে পার্থ। যে বুদ্ধির দ্বারা ধর্ম, অধর্ম এবং কার্য, অকার্য যথাযথভাবে বুঝা যায়না তাকে রাজসিক বুদ্ধি বলে।

আর তামসিক বুদ্ধি তাকেই বলে যে বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন থাকায় অধর্মকে ধর্ম বলে ভাবেন এবং সকল বিষয় বিপরীত বুঝেন।

যে অবিচলিত ধৃতির দ্বারা মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া নিশ্চল যোগবলে নিয়মিত হয়, তাকে সাত্বিকী ধৃতি বা ধৈর্য্য বলে যার দ্বারা সাত্বিকী বুদ্ধি নির্ণয় অনুসারে ইন্দ্রিয়াদি সাত্বিক কর্মে লেগে থাকে।

হে পার্থ। যে ধৃতির দ্বারা মানুষ ধর্ম, অর্থ ও কামনা বাসনাতেই লেগে থাকেন এবং সেই প্রসংগে ফলাকাঙ্ক্ষী হন, তা রাজসী ধৃতি বা ধৈর্য্য। কারণ ধর্ম, অর্থ, কাম এই তিনটি প্রবৃত্তি মূলক রাজস্ ধৃতি। চতুর্বর্গের মধ্যে মোক্ষই নিবৃত্তিমূলক ফল।

নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদ এবং মদ এগুলি দুর্বুদ্ধি ব্যক্তির তামসীধৃতির লক্ষণ— যাতে মানুষেরা আবদ্ধ হয়ে থাকেন। আসল কথা ধৃতিমানে ধৈর্য্য, মানুষের মানসিকশক্তি।

হে অর্জুন! জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, বুদ্ধি ও ধৃতির তিন প্রকার পার্থক্য বর্ণিত হল। এখন সুখের তিন প্রকার পার্থক্যের কথা বলি, শ্রবণ কর।

যে সুখের দ্বারা অভ্যাসবশতঃ ক্রমে আনন্দ লাভ হয়, যাকে লাভ করলে দুঃখের অন্ত হয়, যাকে আগে বিষের মত, পরিণামে অমৃতের মত মনে হয়, যা আত্মাবিষ্ট বুদ্ধি প্রসন্নতায় পরে জন্ম সেই সুখই সাত্ত্বিক সুখ।

কিন্তু রূপ, রসাদি বিষয়ে ইন্দ্রিয় সংযোগবশতঃ যে সুখ উৎপন্ন হয় এবং যা প্রথমে অমৃতের মত এবং পরে বিষেরমত মনে হয় সেই সুখকে তুমি রাজসিক সুখ বলে জানবে।

আবার যে সুখ প্রথমে এবং পরিণামেও আত্মার মোহজনক এবং নিদ্রা, আলস্য, কর্ত্তব্য, বিস্মৃতি থেকে উৎপন্ন হয় তা তামসিক সুখ।

১৩ শ্লোক থেকে ৩৯ শ্লোক পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ কর্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিলেন যে, প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণভেদে জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, বুদ্ধি, ধৃতি ও সুখ এই ত্রিবিধের পরস্পর সম্বন্ধ আছে। এর মধ্যে সাত্ত্বিক ভাব শ্রেষ্ঠ এবং মোক্ষের অনুকূল।

৪০ শ্লোকে শ্রীভগবান দৃঢ়স্বরে বলেছেন যে,— পৃথিবীতে, আকাশে মনুষ্য দেবতাগণের মধ্যে এমন কোনো প্রাণী বা বস্তু নেই যা নাকি প্রকৃতিজাত গুণ থেকে মুক্ত। এই শ্লোকটি আগে বলা কর্মতত্ত্বেরই উপসংহার স্বরূপে বলেছেন। জগৎ প্রপঞ্চ, প্রকৃতির পরিণাম, সেই জন্য কোনো বস্তুই প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণ থেকে মুক্ত নয়। এই স্বাভাবিক গুণ ভেদ অনুসারেই লোকের কর্মও ব্যবস্থিত আছে। এটাই স্বধর্ম পালন, স্বভাব নিয়ত কর্ম করা গীতার একটি প্রধান উপদেশ।

ব্রহ্মাদি জীব পর্যন্ত শ্রীভগবানের প্রকৃতিজাত সাত্ত্বিকাদি গুণের দ্বারা আবদ্ধ রয়েছেন। শুধু মাত্র ঈশ্বরে অর্পণ করে স্বভাব নিয়মে কর্ম করে গেলেই জীব মায়ামুক্ত হতে পারেন। নামযোবাতে বলেছেন—

ব্রহ্মা আদি করি জীব যত রাম রাম রাম রাম রাম
মায়া শয্যা মাজে আছয় ঘুমটি যাই।
তুমি যে চৈতন্য সনাতন, রাম .রাম রাম রাম রাম
আমি অচেতন নিয়োক নাথ জগাই।।

প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণভেদ অনুসারে সনাতন হিন্দুধর্মে বর্ণ ধর্মের ব্যবস্থা হয়েছে। এই বর্ণাশ্রম ধর্ম বা স্বভাব নিয়ত ধর্ম প্রতিপালন করা গীতার প্রধান উদ্দেশ্য। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের যার পক্ষে যে কর্ম শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট রয়েছে তার পক্ষে সে কর্ম করাই স্বধর্ম বা স্বভাবনিয়ত কর্ম। এই স্বধর্ম যদি কোনো বিষয়ে দোষযুক্তও থাকে তথাপি তা ত্যাগ করে অন্য বর্ণের ধর্ম অর্থাৎ পরধর্ম বা অনধিকার স্বভাব বিরুদ্ধধর্ম গ্রহণ করা উচিত নয়। ঈশ্বরার্পণা বুদ্ধিতে কর্ম করলে কর্মের দোষ কর্ত্তাকে স্পর্শ করতে পারেনা। বিশেষতঃ লোকরক্ষার জন্য অনাসক্তচিত্তে স্বধর্ম পালন বা যথাধিকার কর্ম করলে কর্মফলে আবদ্ধ হননা। চতুর্থ অধ্যায়ে চার বর্ণ গুণ-কর্মানুসারে বিভক্ত হয়েছে, পুনঃ এই স্থলে দৃঢ়তা নিশ্চয় করতে বিশদভাবে প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণ ভেদে ভিন্ন স্বভাব ও সেই স্বভাব অনুসারে তার স্বধর্ম বা স্বভাবনিয়ত ধর্ম এবং সেই গুণ, কর্ম ও স্বভাব অনুসারে বর্ণ চতুষ্টয়ের যে ব্যবস্থা হয়েছে এই কথাই শ্রীভগবান স্পষ্ট করে বললেন।

গীতায় যেভাবে এই বর্ণধর্ম সম্বন্ধে শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলেছেন তদ্রূপ একাদশস্কন্দ ভাগবতেও তিনি শ্রীউদ্ধবকে বলেছেন। (১১।৭।১৬-২১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

হিন্দু জাতিব বর্ণাশ্রম ধর্ম শাস্ত্রানুমোদিত, কিন্তু এই বর্ণ ধর্ম শুধু গুণ কর্মের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল, বংশানুক্রমিক ছিলনা। ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধেও এই কথাই বলেছেন। বর্ত্তমান হিন্দু জাতির অধঃপতনের প্রধান কারণ হল, বৈদিক শাস্ত্রানুসারে, বর্ণাশ্রম ব্যবস্থিত মতবাদ অনুসারে, আজকাল বর্ণ নিরূপিত হয়না। শুধু গীতা, ভাগবতই নয় বিষ্ণু পুরাণ ও বর্ণধর্ম প্রতিপালনের বিশেষ পক্ষপাতী। (ভঃ ১১।১৮।৪৩-৪৬)

শ্রীগীতা বর্ণধর্ম প্রতিপালনের বিশেষ পক্ষপাতী। স্বভাবনিয়ত কর্মের মধ্য দিয়ে জীবের যে আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করা সহজসাধ্য এবং তার দ্বারা যে সমাজ ও জগতের বিশেষ কল্যাণ হয় এবং সংগে সংগে শ্রীভগবানের সৃষ্টি প্রবাহও যে রক্ষা করা হয় তা গীতার অবশ্য স্বীকৃত মত। ৪১-৪৬ শ্লোক পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রম ধর্মের কথা বলে উপসংহার করেছেন।

শম-দমাদি গুণ অনুসারে যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনাদি সত্ত্ব প্রধান রজ ব্রাহ্মণের গুণকর্ম।

পরাক্রম, তেজ, ধৈর্য্যাদি গুণ অনুসারে প্রজা পালনাদি রজ প্রধান সত্ত্ব ক্ষত্রিয় গুণকর্ম।

কৃষি, গোরক্ষা, ব্যবসা আদি কর্ম রজপ্রধান তমগুণ বলে বৈশ্যের গুণকর্ম। এবং পরিচর্য্যাদি কর্মসূত্রের গুণকর্ম বলে শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে।

স্বধর্ম পালনই বিষ্ণু আরাধনা এবং এই স্বধর্ম আচরণ দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করা যায় ইত্যাদি কথা বলার পর কর্মযোগের দ্বারা কিভাবে মোক্ষলাভ হয় সেই কথা বলেছেন।

ধোঁয়াবৃত আগুণের মত কর্ম মাত্রেই দোষযুক্ত; সেজন্য কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়। ৪৯ শ্লোকে শ্রীভগবান বলেছেন, সর্ববিধ আসক্তি রহিত, জিতেন্দ্রিয় ও নিস্পৃহ ব্যক্তি কর্ম করলেও কর্মফলে আবদ্ধ হননা, তিনি নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি লাভ করেন।

কর্মফলের বাসনাই বন্ধনের কারণ। নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি বা কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হবার উপায়, কর্মফল ত্যাগ করে সর্ব বিষয়ে কামনাশূন্য হয়ে নিস্পৃহভাবে কর্ম সম্পাদন করা। নৈষ্কর্ম সিদ্ধি লাভ হলে ব্রহ্মভাব লাভ হয় এবং জ্ঞানের সেটাই চরম অবস্থা। ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত ব্যক্তি প্রসন্নচিত্ত, আকাঙ্ক্ষা শূন্য হয়ে সর্বভূতে সমভাবদর্শী হন এবং ঈশ্বরে পরাভক্তি লাভ করেন। ৫৪।৫৫ শ্লোকে বলেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ভগবানে পরাভক্তি জন্মিলেই ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি হয়। ঈশ্বরকে জানতে ব্রহ্মজ্ঞান সাধন করার দরকার নেই। ঈশ্বরে পরাভক্তি দ্বারাই ভগবানের কত বিভব, ঈশ্বরের সমগ্র স্বরূপ কি, এভাবে ঈশ্বরকে স্বরূপতঃ জেনে অবশেষে সেই ভগবানে প্রবেশ করেন। দশ অধ্যায়েও বলেছেন– ভগবানের কৃপা ব্যতীত ঈশ্বরকে জানার কারো সাধ্য নেই। শ্রুতিতেও এই কথাই আছে— 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য'। অর্থাৎ চেষ্টা করে, সাধনা করে, তপস্যা করে কেউই তাকে লাভ করতে পারেননা। অনুগ্রহ করে তিনি যার কাছে নিজেকে প্রকাশিত করেন তিনিই শুধু তাকে জানতে পারেন।

৫৫ শ্লোকে শুধু মাত্র ভক্তিকে সাধ্যসাধন বলে নির্ণয় করে ৫৬ শ্লোক থেকে ৬৩ শ্লোক পর্যন্ত কর্মযোগ বিষয়ে শেষ উপদেশ দিয়েছেন।

কর্মযোগের শেষ নির্ভয়বাণী এবং কর্মযোগের শেষ গুহ্যতম তত্ত্ব কথা,

আমাকে আশ্রয় করে সর্বদা সকল কর্ম করে থাকলেও আমার ভক্তের শাশ্বত অব্যয় পদ লাভ হবেই। তুমি অহংবশত যে যুদ্ধ করবেনা বলেছো, তোমার সেই সঙ্কল্প মিথ্যা, যেহেতু প্রকৃতিই তোমাকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করবে। কারণ, প্রাণী মাত্রেই প্রকৃতির গুণ অনুসারে কর্ম করতে বাধ্য। বিশেষতঃ হে অর্জ্জুন। ঈশ্বর সকল জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থেকে মায়ার দ্বারা যন্ত্রারূঢ় পুতুলের মত তাদের ঘুরাচ্ছেন। আমার এই সুদুস্তরা মায়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার কারোও সাধ্য নেই। আমার এই দৈবী মায়া সমস্ত জগত ব্যাপ্ত রয়েছে। এর হাত থেকে মুক্ত হবার একমাত্র উপায়— 'একশরণ' নেওয়া। অতএব আমার অভয় বাণী শ্রবণ কর শ্রবণ কর। হে ভারত। সর্ব্বতোভাবে আমারই শরণ লও। আমার অনুগ্রহে পরম শান্তি ও নিত্যস্থান পাবে।

নামঘোষাতেও বলেছেন—

"যিটো জনে শুদ্ধভাবে হরিত শরণ লৈয়া, হরিক সুহৃদ বুলি আছে।
হরির প্রসাদে সিটো বিঘ্নির মূরত ভরি দিয়া হরি গুণ গায়া নাছে।।"

গীতার শেষ উপসংহার বাণী— হে অর্জ্জুন! আমি তোমাকে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ বিষয়ে অনেক কথা বললাম। কিন্তু আমার শেষ কথা, যে কথা গীতারও শেষ কথা, সে কথা পুনঃ শ্রবণ কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় সখা, সেজন্য সর্বাপেক্ষা গুহ্যতম পরম প্রিয় সাধন, আমার শেষ উপদেশ শোন। তুমি একমাত্র আমার শরণ লও, আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করে বলছি তুমি অবশ্যই আমাকে পাবে। একেই ঐকান্তিক, কেবলা ধর্ম বলে। "সর্বকর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমারই শরণ লও" এটাই গীতার ভক্তিমূলক উপসংহার অর্থাৎ গীতার সর্বশেষ অভয়বাণী। ভাগবতী ধর্ম বা ভক্তিমার্গের এটাই হল অতি গুহ্যতম তত্ত্ববিষয়। ভাগবতে একেই 'ঐকান্তিক ধর্ম' বলে।

১৮।৬৭ শ্লোকে গীতা জ্ঞানের ও গীতার মতবাদ কিংবা গীতা ধর্মের কে অধিকারী তা নির্ণয় করেছেন। যে সমস্ত ব্যক্তি তপস্যাহীন অর্থাৎ স্বধর্ম অনুষ্ঠানহীন, যারা শুনতে অনিচ্ছুক, যারা অভক্ত অর্থাৎ ঈশ্বরে যার ভক্তি শ্রদ্ধা নেই, যারা নিন্দুক, তারা গীতা জ্ঞানের ও গীতা ধর্মের অনধিকারী।

কীর্ত্তন পুথিতে নামাপরাধে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব বলেছেন,—

"নাহিকে শ্রদ্ধা নপাতয় কান। তাক যিটো দেয় নামর দান।
জানিবা সিটো নামর দ্রোহীপরম। নরকত পরে নাহি তার জন্ম।।"

অসূয়ী, দোষদর্শী ব্যক্তি নতুবা শ্রদ্ধাহীনকে গীতার এই অতি গুহ্যতম তত্ত্ব কথা বলা নিষেধ বলে শ্রীভগবান ১৮।৬৭ শ্লোকে দৃঢ়স্বরে বলেছেন। অধিকন্তু শ্রদ্ধাবান জন, স্ত্রী, শূদ্র নতুবা যে কোন অন্ত্যজ বর্ণের মানুষেরও যে গীতা জ্ঞান লাভের অধিকার আছে সে কথাও ঘোষণা করেছেন। ৯।৩২ নামঘোষাতে সেই কথাই বলেছেন—

"আমার নির্মল ভকতিত দুরাচারো তরে কোন চিত্র
আমাক ভজিয়া চণ্ডালতরে সংসার।
স্ত্রী, বৈশ্য, ক্ষুদ্র আদি যত বিষয়ত সদা মাত্র রত
মোকে ভজি সুখে ইসব হোয়ে উদ্ধার।।"

সমস্ত সদ্‌শাস্ত্রেই পরম্পরা, যোগ্যতা দেখে ধর্ম নতুবা জ্ঞান দানের ব্যবস্থা আছে। অনুপযুক্ত অনধিকারীর উপর কোনো গুরুবস্তুর দায়িত্ব দেওয়া উচিত নয়। ৬৯।৭০।৭১ এই তিনটি শ্লোকে শ্রীভগবান স্পষ্ট করে বলেছেন, গীতা ব্যাখ্যাকারীর সমান আমার অধিক প্রিয় কেউ নেই এবং থাকতেও পারেনা, কারণ গীতা জ্ঞানের দ্বারাই তিনি আমাকে অর্চ্চনা করেন। কেননা গীতা অধ্যয়ন করাও আমারই প্রকৃত অর্চ্চনা। যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত ও অসূয়া শূন্য হয়ে এই মহান গ্রন্থ শোনেন, তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে সুকৃতিবান লোকগণের প্রাপ্য শুভলোক প্রাপ্ত হন।

১৮ শ অধ্যায়ের ৬৬ শ্লোকে গীতা উপদেশের উপসংহার করে ৬৭ শ্লোকে গীতা জ্ঞানের অধিকারী নির্ণয় করে ৬৮ শ্লোকে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, আমার ভক্তগণের কাছে যিনি গীতা ব্যাখ্যা করেন তিনি আমাকেই পান। অবশেষে গীতা ব্যাখ্যাকারী, অধ্যয়নকারী ও শ্রোতার ফল কীর্ত্তন করে ৭২ শ্লোকে শ্রীভগবান অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি একাগ্রমনে সমস্ত গীতার উপদেশ শুনেছতো? যদি সত্যি তুমি গীতা মন দিয়ে শুনে থাক, তবে তুমি যে কারণে যুদ্ধ করবেনা বলেছিলে, তোমার সে মোহ দূর হলতো? অর্থাৎ গীতায় আমার উপদেশগুলি শুনে তুমি কি কৃতনিশ্চয় হয়েছো? তোমার অজ্ঞানজনিত

মোহ দূর হয়েছেতো?

এর উত্তরে অর্জ্জুন ৭৩ শ্লোকে বলেছেন যে, তোমার কৃপায় আমার মোহ নষ্ট হয়েছে, তোমার উপদেশে আমার প্রকৃতার্থে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানের উদয় হল, এখন তোমার উপদেশ অনুসারে কাজ করতে আমার একটুও সন্দেহ নেই। এখন আমার স্বধর্ম পালন অর্থাৎ তোমার কথামত যুদ্ধ করতে আমি স্থির সঙ্কল্পবদ্ধ।

শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ব্যতীত জীবের মায়া-মোহ দূর হওয়ার অন্য উপায় নেই। নামঘোষাতে বলেছেন,—

ভগবন্ত ভক্তিযুক্ত, পুরুষর আত্মবোধ,
মাধবর প্রসাদে মিলয়।
কৃষ্ণর কৃপাত তেবে, ঘুচয় সংসার ভয়,
এহি মানে গীতার নির্ণয়।।
"শোক মোহ মহাপঙ্ক মাজে, অর্জ্জুন মগন ভৈল দেখি,
পরম ঈশ্বর দৈবকী নন্দন।
কৃপায়ে ঈশ্বর তত্ত্ব কহি, উদ্ধারিলা নিজ ভকতক,
হেন ঈশ্বরর চরণে লৈলো শরণ।।"
"হে কৃষ্ণ যতজীব নিত্য তিনি তাপে হয়া সন্তাপিত,
দুর্ঘোর সংসার তাপত পরি আচয়।
তযুপদ শ্বেত ছত্র প্রায়, অমৃতবরিষে সর্ব্বদায়,
তার ছায়া বিনে নেদেখো আর আশ্রয়।।"

৭২ শ্লোক থেকে গীতায় শ্রীকৃষ্ণের কথা এবং ৭৩ শ্লোক থেকে অর্জ্জুনের বলার কথা শেষ হল। শ্রীভগবানের কাছে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও যোগতত্ত্বের সমস্ত রহস্য শুনে অর্জ্জুন যুদ্ধ করতে দৃঢ় সঙ্কল্প হলেন এবং ধনুর্ব্বাণ হাতে নিয়ে রথের উপরে উঠলেন।

শ্রীভগবান যে নিষ্কামভাবে, ভগবানে শরণাগত হয়ে কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হয়ে কর্ম করতে উপদেশ দিলেন এবং অর্জ্জুনও সেই

কথামত অবশেষে যুদ্ধ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন এর দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, গীতায় কোনো স্থলেই অর্জ্জুনকে কর্ম ত্যাগ করতে উপদেশ দেন নি বরং কর্ম করতেই প্রবল উৎসাহ দিয়েছেন।

১৮।৭৮ শেষ শ্লোক থেকে গীতায় সঞ্জয়ের বক্তব্যের শেষ হল। ১৮।৭৫ শ্লোক থেকে ৭৮ শ্লোক পর্যন্ত সঞ্জয়েব বক্তব্যের মর্ম হল,- হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! আমার কত জন্মের যে সুকৃতি ছিল তা বলতে পারিনা, যাব দ্বারা ব্যাসের কৃপায় স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে গীতার তত্ত্বজ্ঞান উপদেশের কথোপকথন আমি শুনতে পেরেছি। এই পবিত্র গীতা কাহিনী, অদ্ভুত শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ বারে বারে স্মরণ করে, আমার মুহুর্মুহুঃ আনন্দ হচ্ছে। ব্যাসের কৃপায় সঞ্জয় শুধু মাত্র যে শ্রীভগবানের পরম যোগৈশ্বর্যা রূপই দেখেছিলেন তা নয়, গীতার পবিত্র কথাও শুনেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় দিব্য দৃষ্টি বলে অর্জ্জুন শ্রীগীতা শুনেছিলেন এবং ঈশ্বরের পরম যোগৈশ্বর্যারূপের দর্শন পেয়েছিলেন। ব্যাসেব কৃপায় অর্থাৎ সাধু কৃপা বলে সঞ্জয় গীতা কাহিনী শুনেছিলেন এবং বিশ্বরূপ দেখেছিলেন। একেই বলে সাধু কৃপা কিংবা মহৎ কৃপা, তাঁদের অনুগ্রহে অসম্ভবও সম্ভব হয়।

হে মহারাজ! আমার নিশ্চিত মত হল, যে পক্ষে সাক্ষাৎ যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং যে পক্ষে ধনুর্দ্ধর পার্থ সেই পক্ষে রাজলক্ষ্মী, বিজয়, উত্তরোত্তর ঐশ্বর্যাবৃদ্ধি ও অখণ্ডিত রাজনীতি আছে। অর্থাৎ যোগেশ্বব শ্রীকৃষ্ণের মত সমবনীতি কৌশল, পরামর্শ ও বুদ্ধিদাতা এবং অর্জ্জুনের মত ধনুর্দ্ধারী বীর যে পক্ষে থাকে, সেই পক্ষে রাজলক্ষ্মী, বিজয় লাভ, ঐশ্বর্য লাভ ও অখণ্ড রাজনীতি যে আছেই তা অনিবার্য্য। অতএব আপনার ছেলেদের বিজয় আশা ত্যাগ করুণ আর পাণ্ডবগণের সংগে সন্ধি করুন। কারণ কৃষ্ণবিমুখ জনের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

অধ্যায়টিতে সমস্ত গীতার সার সংগ্রহ করে, কিভাবে মোক্ষ লাভ করা যায় সেই কথাই বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই এই অধ্যায়ের নাম মোক্ষযোগ। সমস্ত গীতার বর্ণিত বিষয়সমূহ এই অধ্যায়ে উপসংহার স্বরূপ বর্ণনা করেছেন, সবশেষে ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয় ঘোষণার মধ্যদিয়ে গীতার সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন।

ওঁম্ শ্রীশ্রী হরিচরণম্।

ওঁ শান্তি। ওঁ শান্তি।। ওঁ শান্তি।।।

গীতা মৃতং করুণয়া যঃ স্বদাসান পায়য়াৎ।
তমহং ভক্ত ভীতিঘ্নং করুণান্নবমাশ্রয়ে।।
দামোদরম্বর কলেবর মৃত্যুদারং।
সংসার তাপ পরিবারণ বারি বাহম্।।
লোকস্য যঃ করুণয়া হরিভক্তি মার্গ।
মাবর্ত্তয়ন্নিজ গুরুং শরণং প্রপদ্যে।।
নিরপেক্ষেণ ভাবেন যে ভজন্তি জগদ্‌গুরুম্।
তেভ্যো বৈষ্ণব বর্গেভ্যো নমোঽস্তু সততং মম।।
গীতা কথা যদাদেশাৎ কথিতা বৈষ্ণব প্রিয়া।
তস্মৈ শ্রীকৃষ্ণ সংজ্ঞায় নমোঽস্তু গোপরূপিনে।।

হে সাধুসব। এহিমানে গীতার শ্রীধরস্বামীর টীকা অনুসারে সংক্ষেপে কথা সমাপ্তি হল। আত কদাচিত ভিন অর্থক যি দেখা তাক শঙ্করী, ভাস্করী, দামোদরীর মত বুজিবা। ভগবন্ত অন্তর্য্যামী যেমন্ত জানাইল তেমতে লিখি কৃষ্ণ চরণত সমর্পণা করি প্রার্থনা করো। সামাজিক সব ডাকি হরি বোল হরি।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাসুপনীষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে-
মোক্ষযোগো নাম—
অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

তথা জ্ঞানষটকঃ অথবা জ্ঞানোপর্ব্ব নাম তৃতীয়খণ্ডঃ।

শ্রীশ্রীগীতামাহাত্ম্যম্

ওঁ নমোভগবতে বাসুদেবায়

ঋষিরুবাচ

গীতায়াশ্চৈব মাহাত্ম্যং যথাবৎ সূত মে বদ।
পুরা নারায়ণক্ষেত্রে ব্যাসেন মুনিনোদিতম্।। ১

সূত উবাচ

ভদ্রং ভগবতা পৃষ্ঠং যদ্ধি গুপ্ততমং পরম্।
শক্যতে কেন তদ্বক্তুং গীতা মাহাত্ম্য মুত্তমম্।। ২

কৃষ্ণোজানাতি বৈ সম্যক কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতঃ ফলম্।
ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোঽথ মৈথিলঃ।।৩

শৌনক ঋষি বলেছিলেন— হে সূত! প্রাচীনকালে নারায়ণক্ষেত্রে মুনি ব্যাসদেব গীতার মাহাত্ম্য যেভাবে কীর্তন করেছিলেন, আপনি যথাযথভাবে সেই মাহাত্ম্য আমার কাছে বর্ণনা করুন।। ১

সূত বলেছিলেন— হে ভগবন্, আপনি আমাকে উত্তম কথা জিজ্ঞাসা করেছেন, ইহা পরম গুহ্যতম কথা; গীতার সেই উত্তম মাহাত্ম্যের কথা কে বর্ণনা করতে পারেন?।। ২

শ্রীকৃষ্ণ গীতার মাহাত্ম্য ভালভাবে জানেন। কুন্তীসুত অর্জুন, ব্যাসদেব, ব্যাসপুত্র শুকদেব, যাজ্ঞবল্ক্য মুনি এবং মিথিলাধিপতি জনক অল্পমাত্র গীতা-মাহাত্ম্যের ফল জানতে পেরেছিলেন।। ৩

অন্যো শ্রবণতঃ শ্রুত্বা লেশং সঙ্কীর্ত্তয়ন্তি চ।
তস্মাৎ কিঞ্চিদ্ বদাম্যত্র ব্যাসস্যাস্যাম্ময়াশ্রুতম্।। ৪

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।। ৫

সারথ্যমর্জ্জুনস্যাদৌ কুর্ব্বন্ গীতামৃতং দদৌ।
লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ।। ৬

সংসার সাগরং ঘোরং তর্ত্তুমিচ্ছতি যো নরঃ।
গীতা নাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ।। ৭

অন্যান্য লোকে অন্যের কাছে শুনে নাম মাত্র গীতা মাহাত্ম্য সঙ্কীর্ত্তন করেন। আমিও ব্যাসদেবের মুখ থেকে যেমন শুনেছিলাম তাই এখানে আপনার কাছে কীর্ত্তন করি।। ৪

সমগ্র উপনিষদই হল একটি গাভীস্বরূপ, গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ দোহনকর্ত্তা, অর্জ্জুন বৎস এবং গীতামৃত দুগ্ধের স্বরূপ, সুধীগণ হলেন সেই গীতামৃতস্বরূপ দুগ্ধের ভোক্তা।। ৫

যিনি ত্রিলোকের উপকারার্থে প্রথমে অর্জ্জুনের রথের সারথ্য স্বীকার করে এই গীতামৃত দান করেছিলেন, সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার।। ৬

যে মানুষ ঘোর সংসার-সাগর পার হতে ইচ্ছা করেন, তিনি গীতা রূপ নৌকাকে আশ্রয় করে, তা অনায়াসে পার হতে সমর্থ হন।। ৭

গীতাজ্ঞানং শ্রুতং নৈব সদৈবাভ্যাস যোগতঃ।
মোক্ষমিচ্ছতি মূঢ়াত্মা যাতি বালক হাস্যতাম্।। ৮

যে শৃন্বন্তি পঠন্ত্যেব গীতাশাস্ত্রমহর্নিশম্।
ন তে বৈ মানুষা জ্ঞেয়া দেবরূপা ন সংশয়ঃ।।৯

গীতাজ্ঞানেন সম্বোধং কৃষ্ণঃ প্রাহার্জ্জুনায় বৈ।
ভক্তি তত্ত্বং পরংতত্র সগুণং বাথ নির্গুণম্।। ১০

সোপানাষ্টাদশৈরেবং ভক্তিমুক্তি সমুচ্ছ্রিতৈঃ।
ক্রমশোঃ চিত্তশুদ্ধিঃস্যাৎ প্রেমভক্ত্যাদি কর্ম্মসু।। ১১

যিনি পুনঃ পুনঃ শ্রবণ ও অভ্যাসদ্বারা গীতাজ্ঞান লাভ করেননি, তিনি যদি মুক্তি বাঞ্ছা করেন তবে বালকের কাছেও উপহাসের পাত্র হবে।। ৮

যারা দিন-রাত গীতাশাস্ত্র শোনেন বা অধ্যয়ন করেন তাদেরক মানুষ জ্ঞান করবেনা, তারা দেবতাস্বরূপ এতে কোনো সংশয় নেই।। ৯

যে গীতাজ্ঞান দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে প্রবোধ দিয়েছিলেন তাতে সগুণ অথবা নির্গুণ উৎকৃষ্ট ভক্তিতত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেছেন।। ১০

গীতার ভক্তি ও মুক্তি প্রধান অষ্টাদশ অধ্যায়স্বরূপ, সোপানের দ্বারা প্রেমভক্তি আদি কর্মে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি হয়।। ১১

সাধোর্গীতাম্ভসি স্নানং সংসার মলনাশনম্।
শ্রদ্ধাহীনস্য তৎকার্য্যং হস্তিস্নানং বৃথৈবতৎ।। ১২

গীতায়াশ্চ নজ্ঞানাতি পঠনং নৈব পাঠনম্।
স এব মানুষে লোকে মোঘকর্ম্মকরো ভবেৎ।। ১৩

তস্মাৎ গীতাং ন জানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ তস্য মানুষং দেহং বিজ্ঞানং কুলশীলতাম্।। ১৪

গীতার্থং ন বিজানাতি নাধমস্তৎপরোজনঃ।
ধিক্ শরীরং শুভংশীলং বিভবং তদ্‌গৃহাশ্রমম্।। ১৫

গীতা শাস্ত্রং ন জানাতি নাধিমস্তৎ পরোজনঃ।
ধিক্ প্রারব্ধং প্রতিষ্ঠাঞ্চ পূজাং মানং মহত্তমম্।। ১৬

সাধুগণের গীতারূপ পবিত্র জলে স্নান সংসার মলনাশক, কিন্তু শ্রদ্ধাহীনের এই কাজ হাতীর স্নানের মত নিষ্ফল হয়।। ১২

যে ব্যক্তি গীতা শাস্ত্র অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা করেননি, নরলোকে তিনি বৃথা কর্মকারী।। ১৩

অতএব যিনি গীতা শাস্ত্র জানেননা তিনি নরাধম, তার জ্ঞান, কুলশীল ও মনুষ্য শরীরকে ধিক্।। ১৪

গীতার অর্থ যিনি জানেন না, তার চেয়ে অধম আর কেউ নেই। তার মানুষ শরীর, সদাচার, বিভব (সম্পদ) ও সুখময় গৃহাশ্রমকে ধিক্।। ১৫

গীতা শাস্ত্র যিনি জানেননা, তার চেয়ে অধম আর কেউ নেই, তার অদৃষ্ট, প্রতিষ্ঠা, পূজা, মান ও মহত্ত্বকেধিক্।। ১৬

গীতা শাস্ত্রে মতির্নাস্তি সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং জগুঃ।
ধিক্ তস্য জ্ঞানদাতারং ব্রতং নিষ্ঠাং তপো যশঃ।। ১৭

গীতার্থ পঠনং নাস্তি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
গীতাগীতং ন যজ্জ্ঞানং তদ্বিদ্ধ্যাসুরসম্মতম্।
তন্মোঘং ধর্ম্মরহিতং বেদবেদান্ত গর্হিতম্।। ১৮

তস্মাদ্ধর্ম্মময়ী গীতা সর্ব্বজ্ঞান প্রযোজিকা।
সর্ব্বশাস্ত্র সারভূতা বিশুদ্ধা সা বিশিষ্যতে।। ১৯

যোঽধীতে বিষ্ণুপর্ব্বাহে গীতাং শ্রীহরি বাসরে।
স্বপন্ জাগ্রৎ চলং স্তিষ্ঠন্ শত্রুভির্নস হীয়তে।। ২০

গীতাশাস্ত্রে যার মতি নেই, তার সবই নিষ্ফল বলা হয়েছে। তার শিক্ষাদাতাকে ধিক্, তার ব্রত, নিষ্ঠা, তপস্যা ও যশস্যাকে ধিক্।। ১৭

যিনি গীতা অর্থসহ পাঠ করেন না, তার চেয়ে অধম আর কেউ নেই, যে জ্ঞান গীতাসম্মত নয়, সেই জ্ঞানকে আসুরিক জ্ঞান বলে জানবে। এরূপ জ্ঞান বিফল, ধর্ম্মরহিত এবং বেদ-বেদান্ত নিন্দিত।। ১৮

অতএব ধর্মময়ী গীতা সর্ব্বজ্ঞানযোগকারিণী। এই গীতা সর্বশাস্ত্র সারভূতা ও বিশুদ্ধা বলে প্রশংসিতা।। ১৯

যিনি একাদশী বা বিষ্ণুর পর্বদিনে গীতা পাঠ করেন, তিনি স্বপ্নে, জাগরণে,

চলনে বা অবস্থানে, কোন অবস্থাতেই শত্রুর দ্বারা পীড়িত হননা।। ২০

শালগ্রাম শিলায়াং বা দেবাগারে শিবালয়ে।
তীর্থে নদ্যাং পঠেদ্ গীতাং সৌভাগ্যং লভতে ধ্রুবম্।। ২১

দেবকীনন্দনঃ কৃষ্ণো গীতাপাঠেন তুষ্যতি।
যথা ন বেদৈর্দানেন যজ্ঞতীর্থব্রতাদিভিঃ।। ২২

গীতাধীতা চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা।
বেদশাস্ত্র পুরাণানি তেনাধীতানি সর্বশঃ।। ২৩

যোগস্থানে সিদ্ধপীঠে শিলাগ্রে সৎসভাসুচ।
যজ্ঞে চ বিষ্ণুভক্ত্যাগ্রে পঠন্ সিদ্ধিং পরাং লভ্যে।। ২৪

যিনি শালগ্রাম শিলার কাছে, দেবালয়ে, শিবমন্দিরে, তীর্থস্থানে বা নদীতটে গীতা পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয় সৌভাগ্য লাভ করেন।। ২১

দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গীতা পাঠের দ্বারা যেরূপ সন্তুষ্ট হন, বেদাধ্যয়ন দ্বারা, দানের দ্বারা, যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা, তীর্থ ভ্রমণের দ্বারা এবং ব্রতাদির দ্বারা তেমন সন্তুষ্ট হননা।। ২২

যিনি ভক্তিভাবে গীতা পাঠ করেন, তার বেদপুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রই অধ্যয়ন করা হয়। (বেদ-পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রের অর্থ গীতাতেই আছে, তাই গীতা অধ্যয়ন দ্বারাই সমস্ত অধ্যয়ন করা হয়)।। ২৩

যোগস্থানে, সিদ্ধপীঠে, শিলাময় দেবমূর্ত্তির কাছে, সাধুজনের সভায়, যজ্ঞে বা বিষ্ণুভক্তের কাছে গীতা পাঠ করলে পরম সিদ্ধি লাভ হয়।। ২৪

গীতাপাঠঞ্চ শ্রবণং যঃ করোতি দিনে দিনে।
ক্রতবো বাজিমেধাদ্যাঃ কৃতাস্তেন সদক্ষিণাঃ।। ২৫

যঃ শৃণোতি চ গীতার্থং কীর্ত্তয়ত্যেব যঃ পরম্।
শ্রাবয়েচ্চ পরার্থং বৈ সপ্রয়াতি পরং পদম্।। ২৬

গীতায়াঃ পুস্তকং শুদ্ধং যোঽর্পয়ত্যেব সাদরাৎ।

বিধিনা ভক্তিভাবেন তস্য ভার্য্যা প্রিয়াভবেৎ।। ২৭

যশঃ সৌভাগ্যমারোগ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
দয়িতানাং প্রিয়োভূত্বা পরমং সুখমশ্নুতে।। ২৮

অভিচারোদ্ভবং দুঃখং বরশাপাগতঞ্চ যৎ।
নোপসর্পতি তত্রৈব যত্রগীতার্চ্চনং গৃহে।। ২৯

যিনি প্রত্যহ গীতা পড়েন বা শোনেন, তার দক্ষিণাসহ অশ্বমেধাদি যজ্ঞসমূহ কবা হয়। (গীতা পাঠ দ্বারাই যজ্ঞের ফল লাভ হয়)।। ২৫

যিনি গীতাব অর্থ শোনেন, কীর্ত্তন করেন নতুবা অপবকেও গীতার অর্থ কবে শোনান, তিনি পরম পদ লাভ করেন।। ২৬

যিনি শাস্ত্রবিধি অনুসারে ভক্তিসহকারে পরিশুদ্ধ গীতা পুস্তক সাদরে দান কবেন, তার স্ত্রী প্রিয়তমা হয়।। ২৭

এবং তিনি যশস্যা, সৌভাগ্য ও আরোগ্য লাভ করেন এতে কোনই সন্দেহ নেই, এবং প্রণয়ীগণের প্রিয় হয়ে পরম সুখ ভোগ করেন।। ২৮

যে ঘরে গীতার অর্চ্চনা হয় সেখানে অভিচারজাত (অপরের অনিষ্ট করার জন্য কৃত তন্ত্রোক্ত প্রক্রিয়াদি) দুঃখ এবং কঠোর অভিশাপজাত দুঃখ উপস্থিত হতে পারেনা।। ২৯

তাপত্রয়োদ্ভবা পীড়া নৈব ব্যাধির্ভবেৎ ক্বচিৎ।
ন শাপো নৈব পাপঞ্চ দুর্গতির্নরকং ন চ।। ৩০

বিস্ফোটকাদয়ো দেহে ন বাধন্তে কদাচিন।
লভেৎ কৃষ্ণপদে দাস্যং ভক্তিঞ্চাব্যভিচারিণীম্।। ৩১

জায়তে সততং সখ্যং সর্ব্বজীবগণৈঃ সহ।
প্রারব্ধং ভুঞ্জতো বাপি গীতাভ্যাস রতস্য চ।। ৩২

স মুক্তঃ স সুখী লোকে কর্ম্মণা নোপলিপ্যতে।
মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যায়ী করোতি চেৎ।

ন কিঞ্চিৎ স্পৃশ্যতে তস্য নলিনী দলমম্ভসা।। ৩৩

এবং সেই ঘরে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তিনপ্রকাব তাপজনিত পীড়া, কখনও কোনরূপ ব্যাধি, অভিশাপ, পাপ, দুর্গতি ও নরকের সম্ভাবনা থাকেনা।। ৩০

গীতার্চ্চনা বা গীতা পাঠ করলে সেই ঘরে কারোও শরীরে বিস্ফোটকাদি পীড়া হয়না, সেই ঘরের মানুষের কৃষ্ণপদে দাস্য ও অব্যভিচারিণী ভক্তি লাভ হয়।। ৩১

গীতা অভ্যাসরত মানুষ প্রারব্ধ কর্ম ভোগ করে থাকলেও সর্বদা সকল জীবেব সংগেই সখ্যভাব লাভ করেন।। ৩২

গীতা অধ্যয়নবত মানুষ সুখী ও মুক্ত হন। কর্ম তাকে বন্ধন করতে পারেনা, তিনি মহাপাপ বা অতিপাপ কবলেও পদ্ম পাতার জলের মত তাকে কোনো পাপই স্পর্শ করতে পারেনা।। ৩৩

অনাচারোদ্ভবং পাপমবাচ্যাদি কৃতঞ্চ যৎ।
অভক্ষ্যভক্ষজং দোষমস্পর্শস্পর্শজং তথা।। ৩৪

জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং নিত্যমিন্দ্রিয়ৈর্জনিতঞ্চ যৎ।
তৎ সর্ব্বং নাশামায়াতি গীতাপাঠেন তৎক্ষণাৎ।। ৩৫

সর্ব্বত্র প্রতিভুক্ত্বাচ প্রতিগৃহ্য চ সর্ব্বশঃ।
গীতাপাঠং প্রকুর্ব্বাণো ন লিপ্যতে কদাচন।। ৩৬

রত্নপূর্ণাং মহীং সর্ব্বাং প্রতিগৃহ্যাবিধানতঃ।
গীতা পাঠেন চৈকেন শুদ্ধ স্ফটিকবৎ সদা।। ৩৭

যস্যান্তঃ করণং নিত্যং গীতায়াং রমতে সদা।
স সাগ্নিকঃ সদা জাপী ক্রিয়াবান্ স চ পণ্ডিতঃ।। ৩৮

অনাচারজনিত, অশ্লীল বাক্য প্রয়োগজনিত, অভক্ষভক্ষণজাত, অস্পৃশ্য স্পর্শ-জনিত পাপসমূহ এবং জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত বা ইন্দ্রিয়জনিত যে কোনো দোষই

হউক না কেন, তা গীতা পাঠ দ্বারা তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়।। ৩৪-৩৫

সকলের অন্নভোজন করিলেও এবং সকলের কাছ থেকে প্রতিগ্রহণ করলেও গীতা পাঠকারীকে তা থেকে উৎপন্ন পাপ স্পর্শ করতে পারেনা।। ৩৬

অবিধিপূর্বক রত্নপূর্ণা সমস্ত পৃথিবীকে প্রতিগ্রহণ করেও একমাত্র গীতা পাঠ দ্বারাই বিশুদ্ধ স্ফটিকের মত নির্মল হওয়া যায়।। ৩৭

যাঁর অন্তঃকরণ সর্বদা গীতায় অনুরক্ত থাকে তিনি সাগ্নিক, জপকাবী, ক্রিয়াশীল এবং তিনিই পণ্ডিত।। ৩৮

দর্শনীয়ঃ স ধনবান্ স যোগী জ্ঞানবানপি।
স এব যাজ্ঞিকো যাজী সর্ব্ববেদার্থদর্শকঃ।। ৩৯

গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র নিত্যপাঠশ্চ বর্ত্ততে।
তত্র সর্ব্বানি তীর্থানি প্রয়াগাদীনি ভূতলে।। ৪০

নিবসন্তি সদা দেহি দেহশেষেঽপি সর্ব্বদা।
সর্ব্বদেবাশ্চ ঋষয়ো যোগিনো দেহরক্ষকাঃ।। ৪১

গোপালো বালকৃষ্ণোঽপি নারদধ্রুব পার্ষদৈঃ।
সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ত্ততে।। ৪২

যত্র গীতা বিচারশ্চ পঠনং পাঠনং তথা।
মোদতে যত্র শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ রাধয়া সহ।। ৪৩

তিনিই দর্শনীয়, ধনবান, যোগী ও জ্ঞানবান; তিনিই যাজ্ঞিক, যাজক ও সমস্ত বেদার্থ পারদর্শী।। ৩৯

যেখানে গীতা পুস্তক থাকে এবং যেখানে নিত্য গীতা পাঠ হয়, সেখানে পৃথিবীর প্রয়াগাদি সমস্ত তীর্থই বর্ত্তমান থাকে।। ৪০

যিনি সর্বদা গীতা অধ্যয়নে নিরত থাকেন তার জীবিত কালে এবং দেহাবসানের সময়েও সমস্ত দেবতা, ঋষিগণ ও যোগীগণ তাঁর দেহরক্ষক হন।। ৪১

যেখানে গীতা পাঠ হয়, সেখানে বালগোপাল শ্রীকৃষ্ণ, নারদ, ধ্রুবাদি পার্ষদ্গণের সংগে অবিলম্বে তাঁর সহায় হয়ে থাকেন।। ৪২

যেখানে গীতাশাস্ত্রের বিচার, অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা হয়, সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাসহ সানন্দে বিরাজ করেন।। ৪৩

শ্রীকৃষ্ণোভগবানুবাচ

গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমম্।
গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্।। ৪৪

গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্।
গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো গুরুঃ।। ৪৫

গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকীং পালয়াম্যহম্।। ৪৬

গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ।
অর্দ্ধমাত্রাঽহরা নিত্যমনির্ব্বাচ্যপদাত্মিকা।। ৪৭

গীতা নামানি বক্ষ্যামি গুহ্যানি শৃণু পাণ্ডব।
কীর্ত্তনাৎ সর্ব্বপাপানি বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ।। ৪৮

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন— হে পার্থ, গীতাই আমার হৃদয়, গীতাই আমার উত্তম সারবস্তু, গীতাই আমার অত্যুগ্র জ্ঞান এবং গীতাই আমার অক্ষয় জ্ঞানস্বরূপ।। ৪৪

গীতাই আমার উত্তম স্থান, গীতাই আমার পরম পদ, গীতা আমার পরম গোপনীয় বস্তু এবং গীতাই আমার পরম গুরু।। ৪৫

গীতার আশ্রয়ে আমি থাকি, গীতাই আমার উত্তম ঘর এবং গীতা জ্ঞানকে আশ্রয় করেই আমি ত্রিভুবনকে পালন করি।। ৪৬

গীতা যে আমার ব্রহ্মরূপা পরমা বিদ্যা এতে কোনই সন্দেহ নেই; গীতা অর্দ্ধমাত্রাস্বরূপা, নিত্যা, অনির্বচনীয় পদাত্মিকা।। ৪৭

হে পাণ্ডব, আমি গীতার গুহ্য নামগুলি বলি তুমি শ্রবণ কর। এই নামগুলি কীর্ত্তন করলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়।। ৪৮

গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা।
ব্রহ্মাবলি ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী।। ৪৯

অর্দ্ধমাত্রা চিতা নন্দা (চিদানন্দা) ভবঘ্নী ভ্রান্তিনাশিনী।
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞান মঞ্জরী।। ৫০

ইত্যেতানি জপেন্নিত্যং নরো নিশ্চল মানসঃ।
জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যং তথান্তে পরমং পদম্।। ৫১

পাঠেঽসমর্থঃ সম্পূর্ণে তদর্দ্ধ পাঠমাচরেৎ।
তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।। ৫২

ত্রিভাগং পঠমানস্তু সোমযাগ ফলং লভেৎ।
ষড়ংশং জপমানস্তু গঙ্গাস্নানং ফলং লভেৎ।। ৫৩

গঙ্গা, গীতা, সাবিত্রী, সীতা, সত্যা, পতিব্রতা, ব্রহ্মাবলি, ব্রহ্মবিদ্যা, ত্রিসন্ধ্যা, মুক্তিগেহিনী, অর্দ্ধমাত্রা, চিতা, নন্দা (চিদানন্দা), ভবঘ্নী, ভ্রান্তিনাশিনী, বেদত্রয়ী, পরানন্দা, তত্ত্বার্থ জ্ঞান মঞ্জরী।। ৪৯-৫০

যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্ত হয়ে প্রতিদিন এই সকল নাম জপ করেন, তিনি এই লোকে নিত্যজ্ঞানসিদ্ধি এবং অন্তে পরম পদ লাভ করেন।। ৫১

গীতা সম্পূর্ণ পাঠ করতে অসমর্থ হলে অর্দ্ধেক পাঠ করবেন, তাতেও গরুদানের ফললাভ হবে, সন্দেহ নেই।। ৫২

গীতার এক তৃতীয়াংশ পাঠ করলেও সোমযোগের ফল লাভ করেন এবং ষষ্ঠাংশ পাঠ করলে গঙ্গাস্নানের ফল লাভ করেন।। ৫৩

তথাধ্যায়দ্বয়ং নিত্যং পঠমানো নিরন্তরম্।
ইন্দ্রলোকমবাপ্নোতি কল্পমেকং বসেদ্ধ্রুবম্।। ৫৪

একমধ্যায়কং নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণো ভূত্বা বসেচ্চিরম্।। ৫৫

অধ্যায়ার্দ্ধঞ্চ পাদংবা নিত্যং যঃ পঠতে জনঃ।
প্রাপ্নোতি রবিলোকং স মন্বন্তরসমাঃ শতম্।। ৫৬

গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্তপঞ্চচতুষ্টয়ম্
ত্রিদ্ব্যেকমর্দ্ধমথ বা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ
চন্দ্র লোকমবাপ্নোতি বর্ষানাম যুতং তথা।। ৫৭

যিনি প্রতিদিন গীতার দুটি অধ্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে পাঠ করেন, তিনি ইন্দ্রলোক লাভ করে সেখানে এক কল্পকাল বাস করেন।। ৫৪

যিনি ভক্তিসহকারে প্রতিদিন এক অধ্যায় পাঠ করেন, তিনি রুদ্রলোক লাভ করে সেখানে গণরূপে চিরকাল বাস করেন।। ৫৫

যিনি প্রতিদিন গীতার আধা অধ্যায় নতুবা অধ্যায়ের চার ভাগের একভাগ পাঠ করেন, তিনি সূর্যলোক লাভ করেন সেখানে শত মন্বন্তর কাল বাস করেন।।৫৬

যিনি সর্বদা গীতার দশটি, সাতটি, পাচটি, চারটি, তিনটি, দুটি, একটি নতুবা আধা শ্লোকও পাঠ করেন, তিনি চন্দ্রলোক লাভ করেন, সেখানে অযুত বৎসরকাল বাস করেন।। ৫৭

গীতার্থমেকপাদঞ্চ শ্লোকমধ্যায়মেবচ।
স্মরংস্ত্যক্ত্বা জনো দেহং প্রয়াতি পরমং পদম্।।৫৮

গীতার্থমপি পাঠংবা শৃণুয়াদন্তকালতঃ।
মহাপাতকযুক্তোঽপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ।। ৫৯

গীতা পুস্তক সংযুক্তঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা প্রয়াতি যঃ।
স বৈকুণ্ঠমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে।। ৬০

গীতাধ্যায় সমাযুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ।
গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তিমুত্তমাম্।।৬১

গীতেত্যুচ্চার সংযুক্তো ম্রিয়মানো গতিং লভেৎ।। ৬২

যিনি গীতার এক অধ্যায়ের, এক শ্লোকের বা এক চরণের অর্থ স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করেন, তিনি পরম পদ লাভ করেন।। ৫৮

মৃত্যুকালে গীতার্থ পাঠ বা শুনে মহাপাতকী ব্যক্তিও মুক্তিভাগী হন।।৫৯

যিনি গীতাগ্রন্থ সংযুক্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন, তিনি বৈকুণ্ঠ লোক লাভ করেন, সেখানে বিষ্ণুর সংগে আনন্দ ভোগ করেন।। ৬০

গীতার এক অধ্যায়ে সংযুক্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করলে, তিনি মনুষ্য জন্ম লাভ করে পুনরায় গীতা অভ্যাস করে মুক্তি লাভ করেন।। ৬১

"গীতা" এই শব্দ উচ্চারণ করে যিনি মৃত্যুবরণ করেন, তিনি পরম গতি লাভ করেন।। ৬২

যদ্‌যৎ কর্ম্ম চ সর্ব্বত্র গীতাপাঠ প্রকীর্ত্তিমৎ।
তত্তৎ কর্ম্ম চ নির্দ্দোষং ভূত্বা পূর্ণত্বমাপ্নুয়াৎ।। ৬৩

পিতৃনুদ্দিশ্য যঃ শ্রাদ্ধে গীতা পাঠং করোতি হি।
সন্তুষ্টাঃ পিতরস্তস্য নিরয়াদ্‌যান্তি স্বর্গতিম্।। ৬৪

গীতা পাঠেন সন্তুষ্টাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ।
পিতৃলোকং প্রয়ান্ত্যেব পুত্রাশীর্ব্বাদ তৎপরাঃ।। ৬৫

গীতা পুস্তক দানঞ্চ ধেনু পুচ্ছ সমন্বিতম্।
কৃত্বা চ তদ্দিনে সম্যক্ কৃতার্থো জায়তে জনঃ।। ৬৬

পুস্তকং হেম সংযুক্তং গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ।
দত্ত্বা বিপ্রায় বিদুষে জায়তে ন পুনর্ভবম্।। ৬৭

যে কোনো কর্ম অনুষ্ঠান করে, যদি সেখানে গীতা পাঠ করেন তবে

সেই কর্ম নির্দোষ হয়ে পূর্ণতা লাভ করে।। ৬৩

যদি কোন ব্যক্তি শ্রাদ্ধের সময়ে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে গীতা পাঠ করেন, তাহলে তার পিতৃগণ সন্তুষ্ট হয়ে নরক থেকে স্বর্গে যান।। ৬৪

গীতা পাঠে সন্তুষ্ট পিতৃগণ শ্রাদ্ধে তৃপ্তি লাভ করে পিতৃ লোকে যাত্রা করেন এবং পুত্রগণকে আশীর্বাদ করেন।। ৬৫

চামরসহ গীতা গ্রন্থ দান করলে, দাতা সেদিনই সম্যকরূপে কৃতার্থ হন।।৬৬

যিনি সুবর্ণ গীতাগ্রন্থ বিদ্বান ব্রাহ্মণকে দান করেন, তার আর পুনর্জন্ম হয়না।। ৬৭

শত পুস্তক দানঞ্চ গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ।
স যাতি ব্রহ্মসদনং পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্।। ৬৮

গীতাদান প্রভাবেন সপ্তকল্পমিতাঃ সমাঃ।
বিষ্ণুলোকমবাপ্যান্তে বিষ্ণুনা সহ মোদতে।। ৬৯

সম্যক্ শ্রুত্বা চ গীতার্থং পুস্তকং যঃ প্রদাপয়েৎ।
তস্মৈ প্রীতঃ শ্রীভগবান্ দদাতি মানসেপ্সিতম্।। ৭০

(দেহং মানুষমাশ্রিত্য চাতুর্বর্ণ্যেষু ভারত।)

ন শৃণোতি ন পঠতি গীতামমৃতরূপিণীম্।
হস্তাত্ত্যক্ত্বামৃতং প্রাপ্তং স নরো বিষমশ্নুতে।। ৭১

যিনি শত গীতা গ্রন্থ দান করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে যাত্রা করেন, তার আর সংসারে পুনরাবৃত্তি হয়না।। ৬৮

গীতাদানের প্রভাবে দাতা বিষ্ণুলোক লাভ করে সপ্তম কল্পকাল বিষ্ণুর সংগে পরমসুখে বাস করেন।। ৬৯

গীতার্থ ভালভাবে শুনে যিনি গীতা দান করেন, শ্রীভগবান তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাকে অভিষ্ট প্রদান করেন।। ৭০

হে ভারত, চাব বর্ণের মধ্যে মানুষ দেহ ধারণ করে, যে ব্যক্তি অমৃতরূপিনী গীতা পাঠ করেননা বা শ্রবণ করেননা, সে লাভ করা অমৃত হাত থেকে ফেলে দিয়ে কেবলমাত্র বিষ ভক্ষণ কবে শুধু।। ৭১

জনঃ সংসারদুঃখার্ত্তো গীতাজ্ঞানং সমালভেৎ।
পীত্বা গীতামৃতং লোকে লব্ধাভক্তিং সুখী ভবেৎ।। ৭২

গীতামাশ্রিত্য বহবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ।
নির্ধূর্তকল্মষা লোকে গতাস্তে পরমং পদম্।। ৭৩

গীতাসু ন বিশেষোঽস্তি জনেযুচ্চাবচেষু চ।
জ্ঞানেষ্বেব সমগ্রেষু সমা ব্রহ্মস্বরূপিনী।। ৭৪

যোঽভিমানেন গর্ব্বেন গীতানিন্দাং করোতি চ।
ন যাতি নরকং খোরং যাবদাহূত সংপ্লবম্।। ৭৫

অহঙ্কারেণ মূঢ়াত্মা গীতার্থং নৈব মন্যতে।
কুম্ভীপাকেষু পচ্যতে যাবৎকল্পক্ষয়ো ভবেৎ।। ৭৬

সংসার-দুঃখার্ত্ত মানুষের গীতাজ্ঞান আশ্রয় করতে হয়। সংসারী ব্যক্তি গীতামৃত পান করে ভক্তি লাভ করে সুখী হন।। ৭২

জগতে জনকাদি রাজাগণ গীতা আশ্রয় করে, নিষ্পাপ হয়ে পরম পদ লাভ করেছিলেন।। ৭৩

গীতা বিষয়ে জনসমাজে উচ্চ-নীচ কোনো প্রভেদ নেই, ব্রহ্মস্বরূপিণী গীতা সমানভাবে সকলকে জ্ঞান দান করেন।। ৭৪

যে ব্যক্তি অভিমান বা গর্ব্বশতঃ গীতার নিন্দা করেন, যতদিন পর্যন্ত প্রলয়কাল উপস্থিত নাহয়, ততদিন তিনি ঘোর নরকে বাস করেন।। ৭৫

যে মূঢ়াত্মা অহংকার বশতঃ গীতার্থ অমান্য করে, সে কল্পক্ষয় পর্যন্ত 'কুম্ভীপাক নামে নরকে পচতে থাকে।। ৭৬

গীতার্থং বাচ্য মানংযো ন শৃণোতি সমীপতঃ।
স শূকরভবাং যোনিমনেকামধি গচ্ছতি।। ৭৭

চৌর্য্যং কৃত্বা চ গীতায়াঃ পুস্তকং যঃ সমানয়েৎ।
নতস্য সফলং কিঞ্চিৎ পঠনঞ্চ বৃথা ভবেৎ।। ৭৮

যঃ শ্রুত্বা নৈব গীতার্থং মোদতে পরমার্থতঃ।
নৈবতস্য ফলং লোকে প্রমত্তস্য যথা শ্রমঃ।। ৭৯

গীতাং শ্রুত্বা হিরণ্যঞ্চ ভোজ্যং পট্টাম্বরং তথা।
নিবেদয়েৎ প্রদানার্থং প্রীতয়ে পরমাত্মনঃ।। ৮০

বাচকং পূজয়েদ্ভক্ত্যা দ্রব্যবস্ত্রা দ্যুপস্করৈঃ।
অনেকৈর্বহুধা প্রীত্যাতুষ্যতাং ভগবান্ হরিঃ।। ৮১

যে ব্যক্তি কাছে থেকেও গীতার ব্যাখ্যা শ্রবণ করেননা, সে অনেকবার শূকরের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন।। ৭৭

যে ব্যক্তি গীতা গ্রন্থ চুরি করে আনে, তার সবই নিষ্ফল হয়, তার গীতা পাঠও বিফল।। ৭৮

যে ব্যক্তি গীতার্থ না শুনে পরমার্থ বিষয়ে যত্নবান হন, উন্মত্ত ব্যক্তির বৃথাশ্রমের ন্যায় তার ইহলোকে সেই যত্ন বিফল হয়।। ৭৯

গীতা শোনার পর সোনা, ভোজনের দ্রব্য এবং পট্টবস্ত্র পরমাত্মার প্রীতির জন্য নিবেদন করবেন। ৮০

গীতা পাঠককে নানা দ্রব্য ও বস্ত্রাদি উপকরণ দ্বারা ভক্তি ও প্রীতিপূর্বক পূজা করবেন তাতে ভগবান শ্রীহরি সন্তুষ্ট হবেন।। ৮১

সূত উবাচ

মাহাত্ম্যমেতদগীতায়াঃ কৃষ্ণপ্রোক্তং পুরাতনম্।
গীতান্তে পঠতে যস্তু যথোক্তফলভাগ্ ভবেৎ।। ৮২

গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ।
বৃথা পাঠফলং তস্য শ্রম এব উদাহৃতঃ।। ৮৩

এতন্মাহাত্ম্যসংযুক্তং গীতা পাঠং করোতি যঃ।
শ্রদ্ধয়া যঃ শৃণোত্যেব পরমাং গতিমাপ্নুয়াৎ।। ৮৪

শ্রুত্বাগীতামর্থযুক্তাং মাহাত্ম্যং যঃ শৃণোতি চ।
তস্য পুণ্যফলং লোকে ভবেৎ সর্ব্ব সুখাবহম্।। ৮৫

সূত বলেছিলেন— যিনি গীতা পাঠের শেষে, শ্রীকৃষ্ণোক্ত এই পুরাতন গীতা মাহাত্ম্য পাঠ করেন, তিনি যথোক্ত ফলভাগী হন।। ৮২

যিনি গীতা পাঠ করে গীতা মাহাত্ম্য পাঠ করেননা, তার গীতাপাঠে কোনো ফল হয়না, তার পরিশ্রমও বৃথা হয়।। ৮৩

যিনি এই গীতা মাহাত্ম্যসহ গীতা পাঠ করেন এবং যিনি শ্রদ্ধাপূর্বক তা শোনেন তারা উভয়েই পরমগতি লাভ করেন।। ৮৪

যিনি অর্থের সংগে গীতা শ্রবণ করেন, গীতা-মাহাত্ম্যও শ্রবণ করেন, পুণ্যফলে তার জগতে সকল প্রকার সুখ হয়।। ৮৫

ইতি শ্রীগঙ্গানাথ শিরোমণিকৃত গীতা
মাহাত্ম্যের গদ্যানুবাদ-
সম্পূর্ণ।
।।হরিঃ ওঁ।।

কর্মী, জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত, ত্রিগুণাতীত ও স্থিতপ্রজ্ঞ বা ব্রাহ্মীস্থিতির লক্ষণ

কর্মীর লক্ষণ— অতএব সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয় সম জ্ঞান করে যুদ্ধের জন্য উদ্যোগী হও। এরূপ করলে পাপভাগী হবেনা। ২।৩৮

হে অর্জুন। বেদসমূহ ত্রৈগুণ্য বিষয়ক, তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও— তুমি নির্দ্বন্দ্ব নিত্যসত্ত্বস্থ যোগক্ষেমরহিত ও আত্মবান হও। ২।৪৫

কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মফলে কখনো তোমার অধিকার নেই। কর্মফল যেন তোমার কর্ম প্রবৃত্তির হেতু না হয় এবং কর্ম ত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি হয় না। ২।৪৭

হে ধনঞ্জয়। যোগস্থ হয়ে, ফলাসক্ত ত্যাগ করে, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতুল্য জ্ঞান করে তুমি কর্ম কর, এরূপ সমত্ব বুদ্ধিকেই যোগ বলে। ২।৪৮

হে ধনঞ্জয়। কাম্যকর্ম, সমত্ব বুদ্ধিযুক্ত নিষ্কাম কর্মের চেয়ে নিকৃষ্ট। অতএব তুমি সমত্ব বুদ্ধির আশ্রয় লও; ফলাসক্ত ব্যক্তিগণ দীন, কৃপার পাত্র। ২।৪৯

সমত্ব বুদ্ধিযুক্ত নিষ্কামকর্মী, ইহ লোকেই সুকৃত ও দুষ্কৃত উভয়কেই ত্যাগ করেন।. সুতরাং তুমি যোগের অনুষ্ঠান কর। কর্ম সম্পাদনের কৌশলই যোগ। ২।৫০

সমত্ব বুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানীগণ কর্ম করলেও কর্মফলে আবদ্ধ হননা। সেজন্য তারা জন্মরূপ বন্ধন অর্থাৎ সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সকল প্রকার উপদ্রব রহিত বিষ্ণুপদ বা মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন। ২।৫১

হে ভারত। অজ্ঞ ব্যক্তিরা কর্মে আসক্ত হয়ে যেভাবে কর্ম করে জ্ঞানী ব্যক্তিগণও অনাসক্ত হয়ে লোকরক্ষার্থে তেমন কর্ম করবেন। ৩।২৫

জ্ঞানীগণ কর্মে আসক্ত অজ্ঞান ব্যক্তিদের বুদ্ধিভেদ জন্মাবেননা। তারা অবহিত হয়ে, সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠান করে অজ্ঞান ব্যক্তিদের কর্মে নিযুক্ত রাখবেন। ৩।২৬

প্রকৃতির দ্বারা সর্বতোভাবে কর্ম সম্পন্ন হয়। অহংকারে মুগ্ধ চিত্ত ব্যক্তি ভাবে 'আমিই কর্ত্তা'। ৩।২৭

কিন্তু হে মহাবাহো। যিনি সত্ত্ব, রজস্তম গুণ ও মন, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি বিভাগ এবং সেই গুলির স্বতন্ত্র কর্ম বিভাগ তত্ত্ব জেনেছেন, তিনি ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ে প্রবৃত্ত রয়েছেন জেনে কর্মে আসক্ত হননা, কর্ত্তৃত্বাভিমান করেননা। ৩।২৮

যারা প্রকৃতির গুণে মোহিত তারা দেহেন্দ্রিয়াদির কর্মে আসক্তি যুক্ত হয়, এরূপ অল্পবুদ্ধি মন্দমতি ব্যক্তিদের জ্ঞানীগণ কর্ম থেকে বিচলিত করবেননা।৩।২৯

'কর্ত্তা ঈশ্বর, তার উদ্দেশ্যেই ভৃত্যের মত কর্ম করছি' এরূপ বিবেক-বুদ্ধি সহকারে সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করে, কর্মে কামনাশূন্য ও মমতাশূন্য হয়ে, শোক ত্যাগ করে তুমি যুদ্ধ কর অর্থাৎ কর্ম্ম কর। ৩।৩০

যিনি কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম দেখেন মানুষের মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান, তিনিই যোগী, তিনিই সকর্মকারী। ৪।১৮

যার কর্মচেষ্টা, ফলতৃষ্ণা ও কর্ত্তৃত্বাভিমান বর্জিত হয়ে, কর্ম জ্ঞানরূপ আগুনের দ্বারা দগ্ধ হয়েছে এরূপ পুরুষকেই জ্ঞানীগণ পণ্ডিত বলেন।

যিনি কর্মে ও কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ করেছেন, যিনি সর্বদা আত্মতৃপ্ত, যিনি কোনো প্রয়োজনেও কারো আশ্রয় গ্রহণ করেননা, তিনি কর্মে প্রবৃত্ত হলেও কিছুই করেন না। ৪।২০

যিনি কামনা ত্যাগ করেছেন, যার চিত্ত ও ইন্দ্রিয় সংযত, যিনি সকল প্রকার ভোগোপকরণ বর্জন করেছেন এরূপ ব্যক্তিগণ শুধু মাত্র শরীরের দ্বারা কর্ম করেও পাপভাগী হননা (কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ হননা)। ৪।২১

যিনি প্রার্থনা এবং বিশেষ চেষ্টা ছাড়াই যা পান তাতেই সন্তুষ্ট হন, যিনি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণু, পরশ্রীকাতরতাহীন অতএব বৈরীহীন, যিনি সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমান জ্ঞান করেন, তিনি কর্ম করেও কর্মফলে আবদ্ধ হননা। ৪।২২

যিনি ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জিত, রাগ দ্বেষাদিমুক্ত, যার চিত্ত আত্ম বিষয়ক জ্ঞানে নিবিষ্ট বা জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিত, তিনি যজ্ঞার্থে অর্থাৎ ঈশ্বর প্রীত্যর্থে অথবা লোক সংগ্রহার্থে কর্ম করলেও তার কর্মগুলি ফলসহ বিনষ্ট হয় অর্থাৎ তার

কর্ম বন্ধনের কারণ হয়না। ৪।২৩

যিনি কর্মযোগে যুক্ত, বিশুদ্ধচিত্ত, সংযত দেহ, জিতেন্দ্রিয় ও সর্বভূতের আত্মা যার আত্মস্বরূপ, এমন সম্যকদর্শী ব্যক্তি কর্ম করেও কর্মে আবদ্ধ হননা।৫।৯

কর্ম কর্তা ফলকামনা পরিত্যাগ করে, রাগদ্বেষ বর্জিত হয়ে, অনাসক্তভাবে অবশ্য কর্তব্যরূপে বিহিত যে কর্ম করেন, সেই কর্মকে সাত্ত্বিক কর্ম বলে।১৮।২৩

জ্ঞানীর লক্ষণ— আত্ম প্রশংসা বিহীনতা, দম্ভ বিহীনতা, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, গুরুসেবা, শুচিতা, সৎকার্যে একনিষ্ঠা, আত্মসংযম, বিষয় বৈরাগ্যে, নিরহঙ্কারিতা, জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধিতে দুঃখ দর্শন বিষয়ে বা কর্মে অনাসক্তি, স্ত্রী-পুত্র গৃহাদিতে মমত্ববুদ্ধির অভাব, ইষ্টানিষ্ট লাভে সমচিত্ততা, আমাতে (ভগবান বাসুদেবে) অনন্যভাবে ঐকান্তিক ভক্তি, পবিত্র নির্জন স্থানে বাস, প্রকৃত জনসমাজে বিরক্তি, সর্বদা অধ্যাত্ম জ্ঞানের অনুশীলন, (নিত্য আত্মজ্ঞান নিষ্ঠা) প্রয়োজনীয় তত্ত্ব জ্ঞানের আলোচনা— এগুলিকে জ্ঞান বলে, এর যা বিপরীত তা অজ্ঞান। ১৩।১৭-২১

যোগীর লক্ষণ— জিতেন্দ্রিয়, প্রশান্ত অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি শূন্য ব্যক্তির আত্মা শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ অথবা মান-অপমানপ্রাপ্ত হলেও আত্মনিষ্ঠ থাকে (অর্থাৎ অবিচলিতভাবে সম শান্ত স্বরূপে অবস্থান করে)। ৬।৭

যার চিত্ত শাস্ত্রাদির উপদেশজাত জ্ঞান ও উপনিষদের তত্ত্বের প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা পরিতৃপ্ত, যিনি বিষয় সন্নিধানেও নির্বিকার ও জিতেন্দ্রিয়; মাটি, পাথর ও সুবর্ণখণ্ডে যার সমদৃষ্টি এরূপ যোগীকে যোগযুক্ত (যোগসিদ্ধ) বলে।৬।৮

সুহৃদ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু ও অসাধু ইত্যাদি সমস্ত কিছুর প্রতি যার সমান দৃষ্টি বা সমবুদ্ধি, তিনিই প্রশংসনীয় অর্থাৎ যিনি সকলবিষয়ে সকলের প্রতি রাগদ্বেষশূন্য তিনিই শ্রেষ্ঠ। ৬।৯

যোগী একাকী নির্জন স্থানে থেকে সংযত চিত্তদেহ, আকাঙ্খা শূন্য ও পরিগ্রহ শূন্য হয়ে সর্বদা চিত্তের সমাধি অভ্যাস করবেন। ৬।১০

ভক্তের লক্ষণ— যিনি কোনো দ্বেষ করেননা, যিনি সকলের প্রতি মিত্র ভাবাপন্ন এবং দয়ালু, যিনি মমত্ব বুদ্ধি ও অহংকার বর্জিত, যিনি সুখ-দুঃখে

সমভাবাপন্ন সদা সন্তুষ্ট, সমাহিতচিত্ত, সংযত স্বভাব, দৃঢ় বিশ্বাসী, যার মমত্ববুদ্ধি আমাতে অর্পিত, এরূপ মদ্ভক্ত আমার প্রিয়। ১২।১৩-১৪

যার দ্বারা কোনো প্রাণী উদ্বেগ প্রাপ্ত হয়না এবং যিনি নিজেও কোনো প্রাণীর দ্বারা উত্যক্ত হননা এবং যিনি হর্ষ, অমর্ষ-ভয় ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত, তিনি আমার প্রিয়। ১২।১০

যিনি সকল বিষয়ে নিস্পৃহ, শৌচ সম্পন্ন, কর্ত্তব্য কর্মে অনলস, পক্ষপাতশূন্য, যাকে কোনো কিছুই মনঃপীড়া দিতে পারেনা এবং ফল কামনা করে যিনি কোনো কর্ম আরম্ভ করেন না, এরূপ ভক্ত আমার প্রিয়। ১২।১৬

যিনি ইষ্টলাভে হৃষ্ট হননা, অপ্রাপ্য বস্তু লাভের জন্য আকাঙ্খা করেননা, যিনি কর্মের শুভাশুভ ফল কামনা ত্যাগ করেছেন— এরূপ ভক্তিমান সাধক আমার প্রিয়। ১২।১৭

যিনি শত্রু-মিত্রে, মান-অপমানে, শীত-উষ্ণে, সুখ-দুঃখে সমত্ব বুদ্ধি সম্পন্ন, যিনি সকল বিষয়ে আসক্তি বর্জিত, স্তুতি বা নিন্দায় যার সমান জ্ঞান, যিনি সংযত বাক্, যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট, গৃহাদিতে মমত্ব বর্জিত, সন্তুষ্ট এবং স্থির চিত্ত, এরূপ ভক্তিমান লোক প্রেয়। ১২।১৮-১৯

ত্রিগুণাতীতের লক্ষণ— হে পাণ্ডব! সত্ত্বগুণের ধর্ম প্রকাশ বা জ্ঞান, রজোগুণের ধর্ম কর্মে প্রবৃত্ত এবং তমোগুণের ধর্ম মোহ, এগুলি গুণধর্ম প্রবৃত্ত হলেও যিনি দুঃখ বুদ্ধিতে দ্বেষ করেন না এবং সে জন্য কর্ম থেকে নিবৃত্ত থাকলেও যিনি সুখ বুদ্ধিতে তা আকাঙ্খা করেননা, তিনিই গুণাতীত বলে উক্ত হন। ১৪।২২

যিনি উদাসীনের ন্যায় সাক্ষীস্বরূপ অবস্থান করেন, সত্ত্বাদি গুণ কর্মে, সুখ-দুঃখাদিতে বিচলিত হননা— গুণসমূহ স্ব স্ব কার্যে বর্ত্তমান আছে, আমার সংগে সেগুলির কোনো সম্পর্ক নেই বলে মনে করে, যিনি চঞ্চল হননা, তিনিই গুণাতীত বলে কথিত হন। ১৪।২৩

যার কাছে সুখ-দুঃখ সমান, যার আত্মা স্বরূপে স্থিত; মাটি, পাথর, সোনা যার কাছে সমান, যিনি প্রিয়, অপ্রিয় এবং নিজের নিন্দা-প্রশংসা তুল্য জ্ঞান করেন, যিনি ধীমান বা ধৈর্যযুক্ত, তিনিই গুণাতীত বলে অভিহিত হন। ১৪। ২৪

মান-অপমানে, শত্রুপক্ষ ও মিত্রপক্ষে যার সমান জ্ঞান এবং ফলাকাঙ্ক্ষা করে যিনি কোনো কর্ম করেননা এরূপ লোককেই গুণাতীত বলা হয়। ১৪।২৫

স্থিত প্রজ্ঞ বা ব্রাহ্মীস্থিতির লক্ষণ— হে পার্থ! যখন কেউ মনের সমস্ত কামনা বর্জন করে— নিজেই নিজে তুষ্ট থাকেন, তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলে কথিত হন। ২।৫৫

যিনি দুঃখে উদ্বেগশূন্য, সুখে স্পৃহাশূন্য, যার অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ নিবৃত্ত হয়েছে, তাকে স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি বলা হয়। ২।৫৬

যিনি দেহ বিষয়াদি সকল বিষয়েই মমতাশূন্য; তত্তৎ বিষয়ে শুভ হলেও সন্তোষ বা অশুভ হলেও অসন্তোষ প্রকাশ করেন না, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। ২।৫৭

কচ্ছপ যেমন নিজের হাত, পা অঙ্গসমূহ সঙ্কুচিত করে রাখে তদ্রূপ যিনি রূপরসাদি থেকে ইন্দ্রিয়সমূহ সংহরণ করে নেন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। ২।৫৮

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় গ্রহণে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তির বিষয়োপভোগ নিবৃত্ত হয় সত্য কিন্তু বিষয় তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয়না। কিন্তু সেই পরম পুরুষকে দেখে স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের বিষয় বাসনাও নিবৃত্ত হয়। ২।৫৯

হে কৌন্তেয়! চিত্ত বিক্ষেপক বলবান ইন্দ্রিয়গুলি সংযমে যত্নশীল বিবেকী পুরুষগণের চিত্তকেও বলপূর্বক হরণ করে (বিষয়াসক্ত করে)। ২।৬০

যিনি আমার অনন্যভক্ত, তিনি সেই ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে, সমাহিত চিত্ত হন। এরূপ সমাহিত চিত্ত পুরুষেরই ইন্দ্রিয়সকল বশীভূত হয়, এরূপ ব্যক্তিই স্থিতপ্রজ্ঞ। ২।৬১

বিষয় চিন্তা করা ব্যক্তির বেশি আসক্তি জন্মে, আসক্তি থেকে কামনা অর্থাৎ সেই বিষয় লাভে অভিলাস জন্মে, সেই কামনা কোন প্রকারে প্রতিহত বা বাধা পেলে বাধা দানকারী ব্যক্তির প্রতি ক্রোধ জন্মে, ক্রোধ থেকে মোহ, মোহ থেকে স্মৃতি ভ্রংশ, স্মৃতি ভ্রংশ থেকে বুদ্ধি নাশ, বুদ্ধিনাশ থেকে বিনাশ ঘটে। ২।৬২-৬৩

কিন্তু যার মন নিজের বশবর্তী, তিনি অনুরাগ ও বিদ্বেষ থেকে মুক্ত, আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা বিষয় উপভোগ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

চিত্তপ্রসাদ জন্মিলে এরূপ পুরুষের সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি হয়; কারণ প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি শীঘ্র উপাস্য বস্তুতে স্থিতি লাভ করে। ২।৬৫

যিনি অযুক্ত অর্থাৎ যার চিত্ত অসমাহিত এবং ইন্দ্রিয় অবশীকৃত, তার আত্ম-বিষয়িনী বুদ্ধিও হয়না, চিন্তাও হয়না। যার আত্ম বিষয়িনী চিন্তা নেই, তার শান্তি নেই; যার শান্তি নেই তার আবার সুখ কোথায়? ২।৬৫

মন বিষয়ে প্রবর্ত্তমান ইন্দ্রিয়সমূহের যেটিকে অনুবর্ত্তন করে সেই ইন্দ্রিয়টিই, জলে ভেসে থাকা নৌকাকে যেমন বাতাস বালিত করে, তেমনিভাবে তার প্রজ্ঞা হরণ করে। ২।৬৭

হে মহাবাহো! (মন যখন ইন্দ্রিয়াধীন এবং মনের অধীন প্রজ্ঞা) সেজন্য, যার ইন্দ্রিয় সর্বপ্রকারে বিষয় থেকে নিবৃত্ত হয়েছে তারই প্রজ্ঞা স্থির হয়েছে।২।৬৮

অজ্ঞ প্রাণীগণের পক্ষে যা (আত্মনিষ্ঠা) রাত্রি, তখন (আত্মনিষ্ঠায়) সংযমী পুরুষ জাগ্রত থাকেন এবং যখন (বিষয় নিষ্ঠায়) অজ্ঞ প্রাণী সাধারণত জাগ্রত থাকে, আত্মদর্শী মুনিগণের তখন (বিষয় নিষ্ঠায়) রাত্রি স্বরূপ। ২।৬৯

যেভাবে নদ-নদীর সমস্ত জলরাশি প্রশান্ত সাগরে এসে প্রবেশ করে বিলীন হয় তেমনি মহাত্মার বিষয়সকল প্রবেশ করেও কোনোরকম চিত্তবিক্ষেপ উৎপন্ন করেনা সে জন্য তিনি শান্তি লাভ করেন, যিনি ভোগ কামনা করেন তিনি শান্তি পাননা। ২।৭০

যে ব্যক্তি সমস্ত কামনা ত্যাগ করে নিস্পৃহ হয়ে বিচরণ করেন, যিনি মমতা ও অহংকার শূন্য, তিনিই শান্তি লাভ করেন।

হে পার্থ! এভাবে ব্রাহ্মীস্থিতি (ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থান) অবস্থা প্রাপ্ত হলে জীবের আর মোহ হয়না। মৃত্যুকালে যিনি এই অবস্থায় স্থিতি করেন, তিনি ব্রহ্ম নির্ব্বাণ বা মোক্ষ লাভ করেন। ২।৭৩

ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণের উপদেশামৃত বা শরণাগতি যোগ—

মাং হি পার্থ ব্যাপাশ্রিত্য যেঽপিস্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্।। (৯।৩২)

কিং পূর্ণব্রাহ্মণাঃ পুন্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।। (৯।৩৩)

হে পার্থ। স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্র কিংবা যে সকল পাপ যোনি সম্ভুত অন্ত্যজ জাতি, তারাও আমার আশ্রয় নিলে নিশ্চয় পরম গতি প্রাপ্ত হয়।

পুণ্যশীল ব্রাহ্মণ ও ভক্ত রাজর্ষিগণ যে পরমগতি লাভ করেন তাতে সন্দেহ নেই। অতএব তুমি (এই রাজর্ষি দেহ লাভ করে) আমার আরাধনা কর, কারণ এই মর্ত্তলোক অনিত্য ও সুখশূন্য।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামবৈষ্যসি যুক্তৈবমাত্মানং মৎ পরায়ণঃ।। ৯।৩৪

তুমি সর্বদা মনকে আমার চিন্তায় নিযুক্ত কর, আমাতে ভক্তিমান হও, আমার পূজা কর ও আমাকেই নমস্কার কর। এভাবে আমার শরণাগত হয়ে আমাতে মন সমাহিত করতে পারলে আমাকেই লাভ করবে।

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণো মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্।। ১৮।৬৪

এখন সর্বাপেক্ষা গুহ্যতম পরম শ্রেয়ঃ সাধন আমার শেষ কথা শুন, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, এজন্য তোমাকে এই কল্যাণকর কথা বলছি।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতি জানে প্রিয়োঽসি মে।। (১৮।৬৫)

সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।। (১৮।৬৬)

তুমি একমাত্র আমাতেই চিত্ত রাখ, আমাকে ভক্তি কর, আমাকে পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর; আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করে বলছি, তুমি আমাকেই পাবে, কেননা তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়।

সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে তুমি একমাত্র আমারই শরণ লও। আমি তোমাকে

সকল পাপ থেকে মুক্ত করবো। শোক করোনা। এটাই সর্ব্বোত্তম যোগ।।

শ্রেষ্ঠ যোগবত্তা কে?

অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছেন—

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ।। (১২।১)

যে ভক্তগণ নিরন্তর তোমার ভজন-ধ্যানে লেগে থেকে তোমাকেই উপাসনা করেন এবং যারা অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করেন, এই দুজনের মধ্যে অতি উত্তম যোগবেত্তা কে?

শ্রীভগবান বলেছেন—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ।। (১২।২)

যে ভক্তগণ আমাতে মন একাগ্র করে নিরন্তর (নিত্যযুক্ত হয়ে) আমারই ভজন ধ্যানে লেগে থেকে আমারই (এই ব্যক্তরূপেরই) উপাসনা করেন, তারাই আমার মতে সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তম যোগী।

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন।। (৬।৪৬)

যোগী তপস্বীগণ সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীগণের চেয়েও শ্রেষ্ঠ ও (সকাম) কর্মকাণ্ডিগণের চেয়েও শ্রেষ্ঠ; এটাই আমার মত; অতএব হে অর্জুন, তুমি যোগী হও।

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।। (৬।৪৭)

সকল যোগীর চেয়ে আমি তাকেই পরম শ্রেষ্ঠ যোগী বলে বিশ্বাস করি যিনি পরম শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে আমাতেই অন্তঃকরণ রেখে নিরন্তর আমাকেই ভজনা করেন।

গুণের স্বরূপ ও তার ফল— গুণানুসারে আত্মার বন্ধাদির লক্ষণ :

সত্ত্বগুণের স্বরূপ ও তার বৃদ্ধির প্রভাবে, শরীরে শ্রোত্রাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারে প্রকাশ অর্থাৎ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। (১৪।১১)। রজোগুণের স্বরূপ ও তার বৃদ্ধির প্রভাবে লোভ, সর্বদা কর্মে প্রবৃত্তি এবং সমস্ত কর্মে উদ্যম, শান্তি ও তৃপ্তির অভাব (আসক্তি) বিষয় স্পৃহা ইত্যাদি প্রকাশ হয় (১৪।১২)। তমোগুণের স্বরূপ ও তার বৃদ্ধিঃ প্রভাবে বিবেক ভ্রংশ, উদ্যমহীনতা, কর্তব্য কর্মে সন্ধান রাহিত্য এবং মোহ প্রভৃতি লক্ষণ উৎপন্ন হয়। (১৪।১৩)

সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রবৃত্তি সুখে লেগে থাকে, রজোগুণের দ্বারা প্রবৃত্তি কর্মে লেগে থাকে এবং তমোগুণের দ্বারা প্রবৃত্তি জ্ঞানকে আবৃত করা প্রমাদ (কর্তব্য বিমূঢ়তা বা অনবধানতা) উৎপন্ন করে। (১৪।৯) সত্ত্বগুণের দ্বারাও জীবের বন্ধন হয়। সত্ত্বগুণ নির্মল, বৃদ্ধি প্রকাশক ও নির্দোষ, এই সুখসঙ্গ ও জ্ঞানসঙ্গের দ্বারা আত্মাকে বন্ধনে রাখে। (১৪।৬)

রজোগুণের দ্বারা জীবের বন্ধন হয়। রজোগুণ রাগাত্মক, কামনা ও আসক্তি থেকে উৎপন্ন হওয়ার জন্য কর্ম ও তার ফলাসক্তির দ্বারা দেহীকে বন্ধন করে। (১৪।৭)

তমোগুণের দ্বারাও বন্ধন হয়। অজ্ঞানতা প্রসূত তমোগুণে দেহীগণের ভ্রান্তি, প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা প্রভৃতি দ্বারা জীবকে আবদ্ধ করে। (১৪।৮)

সত্ত্বগুণ থেকে উৎপন্ন ভাব হল জ্ঞান, রজোগুণ থেকে উৎপন্ন ভাব হল লোভ, তমোগুণ থেকে উৎপন্ন ভাব হল প্রমাদ, মোহ, অজ্ঞানাদি (১৪।১৭)

সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হলে মৃত ব্যক্তি উত্তম ব্রহ্মবিদ্‌গণের প্রকাশময় দিব্য দেবলোকে দেবযোনি প্রাপ্ত হন (১৪।১৪)। রজোগুণ বৃদ্ধি হলে মৃত ব্যক্তি কর্মাসক্তি ও পরলোকে মনুষ্য যোনিতে জন্ম গ্রহণ করেন (১৪।১৫)। এবং তমোগুণ বৃদ্ধি হলে মৃতব্যক্তি পশ্বাদি (পশু-পাখী-পতঙ্গাদি) মূঢ় যোনিতে জন্ম গ্রহণ করেন। (১৪।১৫)

সত্ত্বগুণের ফলে নির্মল সুখ, জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি (১৪।১৬)। রজোগুণের ফলে দুঃখ ও তমোগুণের ফলে অজ্ঞানতা লাভ হয় (১৪।১৬)।

কি গুণ সম্পন্ন ব্যক্তির কি গতি হয়?

সত্ত্বগুণ সম্পন্ন ব্যক্তির উর্দ্ধগতি ভগবদাভিমুখী হয়ে শ্রেষ্ঠ কুলে জন্ম হয় অথবা দেবতা হন (১৪।১৮)। রজোগুণ সম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যম গতি, কর্মাসক্ত মানুষলোকে অবস্থান হয় (১৪।১৮)। তমোগুণ সম্পন্ন ব্যক্তির অধোগতি পশু প্রভৃতি নারকী যোনিতে ও ভূত-প্রেতাদি পাপ যোনিতে জন্ম হয় (১৪।১৮)।

কি গুণীর কি উপাসনা?

সত্ত্বগুণের উপাসনা দেবতাদির পূজা। (১৭।৪) রজোগুণের উপাসনা যক্ষ রক্ষাদির পূজা (১৭।৪)। তমোগুণের উপাসনা ভূত-প্রেতাদির পূজা (১৭।৪)।

কি গুণের কি আহার?

সত্ত্বগুণযুক্ত ব্যক্তির আহার আয়ু, বুদ্ধি, বল নীরোগিতা, সুখ ও প্রীতিবর্দ্ধক রসযুক্ত, স্নিগ্ধ, স্থির ও চিত্তের পরিপোষক বা হৃদয়ের অনুকূল পদার্থ (১৭।৮)।

রজোগুণযুক্ত ব্যক্তির আহার অতি কড়া (কটু), অতি টক্, অত্যধিক লবণযুক্ত, অতি গরম, অতি তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, পোড়া প্রভৃতি দুঃখ-শোক ও রোগ উৎপাদক পদার্থ (১৭।৯)।

তমোগুণযুক্ত ব্যক্তির আহার আধাপাকা, রসশূন্য, দুর্গন্ধযুক্ত, বাসি, পচা ও উচ্ছিষ্টাদি অপবিত্র পদার্থ। (১৭।১০)

কি গুণে কিরূপ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়?

সাত্ত্বিক যজ্ঞ বিধিসংগত, পরমাত্মায় চিত্ত সমর্পণ করে কর্ত্তব্য ও নিষ্কাম বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হয় (১৭।১১)। রাজসিক যজ্ঞ বিধিসম্মত কিন্তু ফলের আশা করে নিজের অহংকার প্রকাশের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। (১৭।১২)। তামসিক যজ্ঞ বিধিহীন, অন্নদানাদি রহিত, মন্ত্রহীন, যথাবিহিত দক্ষিণা রহিত এবং যে যজ্ঞ শ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠিত হয়না। (১৭।১৩)।

(ক) কি গুণের কি তপ (শারীরিক)?

সত্ত্বগুণের শারীরিক তপ হল পরম শ্রদ্ধা এবং নিষ্কামভাবে দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরুজন ও জ্ঞানীগণের সেবা, পবিত্রতা, ব্রহ্মচর্য ও অহিংসাদি (১৭।১৭)। রজোগুণের শারীরিক তপ হল— সৎকার, মন ও পূজা লাভের জন্য দম্ভসহ অনিশ্চিত ও ক্ষণিক ফলযুক্ত শারীরিক তপস্যার প্রদর্শন (১৭।১৮)। তমোগুণের শারীরিক তপ হল মূর্খামি, দুরাগ্রহ, শারীরিক ক্লেশ প্রভৃতি অপরের অনিষ্টকারী ঘোর শারীরিক কষ্টসহ ক্রিয়া (১৭।১৯)।

(খ) বাণীর তপ :

সত্ত্বগুণের বাণীর তপ হল— পরম শ্রদ্ধা ও নিষ্কাম ভাবযুক্ত কথা যাহা কারোও মনে উদ্বেগ সৃষ্টি করে না। শুনতে মধুর, হিতকারক ও সত্য হয়। বেদ-শাস্ত্রের স্বাধ্যায় ও ভগবানের নাম, গুণ, রূপ কীর্তন করা। (১৭।১৫)

রজোগুণের বাণীর তপ হল— সৎকার, মান ও পূজা লাভের জন্য অনিশ্চিত ও ক্ষণিক বাণীর তপ প্রদর্শন।

তমোগুণের বাণীর তপ হল— মূর্খামি ও স্বয়ং কষ্ট বোধ করে অনর্থক অনিষ্ট করতে মিথ্যার অবতারণা, শাস্ত্র বিপরীত দম্ভ ও অহংকার বৃদ্ধিকারক, কাম-ক্রোধ প্রেরিত অজ্ঞানময় নানা প্রকারের ক্লেশদায়ক মিথ্যাভাষণ;

(গ) মনের তপ :

সত্ত্বগুণের মানসিক তপ হল— পরম শ্রদ্ধা ও নিষ্কামভাবে হওয়া মনের প্রসন্নতা, শান্তি, ভগবৎ চিন্তা ছেড়ে ব্যর্থ সঙ্কল্প বিকল্পহীন মন নিগ্রহ ও ভাবের পবিত্রতা (১৭।১৬)।

রজোগুণের মানসিক তপ-সৎকার, মান ও পূজা পাবার জন্য এবং দম্ভভাবে মনে সাত্ত্বিক গুণ না হওয়াটা দেখাতে প্রযত্ন করা এবং তমোগুণের মানসিক তপমূর্খতা, হঠকারীতা ও কষ্টপূর্বক অন্যকে পরাস্ত করতে মানসিক তপের ভার ধরা ও প্রকৃতার্থে বিবাদ, অশান্তি, বিষয় চিন্তা প্রভৃতি নানাপ্রকার জ্ঞান-মনের অনিয়ন্ত্রিত গতি ও অভক্ত চিন্তার স্মরণে লেগে থাকা।

ত্রিবিধ দান :

সত্ত্বগুণের দান হল— দেশ, কাল ও পাত্র বিচার করে কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে পুনঃ প্রাপ্তির ইচ্ছা না রেখে করা দান (১৭।২০)।

রাজসিক দান পুনঃ পেতে বা পরিবর্ত্তে পেতে কোনো লৌকিক, পারলৌকিক ফলের আশায় এবং মনঃকষ্ট পেয়ে করা দান। (১৭।২১) তামসিক দান হল- দেশ, কাল, পাত্র বিচার না করে অনিচ্ছা সত্ত্বে অপমান ও অনাদর সহ করা দান। ১৭।২২

ত্রিবিধ ত্যাগ :

সাত্ত্বিক ত্যাগ হল— নিয়ত কর্মের বুদ্ধিতে করা ও তার আসক্তি ও ফলেচ্ছা সর্বদা ত্যাগ করা (১৮।৯)। রাজসিক ত্যাগ হল— কর্মের দুঃখ রূপ অর্থাৎ মনে মনে বিরক্ত হয়ে শারীরিক কষ্টের ভয়ে তার স্বরূপ ত্যাগ করা। (১৮।৮)। তামসিক ত্যাগ হল— মোহাবিষ্ট হয়ে শাস্ত্রবিহিত নিয়ত কর্ম ত্যাগ করা অর্থাৎ স্বধর্ম ও যে নির্দ্দিষ্ট কর্ম আছে মোহবশতঃ সেই কর্ম ত্যাগ করা (১৮।৭)।

ত্রিবিধ কর্মফল :

সত্ত্বগুণের কর্মের ফল উত্তম। (১৮।২২)। রজোগুণের কর্মের ফল মিশ্রিত এবং তমোগুণের কর্মের ফল নিকৃষ্ট।

ত্রিবিধ জ্ঞান :

সাত্ত্বিক জ্ঞান— অনন্ত, ভিন্ন ভিন্ন ভূতসমূহে সর্বত্র ব্যাপক এক অব্যয় বস্তু পরমাত্মা তত্ত্ব পরিদৃষ্ট হয়, অর্থাৎ সমজ্ঞান করা জ্ঞান। (১৮।২০)।

রাজসিক জ্ঞান— যে জ্ঞানের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভূতসমূহে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের অনুভূতি হয়, সেই জ্ঞান। (১৮।২১)

তামসিক জ্ঞান হল— শরীরকেই আত্মজ্ঞান করা এবং যুক্তিহীন তত্ত্বার্থ রহিত তুচ্ছ সীমাবদ্ধ জ্ঞান। (১৮।২২)

ত্রিবিধ কর্ম ঃ

সাত্ত্বিক কর্ম— যে নিয়ত কর্ম কর্ত্তার দ্বারা অভিমান রহিত, ফলাকাঙ্ক্ষাহীন পুরুষের দ্বারা রাগ-দ্বেষাদি ত্যাগ করে করা কর্ম (১৮।২৩)।

রাজসিক কর্ম— যা বিশেষ পরিশ্রম সাধ্য, স্বর্গ ফলাকাঙ্খী হয়ে কর্ত্তার দ্বারা অহংকার যুক্ত হয়ে করা কর্ম (১৮।২৪)

তামসিক কর্ম— যে কর্মের পরিণাম ক্ষতি। হিংসা ও নিজ শক্তির দ্বারা বিচার না করে, মূর্খতার পরিচায়ক কর্ম করা (১৮।২৫)।

ত্রিবিধ কর্ত্তা ঃ

সাত্ত্বিক কর্ত্তা — ত্রিবিধ কর্ত্তা যিনি সিদ্ধি অসিদ্ধিতে হর্ষ, শোক নাকরে আসক্তি ও অহংকার রহিত হয়ে ধৈর্য ও উৎসাহ সহকারে কর্ত্তব্য কর্ম করেন (১৮।২৬)। রাজস কর্ত্তা— যিনি লোভী, আসক্তিযুক্ত, হিংসাত্মক ও অপবিত্র এবং কর্মফলের আশায় কর্ম করেন ও সিদ্ধি লাভ হলে আনন্দিত ও অসিদ্ধি লাভে শোকে অধীর হন (১৮।২৭)। তামস কর্ত্তা— যে অব্যবস্থিত চিত্ত, মূর্খ, উদ্ধত, ধূর্ত্ত, শোকগ্রস্ত, অলস, দীর্ঘসূত্রী ও অপরের জীবন নির্বাহ নষ্টকারী (১৮।২৮)।

ত্রিবিধ বুদ্ধি ঃ

সাত্ত্বিক বুদ্ধির দ্বারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, ভয়-অভয়, বন্ধন ও মোক্ষ যথার্থরূপে জানা যায় (১৮।৩০)।

রাজসিক বুদ্ধি— যিনি ধর্মাধর্ম, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়ে অসমর্থ (১৮।৩১)।

তামস বুদ্ধি— যিনি অধর্মকে ধর্ম বলে মানেন ও সব কিছুতেই বিপরীত বুদ্ধিযুক্ত, এরূপ বুদ্ধি (১৮।৩২)।

ত্রিবিধ ধৃতি ঃ

সাত্ত্বিক ধৃতি— যা সমস্ত বিষয় ছেড়ে কেবল ভগবানে যুক্ত থেকে মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের সমস্ত ক্রিয়াকে ভগবৎ সান্নিধ্য যোগের দ্বারা ভগবানেই করায়,

সেই সাত্ত্বিক ধৃতি (১৮।৩৩)।

রাজস ধৃতি— যা ফলাকাঙ্খী মানুষের অত্যন্ত আসক্তিতে ধর্ম, অর্থ ও কাম রূপ বিষয়ে লেগে থাকে, সেই ধৃতি (১৮।৩৪)।

তামস ধৃতি— যে দুষ্টবুদ্ধি ব্যক্তি শুধু শুয়ে থাকে, ভয় পায়, শোক করে, উদাস হয় ও মাতাল হয়ে থাকে, সেই তামস ধৃতি (১৮।৩৫)।

ত্রিবিধ সুখ ঃ

সাত্ত্বিক সুখ যার অনুভব অভ্যাসের দ্বারা হয়, যা অন্তত দুঃখ দূর করে, যা শুরুতে বিষের মত লাগে অধিকন্তু ভগবৎ বিষয়ক বুদ্ধিঃ প্রভাবে উৎপন্ন হওয়ার জন্য পরিণামে অমরত্ব লাভ, মোক্ষ লাভ ঘটায় সেই সাত্ত্বিক সুখ (১৮।৩৬-৩৭)।

রাজসিক সুখ— যা বিষয়ের সংগে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হওয়ার শুরুতে অমৃতবৎ মনে হয় কিন্তু পরিণামে ইহলোক-পরলোক নাশ কারক হওয়ার জন্য বিষ সদৃশ হয় সেই রাজসিক সুখ (১৮।৩৮)।

তামসিক সুখ— যা শুরুতে ও শেষে, আত্মাকে মোহগ্রস্ত করে রাখে এবং যা নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ ঘটায় সেই তামসিক সুখ (১৯।৩৯)।

শ্লোক-সূচী

অ	অধ্যায়নং	শ্লোকনং		অধ্যায়নং	শ্লোকনং
অকীর্ত্তিঞ্চাপিভূতানি	২	৩৪	অধ্যেষ্যতে চ য ইমং	১৮	৭০
অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং	৮	৩	অনন্ত বিজয়ং রাজা	১	১৬
অক্ষরাণামকারোঽস্মি	১০	৩৩	অনন্তশ্চাস্মিনাগানাম্	১০	২৯
অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ	৮	২৪	অনন্যচেতাঃ সততম্	৮	১৪
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়ম্	২	২৪	অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাম্	৯	২২
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা	৪	৬	অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষঃ	১২	১৬
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ	৪	৪০	অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ	১৩	৩১
অত্র শূরা মহেষ্বাসাঃ	১	৪	অনাশ্রিতঃ কর্মফলম্	৬	১
অথকেন প্রযুক্তোঽয়ম্	৩	৩৬	অনিষ্ট মিষ্টং মিশ্রঞ্চ	১৮	২
অথ চিত্তং সমাধাতুম	১২	৯	অনুদ্বেগকরং বাক্যম্	১৭	১৫
অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যম্	২	৩৩	অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসাম্	১৮	২৫
অথ চৈনং নিত্যজাতম্	২	১৬	অনেকচিত্ত বিভ্রান্তাঃ	১৬	১৬
অথবা যোগিনামেব	৬	৪২	অনেক বক্ত্রনয়ণম্	১১	১০
অথবা বহুনৈতেন	১০	৪২	অনেক বাহূদরবক্ত্রনেত্রম্	১১	১৬
অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা	১	২০	অন্তকালে চ মামেব	৮	৫
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি	১২	১১	অন্তবত্তু ফলং তেষাম্	৭	২৩
অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি	১১	৪৫	অন্তবন্ত ইমে দেহাঃ	২	১৮
অদেশকালে যদ্দানং	১৭	২২	অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি	৩	৪
অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাম	১২	১৩	অন্যেচ বহব শূরাঃ	১	৯
অধর্ম্মং ধর্মমিতি যা	১৮	৩২	অন্যেত্বেবমজানন্তঃ	১৩	২৫
অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ	১	৪০	অপরং ভবতো জন্ম	৪	৪
অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাঃ	১৫	২	অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ	৮	৪
অধ্যাত্মজ্ঞানং নিত্যত্বং	১৩	১১	অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র	৮	২

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা	১৮	১৪	অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকম্	১	১০
অপানেজুহ্বতি প্রাণম্	৪	২৯	অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং	১৭	২৮
অপি চেৎসুদুরাচারো	৯	৩০	অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং	১০	২৬
অপি চেদসি পাপভ্যঃ	৪	৩৬	অসক্তবুদ্ধি সর্বত্র	১৮	৪৯
অপিত্রৈলোক্যরাজস্য	১	৩৫	অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ	১৩	৯
অপ্রকাশোহ প্রব-ত্তিশ্চ	১৪	১৩	অসত্যম প্রতিষ্ঠং তে	১৬	৮
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো	১৭	১১	অসৌ ময়া হতঃ শত্রু	১৬	১৪
অভয়ং সত্ত্ব সংশুদ্ধিঃ	১৬	১	অসংযতাত্মনা যোগো	৬	৩৬
অভিসন্ধায় তু যফলম্	১৭	১২	অসংশয়ং মহাবাহো	৬	৩৫
অভ্যাস যোগযুক্তেন	৮	৮	অস্মাকংতু বিশিষ্টাযে	১	৭
অভ্যাসেহ প্যসমর্থো হ	সি	১২	অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং		
১০			ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ	১৬	১৮
অমানিত্বমদম্ভিত্বম	১৩	৭	অহঙ্কারং বলং দর্পং		
অমীচ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য	১১	২৬	কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্	১৮	৫৩
অমীহিত্বাংসুরসঙ্ঘাঃ	১১	২১	অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ	৯	১৬
অযতি শ্রদ্ধয়োপেতো	৬	৩৭	অহমাত্মা গুড়াকেশ	১০	২০
অয়নেষু চ সর্বেষু	১	১১	অহং সর্বস্য প্রভবঃ	১০	৮
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ	১৮	২৮	অহং হি সর্ব যজ্ঞানাং	৯	২৪
অবজানন্তি মাং মূঢ়া	৯	১১	অহিংসাসত্যমক্রোধঃ	১৬	২
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন	২	৩৬	অহিংসা সমতা তুষ্টিঃ	১০	৫
অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি	২	১৭	অহোবত মহৎ পাপং	১	৪৪
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু	১৩	১৬	অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং	৭	২৪
অব্যক্তাদীনিভূতানি	২	২৮	অশাস্ত্র বিহিত ঘোরং	১৭	৫
অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ	৮	১৮	অশোচ্যানন্ব শোচস্ত্বং	২	১১
অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তঃ	৮	২১	অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ	৯	৩
অব্যক্তো য়মচিন্ত্যো য়ম্	২	২৪	আখ্যাহি মে কো ভবান্	১১	৩১
অপরে নিয়তাহারাঃ	৪	২৯	আঢ্যো ভিজনবানস্মি	১৬	১৫
অপরেয় মিতস্ত্বন্যাং	৭	৫	আত্ম সম্ভাবিতাঃ স্তব্ধাঃ	১৬	১৭

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি	২	২৯
আসুরীং যোনিমাপন্নাঃ	১৬	২০
আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য	১৭	৭
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে	১০	১৩
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র	৬	৩২
আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ	১০	২১
আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং	২	৭০
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ	৮	১৬
আয়ুধানামহং বজ্রং	১০	১৮
আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যং	১৭	৮
আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং	৬	৩
আবৃতং জ্ঞানমেতেন	৩	৩৯
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ	১৬	১২
ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন	৭	২৭
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং	১৩	৬
ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রং	১৫	২০
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং	১৮	৬৩
ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং	১৩	১৮
ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবঃ	১১	৫০
ইত্যহং বাসুদেবস্য	১৮	৭৪
ইদন্তু তে গুহ্যতমং	৯	১
ইদং তে নাতপস্কায়	১৮	৬৭
ইদমদ্য ময়া লব্ধং	১৬	১৩
ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য	১৪	২
ইদং শরীরং কৌন্তেয়	১৩	১
ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে	৩	৩৪
ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং	২	৬৭
উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং	১	৪৩
উৎসীদেয়ুরিমে লোকাঃ	৩	২৪
উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে	৭	১৮
উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং	৬	৫
উপদ্রষ্টানুমন্তা চ	১৩	২২
ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থাঃ	১৪	১৮
ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখম্	১৫	১
ঋষিভির্বহুধা গীতম্	১৩	৪
এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য	১১	৩৫
এতদ্‌যোনীনি ভূতানি	৭	৬
এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ	৬	৩৯
এতান্যপি তু কর্ম্মাণি	১৮	৬
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য	১৬	৯
এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ	১০	৭
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং	১৫	৪
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ	১	১৩
ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে	১	১৪
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো	১১	১৪
তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ	১৩	৩
তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো	৩	২৮
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং	৬	২৮
তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ	১৪	৬
তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ	১	২৬
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নম্	১১	১৩
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা	৬	১২
তত্রৈবং সতি কর্ত্তারং	১৮	১৬
তদিত্যনভিসন্ধায়	১৭	২৫
তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন	৪	৪৩

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানঃ	৫	১৭
তপস্বিভ্যো ধিকো যোগী	৬	৪৬
তপাম্যহমহং বর্ষং	৯	১৯
তমুবাচ হৃষীকেশঃ	২	১০
তমেব শরণং গচ্ছ	১৮	৬২
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে	১৬	২৪
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায়	১১	৪৭
তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ	৩	৪১
তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব	১১	৩৩
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু	৮	৭
তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং	৪	৪২
তস্মাদসক্তঃ সততং	৩	১১
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং	২	২৫
ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈঃ	৭	১৩
ত্রিবিধং নরকসেদনম্	১৬	২
ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা	১৭	২
ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ	২	৪৫
ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ	৯	২০
তমেব শরণং গচ্ছ	১৮	৬২
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে	১৬	২৪
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায়	১১	৪৭
তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ	৩	৪১
তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব	১১	৩৩
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু	৮	৭
তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং	৪	৪২
তস্মাদসক্তঃ সততং	৩	১১
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং	২	২৫
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য	১৭	২৪
তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো	২	৬৮
তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং	১	১২
ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈঃ	৭	১৩
ত্রিবিধং নরকস্যেদম্	১৬	২১
ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা	১৭	২
ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ	২	৪৫
ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ	৯	২০
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যম্	১১	১৮
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ	১১	৩৮
দণ্ডো দময়তামস্মি	১০	৩৮
দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ	১৬	৪
দংষ্ট্রা করালানি চ তে	১১	২৫
দাতব্যমিতি যদ্দা	১৭	২০
দিবি সূর্য্যসহস্রস্য	১১	১২
দিব্যমাল্যাম্বরধরং	১১	১১
দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম	১৮	১৮
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ	২	৫৬
দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম	২	৪৯
দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং	১	২
দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং	১১	৫১
দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ	১	২৮
দেবদ্বিজ গুরু প্রাজ্ঞ	১৭	১৪
দেবান্ ভাবয়তানেন	৩	১১
দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে	২	১৩
দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং	২	৩০
দৈবমেবাপরে যজ্ঞং	৪	২৫
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং	১	৪২
দ্যাবা পৃথিব্যোরিদমন্তরং	১১	২০

দ্যূতং ছলয়তামস্মি	১০	৩৬
দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞাঃ	৪	২৮
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ	১	১৮
দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ	১১	৩৪
দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে	১৫	১৬
দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকে	১৬	৬
দেবী সম্পদ বিমোক্ষায়	১৬	৫
দেবী হ্যেষা গুণময়ী	৭	১৪
ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে	১	১
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নি	৩	৩৮
ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ	৮	২৫
ধৃত্যা যয়া ধারয়তে	১৮	১৩
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ	১	১৫
ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি	১৩	২৪
ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ	২	৬২
ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি	৫	১৪
ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ	৩	৪
ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি	৪	১৪
ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ	৭	১৫
ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যম্	৩	২২
ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ	১০	২
ণ রূপমস্যেহ তথোপ-	১৫	৩
ন বেদ যজ্ঞাধ্যয়নৈঃ	১১	৪৮
নষ্টো মোহঃ স্মৃতিলর্ব্ধা	১৮	৭৩
নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি	৩	৫
নহি জ্ঞানেন সদৃশং	৪	৩৮
নহি দেহভৃতা শক্যং	১৮	১১
নহি প্রপশ্যামি মম	২	৮
নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি	৬	১৬
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং	৫	১৫
নান্যং গুণেভ্য কর্ত্তারং	১৪	১৯
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য	৪	৩১
নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ	২	১৬
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য	২	৬৬
নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য	৭	২৫
নাহং বেদৈন তপসা	১১	৫৩
নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ	১৮	৭
নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং	৩	৮
নিয়তং সঙ্গরহিতং	১৮	২৩
নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা	৪	২১
নির্ম্মাণমোহা জিতসঙ্গ	১৫	৫
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ	৩	৪২
ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধি	৩	৪০
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যং	১৩	৮
ইমং বিবস্বতে যোগং	৪	১
ইষ্টান্ ভোগান্ হি	৩	১২
ইহৈকস্থং জগৎকৃৎস্নং	১১	৭
ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো	৫	১৯
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং	১৮	৬১
উচ্চৈঃ শ্রবসমশ্বানাং	১০	২৭
উৎক্রামন্তং স্থিতংবাপি	১৫	১০
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ	১৫	১৭
এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয়	১৬	২২
এবমুক্তো হৃষীকেশো	১	২৪
এবমুক্তার্জ্জুনঃ সংখ্যে	১	৪৬
এবমুক্ত্বা ততোরাজন্	১১	৯

এবমুক্ত্বা হৃষিকেশং	২	৯
এবমেতদ্ যথাত্থত্বম্	১১	৩
এবং পরম্পরা প্রাপ্তম্	৪	২
এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং	৩	১৬
এবং বহুবিধা যজ্ঞা	৪	৩২
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা	৩	৪৩
এবং সততযুক্তা যে	১২	১
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম	৪	১৫
এষাতেহভিহিতা সাংখ্যে	২	৩৯
এষা ব্রাহ্মীস্থিতিঃ পার্থ	২	৭২
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম	৮	১৩
ওঁ তৎসাদিতি নির্দ্দেশঃ	১৭	২৩
কচ্চিতদের্ত্ততং পার্থ	১৮	৭২
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টঃ	৬	৩৮
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণ	১৭	৯
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ	১	৩৮
কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে	২	৪
কথং বিদ্যামহং যোগিন্	১০	১৭
কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি	২	৫১
কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ	১৪	১৬
কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিম্	৩	২০
কর্ম্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যম্	৪	১৭
কিংকর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি	৪	১৬
কিংতদ্ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মম্	৮	১
কিং নো রাজ্যেন	১	৩২
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তম্	১১	৪৬
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ	১১	১৭
কুতস্ত্বা কশ্মলমিদম্	২	২
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি	১	৩৯
কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যম্	১৮	৪৪
কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতান্	১৪	২১
ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ	২	৬৩
ক্লেশোহধিকতরস্তেষাম্	১২	৫
ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ	২	৩
কর্ম্মন্য কর্ম্ম য পশ্যেৎ	৪	১৮
কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে	২	৪৭
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি	৩	১৫
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য	৩	৬
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থম্	১৭	৬
কবিং পুরাণম্	৮	৯
কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং	৪	১২
কামক্রোধবিযুক্তানাং	৫	২৬
কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং	১৬	১০
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ	২	৪৩
কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ	৭	২৯
কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং	১৮	৯
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা	৫	১১
কার্পণ্য দোষপহত স্বভাবঃ	২	৭
কার্য্য-কারণ কর্তৃত্বে	১৩	২০
কার্য্যমিত্যেব যৎকর্ম্ম	১৮	৯
কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ	১১	৩২
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ	১	১৭
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাংবিদ্ধি	১৩	২
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা	১৮	২৮
জ্ঞানং তেহহং সবিজ্ঞান্	৭	২
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানম্	৫	১৬

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি	১৩	১২	জিতাত্মনঃ প্রশান্তস	৬	৭
জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী	৫	৩	জ্ঞান যজ্ঞেন চাপ্যন্যে	৯	১৫
জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে	৩	১	জ্ঞানবিজ্ঞান তৃপ্তাত্মা	৬	৮
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ	১৩	১৭	জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ	১৮	১৯
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে	১	১৩	ন চ মৎস্থানি ভূতানি	৯	৫
তচ্চ সংসমৃত্য সংস্মৃত্য	১৮	৭৭	ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি	৯	৯
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্	১৬	১৯	ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং	১	৩০
তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ	১	২৭	ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি	১	৩১
তানি সর্ব্বাণি সংযম্য	২	৬১	ন চৈতদ্ বিদ্মঃ কতরন্নো	২	৬
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচম্	১৬	৩	ন জায়তে ম্রিয়তে বা	২	২০
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোক	৯	২১	ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা	১৮	৪০
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা	১২	৭	ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো	১৫	৬
তেষামেবানুকম্পার্থম্	১০	১১	নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি	২	৪০
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্তঃ	৭	১৭	নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি	৫	৮
তেষাং সততযুক্তানাং	১০	১০	নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি	২	২৩
ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং	৪	২০	নৈব তস্য কৃতেনার্থো	৩	৮
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য	৪	২৩	ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুম্	১১	৮
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী	৯	১৮	ন ত্বেবাহং জাতুনাসং	২	১২
গামাবিশ্য চ ভূতানি	১৫	১৩	ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম	১৮	১০
গুণানেতানতীত্যত্রীন	১৪	২০	ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য	৫	২০
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ	৬	৩৪	ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ	৩	২৬
চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাম্	৭	১৬	নভস্পৃসং দীপ্তমনেকবর্ণং	১১	২৪
চিন্তাম পরিমেয়াঞ্চ	১৬	১১	নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে	১	৪০
চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি	৮	৫৭	পঞ্চেমানি মহাবাহো	১৮	১৩
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা	৯	৩১	পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং	৯	২৬
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবম্	১৩	৩৪	পবস্তসমাস্থ ভাবোঽন্যো	৮	২০
জন্মকর্ম্ম চ মে দিব্যম্	৪	৯	পরং ব্রহ্ম পরং ধাম	১০	১২
জরামরণমোক্ষায়	৭	২৯	পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি	১৪	১

পরিত্রানায় সাধুনাং	৪	৮	ভূমিরাপো২নলোবায়ু	৭	৪
পবনঃ পবতামস্মি	১০	৩১	ভূয় এব মহাবাহো	১০	১
পশ্যাদিত্যান বসূন	১১	৬	ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং	৫	২৯
পশ্যামি দেবাংস্তব দেব	১১	১৫	ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং	২	৪৪
পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রানাং	১	৩	পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্	১	৩৬
পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো	১	১৫	পার্থ নৈবেহ নাসূত্র	৬	৪০
প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব	১৩	১৯	পিতাসি লোকস্য	১১	৪৩
প্রকৃতি স্বামবষ্টভ্য	৯	৮	পিতামহস্য জগতো	৯	১৭
প্রকৃতে র্গুণসংমূঢ়াঃ	৩	২৭	পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ	৭	৯
প্রকৃত্যৈব চ কর্মমানে	১৩	২৯	পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি	১৩	২১
প্রজাহাতি যদা কামান্	২	৫৫	পুরুষঃ স পরঃ পার্থ	৮	২২
প্রযত্নাদ যতমানস্তু	৬	৪৫	পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং	১০	২৪
প্রয়াণকালে মনসাচলেন	৮	১০	পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব	৬	৪৪
প্রলপন বিসৃজন্ গৃহ্নন্	৫	৯	পৃথকত্বেন তু যজ্জ্ঞানং	১৮	২১
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা	১৬	৭	প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ	১৪	২২
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ			বলং বলবতাম্মি	৭	১১
কার্য্যাকার্য্যে	১৮	৩০	বহিরন্তশ্চ ভূতানাং	১৩	১৫
প্রশান্ত মনসং হ্যেনং	৬	২৭	বহূনাং জন্মনামন্তে	৭	১৯
প্রশান্তাত্মা বিগতভীঃ	৬	১৪	বহূনি মে ব্যতীতানি	৪	৫
প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং	২	৬৫	বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য	৫	৬
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকান্	৬	৪১	বাহ্যস্পর্শেষ্যসক্তাত্মা	৫	২১
ভক্ত্যাত্বনন্যয়া শক্যঃ	১১	৫৪	বীজং মাং সর্বভূতানাং	৭	১০
ভক্ত্যা মামাভিজানাতি	১৮	৫৫	বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ	২	৫০
ভয়াদ্রণাদুপরতং	২	৩৫	বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ	১০	৪
ভবান্ ভীষ্মশ্চঃ কর্ণশ্চ	১	৮	বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব	১৮	২৯
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং	১১	২	বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তঃ	১৮	৫১
ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখতঃ	১	২৫	বৃহৎসাম তথা সাম্নাম্	১০	৩৫
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং	৮	১৯	ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্	১০	২৭

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি	১৮	৫৮
মচ্চিত্তা মদগত প্রাণাঃ	১০	৯
মৎকর্ম্মকৃন্মৎ পরমো	১১	৫৫
মত্তঃপরতং নান্যৎ	৭	৭
মদনুগ্রহায় পরমং	১১	১
মনঃ প্রসাদঃ সৌম্যত্বং	১৭	১৬
মনুষ্যাণাং সহস্রেষু	৭	৩
মন্মনাভব সৎপরায়ণ	৯	৩৪
মন্মনাভব প্রিয়োঽসি মে	১৮	৬৫
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং	১১	৪
মম যোনির্মহদব্রহ্ম	১৪	৩
মমৈবাংশে জীবলোকে	১৫	৭
ময়া ততমিদং সর্ব্বং	৯	৪
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ	৯	১০
ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং	১১	৪৭
ময়ি চানন্যযোগেন	১৩	১০
ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি	৩	৩০
ময্যাবেশ্য মনো যে মাং	১২	২
ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ	৭	১
ব্রহ্মণ্যাধ্যায় কর্ম্মাণি	৫	১০
ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা	১৮	৫৪
ব্রহ্মার্পনং ব্রহ্মহবিঃ	৪	২৪
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বিশাং	১৮	৪১
মহাত্মানস্তু মাং পার্থ	৯	১৩
মহাভূতান্যহঙ্কারো	১৩	৫
মাঞ্চযোঽব্যভিচারেণ	১৪	২৬
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ	১	৩৪
মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়	১১	৪৯
মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয়	২	১৪
মানাপমানয়োস্তুল্য	১৪	২৫
মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম	৮	১৫
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য	৯	৩২
মুক্ত সঙ্গোঽনহংবাদী	১৮	২৬
মূঢ় গ্রাহেনাত্মানো যৎ	১৭	১৯
মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহম্	১০	৩৪
ময্যেব মন আধৎস্ব	১২	৮
মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে	১০	৬
মহর্ষীণাং ভৃগুরহং	১০	২৫
য ইদং পরমং গুহ্যং	১৮	৬৮
য এনং বেত্তি হন্তারং	২	১৯
য এবং বেত্তি পুরুষং	১৩	২৩
যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং	১০	৩৯
যজন্তে সাত্ত্বিকাদেবান্	১৭	৪
যজ্জাত্বা ন পুনর্মোহম্	৪	৩৫
যততোহ্যপি কৌন্তেয়	২	৬০
যতন্তো যোগিনশ্চৈনং	১৫	১১
যত্রযোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ	১৮	৭৮
যত্রোপরমতে চিত্তং	৬	২০
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে	৫	৫
যথাকাশস্থিতোনিত্যং	৯	৬
যথা দীপো নিবাতস্থো	৬	১৯
যথা নদীনাং বহবোঽম্বু	১১	২৮
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ	১৩	৩৩
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং	১১	২৯
যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাৎ	১৩	৩২
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নিঃ	৪	৩৭

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি	৮	১১
যদগ্রে চানুবন্ধে চ	১৮	৩৯
যদাদিত্যগতং তেজঃ	১৫	১২
যথাভূত পৃথগ্‌ভাবম্‌	১৩	৩০
যদা যদা হি ধর্মস্য	৪	৭
যদা বিনিয়তং চিত্তং	৬	১৮
যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু্য	১৪	১৪
যদা সংহরতে চায়ং	২	৫৮
যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু	৬	৪
যদি মামপ্রতীকারং	১	৪৫
যদৃচ্ছালাভ সন্তুষ্টো	৪	২২
যদ্‌ যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ	৩	২১
যদ্‌ যদ্‌ বিভূতিমৎ সত্তম্‌	১০	৪১
যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি	১৩	৭
যতঃ প্রব-ত্তির্ভূতানাং	১৮	৪৬
যতাযতো নিশ্চরতি	৬	২৮
যৎকরোষি যদশ্নাসি	৯	২৭
যত্তদগ্রে বিষমিব	১৮	৩৭
যৎ তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম	১৮	২৪
যৎতু কৃৎস্নবদেকস্মিন্‌	১৮	২২
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং	১৭	২১
যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিম্‌	৮	২৩
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো	৩১	৩
যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র	৩	৯
যজ্ঞে তপসি দানেচ	১৭	২৭
যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ	৩	১৭
যস্ত্বিন্দ্রিয়ানি মনসা	৩	৭
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহম	১৫	১৮
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো	১২	৫
যস্য নাহংকৃতো ভাবো	১৮	১৭
যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ	৪	১৯
যতযামং গতরসং	১৭	১০
যা নিশা সর্ব্বভূতানাং	২	৬৯
যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং	২	৪২
যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ	১৩	২৬
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং	১	২২
যাবনর্থ উদপানে	২	৪৬
যান্তি দেবব্রতা দেবান	৯	২৫
যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা	৫	১২
যুক্তাহারবিহারস্য	৬	১৭
যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং	১৮	৩৫
যং যং বাপি স্মরন্‌ ভাবং	৮	৬
যয়া ধর্ম্ম-ধর্ম্মঞ্চ	১৮	৩৪
যং লব্ধা চাপরং লাভং	৬	২২
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুঃ	৬	২
যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে	২	১৫
যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য	১৬	২৩
যঃ সর্ব্বাত্রানভিস্নেহঃ	২৫	৭
যজ্ঞদান তপঃ কর্ম্ম	১৮	৫
র		
রজসি প্রশংয় গত্বা	১৪	১৫
রজস্তমশ্চাভিভূয়	১৪	১০
রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়	৭	৮
রাগদ্বেষ বিমুক্তৈস্তু	২	৬৪
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি	৪	৭
রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সু	১৮	২৭

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য ১৮ ৭৬
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যম্ ৯ ২
রুদ্রানাং শঙ্করশ্চাস্মি ১০ ২৩
রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ ১১ ২২
রূপং মহত্তে বহুবক্ত্র নেত্রং ১১ ২৩

ল

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণং ৫ ২৫
লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ ১ ৩০
লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা ৩ ৩
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভ ১৪ ২২
যুঞ্জন্নেবং......নিয়ত মানসঃ ৬ ১৫
যুঞ্জন্নেবং.......বিগত কল্মষঃ ৬ ২৮
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্তঃ ১ ৬
যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবাঃ ৭ ১২
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং ১২ ২০
যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ১২ ৬
যেত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যং ১২ ৩
যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো ৩ ৩২
যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তাঃ ৯ ২৩
যে মেং মতমিদং নিত্যম্ ৩ ৩১
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে ৪ ১১
যে শাস্ত্র বিধিমুৎসৃজ্য ১৭ ১
যেষাং ত্বন্তগতং পাপং ৭ ২৮
যে হি সংস্পর্শজা ভোগ ৫ ২২
যোঽন্তঃ সুখোঽন্তরারামঃ ৫ ২৪
যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা ৫ ৭
যোগসন্ন্যস্তকর্ম্মাণং ৪ ৪১
যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি ২ ৪৮
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং ৬ ৪৭
যোগি যুঞ্জীত সততং ৬ ১০
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং ১ ২৩
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ১২ ১৭
যো মামজমনাদিঞ্চ ১০ ৩
যো মামেব স সং মূঢ়ো ১৫ ১৯
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র ৬ ৩০
যো যো মাং তনুং ৭ ২১
যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ ৬ ৩৩

ব

বক্তুমর্হস্যশেষেণ ১০ ১৬
বক্ত্রাণি তে ত্বরমানা ১১ ২৭
বহিরন্তশ্চ ভূতানাং ১৩ ১৫
বায়র্যমোঽগ্নির্ব্বাণঃ ১১ ৩৯
বাসাংসি জীর্ণানি যথা ২ ২২
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ৫ ১৮
বিধিহীনমসৃষ্টান্নং ১৭ ১৩
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী ১৮ ৫২
বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে ২ ৫৯
বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগাৎ ১৮ ৩৮
বিস্তরেণাত্মনো যোগং ১০ ১৮
বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ ২ ৭১
বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং ৭ ১০
বীতরাগ ভয় ক্রোধাঃ ৪ ১০
বৃষ্ণীণাং বাসুদেবোঽস্মি ১০ ৩৭
বেদানাং সামবেদোঽস্মি ১০ ২২
বেদাবিনাশিনং নিত্যং ২ ২১
বেদাহং সমতীতানি ৭ ২৬

বেদাহং সমতীতানি	৭	২৬
বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু	৮	২৮
বেপথুশ্চ শরীরে মে	১	২৯
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ	২	৪১
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন	৩	২
শ		
শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং	৫	২৩
শনৈঃ শনৈরুপরমেৎ	৬	২৫
শমো দমস্তপঃ শৌচং	১৮	৪২
শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ	১৮	১৫
শরীরং যদবাপ্নোতি	১৫	৮
শুক্ল কৃষ্ণে গতী হ্যেতে	৮	২৬
শুচৌদেশে প্রতিষ্ঠাপ্য	৬	১১
শুভাশুভ ফলৈরেবং	৯	২৮
শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং	১৮	৪৩
শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং	১৭	১৭
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ	১৮	৭১
শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং	৪	৩৯
শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে	২	৫৩
শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাৎ	৪	৩৩
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো....ভয়াবহঃ	৩	৩৫
শ্রেয়ান স্বধর্ম্মো...কিল্বিষম্	১৮	৪৭
শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাৎ	১২	১২
শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে	৪	২৬
শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ	১৫	৯
স		
স এবায়ং ময়া তেঽদ্য	৪	৩
সক্তাঃ কর্ম্মণ বিদ্বাংসো	৩	২৫
সখেতি মত্বা প্রসভং	১১	৪
স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং	১	১
সঙ্করো নরকায়ৈব	১	৪
সংকল্প প্রভবান্ কামান	৬	২৪
সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র	১৩	২৮
সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু	১৩	২৭
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ	১২	১৮
সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু	৯	২৯
সর্গানামাদিরন্তশ্চ	১০	৩২
সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা	৫	১৩
সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা	১৮	৫৬
সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ	১৮	৬৪
সর্ব্বতঃ পানিপাদং তৎ	৩	১৩
সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য	৮	১২
সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্	১৭	১১
শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে	২	৫৩
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য	১৮	৬৬
সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং	৬	২৯
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং	৬	৩১
সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয়	৯	৭
সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং	১৮	২০
সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে	১০	১৪
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয়	১৪	৪
সর্ব্বস্য চাহং হৃদি	১৫	১৫
সর্ব্বাণীন্দ্রিয় কর্ম্মাণি	৪	২৭
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং	১৩	১৪
সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো	৪	৩০
সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয়	১৮	৪৮

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা	৩	১০
সহস্র যুগ পর্য্যন্তম্	৮	১৭
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং	১২	৪